

সুনান আবু দাউদ

(৫ম খণ্ড)

তাহকীক
আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)

অনুবাদ
আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ

প্রকাশক : মোঃ জিল্লুর রহমান জিলানী

সুনান আবু দাউদ

(৫ম খণ্ড)

তাহক্বীক্ব

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)

অনুবাদ ও টীকা সংযোজন

আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ

এম.ফিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সুনান আবু দাউদ (৫ম খণ্ড)

অনুবাদক ও টীকা সংযোজন : আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ

প্রকাশনায় : আল্লামা আলবানী একাডেমী

প্রকাশক : মোঃ জিলুর রহমান জিলানী (লন্ডন প্রবাসী)

গ্রন্থস্বত্ব : আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রাপ্তিস্থান

১। আল্লামা আলবানী একাডেমী

৬৯/১ পুরানা মোগলটুলী, ঢাকা-১১০০

যোগাযোগ : ০১৮৩২৮২৫০০০, ০১১৯৯১৪৯৩৮০

২। হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী

৩৮ বাংশাল নতুন রাস্তা, ঢাকা-১১০০

৭১১৪২৩৮, ৯৫৬৩১৫৫

৩। তাওহীদ পাবলিকেশন্স

২২১ বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১১২৭৬২

৪। আহলে হাদীস লাইব্রেরী

বংশাল, ঢাকা ফোন : ০২-৯৫৯১৮০১

৫। জায়েদ লাইব্রেরী

ইসলামিক টাওয়ার, বাংলাবাজার

০১১৯৮-১৮০৬১৫, ০১৭৬৮-৭৭২১৪১

৬। সালাফী পাবলিকেশন্স

বাংলাবাজার, ঢাকা, ০১৬৮০-১০১৬১৪

৭। আল্লামা আলীমুদ্দিন একাডেমী

২২১ বংশাল রোড, ঢাকা

দ্বিতীয় প্রকাশ : আগস্ট ২০১৩

ওভেচ্ছা মূল্য : ৭২৫ টাকা মাত্র

প্রকাশকের কথা

বিস্মিল্লাহির রহমানির রহীম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল ‘আলামীনের জন্য, যিনি আমাদেরকে হিদায়াত দান করে সরল পথ প্রদর্শন করেছেন। সলাত ও সালাম জানাই প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের প্রতি।

অতি প্রয়োজনীয় হাদীস গ্রন্থ সুনান আবু দাউদ (৫ম খন্ড) অনুবাদ, তাহক্বীক্ব ও তাখরীজ সহ প্রকাশ করতে পেরে আমি সর্বপ্রথম মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাচ্ছি। মুসলিম ভাই ও বোনেরা গ্রন্থখানি পাঠের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহীহ হাদীস মোতাবেক আমল করে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার পথ সুগমের চেষ্টা করবেন, এটাই আমার কাম্য।

এই নেক কাজে অনুবাদক ও সম্পাদকসহ যারাই বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা রইলো। আল্লাহ আমাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন— আমীন!

বিনীত

মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান জিলানী

প্রধান উপদেষ্টা : আল্লামা আলবানী একাডেমী

অনুবাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক এবং শতকোটি দরুদ ও সালাম জানাই প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের প্রতি।

সুনান আবু দাউদ (৫ম খণ্ড) অনুবাদ, তাহক্বীক্ব ও তাখরীজ সহ প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের দরবারে শুকরিয়া জানাচ্ছি। গ্রন্থখানি প্রকাশ ও সম্পাদনায় যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ তাদের সকলকেই উত্তম প্রতিদান দান করুন- আমীন!

সম্মানিত পাঠকদের প্রতি গ্রন্থখানির অনুবাদ এবং এতে উপস্থাপিত তথ্যে কোন ভুল পরিলক্ষিত হলে আমাদেরকে জানালে তা সাদরে গ্রহণের অঙ্গীকার রইল।

বিনীত

আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ

বিষয়	পৃষ্ঠা	موضوع
অধ্যায়- ১৯ : বিচার ব্যবস্থা	১	১৭ - كتاب الأقضية
অনুচ্ছেদ- ১ : বিচারকের পদ চাওয়া সম্পর্কে	১	১ - باب في طلب القضاء
অনুচ্ছেদ-২ : বিচারক ভুল করলে	১	২ - باب في القاضي يخطئ
অনুচ্ছেদ- ৩ : বিচার চাওয়া এবং তাড়াহুড়া করে ফায়সালা দেয়া	৩	৩ - باب في طلب القضاء والتسرع إليه
অনুচ্ছেদ-৪ : ঘুম গ্রহণ নিষিদ্ধ	৪	৪ - باب في كراهية الرشوة
অনুচ্ছেদ- ৫ : কর্মকর্তাদের প্রাপ্ত উপহার	৪	৫ - باب في هدايا العمال
অনুচ্ছেদ-৬ : কিভাবে বিচার করবে	৫	৬ - باب كيف القضاء
অনুচ্ছেদ- ৭ : বিচারক যদি ভুল সিদ্ধান্ত দেন	৫	৭ - باب في قضاء القاضي إذا أخطأ
অনুচ্ছেদ- ৮ : বিচারকের সামনে বাদী-বিবাদীর বসার নিয়ম	৭	৮ - باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي
অনুচ্ছেদ- ৯ : রাগের সাথে বিচারকের সিদ্ধান্ত দেয়া নিষেধ	৭	৯ - باب القاضي يقضي وهو غضبان
অনুচ্ছেদ- ১০ : যিম্মীদের বিবাদ মীমাংসা করার বিধান	৮	১০ - باب الحكم بين أهل الذمة
অনুচ্ছেদ- ১১ : বিচারকার্য পরিচালনায় ইজতিহাদ করা	৮	১১ - باب اجتihad الرأي في القضاء
অনুচ্ছেদ-১২ : সাক্ষি স্থাপন	৯	১২ - باب في الصلح
অনুচ্ছেদ-১৩ : সাক্ষ্য প্রদানের বর্ণনা	১০	১৩ - باب في الشهادات
অনুচ্ছেদ-১৪ : যে লোক প্রকৃত ঘটনা না জেনেই মামলায় সাহায্য করে	১১	১৪ - باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها
অনুচ্ছেদ-১৫ : মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান	১২	১৫ - باب في شهادة الزور
অনুচ্ছেদ-১৬ : যার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়	১২	১৬ - باب من نرد شهادة
অনুচ্ছেদ- ১৭ : শহরবাসীর পক্ষে গ্রাম্য লোকের সাক্ষ্য	১৩	১৭ - باب شهادة البدوي على أهل الأمصار
অনুচ্ছেদ- ১৮ : দুধপান সম্পর্কিত বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া	১৩	১৮ - باب الشهادة في الرضاع
অনুচ্ছেদ- ১৯ : যিম্মীদের সাক্ষ্য এবং সফরের সময় ওসিয়াত প্রদান	১৪	১৯ - باب شهادة أهل الذمة وفي الوصية في السفر

বিষয়	পৃষ্ঠা	موضوع
অনুচ্ছেদ- ২০ : বিচারক মাত্র একজনের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দিতে পারেন, যদি তিনি জানেন যে, লোকটি বিশ্বস্ত	১৫	২০ - باب إِذَا عَلِمَ السَّاحِكُ صِدْقَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ
অনুচ্ছেদ- ২১ : একটি শপথ ও একটি সাক্ষীর ভিত্তিতে ফায়সালা দেয়া	১৬	২১ - باب الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ
অনুচ্ছেদ- ২২ : একই বস্তুর দু'জন দাবিদার, অথচ কারোই প্রমাণ নেই	১৮	২২ - باب الرُّجُلَيْنِ يَدْعِيَانِ شَيْئًا وَلَيْسَتْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ
অনুচ্ছেদ- ২৩ : বিবাদীকে শপথ করতে হবে	২০	২৩ - باب الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
অনুচ্ছেদ- ২৪ : শপথ করার নিয়ম	২০	২৪ - باب كَيْفَ الْيَمِينِ
অনুচ্ছেদ- ২৫ : বিবাদী যিম্মী হলে শপথ করবে কি?	২০	২৫ - باب إِذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذِمِّيًّا أَيُخْلَفُ
অনুচ্ছেদ- ২৬ : অনুপস্থিত বিষয়ে নিজের জানা মতে শপথ করা সম্পর্কে	২১	২৬ - باب الرُّجُلُ يَخْلَفُ عَلَى عِلْمِهِ فِيمَا غَابَ عَنْهُ
অনুচ্ছেদ- ২৭ : যিম্মীকে শপথ করানোর নিয়ম	২২	২৭ - باب كَيْفَ يَخْلَفُ الذَّمِّيُّ
অনুচ্ছেদ- ২৮ : যিনি নিজ অধিকার রক্ষার্থে শপথ করেন	২৩	২৮ - باب الرُّجُلُ يَخْلَفُ عَلَى حَقِّهِ
অনুচ্ছেদ- ২৯ : ঋণ সংক্রান্ত ও অন্যান্য বিষয়ে আটক করা সম্পর্কে	২৩	২৯ - باب فِي الْحَبْسِ فِي الدَّيْنِ وَغَيْرِهِ
অনুচ্ছেদ- ৩০ : প্রতিনিধি নিয়োগ	২৫	৩০ - باب فِي الْوَكَاةِ
অনুচ্ছেদ- ৩১ : বিচার সংক্রান্ত কিছু সমস্যা	২৫	৩১ - باب فِي الْقَضَاءِ
অধ্যায়- ২০ : জ্ঞান	২৯	২০ - كتاب العلم
অনুচ্ছেদ- ১ : জ্ঞানার্জনের ফায়ীলাত	২৯	১ - باب الْحَثُّ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ
অনুচ্ছেদ- ২ : আহলে কিতাবের হাদীস বর্ণনা করা	৩০	২ - باب رَوَايَةِ حَدِيثِ أَهْلِ الْكِتَابِ
অনুচ্ছেদ- ৩ : জ্ঞানের কথা লিখে রাখা	৩১	৩ - باب فِي كِتَابَةِ الْعِلْمِ
অনুচ্ছেদ- ৪ : রাসূলুল্লাহ (স)- এর প্রতি মিথ্যারোপ করা সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারী	৩৩	৪ - باب فِي التَّشْدِيدِ فِي الْكُذْبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
অনুচ্ছেদ- ৫ : না জেনে আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে আলোচনা করা	৩৩	৫ - باب الْكَلَامِ فِي كِتَابِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
অনুচ্ছেদ- ৬ : কথায় পুনরাবৃত্তি প্রসঙ্গ	৩৩	৬ - باب تَكْرِيرِ الْحَدِيثِ
অনুচ্ছেদ- ৭ : দ্রুত কথা বলা ঠিক নয়	৩৪	৭ - باب فِي سَرَدِ الْحَدِيثِ

বিষয়	পৃষ্ঠা	موضوع
অনুচ্ছেদ - ৮ : ফাতাওয়াহ প্রদানে সাবধানতা অবলম্বন	৩৪	৮ - باب التَّوَقِّي فِي الْفَتْوَا
অনুচ্ছেদ - ৯ : জ্ঞানের কথা গোপন করা অপছন্দনীয়	৩৫	৯ - باب كَرَاهِيَةِ مَنَعَ الْعِلْمِ
অনুচ্ছেদ - ১০ : জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেয়ার ফাযীলাত	৩৫	১০ - باب فَضْلِ نَشْرِ الْعِلْمِ
অনুচ্ছেদ - ১১ : বনী ইসরাঈলীদের কাছ থেকে শোনা কথা বর্ণনা করা	৩৬	১১ - باب الْحَدِيثِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ
অনুচ্ছেদ - ১২ : মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জন করা	৩৭	১২ - باب فِي طَلَبِ الْعِلْمِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى
অনুচ্ছেদ - ১৩ : কিসসা-কাহিনী প্রসঙ্গ	৩৭	১৩ - باب فِي الْقَصَصِ
অধ্যায়- ২১ : পানীয় দ্রব্য প্রসঙ্গে	৪০	২১ - كتاب الأشربة
অনুচ্ছেদ- ১ : মদ হারাম হওয়ার বর্ণনা	৪০	১ - باب فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ
অনুচ্ছেদ- ২ : মদ তৈরির জন্য আগুর নিংড়ানো	৪২	২ - باب الْعَبْ يُفَصِّرُ لِلْخَمْرِ
অনুচ্ছেদ- ৩ : মদের সিরকা সম্পর্কে	৪২	৩ - باب مَا جَاءَ فِي الْخَمْرِ تُخْلَلُ
অনুচ্ছেদ- ৪ : যেসব উপাদান দিয়ে মদ তৈরি হয়	৪৩	৪ - باب الْخَمْرُ مِمَّا هُوَ
অনুচ্ছেদ- ৫ : নেশা উদ্রেককারী প্রতিটি জিনিস হারাম	৪৪	৫ - باب النَّهْيُ عَنِ الْمُسْكِرِ
অনুচ্ছেদ- ৬ : দাযী (বীজ) সম্পর্কে	৪৭	৬ - باب فِي الدَّادِي
অনুচ্ছেদ- ৭ : মদের পেয়ালা সম্পর্কে	৪৭	৭ - باب فِي الْأَوْعِيَةِ
অনুচ্ছেদ- ৮ : দুই বস্তুর সংমিশ্রণ	৫২	৮ - باب فِي التَّخْلِيطَيْنِ
অনুচ্ছেদ- ৯ : কাঁচা খেজুরের শরবত	৫৪	৯ - باب فِي بَيْيْدِ الْبُسْرِ
অনুচ্ছেদ- ১০ : নাবীযের বৈশিষ্ট্য	৫৪	১০ - باب فِي صِفَةِ النَّبِيِّ
অনুচ্ছেদ- ১১ : মধুর শরবত	৫৬	১১ - باب فِي شَرَابِ الْعَسَلِ
অনুচ্ছেদ- ১২ : নাবীযে কড়া ভাব আসলে	৫৭	১২ - باب فِي النَّبِيِّ إِذَا عَلِيَ
অনুচ্ছেদ- ১৩ : দাঁড়িয়ে পান করা সম্পর্কে	৫৭	১৩ - باب فِي الشُّرْبِ قَائِمًا
অনুচ্ছেদ- ১৪ : কলসের মুখে মুখ লাগিয়ে পান করা সম্পর্কে	৫৮	১৪ - باب الشُّرْبِ مِنْ فِي السَّقَاءِ
অনুচ্ছেদ- ১৫ : চামড়ার মশকের মুখ উলটিয়ে পান করা	৫৮	১৫ - باب فِي اخْتِنَاتِ الْأَسْقِيَةِ
অনুচ্ছেদ- ১৬ : পাত্রে ভাঙ্গা স্থান দিয়ে পান করা	৫৯	১৬ - باب فِي الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ

বিষয়	পৃষ্ঠা	موضوع
অনুচ্ছেদ- ১৭ : সোনা-রূপার পাত্রে পান করা সম্পর্কে	৫৯	১৭ - باب في الشرب في آنية الذهب والفضة
অনুচ্ছেদ- ১৮ : চুমুক দিয়ে পান করা	৬০	১৮ - باب في الكزج
অনুচ্ছেদ- ১৯ : পরিবেশনকারী কখন পান করবে	৬০	১৯ - باب في الساقى متى يشرب
অনুচ্ছেদ- ২০ : পানীয় দ্রব্য ফুঁ দেয়া এবং তাতে নিঃশ্বাস ফেলা সম্পর্কে	৬১	২০ - باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه
অনুচ্ছেদ- ২১ : দুধ পানের সময় কি বলবে	৬২	২১ - باب ما يقول إذا شرب اللبن
অনুচ্ছেদ- ২২ : পাত্রের মুখ ঢেকে রাখা	৬২	২২ - باب في إيكاء الآنية
অধ্যায়- ২২ : খাদ্যদ্রব্য	৬৫	২২ - كتاب الأطعمة
অনুচ্ছেদ- ১ : দাওয়াত কবুল করা	৬৫	১ - باب ما جاء في إجابة الدعوة
অনুচ্ছেদ- ২ : বিয়ের ওয়ালীমা অনুষ্ঠান করা উত্তম	৬৬	২ - باب في استجاب الوليمة عند النكاح
অনুচ্ছেদ- ৩ : ওয়ালীমা কয়দিন আয়োজন করা যাবে	৬৭	৩ - باب في كم تستحب الوليمة
অনুচ্ছেদ- ৪ : সফর হতে ফিরে এসে আহারের আয়োজন	৬৮	৪ - باب الإطعام عند القدوم من السفر
অনুচ্ছেদ- ৫ : মেহমানদারী সম্পর্কে	৬৮	৫ - باب ما جاء في الضيافة
অনুচ্ছেদ- ৬ অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ রহিত হওয়া সম্পর্কে	৭০	৬ - باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره
অনুচ্ছেদ- ৭ : দুই প্রতিযোগীর দাওয়াতে অংশগ্রহণ না করা সম্পর্কে	৭০	৭ - باب في طعام المتبارين
অনুচ্ছেদ- ৮ : মেহমান অবাস্তিত কিছু দেখলে	৭১	৮ - باب الرجل يذعى فیری مكروما
অনুচ্ছেদ- ৯ : দুই দাওয়াতদাতা একত্রে এলে কে অগ্রাধিকার পাবে	৭১	৯ - باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق
অনুচ্ছেদ- ১০ : ইশার সলাত ও রাতের খাবার একত্রে উপস্থিত হলে	৭২	১০ - باب إذا حضرت الصلاة والعشاء
অনুচ্ছেদ- ১১ : খাওয়া গুরুত্ব সময় উভয় হাত ধোয়া	৭৩	১১ - باب في غسل اليدين عند الطعام
অনুচ্ছেদ- ১২ : আহারের পূর্বে হাত ধোয়া	৭৩	১২ - باب في غسل اليد قبل الطعام
অনুচ্ছেদ- ১৩ : তাড়াহুড়ার সময় হাত না ধুয়ে আহার করা	৭৩	১৩ - باب في طعام الفجاءة
অনুচ্ছেদ- ১৪ : খাদ্যদ্রব্যের সমালোচনা করা অপছন্দনীয়	৭৪	১৪ - باب في كراهية ذم الطعام
অনুচ্ছেদ- ১৫ : একসঙ্গে খাওয়া	৭৪	১৫ - باب في الاجتماع على الطعام

বিষয়	পৃষ্ঠা	موضوع
অনুচ্ছেদ- ১৬ : খাওয়ার সময় আত্মাহর নাম নেয়া	৭৫	১৬ - باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ
অনুচ্ছেদ- ১৭ : হেলান দিয়ে খাওয়া সম্পর্কে	৭৬	১৭ - باب مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ مُتَكَيِّئًا
অনুচ্ছেদ- ১৮ : পাত্রে উপরিভাগ হতে খাওয়া সম্পর্কে	৭৭	১৮ - باب مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ مِنْ أَعْلَى الصَّخْفَةِ
অনুচ্ছেদ- ১৯ : যে দস্তুরখানে কিছু অপছন্দনীয় খাবার থাকে সেখানে বসে খাওয়া সম্পর্কে	৭৮	১৯ - باب مَا جَاءَ فِي الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ عَلَيْهَا بَعْضُ مَا يُكْرَهُ
অনুচ্ছেদ- ২০ : ডান হাতে খাওয়া	৭৮	২০ - باب الْأَكْلِ بِالْيَمِينِ
অনুচ্ছেদ- ২১ : গোশত খাওয়া	৭৯	২১ - باب فِي أَكْلِ اللَّحْمِ
অনুচ্ছেদ- ২২ : লাউ খাওয়া	৮০	২২ - باب فِي أَكْلِ الذَّبَاءِ
অনুচ্ছেদ- ২৩ : সারীদ খাওয়া	৮১	২৩ - باب فِي أَكْلِ الثَّرِيدِ
অনুচ্ছেদ- ২৪ : কোন খাদ্যের প্রতি ঘৃণা পোষণ অপছন্দনীয়	৮১	২৪ - باب فِي كَرَاهِيَةِ التَّقْذِيرِ لِلطَّعَامِ
অনুচ্ছেদ- ২৫ : জাভালা ও তার দুধ পান নিষেধ	৮১	২৫ - باب النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ، وَالْبَنَاتِ
অনুচ্ছেদ- ২৬ : ঘোড়ার গোশত খাওয়া সম্পর্কে	৮২	২৬ - باب فِي أَكْلِ لَحْمِ الْخَيْلِ
অনুচ্ছেদ- ২৭ : খরগোশের গোশত খাওয়া সম্পর্কে	৮৩	২৭ - باب فِي أَكْلِ الْأَرْزَبِ
অনুচ্ছেদ- ২৮ : শুইসাপ খাওয়া সম্পর্কে	৮৪	২৮ - باب فِي أَكْلِ الضَّبِّ
অনুচ্ছেদ- ২৯ : হবারার গোশত (দ্রুত দৌড়াতে পারে এমন বৃহদাকার পাখি) খাওয়া সম্পর্কে	৮৫	২৯ - باب فِي أَكْلِ لَحْمِ الْحُبَارَى
অনুচ্ছেদ- ৩০ : কীট- পতঙ্গ ও গর্তের প্রাণী	৮৬	৩০ - باب فِي أَكْلِ حَشَرَاتِ الْأَرْضِ
অনুচ্ছেদ- ৩১ : যেসব জিনিসের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আসেনি	৮৭	৩১ - باب مَا لَمْ يَذْكُرْ تَحْرِيمُهُ
অনুচ্ছেদ- ৩২ : হায়েনার গোশত খাওয়া সম্পর্কে	৮৭	৩২ - باب فِي أَكْلِ الضَّبُعِ
অনুচ্ছেদ- ৩৩ : হিংস্র প্রাণী খাওয়া সম্পর্কে	৮৭	৩৩ - باب النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ السَّبَاعِ
অনুচ্ছেদ- ৩৪ : গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া সম্পর্কে	৮৯	৩৪ - باب فِي أَكْلِ لَحْمِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ
অনুচ্ছেদ- ৩৫ : পঙ্গপাল খাওয়া সম্পর্কে	৯১	৩৫ - باب فِي أَكْلِ الْجَرَادِ
অনুচ্ছেদ- ৩৬ : ভেসে আসা মৃত মাছ খাওয়া সম্পর্কে	৯১	৩৬ - باب فِي أَكْلِ الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ

বিষয়	পৃষ্ঠা	মوضوع
অনুচ্ছেদ- ৩৭ : যে ব্যক্তি মৃত প্রাণী খেতে বাধ্য হয়	৯২	৩৭ - باب في المضطرِّ إلى الميتة
অনুচ্ছেদ- ৩৮ : দুই রং- এর খাদ্য একত্র করা সম্পর্কে	৯৩	৩৮ - باب في الجمع بين لونين من الطعام
অনুচ্ছেদ- ৩৯ : পানীর খাওয়া	৯৩	৩৯ - باب في أكل الجبن
অনুচ্ছেদ- ৪০ : সিরকা সম্পর্কে	৯৪	৪০ - باب في الخل
অনুচ্ছেদ- ৪১ : রসুন খাওয়া সম্পর্কে	৯৪	৪১ - باب في أكل الثوم
অনুচ্ছেদ- ৪২ : খেজুর সম্পর্কে	৯৭	৪২ - باب في التمر
অনুচ্ছেদ- ৪৩ : পোকায় ধরা খেজুর পরীক্ষা করে খাওয়া	৯৭	৪৩ - باب في تفشيش التمر المسوس عند الأكل
অনুচ্ছেদ- ৪৪ : খাওয়ার সময় একত্রে দু'টি খেজুর নেয়া	৯৮	৪৪ - باب الإقران في التمر عند الأكل
অনুচ্ছেদ- ৪৫ : দু' ধরনের বস্ত্র একত্রে মিশিয়ে খাওয়া	৯৮	৪৫ - باب في الجمع بين لونين في الأكل
অনুচ্ছেদ- ৪৬ : আহলে কিতাবের বাসনপত্র ব্যবহার সম্পর্কে	৯৯	৪৬ - باب الأكل في آنية أهل الكتاب
অনুচ্ছেদ- ৪৭ : সমুদ্রে বিচরণশীল প্রাণী সম্পর্কে	৯৯	৪৭ - باب في دواب البحر
অনুচ্ছেদ- ৪৮ : ঘি-এর মধ্যে ইঁদুর পড়লে করনীয়	১০০	৪৮ - باب في الفأرة تقع في السمن
অনুচ্ছেদ- ৪৯ : খাদ্যদ্রব্যে মাছি পড়লে করনীয়	১০১	৪৯ - باب في الذباب يقع في الطعام
অনুচ্ছেদ- ৫০ : পতিত লোকমা	১০১	৫০ - باب في اللقمة تسقط
অনুচ্ছেদ- ৫১ : মালিকের সাথে চাকরের খাদ্য গ্রহণ	১০২	৫১ - باب في الخادم يأكل مع المولى
অনুচ্ছেদ- ৫২ : রুমাল ব্যবহার করা	১০২	৫২ - باب في المنديل
অনুচ্ছেদ- ৫৩ : খাওয়া শেষে যা বলতে হয়	১০২	৫৩ - باب ما يقول الرجل إذا طعم
অনুচ্ছেদ- ৫৪ : খাওয়া শেষে হাত ধোয়া	১০৩	৫৪ - باب في غسل اليد من الطعام
অনুচ্ছেদ- ৫৫ : যিনি খাওয়ালেন খাওয়া শেষে তার জন্য দু'আ করা	১০৪	৫৫ - باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده
অধ্যায়- ২৩ : চিকিৎসা	১০৫	২৩ - كتاب الطب
অনুচ্ছেদ- ১ : অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসা গ্রহণ সম্পর্কে	১০৫	১ - باب في الرجل يتداوى
অনুচ্ছেদ- ২ : রোগীর খাদ্য গ্রহণে সতর্কতা অবলম্বন করা	১০৫	২ - باب في الحمية

বিষয়	পৃষ্ঠা	موضوع
অনুচ্ছেদ- ৩ : রক্তমোক্ষণ (শিংগা লাগানো)	১০৬	৩ - باب فِي الْحِجَامَةِ
অনুচ্ছেদ- ৪ : রক্তমোক্ষণের স্থান	১০৬	৪ - باب فِي مَوَاضِعِ الْحِجَامَةِ
অনুচ্ছেদ- ৫ : রক্তমোক্ষণের উত্তম সময়	১০৭	৫ - باب مَتَى تُسْتَحَبُّ الْحِجَامَةُ
অনুচ্ছেদ- ৬ : শিরা কেটে রক্তমোক্ষণ করা এবং রক্তমোক্ষণের স্থান	১০৮	৬ - باب فِي قَطْعِ الْعِرْقِ وَمَوَاضِعِ الْحَجْمِ
অনুচ্ছেদ- ৭ : গরম লোহা দিয়ে দাগানো	১০৮	৭ - باب فِي الْكَيِّ
অনুচ্ছেদ- ৮ : নাকে ঔষধ প্রয়োগ করা	১০৯	৮ - باب فِي السَّعُوطِ
অনুচ্ছেদ- ৯ : নুশরাহ (শয়তানী মন্ত্র)	১০৯	৯ - باب فِي النُّشْرَةِ
অনুচ্ছেদ- ১০ : বিষের প্রতিষেধক	১০৯	১০ - باب فِي التَّرِّيَاقِ
অনুচ্ছেদ- ১১ : নিষিদ্ধ ঔষধ ব্যবহার	১১০	১১ - باب فِي الْأَدْوِيَةِ الْمَكْرُوهَةِ
অনুচ্ছেদ- ১২ : আজওয়া খেজুর সম্পর্কে	১১১	১২ - باب فِي ثَمَرَةِ الْعُجْوَةِ
অনুচ্ছেদ- ১৩ : আলজিভ ফোলা সম্পর্কে	১১২	১৩ - باب فِي الْعِلَاقِ
অনুচ্ছেদ- ১৪ : সুরমা লাগানো	১১২	১৪ - باب فِي الْأَمْرِ بِالْكُحْلِ
অনুচ্ছেদ- ১৫ : বদনযর লাগা সম্পর্কে	১১৩	১৫ - باب مَا جَاءَ فِي الْعَيْنِ
অনুচ্ছেদ- ১৬ : শিশুর দুধপান মেয়াদে সহবাস করা সম্পর্কে	১১৩	১৬ - باب فِي الْغَيْلِ
অনুচ্ছেদ- ১৭ : তাবীয ঝুলানো	১১৪	১৭ - باب فِي تَعْلِيْقِ التَّامِيمِ
অনুচ্ছেদ- ১৮ : ঝাড়ফুক সম্পর্কে	১১৫	১৮ - باب مَا جَاءَ فِي الرُّقَى
অনুচ্ছেদ- ১৯ : ঝাড়ফুক করার পদ্ধতি	১১৬	১৯ - باب كَيْفَ الرُّقَى
অনুচ্ছেদ- ২০ : মোটা হওয়ার নিয়ম	১২২	২০ - باب فِي السُّمْنَةِ
অনুচ্ছেদ- ২১ : গণক সম্পর্কে	১২২	২১ - باب فِي الْكَاهِنِ
অনুচ্ছেদ- ২২ : জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে	১২৩	২২ - باب فِي النُّجُومِ
অনুচ্ছেদ- ২৩ : মাটিতে রেখা টেনে এবং পাখি উড়িয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা	১২৩	২৩ - باب فِي الْخَطِّ وَرَجْرِ الطَّيْرِ
অনুচ্ছেদ- ২৪ : অশুভ লক্ষণ	১২৪	২৪ - باب فِي الطَّيْرَةِ

বিষয়	পৃষ্ঠা	موضوع
অধ্যায়- ২৪ : দাসত্বমুক্তি	১৩০	২৪ - كتاب العتق
অনুচ্ছেদ- ১ : চুক্তিবদ্ধ গোলাম কৃত শর্তের কিছু পরিশোধের পর অপারগ হলে বা মারা গেলে	১৩০	১ - باب في المكاتب يُؤدِّي بعض كتابته فيعجز أو يموت
অনুচ্ছেদ- ২ : মুকাতাব (চুক্তিবদ্ধ গোলাম)- এর চুক্তি ভঙ্গ হলে তাকে বিক্রি করা	১৩১	২ - باب في بيع المكاتب إذا فُسخت الكتابة
অনুচ্ছেদ- ৩ : শর্তসাপেক্ষে দাসত্বমুক্তি	১৩৩	৩ - باب في العتق على الشريطة
অনুচ্ছেদ- ৪ : কেউ শরীকানা গোলামের নিজ অংশ মুক্ত করলে	১৩৩	৪ - باب فيمن أعتق نصيباً له من مملوك
অনুচ্ছেদ- ৫ : গোলামকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে কাজ করানো	১৩৪	৫ - باب من ذكر السعاية في هذا الحديث
অনুচ্ছেদ- ৬ : যারা বলেন, গোলামকে কাজে লাগানো যাবে না	১৩৫	৬ - باب فيمن روى أنه لا يستسعي
অনুচ্ছেদ- ৭ : কেউ রক্ত সম্পর্কীয় মুহাররাম গোলামের মালিক হলে	১৩৭	৭ - باب فيمن ملك ذا رحم محرم
অনুচ্ছেদ- ৮ : উম্মু ওয়ালাদ আযাদ হওয়া	১৩৮	৮ - باب في عتق أمهات الأولاد
অনুচ্ছেদ- ৯ : মুদাব্বার গোলাম বিক্রি করা	১৩৯	৯ - باب في بيع المدبر
অনুচ্ছেদ- ১০ : যিনি সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের কমে গোলাম আযাদ করেন	১৪০	১০ - باب فيمن أعتق عبداً له لم يئلفهم الثلث
অনুচ্ছেদ- ১১ : কেউ সম্পদশালী গোলাম আযাদ করলে	১৪২	১১ - باب فيمن أعتق عبداً وله مال
অনুচ্ছেদ- ১২ : জারজ সন্তান মুক্ত করা	১৪২	১২ - باب في عتق ولد الزنا
অনুচ্ছেদ- ১৩ : গোলাম আযাদ করার সওয়াব সম্পর্কে	১৪২	১৩ - باب في ثواب العتق
অনুচ্ছেদ- ১৪ : কোন্ ধরনের গোলাম আযাদ করা অধিক উত্তম	১৪৩	১৪ - باب أي الرقاب أفضل
অনুচ্ছেদ- ১৫ : সুস্থ অবস্থায় গোলাম আযাদ করার মর্যাদা	১৪৪	১৫ - باب في فضل العتق في الصحة
অধ্যায়- ২৫ : কুরআনের কিরাআত ও পাঠের নিয়ম	১৪৫- ১৫৫	২৫ - كتاب الحروف والقراءات
অধ্যায়- ২৬ : গণ-গোসলখানা	১৫৬	২৬ - كتاب الحمام
অনুচ্ছেদ- ১ : গোসলখানায় প্রবেশ সম্পর্কে	১৫৬	১ - باب الدخول في الحمام

বিষয়	পৃষ্ঠা	موضوع
অনুচ্ছেদ- ২ : উলঙ্গ হওয়া নিষেধ	১৫৭	২ - باب النَّهْيِ عَنِ التَّعَرِّي
অনুচ্ছেদ- ৩ : উলঙ্গ হওয়া সম্পর্কে	১৫৮	৩ - باب مَا جَاءَ فِي التَّعَرِّي
অধ্যায়- ২৭ : পোশাক-পরিচ্ছেদ	১৬০	২৫ - كِتَابُ اللِّبَاسِ
অনুচ্ছেদ- ১ : নতুন কাপড় পরার সময় যা বলতে হয়	১৬০	১ - باب مَا يَقُولُ إِذَا لَبَسَ ثَوْبًا جَدِيدًا
অনুচ্ছেদ- ২ : কেউ নতুন কাপড় পরিধান করলে তার জন্যে দু'আ করা	১৬১	২ - باب فِيمَا يُدْعَى لِمَنْ لَبَسَ ثَوْبًا جَدِيدًا
অনুচ্ছেদ- ৩ : জামা সম্পর্কে	১৬২	৩ - باب مَا جَاءَ فِي الْقَمِيصِ
অনুচ্ছেদ- ৪ : লম্বা টিলা জামা সম্পর্কে	১৬২	৪ - باب مَا جَاءَ فِي الْأَقْبِيَةِ
অনুচ্ছেদ- ৫ : খ্যাতি লাভের পোশাক পরা	১৬৩	৫ - باب فِي لُبْسِ الشُّهُرَةِ
অনুচ্ছেদ- ৬ : পশম ও লোমের তৈরী পোশাক পরা	১৬৪	৬ - باب فِي لُبْسِ الصُّوفِ وَالشَّعْرِ
অনুচ্ছেদ- ৭ : মোটা পোশাক পরিধান করা	১৬৫	৫ - باب لِبَاسِ الْعَلِيطِ
অনুচ্ছেদ- ৮ : রেশম ও পশম মিশ্রিত কাপড় পরিধান করা সম্পর্কে	১৬৬	৮ - باب مَا جَاءَ فِي الْخَزِّ
অনুচ্ছেদ- ৯ : রেশমী কাপড় পরিধান সম্পর্কে	১৬৭	৭ - باب مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ
অনুচ্ছেদ- ১০ : রেশমী পোশাক পরা নিষেধ	১৬৮	১০ - باب مَنْ كَرِهَهُ
অনুচ্ছেদ- ১১ : রেশমী সূতার সেলাই ও কারুকার্য করার অনুমতি সম্পর্কে	১৭১	১১ - باب الرُّخْصَةِ فِي الْعَلَمِ وَخَيْطِ الْحَرِيرِ
অনুচ্ছেদ- ১২ : ওয়রবশত রেশমী পোশাক পরা সম্পর্কে	১৭২	১২ - باب فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِعُذْرٍ
অনুচ্ছেদ- ১৩ : নারীদের জন্যে রেশমী পোশাক বৈধ	১৭২	১৩ - باب فِي الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ
অনুচ্ছেদ- ১৪ : কারুকার্য খচিত ইয়ামানী চাঁদর পরা	১৭৩	১৪ - باب فِي لُبْسِ الْحَبْرَةِ
অনুচ্ছেদ- ১৫ : সাদা কাপড় পরিধান	১৭৪	১৫ - باب فِي الْبَيَاضِ
অনুচ্ছেদ- ১৬ : ময়লা কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার করা	১৭৪	১৬ - باب فِي غَسْلِ الثَّوْبِ وَفِي الْخُلُقَانِ
অনুচ্ছেদ- ১৭ : হলুদ রং দ্বারা রঞ্জিত করা	১৭৫	১৭ - باب فِي الْمَصْبُوغِ بِالصُّفْرِ
অনুচ্ছেদ- ১৮ : সবুজ রং সম্পর্কে	১৭৫	১৮ - باب فِي الْخَضْرَاءِ

বিষয়	পৃষ্ঠা	মوضوع
অনুচ্ছেদ- ১৯ : লাল রং ব্যবহার করা	১৭৫	১৭ - باب في الحُمْرَةِ
অনুচ্ছেদ- ২০ : লাল রং ব্যবহারের অনুমতি	১৭৮	২০ - باب في الرُّحْصَةِ فِي ذَلِكَ
অনুচ্ছেদ- ২১ : কালো রং ব্যবহার করা	১৭৮	২১ - باب في السَّوَادِ
অনুচ্ছেদ- ২২ : কাপড়ের ঝালর সম্পর্কে	১৭৯	২২ - باب في الهُدْبِ
অনুচ্ছেদ- ২৩ : পাগড়ি সম্পর্কে	১৭৯	২৩ - باب في العَمَائِمِ
অনুচ্ছেদ-২৪ : আঁটসাঁট কাপড় পরা নিষেধ	১৮০	২৪ - باب في لِبْسَةِ الصَّائِءِ
অনুচ্ছেদ-২৫ : বোতাম খোলা রাখা বৈধ	১৮১	২৫ - باب في حُلِّ الْأَزْزَارِ
অনুচ্ছেদ-২৬ : চাঁদর মুড়ি দিয়ে মাথা ঢেকে রাখা সম্পর্কে	১৮১	২৬ - باب في التَّقْنَعِ
অনুচ্ছেদ-২৭ : লুঙ্গি- পাজামা পায়ের টাখনুর নিচে বুলিয়ে পরার পরিণতি	১৮১	২৭ - باب مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الْإِزَارِ
অনুচ্ছেদ - ২৮ : অহংকার সম্পর্কে	১৮৫	২৮ - باب مَا جَاءَ فِي الْكِبْرِ
অনুচ্ছেদ- ২৯ : লুঙ্গি- পাজামার নিচ দিকের সীমা	১৮৬	২৯ - باب فِي قَدْرِ مَوْضِعِ الْإِزَارِ
অনুচ্ছেদ- ৩০ : নারীদের পোশাক	১৮৮	৩০ - باب لِبَاسِ النِّسَاءِ
অনুচ্ছেদ- ৩১ : আব্বাহর বাণী : “তারা যেন তাদের ওড়নার কিয়ৎদশ নিজেদের উপর টেনে দেয়”	১৮৮	৩১ - باب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
অনুচ্ছেদ- ৩২ : মহান আব্বাহর বাণী : “তারা যেন তাদের গলদেশ ও বক্ষদেশ মাথার ওড়না দিয়ে আবৃত করে” (সূরাহ আন-নূর : ৩১)	১৮৯	৩২ - باب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ }
অনুচ্ছেদ- ৩৩ : নারীদের শরীরের কোন অংশ খোলা রাখা যাবে	১৯০	৩৩ - باب فِيمَا تُبْدِي الْمَرْأَةُ مِنْ زِينَتِهَا
অনুচ্ছেদ- ৩৪ : কৃতদাস তার নারী মনিবের চুল দেখতে পারে	১৯০	৩৪ - باب فِي الْعَبْدِ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ مَوْلَايِهِ
অনুচ্ছেদ- ৩৫ : মহান আব্বাহর বাণী : “যৌন কামনা রহিত পুরুষ”	১৯১	৩৫ - باب فِي قَوْلِهِ { غَيْرِ أُولِي الْإِرْيَةِ }
অনুচ্ছেদ- ৩৬ : মহান আব্বাহর বাণী : “আর মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে”	১৯২	৩৬ - باب فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ }
অনুচ্ছেদ- ৩৭ : ওড়না কিভাবে পরবে	১৯৩	৩৭ - باب فِي الْإِخْتَارِ

বিষয়	পৃষ্ঠা	মوضوع
অনুচ্ছেদ- ৩৮ : নারীদের জন্য পাতলা কাপড় ব্যবহার	১৯৪	৩৮ - باب في لبس القباطين للنساء
অনুচ্ছেদ- ৩৯ : কাপড়ে আঁচলের পরিমাণ	১৯৪	৩৯ - باب في قدر الذيل
অনুচ্ছেদ- ৪০ : মৃত প্রাণীর চামড়া সম্পর্কে	১৯৫	৪০ - باب في أهاب الميتة
অনুচ্ছেদ- ৪১ : যাদের মতে মৃত প্রাণীর চামড়া ব্যবহার করা যাবে না	১৯৭	৪১ - باب من روى أن لا يبتفع بإهاب الميتة
অনুচ্ছেদ- ৪২ : চিতা বাঘ ও হিংস্র জন্তুর চামড়া সম্পর্কে	১৯৮	৪২ - باب في جلود الثور والسباع
অনুচ্ছেদ- ৪৩ : পায়ে ছুতা পরার নিয়ম	২০০	৪৩ - باب في الانتعال
অনুচ্ছেদ- ৪৪ : বিছানা সম্পর্কে	২০২	৪৪ - باب في الفرش
অনুচ্ছেদ- ৪৫ : (দরজা-জানালায়) পর্দা ঝুলানো সম্পর্কে	২০৪	৪৫ - باب في اتخاذ الستور
অনুচ্ছেদ- ৪৬ : ক্রুশ চিহ্নযুক্ত কাপড় সম্পর্কে	২০৫	৪৬ - باب في الصليب في الثوب
অনুচ্ছেদ- ৪৭ : ছবি সম্পর্কে	২০৫	৪৭ - باب في الصور
অধ্যায়- ২৮ : চুল আঁচড়ানো	২০৯	২৮ - كتاب الترجل
অনুচ্ছেদ- ১ : অধিক জাঁকজমক প্রদর্শন নিষেধ	২০৯	১ - باب انتهى عن كثير، من الإفراط
অনুচ্ছেদ - ২ : সুগন্ধি পছন্দ করা	২১০	২ - باب ما جاء في استحباب الطيب
অনুচ্ছেদ - ৩ : চুল পরিপাটি করে রাখা	২১০	৩ - باب في إصلاح الشعر
অনুচ্ছেদ - ৪ : নারীদের জন্য খেঁষাব ব্যবহার সম্পর্কে	২১০	৪ - باب في الخضاب للنساء
অনুচ্ছেদ - ৫ : পরচুলা ব্যবহার	২১১	৫ - باب في صلة الشعر
অনুচ্ছেদ - ৬ : সুগন্ধি ফেরত দেয়া সম্পর্কে	২১৪	৬ - باب في رد الطيب
অনুচ্ছেদ - ৭ : বাইরে যাওয়ার সময় নারীদের সুগন্ধি ব্যবহার সম্পর্কে	২১৪	৭ - باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج
অনুচ্ছেদ - ৮ : পুরুষের জন্য জাফ্রানী রং ব্যবহার (নিষেধ)	২১৫	৮ - باب في الحلو في الرجال
অনুচ্ছেদ - ৯ : মাথার চুল রাখা সম্পর্কে	২১৮	৯ - باب ما جاء في الشعر
অনুচ্ছেদ- ১০ : চুলের সিন্ধি সম্পর্কে	২১৯	১০ - باب ما جاء في الفرق

বিষয়	পৃষ্ঠা	موضوع
অনুচ্ছেদ- ১১ : চুল লম্বা করা সম্পর্কে	২১৯	১১- باب في تطويل الجمّة
অনুচ্ছেদ- ১২ : পুরুষের চুলের গুচ্ছ সম্পর্কে	২২০	১২- باب في الرّجل يعقّصُ شعْرهُ
অনুচ্ছেদ- ১৩ : মাথা মুড়ানো	২২০	১৩- باب في خلق الرّأس
অনুচ্ছেদ- ১৪ : গুচ্ছচুল সম্পর্কে	২২১	১৪- باب في الذّؤاينة
অনুচ্ছেদ- ১৫ : চুলের গুচ্ছ রাখার (অনুমতি) সম্পর্কে	২২১	১৫- باب ما جاء في الرّخصة
অনুচ্ছেদ- ১৬ : গৌফ ছাঁটা	২২২	১৬- باب في أخذ الشّارب
অনুচ্ছেদ- ১৭ : সাদা চুল উপড়ে ফেলা সম্পর্কে	২২৩	১৫- باب في تنفّ الثّيب
অনুচ্ছেদ- ১৮ : খেঁচাব ব্যবহার সম্পর্কে	২২৩	১৮- باب في الخِصَاب
অনুচ্ছেদ- ১৯ : হলুদ রঙের খেঁচাব ব্যবহার সম্পর্কে	২২৫	১৭- باب ما جاء في خِصَابِ الصّفرة
অনুচ্ছেদ- ২০ : কালো রঙের খেঁচাব ব্যবহার সম্পর্কে	২২৬	২০- باب ما جاء في خِصَابِ السّواد
অনুচ্ছেদ- ২১ : হাতির দাঁত ব্যবহার সম্পর্কে	২২৬	২১- باب ما جاء في الإنثفاح بالعاج
অধ্যায়- ২৯ : আংটি	২২৮	২৭- كتاب الخاتم
অনুচ্ছেদ- ১ : আংটি ব্যবহার করা	২২৮	১- باب ما جاء في اتّخاذ الخاتم
অনুচ্ছেদ- ২ : আংটি ব্যবহার না করা	২৩০	২- باب ما جاء في ترك الخاتم
অনুচ্ছেদ- ৩ : স্বর্ণের আংটি সম্পর্কে	২৩০	৩- باب ما جاء في خاتم الذهب
অনুচ্ছেদ- ৪ : লোহার আংটি সম্পর্কে	২৩১	৪- باب ما جاء في خاتم الحديد
অনুচ্ছেদ- ৫ : ডান অথবা বাম হাতে আংটি পরা সম্পর্কে	২৩২	৫- باب ما جاء في التّختم في اليمين أو اليسار
অনুচ্ছেদ- ৬ নুপুর সম্পর্কে	২৩৩	৬- باب ما جاء في الجلاجل
অনুচ্ছেদ- ৭ : সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধানো	২৩৪	৫- باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب
অনুচ্ছেদ- ৮ : মহিলাদের স্বর্ণালংকার ব্যবহার সম্পর্কে	২৩৫	৮- باب ما جاء في الذهب للنساء
অধ্যায়- ৩০ : ফিত্তুনাহ ও বিপর্যয়	২৩৭	৩০- كتاب الفتن والملاحم
অনুচ্ছেদ - ১ : ফিত্তুনাহ ও তার নিদর্শনাবলীর বর্ণনা	২৩৭	১- باب ذكر الفتن ودلائلها

বিষয়	পৃষ্ঠা	موضوع
অনুচ্ছেদ-২ : ফিত্বনাহর সময় ঘন্থ- কলহের চেঁচা করা নিষিদ্ধ	২৪৪	২ - باب في النهي عن السَّغْيِ، في الفِتْنَةِ
অনুচ্ছেদ- ৩ : জিহ্বা সংযত রাখা	২৪৮	৩ - باب في كَفِّ اللِّسَانِ
অনুচ্ছেদ- ৪ : ফিত্বনাহর সময় জাযাবর হওয়ার অনুমতি	২৪৯	৪ - باب ما يُرَخَّصُ فِيهِ مِنَ الْبَدَاوَةِ فِي الْفِتْنَةِ
অনুচ্ছেদ- ৫ : ফিত্বনাহর সময় যুদ্ধে জড়ানো নিষেধ	২৪৯	৫ - باب في النهي عن الْقِتَالِ، في الْفِتْنَةِ
অনুচ্ছেদ- ৬ : ইমানদার ব্যক্তিকে হত্যা করা গুরুতর অপরাধ	২৫০	৬ - باب في تَعْظِيمِ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ
অনুচ্ছেদ- ৭ : শহীদ হওয়ার আশা পোষণ	২৫৩	৭ - باب ما يُزَجَى في الْقَتْلِ
অধ্যায়- ৩১ : ইমাম মাহুদী এসজ	২৫৫- ২৫৯	৩১ - كتاب المهدي
অধ্যায়- ৩২ : যুদ্ধ- সংঘর্ষ	২৬০	৩২ - كتاب الملاحم
অনুচ্ছেদ- ১ : এক শতাব্দী কালের বর্ণনা সম্পর্কে	২৬০	১ - باب ما يُذَكَّرُ في قَرْنِ الْمِائَةِ
অনুচ্ছেদ- ২ : রোমীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ	২৬০	২ - باب ما يُذَكَّرُ مِنْ مَلَاْحِمِ الرُّومِ
অনুচ্ছেদ- ৩ : বিপর্ষয়ের আলামাতসমূহ	২৬১	৩ - باب في أَمَارَاتِ الْمَلَاْحِمِ
অনুচ্ছেদ- ৪ : ধারাবাহিক যুদ্ধ	২৬২	৪ - باب في تَوَاتُرِ الْمَلَاْحِمِ
অনুচ্ছেদ- ৫ : বিভিন্ন জাতি পরস্পরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আহ্বান জানাবে	২৬২	৫ - باب في تَدَاوِي الْأُمَمِ عَلَى الْإِسْلَامِ
অনুচ্ছেদ- ৬ : ভূমূল যুদ্ধে মুসলিমদের স্থান	২৬৩	৬ - باب في الْمُتَقُولِ مِنَ الْمَلَاْحِمِ
অনুচ্ছেদ- ৭ : যুদ্ধের ফলে ফিত্বনাহ হড়াবে	২৬৪	৭ - باب ازْوَاقِ الْفِتْنَةِ فِي الْمَلَاْحِمِ
অনুচ্ছেদ- ৮ : তুর্কী ও আবিসিনিয়দের সঙ্গে অকারণে গোলাবোণ বাঁধানো নিষেধ	২৬৪	৮ - باب في النهي عن تَهْيِيجِ التُّرُكِ، وَالْحَبَشَةِ
অনুচ্ছেদ- ৯ : তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ	২৬৪	৯ - باب في قِتَالِ التُّرُكِ
অনুচ্ছেদ- ১০ : বাসরাহ সম্পর্কে	২৬৫	১০ - باب في ذِكْرِ الْبَصْرَةِ
অনুচ্ছেদ- ১১ : ইথিওপিয়া সম্পর্কে	২৬৭	১১ - باب فِي النَّهْيِ عَنْ تَهْيِيجِ الْحَبَشَةِ
অনুচ্ছেদ- ১২ : স্কিয়ামাতের আলামাতসমূহ	২৬৭	১২ - باب أَمَارَاتِ السَّاعَةِ
অনুচ্ছেদ- ১৩ : ফুরাতের খনিজ সম্পদ উনুজ হওয়া সম্পর্কে	২৬৯	১৩ - باب حَسْرِ الْفُرَاتِ عَنْ كَنْزٍ
অনুচ্ছেদ- ১৪ : দাজ্জালের আবির্ভাব সম্পর্কে	২৬৯	১৪ - باب خُرُوجِ الدَّجَالِ

বিষয়	পৃষ্ঠা	মوضوع
অনুচ্ছেদ- ১৫ : জাশশান প্রসঙ্গে	২৭৩	১৫- باب في خَيْرِ الْجَسَاسَةِ
অনুচ্ছেদ- ১৬ : ইবনু সাযিদের ঘটনা সম্পর্কে	২৭৬	১৬- باب في خَيْرِ ابْنِ صَائِدٍ
অনুচ্ছেদ- ১৭ : আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কে	২৭৯	১৭- باب الأَمْرِ وَالنَّهْيِ
অনুচ্ছেদ- ১৮ : ক্রিয়াক্রান্ত সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে	২৮৪	১৮- باب قِيَامِ السَّاعَةِ
অধ্যায়- ৩৩ : অপরাধ ও তার শাস্তি	২৮৬	৩৩- كتاب الحدود
অনুচ্ছেদ- ১ : মুরতাদ সম্পর্কে বিধান	২৮৬	১- باب الْحُكْمِ فِيمَنْ ارْتَدَّ
অনুচ্ছেদ- ২ : যে নাবী - কে গালি দেয় তার সম্পর্কিত বিধান	২৯০	২- باب الْحُكْمِ فِيمَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
অনুচ্ছেদ- ৩ : বিদ্রোহ	২৯২	৩- باب مَا جَاءَ فِي الْمُحَارِبَةِ
অনুচ্ছেদ- ৪ : শাস্তি মওকুফের জন্যে সুপারিশ করা	২৯৬	৪- باب فِي الْحَدِّ يُشْفَعُ فِيهِ
অনুচ্ছেদ- ৫ : শাসকের নিকট না পৌঁছা পর্যন্ত হাঙ্গের অপরাধ গোপন রাখা	২৯৭	৫- باب الْقَتْلِ عَنِ الْحُدُودِ، مَا لَمْ تَبْلُغِ السُّلْطَانَ
অনুচ্ছেদ- ৬ : কেউ শাস্তিযোগ্য অপরাধ করলে যথাসম্ভব তা গোপন রাখা উচিত	২৯৮	৬- باب فِي السَّرِّ عَلَى أَهْلِ الْحُدُودِ
অনুচ্ছেদ- ৭ : হাঙ্গের অপরাধী উপস্থিত হয়ে স্বীকারোক্তি করলে তার সম্পর্কে	২৯৮	৭- باب فِي صَاحِبِ الْحَدِّ يَجِيءُ فَيَقْرَأُ
অনুচ্ছেদ- ৮ : হাঙ্গ থেকে মুক্তি পাওয়ার মতো কথা বলার পরামর্শ দেয়া	২৯৯	৮- باب فِي التَّلْفِينِ فِي الْحَدِّ
অনুচ্ছেদ- ৯ : যে ব্যক্তি হাঙ্গের অপরাধ স্বীকার করে অথচ অপরাধের নাম বলে না	৩০০	৯- باب فِي الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ بِحَدٍّ وَلَا يُسَمِّيهِ
অনুচ্ছেদ- ১০ : মারধর করে তথ্য বের করা	৩০০	১০- باب فِي الإِمْتِحَانِ بِالضَّرْبِ
অনুচ্ছেদ- ১১ : যে পরিমাণ সম্পদ চুরি করলে চোরের হাত কাটা যায়	৩০১	১১- باب مَا يُقَطَّعُ فِيهِ السَّارِقُ
অনুচ্ছেদ- ১২ : যেসব বস্তু চুরির দায়ে হাত কাটা যায় না	৩০২	১২- باب مَا لَا قَطْعُ فِيهِ
অনুচ্ছেদ- ১৩ : ছিনতাই ও প্রতারণার অপরাধে হাত কাটা সম্পর্কে	৩০৩	১৩- باب الْقَطْعِ فِي الْخُلْسَةِ وَالْخِيَانَةِ
অনুচ্ছেদ- ১৪ : যে নিরাপদে সংরক্ষিত স্থান থেকে চুরি করে	৩০৪	১৪- باب مَنْ سَرَقَ مِنْ حِزْرٍ
অনুচ্ছেদ- ১৫ : ঋণ গ্রহণের পর তা অস্বীকার করলে হাত কাটা প্রসঙ্গে	৩০৫	১৫- باب فِي الْقَطْعِ فِي الْعَارِيَةِ إِذَا جُحِدَتْ
অনুচ্ছেদ- ১৬ : পাগল চুরি বা হাঙ্গযোগ্য অপরাধ করলে	৩০৬	১৬- باب فِي الْمُجُنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا

বিষয়	পৃষ্ঠা	মুদ্রিত
অনুচ্ছেদ- ১৭ : নাবালকের অপরাধের শাস্তি	৩০৯	১৭ - باب في الثَّغَامِ بِسَبَبِ السَّخَدِ
অনুচ্ছেদ- ১৮ : যুদ্ধের সময় চুরি করলে হাত কাটা প্রসঙ্গে	৩১০	১৮ - باب السَّارِقِ يَسْرِقُ فِي الْغَزْوِ أَيْقَطُعُ
অনুচ্ছেদ- ১৯ : কাফন চোরের হাত কাটা সম্পর্কে	৩১১	১৯ - باب في قَطْعِ النَّبَاشِ
অনুচ্ছেদ- ২০ : একই চোর একাধিকবার চুরি করলে	৩১১	২০ - باب في السَّارِقِ يَسْرِقُ مَرَّاتًا
অনুচ্ছেদ- ২১ : হাত কেটে চোরের গর্দানে ঝুলিয়ে দেয়া	৩১২	২১ - باب في السَّارِقِ تُعَلَّقُ يَدُهُ فِي عُقْبِهِ
অনুচ্ছেদ- ২২ : দাস চুরি করলে তাকে বিক্রি করে দেয়া	৩১২	২২ - باب بَيْعِ الْمَمْلُوكِ إِذَا سَرَقَ
অনুচ্ছেদ- ২৩ : রজম সম্পর্কে	৩১৩	২৩ - باب في الرَّجْمِ
অনুচ্ছেদ- ২৪ : মাদিয ইবনু মালিককে রজম করার ঘটনা	৩১৬	২৪ - باب رَجَمَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ
অনুচ্ছেদ- ২৫ : নাবী জুহাইনাহ গোত্রের যে মহিলাকে পাথর মারার আদেশ দিয়েছিলেন	৩২৫	২৫ - باب الْمَرْأَةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهَا مِنْ جُهَيْنَةَ
অনুচ্ছেদ- ২৬ : দুই ইয়াহুদীকে রজম করার ঘটনা	৩২৯	২৬ - باب في رَجَمِ الْيَهُودِيَيْنِ
অনুচ্ছেদ- ২৭ : যে ব্যক্তি মাহুরাম নারীর সঙ্গে যেনা করে	৩৩৫	২৭ - باب في الرَّجُلِ يَزْنِي بِحَرِيمِهِ
অনুচ্ছেদ- ২৮ : যে ব্যক্তি তার দ্বীরা দাসীর সঙ্গে যেনা করে	৩৩৬	২৮ - باب في الرَّجُلِ يَزْنِي بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ
অনুচ্ছেদ- ২৯ : কেউ কণ্ঠে লুতের অনুরূপ অপকর্ম করলে	৩৩৭	২৯ - باب فِيمَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ
অনুচ্ছেদ- ৩০ : যে ব্যক্তি পণ্ডর সঙ্গে সঙ্গম করে	৩৩৮	৩০ - باب فِيمَنْ أَتَى بَيْمَةً
অনুচ্ছেদ- ৩১ : যদি পুরুষ যেনার কথা স্বীকার করে এবং নারী তা অস্বীকার করে	৩৩৯	৩১ - باب إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالرَّثَا وَلَمْ تُقَرِّ الْمَرْأَةُ
অনুচ্ছেদ- ৩২ : যে ব্যক্তি কোন মহিলার সাথে সঙ্গম ছাড়া অন্য সবকিছু করে, এবং কর্তৃপক্ষের নিকট ধরা পড়ার পূর্বেই তাওবাহ করে নেয়	৩৪০	৩২ - باب في الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ دُونَ الْجِمَاعِ فَيَتُوبُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ الْإِمَامُ
অনুচ্ছেদ- ৩৩ : অবিবাহিত দাসী যেনা করলে	৩৪০	৩৩ - باب في الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنَ
অনুচ্ছেদ- ৩৪ : রোগীর উপর হাদ্দ কার্যকর সম্পর্কে	৩৪২	৩৪ - باب في إِقَامَةِ الْحُدِّ عَلَى الْمَرِيضِ

বিষয়	পৃষ্ঠা	موضوع
অনুচ্ছেদ- ৩৫ : বেনার মিথ্যা অপবাদ দাতার শাস্তি	৩৪৩	৩৫ - باب في حَدِّ الْقَذْبِ
অনুচ্ছেদ- ৩৬ : মাদক সেবনের শাস্তি	৩৪৪	৩৬ - باب الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ
অনুচ্ছেদ- ৩৭ : মাদক সেবনের পুনরাবৃত্তি করলে	৩৪৭	৩৭ - باب إِذَا تَتَابَعَ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ
অনুচ্ছেদ- ৩৮ : মাসজিদে হাদ্দ কার্যকর করা	৩৫০	৩৮ - باب فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي الْمَسْجِدِ
অনুচ্ছেদ- ৩৯ : বিচারকের সুবিবেচনা মূলক শাস্তি সম্পর্কে	৩৫১	৩৯ - باب فِي التَّعْزِيرِ
অনুচ্ছেদ- ৪০ : হাদ্দের ক্ষেত্রে চেহারায় আঘাত না করা	৩৫১	৪০ - باب فِي ضَرْبِ الْوَجْهِ فِي الْحَدِّ
অধ্যায়- ৩৪ : রক্তমূল্য	৩৫২	৩৪ - كِتَابُ الدِّيَّاتِ
অনুচ্ছেদ- ১ : হত্যার বদলে হত্যা	৩৫২	১ - باب النَّفْسِ بِالنَّفْسِ
অনুচ্ছেদ- ২ : কারো পিতা বা ভাইয়ের অপরাধে তাকে প্রেক্ষতার করা যাবে না	৩৫৩	২ - باب لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ أَوْ أَبِيهِ
অনুচ্ছেদ- ৩ : শাসক বা বিচারক যদি খুনিকে ক্ষমা করার আদেশ দেন	৩৫৩	৩ - باب الْإِمَامُ يَأْمُرُ بِالْعَفْوِ فِي الدِّمِّ
অনুচ্ছেদ- ৪ : ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে অভিভাবক দিয়াত গ্রহণ করলে	৩৫৮	৪ - باب وَلِيُّ الْعَمْدِ يَأْخُذُ الدِّيَّةَ
অনুচ্ছেদ- ৫ : যে ব্যক্তি দিয়াত গ্রহণের পর হত্যা করলো	৩৫৯	৫ - باب مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَّةِ
অনুচ্ছেদ- ৬ : কাউকে বিব খাইয়ে হত্যা করলে কি তাকেও হত্যা করা হবে?	৩৬০	৬ - باب فِيمَنْ سَقَى رَجُلًا سَمًا أَوْ أَطْعَمَهُ قَتَاتٍ أَبْقَادُ مِنْهُ
অনুচ্ছেদ- ৭ : কেউ স্বীয় গোলামকে হত্যা বা অঙ্গহেদন করলে তাকেও কি অনুরূপ করা হবে?	৩৬৩	৭ - باب مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مَثَلَ بِهِ أَبْقَادُ مِنْهُ
অনুচ্ছেদ- ৮ : সম্মিলিত কসম সম্পর্কে	৩৬৫	৮ - باب الْقَسَامَةِ
অনুচ্ছেদ- ৯ : কাসামার ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর না করা	৩৬৮	৯ - باب فِي تَرْكِ الْقَوْدِ بِالْقَسَامَةِ
অনুচ্ছেদ- ১০ : হত্যাকারী থেকে সমান প্রতিশোধ নেয়া	৩৭০	১০ - باب يُقَادُ مِنَ الْقَاتِلِ
অনুচ্ছেদ- ১১ : কাকির হত্যার দায়ে মুসলিমকে হত্যা করা হবে কিনা?	৩৭১	১১ - باب أَبْقَادُ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ
অনুচ্ছেদ- ১২ : কেউ স্বীয় স্বীয় সঙ্গে অন্য লোককে দেখতে গেলে সে তাকে হত্যা করবে কি?	৩৭২	১২ - باب فِي مَنْ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا أَبْقَتَهُ
অনুচ্ছেদ- ১৩ : বাকাত আদায়কারীর দ্বারা ভুলবশত কেউ আহত হলে করণীয়	৩৭৩	১৩ - باب الْعَامِلُ يُصَابُ عَلَى يَدَيْهِ خَطَأً

বিষয়	পৃষ্ঠা	موضوع
অনুচ্ছেদ- ১৪ : অস্ত্র ছাড়া অন্য বস্তুর দ্বারা হত্যা করা হলে তার কিসাস সম্পর্কে	৩৭৪	১৪ - باب الْقَوْدِ بِغَيْرِ حَدِيدٍ
অনুচ্ছেদ- ১৫ : প্রহারের বদলা এবং শাসক তার নিজের উপর কিসাস গ্রহণের সুযোগ দেয়া	৩৭৪	১৫ - باب الْقَوْدِ مِنَ الضَّرْبَةِ وَقَصِّ الْأَمِيرِ مِنْ نَفْسِهِ
অনুচ্ছেদ- ১৬ : নারীরাও কিসাস ক্ষমা করতে পারে	৩৭৫	১৬ - باب عَفْوِ النِّسَاءِ عَنِ الدِّمِّ
অনুচ্ছেদ- ১৮ : দিয়াতের (ক্ষতিপূরণের) পরিমাণ কতো?	৩৭৬	১৮ - باب الدِّيَةِ كَمْ هِيَ
অনুচ্ছেদ- ১৯ : ইচ্ছাকৃত হত্যার সদৃশ- এর দিয়াত	৩৭৮	১৯ - باب دِيَةِ الْخَطِئِ شِبْهِ الْعَمْدِ
অনুচ্ছেদ- ২০ : অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিয়াত	৩৮২	২০ - باب دِيَاتِ الْأَغْضَاءِ
অনুচ্ছেদ- ২১ : দ্রুণের দিয়াত সম্পর্কে	৩৮৭	২১ - باب دِيَةِ الْجَنِينِ
অনুচ্ছেদ- ২২ : চুক্তিবদ্ধ দাসের দিয়াত	৩৯২	২২ - باب فِي دِيَةِ الْمُكَاتَبِ
অনুচ্ছেদ- ২৩ : বিম্বীর দিয়াত	৩৯৩	২৩ - باب فِي دِيَةِ الدُّمِيِّ
অনুচ্ছেদ- ২৪ : কেউ কারো সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়ে তাকে প্রতিহত করলে	৩৯৩	২৪ - باب فِي الرَّجُلِ يُقَاتِلُ الرَّجُلَ فَيَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِهِ
অনুচ্ছেদ- ২৫ : অস্ত্র ডাঙারের চিকিৎসার রোগী ক্ষতিগ্রস্ত হলে	৩৯৪	২৫ - باب فِيمَنْ تَطَبَّبَ وَلَا يَعْلَمُ مِنْهُ طَبٌّ فَأَعْنَتَ
অনুচ্ছেদ-২৬ : ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ হলো ভুলবশত হত্যার দিয়াত	৩৯৫	২৬ - باب فِي دِيَةِ الْخَطِئِ شِبْهِ الْعَمْدِ
অনুচ্ছেদ- ২৭ : গরীব মালিকের ক্রীতদাসের অপরাধ	৩৯৬	২৭ - باب فِي جَنَايَةِ الْعَبْدِ يَكُونُ لِلْفُقَرَاءِ
অনুচ্ছেদ- ২৮ : কওমের পারস্পরিক সংঘাতে কেউ নিহত হলে	৩৯৬	২৮ - باب فِيمَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّاتَيْنِ قَوْمٍ
অনুচ্ছেদ- ২৯ : পশু যদি পা দিয়ে লাগি মারে	৩৯৬	২৯ - باب فِي الدَّابَّةِ تَنْفَعُ بِرِجْلِهَا
অনুচ্ছেদ- ৩০ : নির্বাক জন্তু, খনি ও কূপ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা নিষ্ফল	৩৯৭	৩০ - باب الْعَجَائِ وَالْمَعْدِنِ وَالْبَيْتْرِ جَبَّارٌ
অনুচ্ছেদ- ৩১ : আগুন ছড়িয়ে পড়া সম্পর্কে	৩৯৭	৩১ - باب فِي النَّارِ تَعْدَى
অনুচ্ছেদ- ৩২ : দাঁতের কিসাস সম্পর্কে	৩৯৮	৩২ - باب الْقِصَاصِ مِنَ السِّنِّ
অধ্যায়- ৩৫ : সুন্নাহ	৩৯৯	৩৫ - كِتَابُ السُّنَّةِ
অনুচ্ছেদ- ১ : সুন্নাতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে	৩৯৯	১ - باب شَرْحِ السُّنَّةِ
অনুচ্ছেদ- ২ : কুরআন নিয়ে ঝগড়া পরিহার এবং অস্পষ্ট আয়াতের অনুসরণ নিষিদ্ধ	৪০০	২ - باب النَّهْيِ عَنِ الْجِدَالِ، وَاتِّبَاعِ، مُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ

বিষয়	পৃষ্ঠা	موضوع
অনুচ্ছেদ- ৩ : কুশবৃত্তির অনুসারীদের থেকে দূরে থাকা ও তাদেরকে ঘৃণা করা	৪০০	৩ - باب مُجَانِبَةِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَبُغْضِهِمْ
অনুচ্ছেদ- ৪ : কুশবৃত্তির অনুসারীদের সালাম করা দেয়া	৪০১	৪ - باب تَرْكِ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الْأَهْوَاءِ
অনুচ্ছেদ- ৫ : কুরআন নিয়ে বিতর্ক করা নিষেধ	৪০২	৫ - باب النَّهْيِ عَنِ الْجِدَالِ فِي الْقُرْآنِ
অনুচ্ছেদ- ৬ : সুন্নাতের অনুসরণ আবশ্যিক	৪০২	৬ - باب فِي لُزُومِ السُّنَّةِ
অনুচ্ছেদ- ৭ : সুন্নাত অনুসরণে আবহান	৪০৪	৭ - باب لُزُومِ السُّنَّةِ
অনুচ্ছেদ- ৮ : সাহাবীগণের (রা) ফাযীলাত সম্পর্কে	৪১২	৮ - باب فِي التَّفْضِيلِ
অনুচ্ছেদ- ৯ : খলীফাহুগণ সম্পর্কে	৪১৪	৯ - باب فِي الْخُلَفَاءِ
অনুচ্ছেদ- ১০ : রাসূলুল্লাহ (স)- এর সাহাবীগণের ফাযীলাত	৪২৫	১০ - باب فِي فَضْلِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
অনুচ্ছেদ- ১১ : রাসূলুল্লাহ (রা)- এর সাহাবীদের গালি দেয়া নিষেধ	৪২৫	১১ - باب فِي النَّهْيِ عَنِ سَبِّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
অনুচ্ছেদ- ১২ : আবু বাক্কর (রা)- এর খিলাফাত সম্পর্কে	৪২৭	১২ - باب فِي اسْتِخْلَافِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
অনুচ্ছেদ- ১৩ : ফিতনা হু চলাকালে বাকসংযমী হওয়া	৪২৮	১৩ - باب مَا يَدُلُّ عَلَى تَرْكِ الْكَلَامِ فِي الْفِتْنَةِ
অনুচ্ছেদ- ১৪ : নাবীগণের (আ) মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য করা সম্পর্কে	৪৩০	১৪ - باب فِي التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
অনুচ্ছেদ- ১৫ : মুরজিয়া সম্প্রদায় প্রত্যাখ্যাত	৪৩২	১৫ - باب فِي رَدِّ الْإِزْجَاءِ
অনুচ্ছেদ- ১৬ : ইমান বৃদ্ধি ও হ্রাসের দলীল	৪৩৩	১৬ - باب الدَّلِيلُ عَلَى زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنَقْصَانِهِ
অনুচ্ছেদ- ১৭ : তাক্বদীর সম্পর্কে	৪৩৭	১৭ - باب فِي الْقَدَرِ
অনুচ্ছেদ- ১৮ : মুশরিকদের শিশু সন্তান সম্পর্কে	৪৪৮	১৮ - باب فِي ذُرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ
অনুচ্ছেদ- ১৯ : জাহমিয়াহ সম্প্রদায় সম্পর্কে	৪৫২	১৯ - باب فِي الْجَهْمِيَّةِ
অনুচ্ছেদ- ২০ : আদ্বাহর দর্শন লাভ	৪৫৬	২০ - باب فِي الرُّؤْيَةِ

বিষয়	পৃষ্ঠা	موضوع
অনুচ্ছেদ- ২১ : জাহুমিয়াহ মতবাদ প্রত্যাখ্যাত	৪৫৭	২১- باب في الردِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ
অনুচ্ছেদ- ২২ : আল- কুরআন সম্পর্কে	৪৫৮	২২- باب في القرآن
অনুচ্ছেদ- ২৩ : শাফা'আত সম্পর্কে	৪৬০	২৩- باب في الشَّفَاعَةِ
অনুচ্ছেদ- ২৪ : পুনরুত্থান ও শিদ্দায় ফুৎকারের বর্ণনা	৪৬০	২৪- باب في ذِكْرِ النُّبُتِ وَالصُّوْرِ
অনুচ্ছেদ- ২৫ : জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি সম্পর্কে	৪৬১	২৫- باب في خَلْقِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ
অনুচ্ছেদ- ২৬ : হাওষে কাওসার ব সম্পর্কে	৪৬২	২৬- باب في الخَوْصِ
অনুচ্ছেদ- ২৭ : কবরের জিজ্ঞাসাবাদ এবং শাস্তি প্রসঙ্গে	৪৬৪	২৭- باب في الْمَسْأَلَةِ فِي الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ
অনুচ্ছেদ- ২৮ : মীযান প্রসঙ্গ	৪৬৮	২৮- باب في ذِكْرِ الْمِيزَانِ
অনুচ্ছেদ- ২৯ : দাজ্জালের বর্ণনা	৪৬৮	২৯- باب في الدَّجَالِ
অনুচ্ছেদ- ৩০ : খারিজীদের সম্পর্কে	৪৬৯	৩০- باب في قَتْلِ الْخَوَارِجِ
অনুচ্ছেদ- ৩১ : খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা	৪৭১	৩১- باب في قِتَالِ الْخَوَارِجِ
অনুচ্ছেদ- ৩২ : চোরের মোকাবিলা করা	৪৭৬	৩২- باب في قِتَالِ اللُّصُوصِ
অধ্যায়- ৩৬ : শিষ্টাচার	৪৭৮	৩৬- كتاب الأدب
অনুচ্ছেদ- ১ : নাবী (স)- এর সহনশীলতা ও চরিত্র সম্পর্কে	৪৭৮	১- باب في الحِلْمِ وَأَخْلَاقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
অনুচ্ছেদ- ২ : আত্মমর্যাদাবোধ	৪৮০	২- باب في الوَقَارِ
অনুচ্ছেদ- ৩ : যে ব্যক্তি রাগ সংবরণ করে	৪৮০	৩- باب مَنْ كَتَمَ غَيْظًا
অনুচ্ছেদ- ৪ : ক্রোধের সময় যা বলতে হয়	৪৮১	৪- باب مَا يَقَالُ عِنْدَ الْغَضَبِ
অনুচ্ছেদ- ৫ : ক্ষমা করা ও অপরাধ উপেক্ষা করা	৪৮৩	৫- باب في الْعَفْوِ وَالتَّجَاوُزِ فِي الْأَمْرِ
অনুচ্ছেদ- ৬ : লোকজনের সঙ্গে উত্তমরূপে বসবাস করা	৪৮৪	৬- باب في حُسْنِ الْعِشْرَةِ
অনুচ্ছেদ- ৭ : লজ্জাশীলতা	৪৮৬	৭- باب في الْحَيَاءِ
অনুচ্ছেদ- ৮ : উত্তম চরিত্র সম্পর্কে	৪৮৮	৮- باب في حُسْنِ الْخُلُقِ

বিষয়	পৃষ্ঠা	মوضوع
অনুচ্ছেদ- ৯ : কাজে- কর্মে অহংকার দেখানো অপছন্দনীয়	৪৮৯	৯ - باب في كراهية الرِّفْعَةِ فِي الْأُمُورِ
অনুচ্ছেদ- ১০ : চাটুকারিতা নিন্দনীয়	৪৯০	১০ - باب في كراهية التَّادُحِ
অনুচ্ছেদ- ১১ : বিনয় ও নম্রতা সম্পর্কে	৪৯১	১১ - باب في الرِّفْقِ
অনুচ্ছেদ- ১২ : অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ	৪৯২	১২ - باب في شُكْرِ الْمَعْرُوفِ
অনুচ্ছেদ- ১৩ : রাস্তার পাশে বসা সম্পর্কে	৪৯৩	১৩ - باب في الْجُلُوسِ فِي الطَّرَاقِ
অনুচ্ছেদ- ১৪ : মাজলিসে বসার জায়গা প্রশস্ত করা	৪৯৫	১৪ - باب في سَعَةِ الْمَجْلِسِ
অনুচ্ছেদ- ১৫ : রোদ ও ছায়ার মাঝামাঝি বসা সম্পর্কে	৪৯৫	১৫ - باب في الْجُلُوسِ بَيْنَ الظِّلِّ وَالشَّمْسِ
অনুচ্ছেদ- ১৬ : গোল হয়ে বসা সম্পর্কে	৪৯৬	১৬ - باب في التَّحَلُّقِ
অনুচ্ছেদ- ১৭ : বৃন্তের মাঝখানে বসা	৪৯৭	১৭ - باب الْجُلُوسِ وَسَطَ الْحَلْفَةِ
অনুচ্ছেদ- ১৮ : অন্যকে বসতে দেয়ার জন্য নিজের স্থান হতে উঠে যাওয়া	৪৯৭	১৮ - باب في الرَّجُلِ يَقُومُ لِلرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ
অনুচ্ছেদ- ১৯ : যার সংস্পর্শে বসা উচিত	৪৯৮	১৯ - باب مَنْ يُؤْمَرُ أَنْ يُجَالَسَ
অনুচ্ছেদ- ২০ : ঝগড়া করা নিন্দনীয়	৫০০	২০ - باب في كراهية المراءِ
অনুচ্ছেদ- ২১ : কথা বলার আদব- কায়দা	৫০১	২১ - باب الْهَدْيِ فِي الْكَلَامِ
অনুচ্ছেদ- ২২ : খুড়বাহ সম্পর্কে	৫০২	২২ - باب في الْحُطْبَةِ
অনুচ্ছেদ- ২৩ : লোকদের সাথে পদযর্ষাদা অনুযায়ী আচরণ করা	৫০২	২৩ - باب في تَنْزِيلِ النَّاسِ مَنَازِلَهُمْ
অনুচ্ছেদ- ২৪ : দুই ব্যক্তির মাঝে তাদের অনুমতি ছাড়া বসা সম্পর্কে	৫০৩	২৪ - باب في الرَّجُلِ يَجْلِسُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ بَغَيْرِ إِذْنِهِمَا
অনুচ্ছেদ- ২৫ : কিভাবে বসা উচিত	৫০৪	২৫ - باب في جُلُوسِ الرَّجُلِ
অনুচ্ছেদ- ২৬ : দৃষ্টিকটুভাবে বসা	৫০৪	২৬ - باب في الْجُلُوسَةِ الْمَكْرُوهَةِ
অনুচ্ছেদ- ২৭ : ইশার সলাতের পর আলোচনা সম্পর্কে	৫০৫	২৭ - باب النَّهْيِ عَنِ السَّمْرِ، بَعْدَ الْعِشَاءِ
অনুচ্ছেদ- ২৮ : যে ব্যক্তি চার হাঁটু হয়ে বসে	৫০৫	২৮ - باب في الرَّجُلِ يَجْلِسُ مُتَرَبِّعًا
অনুচ্ছেদ- ২৯ : কানায়ুবা করা	৫০৫	২৯ - باب في التَّنَاجِي

বিষয়	পৃষ্ঠা	মوضوع
অনুচ্ছেদ- ৩০ : কেউ স্বীয় বসার স্থান হতে উঠে গিয়ে পুনরায় ফিরে এলে	৫০৬	৩০ - باب إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسٍ ثُمَّ رَجَعَ
অনুচ্ছেদ- ৩১ : আল্লাহর যিকির না করেই কারো মাজলিস হতে উঠে যাওয়ার অপছন্দনীয়	৫০৭	৩১ - باب كَرَاهِيَّةُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَلَا يَذْكُرُ اللَّهَ
অনুচ্ছেদ- ৩২ : মাজলিসের কাকফারাহ সম্পর্কে	৫০৮	৩২ - باب فِي كَفَّارَةِ الْمَجْلِسِ
অনুচ্ছেদ- ৩৩ : মাজলিসে কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ	৫০৯	৩৩ - باب فِي رَفْعِ الْحَدِيثِ مِنَ الْمَجْلِسِ
অনুচ্ছেদ- ৩৪ : মানুষ সম্পর্কে সাবধানতা	৫০৯	৩৪ - باب فِي الْحَذَرِ مِنَ النَّاسِ
অনুচ্ছেদ- ৩৫ : হাঁটার নিয়ম	৫১০	৩৫ - باب فِي هَذِي الرَّجُلِ
অনুচ্ছেদ- ৩৬ : এক পায়ের উপর অপর পা রাখা	৫১১	৩৬ - باب فِي الرَّجُلِ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى
অনুচ্ছেদ- ৩৭ : কথাত এক ধরনের আমানত	৫১২	৩৭ - باب فِي نَقْلِ الْحَدِيثِ
অনুচ্ছেদ- ৩৮ : গোপনধোর	৫১৩	৩৮ - باب فِي الْفَتَاتِ
অনুচ্ছেদ- ৩৯ : বিদ্বান চরিত্রের লোক সম্পর্কে	৫১৩	৩৯ - باب فِي ذِي الْوُجْهَيْنِ
অনুচ্ছেদ- ৪০ : গীবত সম্পর্কে	৫১৪	৪০ - باب فِي الْغِيْبَةِ
অনুচ্ছেদ- ৪১ : যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মান রক্ষার্থে তার পক্ষ নেয়	৫১৭	৪১ - باب مَنْ رَدَّ عَنْ مُسْلِمٍ غِيْبَةً
অনুচ্ছেদ- ৪২ : যে ব্যক্তির দোষ চর্চা গীবত নয়	৫১৮	৪২ - باب مَنْ لَيْسَتْ لَهُ غِيْبَةٌ
অনুচ্ছেদ- ৪৩ : কেউ কাউকে অপবাদ দিলে সে তার জন্য বৈধ	৫১৮	৪৩ - *باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ الرَّجُلَ قَدْ اغْتَابَهُ
অনুচ্ছেদ- ৪৪ : ছিদ্রাবেষণ নিষেধ	৫১৯	৪৪ - باب فِي النَّهْيِ عَنِ التَّجَسُّسِ
অনুচ্ছেদ- ৪৫ : মুসলিমের দোষ গোপন রাখা	৫২০	৪৫ - باب فِي السِّرِّ عَنِ الْمُسْلِمِ
অনুচ্ছেদ- ৪৬ : ভ্রাতৃত্ব	৫২১	৪৬ - باب الْمُواخَاةِ
অনুচ্ছেদ- ৪৭ : যারা পরস্পরকে গালি দেয়	৫২১	৪৭ - باب الْمُسْتَبَانِ
অনুচ্ছেদ- ৪৮ : বিনয় ও নম্রতা	৫২২	৪৮ - باب فِي التَّوَّاضُعِ

বিষয়	পৃষ্ঠা	মوضوع
অনুচ্ছেদ- ৪৯ : প্রতিশোধ গ্রহণ	৫২২	৪৭ - باب في الانتصار
অনুচ্ছেদ- ৫০ : মৃত ব্যক্তিকে গালি দেয়া নিষেধ	৫২৪	৫০ - باب في التَّهْيِ عَنْ سَبِّ الْمَوْتَى
অনুচ্ছেদ- ৫১ : বিদ্রোহ নিষিদ্ধ	৫২৪	৫১ - باب في التَّهْيِ عَنِ الْبَغْيِ
অনুচ্ছেদ- ৫২ : হিংসা- বিদ্বেষ	৫২৫	৫২ - باب في الْحَسَدِ
অনুচ্ছেদ- ৫৩ : অভিশাপ দেয়া সম্পর্কে	৫২৭	৫৩ - باب في اللَّعْنِ
অনুচ্ছেদ- ৫৪ : যে ব্যক্তি অত্যাচারীকে বদদু'আ করে	৫২৮	৫৪ - باب في مَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظَلَمَ
অনুচ্ছেদ- ৫৫ : কেউ তার মুসলিম ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলে	৫২৮	৫৫ - باب في مَنْ يَنْجُرُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ
অনুচ্ছেদ- ৫৬ : সন্দেহ করা সম্পর্কে	৫৩১	৫৬ - باب في الظَّنِّ
অনুচ্ছেদ- ৫৭ : আন্তরিকতা ও নিরাপত্তা সম্পর্কে	৫৩১	৫৭ - باب في النَّصِيحَةِ وَالْحَيَاظَةِ
অনুচ্ছেদ- ৫৮ : পরস্পরের মধ্যে মিমাংসা করা সম্পর্কে	৫৩২	৫৮ - باب في إِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ
অনুচ্ছেদ- ৫৯ : গান গাওয়া নিষধ হওয়া সম্পর্কে	৫৩৩	৫৯ - باب في التَّهْيِ عَنِ الْفِتَاءِ
অনুচ্ছেদ- ৬০ : সঙ্গীত ও বাঁশী বাজানো নিন্দনীয়	৫৩৪	৬০ - باب كَرَاهِيَةِ الْفِتَاءِ وَالزَّمْرِ
অনুচ্ছেদ- ৬১ : হিজড়া সম্পর্কে বিধান	৫৩৫	৬১ - باب في الْحُكْمِ فِي الْمُخْتَلَيْنِ
অনুচ্ছেদ- ৬২ : পুতুল দ্বারা খেলা করা	৫৩৬	৬২ - باب في اللَّعِبِ بِالْبَنَاتِ
অনুচ্ছেদ- ৬৩ : দোলনা সম্বন্ধে	৫৩৭	৬৩ - باب في الْأَرْجُوخَةِ
অনুচ্ছেদ- ৬৪ : পাশা খেলা নিষেধ	৫৩৯	৬৪ - باب في التَّهْيِ عَنِ اللَّعِبِ، بِالْتَّرَدِّ
অনুচ্ছেদ- ৬৫ : কবুতর নিয়ে খেলা করা সম্পর্কে	৫৪০	৬৫ - باب في اللَّعِبِ بِالْحَمَامِ
অনুচ্ছেদ- ৬৬ : করুণা সম্পর্কে	৫৪০	৬৬ - باب في الرَّحْمَةِ
অনুচ্ছেদ- ৬৭ : নসীহত সম্পর্কে	৫৪১	৬৭ - باب في النَّصِيحَةِ
অনুচ্ছেদ- ৬৮ : মুসলিমকে সাহায্য করা	৫৪২	৬৮ - باب في الْمَعُونَةِ لِلْمُسْلِمِ
অনুচ্ছেদ- ৬৯ : নাম পরিবর্তন করা	৫৪৩	৬৯ - باب في تَغْيِيرِ الْأَسْمَاءِ

বিষয়	পৃষ্ঠা	موضوع
অনুচ্ছেদ- ৭০ : মন্দ নাম পরিবর্তন করা	৫৪৪	৭০ - باب في تَغْيِيرِ الْأَسْمِ الْقَبِيحِ
অনুচ্ছেদ- ৭১ : উপনাম সম্পর্কে	৫৪৮	৭১ - باب في الْأَلْقَابِ
অনুচ্ছেদ- ৭২ : আবু ইসা উপনাম রাখা	৫৪৯	৭২ - باب فِيمَنْ يَتَكَنَّى بِأَبِي عَيْسَى
অনুচ্ছেদ- ৭৩ : অন্যের পুত্রকে 'হে আমার পুত্র' বলা সম্পর্কে	৫৪৯	৭৩ - باب في الرَّجُلِ يَقُولُ لِابْنِ غَيْرِهِ يَا بَنَى
অনুচ্ছেদ- ৭৪ : কারো আবুল ক্বাসিম উপনাম রাখা সম্পর্কে	৫৪৯	৭৪ - باب في الرَّجُلِ يَتَكَنَّى بِأَبِي الْقَاسِمِ
অনুচ্ছেদ- ৭৫ : কারো একইসঙ্গে নারী (স)- এর নাম ও উপনাম গ্রহণ ঠিক নয়	৫৫০	৭৫ - باب مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا
অনুচ্ছেদ- ৭৬ : নাম ও উপনাম উভয়টি একত্রে গ্রহণের অনুমতি এসঙ্গে	৫৫০	৭৬ - باب في الرَّخْصَةِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا
অনুচ্ছেদ- ৭৭ : সম্ভানহীন ব্যক্তির উপনাম	৫৫১	৭৭ - باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَكَنَّى وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
অনুচ্ছেদ- ৭৮ : নারীদের উপনাম	৫৫২	৭৮ - باب في الْمَرْأَةِ تُكَنَّى
অনুচ্ছেদ- ৭৯ : পদ্যোক্ত মিথ্যাচার	৫৫২	৭৯ - باب في الْمَعَارِضِ
অনুচ্ছেদ- ৮০ : কোন ব্যক্তির "বা'আমু" শব্দ ব্যবহার করা সম্পর্কে	৫৫৩	৮০ - باب قَوْلِ الرَّجُلِ زَعَمُوا
অনুচ্ছেদ- ৮১ : বক্তব্যে 'আম্মা বা'দ শব্দের ব্যবহার	৫৫৩	৮১ - باب في الرَّجُلِ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ 'أَمَّا بَعْدُ'
অনুচ্ছেদ- ৮২ : আবুলকে কারাম বলা এবং বাকসংযত হওয়া	৫৫৩	৮২ - باب في الْكَرَمِ وَحِفْظِ الْمُنْطِقِ
অনুচ্ছেদ- ৮৩ : দাস/সেবক তার মালিককে 'আমার রব' বলাবে না	৫৫৪	৮৩ - باب لَا يَقُولُ الْمَمْلُوكُ "رَبِّي وَرَبِّي"
অনুচ্ছেদ- ৮৪ : আমার আত্মা কলুষিত হয়ে গেছে এরূপ না বলা	৫৫৫	৮৪ - باب لَا يَقُولُ خَبِثَتْ نَفْسِي
অনুচ্ছেদ- ৮৫	৫৫৬	৮৫ - باب
অনুচ্ছেদ- ৮৬ : 'আতামার সলাত	৫৫৭	৮৬ - باب في صَلَاةِ الْعَتَمَةِ
অনুচ্ছেদ- ৮৭ : পরিচিতির ব্যাপারে বিকল্প ব্যবস্থা অনুমোদিত	৫৫৮	৮৭ - باب مَا رُوِيَ فِي التَّرْخِيصِ، فِي ذَلِكَ
অনুচ্ছেদ- ৮৮ : মিথ্যাচার সম্পর্কে কঠোরতা	৫৫৯	৮৮ - باب في التَّشْدِيدِ فِي الْكَذِبِ

বিষয়	পৃষ্ঠা	موضوع
অনুচ্ছেদ- ৮৯ : সুধারণা পোষণ	৫৬০	৮৯ - باب في حُسنِ الظَّنِّ
অনুচ্ছেদ- ৯০ : ওয়াদা পালন	৫৬১	৯০ - باب في العِدَّةِ
অনুচ্ছেদ- ৯১ : না পেয়েও ভুতির ভান করা	৫৬২	৯১ - باب في المُتَشَبِّعِ بِمَا لَمْ يُعْطَ
অনুচ্ছেদ- ৯২ : রসিকতা সম্পর্কে	৫৬২	৯২ - باب ما جَاءَ في المِرَاجِ
অনুচ্ছেদ- ৯৩ : কেউ ঠাট্টাচ্ছিলে কিছু গ্রহণ করলে	৫৬৪	৯৩ - باب مَنْ يَأْخُذُ الشَّيْءَ عَلَى المِرَاجِ
অনুচ্ছেদ- ৯৪ : বাকপটুতা সম্পর্কে	৫৬৫	৯৪ - باب ما جَاءَ في المُتَشَدِّقِ في الكَلَامِ
অনুচ্ছেদ- ৯৫: কবিতা	৫৬৬	৯৫ - باب ما جَاءَ في الشُّعْرِ
অনুচ্ছেদ- ৯৬ : স্বপ্ন সম্পর্কে	৫৭০	৯৬ - باب في الرُّؤْيَا
অনুচ্ছেদ- ৯৭ : হাই তোলা	৫৭৩	৯৭ - باب ما جَاءَ في التَّأَوُّبِ
অনুচ্ছেদ- ৯৮ : হাঁচি দেয়া প্রসঙ্গে	৫৭৪	৯৮ - باب في العَطَاسِ
অনুচ্ছেদ- ৯৯ : হাঁচির জবাব দেয়া	৫৭৪	৯৯ - باب كَيْفَ تَسْتَجِيبُ العَطَاسِ
অনুচ্ছেদ- ১০০ : হাঁচির জবাব কতবার দিবে?	৫৭৬	১০০ - باب كَمْ مَرَّةً يُسَمَّتُ العَطَاسُ
অনুচ্ছেদ- ১০১ : যিম্মীর হাঁচির জবাব কিভাবে দিবে?	৫৭৭	১০১ - باب كَيْفَ يُسَمَّتُ الدُّمِيُّ
অনুচ্ছেদ- ১০২ : যে ব্যক্তি হাঁচি দেয়ার পর আলহাম্মুদু লিল্লাহ বলে না	৫৭৭	১০২ - باب فَيَمَنْ يَعْطُسُ وَلَا يَحْمَدُ اللَّهَ
অনুচ্ছেদ- ১০৩ : উপুড় হয়ে শোয়া	৫৭৮	১০৩ - باب في الرَّجُلِ يَنْبَطِحُ عَلَى بَطْنِهِ
অনুচ্ছেদ- ১০৪ : দেয়ালবিহীন ছাদে ঘুমানো সম্পর্কে	৫৭৮	১০৪ - باب في النَّوْمِ عَلَى سَطْحٍ غَيْرِ مُحَجَّرٍ
অনুচ্ছেদ- ১০৫ : পবিত্র অবস্থায় ঘুমানো সম্পর্কে	৫৭৯	১০৫ - باب في النَّوْمِ عَلَى طَهَارَةٍ
অনুচ্ছেদ- ১০৬ : কোন দিকে মুখ করে ঘুমাবে?	৫৮০	১০৬ - باب كَيْفَ يَتَوَجَّهُ
অনুচ্ছেদ- ১০৭ : ঘুমের সময় যা বলতে হয়?	৫৮০	১০৭ - باب مَا يَقَالُ عِنْدَ النَّوْمِ
অনুচ্ছেদ- ১০৮ : রাতে ঘুম থেকে সজাগ হলে যা বলতে হয়	৫৮৬	১০৮ - باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ
অনুচ্ছেদ- ১০৯ : ঘুমানোর সময় তাসবীহ পাঠ সম্পর্কে	৫৮৭	১০৯ - باب في التَّسْبِيحِ عِنْدَ النَّوْمِ

বিষয়	পৃষ্ঠা	موضوع
অনুচ্ছেদ- ১১০ : সকালে ঘুম থেকে উঠে যা বলতে হয়	৫৯০	১১০ - باب مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ
অনুচ্ছেদ- ১১১ : নতুন চাঁদ দেখে যে দু'আ পড়তে হয়?	৬০২	১১১ - باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ
অনুচ্ছেদ- ১১২ : ঘর হতে বের হওয়ার সময় যা বলবে	৬০৩	১১২ - باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ
অনুচ্ছেদ- ১১৩ : কেউ নিজ ঘরে প্রবেশকালে কি বলবে?	৬০৪	১১৩ - باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ
অনুচ্ছেদ- ১১৪ : প্রবলবেগে বায়ু প্রবাহের সময় যা বলবে	৬০৪	১১৪ - باب مَا يَقُولُ إِذَا هَاجَتِ الرِّيحُ
অনুচ্ছেদ- ১১৫ : বৃষ্টি এসেছে	৬০৬	১১৫ - باب مَا جَاءَ فِي الْمَطَرِ
অনুচ্ছেদ- ১১৬ : মোরগ ও চতুষ্পদ প্রাণী সবক্কে	৬০৬	১১৬ - باب مَا جَاءَ فِي الدِّيكِ وَالْبَهَائِمِ
অনুচ্ছেদ- ১১৭ : সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার কানে আযান দেয়া	৬০৭	১১৭ - باب فِي الصَّبِيِّ يُولَدُ فَيُؤَدَّنُ فِي أُذُنِهِ
অনুচ্ছেদ- ১১৮ : কেউ কারোর (অনিষ্ট) হতে আশ্রয় প্রার্থনা	৬০৮	১১৮ - باب فِي الرَّجُلِ يَسْتَعِيذُ مِنَ الرَّجُلِ
অনুচ্ছেদ- ১১৯ : প্ররোচনা প্রতিহত করা সম্পর্কে	৬০৯	১১৯ - باب فِي رَدِّ الْوَسْوَسةِ
অনুচ্ছেদ- ১২০ : যে দাস নিজ মনিবের পরিবর্তে অন্যের পরিচয় দেয়	৬১১	১২০ - باب فِي الرَّجُلِ يَنْتَمِي إِلَى غَيْرِ مَوْلَاهُ
অনুচ্ছেদ- ১২১ : বংশের গৌরব	৬১২	১২১ - باب فِي التَّفَاخُرِ بِالْأَخْسَابِ
অনুচ্ছেদ- ১২২ : দলপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্ব	৬১৩	১২২ - باب فِي الْعَصَبِيَّةِ
অনুচ্ছেদ- ১২৩ : কেউ কারোর ভাল কিছু দেখে তাকে ভালোবাসলে	৬১৫	১২৩ - باب إِخْبَارِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِمَحَبَّتِهِ إِيَّاهُ
অনুচ্ছেদ- ১২৪ : পরামর্শ করা	৬১৬	১২৪ - باب فِي الْمَشُورَةِ
অনুচ্ছেদ- ১২৫ : কল্যাণের দিকে পথ দেখানো	৬১৬	১২৫ - باب فِي الدَّلَالِ عَلَى الْخَيْرِ
অনুচ্ছেদ- ১২৬ : অসৎ বাসনা	৬১৭	১২৬ - باب فِي السُّهْوَى
অনুচ্ছেদ- ১২৭ : সুপারিশ করা	৬১৭	১২৭ - باب فِي الشَّفَاعَةِ
অনুচ্ছেদ- ১২৮ : চিঠিপত্রে প্রথমে নিজের নাম লিখা সম্পর্কে	৬১৮	১২৮ - باب فِي الرَّجُلِ يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ فِي الْكِتَابِ
অনুচ্ছেদ- ১২৯ : যিম্মীর নিকট পত্র লিখার নিয়ম	৬১৯	১২৯ - باب كَيْفَ يُكْتُبُ إِلَى الذَّمِّيِّ

বিষয়	পৃষ্ঠা	মوضوع
অনুচ্ছেদ- ১৩০ : পিতা- মাতার সঙ্গে সত্য়বহার করা	৬১৯	১৩০ - باب في برِّ الوالدين
অনুচ্ছেদ- ১৩১ : ইয়াতীমদের প্রতিপালনের কাযীলাত	৬২২	১৩১ - باب في فضل من عال يتامى
অনুচ্ছেদ- ১৩২ : ইয়াতীমের লালন- পালনকারীর মর্যাদা	৬২৪	১৩২ - باب في من ضمَّ يتيمًا
অনুচ্ছেদ- ১৩৩ : প্রতিবেশীর হক	৬২৪	১৩৩ - باب في حقِّ الجوار
অনুচ্ছেদ- ১৩৪ : দাস- দাসীর হক	৬২৬	১৩৪ - باب في حقِّ المملوك
অনুচ্ছেদ- ১৩৫ : কর্তব্যপরায়াণ দাস সম্পর্কে	৬৩০	১৩৫ - باب ما جاء في المملوك إذا نصح
অনুচ্ছেদ- ১৩৬ : যে কোন ক্রীতদাসকে তার মনিবের বিরুদ্ধে উদ্ধান দেয়	৬৩১	১৩৬ - باب فيمن خبب غلوكا على مولاه
অনুচ্ছেদ- ১৩৭ : অনুমতি চাওয়া সম্পর্কে	৬৩১	১৩৭ - باب في الاستئذان
অনুচ্ছেদ- ৩৮ : অনুমতি চাওয়ার নিয়ম	৬৩৩	১৩৮ - باب كيف الاستئذان
অনুচ্ছেদ- ১৩৯ : অনুমতি নিতে কতবার সালাম দিবে?	৬৩৪	১৩৯ - باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان
অনুচ্ছেদ- ১৪০ : কেউ এবেশের অনুমতি পাওয়ার জন্য দরজা খটখট করলে	৬৩৮	১৪০ - باب الرجل يستأذن بالدق
অনুচ্ছেদ- ১৪১ : কাউকে আহবান করা কি তার জন্য অনুমতি ধর্তব্য?	৬৩৯	১৪১ - باب في الرجل يذعى أيكون ذلك إذنه
অনুচ্ছেদ- ১৪২ : তিন সময়ে এবেশানুমতি প্রার্থনা	৬৩৯	১৪২ - باب الاستئذان في العورات الثلاث
অনুচ্ছেদ- ১৪৩ : সালামের প্রসার ঘটানো	৬৪১	১৪৩ - باب في إفساء السلام
অনুচ্ছেদ- ১৪৪ : সালাম বিনিময়ের পদ্ধতি	৬৪১	১৪৪ - باب كيف السلام
অনুচ্ছেদ- ১৪৫ : যে প্রথমে সালাম দেয় তার কাযীলাত	৬৪২	১৪৫ - باب في فضل من بدأ بالسلام
অনুচ্ছেদ- ১৪৬ : কে প্রথমে সালাম দিবে?	৬৪৩	১৪৬ - باب من أولى بالسلام
অনুচ্ছেদ- ১৪৭ : পরস্পর আলাদা হওয়ার পর আবার সাক্ষাত হলে তারা কি সালাম দিবে?	৬৪৩	১৪৭ - باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلتقاه أيسلم عليه
অনুচ্ছেদ- ১৪৮ : শিশুদেরকে সালাম দেয়া	৬৪৪	১৪৮ - باب في السلام على الصبيان
অনুচ্ছেদ- ১৪৯ : মহিলাদেরকে সালাম দেয়া সম্পর্কে	৬৪৫	১৪৯ - باب في السلام على النساء

বিষয়	পৃষ্ঠা	موضوع
অনুচ্ছেদ- ১৫০ : মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিককে সালাম দেয়া সম্পর্কে	৬৪৫	১৫০ - باب في السَّلامِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ
অনুচ্ছেদ- ১৫১ : মাজলিস হতে বিদায়ের সময় সালাম দেয়া	৬৪৬	১৫১ - باب في السَّلامِ إِذَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ
অনুচ্ছেদ- ১৫২ : 'আলহিকাস সালাম বলা অপছন্দনীয়	৬৪৬	১৫২ - باب كَرَاهِيَةِ أَنْ يَقُولَ عَلَيْكَ السَّلامُ
অনুচ্ছেদ- ১৫৩ : দলের পক্ষ হতে একজনের সালামের উত্তর দান	৬৪৭	১৫৩ - باب مَا جَاءَ فِي رَدِّ الْوَاحِدِ عَنِ الْجَمَاعَةِ
অনুচ্ছেদ- ১৫৪ : মুসাফাহা সম্পর্কে	৬৪৭	১৫৪ - باب في الْمُصَافَحَةِ
অনুচ্ছেদ- ১৫৫ : কোলাকুলি সম্পর্কে	৬৪৮	১৫৫ - باب في التَّمَاعُقَةِ
অনুচ্ছেদ- ১৫৬ : কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো	৬৪৯	১৫৬ - باب مَا جَاءَ فِي الْقِيَامِ
অনুচ্ছেদ- ১৫৭ : কোন লোকের নিজ সন্তানকে চুমু খাওয়া	৬৫০	১৫৭ - باب في قُبْلَةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ
অনুচ্ছেদ- ১৫৮ : দুই চোখের মাঝে চুমু খাওয়া	৬৫১	১৫৮ - باب في قُبْلَةِ مَا بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ
অনুচ্ছেদ- ১৫৯ : গালে চুমু দেয়া সম্পর্কে	৬৫১	১৫৯ - باب في قُبْلَةِ الْخَدِّ
অনুচ্ছেদ- ১৬০ : হাতে চুমু দেয়া সম্পর্কে	৬৫২	১৬০ - باب في قُبْلَةِ الْيَدِ
অনুচ্ছেদ- ১৬১ : শরীরে চুমু দেয়া সম্পর্কে	৬৫২	১৬১ - باب في قُبْلَةِ الْجَسَدِ
অনুচ্ছেদ- ১৬২ : পায়ে চুমু দেয়া সম্পর্কে	৬৫২	১৬২ - باب قُبْلَةُ الرَّجُلِ
অনুচ্ছেদ- ১৬৩ : কোন ব্যক্তির এরূপ বলা যে, আদ্বাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন	৬৫৩	১৬৩ - باب في الرَّجُلِ يَقُولُ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ
অনুচ্ছেদ- ১৬৪ : কোন ব্যক্তির এরূপ বলা যে, আদ্বাহ তোমার চক্ষু শীতল করুন	৬৫৪	১৬৪ - باب في الرَّجُلِ يَقُولُ أَنْعَمَ اللهُ بِكَ عَيْنًا
অনুচ্ছেদ- ১৬৫ : একজন আরেকজনকে বললো, আদ্বাহ তোমাকে হিকাযাত করুন	৬৫৪	১৬৫ - باب في الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ حَفِظَكَ اللهُ
অনুচ্ছেদ- ১৬৬ : কেউ কারো সম্মানার্থে দাঁড়ালে	৬৫৪	১৬৬ - باب في قِيَامِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ
অনুচ্ছেদ- ১৬৭ : যে ব্যক্তি বলে, অমুক আপনাকে সালাম দিয়েছে	৬৫৫	১৬৭ - باب في الرَّجُلِ يَقُولُ فَلَانٌ يُقْرِئُكَ السَّلامَ
অনুচ্ছেদ- ১৬৮ : একেউ কারো ডাকের জবাবে 'লাক্বায়িক' বলা	৬৫৬	১৬৮ - باب في الرَّجُلِ يُنَادِي الرَّجُلَ فَيَقُولُ لَيْبِكَ

বিষয়	পৃষ্ঠা	মوضوع
অনুচ্ছেদ- ১৬৯ : একে অপরকে বলা, আহ্বাহ আপনাকে হাসিমুখে রাখুন	৬৫৭	১৬৭ - باب في الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ أَضْحَكَكَ اللَّهُ سِتْنَكَ
অনুচ্ছেদ- ১৭০ : বাড়ি- ঘর নির্মাণ প্রসঙ্গে	৬৫৭	১৭০ - باب ما جاء في البناء
অনুচ্ছেদ- ১৭১ : উপর তলায় কক্ষ নির্মাণ সম্পর্কে	৬৫৯	১৭১ - باب في اتِّخَاذِ الْغُرْفِ
অনুচ্ছেদ- ১৭২ : কুল গাছ কাটা সম্পর্কে	৬৫৯	১৭২ - باب في قَطْعِ السَّدْرِ
অনুচ্ছেদ- ১৭৩ : রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো	৬৬০	১৭৩ - باب في إِمَاطَةِ الْأَدَى عَنِ الطَّرِيقِ
অনুচ্ছেদ- ১৭৪ : রাতে আগুন নিভিয়ে রাখা	৬৬২	১৭৪ - باب في إِطْفَاءِ النَّارِ بِاللَّيْلِ
অনুচ্ছেদ- ১৭৫ : সাপ মারা সম্পর্কে	৬৬৩	১৭৫ - باب في قَتْلِ الْحَيَّاتِ
অনুচ্ছেদ- ১৭৬ : টিকটিকি হত্যা করা সম্পর্কে	৬৬৮	১৭৬ - باب في قَتْلِ الْأَوْزَاعِ
অনুচ্ছেদ- ১৭৭ : পিপড়া মারা সম্পর্কে	৬৬৯	১৭৭ - باب في قَتْلِ الدُّرِّ
অনুচ্ছেদ- ১৭৮ : ব্যাঙ হত্যা করা	৬৭০	১৭৮ - باب في قَتْلِ الضُّفَدَعِ
অনুচ্ছেদ- ১৭৯ : পাথর কুচি নিক্ষেপ করা	৬৭০	১৭৭ - باب في الحذف
অনুচ্ছেদ- ১৮০ : খাতনা করা সম্পর্কে	৬৭১	১৮০ : باب ما جاء في الحَتَّانِ
অনুচ্ছেদ- ১৮১ : রাস্তায় পুরুষদের সাথে নারীদের যাতায়াত সম্পর্কে	৬৭১	১৮১ - باب في مَشْيِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الطَّرِيقِ
অনুচ্ছেদ- ১৮২ : সময়কে গালি দেয়া সম্পর্কে	৬৭২	১৮২ - باب في الرَّجُلِ يَسُبُّ الدَّهْرَ

১৭- كتاب الأفضية

অধ্যায়- ১৯ : বিচার ব্যবস্থা

১- باب في طلب القضاء

অনুচ্ছেদ- ১ : বিচারকের পদ চাওয়া সম্পর্কে

৩৫৭১ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ " .

صحیح

৩৫৭১। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তিকে বিচারকের পদে নিযুক্ত করা হলো, সে যেন বিনা ছুরিতে যাবাহ হলো।^{৩৫৭১}

সহীহ।

৩৫৭২ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيِّ، عَنْ الْمُقْبَرِيِّ، وَالْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ " .

صحیح

৩৫৭২। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তিকে জনগণের বিচারক নিযুক্ত করা হলো, তাকে যেন বিনা ছুরিতে যাবাহ করা হলো।^{৩৫৭২}

সহীহ।

২- باب في القاضي يُخطئ

অনুচ্ছেদ-২ : বিচারক ভুল করলে

৩৫৭৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ السَّمْنِيُّ، حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْحِثَّةِ وَآثَانٌ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْحِثَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا أَصَحُّ شَيْءٍ فِيهِ يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ بُرَيْدَةَ " الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ " .

صحیح

৩৫৭৩। ইবনু বুরাইদাহ (রা) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : বিচারক তিন প্রকার। এক প্রকার বিচারক জান্নাতী এবং অপর দুই প্রকার বিচারক জাহান্নামী। জান্নাতী বিচারক হলো,

^{৩৫৭১} তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

^{৩৫৭২} নাসায়ী, আহমাদ।

যে সত্যকে বুঝে তদনুযায়ী ফায়সালা দেয়। আর যে বিচারক সত্যকে জানার পর স্বীয় বিচারে জুলুম করে সে জাহান্নামী এবং যে বিচারক অজ্ঞতা প্রসূত ফায়সালা দেয় সেও জাহান্নামী। ৩৫৭৩

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, এ বিষয়ে উপরোক্ত হাদীসটি অধিক সহীহ, অর্থাৎ ইবনু বুরায়দাহর হাদীস- বিচারক তিন শ্রেণীর।

সহীহ।

৩৫৭৪ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ " . فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا بَكْرٍ بْنُ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

صحیح

৩৫৭৪। 'আস ইবনুল 'আস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন বিচারক বিচারকালে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত দিয়ে যদি সে সঠিক সিদ্ধান্ত দেয় তার জন্য দু'টি সওয়াব রয়েছে। পক্ষান্তরে' বিচারক যদি চিন্তা-ভাবনার পর ভুল সিদ্ধান্ত দেয় তাহলে তার জন্য একটি সওয়াব রয়েছে। ৩৫৭৪

সহীহ।

৩৫৭৫ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُلَاذِمُ بْنُ عَمْرِو، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ نَحْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ، يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - وَهُوَ أَبُو كَثِيرٍ - قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلُهُ فَلَهُ النَّارُ " .

ضعيف، الضعيفة (١١٨٦) المشكاة (٣٥٣٦) //

৩৫৭৫। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি মুসলিমদের বিচারক পদ চায় এবং তা পেয়েও যায়। অতঃপর তার ন্যায়পরায়ণতা যুলুমকে পরাজিত করে তাহলে সে জান্নাতী। আর যে ব্যক্তির যুলুম ইনসাফের উপর প্রাধান্য পাবে সে হবে জাহান্নামী। ৩৫৭৫

দুর্বল : যঈফাহ (১১৮৬), মিশকাত (৩৭৩৬)।

৩৫৭৬ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي يَحْيَى الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزَّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ { وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } إِلَى قَوْلِهِ { الْفَاسِقُونَ } هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ الثَّلَاثُ نَزَلَتْ فِي الْيَهُودِ خَاصَّةً فِي قُرَيْظَةَ وَالتَّضْيِيرِ .

حسن صحيح الإسناد

৩৫৭৩ নাসায়ী, ইবনু মাজাহ।

৩৫৭৪ বুখারী, মুসলিম।

৩৫৭৫ মিশকাত, তারগীব, ফাতহুল বারী। এর সানাদ দুর্বল। সানাদে মুসা ইবনু নাজদাহ সম্পর্কে হাফিয বলেন : মাজহুল (অজ্ঞাত)।

৩৫৭৬। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। মহান আল্লাহর বাণী : যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান মোতাবেক বিচার ফায়সালা করে না, তারা কাফির.... তারাই ফাসিক" (সূরা মায়িদাহ : ৪৫-৪৭) পর্যন্ত। ইবনু 'আব্বাস (রা) বলেন : এ তিনটি আয়াত ইয়াহুদীদের সম্পর্কে, বিশেষ করে বনু কুরাইযাহ ও বনু নাযীর গোত্রকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে।^{৩৫৭৬}

সানাদ হাসান সহীহ।

৩ - باب في طلب القضاء والتسرع إليه

অনুচ্ছেদ- ৩ : বিচার চাওয়া এবং তাড়াহুড়া করে ফায়সালা দেয়া

৩৫৭৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ رَجَاءِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيِّ الْأَزْرَقِ، قَالَ دَخَلَ رَجُلَانِ مِنْ أَبْوَابِ كِنْدَةَ وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ جَالِسٌ فِي حَلْقَةٍ فَقَالَ أَلَا رَجُلٌ يُنْفَذُ بَيْنَنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْحَلْقَةِ أَنَا . فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ كَفًّا مِنْ حَصَى فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ مَهْ إِنَّهُ كَانَ يُكْرَهُ التَّسْرُعُ إِلَى الْحُكْمِ .

ضعيف الإسناد

৩৫৭৭। 'আবদুর রহমান ইবনু বিশর আল-আযরাবু আল-আনসারী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা কিনদার দুই ব্যক্তির ঝগড়ারত অবস্থায় এসে উপস্থিত হলো। এ সময় আবু মাসউদ (রা) এক বৈঠকে বসা ছিলেন। তারা উভয়ে বললো, আমাদের মাঝে ফায়সালা করে দেয়ার মত কেউ আছে কি? বৈঠকে উপস্থিত এক ব্যক্তি বললো, আমি। আবু মাসউদ (রা) এক মুষ্টি কংকর তুলে তার দিকে ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন, থামো! বিচারের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করা নিন্দনীয়।^{৩৫৭৭}

সানাদ দুর্বল।

৩৫৭৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بِلَالٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ وَكَلَّ إِلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَطْلُبْهُ وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللَّهُ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ " . وَقَالَ وَكَبِعَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ بِلَالٍ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ بِلَالٍ بْنِ مَرْذَاسٍ الْفَزَارِيِّ عَنْ خَيْثَمَةَ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَنَسِ .

ضعيف

৩৫৭৮। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি বিচারকের পদ চায় এবং এজন্য সাহায্য প্রার্থনা করে, তাকে তার নিজের উপর ছেড়ে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি বিচারক পদের জন্য লালায়িত নয় এবং তা পাওয়ার জন্য কারো সাহায্য প্রার্থনা করে না, তাহলে আল্লাহ তাকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার ব্যাপারে একজন ফিরিশতা পাঠিয়ে সাহায্য করেন।^{৩৫৭৮}

দুর্বল।

৩৫৭৬ আহমাদ, তাবারানী।

৩৫৭৭ বায়হাকী। সানাদের রাজা আল-আনসারী ও 'আবদুর রহমান বিন বিশর রয়েছে। হাফিয উভয় সম্পর্কে বলেন :

মাকবুল (অর্থৎ মাজহুল হাল)। এছাড়া হাদীসটি মুরসাল।

৩৫৭৮ তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। হাদীসের সানাদে বিলাল ইবনু আবু মুসা রয়েছে। হাফিয আত-তাকরীব' গ্রন্থে বলেন : মাকবুল। আর আত-তাহযীব গ্রন্থে রয়েছে : আযাদী বলেন : তার হাদীসটি সহীহ নয়। এটি যেন মুযতারিব। আর ইবনু কাস্তান তাকে মাজহুল বলেছেন।

৩০৭৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لَنْ تَسْتَعْمَلَ - أَوْ لَا تَسْتَعْمَلَ - عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ " .

صحیح

৩৫৭৯। আবু মুসা (রা) বর্ণনা করে বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : আমরা কখনো আমাদের কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে এমন ব্যক্তিকে নিয়োগ করবো না যে উক্ত পদের জন্য লালায়িত হয়।^{৩৫৭৯}
সহীহ।

৪ - باب في كراهية الرشوة

অনুচ্ছেদ-৪ : ঘুষ গ্রহণ নিষিদ্ধ

৩০৮০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ .

صحیح

৩৫৮০। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতাকে অভিসম্পাত করেছেন।^{৩৫৮০}
সহীহ।

৫ - باب في هدايا العمال

অনুচ্ছেদ-৫ : কর্মকর্তাদের প্রাপ্ত উপহার

৩০৮১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنِي قَيْسٌ، قَالَ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ عُمَيْرَةَ الْكِنْدِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكُنْمْنا مِنْهُ مَخِطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْوَدُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْبِلْ عَنِّي عَمَلِكَ . قَالَ " وَمَا ذَاكَ " . قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا . قَالَ " وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلَيَاتِ بِقَلِيلٍ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَهُ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى " .

صحیح

৩৫৮১। ‘আদী ইবনু উমাইরাহ আল-কিন্দী (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হে লোকেরা! তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তিকে আমাদের সরকারী কোন পদে নিয়োগ করার পর সে যদি আমাদের তহবিল হতে একটি সুঁই কিংবা তার অধিক আত্মসাৎ করে তবে সে খেয়ানাতকারী। কিয়ামাতের দিন সে তার এই খেয়ানাতের বোঝা নিয়ে উপস্থিত হবে। তখন কালো বর্ণের জনৈক আনসার ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো। বর্ণনাকারী বলেন, আমি যেন তাকে দেখছি। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব আপনি নিয়ে নিন। তিনি বললেন : তুমি কি বললে? সে বললো, আমি আপনাকে এরূপ এরূপ বলতে শুনেছি। তিনি বলেন : আমি বলেছি, যাকে আমরা কোন দায়িত্ব দিয়েছি, সে কম-বেশি যা

^{৩৫৭৯} বুখারী, মুসলিম, আহমাদ।

^{৩৫৮০} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

কিছুই আদায় করে আনবে তা জমা দিবে। তা হতে তাকে যা প্রদান করা হবে সে তা নিবে, আর তাকে যা হতে বিরত থাকতে বলা হবে সে তা হতে বিরত থাকবে।^{৩৫৮১}

সহীহ।

৬ - باب كَيْفَ الْقَضَاءِ

অনুচ্ছেদ- ৬ : কিভাবে বিচার করবে

৩৫৮২ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ حَنْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُرْسِلَنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ فَقَالَ " إِنْ اللَّهُ سَيَّهَدِي قَلْبَكَ وَثَبَّتْ لِسَانُكَ فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْحَصَمَانِ فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يَبَيِّنَ لَكَ الْقَضَاءُ " . قَالَ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا أَوْ مَا شَكَّكَتُ فِي قَضَائِهِ بَعْدُ .

حسن

৩৫৮২। ‘আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ইয়ামানে বিচারক হিসাবে প্রেরণ করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে বিচারক করে ইয়ামানে পাঠাচ্ছেন, অথচ আমি একজন নব যুবক, বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা নেই। তিনি বলেন : আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমার অন্তরকে সঠিক সিদ্ধান্তের দিকে পথ দেখাবেন এবং তোমার কথাকে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। যখন তোমার সামনে বাদী-বিবাদী বসবে তখন তুমি যেভাবে এক পক্ষের বক্তব্য শুনবে অনুরূপভাবে অপর পক্ষের বক্তব্য না শোনা পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত নিবে না। এতে তোমার সামনে মোকদ্দমার আসল সত্য প্রকাশিত হবে। ‘আলী (রা) বলেন, অতঃপর আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণে সন্দেহে পতিত হইনি।^{৩৫৮২}

হাসান।

৭ - باب فِي قَضَاءِ الْقَاضِي إِذَا أَخْطَأَ

অনুচ্ছেদ- ৭ : বিচারক যদি ভুল সিদ্ধান্ত দেন

৩৫৮৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْتَبِ بْنِتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنُّ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بَشْيَءٍ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ " .

صحيح

৩৫৮৩। উম্মু সালামাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি তো একজন মানুষ। তোমরা আমার নিকট তোমাদের মোকদ্দমা পেশ করে থাকো। হয়তো তোমাদের এক পক্ষ অপর পক্ষের চেয়ে অধিক বাকপটুতার সাথে নিজেদের যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে থাকো। ফলে আমি তার বিবরণ অনুসারে তার পক্ষে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকি। এভাবে আমি যদি তাদের কোন ভাইয়ের হক হতে কিছু অংশ

^{৩৫৮১} মুসলিম, আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ, হুমাইদী।

^{৩৫৮২} তিরমিযী, বায়হাকী। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান।

তাকে দেয়ার সিদ্ধান্ত দেই তবে সে যেন তা কখনো গ্রহণ না করে। কারণ আমি তাকে এভাবে আগুনের একটি টুকরাই দিলাম। ৩৫৮০

সহীহ।

৩৫৮১ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ أُنِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيثَ لَهُمَا لَمْ تَكُنْ لَهُمَا يَتَّةٌ إِلَّا دَعَاهُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَبَكَى الرَّجُلَانِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقِّي لَكَ . فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ " أَمَا إِذَا فَعَلْتُمَا مَا فَعَلْتُمَا فَاقْتَسِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ . ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ تَحَالَا " .

ضعيف

৩৫৮৪। উম্মু সালামাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা দু'জন লোক তাদের মীরাস সম্পর্কিত বিবাদ নিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকট এলো। মৌখিক দাবি ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ ছিলো না। নাবী ﷺ তাদেরকে বললেন : ... অতঃপর উপরের হাদীসের অনুরূপ। একথা শুনে তারা দু'জনে কাঁদতে লাগলো এবং পরস্পরকে বলতে লাগলো, আমার প্রাপ্য তোমার জন্য ছেড়ে দিলাম। নাবী ﷺ উভয়কে বললেন : তোমরা যেহেতু এরূপ করছো তখন একটা কাজ করো। বিতর্কিত জিনিসটি উভয়ে ভাগ করে নাও, যা নষ্ট হয়েছে তা অনুমান করো। অতঃপর বিবেচনা করে যার যা প্রাপ্য তাকে তা দিয়ে দাও। ৩৫৮৪

দুর্বল।

৩৫৮৫ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا أَسَامَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ يَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيثَ وَأَشْيَاءَ قَدْ دَرَسَتْ فَقَالَ " إِنِّي إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِرَأْيِي فِيمَا لَمْ يَنْزَلْ عَلَيَّ فِيهِ "

ضعيف

৩৫৮৫। 'আবদুল্লাহ ইবনু রাফি' (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মু সালামাহকে (রা) নাবী ﷺ-এর সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি ('আবদুল্লাহ) বলেন, দু'জন লোক তাদের মীরাস ও কিছু পুরানো আসবাব নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। তিনি ﷺ বললেন : আমি তোমাদের বিবাদের মীমাংসা করবো আমার নিজের সিদ্ধান্ত মোতাবেক, যে বিষয়ে আমার উপর কিছু অবতীর্ণ হয়নি। ৩৫৮৫

দুর্বল।

৩৫৮৬ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الرُّأْيَ إِنَّمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُصِيبًا لِأَنَّ اللَّهَ كَانَ يُرِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الظَّنِّ وَالْكَفْلِ .

ضعيف مقطوع

৩৫৮০ বুখারী, মুসলিম।

৩৫৮৪ আহমাদ। এর সানাদের উসামাহ ইবনু যাইদ লাইসী সম্পর্কে হাফিয বলেন : সত্যবাদী, তবে সন্দেহ করা হয়। শায়খ আলবানী বলেন : আপনি দেখবেন তিনি এমন কিছু বৃদ্ধি করেছেন যা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ বর্ণনা করেননি। সেজন্য তিনি কোন বর্ণনায় একা হয়ে গেলে আমরা তার দ্বারা দলীল গ্রহণ থেকে বিরত থাকি।

৩৫৮৫ বায়হাকী, দারাকুতনী।

৩৫৮৬। ইবনু শিহাব (র) সূত্রে বর্ণিত। একদা ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) মিশ্বারের উপর দাঁড়িয়ে বললেন, হে জনসমাজ! রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তা নির্ভুল। কেননা মহান আল্লাহ তাঁকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছিয়ে দিতেন। কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে ধারণা ও শ্রমের পর্যায়ভুক্ত। ৩৫৮৬

দুর্বল মাক্কুহু।

৩৫৮৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّغِيِّ، أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عُثْمَانَ الشَّامِيُّ، وَلَا إِخَالِي رَأَيْتُ شَامِيًا أَفْضَلَ مِنْهُ يَعْني حَرِيْزَ بْنَ عُثْمَانَ .

صحيح مقطوع

৩৫৮৭। আবু ‘উসমান আশ-শামী (র) সূত্রে বর্ণিত। আমার (আবু ‘উসমান) মতে হারীয ইবনু ‘উসমানের চেয়ে কোন শামবাসীই অধিক উত্তম নয়। ৩৫৮৭

সহীহ মাক্কুহু।

৪- باب كَيْفَ يَجْلِسُ الْخَصْمَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْقَاضِي

অনুচ্ছেদ- ৮ : বিচারকের সামনে বাদী-বিবাদীর বসার নিয়ম

৩৫৮৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَكَمِ .

ضعيف الإسناد // ، المشكاة (৩৫৮৬) //

৩৫৮৮। ‘আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, বাদী-বিবাদী উভয়ে বিচারকের সামনে বসবে। ৩৫৮৮

সানাৎ দুর্বল : মিশকাত (৩৭৮৬)।

৯- باب الْقَاضِي يَضِي وَهُوَ غَضْبَانُ

অনুচ্ছেদ- ৯ : রাগের সাথে বিচারকের সিদ্ধান্ত দেয়া নিষেধ

৩৫৮৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا يَقْضِي الْحَكَمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ " .

صحيح

৩৫৮৯। আবু বাকরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি তার পুত্র ‘আবদুর রহমানকে এ মর্মে লিখলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন বিচারক যেন রাগান্বিত অবস্থায় দু’ পক্ষের মধ্যে সিদ্ধান্ত না দেন। ৩৫৮৯

সহীহ।

৩৫৮৬ বায়হাকী। সানাৎ ইনকিতা হয়েছে। ইবনু শিহাব, ‘উমার (রা)-এর যুগ পাননি।

৩৫৮৭ আহমাদ, বায়হাকী। সানাৎ মুস‘আব ইবনু সাবিত হাদীস বর্ণনায় শিখিল।

৩৫৮৮ বুখারী, মুসলিম।

৩৫৮৯ আবু দাউদ।

১০ - باب الحكم بين أهل الذمة

অনুচ্ছেদ- ১০ : যিম্মীদের বিবাদ মীমাংসা করার বিধান

৩৫৯০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْزُوقِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّخَوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ { فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ } فَتَسَحَّتَ قَالَ { فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ } .
حسن الإسناد

৩৫৯০। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। মহান আল্লাহর বাণী : তারা (ইয়াহুদীরা) তোমার নিকট এলে তোমার এখতিয়ার রয়েছে তাদের বিচার মীমাংসা করার অথবা তাদেরকে উপেক্ষা করার (সূরাহ আল-মায়িদাহ : ৪২)। ইবনু 'আব্বাস (রা) বলেন, আলোচ্য আয়াত এ আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে : “অতএব আপনি আল্লাহর অবতীর্ণ করা আইন মোতাবেক লোকদের যাবতীয় বিষয়ে ফায়সালা করুন” (সূরাহ আল-মায়িদাহ : ৪৮)। ৩৫৯০

সানাদ হাসান।

৩৫৯১ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ } { وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ } الْآيَةَ قَالَ كَانَ بَنُو النَّضِيرِ إِذَا قَتَلُوا مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ أَذْوًا نِصْفَ الدِّيَةِ وَإِذَا قَتَلَ بَنُو قُرَيْظَةَ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ أَذْوًا إِلَيْهِمُ الدِّيَةُ كَامِلَةً فَسَوَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمْ .

حسن صحيح

৩৫৯১। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো : “তারা যদি আপনার নিকট (নিজেদের মোকদ্দমা নিয়ে) আসে, তাহলে আপনার এখতিয়ার রয়েছে তাদের বিচার করার অথবা তাদেরকে উপেক্ষা করার। যদি আপনি (বিচার করতে) অস্বীকার করেন তবে তারা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর বিচার করলে ইনসাফের সাথেই করবেন। কেননা আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন” (সূরাহ আল-মায়িদাহ : ৪২)। ইবনু 'আব্বাস (রা) বলেন, বনী নাসীরের এক ব্যক্তি বনী কুরাইযাহর এক লোককে হত্যা করলে তারা দিয়াতের অর্ধেক পরিশোধ করতো। পক্ষান্তরে বনী কুরাইযাহ বনী নাসীরের কাউকে হত্যা করলে তাদেরকে পূর্ণ দিয়াত দিতে হতো। উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের মাঝে সমতা প্রতিষ্ঠা করলেন। ৩৫৯১

হাসান সহীহ।

১১ - باب اجتihad الرأي في القضاء

অনুচ্ছেদ- ১১ : বিচারকার্য পরিচালনায় ইজতিহাদ করা

৩৫৯২ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أَبِي الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، مِنْ أَهْلِ حِمْصَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ " كَيْفَ

تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ " . قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ . قَالَ " فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ " . قَالَ فَيَسْتَنْتِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . قَالَ " فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ " . قَالَ أَتَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو . فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدْرَهُ وَقَالَ " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ " .

ضعيف ، المشكاة (৩০৩০) //

৩৫৯২ । মু'আয ইবনু জাবাল (রা) কতিপয় সঙ্গীর সূত্রে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাকে ইয়ামানে পাঠানোর ইচ্ছা করলেন তখন বললেন : তোমার নিকট যখন কোন মোকদ্দমা আনা হবে, তখন তুমি কিসের ভিত্তিতে এর ফায়সালা করবে? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব মোতাবেক । নাবী ﷺ বললেন : তুমি যদি আল্লাহর কিতাবে এর কোন ফায়সালা না পাও? মু'আয (রা) বললেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সুনাত অনুযায়ী । নাবী ﷺ বললেন : তুমি যদি রাসূলুল্লাহর ﷺ সুনাত এবং আল্লাহর কিতাবে এর ফায়সালা না পাও? মু'আয বললেন, তাহলে আমি ইজতিহাদ করবো এবং অলসতা করবো না । তখন নাবী ﷺ মু'আযের বুকে হাত মেরে বললেন : সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতিনিধিকে আল্লাহর রাসূলের মনঃপুত কাজ করার তৌফিক দিয়েছেন । ৩৫৯২

দূর্বল : মিশকাত (৩৭৩৭) ।

৩০৭২ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو عَوْنٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ نَاسٍ، مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ .

৩৫৯৩ । মু'আয ইবনু জাবাল (রা) সূত্রে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাকে ইয়ামানে প্রেরণ করলেন ... অতঃপর পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ । ৩৫৯৩

১২ - باب في الصلح

অনুচ্ছেদ-১২ : সন্ধি স্থাপন

৩০৭৪ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدُّمَشَقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، أَوْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ - شَكَ الشَّيْخُ - عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ " . زَادَ أَحْمَدُ " إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا " . وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ "

حسن صحيح

৩৫৯২ তিরমিযী, আহমাদ । ইমাম বুখারী 'আত-তারীকুল কাবীর' গ্রন্থে হারিস ইবনু 'আমরের জীবনীতে বলেন : হাদীসটি সহীহ নয় এবং তাকে এই মুরসাল বর্ণনা ছাড়া চেনা যায় না । ইমাম তিরমিযী বলেন : আমাদের নিকট এই সানাদটি মুত্তাসিল নয় । হাফিয 'আত-তাকুরী' গ্রন্থে বলেন : হারিস ইবনু 'আমর অজ্ঞাত (মাজহুল) । শায়খ আলবানী এর উপর আলোচনা করেছেন যঈফাহ হা/৮৮১ ।

৩৫৯৩ তিরমিযী, দারাকুতনী, আহমাদ । ইমাম তিরমিযী বলেন : আমরা হাদীসটির এই সানাদ ছাড়া অন্য কোন সানাদ অবহিত নই এবং এর সানাদ মুত্তাসিল নয় । সানাদে বিচ্ছিন্নতা ঘটেছে ।

৩৫৯৪। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুসলিম সমাজে পরস্পরে মধ্যে সন্ধি স্থাপন বৈধ। ইমাম আহমাদের বর্ণনায় রয়েছে : তবে এমন সন্ধি বৈধ নয় যা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করে। সুলাইমান ইবনু দাউদের বর্ণনায় রয়েছে : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মুসলিমরা নিজেদের (চুক্তিপত্রের) শর্তসমূহ পালন করতে বাধ্য। ৩৫৯৪

হাসান সহীহ।

৩৫৯৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، تَقَاضَى ابْنُ أَبِي حَذَرْدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ خُجْرَتِهِ وَتَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ " يَا كَعْبُ " . فَقَالَ لَيْكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَأَشَارَ لَهُ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " قُمْ فَاقْضِهِ " .

صحیح

৩৫৯৫। কা'ব ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে মাসজিদে নাববীর মধ্যে ইবনু আবু হাদরাদকে তার দেয়া ঋণ পরিশোধ করতে তাগাদা দিলেন। এ সময় উভয়ের কণ্ঠস্বর উঁচু হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ ঘর হতে এগিয়ে এলেন এবং দরজার পর্দা উঠিয়ে তিনি কা'ব ইবনু মালিককে ডেকে বললেন : হে কা'ব! তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি উপস্থিত। তিনি কা'বকে হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন : তোমার প্রাপ্য ঋণের অর্ধেক ছেড়ে দাও। কা'ব বললেন, আমি তাই করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! নাবী ﷺ (ঋণ গ্রহীতাকে) বললেন : উঠো এবং অবশিষ্ট ঋণ পরিশোধ করো। ৩৫৯৫

সহীহ।

১৩ - باب في الشَّهَادَاتِ

অনুচ্ছেদ- ১৩ : সাক্ষ্য প্রদানের বর্ণনা

৩৫৯৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ السَّرْحِ، قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشَّهَادَةِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ أَوْ يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا " . شَكَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَتَتْهُمَا قَالَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَالِكُ الَّذِي يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ وَلَا يَعْلَمُ بِهَا الَّذِي هِيَ لَهُ . قَالَ الْهَمْدَانِيُّ وَرَفَعَهَا إِلَى السُّلْطَانِ . قَالَ ابْنُ السَّرْحِ أَوْ يَأْتِي بِهَا الْإِمَامَ . وَالْإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ الْهَمْدَانِيِّ . قَالَ ابْنُ السَّرْحِ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ . لَمْ يَقُلْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ .

صحیح

৩৫৯৬। যায়িদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমি কি তোমাদেরকে উত্তম সাক্ষী সম্পর্কে জানাবো না? যে ব্যক্তি সাক্ষী খোঁজার আগেই সাক্ষী দেয় অথবা নিজের সাক্ষ্য সম্পর্কে

৩৫৯৪ আহমাদ, ইবনু হিব্বান, দারাকুতনী, বায়হাক্বী, হাকিম।

৩৫৯৫ বুখারী, মুসলিম।

জানায়, সেই উত্তম সাক্ষী। বর্ণনাকারী ‘আবদুল্লাহ ইবনু আবু বাকর সন্দিহান যে, তার পিতা শব্দদ্বয়ের কোনটি বলেছেন। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, ইমাম মালিক (র) বলেছেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় কিন্তু জানে না যে, এতে কার উপকার হচ্ছে। হামদানী বলেন, শাসককে জানানো তার কর্তব্য। ইবনুস - সারহ বলেন, সে শাসককে জানাবে।^{৩৫৯৬}

সহীহ।

১৬ - باب فِيمَنْ يُعِينُ عَلَى خُصُومَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ أَمْرَهَا

অনুচ্ছেদ- ১৪ : যে লোক প্রকৃত ঘটনা না জেনেই মামলায় সাহায্য করে

৩৫৭৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ جَلَسْنَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَخَرَجَ إِلَيْنَا فَحَلَسَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حَدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَذَّةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ " .

صحیح

৩৫৯৭। ইয়াহইয়া ইবনু রাশিদ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমারের (রা) অপেক্ষায় বসে রইলাম। তিনি বেরিয়ে এসে আমাদের নিকট বসলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যার সুপারিশ আল্লাহর নির্ধারিত কোন হাদ্দ বাস্তবায়িত করার পথে বাধা সৃষ্টি করে, সে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। যে ব্যক্তি জেনে বুঝে মিথ্যা মামলা দেয়, সে তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত আল্লাহর অসন্তুষ্টি দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। যে ব্যক্তি কোন ঈমানদারের এমন দোষ বলে বেড়ায় যা তার মধ্যে নেই, আল্লাহ তাকে জাহান্নামীদের আবর্জনার মধ্যে বসবাস করাবেন। অতএব তাকে শিষ্টই তার কথা হতে তাওবাহ এবং ত্যাগ করা উচিত।^{৩৫৯৭}

সহীহ।

৩৬৭৮ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ الْعُمَرِيُّ، حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ " وَمَنْ أَغَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بَظْلَمَ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " .

ضعيف، الإرواء (২৩১৮)

৩৫৯৮। ইবনু ‘উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : ... অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি কোন বিবাদে অন্যায়মূলক সাহায্য করলো সে আল্লাহর গণ্যবে পতিত হলো।^{৩৫৯৮}

দূর্বল : ইরওয়া (২৩১৮)।

^{৩৫৯৬} মুসলিম, তিরমিযী, মালিক, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

^{৩৫৯৭} আহমাদ, বায়হাক্বী।

^{৩৫৯৮} ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী। সানাদে মাতার সম্পর্কে হাকিম আত-তাক্বরীব গ্রন্থে বলেন : সত্যবাদী, ভুল প্রচুর।

১০ - باب في شهادة الزور

অনুচ্ছেদ- ১৫ : মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান

৩৬৭৭ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثَيْدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، - يَعْنِي الْعُصْفَرِيَّ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الثُّعْمَانِ الْأَسَدِيِّ، عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ "عُدَلْتُ شَهَادَةَ الزُّورِ بِالْإِشْرَافِ بِاللَّهِ". ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَرَأَ { فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ * حَتَّىٰ يَخْرُجَ اللَّهُ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ } .

ضعيف، المشكاة (৩০০৭)

৩৫৯৯। খুরাইম ইবনু ফাতিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাজরের সলাত আদায় করলেন। সলাত শেষে তিনি দাঁড়িয়ে তিনবার বললেন : মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া আল্লাহর সাথে শিরক করার সমতুল্য। অতঃপর তিনি কুরআনের আয়াত পড়লেন : “অতএব তোমরা মূর্তির কদর্যতা হতে দূরে থাকো, মিথ্যা কথা পরিহার করো, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর বান্দা হয়ে যাও। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না” (সূরাহ হাজ্জ : ৩০-৩১)।^{৩৫৯৯}

দুর্বল : মিশকাত (৩৭৭৯)।

১৬ - باب مَنْ تَرَدَّدَ شَهَادَتُهُ

অনুচ্ছেদ- ১৬ : যার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়

৩৬০০ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَدَّ شَهَادَةَ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ وَذِي الْغِمْرِ عَلَى أَخِيهِ وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ وَأَجَازَهَا لغيرِهِمْ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْغَمْرُ الْحِنَةُ وَالشُّحْنَاءُ وَالْقَانِعُ الْأَجِيرُ التَّابِعُ مِثْلُ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ .

حسن

৩৬০০। ‘আমর ইবনু শু‘আইব (র) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ খিয়ানতকারী ও খিয়ানতকারীনির সাক্ষ্য এবং নিজের ভাইয়ের সাথে শত্রুতা পোষণকারীর সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি কোন পরিবারের অধীনস্থ খাদেম ও আশ্রিত ব্যক্তির সাক্ষ্যও বর্জন করেছেন, তবে অন্যের পক্ষে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য বলেছেন। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, গিম্বর অর্থ হলো শত্রুতা; কানি’ অর্থ আশ্রিতজন, অধীনস্থ, বিশেষ ভৃত্যের মত।^{৩৬০০}

হাসান।

^{৩৫৯৯} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : ‘আমাদের নিকট এটি অধিক সহীহ।’ সানাদে যিয়াদ এবং আবু সুফিয়ান উভয়ে মাক্ছুবুল।

^{৩৬০০} ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৩৬০১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ بْنِ طَارِقِ الرَّازِيِّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ الْخَزَاعِيِّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا تَحْجُزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ " .

حسن

৩৬০১। সুলাইমান ইবনু মূসা হতে ‘আমর ইবনু শু‘আইব (র)-এর মাধ্যমে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : খিয়ানাতকারী ও খিয়ানাতকারীনি, ব্যভিচারী ও ব্যভিচারীনি এবং কোন মুসলিম ভাইয়ের প্রতি হিংসা পোষণকারীর সাক্ষ্য বৈধ নয়। ৩৬০১

হাসান।

১৭- باب شَهَادَةِ الْبَدَوِيِّ عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ

অনুচ্ছেদ- ১৭ : শহরবাসীর পক্ষে গ্রাম্য লোকের সাক্ষ্য

৩৬০২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَكَانَ ابْنُ يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لَا تَحْجُزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ " .

صحيح

৩৬০২। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : শহরে বসবাসকারী লোকের জন্য জঙ্গলে, গ্রামে বা মরুভূমিতে বসবাসকারী লোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। ৩৬০২

সহীহ।

১৮- باب الشَّهَادَةِ فِي الرِّضَاعِ

অনুচ্ছেদ- ১৮ : দুধপান সম্পর্কিত বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া

৩৬০৩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، حَدَّثَنِي عَقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ، وَحَدَّثَنِيهِ صَاحِبٌ، لِي عَنْهُ - وَأَنَا لِحَدِيثِ، صَاحِبِي أَحْفَظُ - قَالَ تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِبَاهٍ فَدَخَلْتُ عَلَى امْرَأَةٍ سَوْدَاءَ فَرَعَمْتُ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنَا جَمِيعًا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنِّي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا لَكَاذِبَةٌ . قَالَ " وَمَا يُذَرِّكَ وَقَدْ قَالَتْ مَا قَالَتْ دَعَهَا عَنْكَ " .

صحيح

৩৬০৩। ইবনু আবু মুলাইকাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘উক্ববাহ ইবনুল হারিস আমাকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমার এক বন্ধু হাদীসটি ‘উক্ববাহ সূত্রে আমাকে বলেছেন। আমার বন্ধুর মাধ্যমে পাওয়া হাদীসটি আমি ভালেভাবে মনে রেখেছি। ‘উক্ববাহ (রা) বলেন, আবু ইহাবের মেয়ে উম্মু ইয়াহইয়াকে আমি বিয়ে করি। একটি কালো মহিলা আমাদের নিকট এসে বললো, সে আমাদের উভয়কে

দুধ পান করিয়েছে। আমি নাবী ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে এ কথা অবহিত করলাম। কিন্তু তিনি আমার কথায় গুরুত্ব দিলেন না। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে মিথ্যাবাদিনী। তিনি বললেন : তুমি তা কীভাবে জানলে! সে তো যা বলার বলেছে। তুমি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করো। ৩৬০০

সহীহ।

৩৬০৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ الْبَصْرِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْثَمٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، - وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ، عُقْبَةَ وَلَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَخْفَظُ - فَذَكَرَ مَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ نَظَرَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ فَقَالَ هَذَا مِنْ ثِقَاتٍ أَصْحَابِ أَيُّوبَ .

لم أجده في الصحيح ولا في الضعيف

৩৬০৪। ইবনু আবু মুলাইকাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি 'উবাইদ ইবনু আবু মারইয়াম হতে 'উক্বাহ ইবনুল হারিসের সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, ...। ৩৬০৪

আমি এটি সহীহ এবং যঈফে পাইনি।

১৭ - باب شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَفِي الْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ- ১৯ : যিম্মীদের সাক্ষ্য এবং সফরের সময় ওসিয়াত প্রদান

৩৬০৫ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا، مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِدُقُوقَاءَ هَذِهِ وَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُ عَلَى وَصِيَّتِهِ فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَدِمَا الْكُوفَةَ فَأَتَيَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَأَخْبَرَاهُ وَقَدِمَا بَرَكْتَهُ وَوَصِيَّتَهُ . فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَأَخْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللَّهِ مَا خَانَا وَلَا كَذَبًا وَلَا بَدْلًا وَلَا كَتَمًا وَلَا غَيْرًا وَإِنَّا لَوْصِيَّةَ الرَّجُلِ وَتَرَكْنَاهُ فَأَمْضَى شَهَادَتَهُمَا .

صحيح الإسناد ، إن كان الشعبي سمعه من أبي موسى

৩৬০৫। আশ-শা'বী (র) সূত্রে বর্ণিত। দাকুকাহ নামক শহরে এক মুসলিম ব্যক্তির মৃত্যু আসন্ন হলো। সে তার কৃত ওয়াসিয়াতের সাক্ষী রাখতে কোন মুসলিম না পেয়ে দু'জন আহলে কিতাবকে সাক্ষী করে গেলো। তারা উভয়ে কুফায় এসে আবু মুসা আল-আশ'আরীর (রা) নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে তার ওয়াসিয়াত সম্পর্কে জানালো এবং তার পরিত্যক্ত সম্পদও পেশ করলো। আল-আশ'আরী (রা) বললেন, বিষয়টি এমন যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ঘটেছিল। তিনি উভয়কে 'আসর সলাতের পর আল্লাহর নামে শপথ করালেন। তারা উভয়ে আল্লাহর নামে শপথ করে বললো, তারা খেয়ানত করেনি, মিথ্যা বলেনি, কিছু রদবদল করেনি, কিছু গোপন করেনি এবং কোনরূপ পরিবর্তন করেনি। এটাই ছিল তার ওয়াসিয়াত এবং এ হলো তার পরিত্যক্ত সম্পদ। ফলে তিনি তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন। ৩৬০৫

সানাদ সহীহ, যদি শা'বী হাদীসটি আবু মুসা হতে শুনে থাকেন।

৩৬০০ বুখারী, নাসায়ী, আহমাদ।

৩৬০৪ বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ।

বায়হাকী।

৩৬০৬ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمِ الدَّارِيِّ وَعَدِيٍّ بْنِ بَدَاءَ فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ فَلَمَّا قَدِمَا بَرَكْتَهُ فَقَدُوا جَامَ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا بِالذَّهَبِ فَأَخْلَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ وَجَدَ الْجَامَ بِمَكَّةَ فَقَالُوا اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ فَقَامَ رَجُلَانِ مِنَ أَوْلِيَاءِ السَّهْمِيِّ فَحَلَفَا لَشَهَادَتِنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتَيْهِمَا وَإِنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ . قَالَ فَتَزَلَّتْ فِيهِمْ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ } { الْآيَةُ .

صحیح

৩৬০৬। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহম গোত্রের এক লোক তামীম আদ-দারী ও 'আদী ইবনু বান্দার সাথে বের হলো। সাহম গোত্রের লোকটি এমন স্থানে মারা গেলো যেখানে কোন মুসলিমের বসতি ছিলো না। তার সঙ্গীদ্বয় যখন তার পরিত্যক্ত মালামাল নিয়ে ফিরে আসলো, দেখা গেলো স্বর্ণের কারুকার্য খচিত একটি রূপার পেয়লা হারিয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উভয়কে শপথ করালেন। পাত্রটি পরে মক্কাহতে পাওয়া গেলো। তারা (পাত্রের প্রাপক) বললো, আমরা এটা তামীম ও 'আদীর কাছ হতে কিনেছি। অতঃপর মৃত সাহমীর দু'জন উত্তরাধিকারী দাঁড়িয়ে শপথ করে বললো, আমাদের সাক্ষ্য তাদের সাক্ষ্যর চেয়ে অধিক সত্য। আমাদের সাথে এ পাত্রটির মালিক ছিলো। ইবনু 'আব্বাস (রা) বলেন, তাদের প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হলো : “হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে...” (সূরাহ আল-মায়িদাহ : ১০৬-৮) ৩৬০৬

সহীহ।

২০ - بَابُ إِذَا عَلِمَ الْحَاكِمُ صِدْقَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ

অনুচ্ছেদ- ২০ : বিচারক মাত্র একজনের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দিতে পারেন, যদি তিনি জানেন যে, লোকটি বিশ্বস্ত

৩৬০৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ، حَدَّثَهُمْ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، أَنَّ عَمَّهُ، حَدَّثَهُ وَهُوَ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ فَاسْتَبَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ لِقَضِيئِهِ ثُمَّ فَرَسَهُ فَأَسْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَشَى وَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِيُّ فَطَفِقَ رَجُلٌ يَعْتَرِضُونَ الْأَعْرَابِيَّ فَيَسْأَلُونَهُ بِالْفَرَسِ وَلَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَاعَهُ فَنَادَى الْأَعْرَابِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ مُتَبَاعًا هَذَا الْفَرَسِ وَإِلَّا بَعْتَهُ . فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الْأَعْرَابِيِّ فَقَالَ " أَوْلَيْسَ قَدْ ابْتَعْتَهُ مِنْكَ " . فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ لَا وَاللَّهِ مَا بَعْتُكَ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " بَلَى قَدْ ابْتَعْتَهُ مِنْكَ " . فَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُّ يَقُولُ هَلُمَّ شَهِيدًا . فَقَالَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ . فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خُزَيْمَةَ فَقَالَ " بِمَ تَشْهَدُ " . فَقَالَ بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَحَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ .

صحیح

৩৬০৭। 'উমারাহ ইবনু খুযাইমাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তার চাচা তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি নাবী ﷺ-এর সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। একদা নাবী ﷺ এক বেদুঈনের কাছ হতে একটি ঘোড়া কিনলেন। নাবী

৩৬০৬ বুখারী, তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান গরীব।

ﷺ তাকে ঘোড়ার দাম নেয়ার জন্য তাঁর পিছে পিছে আসতে বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্রুত চলতে লাগলেন। তাতে বেদুঈন পিছে পড়ে গেলো। তখন কতিপয় ব্যক্তি বেদুঈনের সামনে এসে দরদাম করতে শুরু করলো। তারা জানতো না যে, নাবী ﷺ এটা কিনেছেন। বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ডেকে বললো, যদি আপনি কিনতে চান তবে কিনুন, নতুবা আমি এটা বিক্রি করে দিচ্ছি। নাবী ﷺ বেদুঈনের ডাক শুনে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন : আমি কি তোমার কাছ হতে এটা ক্রয় করিনি? বেদুঈন বললো, আল্লাহর কসম! না, আমি আপনার নিকট তা বিক্রি করিনি। নাবী ﷺ বললেন : হাঁ, আমি কিছুক্ষণ আগেই তোমার কাছ হতে এটা কিনেছি। বেদুঈন বলতে লাগলো, তাহলে সাক্ষী পেশ করুন। তখন খুযাইমাহ ইবনু সাবিত (রা) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই তুমি এটা তাঁর নিকট বিক্রি করেছো। নাবী ﷺ খুযাইমাহকে বললেন : তুমি কী সাক্ষ্য দিচ্ছে? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কথার সত্যতার অনুকূলে সাক্ষ্য দিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ খুযাইমাহর একার সাক্ষ্য দুইজনের সাক্ষ্যের সমান গণ্য করলেন।^{৩৬০৭}

সহীহ।

২১ - باب القضاء باليمين والشاهد

অনুচ্ছেদ- ২১ : একটি শপথ ও একটি সাক্ষীর ভিত্তিতে ফায়সালা দেয়া

৩৬০৮ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنَّ زَيْدَ بْنِ الْحُبَابِ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا سَيْفُ الْمَكِّيُّ، - قَالَ عُثْمَانُ سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بَيْنَ بَيْنٍ وَشَاهِدٍ .

صحيح

৩৬০৮। ইবনু ‘আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি শপথ এবং একজনের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।^{৩৬০৮}

সহীহ।

৩৬০৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَسَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ . قَالَ سَلْمَةُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ عَمْرُو فِي الْحُقُوقِ .

صحيح مقطوع

৩৬০৯। ‘আমর ইবনু দীনার (র) হতে এ সানাদে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। সালামাহ (রা) তার হাদীসে বলেন, ‘আমর (র) বলেছেন, তা ছিল অধিকারস্বত্ব সম্পর্কিত বিষয়।^{৩৬০৯}

সহীহ।

৩৬১০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَبُو مُصَنَّبٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا الدَّرَّأُورْدِيُّ، عَنْ رَيْبَعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَنِي الرَّيْبَعُ بْنُ

৩৬০৭ নাসায়ী।

৩৬০৮ মুসলিম, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৩৬০৯ বায়হাকী।

سَلِيمَانَ الْمُؤَذِّنُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَخْبَرَنِي الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسُهَيْلٍ فَقَالَ أَخْبَرَنِي رِبِيعَةُ - وَهُوَ عِنْدِي ثِقَةٌ - أَنِّي حَدَّثُهُ إِيَّاهُ وَلَا أَخْفِظُهُ . قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَدْ كَانَ أَصَابَتْ سُهَيْلًا عِلَّةٌ أَذْهَبَتْ بَعْضَ عَقْلِهِ وَنَسِيَ بَعْضَ حَدِيثِهِ فَكَانَ سُهَيْلٌ بَعْدَ يُحَدِّثُهُ عَنْ رِبِيعَةَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ .
صحیح

৩৬১০। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ একজন সাক্ষী এবং শপথের ভিত্তিতে ফায়সালা দিয়েছেন। ৩৬১০

সহীহ।

৩৬১১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدَادٌ، - يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ - حَدَّثَنِي سَلِيمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ رِبِيعَةَ، بِإِسْنَادٍ أَبِي مُصَنَّبٍ وَمَعْنَاهُ . قَالَ سَلِيمَانٌ فَلَقِيتُ سُهَيْلًا فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ مَا أَعْرِفُهُ . فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ رِبِيعَةَ أَخْبَرَنِي بِهِ عَنْكَ . قَالَ فَإِنْ كَانَ رِبِيعَةُ أَخْبَرَكَ عَنِّي فَحَدِّثْ بِهِ عَنْ رِبِيعَةَ عَنِّي .
صحیح

৩৬১১। রবী'আহ (র) হতে আবু মুস'আব সূত্রে উপরোল্লিখিত হাদীস বর্ণিত। ৩৬১১

সহীহ।

৩৬১২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْبِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ جَدِّي الزُّبَيْبَ، يَقُولُ بَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ جَيْشًا إِلَى بَنِي الْعَنْبَرِ فَأَخَذُوهُمْ بِرُكْبَةٍ مِنْ تَاحِيَةِ الطَّائِفِ فَاسْتَأْفَقُوهُمْ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَرَكِبْتُ فَسَبَقْتُهُمْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ السَّلَامَ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَتَانَا جُنْدُكَ فَأَخَذُونَا وَقَدْ كُنَّا أَسْلَمْنَا وَخَضَرْنَا أَذَانَ النَّعَمِ فَلَمَّا قَدِمَ بَلْعَبَرُ قَالَ لِي نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ " هَلْ لَكُمْ بَيْنَهُ عَلَى أَنْتُمْ أَنْتُمْ قَبْلَ أَنْ تُوْخَذُوا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ " . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ " مَنْ يَبْتَئِكَ " . قُلْتُ سَمَرَةٌ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ وَرَجُلٌ آخَرُ سَأَاهُ لَهُ فَشَهِدَ الرَّجُلُ وَأَبَى سَمَرَةٌ أَنْ يَشْهَدَ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ " قَدْ أَبَى أَنْ يَشْهَدَ لَكَ فَتَخَلَّفَ مَعَ شَاهِدِكَ الْآخَرَ " . قُلْتُ نَعَمْ . فَاسْتَخْلَفَنِي فَحَلَفْتُ بِاللَّهِ لَقَدْ أَسْلَمْنَا يَوْمَ كَذَا وَكُنَّا وَخَضَرْنَا أَذَانَ النَّعَمِ . فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ " أَذْهَبُوا فَقَاسِمُوهُمْ أَنْصَافَ الْأَمْوَالِ وَلَا تَمْسُوا ذَرَارِيَهُمْ لَوْلَا أَنْ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ضَلَالَةَ الْعَمَلِ مَا رَزَيْنَاكُمْ عَقَالًا " . قَالَ الزُّبَيْبُ فَدَعَعَنِي أُمِّي فَقَالَتْ هَذَا الرَّجُلُ أَخَذَ زُرِّيَّيْنِ فَأَنْصَرَفَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ - يَعْنِي فَأَخْبَرْتُهُ - فَقَالَ لِي " أَخْبِسْهُ " . فَأَخَذْتُ بِتَلْبِيهِ وَقُمْتُ مَعَهُ مَكَانًا ثُمَّ نَظَرُ الْإِنَّا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ قَائِمِينَ فَقَالَ " مَا تُرِيدُ بِأَسِيرِكَ " . فَأَرْسَلْتُهُ مِنْ يَدَيِ فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِلرَّجُلِ " رُدْ عَلَى هَذَا زُرِّيَّةَ أُمِّهِ الَّتِي أَخَذَتْ مِنْهَا " . فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ يَدَيِ . قَالَ فَاسْتَخْلَعْ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ سَيْفَ الرَّجُلِ فَأَعْطَانِيهِ . وَقَالَ لِلرَّجُلِ " أَذْهَبْ فَزِدْهُ أَصْعًا مِنْ طَعَامٍ " . قَالَ فَزَادَنِي أَصْعًا مِنْ شَعِيرٍ .
ضعیف، الضعيفة (۵۰۳۱)

৩৬১২। যাবীব আল-আনবারী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আনবার গোত্রের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করলেন। তারা তাদেরকে তায়েফের কাছে রুকবাহ নামক জায়গায় শ্রেণার করে নাবী ﷺ-এর নিকট নিয়ে এলো। আমি সকলের আগেই নাবী ﷺ-এর নিকট পৌছলাম। আমি বললাম, আসসালামু 'আলাইকুম ইয়া নাবিয়্যাল্লাহি ওয়ায়হমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমাদের নিকট আপনার সৈন্যবাহিনী গিয়েছে এবং তারা আমাদেরকে ধরে নিয়ে এসেছে। অথচ আমরা ইসলাম গ্রহণ

৩৬১০ তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, বায়হাকী। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাসান গরীব।

৩৬১১ এর পূর্বেরটি দেখুন।

৫ম-আবু দাউদ-৩

করেছি এবং আমাদের পশুগুলোর কান চিরে ফেলেছি। যখন আনবার গোত্রের লোকেরা এসে পৌঁছলো তখন নাবী ﷺ আমাকে বললেন : তোমরা এ অভিযানে গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে ইসলাম কবুল করেছ এর কোনো প্রমাণ আছে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ আছে। তিনি বললেন : কে তোমার সাক্ষী? আমি বললাম, আনবার গোত্রের সামুরাহ এবং অন্য একজন, তার নামও তাঁকে বললাম। অতঃপর লোকটি সাক্ষ্য দিলো। সামুরাহ সাক্ষ্য দিতে চাইলেন না। নাবী ﷺ বললেন : সে তো তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে সম্মত নয়। এখন তুমি কি তোমার অপর সাক্ষীর সাথে শপথ করবে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি আমাকে শপথ করালেন। আমি আল্লাহর নামে কসম করলাম, আমরা অমুক অমুক দিন ইসলাম কবুল করেছি এবং আমাদের পশুগুলোর কান চিরে ফেলেছি। অতঃপর নাবী ﷺ সৈনিকদের বললেন : যাও, তোমরা অর্ধেক সম্পদ রাখো এবং তাদের সন্তান-সন্ততিদের গায়ে হাত দিও না। মহান আল্লাহ যদি মুজাহিদদের আমল নিখল হওয়া অপছন্দ না করতেন তবে আমি তোমাদের এক গাছি রশিও রেখে দিতাম না। যাবীর (র) বলেন, আমার মা আমাকে ডেকে বললেন, এ লোকটি (সৈন্য) আমার বিছানা নিয়ে গেছে। আমি আল্লাহর নাবী ﷺ নিকট গিয়ে বিষয়টি জানালাম। তিনি আমাকে বললেন : তাকে ধরে আনো। আমি তার ঘাড়ে আমার কাপড় জড়িয়ে তাকে ধরে নিয়ে এলাম এবং তার পাশে একই স্থানে দাঁড়ালাম। আল্লাহর নাবী ﷺ-এর আমাদের দাঁড়ানো অবস্থায় দেখে বললেন : তোমার বন্দীর ব্যাপারে কী করতে চাও? আমি আমার হাত হতে তাকে ছেড়ে দিলাম। আল্লাহর নাবী ﷺ উঠে দাঁড়ালেন, অতঃপর লোকটিকে বললেন : এর মায়ের কাছ হতে তুমি যে বিছানা নিয়ে এসেছো তা একে ফিরিয়ে দাও। সে বললো, হে আল্লাহর নাবী! তা আমার হাতছাড়া হয়ে গেছে। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর নাবী ﷺ লোকটির তরবারি খুলে নিয়ে তা আমাকে দিলেন, অতঃপর লোকটিকে বললেন : যাও, তাকে কয়েক সা' খাদদ্রব্য প্রদান করো। সুতরাং সে আমাকে কয়েক সা' বার্লি দিলো।^{৩৬১২}

দূর্বল : যঈফাহ (৫৭৩১)।

২২ - باب الرُّجُلَيْنِ يَدْعِيَانِ شَيْئًا وَلَيْسَتْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ

অনুচ্ছেদ- ২২ : একই বস্তু দু'জন দাবিদার, অথচ কারোই প্রমাণ নেই

৩৬১২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنَهَالٍ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَجُلَيْنِ، ادَّعَيَا بَعِيرًا أَوْ دَابَّةً إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَتْ لَوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَحَمَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا .

ضعيف، الإرواء (২৬০৬)

৩৬১৩। আবু মুসা আল-আশ'আরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। দু' ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর নিকট একটি উট বা একটি পশুর দাবি পেশ করলো। তাদের উভয়েরই কোনো প্রমাণ ছিলো না। নাবী ﷺ পশুটি উভয়কে দান করলেন।^{৩৬১৩}

দূর্বল : ইরওয়া (২৬৫৬)।

^{৩৬১২} বায়হাকী। এর সানাদে 'আম্মার ইবনু ও'আইদ ও তার পিতা দু'জনেই মাজহুল।

^{৩৬১৩} নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ, বায়হাকী। ক্বাতাদাহর বর্ণনা নিয়ে হাদীসের সানাদে মতবিরোধের কারণে হাদীসটি দোষযুক্ত।

৩৬১৪ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ

৩৬১৪। সাঈদ (র) সূত্রে এ সানাদে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত।

৩৬১৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مَنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، بِمَعْنَى إِسْنَادِهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ، ادَّعَى بَعْضُهُمَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .
ضعيف، المشكاة (৩৫০২) //

৩৬১৫। ক্বাতাদাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। দুই ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর যুগে একই উটের মালিকানা দাবি করলো। উভয়ে দু'জন করে সাক্ষীও পেশ করলো। নাবী ﷺ উটটি উভয়ের মধ্যে সমানভাগে বন্টন করলেন।

দূর্বল : মিশকাত (৩৭৭২)।

৩৬১৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْهَالٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَلَّاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ، اخْتَصَمَا فِي مَتَاعٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " اسْتَهْمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ أَحَبَّ ذَلِكَ أَوْ كَرِهَهَا ."
صحيح

৩৬১৬। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা দু' ব্যক্তি একটি জিনিসের মালিকানার দাবি নিয়ে নাবী ﷺ-এর নিকট তাদের বিবাদ পেশ করলো। তাদের উভয়েরই কোনো প্রমাণ ছিলো না। নাবী ﷺ বললেন : লটারীর মাধ্যমে নির্ধারণ করো কে কসম করবে, চাই তারা এটা পছন্দ করুক বা না করুক।

সহীহ।

৩৬১৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَسَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - قَالَ أَحْمَدُ قَالَ - حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا كَرِهَ الْإِنْسَانُ الْيَمِينَ أَوْ اسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهْمَا عَلَيْهَا " . قَالَ سَلَمَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَقَالَ إِذَا كَرِهَ الْإِنْسَانُ عَلَى الْيَمِينِ .
صحيح

৩৬১৭। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : (বাদী-বিবাদী) উভয়েই কসম করা অপছন্দ বা পছন্দ করলে উভয়ের মধ্যে কে কসম করবে তা লটারীর মাধ্যমে নির্ধারণ করবে।

সহীহ।

৩৬১৮ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، بِإِسْنَادِ ابْنِ مَنْهَالٍ مِثْلَهُ قَالَ فِي دَابَّةٍ وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَسْتَهْمَا عَلَى الْيَمِينِ .
صحيح

৩৬১৪ এর পূর্বেরটি দেখুন।

৩৬১৫ বায়হাকী। এর পূর্বেরটি দেখুন।

৩৬১৬ ইবনু মাজাহ, আহমাদ, বায়হাকী।

৩৬১৭ বুখারী, নাসায়ী, আহমাদ, বায়হাকী।

৩৬১৮। সাঈদ ইবনু আবু আক্কাবাহ (র) হতে ইবনু মিনহালের সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত। তিনি বলেন, বিবাদটি ছিলো একটি পশুকে কেন্দ্র করে। বাদী-বিবাদী উভয়েরই কোন সাক্ষী ছিলো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ শপথ কে করবে তা লটারীর মাধ্যমে নির্ধারণের আদেশ দিলেন।^{৩৬১৮}

সহীহ।

২৩ - باب الْيَمِينِ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ- ২৩ : বিবাদীকে শপথ করতে হবে

৩৬১৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا تَائِفُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ .
صحیح

৩৬১৯। ইবনু আবু মুলাইকাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু 'আব্বাস (রা) আমাকে লিখে পাঠালেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিবাদীকে কসম খাওয়ানোর আদেশ দিয়েছেন।^{৩৬১৯}

সহীহ।

২৪ - باب كَيْفَ الْيَمِينِ

অনুচ্ছেদ- ২৪ : শপথ করার নিয়ম

৩৬২০ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ - يَعْنِي لِرَجُلٍ خَلَفَهُ - " اَخْلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا لَهُ عِنْدَكَ شَيْءٌ " . يَعْنِي لِلْمُدْعَى . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو يَحْيَى اسْمُهُ زَيْدٌ كُوفِي ثِقَّةٌ .
ضعيف الإسناد // المشكاة (٣٥٥٤) //

৩৬২০। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে শপথ করানোর সময় বললেন : সেই আল্লাহর শপথ করো যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তোমার নিকট বাদীর কোনো পাওনা নেই। তিনি বিবাদীকে এ শপথ করিয়েছিলেন।^{৩৬২০}

সানাদ দুর্বল : মিশকাত (৩৭৭৪)।

২৫ - باب إِذَا كَانَ الْمُدْعَى عَلَيْهِ ذِمِّيًّا أَيْخَلَفَ

অনুচ্ছেদ- ২৫ : বিবাদী যিম্মী হলে শপথ করবে কি?

৩৬২১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ الْأَشْعَثِ، قَالَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَحَدَّثَنِي فَقَدَّمَنِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ " أَلَيْكَ يَمِينٌ " . قُلْتُ لَا . قَالَ لِلْيَهُودِيِّ " اَخْلَفَ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا يَخْلَفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِي . فَأَنْزَلَ اللَّهُ { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ .
صحیح

৩৬১৮ নাসায়ী, আহমাদ।

৩৬১৯ বুখারী, মুসলিম।

৩৬২০ বায়হাকী। সানাদে 'আত্‌তা ইবনু সাঈব শেষ বয়সে সংমিশ্রণ করতেন।

৩৬২১। আল-আশ'আস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং এক ইয়াহুদী এক খণ্ড জমির মালিক ছিলাম। সে আমার মালিকানা অস্বীকার করলে আমি তাকে নাবী ﷺ-এর নিকট নিয়ে যাই। নাবী ﷺ আমাকে বললেন : তোমার কি সাক্ষী আছে? আমি বললাম, না। তিনি ইয়াহুদীকে বললেন : কসম খাও। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে যখনই শপথ করবে, আমি আমার সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হবো। অতঃপর মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন : “যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ও নিজেদের শপথসমূহ সামান্য মূল্যে বিক্রি করে, আর পরকালে তাদের জন্য কোনো অংশ নেই। কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকিয়ে দেখবেন না, আর তাদেরকে পবিত্র করবেন না। তাদের জন্য কঠিন ও পীড়াদায়ক শাস্তি রয়েছে” (সূরাহ আল-‘ইমরান : ৭৭)।^{৩৬২১}

সহীহ।

২৬ - باب الرَّجُلِ يَخْلِفُ عَلَى عِلْمِهِ فِيمَا غَابَ عَنْهُ

অনুচ্ছেদ- ২৬ : অনুপস্থিত বিষয়ে নিজের জ্ঞান মতে শপথ করা সম্পর্কে

৩৬২২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْفَرِّبَابِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي كُرْدُوسٌ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِنْدَةَ وَرَجُلًا مِنْ حَضْرَمَوْتَ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي أَرْضٍ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضِي اغْتَصَبْنِيهَا أَبُو هَذَا وَهِيَ فِي يَدِهِ . قَالَ " هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ " . قَالَ لَا وَلَكِنْ أَحْلَفُهُ وَاللَّهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِي اغْتَصَبْنِيهَا أَبُوهُ . فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ يَغْنِي لِلْيَمَنِ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

صحیح

৩৬২২। আল-আশ'আস ইবনু ক্বায়িস (রা) সূত্রে বর্ণিত। কিনদা এলাকার জনৈক ব্যক্তি ও হাদরামওতের এক লোক ইয়ামান হতে জমি সংক্রান্ত ঝগড়া নিয়ে নাবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলো। হাদরামী বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তার পিতা আমার জমি ছিনিয়ে নিয়েছিলো, বর্তমানে তা তার দখলে রয়েছে। তিনি বললেন : তোমার কোনো সাক্ষী আছে কি? হাদরামী বললো, না। কিন্তু আমি তাকে শপথ করে বলতে পারি, আল্লাহ জানেন যে, তা আমার জমি এবং তার পিতা আমার এই জমিটা জবরদখল করে নিয়েছে- তাও সে অবহিত আছে। অতঃপর কিনদী শপথ করার জন্য তৈরি হলো। এভাবে হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণিত।^{৩৬২২}

সহীহ।

৩৬২৩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سَمَاقٍ، عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لِأَبِي فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَرْزَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ " أَلَاكَ بَيِّنَةٌ " . قَالَ لَا . قَالَ " فَلَا بَعِيْنَةَ " . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ فَاجِرٌ لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ . فَقَالَ " لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ " .

صحیح

^{৩৬২১} বুখারী, মুসলিম।

^{৩৬২২} এটি গত হয়েছে হা/৩২৪৪।

৩৬২৩। আলকামাহ ইবনু ওয়াইল (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হাদরামাওতের এক লোক ও কিনদার এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলো। হাদরামী বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এ লোক আমার পিতার এক ঋণ জমি জবরদখল করে নিয়েছে। কিনদী বললো, এটা আমার জমি, আমার হাতে আছে এবং আমিই তা চাষাবাদ করে আসছি, এর উপর তার কোনো অধিকার নেই। নাবী ﷺ হাদরামীকে বললেন : তোমার কি কোনো সাক্ষী আছে? সে বললো, না। তিনি বললেন : তবে তোমাকে তার শপথের উপর নির্ভর করতে হবে। হাদরামী বললো, হে আল্লাহর রাসূল! সে তো এক পাপাচারী, কি শপথ করছে তা পরোয়া করবে না এবং কোনো কিছু থেকেই সে বিরত হয় না। তিনি বললেন : তোমার কিছুই করার নেই, তোমাকে তার শপথের উপরই নির্ভর করতে হবে। ৩৬২৩

সহীহ।

২৭ - بَابُ كَيْفَ يَخْلَفُ الذَّمُّ

অনুচ্ছেদ- ২৭ : যিস্মীকে শপথ করানোর নিয়ম

৩৬২৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارَسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا رَجُلٌ، مِنْ مَرْثَةِ - وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَتَشُدُّكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَةَ عَلَى مُوسَى مَا تَحْدُثُونَ فِي التَّوْرَةِ عَلَى مَنْ زَنَى " . وَسَاقَ الْحَدِيثَ فِي قِصَّةِ الرَّجْمِ .
ضعيف، الإرواء // (٩٥٩) //

৩৬২৪। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইয়াহীদীদেরকে বললেন : আমি তোমাদেরকে সেই আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, যিনি মূসা (আ)-এর উপর তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন! তোমরা ব্যভিচারীর জন্য তাওরাতে কী ধরনের শাস্তির উল্লেখ দেখতে পাও? পুরো হাদীসটি রজম সংক্রান্ত ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে। ৩৬২৪

দূর্বল : ইরওয়া (৯৫৯)।

৩৬২৫ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْأَصْبَغِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْحَدِيثِ وَيَسْتَدَاهِ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مِنْ مَرْثَةِ مِمَّنْ كَانَ يَتَّبِعُ الْعِلْمَ وَيَعِيهِ يُحَدِّثُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ .
ضعيف، انظر ما قبله

৩৬২৫। আয-যুহরী (র) হতে এ সানাদে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। এতে রয়েছে : মুয়াইনাহ গোত্রের এক লোক যিনি জ্ঞানের অনুসরণ করেন এবং তার স্মৃতিশক্তি হতে বলেন যে, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বর্ণনাকারী অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। ৩৬২৫

দূর্বল : এর পূর্বেরটি দেখুন।

৩৬২৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ " أَذْكُرُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي نَحَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَأَقْطَعَكُمْ الْبَحْرَ وَظَلَّلَ عَلَيْكُمُ الْعَمَامَ وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمُ الْمَنِّ يَعْنِي لَابِنِ صُورِيَا " أَذْكُرُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي نَحَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَأَقْطَعَكُمْ الْبَحْرَ وَظَلَّلَ عَلَيْكُمُ الْعَمَامَ وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمُ الْمَنِّ

৩৬২৩ এটি গত হয়েছে হা/৩২৪৫।

৩৬২৪ এর সানাদ দূর্বল। দেখুন, হা/৪৮৮।

৩৬২৫ এর পূর্বেরটি দেখুন।

وَالسَّلَوَى وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمُ التَّوْرَةَ عَلَى مُوسَى أَنْتَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمُ الرَّحْمَ . قَالَ ذَكَرْتَنِي بِعَظِيمٍ وَلَا يَسْعُنِي أَنْ أَكْذِبَكَ .
وَسَاقِ الْحَدِيثِ .

صحيح

৩৬২৬। 'ইকরিমাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ ইবনু সুরিয়াকে বললেন : ঐ আল্লাহর কসম করে তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যিনি ফেরাউন বাহিনীর অত্যাচার হতে তোমাদের মুক্তি দিয়েছেন, সাগর পার করে দিয়েছেন, তোমাদের উপর মেঘমালায় ছায়াদান করেছেন, 'মান্না' ও 'সালওয়া' নামক খাদ্য অবতীর্ণ করেছেন এবং তোমাদের উপর মূসা (আ)-এর মাধ্যমে তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন! বলো, তোমরা কি তোমাদের সেই কিতাবে রজমের শাস্তির আদেশ দেখতে পাও? ইবনু সুরিয়া বললো, আপনি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের বরাত দিয়েছেন। আপনার প্রশ্নের মিথ্যা উত্তর দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অতঃপর বর্ণনাকারী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।^{৩৬২৬}

সহীহ।

২৮ - باب الرَّجُلِ يَخْلِفُ عَلَى حَقِّهِ

অনুচ্ছেদ- ২৮ : যিনি নিজ অধিকার রক্ষার্থে শপথ করেন

৩৬২৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابُ بْنُ نَحْدَةَ، وَمُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقْمِيُّ، قَالَا حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ سَيْفٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ . فَقَالَ الْمُقْضَى عَلَيْهِ لَمَّا أَذْبَرَ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِنْ اللَّهَ يَلُومُ عَلَى الْعَجْرِ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَفْسِ فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ " .
ضعيف

৩৬২৭। 'আওফ ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা নাবী ﷺ দুই ব্যক্তির মাঝে ফায়সালা দিলেন। যার বিপক্ষে ফায়সালা দেয়া হলো সে পিঠ ফিরিয়ে চলে যাওয়ার সময় বললো : 'আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনিই সর্বোত্তম অভিভাবক। নাবী ﷺ বললেন : নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ বোকামীর জন্য তিরস্কার করেন। কিন্তু তোমার তো চতুর হওয়া উচিত। যদি কোনো কারণে তুমি পরাজিত হতে তখন বলতে, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনিই সর্বোত্তম অভিভাবক।^{৩৬২৭}

দুর্বল।

২৯ - باب فِي الْحَبْسِ فِي الدِّينِ وَغَيْرِهِ

অনুচ্ছেদ- ২৯ : ঋণ সংক্রান্ত ও অন্যান্য বিষয়ে আটক করা সম্পর্কে

৩৬২৮ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ وَبَرِ بْنِ أَبِي دُلَيْلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَيْ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَعُقْرَتَهُ " . قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُحِلُّ عَرْضَهُ يُقْلَظُ لَهُ وَعُقْرَتَهُ يُحْبَسُ لَهُ .
حسن

৩৬২৬ নাসারী, আহমাদ, বায়হাকী। এর সানাদে বাকিয়্যাহ ইবনু ওয়ালীদ একজন মুদাল্লিস এবং তিনি এটি আম্ম আন্ শায়ে বর্ণনা করেছেন।

৩৬২৭ আবু দাউদ হা/৩৬২৫।

৩৬২৭। 'আমর ইবনুশ শারীদ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সচ্ছল ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ না করলে তার মান-সম্মানের উপর হস্তক্ষেপ করা যায় এবং তাকে শাস্তি দেয়া যায়। ইবনুল মুবারক (র) বলেন, এর অর্থ হলো, তার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করা বৈধ এবং অর্থ তাকে আটক করা যাবে। ৩৬২৮

হাসান।

৩৬২৭ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا هَرْمَسُ بْنُ حَبِيبٍ، - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِغَرِيمٍ لِي فَقَالَ لِي " الزَّمَمَةُ " . ثُمَّ قَالَ لِي " يَا أَخَا بَنِي تَمِيمٍ مَا تُرِيدُ أَنْ تَفْعَلَ بِأَسِيرِكَ "

ضعيف

৩৬২৯। হিরমাস ইবনু হাবীব (র) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর নিকট আমার এক ঋণগ্রহীতাকে নিয়ে এলাম। তিনি আমাকে বললেন : তুমি তার পিছনে লেগে থাকো। অতঃপর তিনি বললেন : হে তামীম গোত্রের সরদার! তোমার কয়েদীকে তুমি কি করতে চাও। ৩৬২৯

দুর্বল।

৩৬২৯ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَبَسَ رَجُلًا فِي نَهْمَةٍ .

حسن

৩৬৩০। বাহ্য ইবনু (রা) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ এক ব্যক্তিকে অনুমানের ভিত্তিতে আটক করেছিলেন। ৩৬৩০

হাসান।

৩৬৩১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، وَمُؤْمِلُ بْنُ هِشَامٍ، - قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، - قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ - إِنَّ أَخَاهُ أَوْ عَمَّهُ وَقَالَ مُؤْمِلٌ - إِنَّهُ قَامَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ جِيرَانِي بِمَا أَخَذُوا . فَأَعْرَضَ عَنْهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " خَلُّوا لَهُ عَنْ جِيرَانِهِ " . لَمْ يَذْكُرْ مُؤْمِلٌ وَهُوَ يَخْطُبُ .

حسن الإسناد

৩৬৩১। বাহ্য ইবনু হাকীম (রা) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি অর্থাৎ ইবনু কুদামাহর বর্ণনা মোতাবেক বাহ্য ইবনু হাকীমের দাদার ভাই বা তার চাচা, আর মু'আম্মালের বর্ণনা মোতাবেক বাহ্যের দাদা মু'আবিয়াহ (রা) নাবী ﷺ-এর খুত্ববাহ প্রদানের সময় তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, পুলিশ আমার প্রতিবেশীকে কেন আটকে রেখেছে? কথাটা তিনি দু'বার বললেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'বারই তার কথায় জ্রক্ষেপ করলেন না। অতঃপর তিনি কিছু একটা বললে নাবী ﷺ বললেন : তার প্রতিবেশীকে ছেড়ে দাও। ৩৬৩১

সাদ্দ হাসান।

৩৬২৮ নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৩৬২৯ ইবনু মাজাহ। সানাদের আবু হাবীব আত-তামীমী সম্পর্কে হাকিম বলেন : মাজহুল।

৩৬৩০ তিরমিযী, নাসায়ী, আহমাদ।

৩৬৩১ আহমাদ।

৩০- باب في الوكالة

অনুচ্ছেদ- ৩০ : প্রতিনিধি নিয়োগ

৩৬৩২ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ بْنُ إِبرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ . فَقَالَ " إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسُقَا فَإِنْ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةٌ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوتِهِ " .

ضعيف ، المشكاة ২৭৩০

৩৬৩২। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। বর্ণনাকারী আবু নু'আইম (রা) জাবির (রা)-কে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন। জাবির বলেছেন, আমি খায়বার এলাকায় যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। অতএব আমি নাবী ﷺ-এর নিকট আসলাম। তাঁকে সালাম দিয়ে বললাম, আমি খায়বারে যেতে চাই। তিনি বললেন : যখন তুমি আমার প্রতিনিধির নিকট আসবে তখন তার কাছ হতে পনেরো ওয়াসক নিবে। সে তোমার নিকট এর প্রমাণ চাইলে তুমি তার কণ্ঠনালীতে হাত রাখবে। ৩৬৩২

দুর্বল : মিশকাত (২৯৩৫)।

৩১- باب في القضاء

অনুচ্ছেদ- ৩১ : বিচার সংক্রান্ত কিছু সমস্যা

৩৬৩৩ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا تَذَارَأْتُمْ فِي طَرِيقٍ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ " .

صحيح

৩৬৩৩। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : তোমরা রাস্তা নিয়ে মতভেদ করলে তা সাত গজ পরিমাণ চ্যাপ্টা করো। ৩৬৩৩

সহীহ।

৩৬৩৪ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ، قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَنْ يَغْرَزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْتَنِعُهُ " . فَتَكْسُوا فَقَالَ مَا لِي أَرَاكُمْ قَدْ أَعْرَضْتُمْ لَأَلْفَيْهَا بَيْنَ أَكْثَافِكُمْ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي خَلْفٍ وَهُوَ أَثَمٌ .

صحيح

৩৬৩৪। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ তার অপর ভাইয়ের নিকট তার দেয়ালের সাথে খুঁটি গাড়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে সে যেন তাকে নিষেধ না করে। এ হাদীস শুনে লোকেরা ঘাড় নীচু করলো। আবু হুরাইরাহ (রা) বললেন, কী ব্যাপার! তোমরা এ হাদীস হতে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে? আমি তোমাদের জন্য এ হাদীস শিরোধার্য করে দিবে। ৩৬৩৪

সহীহ।

৩৬৩২ বায়হাক্বী। সানাদে ইবনু ইসহাক্ব একজন মুদাল্লিস এবং তিনি এটি আনু আনু শব্দে বর্ণনা করেছেন।

৩৬৩৩ তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ।

৩৬৩৪ বুখারী, মুসলিম।

৩৬৩০ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ لُؤْلُؤَةَ، عَنْ أَبِي صِرْمَةَ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي صِرْمَةَ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ - عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ " .

حسن

৩৬৩০। নাবী ﷺ-এর সাথী আবু সিরমাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : কেউ অপরের ক্ষতি করলে আল্লাহ তার ক্ষতিসাধন করবেন। কেউ অযৌক্তিকভাবে কারো বিরোধিতা করলে আল্লাহ তার বিরোধী হবেন। ৩৬৩০

হাসান।

৩৬৩১ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ، مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ، مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ عَصْدٌ مِنْ نَخْلٍ فِي حَاطِطِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ وَمَعَ الرَّجُلِ أَهْلُهُ قَالَ فَكَانَ سَمُرَةُ يَدْخُلُ إِلَى نَخْلِهِ فَيَتَأَذَّى بِهِ وَيَشْقُ عَلَيْهِ فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَبِيعَهُ فَأَبَى فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَتَّاقِلَهُ فَأَبَى فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَطَلَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعَهُ فَأَبَى فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَتَّاقِلَهُ فَأَبَى . قَالَ " فَهَبْهُ لَهُ وَلَكَ كَذَا وَكَذَا " . أَمَرَ رَغْبَةً فِيهِ فَأَبَى فَقَالَ " أَنْتَ مُضَارٌّ " . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْأَنْصَارِيِّ " أَذْهَبَ فَأَقْلَعُ نَخْلَهُ " .

ضعيف، المشكاة (٣٠٠٦ / التحقيق الثاني)

৩৬৩১। সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রা) সূত্রে বর্ণিত। জনৈক আনসারীর বাগানে তার কিছু খেজুর গাছ ছিলো। আনসারী তার পরিবারসহ এখানে বাস করতেন। সামুরাহ (রা) বাগানে আসা-যাওয়া করতেন। এতে আনসারী অসুবিধাবোধ করতেন। তিনি তার খেজুর গাছগুলো ত্রয় করতে চাইলেন, কিন্তু সামুরাহ (রা) এতে সম্মত হলেন না। আনসারী তাকে এটা বদল করার জন্য প্রস্তাব দিলেন, কিন্তু তিনি এ প্রস্তাবেও সম্মত হলেন না। আনসারী নাবী ﷺ-এর নিকট এসে ঘটনাটি জানালেন। নাবী ﷺ তাকে ডেকে এনে এটা বিক্রি করে দেয়ার কথা বললেন, কিন্তু তিনি সম্মত হলেন না। তিনি এটা বদল করার প্রস্তাব দিলেন, সামুরাহ তাও মানলেন না। নাবী ﷺ বললেন : তুমি তাকে এটা দান করো। তিনি তাকে উৎসাহিত করে বললেন : তোমার জন্য এই এই জিনিস রয়েছে। কিন্তু তাতেও তিনি সম্মত হলেন না। নাবী ﷺ বললেন : তুমি কষ্টদানকারী। রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারীকে বললেন : যাও, তুমি তার খেজুর গাছগুলো উপড়ে ফেলে দাও। ৩৬৩১

দূর্বল : মিশকাত (৩০০৬)।

৩৬৩২ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي شِرَاجِ الْحَرَةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرَحَ الْمَاءَ يَمُرُّ . فَأَبَى عَلَيْهِ الزُّبَيْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ " اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ " . فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ فَتَلَوْنَ وَجْهَهُ

৩৬৩২ তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান গরীব।

৩৬৩৩ বায়হাক্বী। এই সানাদটি মুরসাল। আবু জা'ফার হাদীসটি সামুরাহ ইবনু জুনদুব থেকে শুনেছেন।

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ " اسْقِ نَمَّ اخْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْحَذَرِ ". فَقَالَ الزُّبَيْرُ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأُحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ } الْآيَةَ .

صحیح

৩৬৩৭। আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা) সূত্রে বর্ণিত। হাররা নামক স্থান হতে প্রবাহিত পানির বন্টন নিয়ে যুবাইরের (রা) সাথে এক ব্যক্তির বিবাদ হলো। আনসারী লোকটি বললো, পানিকে প্রবাহিত হয়ে আসতে দাও। কিন্তু যুবাইর (রা) এতে সম্মত হলেন না। নাবী ﷺ যুবাইরকে বললেন : হে যুবাইর! তোমার জমিতে পানি দাও; অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর জমির দিকে তা ছেড়ে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথায় আনসারী রাগান্বিত হয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! সে আপনার ফুফাতো ভাই সেজন্য পক্ষপাত্তিত করছেন! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। তিনি বললেন : তোমার জমিতে পানি দাও, অতঃপর তা আটকে রাখো যাতে আইল পর্যন্ত পৌছে। যুবাইর (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আমার মতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে : “না, হে মুহাম্মাদ! আপনার রবের কসম, এরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ তারা তাদের পারস্পরিক বিবাদে আপনাকে বিচারপতিরূপে মেনে না নিবে। অতঃপর আপনি ফায়সালা করবেন, সে সম্পর্কে তারা নিজেদের মনে কোনরূপ কুষ্ঠাবোধ করবে না; বরং তার সামনে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সোপর্দ করবে” (সূরাহ আন-নিসা : ৬৫)।^{৩৬৩৭}

সহীহ।

৩৬৩৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ، - يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ - عَنْ أَبِي مَالِكٍ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ كِبْرَاءَهُمْ، يَذْكُرُونَ أَنَّ رَجُلًا، مِنْ قُرَيْشٍ كَانَ لَهُ سَهْمٌ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَخَاصَمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَهْزُورٍ - يَعْنِي السَّيْلِ الَّذِي يَقْتَسِمُونَ مَاءَهُ - فَقَضَى بَيْنَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْمَاءَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ لَا يَخْبِسُ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ .

صحیح

৩৬৩৮। সা'লাবা ইবনু আবু মালিক (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি তার মুকব্বীদের আলোচনা করতে শুনেছেন, কুরাইশ বংশের এক ব্যক্তির ইয়াহুদী বনী কুরাইযাহর পানির সাথে অংশীদার ছিলো। সে নাবী ﷺ-এর নিকট মাহযুর মাঠ হতে প্রবাহিত পানি সম্পর্কে অভিযোগ করলো, যাতে বৃষ্টির পানি এসে জমা হতো। এর পানি সবাই বন্টন করে নিয়ে যেতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের মধ্যে ফায়সালা দিলেন : প্রথম ব্যক্তি পায়ের গোছা পর্যন্ত জমিতে পানি জমা করবে। অতঃপর উচ্চ ভূমির মালিক নিম্ন ভূমির মালিকের দিকে পানির প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না।^{৩৬৩৮}

সহীহ।

৩৬৩৯ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَدَنَةَ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي السَّيْلِ الْمَهْزُورِ أَنَّ يُنْسَكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسَلُ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ .

حسن صحيح

^{৩৬৩৭} বুখারী, মুসলিম।

^{৩৬৩৮} ইবনু মাজাহ, মালিক, বায়হাকী।

৩৬৩৯। ‘আমর ইবনু শু‘আইব (র) হতে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মাহযুর মাঠের পানি সম্পর্কে এই ফায়সালা দিয়েছেন : পায়ের গোছা ডুবে যাওয়ার পরিমাণ হওয়া পর্যন্ত এর পানি আটকিয়ে রাখা যাবে। অতঃপর উচ্চ ভূমির মালিক নিম্ন ভূমির মালিকের দিকে পানি ছেড়ে দিবে।^{৩৬৩৯}

হাসান সহীহ।

৩৬৪০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَثْمَانَ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي طَوَّالَةَ، وَعَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ اخْتَصَمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلَانِ فِي حَرِيمٍ تَخْلَةٍ - فِي حَدِيثٍ أَحَدُهُمَا فَأَمَرَ بِهَا فَذَرَعَتْ فَوُجِدَتْ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ وَفِي حَدِيثِ الْآخَرِ - فَوُجِدَتْ خَمْسَةُ أَذْرُعٍ فَقَضَى بِذَاكَ . قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ فَأَمَرَ بِحَرِيدَةٍ مِنْ حَرِيدِهَا فَذَرَعَتْ .
صحیح

৩৬৪০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকট একটি খেজুর গাছের পরিধি সম্পর্কিত ঝগড়া নিয়ে হাযির হলো। এক বর্ণনায় রয়েছে : তিনি তা পরিমাপ করার আদেশ দিলেন। তদনুযায়ী মাপা হলো এবং পরিমাণে সাত গজ হলো। অপর বর্ণনা মোতাবেক এর পরিমাণ হলো পাঁচ গজ। তিনি তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত দিলেন। ‘আবদুল ‘আযীয (র) বলেন, নাবী ﷺ ঐ খেজুর গাছের একটি ডাল দিয়ে মাপার আদেশ দিলে তা দিয়ে মাপা হয়।^{৩৬৪০}

সহীহ।

^{৩৬৩৯} ইবনু মাজাহ, বায়হাকী।

^{৩৬৪০} বায়হাকী।

২০ - كتاب العلم

জ্ঞান : ২০ - অধ্যায়

১ - باب الحث على طلب العلم

অনুচ্ছেদ- ১ : জ্ঞানার্জনের ফাযীলাত

৩৬৪১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ رَجَاءَ بْنِ حَيَّوَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ جَمِيلٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدٍ دِمَشْقَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنِّي جِئْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ ﷺ لِحَدِيثٍ بَلَّغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا جِئْتُ لِحَاجَةٍ . قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنَحَتَهَا رِضًا لَطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالَمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحَيَّاتُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالَمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ " .

صحیح

৩৬৪১। কাসীর ইবনু (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আবু দারদার (রা) সঙ্গে দামেশকের মাসজিদে বসা ছিলাম। তখন তার নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আবু দারদা! আমি একটি হাদীসের জন্য সুদূর মাদীনা তুর রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে এসেছি। জানতে পারলাম, আপনি রাসূলুল্লাহর ﷺ সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে আমি আসিনি। আবু দারদা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার পরিবর্তে তাকে জান্নাতের পথসমূহের মধ্যে কোন একটি পথে পৌঁছে দেন। ফিরিশতারা জ্ঞান অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন। জ্ঞানীর জন্য আসমান ও যমীনে যারা আছে তারা আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও দু'আ প্রার্থনা করে, এমনকি পানির গভীরে বসবাসকারী মাছও। আবেদ (সাধারণ ইবাদতগুজারী) ব্যক্তির উপর 'আলিমের ফাযীলাত হলো যেমন সমস্ত তারকার উপর পূর্ণিমার চাঁদের মর্যাদা। জ্ঞানীরা হলেন নাবীদের উত্তরসূরি। নাবীগণ কোন দীনার বা দিরহাম মীরাসরূপে রেখে যান না; তারা উত্তরাধিকার সূত্রে রেখে যান শুধু ইল্ম। সুতরাং যে ইল্ম অর্জন করেছে সে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে। ৩৬৪১

সহীহ।

৩৬৪১ তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারিমী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : অ'মরা এটি কেবল 'আসিম ইবনু রাজার হাদীস থেকে জেনেছি। এটি আমার নিকট মুত্তাসিল নয়।

৩৬৪২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ الدَّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ لَقِيتُ شَيْبَةَ بْنِ شَيْبَةَ فَحَدَّثَنِي بِهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، - يَعْنِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - بِمَعْنَاهُ .
 لم أجده في الصحيح ولا في الضعيف

৩৬৪২। আবু দারদা (রা) হতে নাবী ﷺ-এর সূত্রে উপরোল্লিখিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।^{৩৬৪২}

আমি এটি সহীহ এবং যঈফেও পাইনি।

৩৬৪৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا مِنْ رَجُلٍ يَسْلُكُ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا إِلَّا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقَ الْجَنَّةِ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ " .

صحيح

৩৬৪৩। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি ইল্ম অর্জনের জন্য কোন পথ অবলম্বন করলে তার বিনিময়ে আল্লাহ তার জান্নাতের পথ সুগম করে দেন। যার আমল তাকে পিছিয়ে রেখেছে, তার বংশগৌরব তাকে এগিয়ে দিতে পারে না।^{৩৬৪৩}

সহীহ।

২- باب رَوَايَةِ حَدِيثِ أَهْلِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ- ২ : আহলে কিতাবের হাদীস বর্ণনা করা

৩৬৪৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نُمَيْلَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ يَنْتَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ مُرَّ بِحَنَازَةَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَتَكَلَّمُ هَذِهِ الْحَنَازَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " اللَّهُ أَعْلَمُ " . فَقَالَ الْيَهُودِيُّ إِنَّهَا تَتَكَلَّمُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ فَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُصَدِّقُوهُ وَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوهُ " .
 ضعيف ، الضعيفة (١٩٩١)

৩৬৪৪। ইবনু আবু নামলাহ আল-আনসারী (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। একদা আবু নামলাহ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসা ছিলেন। এ সময় এক ইয়াহুদীও তাঁর নিকট বসা ছিল। তাঁর সামনে দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়া হলো। ইয়াহুদী বললো, হে মুহাম্মাদ! এই জানাযা (লাশ) কি কথা বলতে পারে? নাবী ﷺ বললেন : আল্লাহই অধিক জ্ঞাত। ইয়াহুদী বললো, সে (কবরে) কথা বলবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কিতাবধারীরা তোমাদেরকে যেসব কথাবার্তা বলে তা তোমরা বিশ্বাসও করো না এবং মিথ্যাও ভেবো না। তোমরা বলো, আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছি। তাদের কথা যদি বাতিল হয় তাহলে তা বিশ্বাস করলে না আর যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে তোমরা মিথ্যাও মনে করলে না।^{৩৬৪৪}

দূর্বল : যঈফাহ (১৯৯১)।

^{৩৬৪২} এর পূর্বেরটি দেখুন।

^{৩৬৪৩} মুসলিম, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান।

^{৩৬৪৪} আহমাদ। এর সানাদে ইবনু আবু নামলাহ মাকবুল।

৩৬৪৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزُّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ، - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ - قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَعَلَّمْتُ لَهُ كِتَابَ يَهُودَ وَقَالَ " إِنِّي وَاللَّهِ مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِي " . فَتَعَلَّمْتُهُ فَلَمْ يَمُرَّ بِي إِلَّا نَصَفَ شَهْرٍ حَتَّى حَدَقْتُهُ فَكُنْتُ أَكْتُبُ لَهُ إِذَا كَتَبَ وَأَقْرَأُ لَهُ إِذَا كَتَبَ إِلَيْهِ .

حسن صحيح

৩৬৪৫। যায়িদ ইবনু সাবিত (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ইয়াহুদীদের লেখা (ভাষা) শিখার আদেশ দিলেন। আমি তদনুযায়ী ইয়াহুদীদের লেখা শিখলাম। তিনি বললেন : আল্লাহর শপথ! ইয়াহুদীরা আমার পক্ষ হতে সঠিক লিখবে বলে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। বর্ণনাকারী বলেন, পনের দিন যেতে না যেতেই আমি তাদের লেখা আয়ত্ত্ব করে ফেললাম। তিনি চিঠিপত্র লেখানোর ইচ্ছা করলে আমি লিখে দিতাম এবং তার নিকট চিঠিপত্র এলে আমি তা তাঁকে পড়ে শুনাতাম। ৩৬৪৫

হাসান সহীহ।

৩ - باب في كِتَابَةِ الْعِلْمِ

অনুচ্ছেদ- ৩ : জ্ঞানের কথা লিখে রাখা

৩৬৪৬ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْتَسِ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُغِيثٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُرِيدُ حِفْظَهُ فَتَهْتَنِي قُرَيْشٌ وَقَالُوا أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ نَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَا فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَوْمَأَ بِأَصْبَعِهِ إِلَى فِيهِ فَقَالَ " أَكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ " .

صحيح

৩৬৪৬। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যা কিছু শুনতাম লিখে রাখতাম। মনে রাখার জন্যই আমি এরূপ করতাম। কুরাইশরা আমাকে সবকিছু লিখতে বারণ করলেন এবং বললেন, তুমি কি রাসূলুল্লাহর ﷺ-এর নিকট হতে শোনা সবকিছুই লিখে রাখো? তিনি তো একজন মানুষ, রাগ ও শান্ত উভয় অবস্থায় কথা বলে থাকেন। সুতরাং আমি লেখা স্থগিত রাখলাম। আমি এটা রাসূলুল্লাহর ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি আঙ্গুল দিয়ে তাঁর মুখের দিকে ইশারা করে বললেন : তুমি লিখে রাখো, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এ মুখ হতে সর্বাবস্থায় সত্য ব্যতীত অন্য কিছু বের হয় না। ৩৬৪৬

সহীহ।

৩৬৪৭ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، قَالَ دَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَسَأَلَهُ عَنْ حَدِيثٍ، فَأَمَرَ إِنْسَانًا يَكْتُبُهُ فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنَا أَنْ لَا نَكْتُبَ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ فَمَحَاهُ .

ضعيف الإسناد

৩৬৪৫ বুখারী, তিরমিযী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ।

৩৬৪৬ দারিমী, আহমাদ।

৩৬৪৭। আল-মুত্তালিব ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু হানতাব (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা যায়িদ ইবনু সাবিত (রা) মু'আবিয়াহ (র)-এর নিকট গেলেন। মু'আবিয়াহ (রা) তাকে একটি হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন এবং এক ব্যক্তিকে তা লিখে রাখার আদেশ দিলেন। যায়িদ (রা) তাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে হাদীস না লিখতে আদেশ দিয়েছেন এবং যা লেখা হয়েছিল তাও মুছে দিলেন।^{৩৬৪৭}

সানাদ দুর্বল।

৩৬৪৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ، عَنِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ مَا كُنَّا نَكْتُبُ غَيْرَ التَّشْهِيدِ وَالْقُرْآنِ .
شَفَا

৩৬৪৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (র) বলেন, আমরা তাশাহুদ ও আল-কুরআন ছাড়া আর কিছু লিখতাম না।^{৩৬৪৮}

শায।

৩৬৪৯ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، ح وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَرْثِدٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ لَمَّا فَتَحَتْ مَكَّةَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ الْخُطْبَةَ الْنَبَوِيَّةَ ﷺ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُبُوا لِي . فَقَالَ " اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ " .

صحیح

৩৬৪৯। আবু হুরাইরাহ (রা) বলেন, মাক্কাহ বিজয় হলে নাবী ﷺ দাঁড়ালেন। অতঃপর আবু হুরাইরাহ (রা) নাবী ﷺ-এর ভাষণ উল্লেখ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আবু শাহ নামক ইয়ামানের এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনারা আমাকে লিখে দেয়ার ব্যবস্থা করে দিন। তিনি বলেন : তোমরা আবু শাহকে লিখে দাও।^{৩৬৪৯}

সহীহ।

৩৬৫০ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَمْرٍو مَا يَكْتُبُهُ قَالَ الْخُطْبَةُ الَّتِي سَمِعَهَا يَوْمَئِذٍ مِنْهُ .

صحیح مقطوع

৩৬৫০। আল-ওয়ালীদ (র) বলেন, আমি আবু 'আমর (র)-কে প্রশ্ন করলাম, তারা কী লিখেছেন? তিনি বলেন, সে সময়ে তিনি তাঁর যে ভাষণ শুনেছিলেন তা।^{৩৬৫০}

সহীহ মাক্কুত।

^{৩৬৪৭} আহমাদ। সানাদে রয়েছে কাসীর ইবনু যাইদ। হাফিয বলেন : 'সত্যবাদী কিন্তু ভুল করে থাকেন।' এবং সানাদে রয়েছে মুত্তালিব ইবনু 'আবদুল্লাহ। তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার তাদলীস ও ইরসাল প্রচুর।

^{৩৬৪৮} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এর সানাদে খালিদ আল-হাজ্জা ইরসাল করেছেন।

^{৩৬৪৯} বুখারী, তিরমিযী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{৩৬৫০} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

৪ - باب في التشديد في الكذب على رسول الله ﷺ

অনুচ্ছেদ- ৪ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি মিথ্যারোপ করা সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারী

৩৬৫১ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - الْمَعْنَى - عَنْ يَّانَ بْنِ بَشْرٍ، - قَالَ مُسَدَّدٌ أَبُو بَشْرٍ - عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُحَدِّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا يُحَدِّثُ عَنْهُ أَصْحَابُهُ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُ وَجْهٌ وَمَنْزِلَةٌ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ " مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " .

صحیح

৩৬৫১। আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি যুবাইর (রা)-কে বললাম, আপনি অন্যান্য সাহাবীদের মতো রাসূলুল্লাহর ﷺ-এর হাদীস বর্ণনা করেন না কেন? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তাঁর নৈকট্য লাভ করেছি, তাঁর সাহচর্যে থেকেছি। কিন্তু আমি তাঁকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো, সে (জাহান্নামের) আগুনে তার বাসস্থান নির্দিষ্ট করে নিলো। ৩৬৫১

সহীহ।

৫ - باب الكلام في كتاب الله بغير علم

অনুচ্ছেদ- ৫ : না জেনে আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে আলোচনা করা

৩৬৫২ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَقْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ مَهْرَانَ، - أَخُو حَزْمِ الْقُطَيْمِيِّ - حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ، عَنْ جُنْدُبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ قَالَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ " .

ضعیف

৩৬৫২। জুনদুব (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরআনের ব্যাখ্যায় নিজ মনগড়া কথা বলে, তার কথা সঠিক হয়ে গেলেও সে ভুল করেছে। ৩৬৫২

দুর্বল।

৬ - باب تکریر الحديث

অনুচ্ছেদ - ৬ : কথায় পুনরাবৃত্তি প্রসঙ্গ

৩৬৫৩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَقِيلٍ، هَاشِمِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ سَابِقِ بْنِ نَاجِيَةَ، عَنْ أَبِي سَلَامٍ، عَنْ رَجُلٍ، حَدَّثَ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا حَدَّثَ حَدِيثًا أَعَادَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

ضعیف الإسناد

৩৬৫৩। আবু সালাম (র) হতে নাবী ﷺ-এর এক খাদেমের সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ কোন কথা বললে তা তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন। ৩৬৫৩

সানাদ দুর্বল।

৩৬৫১ বুখারী, দারিমী, আহমাদ।

৩৬৫২ তিরমিযী। সানাদের সুহাইল ইবনু মিহরান সম্পর্কে হাফিয বলেন : যঈফ।

৩৬৫৩ আবু দাউদ এই সূত্রে এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির শাহিদ হাদীস রয়েছে তিরমিযী, হাকিম ও বুখারীতে।

৭ - باب في سَرْدِ الْحَدِيثِ

অনুচ্ছেদ - ৭ : স্রুত কথা বলা ঠিক নয়

৩৬৫৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ جَلَسَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وَهِيَ تُصَلِّي فَجَعَلَ يَقُولُ اسْمِعِي يَا رَبَّةَ الْحُجْرَةِ مَرَّتَيْنِ . فَلَمَّا قَضَتْ صَلَاتَهَا قَالَتْ أَلَا تُعَذِّبُ إِلَى هَذَا وَحَدِيثِهِ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَحْدُثُ الْحَدِيثَ لَوْ شَاءَ الْعَادُّ أَنْ يُخْصِيَهُ أَحْصَاهُ .

صحیح

৩৬৫৪ । 'উরওয়াহ (র) সূত্রে বর্ণিত । তিনি বলেন, একদা আবু হুরাইরাহ (রা) 'আয়িশাহ (রা)-এর ঘরের পাশে এসে বসলেন । তিনি তখন সলাত আদায় করছিলেন । আবু হুরাইরাহ (রা) দু'বার বললেন, হে ঘরেরবাসিনী! শুনুন । 'আয়িশাহ (রা) সলাত শেষ করে 'উরওয়াহকে বললেন, তুমি কি এ ব্যক্তি ও তার কথায় অবাক হচ্ছে না? রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন কথা বললে এতো স্পষ্ট ও ধীরস্থিরভাবে বলতেন যে, কোন গণনাকারী তা গণনা করতে চাইলে অনায়াসেই তা গণনা করতে পারতো । ৩৬৫৪

সহীহ ।

৩৬৫৫ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ أَلَا يُعَذِّبُكَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِ حُجْرَتِي يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُسَمِعُنِي ذَلِكَ وَكَأَنَّكَ أَسْبَحُ فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِي وَلَوْ أَذْرَكُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ إِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ مِثْلَ سَرْدِكُمْ .

صحیح

৩৬৫৫ । 'উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর (র) সূত্রে বর্ণিত । নাবী ﷺ-এর স্ত্রী 'আয়িশাহ (রা) বলেন, আবু হুরাইরাহর আচরণ তোমাকে কি অবাক করে না? সে এসে আমার ঘরের এক পাশে বসে আমাকে রাসূলুল্লাহর ﷺ-এর একটি হাদীস পড়ে শুনাতে লাগলো । আমি তখন সলাতরত ছিলাম । আমার সলাত শেষ হওয়ার পূর্বেই সে উঠে চলে গেলো । আমি যদি তাকে পেতাম তবে তাকে বলতাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের ন্যায় তাড়াহুড়া করে কথা বলতেন না । ৩৬৫৫

সহীহ ।

৮ - باب التَّوَقُّي فِي الْفِتْنَةِ

অনুচ্ছেদ - ৮ : ফাতাওয়াহ প্রদানে সাবধানতা অবলম্বন

৩৬৫৬ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الصَّنَابِغِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْغُلُوبَاتِ .
ضعيف ، المشكاة (٢٤٣)

৩৬৫৪ বুখারী, মুসলিম ।

৩৬৫৫ মুসলিম, আহমাদ ।

৩৬৫৬। মু'আবিয়াহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বিব্রান্তিকর প্রশ্ন করতে আমাদের বারণ করেছেন।^{৩৬৫৬}

দুর্বল : মিশকাত (২৪৩)।

৩৬৫৭ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَقْرِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ - عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ بَسَّارٍ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ أَفْتَى " . ح . وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَبِي نُعَيْمَةَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الطَّنِجِيدِيِّ - رَضِيعِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُرْزَانَ - قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ أَفْتَى يَغْيِرْ عِلْمَ كَانَ إِيْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ " . زَادَ سُلَيْمَانُ الْمَهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ " وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ " . وَهَذَا لَفْظُ سُلَيْمَانَ .

حسن

৩৬৫৭। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তিকে ফাতাওয়াহ দেয়া হয়...। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তিকে অজ্ঞতা প্রসূত ফাতাওয়াহ দেয়া হয় তার পাপ ফাতাওয়াদানকারীর উপর বর্তাবে। সুলাইমানের বর্ণনায় রয়েছে : যে ব্যক্তি তার ভাইকে ক্ষতিকর পরামর্শ দেয়, অথচ সে জানে যে, কল্যাণ তার বিপরীতে রয়েছে তাহলে সে তার ভাইয়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো।^{৩৬৫৭}

হাসান।

৯ - باب كراهية منع العلم

অনুচ্ছেদ - ৯ : জ্ঞানের কথা গোপন করা অপছন্দনীয়

৩৬৫৮ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ سِئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْحَمَهُ اللَّهُ بِلِحَامٍ مِنْ نَارِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ " .

حسن صحيح

৩৬৫৮। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জানা ইল্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে তা গোপন করলো, কিয়ামাতের দিন মহান আল্লাহ তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দিবেন।^{৩৬৫৮}

হাসান সহীহ।

১০ - باب فضل نشر العلم

অনুচ্ছেদ - ১০ : জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেয়ার কাযীলাত

৩৬৫৯ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " تَسْمَعُونَ وَتَسْمَعُ مِنْكُمْ وَتَسْمَعُ مِنْ سَمِعَ مِنْكُمْ " .

صحيح

৩৬৫৬ আহমাদ। এর সানাদে 'আবদুল্লাহ বিন সা'দ মাজহুল।

৩৬৫৭ ইবনু মাজাহ।

৩৬৫৮ তিরমিযী, ইবনু মাজাহ।

৩৬৫৯। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা ভালভাবে জ্ঞানের কথা শুনে রাখো। কেননা লোকেরা তোমাদের কাছ থেকে তা শুনবে। অতঃপর তোমাদের কাছ থেকে যারা শুনবে, তাদের কাছ থেকেও পরবর্তীরা শুনবে। ৩৬৫৯

সহীহ।

৩৬৬০ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، - مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " نَصَّرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ قُرْبُ حَامِلٍ فَقَهَ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلٍ فَقَهَ لَيْسَ بِفَقِيهِ " .

صحیح

৩৬৬০। যায়িদ ইবনু সাবিত (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আমার নিকট হতে হাদীস শুনে তা মুখস্থ রাখলো এবং অন্যের নিকটও তা পৌছে দিলো, আল্লাহ তাকে চিরউজ্জ্বল করে রাখবেন। জ্ঞানের অনেক বাহক তার চেয়ে অধিক সমবাদার লোকের নিকট তা বহন করে নিয়ে যায়; যদিও জ্ঞানের বহু বাহক নিজেরা জ্ঞানী নয়। ৩৬৬০

সহীহ।

৩৬৬১ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ، - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ - عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " وَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدَى بِهَذَاكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ " .

صحیح

৩৬৬১। সাহল ইবনু সা'দ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : আল্লাহর শপথ! যদি তোমার চেষ্টার দ্বারা আল্লাহ একটি লোককেও হেদায়াত দেন, তবে তা হবে তোমার জন্য একপাল লাল উটের চেয়েও উত্তম। ৩৬৬১

সহীহ।

১১ - باب الحديث عن بني إسرائيل

অনুচ্ছেদ - ১১ : বনী ইসরাঈলীদের কাছ থেকে শোনা কথা বর্ণনা করা

৩৬৬২ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " حَدِّثُوا عَنِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ " .

صحیح

৩৬৬২। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : বনী ইসরাঈলের নিকট শোনা কথা বর্ণনা করতে পারো, এতে কোন অসুবিধা নেই। ৩৬৬২

সহীহ।

৩৬৫৯ আহমাদ, বায়হাক্বী, হাকিম। ইমাম হাকিম বলেন : হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন।

৩৬৬০ তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : যায়িদ ইবনু সাবিতের হাদীসটি হাসান।

৩৬৬১ বুখারী, মুসলিম।

৩৬৬২ আহমাদ, হুমাঈদীর মুসনাদ, তিরমিযী।

৩৬৬২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يُحَدِّثُنَا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَتَّى يُصْبِحَ مَا يَقُومُ إِلَّا إِلَى عَظَمِ صَلَاةٍ .

صحیح الإسناد

৩৬৬৩। আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ আমাদের নিকট বনী ইসরাঈল সম্পর্কে (দীর্ঘক্ষণ) আলোচনা করতেন, সকালে শুধু ফারুয সলাত আদায়ের জন্যই আলোচনা বন্ধ করে উঠতেন। ৩৬৬৩

সানাদ সহীহ।

১২ - باب في طلب العلم لغير الله تعالى

অনুচ্ছেদ - ১২ : মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জন করা

৩৬৬৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ الثَّعْمَانِ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ أَبِي طَوَالَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُتَنَقَّى بِهِ وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَحِدْ عَرَفَ الْحَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . يَغْنِي رِيحَهَا .

صحیح

৩৬৬৪। আবু হুরাইরাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ইল্মের দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা যায়, কোন লোক যদি দুনিয়াবী স্বার্থ লাভের জন্য তা শিক্ষা করে, তবে সে কিয়ামাতের দিন জান্নাতের সুগন্ধি পাবে না। ৩৬৬৪

সহীহ।

১৩ - باب في القصص

অনুচ্ছেদ - ১৩ : কিসসা-কাহিনী শ্রবণ

৩৬৬৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهَرٍ، حَدَّثَنِي عُبَادُ بْنُ عَبْدِ الْغَوَّاصِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ السَّيِّبَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّيِّبَانِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لَا يَقْصُ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُحْتَالٌ " .

حسن صحيح

৩৬৬৫। 'আওফ ইবনু মালিক আল-আশজাজি (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : শাসক, তার অধীনস্থ ব্যক্তি বা কোন অহংকারী ব্যতীত আর কেউই কিসসা বর্ণনা করে না। ৩৬৬৫

হাসান সহীহ।

৩৬৬৩ আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ।

৩৬৬৪ ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৩৬৬৫ আহমাদ।

৩৬৬৬ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَشِيرٍ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِي الصَّدِّيقِ الثَّاقِبِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ جَلَسْتُ فِي عَصَابَةٍ مِنْ ضُعَفَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَإِنْ بَعْضُهُمْ لَيَسْتَرُ بِبَعْضٍ مِنَ الْغُرَى وَقَارِئٌ يَقْرَأُ عَلَيْنَا إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ عَلَيْنَا فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَكَتَ الْقَارِئُ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ " مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ ". قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ قَارِئٌ لَنَا يَقْرَأُ عَلَيْنَا فَكُنَّا نَسْتَمِعُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ . قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ أَمَرْتُ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِي مَعَهُمْ " . قَالَ فَحَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَطْنَا لِيُعْدَلَ بِنَفْسِهِ فِينَا ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَتَحَلَّقُوا وَبَرَزَتْ وَجُوهُهُمْ لَهُ - قَالَ - فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَرَفَ مِنْهُمْ أَحَدًا غَيْرِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَبْشِرُوا يَا مَعْشَرَ صَعَالِكِ الْمُهَاجِرِينَ بِالنُّورِ الثَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَدْخُلُونَ الْحَنَّةَ قَبْلَ أَغْيَاءِ النَّاسِ يَنْصَفُ يَوْمَ وَذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ " .

ضعيف، إلا جملة دخول الجنة ... فصحيحة، المشكاة (٢١٩٨ / التحقيق الثاني)

৩৬৬৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি একদল নিঃশ্ব মুহাজিরের সঙ্গে বসলাম। তাদের অবস্থা এতোই শোচনীয় ছিলো যে, (পরিধেয় বস্ত্র খুবই ছোট হওয়ায়) পরস্পর পরস্পরের সতর আড়াল করে বসছিলেন। একজন পাঠক আমাদেরকে (কুরআন) পড়ে শুনাইছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে দাঁড়ালে পাঠক তার পাঠ বন্ধ করলেন। নাবী ﷺ সালাম করার পর প্রশ্ন করলেন : তোমরা কী করছিলে? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! ইনি আমাদের নিকট কুরআন পড়েন আর আমরা মহান আল্লাহর কিতাব মনোযোগ দিয়ে শুনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমার উম্মাতের মধ্যে এমন ধৈর্যশীল লোক রেখেছেন, যাদের সাথে আমাকেও ধৈর্য ধারণের আদেশ দিয়েছেন। আবু সাঈদ আল-খুদরী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে এসে বসলেন এবং আমাদের জামা-আতকে পূর্ণাঙ্গ করলেন। অতঃপর তিনি উপস্থিত লোকদেরকে হাত দিয়ে ইশারা করে গোল হয়ে বসার আদেশ দিলেন। তারা গোলাকার হয়ে বসলেন এবং সবার চেহারা তাঁর দিকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, আমার মনে হয় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমি ছাড়া তাদের মধ্যে আর কাউকে চিনতে পারেননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে নিঃশ্ব-দুর্বল মুহাজিরগণ! তোমাদের জন্য ক্রিয়ামাতের দিনের পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ। তোমরা ধনীদের চেয়ে অর্ধ দিবস আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর এই অর্ধ দিবসের পরিমাণ হলো পাঁচশো বছর।

দুর্বল : তবে জান্নাতে প্রবেশের বাক্যটি সহীহ। মিশকাত (২১৯৮)।

৩৬৬৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي عَبْدُ السَّلَامِ، - يَعْنِي ابْنَ مُطَهَّرٍ أَبُو ظَفَرٍ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ خَلْفٍ الْعَمِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَلَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً " .

حسن

৩৬৬৭। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি এমন একটি দলের সাথে বসবো যারা ফাজ্রের সলাত হতে শুরু করে সূর্য উঠা পর্যন্ত মহান আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকে। এ কাজ আমার নিকট ইসমাইলের (আ)-এর বংশের দাসী আযাদ করার চেয়ে অধিক

প্রিয়। আমি এমন একটি দলের সাথে বসবো যারা 'আসরের সলাত হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকে। আমার নিকট এ কাজ চারটি দাসী আবাদ করার চেয়েও অধিক প্রিয়।^{৩৬৬৭}

হাসান।

৩৬৬৮ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اقْرَأْ عَلَى سُرَّةِ النَّسَاءِ " . قَالَ قُلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزَلَ قَالَ " إِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي " . قَالَ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا انْتَهَيْتُ إِلَى قَوْلِهِ { فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ } الْآيَةِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا عَيْنَاهُ تَهْمَلَانِ .

صَحِيح

৩৬৬৮। 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : তুমি আমাকে সূরাহ আন-নিসা পড়ে শুনাও। আমি বললাম, আমি আপনাকে পড়ে শোনাবো, অথচ তা আপনার উপরই অবতীর্ণ হয়েছে! তিনি বললেন : আমি অন্যকে দিয়ে তা পড়িয়ে শুনতে চাই। 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি সূরাহ আন-নিসা পড়তে পড়তে (৪১ নং আয়াত) "আমি যখন প্রত্যেক উম্মাতের মধ্য হতে একজন করে সাক্ষী উপস্থিত করবো এবং আপনাকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করবো তখন কী অবস্থা হবে!" এ পর্যন্ত পৌঁছে মাথা তুলে দেখলাম, তাঁর দু'চোখ বেয়ে পানি ঝরছে।^{৩৬৬৮}

সহীহ।

^{৩৬৬৭} বায়হাকী।

^{৩৬৬৮} বুখারী, মুসলিম।

২১ - كتاب الأشربة

অধ্যায়-২১ : পানীয় দ্রব্য প্রসঙ্গে

১ - باب في تحريم الخمر

অনুচ্ছেদ-১ : মদ হারাম হওয়ার বর্ণনা

৩৬৬৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ، حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْعَنْبِ وَالْتَمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحَنْظَلَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْخَمْرُ مَا حَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلَاثَ وَدِدَتْ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ الْحَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبْوَابُ مِنَ أَبْوَابِ الرِّبَا .

صحیح

৩৬৬৯। ‘উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদ হারাম হওয়ার বিধান যেদিন অবতীর্ণ হলো তখন তা পাঁচটি জিনিস থেকে তৈরি করা হতো : আঙ্গুর, খেজুর, মধু, গম ও বার্লি। মদ সেই পানীয় যা মানুষকে জ্ঞানশূন্য করে দেয়। তিনটি বিষয় সম্পর্কে আমি আশা করেছিলাম, তা সুস্পষ্টভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা না করা পর্যন্ত যদি নাবী ﷺ আমাদের হতে বিদায় না নিতেন! সেগুলো হলো, দাদার মীরাস, কালার ব্যাখ্যা ও সুদের কিছু বিষয়।

সহীহ।

৩৬৭০ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُوسَى الْخَثَلِيُّ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ قَالَ عُمَرُ اللَّهُمَّ بَيْنَ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيِّنَاتًا شَفَاءَ فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ } الْآيَةُ قَالَ فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ بَيْنَ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيِّنَاتًا شَفَاءَ فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي النَّسَاءِ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى } فَكَانَ مُنَادِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَقِمْتَ الصَّلَاةَ يُنَادِي أَلَا لَا يَقْرَأُ الصَّلَاةَ سَكَرَانَ فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَيْنَ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيِّنَاتًا شَفَاءَ فَنَزَلَتِ هَذِهِ الْآيَةُ { فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } قَالَ عُمَرُ انْتَهَيْنَا .

صحیح

৩৬৭০। ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদ পান হারাম হওয়া সম্পর্কিত আদেশ তখনও অবতীর্ণ হয়নি। আমি বললাম, হে আল্লাহ! আমাদের জন্য মদের বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দিন। অতঃপর সূরাহ আল-বাক্বারাহর (২১৯ নং) আয়াত অবতীর্ণ হলো : “(হে রাসূল)! তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। আপনি বলুন, উভয়ের মধ্যে বড় বড় পাপের উপাদান আছে, যদিও এতে লোকদের জন্য কিছুটা উপকারিতাও আছে। কিন্তু উভয় কাজের পাপ ও অকল্যাণের পরিমাণ

উপকারিতার চেয়ে অনেক বেশি।” অতঃপর ‘উমার (রা)-কে ডাকা হলো এবং তাকে এ আয়াত পড়ে শুনানো হলো। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! মদের ব্যাপারে আমাদের সুস্পষ্টভাবে বলে দিন। অতঃপর সূরাহ আন-নিসার (৪২ নং) আয়াত অবতীর্ণ হলো : “হে ঈমানদারগণ! তোমরা মাতাল অবস্থায় সলাতের কাছেও যাবে না; সলাত তখন পড়বে যখন তোমরা বুঝতে পারো তোমরা কি পড়ছো।” এরপর হতে যখন সলাতের জামা‘আত প্রস্তুত হতো, রাসূলুল্লাহর ﷺ-এর ঘোষক ঘোষণা করতেন, সাবধান! মাতাল অবস্থায় সলাতের কাছেও আসবে না। ‘উমার (রা)-কে ডেকে এনে এ আয়াত পড়ে শুনানো হলো। তিনি আবার দু‘আ করলেন, হে আল্লাহ! মদের বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে বলে দিন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো : “হে আল্লাহ! ঈমানদারগণ! মদ, জুরা, আস্তানা ও পাশা এসবই নাপাক, শয়তানী কাজ। তোমরা এসব থেকে দূরে থাকো....” (সূরাহ আল-মায়িদাহ : ৯০-৯১)। ‘উমার (রা) বলেন, আমরা এসব কাজ বর্জন করলাম।^{৩৬৭০}

সহীহ।

৩৬৭১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلْمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ رَجُلًا، مِنَ الْأَنْصَارِ دَعَاهُ وَعَبَدَ الرَّحْمَنَ بْنِ عَوْفٍ فَسَقَاهُمَا قَلِيلًا أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ فَأَمَّهُمْ عَلِيٌّ فِي الْمَغْرِبِ فَقَرَأَ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ { فَخَلَطَ فِيهَا فَتَرَكْتُ { لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ } .

صحيح

৩৬৭১। ‘আলী ইবনু আবু তালিব (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা আনসার গোত্রের এক লোক তাকে ও ‘আবদুর রহমান ইবনু ‘আওফ (রা)-কে দাওয়াত করে উভয়কে মদ পান করালেন তা হারাম হওয়ার পূর্বে। অতঃপর মাগরিবের সলাতে ‘আলী (রা) তাদের ইমামতি করলেন। তিনি সূরাহ “কুল ইয়া আয্যুহাল কাফিরুন” পাঠ করতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন। অতঃপর এ আয়াত অবতীর্ণ হলো : “হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন মাতাল অবস্থায় থাকো তখন সলাতের কাছেও যেও না। সলাত তখনই পড়বে, যখন তোমরা কি বলছো তা সঠিকরূপে বুঝতে পারো” (সূরাহ আন-নিসা : ৪৩)।^{৩৬৭২}

সহীহ।

৩৬৭২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى { وَ { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ { نَسَخْتُهُمَا الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ { إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ { الْآيَةِ .

حسن الإسناد

৩৬৭২। ইবনু ‘আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। “হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন মাতাল অবস্থায় থাকো তখন সলাতের কাছেও যেও না...” এবং “লোকেরা আপনাকে মদ ও জুরা সম্পর্কে প্রশ্ন করে, আপনি বলুন, এর মধ্যে বড় বড় পাপের উপাদান আছে; যদিও এর মধ্যে লোকদের জন্য কিছুটা উপকারিতাও

^{৩৬৭০} তিরমিযী, নাসায়ী।

^{৩৬৭১} তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান গরীব।

হয়েছে....” এ আয়াত দুটির হুকুম “হে ইমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, আস্তানা...” দ্বারা রহিত করা হয়েছে। ৩৬৭২

সানাদ হাসান।

৩৬৭৩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ حَيْثُ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ وَمَا شَرَابُنَا يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْفَضِيخُ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ وَتَأْدَى مُتَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا هَذَا مُتَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

صحیح

৩৬৭৩। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মদ হারাম ঘোষিত হয় তখন আমি আবু তালহার ঘরে মদ পরিবেশনকারী ছিলাম। আমাদের মদ ছিল ‘ফাদীখ’। এ সময় এক লোক এসে আমাদেরকে বললো, নিশ্চয়ই মদ হারাম করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘোষণাকারীও মদ হারাম হওয়ার ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা আওয়াজ শুনে বললাম, এ লোক রাসূলুল্লাহর ﷺ-এর ঘোষক। ৩৬৭৩

সহীহ।

২ - باب العَنْبِ يُنْصَرُّ لِلْخَمْرِ

অনুচ্ছেদ- ২ : মদ তৈরির জন্য আঙ্গুর নিংড়ানো

৩৬৭৪ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بْنُ الْحَرَّاجِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي عُلْقَمَةَ، مَوْلَاهُمَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْفَقِيِّ أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ " .

صحیح

৩৬৭৪। ইবনু ‘উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মদ, তা পানকারী, পরিবেশনকারী, বিক্রেতা, ক্রেতা, উৎপাদক ও শোধনকারী, যে উৎপাদন করায়, সরবরাহকারী এবং যার জন্য সরবরাহ করা হয়- এদের সকলকে আল্লাহ লানত করেছেন। ৩৬৭৪

সহীহ।

৩ - باب مَا جَاءَ فِي الْخَمْرِ تُحْلَلُ

অনুচ্ছেদ- ৩ : মদের সিরকা সম্পর্কে

৩৬৭৫ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ، سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَيِّتَامٍ وَرَثُوا خَمْرًا قَالَ " أَهْرِقْهَا " . قَالَ أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا قَالَ " لَا " .

صحیح

৩৬৭২ বায়হাক্বী।

৩৬৭৩ বুখারী, মুসলিম।

৩৬৭৪ ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৩৬৭৫। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। আবু ত্বালহা (রা) নাবী ﷺ-কে কতিপয় কয়েকটি ইয়াতীম সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, তারা উত্তরাধিকার সূত্রে মদ পেয়েছিল। তিনি বললেন : তা ঢেলে ফেলে দাও। আবু ত্বালহা (রা) বললেন, আমি কি একে সিরকায় রূপান্তরিত করতে পারবো না? তিনি বললেন : না।^{৩৬৭৫}

সহীহ।

৪ - باب الخمر بما هو

অনুচ্ছেদ- ৪ : যেসব উপাদান দিয়ে মদ তৈরি হয়

৩৬৭৬ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنْ مِنَ الْعَنْبِ خَمْرًا وَإِنْ مِنَ التَّمْرِ خَمْرًا وَإِنْ مِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا وَإِنْ مِنَ الْبُرِّ خَمْرًا وَإِنْ مِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا " .

صحیح

৩৬৭৬। নু'মান ইবনু বাশীর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আঙ্গুর হতে মদ তৈরি হয়; খেজুর হতে মদ তৈরি হয়; মধু হতে মদ তৈরি হয়; গম হতে মদ তৈরি হয় এবং বার্লি হতে মদ তৈরি হয়।^{৩৬৭৬}

সহীহ।

৩৬৭৭ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَبُو غَسَّانَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفَضْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي حَرِيرٍ، أَنَّ عَامِرًا، حَدَّثَهُ أَنَّ الثُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِنْ الْخَمْرَ مِنَ الْعَصِيرِ وَالزَّيْبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالذَّرَّةِ وَإِنِّي أَنَهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ " .

صحیح

৩৬৭৭। নু'মান ইবনু বাশীর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আঙ্গুরের রস, কিশমিশ, খেজুর, গম, বার্লি এবং এক প্রকার বীজ দ্বারা মদ তৈরি হয়। নেশা উদ্বেককারী সব ধরনের বস্তুর ব্যবহার হতে আমি তোমাদের নিষেধ করছি।^{৩৬৭৭}

সহীহ।

৩৬৭৮ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ الثَّخَلَةِ وَالْعَنْبَةِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ اسْمُ أَبِي كَثِيرٍ الْقُبَيْرِيُّ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَفِيلَةَ السَّخْمِيِّ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَذْيَةُ وَالصَّوَابُ غَفِيلَةُ .

صحیح

৩৬৭৫ মুসলিম, তিরমিযী।

৩৬৭৬ তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি গরীব।

৩৬৭৭ বায়হাকী, ইবনু হিব্বান।

৩৬৭৮। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : দুই প্রকার গাছ থেকে মদ তৈরি হয়। খেজুর গাছ ও আঙ্গুর গাছ।^{৩৬৭৮}
সহীহ।

৫ - باب النّهي عن المسكر

অনুচ্ছেদ- ৫ : নেশা উদ্বেককারী প্রতিটি জিনিস হারাম

৩৬৭৯ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، - فِي آخَرَيْنِ - قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - يَغْنِي ابْنُ زَيْدٍ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ " .

صحیح

৩৬৭৯। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নেশা উদ্বেককারী প্রতিটি বস্তু মদের অন্তর্ভুক্ত এবং নেশা উদ্বেককারী প্রতিটি জিনিস হারাম। যে ব্যক্তি সর্বদা মদপান করে এবং এ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, আখিরাতে তাকে মদ পান করা হতে বঞ্চিত রাখা হবে।^{৩৬৭৯}

সহীহ।

৩৬৮০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ التِّسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الصَّنَعَانِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ الثُّعْمَانَ، يَقُولُ عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " كُلُّ مُخْمَرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا بُحِثَتْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ . قِيلَ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ وَمَنْ سَقَاهُ صَغِيرًا لَا يَغْرِفُ خَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ " .

صحیح

৩৬৮০। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : নেশা উদ্বেককারী প্রতিটি বস্তু মদের অন্তর্ভুক্ত। আর নেশা সৃষ্টিকারী প্রতিটি বস্তু হারাম। যে ব্যক্তি একবার নেশা উদ্বেককারী জিনিস পান করলো সে তার চল্লিশ দিনের সলাতের কল্যাণ হতে বঞ্চিত হলো। সে যদি তাওবাহ করে আল্লাহ তার তাওবাহ কবুল করতে পারেন। সে যদি চতুর্থবার তা পান করে তবে আল্লাহ তাকে জাহান্নামীদের ঘা হতে নির্গত পুঁজ খাওয়াবেন। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! 'তীনাতুল খাবাল' কি? তিনি বললেন : জাহান্নামীদের পুঁজ। যে ব্যক্তি কোন বালককে যার হালাল-হারাম সম্পর্কিত জ্ঞান হয়নি, এটা পান করাবে আল্লাহ তাকে অবশ্যই জাহান্নামীদের পুঁজ-রক্ত পান করাবেন।^{৩৬৮০}

সহীহ।

^{৩৬৭৮} মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{৩৬৭৯} মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী। ইমাম তিরমিযী বলেন : ইবনু 'উমারের হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{৩৬৮০} বায়হাকী।

৩৬৮১ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ دَاوُدَ بْنِ بَكْرِ بْنِ أَبِي الْفَرَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُكَدِّرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ " .

حسن صحيح

৩৬৮১। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে জিনিসের অধিক পরিমাণ পান করলে নেশা সৃষ্টি হয় তার সামান্য পরিমাণও হারাম।^{৩৬৮১}

হাসান সহীহ।

৩৬৮২ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ " كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَرَأْتُ عَلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الْحُرْجِسِيِّ حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ زَادَ وَالْبَيْعُ نَبِيذُ الْعَسَلِ كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا كَانَ أَثْبَتَهُ مَا كَانَ فِيهِمْ مِثْلُهُ يَعْنِي فِي أَهْلِ حِمَصَ يَعْنِي الْحُرْجِسِيِّ .

صحيح

৩৬৮২। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মধুর তৈরী শরবত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন : নেশা সৃষ্টিকারী যে কোন পানীয় হারাম। অপর বর্ণনায় রয়েছে : মধুর তৈরী শরবত। বর্ণনাকারী বলেন, ইয়ামানের অধিবাসীরা এই শরবত পান করতো।^{৩৬৮২}

সহীহ।

৩৬৮৩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ نُعَالِجُ فِيهَا عَمَلًا شَدِيدًا وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمَحِ نَقْوِي بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلَادِنَا . قَالَ " هَلْ يُسْكِرُ " . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ " فَاجْتَنِبُوهُ " . قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ النَّاسَ غَيْرَ تَارِكِيهِ . قَالَ " فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَقَاتِلُوهُمْ " .

صحيح

৩৬৮৩। দায়লাম আল-হিম্যারী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলাম, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা শীতপ্রধান এলাকায় বসবাস করি। আমাদেরকে সেখানে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। আমরা গম হতে তৈরি মদ পান করে ক্লান্তি দূর করি ও শীত প্রতিরোধ করি। তিনি প্রশ্ন করলেন : তাতে কি নেশার সৃষ্টি হয়? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন : তবে তা বর্জন করো। আমি বললাম, কিন্তু লোকেরা তা বর্জন করবে না। তিনি বললেন : যদি তারা এটা বর্জন না করে তাহলে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।^{৩৬৮৩}

সহীহ।

^{৩৬৮১} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান গরীব।

^{৩৬৮২} বুখারী, মুসলিম।

^{৩৬৮৩} আহমাদ, বায়হাকী।

৩৬৮৪ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَرَابٍ مِنَ الْعَسَلِ فَقَالَ " ذَاكَ الْبَيْعُ ". قُلْتُ وَيَتَبَدَّدُ مِنَ الشَّعِيرِ وَالذَّرَةِ . فَقَالَ " ذَاكَ الْمَزْرُ ". ثُمَّ قَالَ " أَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنْ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ".

صحیح

৩৬৮৪। আবু মূসা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে মধুর তৈরি শরবত সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন : এটাকে 'বেত্-উ' বলা হয়। আমি বার্লি ও এক ধরনের বীজের তৈরী শরবত সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন : এটা 'মিয়র'। অতঃপর তিনি বললেন : তোমার গোত্রের লোকদের জানিয়ে দাও, নেশা সৃষ্টিকারী প্রতিটি বস্তুই হারাম।^{৩৬৮৪}

সহীহ।

৩৬৮৫ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكَوْبَةِ وَالْغُبَيْرَاءِ وَقَالَ " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ ابْنُ سَلَامٍ أَبُو عُبَيْدٍ الْغُبَيْرَاءُ السُّكْرَةُ تَعْمَلُ مِنَ الذَّرَةِ شَرَابٌ يَعْمَلُهُ الْحَبْشَةُ .

صحیح

৩৬৮৫। আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ মদ পান, জুয়া খেলা, কুবাহ ও গুবায়রা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন : নেশা সৃষ্টিকারী প্রতিটি বস্তুই হারাম।^{৩৬৮৫}

সহীহ।

৩৬৮৬ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَتِيَّةٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتَرٍ .

ضعيف، الضعيفة (৪৫২২)، المشكاة (৩৬৫০) //

৩৬৮৬। উম্মু সালামাহ (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নেশা সৃষ্টিকারী সর্ব ধরনের বস্তু এবং অবসন্নকারী বস্তুর ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন।^{৩৬৮৬}

দূর্বল : যঈফাহ (৪৭৩২), মিশকাত (৩৬৫০)।

৩৬৮৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ، - يَغْنِي ابْنُ مَيْمُونٍ - حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، - قَالَ مُوسَى هُوَ عَمْرٍو بْنُ سَلَمٍ الْأَنْصَارِيُّ - عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ فَمِلْءِ الْكَفَّ مِنْهُ حَرَامٌ " .

صحیح

৩৬৮৭। 'আয়িশাহ (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : নেশা উদ্বেককারী যে কোন বস্তুই হারাম। যে বস্তুর এক ফারাক পরিমাণ পান করলে নেশার উদ্বেক হয় তার এক অঞ্জলি পরিমাণও হারাম।^{৩৬৮৭}

সহীহ।

৩৬৮৪ বুখারী, মুসলিম।

৩৬৮৫ আহমাদ, বায়হাক্বী। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ সহীহ।

৩৬৮৬ আহমাদ, বায়হাক্বী। সানাদে শাহর ইবনু হাওশাব সমালোচিত।

৩৬৮৭ তিরমিযী, ইবনু হিব্বান 'মাওয়ারিদ'।

৬ - باب في الدَّاذِي

অনুচ্ছেদ- ৬ : দাযী (বীজ) সম্পর্কে

৩৬৮৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي مَرْثَمٍ، قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنَمٍ فَذَكَرْنَا الطَّلَاءَ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لَيْشَرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا " .

صحیح

৩৬৮৮। মালিক ইবনু আবু মারইয়াম (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবদুর রহমান ইবনু গানম (র) আমাদের নিকট আসলে আমরা 'তিলাআ' সম্পর্কে উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, আবু মালিক আল-আশ'আরী (রা) আমাকে বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : আমার উম্মাতের একদল লোক মদ পান করবে এবং তারা একে ভিন্ন নামে অভিহিত করবে। ৩৬৮৮

সহীহ।

৩৬৮৯ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شَيْخٌ، مِنْ أَهْلِ وَاسِطٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْحَارِثُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، وَسَيْلَ، فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَيْشَرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ الدَّاذِيُّ شَرَابُ الْفَاسِقِينَ .

صحیح

৩৬৮৯। সুফিয়ান সাওরী (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। একদা তাকে দাযী (দুশ্কৃতকারীদের শরাব) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মাতের একদল লোক অবশ্যই মদ পান করবে এবং তারা এর ভিন্নতর নামকরণ করবে। ৩৬৮৯

সহীহ।

৭ - باب في الأَوْعِيَةِ

অনুচ্ছেদ- ৭ : মদের পেয়ালা সম্পর্কে

৩৬৯০ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَتَمِ وَالْمَرْقَةِ وَالْتَقِيرِ .

صحیح

৩৬৯০। ইবনু আব্বাস ও ইবনু উমার (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন দুব্বা, হানতাম, মুযাফফাত ও নাকীর পাত্রগুলো ব্যবহার করতে। ৩৬৯০

সহীহ।

৩৬৮৮ ইবনু মাজাহ, আহমাদ, বায়হাকী, আহমাদ।

৩৬৮৯ এর পূর্বেরটি দেখুন।

৩৬৯০ মুসলিম, নাসায়ী।

৩৬৭১ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، - الْمَعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَعْنَى ابْنِ حَكِيمٍ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَبِيذَ الْحَرِّ فَخَرَجْتُ فِرْعَا مِنْ قَوْلِهِ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَبِيذَ الْحَرِّ فَدَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أَمَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ وَمَا ذَلِكَ قُلْتُ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَبِيذَ الْحَرِّ . قَالَ صَدَقَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَبِيذَ الْحَرِّ . قُلْتُ مَا الْحَرُّ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ مِنْ مَدَرٍ .

صحیح

৩৬৭১। সাঈদ ইবনু জুবাইর (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রা)-কে বলতে শুনলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কলসে সংরক্ষিত নাবীয হারাম ঘোষণা করেছেন। আমি তার এ কথায় : “রাসূলুল্লাহ ﷺ কলসে সংরক্ষিত নাবীয হারাম ঘোষণা করেছেন”, ভীত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমি ইবনু ‘আব্বাসের (রা) নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, আপনি কি শুনেছেন ইবনু ‘উমার (রা) কি বলছেন? তিনি বললেন, কি বলছেন? তিনি বলছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কলসে সংরক্ষিত নাবীয হারাম ঘোষণা করেছেন। তিনি বললেন, ইবনু ‘উমার (রা) ঠিকই বলেছেন যে, “রাসূলুল্লাহ ﷺ কলসে সংরক্ষিত নাবীয হারাম ঘোষণা করেছেন।” আমি বললাম, ‘জার’ কি? তিনি বলেন, মাটির তৈরী পাত্র।^{৩৬৭১}

সহীহ।

৩৬৭২ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهَذَا، حَدِيثُ سُلَيْمَانَ قَالَ - قَدِمَ وَقَدْ عَبْدَ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا هَذَا الْحَيُّ مِنْ رِبْعَةٍ قَدْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارٌ مُضَرٌّ وَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي شَهْرِ حَرَامٍ فَمَرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُ بِهِ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا . قَالَ " أَمْرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْتَ عَنْ أَرْبَعِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " . وَعَقَدَ يَدَهُ وَاحِدَةً . وَقَالَ مُسَدَّدٌ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُؤَدُّوا الْخُمْسَ مِمَّا غَنِمْتُمْ وَأَنْتَ عَنْ أَرْبَعِ الْإِيمَانِ وَنَبِيُّكَ كُفَّارٌ مُضَرٌّ وَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي شَهْرِ حَرَامٍ فَمَرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُ بِهِ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا . قَالَ " أَمْرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْتَ عَنْ أَرْبَعِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " . وَعَقَدَ يَدَهُ وَاحِدَةً . وَقَالَ مُسَدَّدٌ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُؤَدُّوا الْخُمْسَ مِمَّا غَنِمْتُمْ وَأَنْتَ عَنْ أَرْبَعِ الْإِيمَانِ وَنَبِيُّكَ كُفَّارٌ مُضَرٌّ وَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي شَهْرِ حَرَامٍ فَمَرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُ بِهِ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو جَمْرَةَ نَصَرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَيْعِيُّ .

صحیح

৩৬৭২। ইবনু ‘আব্বাস (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ‘আবদুল ক্বায়িস গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা রবী‘আহ গোত্রের একটি শাখাগোত্র। আমাদেরও আপনার মাঝখানে কাকির মুদার গোত্রের এ জনপদ বাধা হয়ে আছে। এজন্য হারাম মাস (মুহাররম, রজব, যিলক্বাদ ও যিলহাজ্জ) ব্যতীত অন্য কোন সময়ে আমরা আপনার নিকট আসতে পারি না। কাজেই আমাদেরকে এমন কিছু আদেশ দিন যা আমরা নিজেরা গ্রহণ করবো এবং আমাদের অন্যান্য লোকদেরও সে দিকে আহ্বান করবো। তিনি বললেন : আমি তোমাদেরকে চারটি বিষয় গ্রহণের আদেশ দিচ্ছি এবং চারটি বিষয়ে নিষেধ করছি। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা - এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি নিজের হাত দিয়ে ইশারা করলেন। মুসাদ্দাদের বর্ণনায়

রয়েছে : ‘আল্লাহর প্রতি ইমান’ বলে তিনি তাদেরকে এর ব্যাখ্যা করে বললেন : এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহর ছাড়া কোন ইলাহ নেই; নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, সলাত ক্বায়িম করা, যাকাত দেয়া এবং গনীমাতের এক-পঞ্চমাংশ জমা দেয়া। আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি লাউয়ের খোল দ্বারা তৈরী পাত্র, মাটির সবুজ পাত্র, তৈলাক্ত পাত্র এবং কালো রং-এর পাত্র ব্যবহার করতে। ইবনু উবাইদের বর্ণনায় মুকাইয়ার শব্দের স্থলে নাকীর শব্দ রয়েছে। মুসাদ্দাদ নাকীর ও মুকাইয়ার শব্দ বর্ণনা করেছেন কিন্তু মুযাফ্ফাত শব্দের উল্লেখ করেননি।^{৩৬৯২}

সহীহ।

৩৬৭৩ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيعَةَ، عَنْ نُوحِ بْنِ قَيْسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْفِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ "أَنْهَاكُمْ عَنِ الثَّقِيرِ وَالْمَقِيرِ وَالْحَتَمِ وَالذَّبَاءِ وَالْمَزَادَةِ الْمَحْبُوبَةِ وَلَكِنْ اشْرَبْ فِي سِقَاتِكَ وَأَوْكَةَ".

صحیح

৩৬৯৩। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুল ক্বায়িস গোত্রের প্রতিনিধিদেরকে বললেন : আমি তোমাদের নাকীর মুকাইয়ার, হানতাম, দুব্বা এবং মাখা কাটা কলস ব্যবহার করতে নিষেধ করছি। বরং তোমরা (অন্য) পাত্রে পান করো এবং পাত্রের মুখ উত্তমরূপে বেঁধে রাখো।^{৩৬৯০}

সহীহ।

৩৬৭৪ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عِكْرَمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قِصَّةِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالُوا فِيمَ نَشْرَبُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ "عَلَيْكُمْ بِأَسْفِيَةِ الْأَدَمِ الَّتِي يُلَاقُ عَلَى أَفْوَاهِهَا".

صحیح

৩৬৯৪। ইবনু আব্বাস (রা) সূত্রে আবদুল ক্বায়িস গোত্রের প্রতিনিধিদের ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণিত। তারা বললো, হে আল্লাহ নাবী! আমরা কিসে করে পান করবো? নাবী ﷺ বললেন : তোমাদের উচিত মুখ বন্ধ করে রাখা চামড়ার মশক ব্যবহার করা।^{৩৬৯৪}

সহীহ।

৩৬৭৫ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيعَةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي الْقَمُوصِ، زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ حَدَّثَنِي رَجُلٌ، كَانَ مِنَ الْوَفْدِ الَّذِينَ وَقَفُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ يَحْسِبُ عَوْفٌ أَنَّ اسْمَهُ قَيْسُ بْنُ النُّعْمَانِ فَقَالَ "لَا تَشْرَبُوا فِي تَغْيِيرٍ وَلَا مَرْقَةٍ وَلَا ذَبَاءٍ وَلَا حَتَمٍ وَاشْرَبُوا فِي الْجِلْدِ الْمُوَكَّأِ عَلَيْهِ فَإِنْ اشْتَدَّ فَاسْكُرُوهُ بِالْمَاءِ فَإِنْ أَعْيَاكُمْ فَاهْرِيقُوهُ".

صحیح

৩৬৯৫। আবুল কামুস যায়িদ ইবনু আলী (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল ক্বায়িস গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসেছিল তাদেরই একজন আমাকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ‘আওফের ধারণা তার নাম ক্বায়িস ইবনুল নু‘মান। নাবী ﷺ বললেন : কাঠের পাত্রে, তৈলাক্ত

^{৩৬৯২} বুখারী, মুসলিম।

^{৩৬৯০} মুসলিম, নাসায়ী, আহমাদ।

^{৩৬৯৪} আহমাদ।

পাত্রে, লাউয়ের খোলের পাত্রে এবং মাটির সবুজ পাত্রে পান করো না। যদি তা (নাবীয) কড়া হয়ে যায় তবে পানি মিশিয়ে এর তেজী ভাব দূর করো। যদি কড়া কমাতে না পারো তবে তা ঢেলে ফেলে দাও। ৩৬৯৫

সহীহ।

৩৬৯৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ بَزِيمَةَ، حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ حَبْتَرٍ الشَّهْلِيُّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ وَفَدَ عَبْدَ الْقَيْسِ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فِيمَ تَشْرَبُ قَالَ " لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَاءِ وَلَا فِي الْمَرْفَتِ وَلَا فِي الثَّقِيرِ وَاتَّقُوا فِي الْأَسْقِيَةِ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ اسْتَدَّ فِي الْأَسْقِيَةِ قَالَ " فَصَبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَهُمْ فِي الثَّلَاثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ " أَهْرِيقُوهُ " . ثُمَّ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ أَوْ حَرَّمَ الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْكُوبَةُ " . قَالَ " وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " . قَالَ سُفْيَانُ فَسَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ بَزِيمَةَ عَنِ الْكُوبَةِ قَالَ الطُّبْلُ .

صحیح

৩৬৯৬। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল ক্বায়িসের প্রতিনিধি দল বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কিসে করে পান করবো? তিনি বলেন : তোমরা লাউয়ের খোলের পাত্রে, তৈলাক্ত পাত্রে এবং কাঠের পাত্রে পান করবে না। তোমাদের কলসে নাবীয প্রস্তুত করো। তারা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কলসের নাবীযে যদি তেজী ভাব আসে? তিনি বলেন : তাতে পানি ঢেলে দাও। তারা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! (পূর্বের অনুরূপ)! তিনি তাদেরকে তৃতীয় বা চতুর্থবারে বললেন : তা ঢেলে ফেলে দাও। অতঃপর তিনি বললেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উপর হারাম করেছেন অথবা হারাম করা হয়েছে মদ, জুয়া এবং যাবতীয় বাদ্যযন্ত্র। তিনি আরো বলেন : নেশা উদ্বেককারী সকল জিনিস হারাম। সুফিয়ান (র) বলেন, আমি 'আলী ইবনু বাযীমাকে 'কুবাহ' সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, তা হলো তবলা বা ঢোল। ৩৬৯৬

সহীহ।

৩৬৯৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَمِيعٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالثَّقِيرِ وَالْجِعَةِ .

صحیح

৩৬৯৭। 'আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে লাউয়ের খোলের পাত্র, মাটির সবুজ পাত্র, ও কাঠের পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন এবং জি'আহ নামক নাবীয পান করতেও নিষেধ করেছেন। ৩৬৯৭

সহীহ।

৩৭৭৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُعَرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ وَأَنَا أَمْرُكُمْ بِهِنَّ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكَرَةٌ وَنَهَيْتُكُمْ

৩৬৯৫ বায়হাক্বী।

৩৬৯৬ আহমাদ, বায়হাক্বী।

৩৬৯৭ নাসায়ী, আহমাদ।

عَنِ الْأَشْرَبَةِ أَنْ تَشْرَبُوا إِلَّا فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وَغَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا وَتَهَيِّتْكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تَأْكُلُوهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا وَاسْتَمْنِعُوا بِهَا فِي أَصْفَارِكُمْ .

صحیح

৩৬৯৮। ইবনু বুরাইদাহ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদেরকে তিনটি বিষয় হতে বিরত থাকতে বলেছিলাম। এখন আমি সেসব বিষয়ে তোমাদেরকে অনুমতি দিচ্ছি। আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা তা যিয়ারত করো। কেননা তা দর্শনে (মৃত্যুকে) স্মরণ হয়। আমি তোমাদেরকে পানপাত্র সম্পর্কে নিষেধ করেছিলাম যে, তোমরা চামড়ার পাত্রে নাবীয পান করবে। এখন তোমরা যে কোন পাত্রে পান করতে পারো। কিন্তু তোমরা কখনও মাদক দ্রব্য পান করো না। আমি তোমাদের উপর কুরবানীর পোশতের ব্যাপারে তা তিন দিনের পর না খেতে বলেছিলাম। এখন তোমরা তা (দীর্ঘদিন) খেতে পারো এবং তোমাদের সফরে তা কাজে লাগাতে পারো। ৩৬৯৮

সহীহ।

৩৭৭৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي مَنصُورٌ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْأَوْعِيَةِ قَالَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا . قَالَ " فَلَا إِذَا " .

صحیح

৩৬৯৯। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বিভিন্ন পাত্র সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন, তখন আনসারগণ বললেন, এছাড়া আমাদের একবারেই চলে না। তিনি বলেন : তাহলে আপত্তি নেই। ৩৬৯৯

সহীহ।

৩৭০০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ قِيَاضٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَوْعِيَةَ الدُّبَاءَ وَالْحَتَمَ وَالْمَرْفَتَ وَالتَّقِيرَ فَقَالَ أَغْرَابِي إِنَّهُ لَا ظُرُوفَ لَنَا . فَقَالَ " اشْرَبُوا مَا خَلَّ " .

صحیح

৩৭০০। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ দুব্বা, হানতাম, মুযাফ্ফাত, নাকীর ইত্যাদি পাত্রের কথা উল্লেখ করলেন (ব্যবহার করতে স্বাধীন করলেন)। তখন এক বেদুঈন বললো, এছাড়া আমাদের অন্য কোল পাত্র নেই। তিনি বলেন : যা হালাল তা পান করো। ৩৭০০

সহীহ।

৩৭০১ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، - يَعْنِي ابْنَ عَلِيٍّ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ " اجْتَنِبُوا مَا أَسْكُرُ "

صحیح

৩৬৯৮ দেখুন হা/৩২৩৫।

৩৬৯৯ বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ।

৩৭০০ আহমাদ। এর সানাদে শারীক দুর্বল কিন্তু হাদীসটি এর শাহিদ হাদীস দ্বারা সহীহ। যা বর্ণিত আছে বাযযার ও নাসায়ীতে।

৩৭০১। শারীক (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি তার সানাদে বর্ণনা করেন, নাবী ﷺ বলেছেন : তোমরা নেশা উদ্বেককারী বস্তু বর্জন করো।^{৩৭০১}

সহীহ।

৩৭০২ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً يُبَذُّ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ .

صحیح

৩৭০২। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহর ﷺ-এর জন্য মশকে নাবীয ঢালা হতো। মশক না পাওয়া গেলে পাথরের তৈরি পায়ে তাঁর জন্য নাবীয ঢালা হতো।^{৩৭০২}

সহীহ।

৮ - باب في الخليطين

অনুচ্ছেদ- ৮ : দুই বস্তুর সংমিশ্রণ

৩৭০৩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُتَبَذَّ الزَّيْبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُتَبَذَّ الْبُسْرُ وَالرُّطْبُ جَمِيعًا .

صحیح

৩৭০৩। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ খেজুর ও আঙ্গুরের সমন্বয়ে নাবীয তৈরি করতে বারণ করেন। তিনি ﷺ কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্রে করেও নাবীয বানাতে বারণ করেছেন।^{৩৭০৩}

সহীহ।

৩৭০৪ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَلِيطِ الزَّيْبِ، وَالتَّمْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الْبُسْرِ، وَالتَّمْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزُّهُو، وَالرُّطْبِ، وَقَالَ، " اتَّبِعُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ " . قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ .

صحیح

৩৭০৪। আবু ক্বাতাদাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কিশমিশ ও শুকনো খেজুর একত্রে মিশিয়ে এবং কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্রে মিশিয়ে এবং পাকা রং ধারণকৃত ও শুকনো খেজুর একত্রে মিশিয়ে পানীয় বানাতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন : প্রতিটি ফল দিয়ে ভিন্ন ভিন্নভাবে তোমরা নাবীয বানাও।^{৩৭০৪}

সহীহ।

৩৭০১ আহমাদ। এর সানাদে রবী'আহ এবং তার পিতা দু'জনেই অজ্ঞাত। কিন্তু হাদীসটি শাহিদ হাদীস থাকার কারণে সহীহ।

৩৭০২ মুসলিম, আহমাদ।

৩৭০৩ মুসলিম, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ।

৩৭০৪ বুখারী, মুসলিম।

৩৭০৫ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ التَّمَرِيُّ، قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، - عَنْ رَجُلٍ، - قَالَ حَفْصُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَهَى عَنِ الْبَلْعِ وَالتَّمْرِ وَالزَّيْبِ وَالتَّمْرِ .

صحیح

৩৭০৫। ইবনু আবু লাইলাহ (র) হতে জনৈক ব্যক্তি সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর একদল সাহাবী নাবী ﷺ-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্রে মিশিয়ে এবং আঙ্গুর ও খেজুর একত্রে মিশিয়ে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। ৩৭০৫

সহীহ।

৩৭০৬ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ، حَدَّثَنِي رَيْطَةُ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَتْ سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْهَى عَنْهُ قَالَتْ كَانَ يَنْهَانَا أَنْ نَعْمَحَ الثَّوَى طَبْخًا أَوْ نَخْلَطَ الزَّيْبَ وَالتَّمْرَ .

ضعيف الإسناد

৩৭০৬। কাবশাহ বিনতু আবু মারইয়াম (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মু সালামাহ (রা)-কে প্রশ্ন করলাম, নাবী ﷺ কোন বস্তু থেকে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন, তিনি আমাদের খেজুরের আঁটি পাকাতে নিষেধ করেছেন এবং কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্রে মিশ্রিত করে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। ৩৭০৬

সানাদ দুর্বল।

৩৭০৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ امْرَأَةٍ، مِنْ بَنِي أَسَدٍ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُنْهَى لَهُ زَيْبٌ فَيُلْقِي فِيهِ تَمْرًا وَتَمْرٌ فَيُلْقِي فِيهِ الزَّيْبَ .

ضعيف الإسناد

৩৭০৭। ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহর ﷺ-এর জন্য আঙ্গুরের নাবীয তৈরি করা হতো, অতঃপর তাতে খেজুর ছেড়ে দেয়া হতো বা খেজুরের নাবীয তৈরি করা হতো এবং তাতে আঙ্গুর ছেড়ে দেয়া হতো। ৩৭০৭

সানাদ দুর্বল।

৩৭০৮ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَنِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ، حَدَّثَنَا عَثَابُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنِي صَفِيَّةُ بِنْتُ عَطِيَّةَ، قَالَتْ دَخَلْتُ مَعَ نِسْوَةٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْنَاهَا عَنِ التَّمْرِ وَالزَّيْبِ فَقَالَتْ كُنْتُ أَخَذُ قُبْضَةً مِنْ تَمْرٍ وَقُبْضَةً مِنْ زَيْبٍ فَأَلْقِيهِ فِي إِنَاءٍ فَأَمْرُسُهُ ثُمَّ أَسْفِيهِ النَّبِيُّ ﷺ .

ضعيف الإسناد

৩৭০৮। সাফিয়্যাহ বিনতু ‘আত্টিয়্যাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ‘আবদুল ক্বায়িস গোত্রের মহিলাদের সঙ্গে আমি ‘আয়িশাহ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। আমরা তাকে খেজুর ও আঙ্গুর

৩৭০৫ নাসায়ী, আহমাদ।

৩৭০৬ আহমাদ, বায়হাকী। সানাদের সাবিত ইবনু ‘উমারাহ সম্পর্কে হাফয বলেন : সত্যবাদী, তবে হাদীস বর্ণনায় শিথিল। এবং সানাদের রাইতাহ সম্পর্কে হাফয বলেন : আমি তাকে চিনি না। এছাড়া সানাদের কাবশাহ বিনতু আবু মারইয়ামের অবস্থাও অনুরূপ।

৩৭০৭ বায়হাকী। সানাদে নাম উল্লেখহীন জনৈক মহিলা আছেন। তিনি অজ্ঞাত।

মিশ্রিত শরবত সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, আমি এক মুষ্টি খেজুর ও এক মুষ্টি আঙ্গুর একটি পাত্রে ঢালতাম। তা আঙ্গুর দিয়ে চেপে রস বের করতাম, অতঃপর তা নাবী ﷺ-কে পান করাতাম। ৩৭০৮

সানাদ দুর্বল।

৯ - باب في نبيذ البسر

অনুচ্ছেদ- ৯ : কাঁচা খেজুরের শরবত

৩৭০৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَعِكْرَمَةَ، أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهُانِ الْبُسْرَ وَحَدَهُ وَيَأْخُذَانِ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَخْشَى أَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ الَّذِي تُهَيِّتُ عَنْهُ عَبْدُ الْقَيْسِ . فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ مَا الْمَرْءُ قَالَ النَّبِيُّ فِي الْحَتَمِ وَالْمَرْفَتِ .

صحيح الإسناد

৩৭০৯। ক্বাতাদাহ (র) হতে জাবির ইবনু যায়িদ ও ইকরামাহ সূত্রে বর্ণিত। তারা দু'জনেই কেবল কাঁচা খেজুরের তৈরী শরবত অপছন্দ করতেন। তারা ইবনু আব্বাস (রা) হতে এটা বর্ণনা করেন। ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, আমার আশংকা হচ্ছে- এটা যেন মুয্যাআ না হয়। কেননা আবদুল ক্বায়িস গোত্রকে তা পান করতে নিষেধ করা হয়েছে। (বর্ণনাকারী হিশাম বলেন), আমি ক্বাতাদাহকে বললাম, 'মুয্যাআ' কি? তিনি বলেন, মাটির সবুজ পাত্রে ও তৈলাক্ত পাত্রে ভিজানো নাবীয। ৩৭০৯

সানাদ সহীহ।

১০ - باب في صفة النبيذ

অনুচ্ছেদ- ১০ : নাবীযের বৈশিষ্ট্য

৩৭১০ - حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ، عَنِ السَّيَّانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدِّائِلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَتَيْتَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْتَ مَنْ نَحْنُ وَمَنْ أَيْنَ نَحْنُ فَإِلَى مَنْ نَحْنُ قَالَ " إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ " . فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا أَعْتَابًا مَا نَصْنَعُ بِهَا قَالَ " زَيْبُهَا " . قُلْنَا مَا نَصْنَعُ بِالزَّيْبِ قَالَ " انْبِذُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَانْبِذُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ فِي الشَّنَانِ وَلَا تَنْبِذُوهُ فِي الْقُلَلِ فَإِنَّهُ إِذَا تَأَخَّرَ عَنْ عَصْرِهِ صَارَ خَلًّا " .

حسن صحيح

৩৭১০। আবদুল্লাহ ইবনু দায়লামী (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) বলেন, একদা আমরা নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বলি, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি জানেন যে, আমরা কারা, কোথাকার অধিবাসী এবং কার নিকট এসেছি। তিনি বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট এসেছো। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের এখানে আঙ্গুর উৎপাদিত হয়। আমরা এগুলো কি করবো? তিনি বললেন : এগুলো শুকিয়ে কিশমিশ বানাও। আমরা বললাম, কিশমিশ দিয়ে কি করবো? তিনি বলেন :

৩৭০৮ বায়হাক্বী। সানাদের 'আত্তাব সম্পর্কে হাক্বিয় বলেন : তিনি মাক্বুল। এবং সাফিয়্যাহ বিনতু 'আদ্দিয়্যাহ সম্পর্কে বলেন : অজ্ঞাত।

৩৭০৯ আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

শরবত তৈরীর জন্য তা সকালে ভিজাবে এবং রাতে পান করবে অথবা রাতে ভিজাবে এবং সকালে পান করবে। তা চামড়ার মশকে ভিজাবে। মাটির কলসীতে অথবা বড় পাত্রে নাবীয বানাবে না। কেননা নিংড়াতে দেরী হলে তা সিরকায় পরিণত হবে। ৩৭১০

হাসান সহীহ।

৩৭১১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّهْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ يُوَكَّا أَعْلَاهُ وَكَهْ عَزْلَاءُ يُنْبَذُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً وَيُنْبَذُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً .

صحیح

৩৭১১। ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহর ﷺ-এর জন্য একটি পাত্রে নাবীয বানানো হতো, তার উপরের মুখ বন্ধ করে দেয়া হতো এবং এর নীচের দিকেও মুখ ছিল। তাঁর জন্য সকালে যে নাবীয বানানো হতো তিনি রাতের বেলা তা পান করতেন। আবার রাতে যে নাবীয বানানো হতো তিনি তা সকালে পান করতেন। ৩৭১১

সহীহ।

৩৭১২ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ شَيْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ، يُحَدِّثُ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حِثَّانٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمَّتِي، عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تُنْبَذُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُدْوَةً فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعِشَاءِ فَتَعَشَى شَرِبَ عَلَى عِشَائِهِ وَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ صَبَّيْتُهُ - أَوْ فَرَعْتُهُ - ثُمَّ تُنْبَذُ لَهُ بِاللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحَ تَغْدَى فَشَرِبَ عَلَى غَدَائِهِ قَالَتْ نَعْسِلُ السِّقَاءَ غُدْوَةً وَعِشَاءً فَقَالَ لَهَا أَبِي مَرَّتَيْنِ فِي يَوْمٍ قَالَتْ نَعَمْ .

حسن الإسناد

৩৭১২। ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য সকালে নাবীয তৈরি করতেন। যখন রাত হতো তিনি তা পান করতেন। কিছু উদ্বৃত্ত থাকলে তিনি তা ঢেলে ফেলে দিতেন বা শেষ করে দিতেন। অতঃপর তিনি রাতে নাবীয তৈরি করতেন। যখন সকাল হতো তিনি তা পান করতেন। ‘আয়িশাহ (রা) বলেন, আমি সকাল-সন্ধ্যায় নাবীযের পাত্র ধুয়ে নিতাম। মুকাতিল (র) বলেন, আমার পিতা তাকে বললেন, দৈনিক দুইবার? তিনি বলেন, হ্যাঁ। ৩৭১২

সানাদ হাসান।

৩৭১৩ - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، يَحْيَى الْبَهْرَانِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ يُنْبَذُ لِلنَّبِيِّ ﷺ الرَّيْبُ فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيَسْقَى الْخَدَمَ أَوْ يَهْرَاقُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ مَعْنَى يَسْقَى الْخَدَمَ يُيَادِرُ بِهِ الْفَسَادَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو عُمَرَ يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ الْبَهْرَانِيُّ .

صحیح

৩৭১০ নাসায়ী, আহমাদ, দারিমী।

৩৭১১ মুসলিম, তিরমিযী।

৩৭১২ আহমাদ, বায়হাকী।

৩৭১৩। ইবনু আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর জন্য আবু বুরের নাবীষ বানানো হতো। তিনি তা সারা দিন পান করতেন, দ্বিতীয় দিন এবং তৃতীয় দিনও বিকাল পর্যন্ত পান করতেন। অতঃপর তিনি আদেশ দিলে অবশিষ্ট শরবত খাদেমদেরকে পান করানো হতো কিংবা ফেলে দেয়া হতো। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, খাদেমদের পান করানোর অর্থ হলো, তাতে নেশা প্রকাশ পাওয়ার আগে তারা তা পান করতো। ৩৭১৩

সহীহ।

১১ - بَابُ فِي شَرَابِ الْعَسَلِ

অনুচ্ছেদ- ১১ : মধুর শরবত

৩৭১৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْتِ بْنِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَيْتَنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرٍ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ " بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْتِ بْنِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ " . فَتَزَلْتُ { لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبَتُّغِي } إِلَى { إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ { لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا } وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا { لِقَوْلِهِ " بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا " .

صحیح

৩৭১৪। 'উবাইদ ইবনু 'উমাইর (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর স্ত্রী 'আয়িশাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি : নাবী ﷺ যাইনাব বিনতু জাহ্শ (রা)-এর ঘরে আসতেন এবং সেখানে মধু খেতেন। একদিন আমি ও হাফসাহ পরামর্শ করলাম যে, আমাদের দু'জনের যার ঘরেই নাবী ﷺ প্রবেশ করবেন। সে যেন বলে, আমি আপনার মুখ হতে মাগাফীরের গন্ধ পাচ্ছি। তিনি তাদের কোন একজনের ঘরে ঢুকলে তিনি তাঁকে ঐ কথা বললেন। নাবী ﷺ বললেন : বরং আমি যাইনাব বিনতু জাহ্শের ঘরে মধু পান করেছি। ঠিক আছে আমি আজ হতে কখনো তা পান করবো না। অতঃপর কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হলো : “হে নাবী! আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন তা কেন হারাম করছেন? আপনি কি স্ত্রীদের সম্ভ্রটি লাভ করতে চান?... তোমরা উভয়ে যদি আল্লাহর নিকট তাওবাহ কর” (সূরাহ তাহরীম : ১-৫), এ আয়াতগুলোতে 'আয়িশাহ ও হাফসাহ (রা)-কে তাওবাহ করতে বলা হয়েছে। “যখন নাবী ﷺ একটা কথা স্বীয় এক স্ত্রীর নিকট সংগোপনে বলেছিলেন” এ আয়াতটি 'বরং আমি মধু পান করেছি' কথার ব্যাখ্যায় অবতীর্ণ। ৩৭১৪

সহীহ।

৩৭১৫ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ الْحُلُوءَ وَالْعَسَلَ . فَذَكَرَ بَعْضُ هَذَا الْخَبَرِ . وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ تُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ . وَفِي الْحَدِيثِ قَالَتْ

৩৭১৩ মুসলিম, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ।

৩৭১৪ বুখারী, মুসলিম।

مَوْدَةٌ بَلْ أَكَلْتُ مَغْفِيرَ . قَالَ " بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا سَقَيْتَنِي حَفْصَةُ " . فَقُلْتُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعَرْفُطَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْمَغْفِيرُ مَقْلَةٌ وَهِيَ صَنْقَةٌ . وَجَرَسَتْ رَعَتْ . وَالْعَرْفُطُ ثَبْتُ مِنْ ثَبْتِ الثَّحْلِ .

صحیح

৩৭১৫। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিষ্টি জিনিস ও মধু অত্যন্ত পছন্দ করতেন। অতঃপর বর্ণনাকারী উপরের হাদীসের অংশ বিশেষ বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহর ﷺ শরীর-হতে কেউ কোনরূপ দুর্গন্ধ পাক তা তিনি খুবই অপছন্দ করতেন। এ হাদীসে রয়েছে : সাওদা (রা) বললেন, বরং আপনি মাগাফীর পান করেছেন। তিনি বললেন : আমি মধু পান করেছি, হাফসাহ আমাকে মধু পান করিয়েছে। আমি বললাম, 'তাহলে মৌমাছি উরফুতের রস শোষণ করেছে।' যেসব গাছ হতে মৌমাছি রস সংগ্রহ করে উরফুত সে ধরনের একটি গাছ। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, মাগাফীর হচ্ছে এক ধরনের বৃক্ষনির্ধাস; জারাসাত অর্থ আহার করলো এবং উরফুত হলো এক ধরনের উদ্ভিদ যা হতে মৌমাছি রস সংগ্রহ করে।^{৩৭১৫}

সহীহ।

১২ - باب في النبيذ إذا غلي

অনুচ্ছেদ- ১২ : নাবীয়ে কড়া ভাব আসলে

৩৭১৬ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ فَتَحَبَّيْتُ فِطْرَةَ بَنِيهِ صَنْقَةً فِي دُبَاءٍ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهِ فَيَاذَا هُوَ يَنْشُ فَقَالَ " اضْرِبْ بِهَذَا الْحَاظِ فَإِنَّ هَذَا شَرَابٌ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ " .

صحیح

৩৭১৬। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জানতাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায়ই সওম পালন করতেন। সুতরাং আমি অপেক্ষায় ছিলাম তিনি কোন দিন সওম না রাখেন। আমি তাঁর জন্য লাউয়ের পাত্রে নাবীয তৈরী করে নিয়ে গেলাম। আমি তাঁকে তা পরিবেশন করলাম। কিন্তু তাতে তেজী ভাব আসায় তিনি বললেন : এগুলো দেয়ালের ওখানে ফেলে দাও। এটা তারাই পান করতে পারে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী নয়।^{৩৭১৬}

সহীহ।

১৩ - باب في الشرب قائم

অনুচ্ছেদ- ১৩ : দাঁড়িয়ে পান করা সম্পর্কে

৩৭১৭ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَامِيمٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا .

صحیح

^{৩৭১৫} বুখারী, মুসলিম।

^{৩৭১৬} নাসারী, ইবনু মাজাহ।

৩৭১৭। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ কোন ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন।^{৩৭১৭}

সহীহ।

৩৭১৮ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَسْعَرِ بْنِ كَذَامٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الثَّوَالِ بْنِ سَبْرَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، دَعَا بِمَاءٍ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا يَكْرَهُ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ مِثْلَ مَا رَأَيْتُمُونِي أَفْعَلُهُ.

صحیح

৩৭১৮। আন-নায্বাল ইবনু সাবরাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। একদা 'আলী (রা) পানি চেয়ে নিয়ে তা দাঁড়িয়ে পান করলেন। অতঃপর তিনি বলেন, কতিপয় লোক এটাকে অপহৃদ করে যে, তাদের কেউ এরূপ করুক। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ (দাঁড়িয়ে পান করতে) করতে দেখেছি, যেহেতু তোমরা আমাকে করতে দেখলে।^{৩৭১৮}

সহীহ।

১৪ - باب الشَّرَابِ مِنْ فِي السَّقَاءِ

অনুচ্ছেদ- ১৪ : কলসের মুখে মুখ লাগিয়ে পান করা সম্পর্কে

৩৭১৭ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشَّرْبِ مِنْ فِي السَّقَاءِ وَعَنْ رُكُوبِ الْحَلَالَةِ وَالْمُحْتَمَةِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْحَلَالَةُ الَّتِي تَأْكُلُ الْعِذْرَةَ.

صحیح

৩৭১৯। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কলসের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে, জালালায় সওয়ার হতে এবং কোন প্রাণীকে বেঁধে তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে বারণ করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, জালালা হলো, যে প্রাণী নাপাক বস্তু খায়।^{৩৭১৯}

সহীহ।

১৫ - باب فِي اخْتِنَاتِ الْأَسْقِيَةِ

অনুচ্ছেদ- ১৫ : চামড়ার মশকের মুখ উন্টিয়ে পান করা

৩৭২০ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سَفْيَانٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ اخْتِنَاتِ الْأَسْقِيَةِ.

صحیح

৩৭২০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মশকের মুখ উন্টিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।^{৩৭২০}

সহীহ।

^{৩৭১৭} মুসলিম, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{৩৭১৮} বুখারী, নাসায়ী, আহমাদ, ইবনু হিব্বান, ইবনু খুযাইমাহ।

^{৩৭১৯} বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ।

^{৩৭২০} বুখারী, মুসলিম।

৩৭২১ - حَدَّثَنَا نُصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، - رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ - عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَا بِإِدَاوَةٍ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ " اخْتِثْ فَمِ الْإِدَاوَةُ " . ثُمَّ شَرِبَ مِنْ فِيهَا .
منكر

৩৭২১। আনসার গোত্রের ইসা ইবনু আবদুল্লাহ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। উহুদ যুদ্ধের দিন নাবী ﷺ চামড়ার একটি ছোট মশক নিয়ে আহবান করলেন। তিনি বললেন : পাত্রের মুখ উল্টাও। অতঃপর তিনি এর মুখ দিয়ে পানি পান করলেন।^{৩৭২১}

মুনকার।

১৬ - باب في الشرب من ثلثة القدح

অনুচ্ছেদ- ১৬ : পাত্রের ভাঙ্গা স্থান দিয়ে পান করা

৩৭২২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، أَخْبَرَنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشَّرْبِ مِنْ ثَلَاثَةِ الْقَدَحِ وَأَنَّ يُنْفَعُ فِي الشَّرَابِ .
صحيح

৩৭২২। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন পাত্রের ভাঙ্গা স্থান দিয়ে পানি পান করতে এবং পানীয়ের মধ্যে ফুঁ দিতে।^{৩৭২২}

সহীহ।

১৭ - باب في الشرب في آنية الذهب والفضة

অনুচ্ছেদ- ১৭ : সোনা-রূপার পাত্রে পান করা সম্পর্কে

৩৭২৩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَى فَأَتَاهُ دُهْقَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ إِنِّي لَمْ أَرَهُ بِهِ إِلَّا أَنِّي قَدْ نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهُ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ وَالذِّيَابِ وَعَنِ الشَّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ " هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ " .
صحيح

৩৭২৩। ইবনু আবু লাইলাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযাইফাহ (রা) মাদায়েনে ছিলেন। তিনি পানি চাইলেন। তখন এক মহাজন একটি রূপার পাত্রে তার জন্য পানি আনলে তিনি পানি ফেলে দিয়ে বললেন, আমি এটা ফেলতাম না; ফেলেছি কেবল এজন্য যে, তাকে এ পাত্রে পানি পরিবেশন করতে নিষেধ করেছি, কিন্তু তবুও বিরত হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ রেশমী কাপড় পরতে এবং সোনা-রূপার পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন : ঐগুলো দুনিয়াতে কাফিরদের জন্য এবং আখিরাতে তোমাদের জন্য।^{৩৭২৩}

সহীহ।

^{৩৭২১} তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসের সানাদ সহীহ নয়। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার আল-'উমরীকে হাদীসে দুর্বল বলা হয়। আমি জানি না তিনি ইসা থেকে শুনেছেন কিনা।

^{৩৭২২} আহমাদ, ইবনু হিব্বান 'মাওয়ারিদ'।

^{৩৭২৩} বুখারী, মুসলিম।

১৮ - باب في الكَرع

অনুচ্ছেদ- ১৮ : চুমুক দিয়ে পান করা

৩৭২৪ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي فُلَيْحٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَاتِطِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنٍّْ وَإِلَّا كَرَعْنَا " . قَالَ بَلْ عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَنٍّْ .

صحیح

৩৭২৪। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাবী ﷺ ও তাঁর এক সাহাবী এক আনসারীর নিকট গেলেন। সে তখন তার বাগানে পানি দিচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার নিকট পুরাতন কলসে রাখা গত রাতের বাসি পানি থাকলে নিয়ে আসো। নতুবা আমরা নালায় চুমুক দিয়ে পানি পান করে নিবো। লোকটি বললো, হাঁ আমার নিকট পুরাতন কলসে রাখা বাসি পানি আছে।^{৩৭২৪}

সহীহ।

১৯ - باب في السَّاقِي مَتَى يَشْرَبُ

অনুচ্ছেদ- ১৯ : পরিবেশনকারী কখন পান করবে

৩৭২৫ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ إِبرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْمُخْتَارِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شَرَبًا " .

صحیح

৩৭২৫। 'আবদুল্লাহ ইবনু আবু 'আওফা (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : দলের পানি পরিবেশনকারী সবশেষে পান করবে।^{৩৭২৫}

সহীহ।

৩৭২৬ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّى يَلَيْنُ قَدْ شِيبَ بَمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَغْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ أُعْطِيَ الْأَغْرَابِيُّ وَقَالَ " الْأَيْمَنُ فَلَا يَمَنُ " .

صحیح

৩৭২৬। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা নাবী ﷺ-এর জন্য দুধ আনা হলো। তাতে পানি মিশানো ছিল। তাঁর ডান দিকে এক বেদুঈন বসা ছিল এবং বাম দিকে ছিলেন আবু বাকর (রা)। তিনি দুধ পান করার পর তা বেদুঈনকে দিয়ে বললেন : ডান দিকের ব্যক্তি, অতঃপর ডান দিকের ব্যক্তি।^{৩৭২৬}

সহীহ।

৩৭২৪ বুখারী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৩৭২৫ আহমাদ।

৩৭২৬ বুখারী, মুসলিম।

৩৭২৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا حِشَامٌ، عَنْ أَبِي عَصَامٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاثًا وَقَالَ " هُوَ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ " .

صحیح

৩৭২৭। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ পান করার সময় তিনবার নিঃশ্বাস নিতেন। তিনি বলতেন : এতে পরিভৃষ্ট হয়ে পান করা যায়, পিপাসা দূরীভূত হয়, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়।^{৩৭২৭}
সহীহ।

২ - باب في التَّفْنِخِ فِي الشَّرَابِ وَالتَّنَفُّسِ فِيهِ

অনুচ্ছেদ- ২০ : পানীয় দ্রব্যে ফুঁ দেয়া এবং তাতে নিঃশ্বাস ফেলা সম্পর্কে

৩৭২৮ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يَتَفْنَخَ فِيهِ .

صحیح

৩৭২৮। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পানির পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতে অথবা তাতে ফুঁ দিতে বারণ করেছেন।^{৩৭২৮}
সহীহ।

৩৭২৯ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ، - مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ - قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَبِي قَتْلَ عَلَيْهِ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ طَعَامًا فَذَكَرَ حَيْسًا أَتَاهُ بِهِ ثُمَّ أَتَاهُ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ فَنَاولَ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَأَكَلَ ثَمَرًا فَجَعَلَ يُلْقِي الثَّوَى عَلَى ظَهْرِ أَصْبَعِيهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى فَلَمَّا قَامَ قَامَ أَبِي فَأَخَذَ بِلِحَامٍ دَابَّتِهِ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ لِي . فَقَالَ " اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ وَاعْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمَهُمْ " .

صحیح

৩৭২৯। সুলাইম গোত্রের 'আবদুল্লাহ ইবনু বুসর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার পিতার ঘরে এলে তিনি তাঁর সামনে খাদ্য পরিবেশন করলেন। তিনি 'হাইস' নামক খাবারের উল্লেখ করলে তা তাঁর নিকট নিয়ে আসা হলো। অতঃপর তিনি শরবত আনলেন এবং নাবী ﷺ তা পান করলেন। তারপর ডান দিক হতে পরিবেশন করা হলো। তিনি খেজুর খেলেন এবং বীচিগুলো তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের পেটের উপর রাখলেন। যখন তিনি বিদায় নিতে উঠলেন, আমার পিতাও দাঁড়ালেন। তিনি তাঁর জন্তুখানের লাগাম ধরে বললেন, আল্লাহর নিকট আমার জন্য দু'আ করুন। তিনি দু'আ করলেন : "হে আল্লাহ! তাদেরকে দেয়া রিযিক্কে বরকত দিন, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন।"^{৩৭২৯}

সহীহ।

৩৭২৭ মুসলিম, নাসায়ী, আহমাদ, আহমাদ।

৩৭২৮ তিরমিযী, দারিমী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

৩৭২৯ মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

২১ - باب مَا يَقُولُ إِذَا شَرِبَ اللَّبَنُ

অনুচ্ছেদ- ২১ : দুধ পানের সময় কি বলবে

৩৭২০ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كُنْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَجَاءُوا بِضَبَّيْنِ مَشْوِيَّيْنِ عَلَى ثَمَاطَيْنِ فَتَبَزَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ خَالِدٌ إِخَالِكَ تَقْدَرُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " أَجَلٌ " . ثُمَّ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلَبَنٍ فَشَرِبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ . وَإِذَا سَقَى لَبَنًا فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ . فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُحْزَى مِنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا لَفْظُ مُسَدَّدٍ .
حسن

৩৭৩০। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি মাইমূনাহ (রা)-এর ঘরে উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে আসলেন। তাঁর সাথে ছিল খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)। তখন এ সময় কতিপয় লোক দু'টি গুইসাপ ভুনা করে দু'টি কাঠের উপর রেখে নিয়ে এলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ থুথু ফেললেন। খালিদ (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মনে হয় আপনি গুইসাপের গোশত অপছন্দ করেন। তিনি বললেন : হাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহর ﷺ-এর জন্য দুধ আনা হলো। তিনি তা পান করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমাদের কেউ খাবার খাওয়ার সময় যেন বলে : "হে আল্লাহ! আমাদেরকে এর মধ্যে বরকত দিন এবং এর চেয়েও উত্তম খাবার দান করুন।" এবং দুধ পানের সময় যেন বলে : "হে আল্লাহ! আমাদেরকে এর মধ্যে বরকত দিন এবং এর চেয়ে আরো বৃদ্ধি করে দিন।" কেননা একমাত্র দুধই খাদ্য ও পানীয় উভয়ের কাজ দেয়।^{৩৭৩০}

সহীহ।

২২ - باب فِي إِكْبَاءِ الْآيَةِ

অনুচ্ছেদ- ২২ : পাত্রের মুখ ঢেকে রাখা

৩৭২১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " أَغْلِقْ بَابَكَ وَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَلَوْ بَعُودَ نَعْرَضُهُ عَلَيْهِ وَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَأَوْكَ سِقَاءَكَ وَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ " .
صحيح

৩৭৩১। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : আল্লাহর নাম নিয়ে তোমার ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘুমাও। কারণ শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না। আল্লাহর নাম নিয়ে তোমার ঘরের আলো নিভিয়ে ঘুমাও। আল্লাহর নাম নিয়ে তোমার পাত্রগুলোর মুখ ঢেকে রাখো, যদিও একটি কাছ দ্বারা হয়। তা পাত্রের মুখে আড়াআড়িভাবে রেখে দাও। আল্লাহর নাম নিয়ে তোমার পানপাত্রের মুখ বন্ধ করে রাখো।^{৩৭৩১}

সহীহ।

^{৩৭৩০} তিরমিযী, নাসায়ী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান।

^{৩৭৩১} বুখারী, মুসলিম।

৩৭৩২ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْخَبَرِ وَأَيْسَ بِتَمَامِهِ قَالَ " فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا غَلَقًا وَلَا يَحُلُّ وَكَاءَ وَلَا يَكْشِفُ إِثَاءً وَإِنَّ الْفَرُوسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ " . أَوْ " يُوْنَهُمْ " .

صحیح

৩৭৩২। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ হাদীসটি এভাবেই বলেছেন। এ হাদীস পরিপূর্ণ বর্ণিত হয়নি। নাবী ﷺ বলেন : শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না, বন্ধ পায়ে ঢুকতে বা তা খুলতে পারে না এবং হুঁদুর মানুষের ঘর বা ঘরগুলো জ্বালিয়ে দেয়।^{৩৭৩২}

সহীহ।

৩৭৩৩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَفُضَيْلُ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ السُّكْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شَنْظِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَفَعَهُ قَالَ " وَاكْفَتُوا صَبِيَانَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ " . وَقَالَ مُسَدَّدٌ " عِنْدَ الْمَسَاءِ " " فَإِنَّ لِلْجَنِّ انْتِشَارًا وَخَطْفَةً " .

صحیح

৩৭৩৩। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের শিশুদের রাতের বেলা ঘরে আবদ্ধ রাখো। মুসাদ্দাদের বর্ণনায় রয়েছে, সন্ধ্যা বেলায়। কেননা এ সময় শয়তান বা জিন ছড়িয়ে পড়ে এবং নিজেদের থাবা বিস্তার করে।^{৩৭৩৩}

সহীহ।

৩৭৩৪ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَسْقَى فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَلَا نَسْقِيكَ نَبِيذًا قَالَ " بَلَى " . قَالَ فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَشْتَدُ فَجَاءَ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَلَا حَمْرَتُهُ وَلَوْ أَنْ تَعْرِضَ عَلَيْهِ عُودًا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ تَعْرِضُهُ عَلَيْهِ .

صحیح

৩৭৩৪। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি পানি চাইলে দলের এক ব্যক্তি বললো, আমরা কি আপনাকে নাবীয পরিবেশন করবো না? তিনি বলেন : হ্যাঁ। জাবির (রা) বলেন, লোকটি দ্রুত চলে গিয়ে একটি নাবীয ভর্তি পাত্র নিয়ে ফিরে এলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কেন পাত্রটির মুখ ঢাকলে না? অন্তত একটি কাঠ-এর উপর আড়াআড়িভাবে রাখলেও হতো।^{৩৭৩৪}

সহীহ।

^{৩৭৩২} মুসলিম, তিরমিযী, মালিক। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{৩৭৩৩} বুখারী, তিরমিযী, আহম্মদ।

^{৩৭৩৪} বুখারী, মুসলিম।

৩৭৩০ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَهْلِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسْتَنْبِئُ لَهُ الْمَاءُ مِنْ بُيُوتِ السُّقْيَا . قَالَ قُتَيْبَةُ عَنِ ابْنِهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ يَوْمَانِ .

৩৭৩৫। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ-এর জন্য 'বুয়ুতুস-সুকইয়া' হতে মিষ্টি পানি সংগ্রহ করে আনা হতো। কুতাইবাহ (র) বলেন, 'বুয়ুতুস-সুকইয়া' হলো একটি কূপের নাম, এর এবং মাদীনাহর মাঝে দুই দিনের পথের দূরত্ব।^{৩৭৩৫}

সহীহ।

২২- کتاب الأطعمة

অধ্যায়- ২২ : খাদদ্রব্য

১- باب مَا جَاءَ فِي إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ

অনুচ্ছেদ- ১ : দাওয়াত কবুল করা

৩৭২৬ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَأْتِهَا " .

صحیح

৩৭৩৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : তোমাদের কাউকে যদি ওয়ালীমার দাওয়াত দেয়া হয়, তবে সে যেন তাতে অংশগ্রহণ করে।^{৩৭৩৬}

সহীহ।

৩৭২৭ - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَمَعْنَاهُ زَادَ " فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَذْغُ " .

صحیح

৩৭৩৭। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : .. পূর্বের হাদীসের অনুরূপ। এতে রয়েছে : সে যদি সওম পালনরত না হলে যেন খায়, আর সওম পালনকারী হলে যেন (দাওয়াতদাতার জন্য) দু'আ করে।^{৩৭৩৭}

সহীহ।

৩৭২৮ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجِبْ غُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ " .

صحیح

৩৭৩৮। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ তার ভাইকে দাওয়াত দিলে সে যেন তা কবুল করে, তা বিবাহ অনুষ্ঠান বা প্রীতিভোজ যাই হোক না কেন।^{৩৭৩৮}

সহীহ।

৩৭২৯ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى، حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، بِإِسْنَادِ أَيُّوبَ وَمَعْنَاهُ .
لم أجده في الصحيح ولا في الضعيف

৩৭৩৯। নাবী (র) সূত্রে আইয়ুবের সানাদে অনুরূপ অর্থের হাদীস বর্ণিত।^{৩৭৩৯}

আমি এটি সহীহ এবং বইকেও পাইনি।

৩৭৩৬ বুখারী, মুসলিম।

৩৭৩৭ মুসলিম, ইবনু মাজাহ, দারিমী, আহমাদ।

৩৭৩৮ মুসলিম, আহমাদ।

৩৭৩৯ মুসলিম।

৩৭৪০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ دُعِيَ فَلْيَجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ " .

صحیح

৩৭৪০। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যাকে দাওয়াত দেয়া হয়, সে যেন তাতে সাড়া দেয়, অতঃপর ইচ্ছা হলে খাবে, নতুবা বিরত থাকবে।^{৩৭৪০}

সহীহ।

৩৭৪১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا دُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبَانَ بْنُ طَارِقٍ مَحْهُولٌ .

ضعيف، الإرواء (١٩٥٤)، المشكاة (٣٢٢٢)

৩৭৪১। আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যাকে দাওয়াত দেয়ার পরও সে তা কবুল করলো না, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাকরমানি করলো। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত ছাড়াই উপস্থিত হলো, সে চোর হয়ে ঢুকলো এবং লুটেরা হয়ে বের হলো।^{৩৭৪১}

দুর্বল : ইরওয়া (১৯৫৪), মিশকাত (৩২২২)।

৩৭৪২ - حَدَّثَنَا الْفَقْعَنِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيَتْرَكَ الْمَسَاكِينُ وَمَنْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ .

صحیح

৩৭৪২। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলতেন, নিকৃষ্টতম খাদ্য হলো ঐ বিবাহ অনুষ্ঠানের খাদ্য, যেখানে শুধু ধনীদেব দাওয়াত দেয়া হয় এবং গরীবদের উপেক্ষা করা হয়। যে ব্যক্তি দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাকরমানি করে।^{৩৭৪২}

সহীহ।

২ - باب في استنجاب الوليمة عند النكاح

অনুচ্ছেদ- ২ : বিয়ের ওয়ালীমা অনুষ্ঠান করা উত্তম

৩৭৪৩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَثَّقِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ ذَكَرَ تَزْوِيجَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا أَوْلَمَ بِشَاءٍ .

صحیح

৩৭৪৩। সাবিত (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যাইনাব বিনতু জাহশের বিবাহের ঘটনা আনাস ইবনু মালিক (রা)-এর নিকট আলাপ করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যাইনাবের বিয়েতে যেভাবে

^{৩৭৪০} মুসলিম, আহমাদ।

^{৩৭৪১} বায়হাকী। সানাদে দুর্বল ইবনু যিয়াদ দুর্বল, যেমন রয়েছে আত-তাকরীব গ্রন্থে। আবু দাউদ বলেন : আবান ইবনু ডারিক্ অজ্ঞাত। ইবনু 'আদী বলেন : এই হাদীসটি মুনকার।

^{৩৭৪২} কুশীরী, মুসলিম।

ওয়ালীমা অনুষ্ঠান করেছেন, ~~অন্য~~ কোন ক্রীয় বেলায় তাঁকে তদ্রূপ করতে দেখিনি। তিনি একটি বকরী দিয়ে বিবাহ জোড়ের ব্যবস্থা করেছেন।^{৩৭৪৩}

সহীহ।

৩৭৪৪ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا وَائِلُ بْنُ ذَاوُدَ، عَنْ أَبِيهِ، بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيٍّ وَتَمَرٍ .

صحیح

৩৭৪৪। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ সাফিয়াহ (রা)-এর বিবাহে খেজুর ও হাতু দিয়ে ওয়ালীমা করেছেন।^{৩৭৪৪}

সহীহ।

৩ - باب في كم تُستحبُّ الوليمةُ

অনুচ্ছেদ - ৩ : ওয়ালীমা কয়দিন আয়োজন করা যাবে

৩৭৪৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ التَّقْفِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، أَعْوَرَ مِنْ ثَقِيفٍ كَانَ يُقَالُ لَهُ مَعْرُوفًا - أَيْ يُنْتَنَى عَلَيْهِ خَيْرًا إِنْ لَمْ يَكُنْ اسْمُهُ زُهَيْرَ بْنَ عُثْمَانَ فَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " الْوَلِيمَةُ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌّ وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ وَالْيَوْمُ الثَّلَاثُ سُنْعَةٌ وَرِيَاءٌ " . قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ دُعِيَ أَوَّلَ يَوْمٍ فَأَجَابَ وَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّانِي فَأَجَابَ وَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّلَاثَ فَلَمْ يُجِبْ وَقَالَ أَهْلُ سُنْعَةٍ وَرِيَاءٍ .

ضعيف الإرواء (١٩٥٠)

৩৭৪৫। আবদুল্লাহ ইবনু উসমান আস-সাক্বাফী (র) হতে তার গোত্রের এক অন্ধ ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ওয়ালীমা অনুষ্ঠান বিবাহের প্রথম দিনে করা জরুরী, দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান উত্তম এবং তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠান লোক শুনানো ও লোক দেখানোর জন্য। ক্বাতাদাহ (র) বলেন, আমাকে এক ব্যক্তি বলেছেন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র)-কে ওয়ালীমাতে প্রথম দিন দাওয়াত দেয়া হলে তিনি সাজা দিলেন, দ্বিতীয় দিন দাওয়াত দেয়া হলেও কবুল করলেন এবং তৃতীয় দিন দাওয়াত দেয়া হলে তিনি দাওয়াত কবুল করলেন না। তিনি বললেন, এসব লোক মানুষকে দেখানোর জন্য এবং শুনানোর জন্য এসব করে থাকে।^{৩৭৪৫}

দূর্বল : ইরওয়া (১৯৫০)।

৩৭৪৬ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّلَاثَ فَلَمْ يُجِبْ وَخَصَبَ الرَّسُولَ .

ضعيف

^{৩৭৪৩} বুখারী, মুসলিম।

^{৩৭৪৪} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

^{৩৭৪৫} আহমাদ, বায়হাকী। সানাদের আবরুল্লাহ বিন 'উসমান সাক্বাফী সম্পর্কে হাফিয বলেন : মাজহুল।

৩৭৪৬। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) সূত্রে বর্ণিত। ক্বাতাদাহ উল্লিখিত ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, তৃতীয় দিনে দাওয়াত করা হলো কিন্তু তিনি তা কবুল করেননি এবং যে লোক তাকে দাওয়াত দিতে এসেছিল তিনি তার দিকে টিল ছুড়ে মারেন।^{৩৭৪৬}

দূর্বল।

৪ - باب الإطعام عند القدوم من السفر

অনুচ্ছেদ - ৪ : সফর হতে ফিরে এসে আহারের আয়োজন

৩৭৪৭ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً .

صحيح الإسناد

৩৭৪৭। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ (তাবুকের সফর হতে) মাদীনাহয় ফিরে এসে একটি উট অথবা গরু যাবহে করলেন।^{৩৭৪৭}

সানাদ সহীহ।

৫ - باب مَا جَاءَ فِي الضِّيَافَةِ

অনুচ্ছেদ - ৫ : মেহমানদারী সম্পর্কে

৩৭৪৮ - حَدَّثَنَا الْقَعْتَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ، عَنْ أَبِي شَرِيحٍ الْكَعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقْوَى عِنْدَهُ حَتَّى يُخْرِجَهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَرَأَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مَسْكِينٍ وَأَنَا شَاهِدٌ أَخْبَرَكُمْ أَشْهَبُ قَالَ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ " جَائِزَتُهُ يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ " . فَقَالَ يُكْرِمُهُ وَيَتَحَفَّهُ وَيَحْفَظُهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ضِيَافَةً .

(حديث أبي شريح) صحيح ، (ما روي عن مالك بن أنس) صحيح الإسناد مقطوع

৩৭৪৮। আবু শরাইহ আল-কা'বী (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। উত্তমরূপে মেহমানদারীর সীমা একদিন একরাত। মেহমানদারী তিনদিন। এরপর অতিরিক্ত দিনগুলোর মেহমানদারী সদাকাহ হিসেবে গণ্য। তিনদিন পর আপ্যায়নকারীর বাড়িতে তার বিনা অনুমতিতে মেহমানদের অবস্থান করা উচিত নয়। এতে সে বিরক্ত হতে পারে। মালিক (র)-কে প্রশ্ন করা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী : 'জাইয়াহ' একদিন ও একরাত -এর অর্থ কি? তিনি বলেন, কথাটির অর্থ হলো, মেহমানকে সম্মান প্রদর্শন, উপহার প্রদান ও তার নিরাপত্তা বিধান করা একদিন ও একরাত। আর আতিথ্য প্রদান হচ্ছে তিনদিন।^{৩৭৪৮}

আবু শরাইহ বর্ণিত হাদীসটি সহীহ। মালিক ইবনু আনাসের বর্ণনার সানাদ সহীহ মায্কুত।

^{৩৭৪৬} বায়হাকী। শায়খ আলবানী ইরওয়া (১৯৫০) বলেন : এই হাদীস সম্পর্কে সার কথা হলো, এর অধিকাংশ সূত্র এবং শাওয়াহিদ কঠিন দূর্বল।

^{৩৭৪৭} আহমাদ।

^{৩৭৪৮} বুখারী, মুসলিম।

৩৭৪৭ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ " .

حسن صحيح الإسناد

৩৭৪৯। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : মেহমানদারীর সীমা তিন দিন। এর অতিরিক্ত দিনের আতিথ্য প্রদান সদাকাহ হিসেবে গণ্য।^{৩৭৪৯}

সানাদ হাসান সহীহ।

৩৭৫০ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَخَلْفُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ، عَنْ مَنصُورٍ، عَنْ غَامِرٍ، عَنْ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَصْبَحَ بِفَنَائِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِنْ شَاءَ اقْتَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ " .

صحيح

৩৭৫০। আবু কারীম (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একরাত মেহমানদারী করা প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য। যার আঙ্গিনায় মেহমান নামে, একদিন মেহমানদারী করা তার উপর ঋণ পরিশোধের সমান। সে ইচ্ছা করলে তার এ ঋণ পরিশোধ করবে বা ত্যাগ করবে।^{৩৭৫০}

সহীহ।

৩৭৫১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجُودِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَيُّمَا رَجُلٍ أَضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا فَإِنْ نَصَرَهُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَتَّى يَأْخُذَ بِقَرَى لَيْلَةٍ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ " .

ضعيف، المشكاة (٤٢٤٥) //

৩৭৫১। আল-মিকদাম আবু কারীমাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের নিকট মেহমান হয়ে এলো, (অথচ) বঞ্চিত অবস্থায় তার সকাল হলো, তাকে সাহায্য করা প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য। তাদের খাদ্য ও মাল হতে সে তার রাতের মেহমানদারীর পরিমাণ আদায় করে নিতে পারে।^{৩৭৫১}

দুর্বল : মিশকাত (৪২৪৭)।

৩৭৫২ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ غَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَبْعُنَا فَتَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَمَا يَقْرَؤُنَا فَمَا تَرَى فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ " إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَتَّبِعِي للضَّيْفِ فَأَقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَتَّبِعِي لَهُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذِهِ حُجَّةٌ لِلرَّجُلِ يَأْخُذُ الشَّيْءَ إِذَا كَانَ لَهُ حَقًّا .

صحيح

৩৭৫২। 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদেরকে বাইরে প্রেরণ করে থাকেন। আমরা কোন জনপদে গিয়ে যাত্রাবিরতি করি।

৩৭৪৯ আহমাদ।

৩৭৫০ বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৩৭৫১ দারিমী, আহমাদ। সানাদে সাদ্দ ইবনু আবু মুহাজির অজ্ঞাত। যেমন রয়েছে আত-তাক্বরীব গ্রন্থে।

তারা আমাদের মেহমানদারী করে না। এ বিষয়ে আপনি কি বলেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বললেন : তোমরা যদি কোন সম্প্রদায়ের নিকট অবতরণ করার পর তারা নিজেদের সামর্থ্য মোতাবেক তোমাদের আপ্যায়ন করে তবে তোমরা তা গ্রহণ করবে। যদি তারা তা না করে, তবে তাদের কাছ হতে তাদের সামর্থ্যের দিকে লক্ষ রেখে মেহমানের অধিকার আদায় করবে। ৩৭৫২

সহীহ।

৬ - باب نَسَخَ الضَّيْفَ بِأَكْلٍ مِنْ مَالٍ غَيْرِهِ

অনুচ্ছেদ- ৬ অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ রহিত হওয়া সম্পর্কে

৩৭০২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْزُوقِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّخْوِيِّ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ { لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } { فَكَانَ الرَّجُلُ يُخْرِجُ أَنْ يَأْكُلَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ مَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَنَسَخَ ذَلِكَ الْآيَةَ الَّتِي فِي التَّوْرَةِ قَالَ { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ } { أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ يَبُوتِكُمْ } { إِلَى قَوْلِهِ } { أَشْتَاتًا } كَانَ الرَّجُلُ الْغَنِيُّ يَدْعُو الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِهِ إِلَى الطَّعَامِ قَالَ إِنِّي لَأَجْتِجُ أَنْ أَكُلَ مِنْهُ . وَالْحُجْنُ الْحَرَجُ وَيَقُولُ الْمُسْكِينُ أَحَقُّ بِهِ مِنِّي . فَاحِلٌ فِي ذَلِكَ أَنْ يَأْكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَحِلَّ طَعَامُ أَهْلِ الْكِتَابِ .
حسن الإسناد

৩৭৫৩। ইবনু আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। মহান আব্বাহর বাণী : “হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করো না। তবে ব্যবসায়ের লেনদেন পরস্পরের সম্মতিতে হওয়া আবশ্যিক....” (সূরাহ আন-নিসা : ২৯)। ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর যেকোনো অন্য কারো বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করা অন্যায় জাবলো। অতঃপর সূরাহ আন-নূরের মাধ্যমে উপরের আয়াতের হুকুম রহিত করা হলো। মহান আব্বাহর বক্তব্য : “: এতে কোন দোষ নেই যে, কোন ব্যক্তি শিকারদের ঘর থেকে খাবে... আল্লাদ আল্লাদভাবে খাও” (সূরাহ আন-নূর : ৬১) পর্যন্ত। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে অবস্থা এমন ছিলো যে, কোন ধনী লোক কাউকে খাওয়ার দাওয়াত দিলে সে বলতো, আমি এর থেকে খাওয়া অন্যায় মনে করি। অর্থ আপত্তি। সে আরো বলতো, এ খাদ্যে আমার চেয়ে দরিদ্ররাই অধিক হকদার। এ প্রেক্ষিতে অন্য মুসলিমের বাড়িতে খাবার গ্রহণ বৈধ করা হয়, যার উপর আব্বাহর নাম নেয়া হয়েছে। আহলে কিতাবদের খাদ্যদ্রব্যও হালাল করা হয়েছে। ৩৭৫৩

সানাদ হাসান।

৭ - باب فِي طَعَامِ الْمُبْتَارِئِينَ

অনুচ্ছেদ- ৭ : দুই প্রতিযোগী দাওয়াতে অংশগ্রহণ না করা সম্পর্কে

৩৭০৫ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزُّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ خَرِيتٍ، قَالَ سَمِعْتُ عِكْرَمَةَ، يَقُولُ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ طَعَامِ الْمُبْتَارِئِينَ أَنْ يُؤْكَلَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَكْثَرُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ جَرِيرٍ لَا يَذْكُرُ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهَارُونُ النَّخْوِيُّ ذَكَرَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ .
صحيح

৩৭৫৪। ইবনু আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ দুই প্রতিষেধী অহংকারকারীর খাদ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।^{৩৭৫৪}

সহীহ।

৮ - باب الرجل يُدعى فَيَرى مَخْرُوحًا

অনুবাদ- ৮ : মেহমান অবাহিত কিছু দেখলে

৩৭৫৫ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلًا، أَضَافَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لَوْ دَعَوْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَكَلْنَا مَعًا . فَدَعَا فَجَاءَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَضَادَتِي الْبَابِ فَرَأَى الْقَرَامَ قَدْ ضُرِبَ بِهِ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَرَجَعَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِّي الْحَقُّ فَأَنْظِرْ مَا رَجَعَهُ . فَتَبِعَتْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا رَدَّكَ فَقَالَ " إِنَّهُ لَيْسَ لِي أَوْ لِبَيْتِي أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مَرْوُفًا " .
حسن

৩৭৫৫। সাফীয়াহ আবু আব্বাস রহমান (র) সূত্রে বর্ণিত। একদা একটি লোক 'আলী ইবনু আবু জালিব (রা)-কে দাওয়াত করে ভায় জন্য খাদ্য তৈরি করে (বাড়িয়ে) দিয়ে গেলো। ফাতিমাহ (রা) বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ডাকলে তিনি আমাদের সঙ্গে আহ্বার করতেন। 'আলী (রা) তাঁকে দাওয়াত দিলেন এবং তিনি এসে দরজায় চৌকাঠের উপর নিজের হাত রাখলেন। তিনি একটি রঙ্গীন পর্দা ঘরের এক দিকক টানিয়ে রাখা, দেখতে পেয়ে ঘরে প্রবেশ না করে ফিল্পে গেলেন। ফাতিমাহ (রা) 'আলী (রা)-কে বললেন, গিয়ে দেখুন, তিনি কেন ফিরে যাচ্ছেন? সুতরাং আমি তাঁর অনুসরণ করলাম, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কিসে আপনাকে ফিরে আসতে বাধ্য করলো? তিনি বলেন : আমার জন্য বা কোন নাবীর জন্য কারুকার্য খচিত সজ্জিত ঘরে প্রবেশ করা সমীচীন নয়।^{৩৭৫৫}

হাসান।

৯ - باب إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ ابْنَيْهَا أَحَقُّ

অনুবাদ- ৯ : দুই দাওয়াতকারী একত্রে এলে কে অগ্রাধিকার পাবে

৩৭৫৬ - حَدَّثَنَا هُثَّاءُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ الْأَوْدِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَمِيرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَاجِبٌ أَقْرَبُهُمَا أَبَا فَإِنْ أَقْرَبُهُمَا أَبَا أَقْرَبُهُمَا جَوَارًا وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَاجِبٌ الَّذِي سَبَقَ " .
ضعيف، الإرواء (١٩٥١) ، المشكاة (٣٢٢٣)

৩৭৫৬। হুমাইদ ইবনু আব্বাস রহমান আল-হিমযারী (র) হতে নাবী ﷺ এক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : 'তুমি' ব্যক্তি একই সাথে দাওয়াত করলে তোমার বাড়ির নিকটতর ব্যক্তির দাওয়াত কবুল করবে। কেননা বাড়ির নিকটবর্তী ব্যক্তি নিকটতর প্রতিবেশী। আর যদি একজন অন্যজনের আগে দাওয়াত দিতে আসে তবে প্রথমে আসা ব্যক্তির দাওয়াত কবুল করবে।^{৩৭৫৬}

দূর্বল : ইরওয়া (১৯৫১), মিশকাত (৩২২৩)।

৩৭৫৪ বায়হাকী, হাকিম। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসের সানাদ সহীহ।

৩৭৫৫ ইবনু মাজাহ, ইবনু আবদুল বার 'আভ-ভামহীদ', বায়হাকী।

৩৭৫৬ আহমাদ, বায়হাকী। সানাদে ইয়াযীদ ইবনু আবদুর রহমান, যার কুশীলতা হলো আবু খালিদ দালানী তার সম্মুখে হাফিয বলেন : তিনি প্রচুর ভুল করেন এবং তিনি ছিলেন তাদলীসকারী।

১০ - باب إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَالْعِشَاءُ

অনুচ্ছেদ- ১০ : 'ইশার সলাত ও রাতের খাবার একত্রে উপস্থিত হলে

৩৭০৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُسَدَّدٌ، - الْمَعْنَى - قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنِي يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " إِذَا وَضِعَ عِشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأَقِمْتَ الصَّلَاةَ فَلَا يَقُومُ حَتَّى يَفْرُغَ " . زَادَ مُسَدَّدٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا وَضِعَ عِشَاؤُهُ أَوْ حَضَرَ عِشَاؤُهُ لَمْ يَقُمْ حَتَّى يَفْرُغَ وَإِنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ وَإِنْ سَمِعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ .

صحيح

৩৭৫৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : তোমাদের রাতের খাবার উপস্থিত করা হলে এবং 'ইশার সলাতের ইক্বামাত দেয়া হলে খাবার শেষ না করে সলাতে যাবে না। মুসাদ্দাদের বর্ণনায় রয়েছে : 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমারের রাতের খাবার পরিবেশন করা হলে বা রাতের খাবার আনা হলে তিনি আহার শেষ না করে কখনও সলাতের জন্য উঠতেন না। এমনকি ইক্বামাত বা ইমামের কিরাআত শুনেও তিনি আহার শেষ না করা পর্যন্ত উঠতেন না।^{৩৭৫৭}

সহীহ।

৩৭০৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ بَرْيَعٍ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى، - يَعْنِي ابْنَ مَنصُورٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا تُؤَخِّرِ الصَّلَاةَ لَطَعَامٍ وَلَا لَعِيرَةٍ " .

ضعيف، المشكاة (١٠٥١)

৩৭৫৮। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : খাবারের জন্য বা অন্য কোন কারণে সলাতের জামা'আত বিলম্বিত করা যাবে না।^{৩৭৫৮}

দুর্বল : মিশকাত (১০৭১)।

৩৭০৭ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي فِي زَمَانِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِنَّا سَمِعْنَا أَنَّهُ يُبَدِّلُ بِالْعِشَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَيَحْكُ مَا كَانَ عِشَاؤُهُمْ أَثَرَاهُ كَانَ مِثْلَ عِشَاءِ أَبِيكَ .

حسن الإسناد

৩৭৫৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উবাইদ ইবনু উমাইর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইরের (রা) সময় আমার পিতার সঙ্গে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমারের (রা) নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন 'আব্বাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর বললেন, আমরা শুনেছি, রাতের আহারকে সলাতের উপর (অর্থাৎ আগে খেয়ে নেয়ার) অগ্রাধিকার দেয়া হতো। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা) তাকে বললেন, তোমার জন্য দুঃখ হয়! তুমি কি মনে করেছ আগেকার লোকদের রাতের আহার তোমার পিতার রাতের আহারের অনুরূপ ছিল?^{৩৭৫৯}

সানাদ হাসান।

৩৭৫৭ বুখারী, মুসলিম।

৩৭৫৮ বায়হাকী। সানাদের মুহাম্মাদ ইবনু মাইমুন সম্পর্কে ইমাম বুখারী, ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসায়ী বলেন : মুনকারুল হাদীস। আবু হাতিম বলেন : তার দ্বারা সমস্যা নেই। দারাকুতনী বলেন : তিনি কিছুই না। ইবনু 'আদী বলেন : তার বেশি হাদীস নেই। যেমনটি এসেছে আত-তাহযীব গ্রন্থে।

৩৭৫৯ বায়হাকী।

১১ - باب في غسل اليدين عند الطعام

অনুচ্ছেদ-১১ : খাওয়া শুরু করার সময় উভয় হাত ধোয়া

৩৭৬০ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَقَدِمَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالُوا أَلَا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ فَقَالَ " إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوَضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ "

صحیح

৩৭৬০। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ টয়লেট থেকে বেরিয়ে এলে তাঁর সামনে খাবার উপস্থিত করা হলো। সাহাবীগণ বললেন, আপনার জন্য উয়ুর পানি নিয়ে আনবো কি? তিনি বললেন : আমাকে তো সলাতের জন্য উয়ু করার আদেশ দেয়া হয়েছে।^{৩৭৬০}

সহীহ।

১২ - باب في غسل اليد قبل الطعام

অনুচ্ছেদ-১২ : আহ্বানের পূর্বে হাত ধোয়া

৩৭৬১ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ زَادَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ قَرَأْتُ فِي التَّوْرَةِ أَنَّ بَرَكَهَ الطَّعَامِ الْوَضُوءُ قَبْلَهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ " بَرَكَهَ الطَّعَامِ الْوَضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوَضُوءُ بَعْدَهُ " . وَكَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ الْوَضُوءَ قَبْلَ الطَّعَامِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ ضَعِيفٌ .

ضعيف، الضعيفة (১৬৮) ، المشكاة (৪২০৮) //

৩৭৬১। সালমান (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাওরাতে পড়েছি : “খাবার শুরুর আগে উয়ু করার মধ্যেই খাবারের বরকত নিহিত।” আমি এ কথা নাবী ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন : খাদ্য গ্রহণের আগে ও পরে উয়ু করার (হাত ধোয়ার) মধ্যে খাদ্যের বরকত নিহিত। সুফিয়ান (র) খাওয়ার পূর্বে উয়ু করা পছন্দ করতেন না। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, হাদীসটি যঈফ।^{৩৭৬১}

দূর্বল : যঈফাহ (১৬৮), মিশকাত (৪২০৮)।

১৩ - باب في طعام الفجاءة

অনুচ্ছেদ-১৩ : তাড়াহুড়ার সময় হাত না ধুয়ে আহ্বান করা

৩৭৬২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا عَمِّي، - يَغْنِي سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ - حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ شِعْبٍ مِنَ الْحَبَلِ وَقَدْ قَضَى حَاجَتَهُ وَبَيْنَ أَيْدِينَا ثَمَرٌ عَلَى ثَرَسٍ أَوْ حَخْفَةٍ فَدَعَوْنَاهُ فَأَكَلَ مَعَنَا وَمَا مَسَّ مَاءٌ .

ضعيف الإسناد

^{৩৭৬০} তিরমিযী, তিনি বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ। নাসায়ী, আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ।

^{৩৭৬১} তিরমিযী, হাকিম, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : আমি এটি ক্বাইসের হাদীস ব্যতীত অবহিত নই। ইমাম হাকিম বলেন : ‘এতে ক্বাইস একক হয়ে গেছেন।’ শেষ বয়সে তার স্মরণশক্তি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। ফলে তার ছেলে তার হাদীসে এমন কিছু ঢুকিয়ে দিয়ে হাদীস বর্ণনা করতো যা হাদীসে ছিল না।

৩৭৬২। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পেশাব-পায়খানা সেরে গিরিপথ-থেকে নামলেন। আমাদের সামনে ঢালের উপর খেজুর রাখা ছিল। আমরা তাঁকে খেতে ডাকলে তিনি আমাদের সঙ্গে খেজুর খেলেন কিন্তু পানি স্পর্শ করলেন না (হাত ধৌত করেননি)।^{৩৭৬২}
সানাদ দুর্বল।

১৪ - باب في كراهية ذم الطعام

অনুচ্ছেদ- ১৪ : খাদ্যদ্রব্যের সমালোচনা করা অপছন্দনীয়

৩৭৬৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَارِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ.

صحيح

৩৭৬৩। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনও খাদ্যের দোষ বর্ণনা করতেন না। রুচি হলে তিনি খেতেন, আর রুচি না হলে বাদ দিতেন।^{৩৭৬৩}
সহীহ।

১৫ - باب في الإجماع على الطعام

অনুচ্ছেদ- ১৫ : একসঙ্গে খাওয়া

৩৭৬৪ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي وَخْشِيُّ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبِعُ. قَالَ " فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ ". قَالُوا نَعَمْ. قَالَ " فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَبَارِكْ لَكُمْ فِيهِ ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِذَا كُنْتَ فِي وَلِيمَةٍ فَوَضِعِ الْعِشَاءَ فَلَا تَأْكُلْ حَتَّى يَأْذَنَ لَكَ صَاحِبُ الدَّارِ.

حسن

৩৭৬৪। ওয়াহশী ইবনু হারব হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। একদা নাবী ﷺ-এর সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা খাবার খাই, কিন্তু পরিভূক্ত হতে পারি না। তিনি বললেন : হয়ত তোমরা বিচ্ছিন্নভাবে খাও। তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন : তোমরা একত্রে আহার করো এবং খাদ্য গ্রহণের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের খাদ্যে বরকত দেয়া হবে। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, যদি তোমাকে কোথাও দাওয়াত করা হয় এবং খাবার সামনে রাখা হয় তাহলে বাড়ির কর্তা অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত খাওয়া শুরু করবে না।^{৩৭৬৪}
হাসান।

৩৭৬২ আহমাদ, বায়হাকী। সানাদে আবু যুবাইর একজন মুদাল্লিস এবং তিনি এটি আনু আনু শব্দে বর্ণনা করেছেন।

৩৭৬৩ বুখারী, মুসলিম।

৩৭৬৪ ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

১৬ - باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ- ১৬ : খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম নেয়া

৩৭৬৫ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَذْرَكُكُمْ الْمَبِيتَ فَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَذْرَكُكُمْ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ " .

صحیح

৩৭৬৫। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ বলতে শুনেছেন : কোন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশ ও খাদ্য গ্রহণের সময় আল্লাহর নাম নিলে শয়তান (তার সঙ্গীদের) বলে, রাতে এখানে তোমাদের থাকা-খাওয়ার কোন সুযোগ নেই। যখন কোন ব্যক্তি ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহর নাম নেয় না, তখন শয়তান বলে, তোমরা রাতে থাকার স্থান পেলে। সে যখন খাবার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে না তখন শয়তান বলে, তোমরা রাতে থাকার জায়গা ও খাওয়ার দুটোর সুযোগই পেলে।^{৩৭৬৫}

সহীহ।

৩৭৬৬ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي حُدَيْفَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا لَمْ يَضَعْ أَحَدُنَا يَدَهُ حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ طَعَامًا فَجَاءَ أَغْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ فَذَهَبَ لِيَضَعَ يَدَهُ فِي الطَّعَامِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ جَاءَتْ حَارِيَّةٌ كَأَنَّمَا تُدْفَعُ فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهَا وَقَالَ " إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذَا الْأَغْرَابِيَّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَجَاءَ بِهِذِهِ الْحَارِيَّةُ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ يَدَهُ لَفِي يَدِي مَعَ أَيْدِيهِمَا " .

صحیح

৩৭৬৬। হুযাইফাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে খেতে বসলে রাসূলুল্লাহর ﷺ খাওয়া আরম্ভ করার পূর্বে আমাদের কেউ খাদ্যের দিকে হাত বাড়াতো না। একদা আমরা তাঁর সাথে খেতে বসি। তখন এক বেদুঈন এমনভাবে দৌড়ে এলো যেন কেউ তাকে পিছন হতে তাড়া করছে। সে খাওয়ার পাশে হাত দিতে যাচ্ছিল তখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ তার হাত ধরে ফেললেন। অতঃপর একটি বালিকা দৌড়িয়ে আসলো, যেন তাকেও কেউ পিছন হতে তাড়া করছে। সেও খাদ্যের মধ্যে হাত ঢুকাতে যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার হাতও ধরে ফেললেন। তিনি বললেন, যে খাদ্য আল্লাহর নাম নিয়ে খাওয়া হয় না তাতে শয়তান শরীক করে। সে প্রথমে বেদুঈনকে নিয়ে এসেছিল তার সঙ্গে খাদ্যে অনুপ্রবেশ করতে। আমি তার হাত ধরে ফেলি। ঐ সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! শয়তানের হাত এখন এই দু'জনের হাতের সাথে আমার হাতের মধ্যে বন্দী।^{৩৭৬৬}

সহীহ।

^{৩৭৬৫} মুসলিম, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

^{৩৭৬৬} মুসলিম, নাসায়ী, আহমাদ।

৩৭৬৭ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ هِشَامٍ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدَّسْتَوَائِيَّ - عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثَيْدٍ، عَنْ امْرَأَةٍ، مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا أُمُّ كَلْثُومٍ عَنْ عَائِشَةَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ " .
صحیح

৩৭৬৭। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ আহার করতে বসলে যেন বিসমিল্লাহ বলে খাবার শুরু করে। সে যদি প্রথমে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায় তবে যেন বলে : খাবারের শুরুতে আল্লাহর নাম শেষেও আল্লাহর নাম।^{৩৭৬৭}

সহীহ।

৩৭৬৮ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى، - يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ - حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ صُبْحٍ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُزَاعِيُّ، عَنْ عَمِّهِ، أُمِّهِ بْنِ مَخْشِيِّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا وَرَجُلٌ يَأْكُلُ فَلَمْ يُسَمِّ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلَّا لُقْمَةٌ فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ " مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ فَلَمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اسْتَقَاءَ مَا فِي بَطْنِهِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ جَابِرُ بْنُ صُبْحٍ حَدَّثَ سُلَيْمَانَ بْنُ حَرْبٍ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ .
ضعيف، المشكاة (٤٢٠٣)

৩৭৬৮। উমাইয়্যাহ ইবনু মাখশী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বসা ছিলেন। তখন এক লোক খাচ্ছিল, কিন্তু আল্লাহর নাম নিয়ে খাওয়া শুরু করেনি। মাত্র এক লোকমা খাবার বাকি থাকতে সে তা মুখে দেয়ার সময় বললো : খাবারের শুরুতে ও শেষে বিসমিল্লাহ। তখন নাবী ﷺ হেসে দিলেন এবং বললেন : শয়তান তার সঙ্গে খাচ্ছিল। যখন সে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলো, শয়তান তার পেটের খাবার বমি করে ফেলে দিলো।^{৩৭৬৮}

দুর্বল : মিশকাত (৪২০৩)।

১৭ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ مُتَّكِئًا

অনুচ্ছেদ- ১৭ : হেলান দিয়ে খাওয়া সম্পর্কে

৩৭৬৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا أَكُلُ مُتَّكِئًا " .
صحیح

৩৭৬৯। 'আলী ইবনুল আক্কার (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু জুহাইফাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি, নাবী ﷺ বলেছেন : আমি আসনে বসে হেলান দিয়ে খাবার খাই না।^{৩৭৬৯}

সহীহ।

৩৭৬৭ তিরমিযী, নাসায়ী, আহমাদ, দারিমী। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

৩৭৬৮ নাসায়ী 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল রাইলাহ', আহমাদ, হাকিম। হাকিম বলেন : হাদীসের সানাদ সহীহ। যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। কিন্তু এতে প্রশ্ন রয়েছে। কেননা ইমাম যাহাবী নিজেই মীযান গ্রন্থে সানাদের মুসান্না ইবনু 'আবদুর রহমান সম্পর্কে বলেছেন : তাকে চেনা যায়নি। তার সূত্রে জাবির ইবনু সুবহ এক হয়ে গেছেন। ইবনুল মাদানী বলেন : তিনি মাজহুল। সুতরাং সানাদটি যঈফ।

৩৭৬৯ বুখারী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ, দারিমী, হুমাইদী।

৩৭৭০. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ يَأْكُلُ تَمْرًا وَهُوَ مُفْعٌ .

صحیح

৩৭৭০। মুস'আব ইবনু সলাইম (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, নাবী ﷺ-কে আমাকে কোন এক কাজে প্রেরণ করলেন। আমি তাঁর নিকট ফিরে এসে দেখি তিনি বসে খেজুর খাচ্ছেন।^{৩৭৭০}

সহীহ।

৩৭৭১ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ مَتَكًا قَطُّ وَلَا يَطْأُ عَقِبَهُ رَجُلَانِ .

صحیح

৩৭৭১। শু'আইব ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো হেলান দিয়ে খাবার খেতে দেখা যায়নি এবং তাঁর পিছনে কখনো দু'জন লোককে চলতে দেখা যায়নি।^{৩৭৭১}

সহীহ।

১৮ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ مِنَ الْأَعْلَى الصَّخْفَةِ

অনুবাদ- ১৮ : পাত্রে উপরিভাগ হতে খাওয়া সম্পর্কে

৩৭৭২ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَأْكُلُ مِنَ الْأَعْلَى الصَّخْفَةِ وَلَكِنْ لِيَأْكُلَ مِنَ اسْفَلِهَا فَإِنَّ الْبِرْكَهَ تَنْزِلُ مِنَ أَعْلَاهَا "

صحیح

৩৭৭২। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ খাওয়ার সময় যেন পাত্রে মাঝখান হতে না খায়, বরং যে যেন তার কিনারা হতে খাওয়া শুরু করে। কেননা পাত্রে মাঝখানে বরকত নাযিল হয়।^{৩৭৭২}

সহীহ।

৩৭৭৩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْهَمَصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرْقٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرِ، قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَصْعَةٌ يُقَالُ لَهَا الْغَرَاءُ يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ فَلَمَّا أَضْحَوْا وَسَجَدُوا الصُّحَى أَتَى بَتْلَكَ الْقَصْعَةَ - يَعْني وَقَدْ تَرَدَّ فِيهَا - فَالْتَفَتُوا عَلَيْهَا فَلَمَّا كَثُرُوا جَنَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَغْرَابِي مَا هَذِهِ الْجَلْسَةُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِنْ اللَّهُ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا " . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " كُلُوا مِنْ حَوَالَيْهَا وَدَعُوا ذِرْوَتَهَا يُبَارِكُ فِيهَا .

صحیح

৩৭৭০ ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৩৭৭১ মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী, দারিমী।

৩৭৭২ তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

৩৭৭৩। 'আবদুল্লাহ ইবনু বসর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর একটি বড়ো কড়াই ছিল। তা চারজন লোক বহন করতো। পাত্রটির নাম ছিল 'গাররাআ'। বেলা কিছুটা উপরে উঠলে এবং লোকেরা চাশতের সলাত আদায় শেষ হলে পাত্রটি নিয়ে আসা হলো। অর্থাৎ তাতে বোল মিশ্রিত রুটি ছিল। লোকেরা এর চারদিকে বসলো। লোকের আধিক্যের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ হাঁটু গেড়ে বসলেন। এক বেদুঈন বললো, এটা কিভাবে বসা হলো! নাবী ﷺ বললেন : নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ আমাকে ভদ্র ও সম্মানিত বান্দা বানিয়েছেন। তিনি আমাকে অবাধ্য ও উচ্ছৃঙ্খল বানাননি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : পাত্রের কিনারা হতে খাও এবং মধ্যস্থান ছেড়ে দাও। এতে বরকত হবে।^{৩৭৭৩}

সহীহ।

১৭ - باب مَا جَاءَ فِي الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ عَلَيْهَا بَعْضُ مَا يُكْرَهُ

অনুচ্ছেদ- ১৯ : যে দস্তরখানে কিছু অপছন্দনীয় খাবার থাকে সেখানে বসে খাওয়া সম্পর্কে

৩৭৭৪ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مَطْعَمَيْنِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ وَأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى بَطْنِهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَسْمَعْهُ جَعْفَرُ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ مُتَّكَرٌ.

صحیح

৩৭৭৪। সালিম (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই জায়গায় আহার করতে নিষেধ করেছেন : যে দস্তরখানে বসে মদ পান করা হয় এবং যেখানে উপুড় হয়ে বসে পেটের উপর ভর দিয়ে খাওয়া হয়। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, এটা মুনকার হাদীস। জা'ফার ইবনু বুরকান হাদীসটি যুহরীর নিকট শুনেছেন।^{৩৭৭৪}

সহীহ।

৩৭৭৫ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَبِي الزُّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْحَدِيثِ. لَمْ أَجِدْهُ فِي الصَّحِيحِ وَلَا فِي الضَّعِيفِ

৩৭৭৫। জা'ফার (র) সূত্রে বর্ণিত। তার নিকট এ হাদীস যুহরীর সূত্রে পৌছেছে।^{৩৭৭৫}

আমি এটি সহীহ এবং যঈফেও পাইনি।

২০ - باب الْأَكْلِ بِالْيَمِينِ

অনুচ্ছেদ- ২০ : ডান হাতে খাওয়া

৩৭৭৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عُثَيْدٍ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ ".

صحیح

৩৭৭৩ ইবনু মাজাহ।

৩৭৭৪ ইবনু মাজাহ।

৩৭৭৫ এর পূর্বেরটি দেখুন।

৩৭৭৬। ইবনু উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ খাওয়ার সময় যেন তার ডান হাতে খায় এবং যখন পান করে তখনও যেন তার ডান হাতে পান করে। কেননা শয়তান তার বাম হাতে পানাহার করে।^{৩৭৭৬}

সহীহ।

৩৭৭৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، لَوْثٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ أَبِي وَجْزَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " اَذْنُ بَنَى فَسَمَّ اللَّهَ وَكُلَّ يَمِينِكَ وَكُلَّ مِمَّا يَلِيكَ " .

صحيح

৩৭৭৭। 'উমার ইবনু আবু সালামাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাবী ﷺ বললেন : আমার কাছে এসো, আল্লাহর নাম নাও, ডান হাতে খাও এবং তোমার সামনে থেকে খাও।^{৩৭৭৭}

সহীহ।

২১- باب في أكل اللحم

অনুচ্ছেদ- ২১ : গোশত খাওয়া

৩৭৭৮ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسَّكِينِ فَإِنَّهُ مِنْ صَنِيعِ الْأَعْجَمِ وَأَنْهَسُوهُ فَإِنَّهُ أَهْتَأُ وَأَمْرٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ .

ضعيف، المشكاة (٤٢١٥ / التحقيق الثاني)

৩৭৭৮। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা ছুরি দিয়ে গোশত কেটে (খাবে) না। কেননা এটা অনারবদের রীতি, বরং তা দাঁত দিয়ে কামড়ে খাও। কারণ তা অধিক উপকারী ও স্বাস্থ্যকর। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, হাদীসটি শক্তিশালী নয়।^{৩৭৭৮}

দূর্বল : মিশকাত (৪২১৫)।

৩৭৭৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ كُنْتُ أَكُلُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخَذَ اللَّحْمَ بِيَدِي مِنَ الْعَظْمِ فَقَالَ " اَذْنُ الْعَظْمِ مِنْ فِكَ فَإِنَّهُ أَهْتَأُ وَأَمْرٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ عُثْمَانُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ صَفْوَانَ وَهُوَ مُرْسَلٌ .

ضعيف، الضعيفة (٢١٩٣)

৩৭৭৯। সাফওয়ান ইবনু উমাইয়্যাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নাবী ﷺ-এর সঙ্গে আহার করছিলাম এবং হাঁড় থেকে গোশত ছিড়ে খাচ্ছিলাম। তখন তিনি বললেন : হাড়টি তুলে মুখে নাও এবং দাঁত দিয়ে কামড়ে খাও, কারণ তা অধিক উপকারী ও স্বাস্থ্যকর। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, 'উসমান (র) সাফওয়ান (রা) হতে কিছু শুনেনি। এ বর্ণনাটি মুরসাল।^{৩৭৭৯}

দূর্বল : যঈফাহ (২১৯৩)।

৩৭৭৬ মুসলিম, তিরমিযী, মালিক, আহমাদ, হুমাইদী।

৩৭৭৭ বুখারী, মুসলিম।

৩৭৭৮ বায়হাকী। সানাদে আবু মা'শার যঈফ।

৩৭৭৯ বায়হাকী। আবু দাউদ বলেন : 'উসমান হাদীসটি সাফওয়ান থেকে শুনেনি। সুতরাং হাদীসটি মুরসাল।

৩৭৮০ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عِيَّاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ كَانَ أَحَبَّ الْعُرَاقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عُرَاقُ الشَّاةِ .

صحیح

৩৭৮০। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকট সবচেয়ে প্রিয় গোশত ছিল ছাগলের হাড়ের গোশত।^{৩৭৮০}

সহীহ।

৩৭৮১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ الذَّرَاعُ . قَالَ وَسَمُّ فِي الذَّرَاعِ وَكَانَ يَرَى أَنَّ الْيَهُودَ هُمْ سَمُوهُ .

صحیح

৩৭৮১। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) একই সানাদ বর্ণনা করেন যে, নাবী ﷺ বাহর গোশত অধিক পছন্দ করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, এই বাহর গোশতেই বিষ মিশানো হয়েছিল। নাবী ﷺ জানতেন, ইয়াহুদীরা এতে বিষ মিশিয়ে ছিল।^{৩৭৮১}

সহীহ।

২২ - بَابُ فِي أَكْلِ الدُّبَاءِ

অনুচ্ছেদ- ২২ : লাউ খাওয়া

৩৭৮২ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ إِنَّ خَيْطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَطْعَامٍ صَنَعَهُ - قَالَ أَنَسٌ - فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَاءٌ وَقَدِيدٌ . قَالَ أَنَسٌ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَتَبَعُ الدُّبَاءَ مِنْ حَوَالِي الصُّحُفَةِ فَلَمْ أَزَلْ أَحِبُّ الدُّبَاءَ بَعْدَ يَوْمِئِذٍ .

صحیح

৩৭৮২। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক দর্জি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাওয়াত করলো। সে তাঁর জন্য খাবার তৈরি করলো। আনাস (রা) বলেন, আমিও রাসূলুল্লাহর ﷺ সঙ্গে খাবারের দাওয়াতে গেলাম। সে রাসূলুল্লাহর ﷺ সামনে বালির রুটি, লাউ ও শুকনা গোশত দিয়ে তৈরী তরকারী আনলো। আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখলাম, তিনি পাত্রে চারপাশে লাউয়ের টুকরা খুঁজছেন। সেদিন হতে আমিও সর্বদা এ তরকারী পছন্দ করি।^{৩৭৮২}

সহীহ।

৩৭৮০ তিরমিযী, আহমাদ, তায়ালিসি।

৩৭৮১ তিরমিযীর শামায়িল, আহমাদ, তায়ালিসি।

৩৭৮২ বুখারী, মুসলিম।

২৩ - باب في أكل الثريد

অনুচ্ছেদ- ২৩ : সারীদ খাওয়া

৩৭৮৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ السَّمْنِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الثَّرِيدُ وَالْخُبْزُ وَالثَّرِيدُ مِنَ الْحَبْسِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ ضَعِيفٌ .

ضعيف، الضعيفة (১০০৮) ، المشكاة (৪২২০)

৩৭৮৩। ইবনু আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহর ﷺ পছন্দের খাবার ছিল তরকারীর ঝোলে ভিজানো রুটি ও খুরমা এবং মাখন ও আটার সংমিশ্রণে তৈরী রুটি। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, হাদীসটি যঈফ।^{৩৭৮৩}

দুর্বল : ষঈফাহ (১৭৫৮), মিশকাত (৪২২০)।

২৪ - باب في كراهية التقدير للطعام

অনুচ্ছেদ- ২৪ : কোন খাদ্যের প্রতি ঘৃণা পোষণ অপছন্দনীয়

৩৭৮৪ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ مِنْ الطَّعَامِ طَعَامًا أَتَحْرَجُ مِنْهُ . فَقَالَ " لَا يَتَخَلَّحْنَ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ ضَارَعَتْ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةُ " .

حسن

৩৭৮৪। ক্বাবীসাহ ইবনু হুলব (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করতে শুনেছি, সে বললো, এমন খাবার আছে কি যা আমি অপছন্দ করবো? তিনি বললেন : তোমার মনে যেন কোন হালাল বস্তু সংশয় সৃষ্টি না করে। তাহলে তুমি নাসারাদের সদৃশ হবে। কেননা তারা প্রত্যেক জিনিসে সংশয় বোধ করতে।^{৩৭৮৪}

হাসান।

২৫ - باب النهي عن أكل الجلالة، وألبانها

অনুচ্ছেদ- ২৫ : জালালা ও তার দুধ পান নিষেধ

৩৭৮৫ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَأَلْبَانِهَا .

صحيح

^{৩৭৮৩} ইবনু সাদ 'তাবাক্বাতুল কুবরা', হাকিম। হাকিম ও যাহাবী একে সহীহ বলেছেন। কিন্তু তা সঠিক নয়। কেননা সানাদে বাসরার জনৈক অজ্ঞাত লোক রয়েছে।

^{৩৭৮৪} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান।

৩৭৮৫। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জাল্লালার (যে প্রাণী নাপাক বস্তু খায়) গোশত খেতে ও তার দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন।^{৩৭৮৫}

সহীহ।

৩৭৮৬। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ জাল্লালার দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন।^{৩৭৮৬}

সহীহ।

৩৭৮৭। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জাল্লালার উটে আরোহণ করতে এবং তার দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন।^{৩৭৮৭}

হাসান সহীহ।

২৬- باب في أخذ لحوم الخيل

অনুচ্ছেদ- ২৬ : ঘোড়ার গোশত খাওয়া সম্পর্কে

৩৭৮৮। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বার বিজয়ের দিন আমাদেরকে গাধার গোশত খেতে বারণ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।^{৩৭৮৮}

সহীহ।

৩৭৮৯। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার বিজয়ের দিন আমরা ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা যাবাহ করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে খচ্চর ও গাধার গোশত খেতে বারণ করলেন, কিন্তু ঘোড়ার গোশত খেতে বারণ করেননি।^{৩৭৮৯}

সহীহ।

৩৭৮৫ তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, বায়হাকী। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান গরীব। আলবানীর ইরওয়া হা/২৫০৩।

৩৭৮৬ তিরমিযী, নাসায়ী, আহমাদ, বায়হাকী। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

৩৭৮৭ বায়হাকী, হাকিম।

৩৭৮৮ বুখারী, মুসলিম।

৩৭৮৯ মুসলিম, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৩৭৭১ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شَيْبٍ، وَحَيُّوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَنْصِيُّ، قَالَ حَيُّوَةُ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ، عَنْ نَوْزٍ بْنِ يَزِيدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبَقَالِ وَالْحَمِيرِ - زَادَ حَيُّوَةُ - وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَا بَأْسَ بِلُحُومِ الْخَيْلِ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا مُتَسَوِّخٌ قَدْ أَكَلَ لُحُومَ الْخَيْلِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَفَضَالَةُ بْنُ عَبِيدٍ وَأَسْنُ بْنُ مَالِكٍ وَأَسْمَاءُ ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ وَسُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ وَعَلْقَمَةُ وَكَانَتْ قُرَيْشٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَذْبِحُهَا .

ضعف

৩৭৯০। খালিদ ইবনুল ওয়ালাদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। হায়ওয়াতের বর্ণনায় রয়েছে : তিনি হিফ্র জন্তর গোশত খেতেও নিষেধ করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, ইমাম মালিক (র) এ মত পোষণ করেন। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, ঘোড়ার গোশত খাওয়া দোষের কিছু নয় এবং উপরোক্ত হাদীস মোতাবেক আমল করা হয় না। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীস মানসূখ। রাসূলুল্লাহর ﷺ একদল সাহাবী ঘোড়ার গোশত খেয়েছেন। ইবনু যুবাইর, ফাদালাহ ইবনু 'উবাইদ, আনাস ইবনু মালিক, আসমা বিনতু আবু বাকর, সুওয়াইদ ইবনু গাফালাহ (রা) ও 'আলকামাহ (র) তাদের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরাইশগণ ঘোড়া যাবাহ করতো।^{৩৭৯০}

দূর্বল।

২৭ - باب في أكل الأَرَبِ

অনুচ্ছেদ- ২৭ : খরগোশের গোশত খাওয়া সম্পর্কে

৩৭৭১ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كُنْتُ غُلَامًا حَزْرًا فَصِدْتُ أَرْبًا فَشَوَّيْتُهَا فَبَعَثَ مَعِيَ أَبُو طَلْحَةَ بِعَجْزِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَيْتُهَا بِهَا فَقَبِلَهَا .

صحیح

৩৭৯১। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ছিলাম একজন শক্তিশালী যুবক। আমি একটি খরগোশ শিকার করে তার গোশত ভুনা করলাম। আবু ত্বালহা (রা) আমাকে এর পিছন দিকের গোশত নিয়ে নাবী ﷺ নিকট প্রেরণ করলেন। আমি তা নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলে তিনি তা গ্রহণ করলেন।^{৩৭৯১}

সহীহ।

৩৭৭২ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي خَالِدَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ، يَقُولُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو كَانَ بِالصَّفَاحِ - قَالَ مُحَمَّدٌ مَكَانَ بَمَكَةَ - وَإِنَّ رَجُلًا جَاءَ بِأَرَبٍ قَدْ صَادَهَا

^{৩৭৯০} নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। সানাদে বাকিয়্যাহ ইবনু ওয়ালাদ একজন মুদান্নিস এবং তিনি এটি আন আন শব্দে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া সানাদের সালিহ ইবনু ইয়াহইয়া সম্পর্কে হাকিম বলেন : শিখিল (লাইয়িন)।

^{৩৭৯১} বুখারী, মুসলিম।

فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ مَا تَقُولُ قَالَ قَدْ جِئَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا جَالِسٌ فَلَمْ يَأْكُلْهَا وَلَمْ يَتَّعِنْ عَنْ أَكْلِهَا وَزَعَمَ أَنَّهَا تَحِيضٌ .

ضعيف الإسناد

৩৭৯২। আবু খালিদ ইবনু হুওয়াইরিস (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রা) ‘আস-সাফাহ’ নামক স্থানে ছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনু খালিদ বলেন, তা মাক্কাহয় অবস্থিত একটি স্থান। এক লোক একটি খরগোশ শিকার করে আনলো। সে বললো, হে ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর! আপনি কি বলেন? তিনি বললেন, একদা রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকট এর গোশত আনা হয়। তখন আমি সেখানে বসা ছিলাম। তিনি তা আহার করেননি এবং অন্যকে খেতে নিষেধ করেননি। তাঁর ধারণা, এর মাসিক স্বত্ব হয়।^{৩৭৯২}

সানাদ দুর্বল।

২৮ - باب في أكل الضَّبِّ .

অনুচ্ছেদ- ২৮ : গুইসাপ খাওয়া সম্পর্কে

৩৭৭৩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ خَالَتَهُ، أَهْدَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمْنًا وَأَضْبًا وَأَقْطًا فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ وَمِنَ الْأَقْطِ وَتَرَكَ الْأَضْبَ تَقْدَرًا وَأَكَلَ عَلَى مَائِدَتِهِ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أَكَلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

صحيح

৩৭৯৩। ইবনু ‘আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা তার খালা রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য মাখন, পনির ও গুইসাপের গোশত পাঠালে তিনি মাখন ও পনির হতে খেলেন কিন্তু গুইসাপের গোশত খেলেন না রুচিবোধ না হওয়ায়। নাবী ﷺ-এর সঙ্গে একত্রে বসে তা খাওয়া হলো। তা হারাম হলে রাসূলুল্লাহর ﷺ সঙ্গে বসে তা খাওয়া যেতো না।^{৩৭৯৩}

সহীহ।

৩৭৭৪ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةَ فَأَتَيْتُ بِضَبٍّ مَحْتَوِذٍ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ فَقَالَ بَعْضُ النَّسْوَةِ اللَّاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ أَخْبَرُوا النَّبِيَّ ﷺ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ فَقَالُوا هُوَ ضَبٌّ . فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ . قَالَ فَقُلْتُ أَحْرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " لَا وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ " . قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ .

صحيح

৩৭৯৪। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ সঙ্গে মাইমূনাহ (রা) এর ঘরে যান। সেখানে গুইসাপের ভাজা গোশত আনা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা নিতে হাত বাড়ালে মাইমূনাহ (রা)-এর ঘরে উপস্থিত অন্যান্য স্ত্রীগণ বললেন, রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকট বলে দাও যা নিতে তিনি

^{৩৭৯২} বায়হাকী। এর সানাদে খালিদ ইবনু হুওয়াইরিস : মাকবুল।

^{৩৭৯৩} বুখারী, মুসলিম।

চাইছেন। তারা বললেন, এটা গুইসাপের গোশত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত গুটিয়ে নিলে খালিদ (রা) বলেন, আমি বললাম, এটা কি হারাম? তিনি বললেন : না, কিন্তু এটা আমাদের এলাকায় পাওয়া যায় না। এর গোশত আমার নিকট রুচিকর নয়। খালিদ (রা) বলেন, আমি হাত বাড়িয়ে তা নিয়ে খেলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তা দেখলেন।^{৩৭৯৪}

সহীহ।

৩৭৯০ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَيْشٍ فَأَصَبْنَا ضَبًّا - قَالَ - فَشَوَّيْتُ مِنْهَا ضَبًّا فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ - قَالَ - فَأَخَذَ عُودًا فَعَدَّ بِهِ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسَحَّتْ دَوَابٌّ فِي الْأَرْضِ وَإِنِّي لَا أَذْرِي أَى الدَّوَابِّ هِيَ " . قَالَ فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَنْهَ .

صحیح

৩৭৯৫। সাবিত ইবনু ওয়াদি‘আহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সামরিক অভিযানে রাসূলুল্লাহর ﷺ সঙ্গে ছিলাম। আমরা কিছু গুইসাপ ধরলাম। সাবিত (রা) বলেন, আমি একটি গুইসাপ ভুনা করে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে রাখলে তিনি একটি কাঠ উঠিয়ে তা দিয়ে এর আঙ্গুল গণনা করলেন। অতঃপর তিনি বললেন : বনী ইসরাঈলের একটি সম্প্রদায়কে যমীনের বুকে একটি বিচরণশীল প্রাণীতে রূপান্তরিত করে দেয়া হয়েছিল। আমি জানি না, সেটা কোন প্রাণী? বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তা খেলেন না এবং খেতে নিষেধও করলেন না।^{৩৭৯৫}

সহীহ।

৩৭৯৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْخُبَرَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ .

حسن

৩৭৯৬। আবদুর রহমান ইবনু শিবল (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ গুইসাপের গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।^{৩৭৯৬}

হাসান।

২৭ - باب في أكل لحم الحَبَّارَى

অনুচ্ছেদ- ২৯ : হবারার গোশত (দ্রুত দৌড়াতে পারে এমন বৃহদাকার পাখি) খাওয়া সম্পর্কে

৩৭৯৭ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنِي بُرَيْتُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَفِينَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَحْمَ حَبَّارَى .

ضعيف، المشكاة (٤١٢٥) //

^{৩৭৯৪} বুখারী, মুসলিম।

^{৩৭৯৫} নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

^{৩৭৯৬} বায়হাকী। সিলসিলাহ সহীহাহ হা/২৩৯০।

৩৭৯৭। বুরাইহ ইবনু 'উমার ইবনু সাফীনাহ (র) হতে পর্যায়েক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হবারার গোশত খেয়েছি।^{৩৭৯৭}

দুর্বল : মিশকাত (৪১২৫)।

৩০- باب في أكل حشرات الأرض

অনুচ্ছেদ- ৩০ : কীট-পতঙ্গ ও গর্তের প্রাণী

৩৮৯৮ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا غَالِبُ بْنُ حَجْرَةَ، حَدَّثَنِي مَلْقَمُ بْنُ ثَلَبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ أَسْمَعْ لِحَشْرَةِ الْأَرْضِ تُحَرِّمًا.

ضعيف الإسناد

৩৭৯৮। মিলক্বাম ইবনু তালিব (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। কিন্তু আমি কখনো 'হাশরাতুল আরদ' হারাম হওয়া সম্পর্কে কিছু শুনিনি।^{৩৭৯৮}

সানাদ দুর্বল।

৩৮৯৭ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِيُّ أَبُو نَوْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ ثَمَلَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ أَكْلِ الْقَنْفَذِ، فَقَالَ { قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا } الْآيَةَ قَالَ قَالَ شَيْخٌ عَنْهُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ ذَكَرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ " خَبِيئَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ ". فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنْ كَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا فَهُوَ كَمَا قَالَ مَا لَمْ نَذَرِ.

ضعيف الإسناد

৩৭৯৯। ঈসা ইবনু নুমাইলাহ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু 'উমার (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তাকে সজারুর গোশত খাওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি এ আয়াত পড়েন : “আপনি বলুন, আমার নিকট যে ওয়াহী এসেছে তাতে এমন কোন বস্তু পাই না যা খাওয়া কারো পক্ষে হারাম....”(সূরাহ আল-আনআম : ১৪৫) পূর্ণ আয়াত। বর্ণনাকারী বলেন, এক প্রবীণ শাইখ ইবনু 'উমার (রা)-কে বললেন, আমি আবু হুরাইরাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহর ﷺ সামনে সজারু সম্পর্কে আলাপ করা হলে তিনি বলেন : “নাপাক প্রাণীর মধ্যকার একটি প্রাণী।” ইবনু 'উমার (রা) বলেন, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ একথা বলে থাকেন তাহলে তিনি ঠিকই বলেছেন, যা আমার জানা ছিলো না।^{৩৭৯৯}

সানাদ দুর্বল।

^{৩৭৯৭} তিরমিযী। তিনি বলেন : এই হাদীসটি গরীব। বায়হাক্বী। সানাদের ইবরাহীমকে দারাকুতনী যঈফ বলেছেন। ইবনু হিব্বান বলেন : তার দ্বারা দলীল গ্রহণ হালাল নয়। ইমাম বুখারী বলেন : মাজহুল। ইবনু হাজার আত-তালখীস গ্রন্থে বলেন : এর সানাদ দুর্বল।

^{৩৭৯৮} বায়হাক্বী। এর সানাদে গালিব ইবনু হাজারাহ অজ্ঞাত।

^{৩৭৯৯} আহমাদ। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদে অজ্ঞাত ব্যক্তি রয়েছে। সানাদে ঈসা ইবনু নুমাইলাহকে ইবনু হিব্বান সিক্বাহ বলেছেন এবং তার পিতা তামীলাহ পরিচিত নন।

৩১ - باب مَا لَمْ يُذَكَّرْ تَحْرِيمُهُ

অনুচ্ছেদ- ৩১ : যেসব জিনিসের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আসেনি

৩৮০০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ صُبَيْحٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ شَرِيكَ الْمَكِّيَّ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرَكُونَ أَشْيَاءَ تَقْدَرُ فَبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ وَتِلَا { قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ .

صحيح الإسناد

৩৮০০। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলী যুগের লোকেরা কিছু জিনিস খেতো এবং ঘণাবশত কিছু জিনিস পরিহার করতো। এ অবস্থায় আল্লাহ তাঁর নাবী ﷺ-কে প্রেরণ করলেন এবং তাঁর কিতাব অবতীর্ণ করলেন এবং তাতে কিছু জিনিস হালাল করলেন ও কিছু জিনিস হারাম করলেন। তিনি যা হালাল করেছেন তা হালাল এবং যা হারাম করেছেন তা হারাম, আর যেগুলো সম্পর্কে নীরব থেকেছেন তাতে ছাড় দেয়া আছে। অতঃপর ইবনু 'আব্বাস (রা) তিলাওয়াত করেন : “আপনি বলুন, আমার নিকট যে ওয়াহী এসেছে তাতে এমন কোন জিনিস পাইনি যা আহার করা কারো জন্য হারাম...” আয়াতের শেষ পর্যন্ত।^{৩৮০০}

সালাদ সহীহ।

৩২ - باب فِي أَكْلِ الضَّبْعِ

অনুচ্ছেদ- ৩২ : হায়েনার গোশত খাওয়া সম্পর্কে

৩৮০১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاعِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الضَّبْعِ فَقَالَ " هُوَ صَيْدٌ وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبِشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحَرَّمُ " .

صحيح

৩৮০১। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ হায়েনা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন : এটা শিকার করার মতো প্রাণী। ইহরাম অবস্থায় তা শিকার করলে একটি মেস কুরবানী দিতে হয়।^{৩৮০১}

সহীহ।

৩৩ - باب النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ السَّبَاعِ

অনুচ্ছেদ- ৩৩ : হিংস্র প্রাণী খাওয়া সম্পর্কে

৩৮০২ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبْعِ .

صحيح

^{৩৮০০} হাকিম। ইমাম হাকিম ও যাহাবী একে সহীহ বলেছেন।

^{৩৮০১} তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, হাকিম, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

৩৮০২। আবু সা'লাবা আল-খুশানী (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক শিকারী দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন।^{৩৮০২}

সহীহ।

৩৮০৩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبْعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ .

صحیح

৩৮০৩। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক শিকারী দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র জন্তু ও প্রত্যেক পাঞ্জাধারী শিকারী পাখী খেতে নিষেধ করেছেন।^{৩৮০৩}

সহীহ।

৩৮০৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِنَصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ رُوَيْبَةَ الثَّغْلِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ، عَنِ الْمُقَدَّامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ وَلَا اللَّقْطَةُ مِنْ مَالٍ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَعْنِيَ عَنْهَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُوهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قَرَاهُ " .

صحیح

৩৮০৪। আল-মিকদাম ইবনু মা'দীকারির (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সাবধান! শিকারী দাঁতযুক্ত হিংস্র জন্তু, গৃহপালিত গাধা এবং চুক্তিবদ্ধ যিম্মীর হারানো মাল খাওয়া হারাম। তবে সে তা পরিত্যাগ করে থাকলে ভিন্ন কথা। কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের নিকট মেহমান হিসেবে উপস্থিত হওয়ার পর তারা তাকে আতিথ্য না করলে সে আতিথ্যের পরিমাণ মাল তাদের কাছ হতে আদায় করে নিতে পারে।^{৩৮০৪}

সহীহ।

৩৮০৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ .

صحیح

৩৮০৫। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বার বিজয়ের দিন শিকারী দাঁতযুক্ত হিংস্র জন্তু ও প্রত্যেক পাঞ্জাধারী শিকারী পাখী খেতে নিষেধ করেছেন।^{৩৮০৫}

সহীহ।

৩৮০৬ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمُقَدَّامِ، عَنْ جَدِّهِ الْمُقَدَّامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ فَأَتَتْ

৩৮০২ বুখারী, মুসলিম।

৩৮০৩ মুসলিম, দারিমী, আহমাদ।

৩৮০৪ আহমাদ।

৩৮০৫ নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

الْيَهُودُ فَشَكَّرُوا أَنْ التَّاسِ قَدْ أَسْرَعُوا إِلَى حَظَائِرِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَلَا لَا تَحُلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهِدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحَرَامٌ عَلَيْكُمْ حُمْرُ الْأَهْلِيَّةِ وَخَيْلُهَا وَبِقَالِهَا وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ " .
ضعيف

৩৮০৬। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ সঙ্গে খায়বার যুদ্ধে যোগদান করেছি। ইয়াহুদীরা এসে অভিযোগ করলো যে, লোকেরা তাড়াহুড়া করে তাদের বাঁধা পশুগুলো লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সাবধান! যে কাফিররা তোমাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয় ন্যায়সংগত অধিকার ছাড়া তাদের মাল আত্মসাৎ করা বৈধ নয়। তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে গৃহপালিত গাধা, ঘোড়া, খচ্চর, প্রত্যেক শিকারী দাঁতযুক্ত হিংস্র জন্তু এবং প্রত্যেক পাখাধারী শিকারী পাখী। ৩৮০৬

দুর্বল।

৩৮০৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ زَيْدٍ الصَّنَعَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْهَرِّ . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَكْلِ الْهَرِّ وَأَكْلِ نَمْنِهَا .
ضعيف، الإرواء (٢٤٨٥)

৩৮০৭। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বিড়ালের গোশত খেতে এবং এর বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভোগ করতে নিষেধ করেছেন। ৩৮০৭

দুর্বল : ইরওয়া (২৪৮৭)।

৩৮০৮ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَسَنِ الْمَصْبُغِيِّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ ابْنِ حُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَنْ تَأْكُلَ لُحُومَ الْحُمْرِ وَأَمَرَنَا أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ الْخَيْلِ قَالَ عَمْرُو فَأَخْبَرْتُ هَذَا الْخَبَرَ أَبَا الشَّعْثَاءِ فَقَالَ قَدْ كَانَ الْحَكَمُ الْغِفَارِيُّ فِينَا يَقُولُ هَذَا وَأَبَى ذَلِكَ الْبَحْرِيُّ يُرِيدُ ابْنَ عَبَّاسٍ .
صحیح

৩৮০৮। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বারের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। ৩৮০৮

সহীহ।

৩৪ - بَابُ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ

অনুচ্ছেদ- ৩৪ : গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া সম্পর্কে

৩৮০৯ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ غَالِبِ بْنِ أَبِجَرَ، قَالَ أَصَابَتْنا سَنَةٌ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِي شَيْءٌ أَطْعَمُ أَهْلِي إِلَّا شَيْءٌ مِنْ حُمْرٍ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ لُحُومَ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنا السَّنَةُ وَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِي مَا أَطْعَمُ أَهْلِي إِلَّا

৩৮০৬ এর সানাদ দুর্বল। এটি গত হয়েছে হা/৩৫৯০।

৩৮০৭ এর সানাদ দুর্বল। এটি গত হয়েছে হা/৩৪৮০।

৩৮০৮ এটি গত হয়েছে হা/৩৫৮৮।

سَمَانَ الْحُمْرِ وَإِنَّكَ حَرَّمْتَ لَحُومَ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ . فَقَالَ " أَطْعَمَ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ حُمْرِكَ فَإِنَّمَا حَرَّمْتُهَا مِنْ أَجْلِ جَوَالِ الْقَرْيَةِ " . يَعْنِي الْحَلَالَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا هُوَ ابْنُ مَعْقِلٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ نَاسٍ مِنْ مُزَيْنَةَ أَنَّ سَيِّدَ مُزَيْنَةَ أَبَجَرَ أَوْ ابْنَ أَبَجَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ .

ضعيف الإسناد مضطرب

৩৮০৯। গালিব ইবনু আবজার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক বছর দুর্ভিক্ষে পড়লাম। পরিবার-পরিজনের খাওয়ার ব্যবস্থা করার মত সম্পদ আমার ছিলো না, কয়েকটি গাধা ব্যতীত। ইতোপূর্বে নাবী ﷺ গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। আমি নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা দুর্ভিক্ষে পড়েছি। মোটাতাজা কয়েকটি গাধা ছাড়া আমার এমন কোন কিছু নেই যা দিয়ে আমি পরিবার-পরিজনের আহারের ব্যবস্থা করবো। অথচ আপনি গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া হারাম করেছেন। তিনি বলেন : তোমার পরিবারের লোকদেরকে মোটাতাজা গাধার গোশত খাওয়াও। নাপাক খাওয়ায় অভ্যস্ত হওয়ার কারণে আমি গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া হারাম করেছিলাম। ৩৮০৯

সানাদ যঈফ মুযতারিব।

৩৮১০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ رَجُلَيْنِ، مِنْ مُزَيْنَةَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ، أَحَدُهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَوَيْمٍ وَالْآخَرُ غَالِبُ بْنُ الْأَبَجَرِ . قَالَ مِسْعَرٌ أَرَى غَالِبًا الَّذِي أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ .

ضعيف

৩৮১০। মিস'আর (র) বলেন, আমার মতে গালিব (রা) নাবী ﷺ নিকট এ বর্ণনা নিয়ে আসেন। ৩৮১০
দুর্বল।

৩৮১১ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا وَهْبٌ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لَحْمِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْحَلَالَةِ عَنْ رُكُوبِهَا وَأَكْلِ لَحْمِهَا .

حسن صحيح

৩৮১১। 'আমর ইবনু শু'আইব (র) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, খায়বার যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ গৃহপালিত গাধার গোশত এবং নাপাকী খায় এমন প্রাণীর গোশত খেতে ও তাতে সওয়ার হতে নিষেধ করেছেন। ৩৮১১

হাসান সহীহ।

৩৮০৯ বায়হাক্বী। এর সানাদে উলটপালট (ইযতিরাব) হয়েছে।

৩৮১০ বায়হাক্বী। এই সানাদটিও মুযতারিব।

৩৮১১ নাসায়ী, আহমাদ।

৩০ - باب في أكل الجراد

অনুচ্ছেদ- ৩৫ : পঙ্গপাল খাওয়া সম্পর্কে

৩৮১২ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي يَغْفُورٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى، وَسَأَلْتُهُ، عَنِ الْجَرَادِ، فَقَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِتًّا أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنَّا نَأْكُلُهُ مَعَهُ .

صحيح

৩৮১২। আবু ইয়া'ফুর (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু আবু 'আওফার (রা)-এর নিকট শুনেছি, আমি তাকে টিডিড খাওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ-এর সাথে ছয়-সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমরা তাঁর সঙ্গে একত্রে টিডিড খেয়েছি। ৩৮১২

সহীহ।

৩৮১৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّمِيمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ التَّهْدِي، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ " أَكْثَرُ جُنُودِ اللَّهِ لَا أَكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَذْكُرْ سَلْمَانَ .

ضعيف المشكاة (٤١٣٤)

৩৮১৩। সালমান (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে টিডিড খাওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন : আল্লাহর অসংখ্য সৈন্যবাহিনী রয়েছে। আমি এগুলো খাই না এবং হারামও বলি না। ৩৮১৩

দূর্বল : মিশকাত (৪১৩৪)।

৩৮১৪ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ الْجَرَّارِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ التَّهْدِي، عَنْ سَلْمَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ فَقَالَ مِثْلَهُ فَقَالَ " أَكْثَرُ جُنُودِ اللَّهِ " . قَالَ عَلِيُّ اسْمُهُ فَائِدُ يَغْنِي أَبَا الْعَوَّامِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَذْكُرْ سَلْمَانَ .

ضعيف ، انظر ما قبله

৩৮১৪। সালমান (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে টিডিড সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন : এরা আল্লাহর অসংখ্য সৈনিক। ৩৮১৪

দূর্বল : এর পূর্বেই দেখুন।

৩১ - باب في أكل الطَّائِفِ مِنَ السَّمَكِ

অনুচ্ছেদ- ৩৬ : ভেসে আসা মৃত মাছ খাওয়া সম্পর্কে

৩৮১৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطْفًا فَلَا تَأْكُلُوهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ

৩৮১২ বুখারী, মুসলিম।

৩৮১৩ ইবনু মাজাহ, বায়হাকী। হাদীসটি মুরসাল।

৩৮১৪ এর সানাদ দুর্বল। এর পূর্বেই দেখুন।

رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو بَرْزَةَ وَحَمَّادٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَوْقَفُوهُ عَلَى جَابِرٍ وَقَدْ أَسْنَدَ هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا مِنْ وَجْهِ ضَعِيفٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

ضعيف المشكاة (৪১৩৩) //

৩৮১৫। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'সমুদ্র যা নিক্ষেপ করে বা পানি সরে গেলে যা পাওয়া যায় তা খাও, আর যা মরে ভেসে উঠে তা খেও না।' ৩৮১৫

দুর্বল : মিশকাত (৪১৩৩)।

৩৭ - باب في المضطر إلى الميتة

অনুচ্ছেদ- ৩৭ : যে ব্যক্তি মৃত প্রাণী খেতে বাধ্য হয়

৩৮১৮ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا، نَزَلَ الْحَرَّةَ وَمَعَهُ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ فَقَالَ رَجُلٌ لِي نَاقَةٌ لِي ضَلَّتْ فَإِنْ وَجَدْتَهَا فَأَمْسِكْهَا . فَوَجَدَهَا فَلَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا فَمَرَضَتْ فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ انْحَرِهَا . فَأَبَى فَتَفَقَّتْ فَقَالَتْ اسْلُخْهَا حَتَّى تُقَدِّدَ شَحْمَهَا وَلَحْمَهَا وَتَأْكُلَهُ . فَقَالَ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ " هَلْ عِنْدَكَ غَنَى يُغْنِيكَ " . قَالَ لَا . قَالَ " فَكُلُوهَا " . قَالَ فَجَاءَ صَاحِبُهَا فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ " هَلَا كُنْتُ كَحَرَّتِهَا " . قَالَ اسْتَحْيَيْتُ مِنْكَ .

حسن الإسناد

৩৮১৬। জাবির ইবনু সামুরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজন নিয়ে হাররা নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করলো। অপর এক ব্যক্তি তাকে বললো, আমার একটি উট হারিয়ে গেছে। তুমি তা পেলে ধরে রাখবে। সে উটটি পেয়ে গেলো কিন্তু মালিককে পেলো না। উটটি অসুস্থ হয়ে পড়লে তার স্ত্রী তাকে বললো, এটা যাবাহ করো, কিন্তু সে যাবাহ করতে সম্মত হলো না। উটটি মারা গেলে তার স্ত্রী বললো, এর চামড়া ছাড়াও তাহলে এর গোশত ও চর্বি আগুনে জ্বালিয়ে খেতে পারবো। স্বামী বললো, রাসূলুল্লাহকে ﷺ-এর প্রশ্ন করে দেখি। সে তাঁর নিকট এসে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন : তোমার নিকট এমন কি কিছু আছে যা তোমাকে মূর্দা খাওয়া হতে মুখাপেক্ষিহীন করতে পারে? সে বললো, না। তিনি বললেন : তবে তা খাও। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর উটের মালিক ফিরে এলে সে তাকে ঘটনা অবহিত করলো। সে বললো, তুমি যাবাহ করলে না কেন? সে বললো, তোমার উট যাবাহ করতে লজ্জাবোধ করেছি। ৩৮১৬

সানাদ হাসান।

৩৮১৭ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ وَهَبٍ عَنْ عُقْبَةَ الْعَامِرِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ الْفَضْلِ الْعَامِرِيِّ، أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ قَالَ " مَا طَعَامُكُمْ " . قُلْنَا نَعْتَبِقُ وَنَضَطْبِجُ . قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فَسَرَّهُ لِي عُقْبَةُ قَدْ دَخَ غُدُوَّةً وَقَدْ دَخَ عَشِيَّةً . قَالَ " ذَلِكَ - وَأَبَى - الْجَوُوعُ " . فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمَيْتَةَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْعَقْبِيُّ مِنْ آخِرِ الثَّهَارِ وَالصُّبُوحِ مِنْ أَوَّلِ الثَّهَارِ .

ضعيف الإسناد // ، المشكاة (৪২৬১) //

৩৮১৫ ইবনু মাজাহ, বায়হাকী।

৩৮১৬ আহমাদ, বায়হাকী।

৩৮১৭। ফুজায়ঈ আল- 'আমিরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলেন, আমাদের জন্য কি মৃত প্রাণী হালাল নয়? তিনি বললেন : কেন, তোমাদের খাদ্য কি? আমি বললাম, সকালে এক পিয়ালো দুধ এবং রাতে এক পিয়ালো দুধ খেয়ে থাকি। আবু নু'আইম বলেন, 'উক্ববাহ আমার নিকট এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন : সকালে এক পিয়ালো এবং রাতে এক পিয়ালো, আমার পিতার কসম! আমরা সম্পূর্ণ ক্ষুধার্ত থাকি। এমতাবস্থায় তাদের জন্য তিনি মৃত প্রাণী খাওয়া হালাল করলেন। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, আল-গাবুক হচ্ছে রাতের পানীয় এবং আস-সাবুহ সকালের পানীয়। ৩৮১৭

সানাদ দুর্বল : মিশকাত (৪২৬১)।

৩৮ - باب في الجمع بين لؤنين من الطعام

অনুচ্ছেদ- ৩৮ : দুই রং- এর খাদ্য একত্র করা সম্পর্কে

৩৮১৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " وَدِدْتُ أَنْ عِنْدِي خُبْزَةٌ بَيْضَاءُ مِنْ بُرَّةٍ سَمَرَاءُ مُلَبَّقَةٌ بِسَمْنٍ وَلَبَنٍ . فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَاتَّخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ فَقَالَ " فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ هَذَا " . قَالَ فِي عُكَّةٍ ضَبُّ قَالَ " ارْفَعُهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حَدِيثٌ مُتَكَرِّرٌ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَيُّوبُ لَيْسَ هُوَ السَّخْنِيَانِي .
ضعيف ، المشكاة (٤٢٢٩) .

৩৮১৮। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুধ ও ঘিয়ে ভিজানো সাদা আটার সাদা রুটি আমার খুবই পছন্দ। লোকদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি উঠে গিয়ে ঐ ধরনের রুটি তৈরি করে আনলো। তিনি প্রশ্ন করলেন : ঘি কিরূপ পাত্রে ছিল? লোকটি বললো, শুই সাপের চামড়ার পাত্রে। তিনি বলেন : এটা তুলে নিয়ে যাও। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীসটি মুনকার। ৩৮১৮

সানাদ দুর্বল : মিশকাত (৪২২৯)।

৩৯ - باب في أكل الجبن

অনুচ্ছেদ- ৩৯ : পনীর খাওয়া

৩৮১৯ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَتَّصُورٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَنِّي السَّيِّئُ بِحُبَّتِهِ فِي ثَبُوكَ فَدَعَا بِسِكِّينٍ فَسَمَّى وَقَطَعَ .
حسن الإسناد

৩৮১৯। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবুকের ময়দানে নাবী ﷺ-এর নিকট পনীরের একটি টিকা আনা হলে তিনি ছুঁড়ি নিয়ে ডাকলেন এবং বিসমিল্লাহ বলে তা টুকরা টুকরা করলেন।

সানাদ হাসান। ৩৮১৯

৩৮১৭ বায়হাকী। সানাদের উক্ববাহ ইবনু ওয়াহাব : মাকবুল।

৩৮১৮ ইবনু মাজাহ, বায়হাকী। হাদীসটি মুনকার।

৩৮১৯ বায়হাকী।

৪০ - باب في الخل

অনুচ্ছেদ- ৪০ : সিরকা সম্পর্কে

৩৮২০ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ " .

صحیح

৩৮২০। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : সিরকা হচ্ছে উত্তম তরকারী।

সহীহ।

৩৮২১ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَمُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ " .

صحیح

৩৮২১। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : সিরকা উত্তম তরকারী।

সহীহ।

৪১ - باب في أكل الثوم

অনুচ্ছেদ- ৪১ : রসুন খাওয়া সম্পর্কে

৩৮২২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَجَاحٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا - أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا - وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ " . وَإِنَّهُ أَتَى بَيْدَرَ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنَ الْقُبُولِ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْقُبُولِ فَقَالَ " قَرَّبُوهَا " . إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا رَأَاهُ كَرِهَ أَكْلَهَا قَالَ " كُلْ فَإِنِّي أَتَاجِي مَنْ لَا تَنَاجِي " . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ بَيْدَرَ فَسَرَّهُ ابْنُ وَهْبٍ طَبَقٌ

صحیح

৩৮২২। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রসুন বা পিয়াজ খেয়েছে সে যেন আমাদের থেকে দূরে থাকে অথবা আমাদের মাসজিদ হতে দূরে থাকে। সে যেন নিজের ঘরে বসে থাকে। তাঁর সামনে একত্রে রান্না করা বিভিন্ন প্রকার তরকারী ভর্তি একটি পাত্র আনা হলে তিনি তা হতে এক ধরনের ঘ্রাণ পেয়ে প্রশ্ন করলেন। তাঁকে পাত্রের মধ্যকার তরকারী সম্পর্কে জানানো হলে তিনি বলেন : অমুক ব্যক্তির নিকট নিয়ে যাও। লোকটি তাঁর সাথেই ছিলো। তিনি যখন দেখলেন সে তা খেতে অপছন্দ করছে তখন তিনি বললেন : খাও। নিশ্চয়ই আমি এমন এক মহান সন্তার সাথে অতি গোপনে কথা বলি যার সাথে তোমরা কথা বলতে পারো না।

সহীহ।

৩৮২০ তিরমিযী।

৩৮২১ মুসলিম, নাসায়ী, দারিমী, আহমাদ।

৩৮২২ বুখারী, মুসলিম।

৩৮২৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو، أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا النَّحْبِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، ذَكَرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الثُّومَ وَالْبَصْلُ قَبْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَشَدُّ ذَلِكَ كُلَّهُ الثُّومَ أَفْضَحَرُّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " كُلُّوهُ وَمَنْ أَكَلَهُ مِنْكُمْ فَلَا يَفْرَبْ هَذَا الْمَسْجِدَ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهُ مِنْهُ " .
ضعیف

৩৮২৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সামনে পিয়াজ-রসুন সম্পর্কে কথা উঠলো। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! এর মধ্যে রসুনের গন্ধটাই খুব বেশি। আপনি কি এটা হারাম করেন? নাবী ﷺ বলেন : তোমরা তা খেতে পারো। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তা খায় সে যেন মুখের গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত অবশ্যই এ মাসজিদের নিকটে না আসে। ৩৮২৩

দূর্বল।

৩৮২৪ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَظْنَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ ثَقَلَ تَحَاةَ الْقَبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَقْلَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَمَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْغَيْبَةِ فَلَا يَفْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا " . ثَلَاثًا .
صحیح

৩৮২৪। হুযাইফাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি কিবলাহর দিকে থুথু ফেলে, ক্রিয়ামাতের দিন সে ঐ থুথু নিজের দু' চোখের মধ্যখানে পতিত অবস্থায় উপস্থিত হবে। যে ব্যক্তি এ খারাপ তরকারী (পিয়াজ) খাবে সে যেন আমাদের মাসজিদে না আসে। তিনি কথাটি তিনবার বলেছেন। ৩৮২৪

সহীহ।

৩৮২৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُثَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَفْرَبَنَّ الْمَسَاجِدَ " .
صحیح

৩৮২৫। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি এ গাছ (পিয়াজ) খাবে সে অবশ্যই যেন মাসজিদসমূহের নিকটে না আসে। ৩৮২৫

সহীহ।

৩৮২৬ - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ أَكَلْتُ ثُومًا فَأَتَيْتُ مُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ سُبِقَتْ بَرَكَةٌ فَلَمَّا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَجَدَ النَّبِيَّ ﷺ رِيحَ الثُّومِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاتَهُ قَالَ " مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَفْرَبْنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا " . أَوْ " رِيحُهُ " . فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلَاةَ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنِي يَدَكَ . قَالَ فَأَدْخَلْتُ يَدَهُ فِي كُمِ قَمِيصِي إِلَى صَدْرِي فَإِذَا أَنَا مَعْصُوبُ الصَّدْرِ قَالَ " إِنَّ لَكَ عُذْرًا " .
صحیح

৩৮২৬ ইবনু খুযাইমাহ, ইবনু হিব্বান, বায়হাকী। সানাদে নাজীহ অপরিচিত। ইবনু হিব্বান ছাড়া কেউ তাকে সিদ্ধাহ বলেননি।

৩৮২৮ ইবনু খুযাইমাহ, বায়হাকী, ইবনু হিব্বান। সিলসিলাহ সহীহাহ হা/২২২।

৩৮২৫ বুখারী, মুসলিম।

৩৮২৬। আল-মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসুন খেয়ে নাবী ﷺ-এর মুসল্লায় সলাত পড়তে আসলাম। তখন এক রাক'আত শেষ হয়েছে। আমি মাসজিদে প্রবেশ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ রসুনের গন্ধ পান। তিনি তাঁর সলাত শেষ করে বললেন : “যে ব্যক্তি এই গাছ (রসুন) হতে আহার করলো, তার মুখের দুর্গন্ধ দূর হওয়ার পূর্বে সে অবশ্যই যেন আমাদের নিকট না আসে।” আমি সলাত শেষ করে রাসূলুল্লাহর ﷺ-এর নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম! অবশ্যই আপনার হাতটা আমাকে দিন। মুগীরাহ (রা) বলেন, আমি তাঁর হাত জামার ভিতর দিয়ে আমার বুক পর্যন্ত ঢুকালাম। আমার বুকে পত্তি বাঁধা ছিলো। তিনি বললেন : এটা তোমার জন্য ওজর।^{৩৮২৬}

সহীহ।

৩৮২৭ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مِيسَرَةَ، - يَعْنِي الْعَطَّارَ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ وَقَالَ " مَنْ أَكَلَهُمَا فَلَا يَفْرِيَنَّ مَسْجِدَنَا " . وَقَالَ " إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ أَكْلِيهِمَا فَأَمِيتُوهُمَا طَبَخًا " . قَالَ يَعْنِي الْبَصَلَ وَالثُّومَ .
صحیح

৩৮২৭। মু'আবিয়াহ ইবনু কুররাহ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'টি গাছ খেতে বারণ করেছেন। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি ঐ গাছ দু'টো খাবে সে যেন অবশ্যই আমাদের মাসজিদে না আসে। তিনি আরো বলেছেন : তোমাদের যদি একান্তই এটা খেতে হয় তাহলে রান্না করে দুর্গন্ধ দূর করে খাও। বর্ণনাকারী বলেন, গাছ দু'টি হলো পিয়াজ ও রসুন।^{৩৮২৭}

সহীহ।

৩৮২৮ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْحَرَّاحُ أَبُو وَكَيْعٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شَرِيكَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ نَهَى عَنْ أَكْلِ الثُّومِ، إِلَّا مَطْبُوخًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ شَرِيكَ بْنُ حَنْبَلٍ .
صحیح

৩৮২৮। 'আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাঁচা রসুন খেতে নিষেধ করা হয়েছে। রান্না করে খাওয়াতে দোষ নেই।^{৩৮২৮}

সহীহ।

৩৮২৯ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا ح، وَحَدَّثَنَا حَيُّوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا بَقِيعٌ، عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، خِيَارِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ الْبَصْلِ، فَقَالَتْ إِنْ آخَرَ طَعَامٍ أَكَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامٌ فِيهِ بَصْلٌ .
ضعيف، الإرواء (٢٥١٣)

৩৮২৯। আবু যিয়াদ খিয়ার ইবনু সালামাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি 'আয়িশাহ (রা)-কে পিয়াজ খাওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সর্বশেষ যে খাবার খেয়েছিলেন তাতে পিয়াজ ছিল।^{৩৮২৯}

দুর্বল : ইরওয়া (২৫১৩)।

৩৮২৬ ইবনু খুযাইমাহ, বায়হাক্বী।

৩৮২৭ আহমাদ, বায়হাক্বী।

৩৮২৮ তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটির সানাদ মুসাদ্দাস হতে... এভাবে মজবুত নয়।

৩৮২৯ আহমাদ। সানাদে বাকিয়্যাহ ইবনুল ওয়ালাদী একজন মুদাল্লিস এবং তিনি এটি আনু আনু শব্দে বর্ণনা করেছেন।

৪২ - باب في الثمر

অনুচ্ছেদ- ৪২ : খেজুর সম্পর্কে

৩৮৩০ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ يَزِيدِ الْأَعْمُورِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزٍ شَعِيرٍ فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً وَقَالَ " هَذِهِ إِذَا مَا هَذِهِ " .

ضعيف، المشكاة (৪২২৩)

৩৮৩০। ইউসুফ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখলাম নাবী ﷺ এক টুকরা যবের রুটি নিয়ে তাতে একটি খেজুর রেখে বললেন : এই খেজুর এই রুটির তরকারী।^{৩৮৩০}

দূর্বল : মিশকাত (৪২২৩)।

৩৮৩১ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " نَبْتُ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ " .

صحيح

৩৮৩১। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : যে ঘরে খেজুর নেই সে ঘরের অধিবাসীরা অভুক্ত।^{৩৮৩১}

সহীহ।

৪৩ - باب في تفتيش الثمر المسوس عند الأكل

অনুচ্ছেদ- ৪৩ : পোকায় ধরা খেজুর পরীক্ষা করে খাওয়া

৩৮৩২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ حَبِلَةَ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرِ غَتِيٍّ وَجَعَلَ يُخَشِّشُهُ يُخْرِجُ السُّوسَ مِنْهُ .

صحيح

৩৮৩২। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাবী ﷺ-এর সামনে পুরাতন খেজুর পরিবেশন করা হলে তিনি তা ছিঁড়ে এর মধ্য হতে পোকা খুঁজে বের করতে থাকেন।^{৩৮৩২}

সহীহ।

৩৮৩৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالْتَمْرِ فِيهِ دُودٌ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ .

صحيح

৩৮৩৩। ইসহাক ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আবু তালহা (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ-এর নিকট পোকায় ধরা খেজুর দেয়া হতো। বাকী অংশ পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ।^{৩৮৩৩}

সহীহ।

৩৮৩০ এটি গত হয়েছে হা/৩২৫৯।

৩৮৩১ মুসলিম, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারিমী। ইনাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান গরীব।

৩৮৩২ ইবনু মাজাহ।

৩৮৩৩ বায়হাকী।

৪৬ - باب الإِقرَانِ فِي الثَّمَرِ حِنْدَ الْأَكْلِ

অনুচ্ছেদ- ৪৪ : খাওয়ার সময় একত্রে দু'টি খেজুর নেয়া

৩৮৩৪ - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْإِقرَانِ إِلَّا أَنْ تَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَكَ .

صحیح

৩৮৩৪। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমার সাথীর অনুমতি ছাড়া একত্রে দু'টি খেজুর তুলে খেতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন।^{৩৮৩৪}

সহীহ।

৪৭ - باب فِي الْجَمْعِ بَيْنَ لَوْنَيْنِ فِي الْأَكْلِ

অনুচ্ছেদ- ৪৫ : দু' ধরনের বস্ত একত্রে মিশিয়ে খাওয়া

৩৮৩৫ - حَدَّثَنَا حَنْصُ بْنُ عَمَرَ الثَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ الْقَنَاءَ بِالرُّطْبِ .

صحیح

৩৮৩৫। 'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফার (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ তাজা খেজুরের সাথে শসা খেতেন।^{৩৮৩৫}

সহীহ।

৩৮৩৬ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نُصَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ الْبَطِيخَ بِالرُّطْبِ فَيَقُولُ " نَكْسِرُ حَرًّا هَذَا بِرْدٍ هَذَا وَبَرْدٌ هَذَا بِحَرِّ هَذَا " .

حسن

৩৮৩৬। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাজা খেজুর দিয়ে তরমুজ খেতেন। তিনি বলতেন : এর ঠাণ্ডা ওটার গরম কমাতে এবং এর গরম ওটির ঠাণ্ডা কমিয়ে দিবে।^{৩৮৩৬}

সহীহ।

৩৮৩৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مَزِيدٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جَابِرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَدَمْنَا زَبْدًا وَتَمْرًا وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ وَالتَّمْرَ .

صحیح

৩৮৩৭। বুসর আস-সুলামীর দুই পুত্র সূত্রে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করলেন। আমরা তাঁকে পনির ও খেজুর খেতে দিলাম। তিনি পনির ও খেজুর খুব পছন্দ করতেন।^{৩৮৩৭}

সহীহ।

৩৮৩৪ বুখারী, মুসলিম।

৩৮৩৫ বুখারী, মুসলিম।

৩৮৩৬ তিরমিযী, হমাইদী। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান গরীব।

৩৮৩৭ ইবনু মাজাহ।

৪৬ - باب الأكل في آية أهل الكتاب

অনুচ্ছেদ- ৪৬ : আহলে কিতাবের খাদ্যপত্র ব্যবহার সম্পর্কে

৩৮৩৮ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، وَإِسْمَاعِيلُ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سَعَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنُصِيبُ مِنَ آيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقَيْنِيهِمْ فَتَسْتَمْنَعُ بِهَا فَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. صحیح

৩৮৩৮। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যুদ্ধে যোগদান করতাম। আমরা মুশরিকদের পাত্র ও পানপাত্র পেয়ে তা ব্যবহার করতাম। এতে তিনি আমাদের কোন দোষ ধরেননি। ৩৮৩৮

সহীহ।

৩৮৩৯ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ اللَّهِ، مُسْلِمِ بْنِ مِشْكَمٍ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُثَنِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّا نَحَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يُطَبِّعُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخَنَزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي آيَتِهِمُ الْخَمْرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ". صحیح

৩৮৩৯। আবু সা'লাবা আল-খুশানী (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকট আরজ করলেন, আমরা আহলে কিতাবের এলাকায় যাতায়াত করি। তারা তাদের হাঁড়িকে শূকরের গোশত রান্না করে এবং তাদের পানপাত্রে মদ পান করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যদি তোমরা তাদের পাত্র ছাড়া অন্য পাত্র পাও তবে তাতে পানাহার করো। আর যদি তাদেরগুলো ছাড়া অন্য কোন পাত্র না পাও তবে তাদেরগুলো পানি দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে তাতে পানাহার করো। ৩৮৩৯

সহীহ।

৪৭ - باب في دواب البحر

অনুচ্ছেদ- ৪৭ : সমুদ্রে বিচরণশীল প্রাণী সম্পর্কে

৩৮৪০ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَ عَلَيْنَا أبا عُبَيْدَةَ بْنَ الْحَرَّاحِ تَتَلَقَى عِيراً لِقَرَيْشٍ وَزَوْدًا جَرَابًا مِنْ تَمَرٍ لَمْ تَحْدَلْ لَهُ غَيْرُهُ فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً كُلَّ نَحْصَةٍ كَمَا يَمُصُّ الصَّبِيُّ ثُمَّ تَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ وَكُنَّا نَضْرِبُ بَعْضِنَا الْخِطَّ ثُمَّ نَبْلُهُ بِالْمَاءِ فَتَأْكُلُهُ وَنُطْلِقُنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَرَفَعَ لَنَا كَهَيْفَةَ الْكَيْبِ الضَّخْمُ فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هُوَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرُ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَيْتَةٌ وَلَا تَحُلْ لَنَا ثُمَّ قَالَ لَا بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ اضْطَرَّرْنَا إِلَيْهِ فَكُلُوا فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةٍ حَتَّى سَمِعْنَا فَلَمَّا قَدَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " هُوَ رِزْقُ اللَّهِ لَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَطَطْعِمُونَا مِنْهُ ". فَارْسَلْنَا مِنْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَكَلَ. صحیح

৩৮৪০। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশদের একটি কাফেলাকে পাকড়াও করতে আমাদেরকে এক অভিযানে পাঠালেন। তিনি আবু 'উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা)-কে আমাদের অধিনায়ক বানালেন। তিনি আমাদের সাথে এক ব্যাগ খেজুরও দিলেন। এছাড়া আর কিছু আমাদের সাথে ছিলো না। আবু 'উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা) প্রতিদিন আমাদের প্রত্যেককে একটি করে খেজুর দিতেন। আমরা বাচ্চাদের মত তা চুষে খেতাম। অতঃপর পানি পান করতাম। এভাবে আমরা রাত পর্যন্ত সারাদিন কাটিয়ে দিতাম। আমরা নিজেদের লাঠি দিয়ে গাছের পাতা ঝড়িয়ে তা পানিতে ভিজিয়ে খেয়েছি। জাবির (রা) বলেন, আমরা সমুদ্রের কিনারার দিকে অগ্রসর হলাম। অতঃপর সমুদ্রের তীরে বালুর ঢিবির ন্যায় একটি বস্তু দেখা গেলো। আমরা গিয়ে দেখলাম, এটা একটা সামুদ্রিক প্রাণী, যার নাম আম্বর (তিমি) মাছ। আবু 'উবাইদাহ (রা) বললেন, এটা মৃত প্রাণী, আমাদের জন্য হালাল নয়। অতঃপর তিনি মত পালটিয়ে বললেন, না! বরং আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতিনিধি এবং আমরা আল্লাহর রাষ্ট্রায় বের হয়েছি। তোমরাও সংকটাপন্ন অবস্থায় সম্মুখীন হয়েছ, সুতরাং এটা খাও। জাবির (রা) বলেন, কেবলমাত্র আমরাই সেখানে অবস্থান করেছিলাম। আমরা সংখ্যায় ছিলাম তিনশো। আমরা প্রতিদিন তা খেয়ে মোটাতাজা হয়ে গেলাম। আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকট ফিরে এসে তাঁকে ঘটনাটি বললাম। তিনি বললেন : ওটা ছিল রিযিক, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য পাঠিয়েছিলেন। তোমাদের সাথে এর গোশত অবশিষ্ট আছে কি? থাকলে আমাকে খাওয়াও। আমরা মাছে কিছু অংশ রাসূলুল্লাহর (র) নিকট পৌছলাম, তিনি তা খেলেন। ৩৮৪০

সহীহ।

৪৮ - باب فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمَنِ

অনুচ্ছেদ- ৪৮ : ঘি-এর মধ্যে ইঁদুর পড়লে করণীয়

৩৮৪১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سَفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُيَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ فَاْرَةً، وَقَعَتْ، فِي سَدَنِ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ " أَلْقُوا مَا حَوْلَهَا وَكُلُّوا " .
صحیح

৩৮৪১। মাইমূনাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। একটি ইঁদুর ঘিরের মধ্যে পড়ে গেলে নাবী ﷺ-কে তা জানানো হলো। তিনি বললেন : এর চারপাশের ঘি ফেলে দিয়ে অবশিষ্ট ঘি খাও। ৩৮৪১

সহীহ।

৩৮৪২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، - وَاللَّفْظُ لِلْحَسَنِ - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمَنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تُفْرُبُوهُ " . قَالَ الْحَسَنُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَرُبَّمَا حَدَّثَ بِهِ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُيَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
شاذ ، المشكاة (٤١٢٣)

৩৮৪০ মুসলিম, নাসায়ী, আহমাদ, হুমাইদী।

৩৮৪১ বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী।

৩৮৪২। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি ঘিয়ের মধ্যে ইঁদুর পতিত হয় এবং তা জমাট বাঁধা হয় তবে ইঁদুর ও এর চার পাঁশের ঘি ফেলে দিবে। ঘি যদি তরল হয় তবে তার নিকট যাবে না (খাবে না)। ৩৮৪২

শায : মিশকাত (৪১২৩)।

৩৮৪৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُذَوَيْهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ النَّسِيبِ.

৩৮৪৩। ইবনু আব্বাস (রা) হতে মাইমুনাহ (রা) সূত্রে নাবী ﷺ যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা ইবনুল মুসাইয়্যাহ বর্ণিত যুহরীর হাদীসের অনুরূপ। ৩৮৪৩

৪৭ - باب في الذباب يقع في الطعام

অনুচ্ছেদ- ৪৯ : খাদ্যদ্রব্যে মাছি পড়লে করণীয়

৩৮৪৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا بَشَرٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ - عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ الْقُبَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي إِثَاءٍ أَحَدِكُمْ فَاثْقَلُوهُ فَإِنْ فِي أَحَدٍ جَنَاحِهِ دَاءٌ وَفِي الْآخَرِ شِفَاءٌ وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَمْسَسْهُ كُلَّهُ " .
صحیح

৩৮৪৪। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কারো পায়ে মাছি পড়লে তা এর ভিতরে ডুবিয়ে দাও। কেননা তার এক ডানায় রোগ এবং অপর ডানায় নিরাময় রয়েছে। সে জীবাণুযুক্ত পাখা ডুবিয়ে দিতে চেষ্টা করে। কাজেই তা সম্পূর্ণভাবে ডুবিয়ে দাও। ৩৮৪৪
সহীহ।

৫০ - باب في اللقمة تسقط

অনুচ্ছেদ- ৫০ : পতিত লোকমা

৩৮৪৫ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعَنَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ وَقَالَ " إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةٌ أَحَدِكُمْ فَلْيَمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ " .
وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الصَّخْفَةَ وَقَالَ " إِنْ أَحَدَكُمْ لَا يَذَرِي فِي أَى طَعَامِهِ يَبَارِكُ لَهُ " .
صحیح

৩৮৪৫। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ খাওয়া শেষ করে তিনটি আঙ্গুল চাটতেন এবং বলতেন : তোমাদের কারো লোকমা পড়ে গেলে সে যেন তার ময়লা দূর করে তা খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য ফেলে না রাখে। তিনি আমাদেরকে থালা পরিষ্কার করে খেতে আদেশ দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন : তোমাদের কেউই জানে না খাদ্যের কোন অংশে তার জন্য বরকত রয়েছে। ৩৮৪৫

সহীহ।

৩৮৪২ আহমাদ।

৩৮৪৩ এটি গত হয়েছে এটি গত হয়েছে হা/৩৮৪১।

৩৮৪৪ আহমাদ।

৩৮৪৫ মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ, দারিমী। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ গরীব।

৫১ - باب في الخادم يأكل مع المولى

অনুচ্ছেদ- ৫১ : মালিকের সাথে চাকরের খাদ্য গ্রহণ

৩৮৪৬ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامًا ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَهُ وَذَخَانَهُ فَلْيَقْعِدْهُ مَعَهُ لِيَأْكُلَ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوعًا فَلْيَضْغْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ " .
صحیح

৩৮৪৬। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কারো খাদেম যখন খাবার তৈরি করে তার জন্য পেশ করে; সে বাবুচিখানার উত্তাপ করেছে; মালিক যেন তাকে সাথে নিয়ে খায়। খাদ্যের পরিমাণ কম হলে সে যেন অন্তত তার হাতে এক বা দুই লোকমা খাদ্য তুলে দেয়।^{৩৮৪৬}

সহীহ।

৫২ - باب في المنديل

অনুচ্ছেদ- ৫২ : রুমাল ব্যবহার করা

৩৮৪৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يَلْعَقَهَا " .
صحیح

৩৮৪৭। ইবনু আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ আহার করার পর আঙ্গুল চেটে খাওয়ার বা খাওয়ানোর পূর্বে যেন রুমালে হাত না মুছে।^{৩৮৪৭}

সহীহ।

৩৮৪৮ - حَدَّثَنَا الثَّوَالِي، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ غُرُورَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعٍ وَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا " .
صحیح

৩৮৪৮। ইবনু কা'ব ইবনু মালিক (রা) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ তিন আঙ্গুল দিয়ে আহার করতেন এবং আঙ্গুল চেটে খাওয়ার আগে তা মুছতেন না।^{৩৮৪৮}

সহীহ।

৫৩ - باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا طَعِمَ

অনুচ্ছেদ- ৫৩ : খাওয়া শেষে যা বলতে হয়

৩৮৪৯ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَتِ الْمَائِدَةُ قَالَ " الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مَبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُودَّعٍ وَلَا مُسْتَعْنَى عَنْهُ رَبَّنَا " .
صحیح

৩৮৪৬ মুসলিম, আহমাদ।

৩৮৪৭ বুখারী, মুসলিম।

৩৮৪৮ মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী।

৩৮৪৯। আবু উমামাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, দস্তুরখান তুলে নেয়ার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : “আল্লাহর জন্য অসংখ্য প্রশংসা, পবিত্রতা ও প্রাচুর্য অবিরভাবে। হে আমাদের রব! আমরা যেন আপনার দেয়া রিযিক হতে মুখাপেক্ষিহীন না হই।” ৩৮৪৯

সহীহ।

৩৮৫০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَّغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ " .

ضعيف المشكاة (৪২০৪)

৩৮৫০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ খাওয়া শেষে বলতেন : “সেই আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন, পান করালেন এবং মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।” ৩৮৫০

দুর্বল : মিশকাত (৪২০৪)।

৩৮৫১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي عَقِيلٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا " .

صحیح

৩৮৫১। আবু আইয়ুব আল-আনসারী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খাওয়া বা পান করার পর বলতেন : “সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি খাওয়ালেন, পান করালেন, পেটে প্রবেশ করা সহজ করে দিলেন এবং এগুলো বের হওয়ারও ব্যবস্থা রাখলেন।” ৩৮৫১

সহীহ।

৫৪ - باب فِي غَسْلِ الْيَدِ مِنَ الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ- ৫৪ : খাওয়া শেষে হাত ধোয়া

৩৮৫২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ تَامَ فِي يَدِهِ غَمْرٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يُلَوِّمُنْ إِلَّا نَفْسَهُ " .

صحیح

৩৮৫২। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি হাত পরিষ্কার না করেই হাতে গোশতের গন্ধ ও তৈলাক্ততা নিয়ে ঘুমালো, এতে তার কোন ক্ষতি হলে এজন্য সে নিজেকেই যেন তিরস্কার করে। ৩৮৫২

সহীহ।

৩৮৪৯ বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ, দারিমী।

৩৮৫০ তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। সানাদের ইসমাঈল ইবনু রাবাহ সম্পর্কে হাফিয বলেন : মাজহুল।

৩৮৫১ নাসায়ীর ‘আমানুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ।

৩৮৫২ বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারিমী। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান গরীব।

৫৫ - باب مَا جَاءَ فِي الدَّعَاءِ لِزُبِّ الطَّعَامِ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ

অনুচ্ছেদ-৫৫ : যিনি খাওয়ালেন খাওয়া শেষে তার জন্য দু'আ করা

৩৮৫৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ صَنَعَ أَبُو الْهَيْثَمِ بْنُ التَّيْهَانِ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فَلَمَّا فَرَّغُوا قَالَ " أَتَيْتُوْا أُخَاكُمْ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا إِنَّا بِنْتُهُ قَالَ " إِنْ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ فَأَكَلَ طَعَامَهُ وَشَرِبَ شَرَابَهُ فَدَعَا لَهُ فَذَلِكَ إِنَّا بِنْتُهُ "

ضعيف، الإرواء (১১১০)

৩৮৫৩। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল হাইসাম ইনুত ভাইহান (রা) নাবী ﷺ-এর জন্য খাবার তৈরি করলেন। তিনি নাবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীদেরকে জঁর বাড়িতে দাওয়াত করলেন। তারা খাওয়া শেষ করলে নাবী ﷺ বললেন : তোমাদের ভাইয়ের প্রতিদান দাও। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তার প্রতিদান কি? তিনি বললেন : কোন লোককে ঘরে প্রবেশ করিয়ে সেখানে পানাহার করানো হলে যদি তার (দাওয়াতদাতার) জন্য দু'আ করা হয়, এটাই তার প্রতিদান। ৩৮৫৩

দুর্বল : ইরওয়া (১১১০)।

৩৮৫৪ - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَجَاءَ بِخَبْزٍ وَزَيْتٍ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَفْطَرْتُ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَأَكَلْتُ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلْتُ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ " .

صحيح

৩৮৫৪। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা নাবী ﷺ সা'দ ইবনু 'উবাদাহর (রা) বাড়িতে গেলেন। সা'দ (রা) রুটি ও যাইতুন তৈল আনলেন। তা খাওয়ার পর নাবী ﷺ বললেন : তোমাদের নিকট রোযাদারগণ ইফতার করেছে, সৎ লোকেরা তোমাদের খাদ্য খেয়েছে এবং ফিরিশতাগণ তোমার জন্য রহমাতের দু'আ করেছেন। ৩৮৫৪

সহীহ।

৩৮৫৩ আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এর সানাদে নাম উল্লেখহীন জনৈক অজ্ঞাত ব্যক্তি রয়েছে এবং সানাদের দালানী হলো ইয়াযীদ ইবনু 'আবদুর রহমান। তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার ভুল ও তাদলীস প্রচুর।

৩৮৫৪ আহমাদ, বায়হাকী, ইবনু মাজাহ।

২৩ - كتاب الطب

অধ্যায়- ২৩ : চিকিৎসা

১ - باب في الرجل يتداوى

অনুচ্ছেদ-১ : অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসা গ্রহণ সম্পর্কে

৩৮০০ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غُمَرَ التَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ فَجَاءَ الْأَعْرَابُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَتَدَاوَى فَقَالَ " تَدَلُّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ " .

صحیح

৩৮৫৫। উসামাহ ইবনু শরীক (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর নিকট এসে দেখলাম তাঁর সাহাবীদের মাথার উপর যেন পাখী বসে আছে, অর্থাৎ শান্ত পরিবেশ বিরাজ করছে। আমি সালাম দিয়ে বসলাম। অতঃপর এদিক-সেদিক হতে কিছু বেদুইন এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করবো? তিনি বলেন, তোমরা চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করো; কেননা মহান আল্লাহ একমাত্র বার্বাক্য ছাড়া সকল রোগেরই ঔষধ সৃষ্টি করেছেন। ৩৮৫৫

সহীহ।

২ - باب في الحمية

অনুচ্ছেদ-২ : রোগীর খাদ্য গ্রহণে সতর্কতা অবলম্বন করা

৩৮০১ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو عَامِرٍ - وَهَذَا لَفْظُ أَبِي عَامِرٍ - عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ أُمِّ الْمُثَنَّرِ بِنْتِ قَيْسِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلِيٌّ نَاقَةٌ وَكُنَّا قَوَالِي مُعَلَّقَةً فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَامَ عَلِيٌّ لِيَأْكُلَ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِعَلِيٍّ " مَهْ إِنَّكَ نَاقَةٌ " . حَتَّى كَفَّ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ . قَالَتْ وَصَنَعْتُ شَعِيرًا وَسَلَقًا فَجِئْتُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَا عَلِيُّ أَصِيبَ مِنْ هَذَا فَهُوَ أَنْفَعُ لَكَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ هَارُونُ الْعَدُوَّةُ .

حسن

৩৮৫৬। উম্মুল মুনযির বিনতু ক্বায়িস আল-আনসারিয়্যাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আলী (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে আমার নিকট এলেন। 'আলী সুস্থ হয়ে উঠেছেন মাত্র কিন্তু দুর্বলতা এখনো কাটেনি। আমাদের ঘরে খেজুর গুচ্ছ লটকানো ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা খেতে শুরু করলেন। 'আলীও খেতে উঠলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আলীকে বললেন : তুমি এগুলো খেয়ো না; কারণ তুমি এখনো দুর্বল। 'আলী (রা) বিরত থাকলেন। বর্ণনাকারীরা বলেন, আমি যব ও বীট চিনি দিয়ে খাদ্য তৈরি

৩৮৫৫ বুখারী, তিরমিযী, আহমাদ, হুমাইদী। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

করে তাঁর জন্য আনলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে 'আলী! এটা খাও, এটা তোমার জন্য উপকারী। ৩৮৫৬

হাসান।

৩ - باب في الحِجَامَةِ

অনুচ্ছেদ- ৩ : রক্তমোক্ষণ (শিংগা লাগানো)

৩৮৫৭ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا نَدَّوَيْتُمْ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ " .

صحیح

৩৮৫৭। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা যেসব চিকিৎসা গ্রহণ করে থাকো তার মধ্যে রক্তমোক্ষণ হলো সর্বোত্তম চিকিৎসা। ৩৮৫৭

সহীহ।

৩৮৫৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ الدَّمَشَقِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي، حَدَّثَنَا فَائِدٌ، مَوْلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ مَوْلَاهُ، عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ حَدِيثِهِ، سَلَّمَ خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ مَا كَانَ أَحَدٌ يَشْتَكِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحَمًا فِي رَأْسِهِ إِلَّا قَالَ " احْتَجِمْ " . وَلَا وَحَمًا فِي رِجْلَيْهِ إِلَّا قَالَ " اخْضِبْهُمَا " .

حسن

৩৮৫৮। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খাদেম সালমা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, কেউ মাথাব্যথার অভিযোগ নিয়ে ﷺ নিকট এলে তিনি তাকে বলতেন : রক্তমোক্ষণ করাও। আর পায়ের ব্যথার অভিযোগের ক্ষেত্রে বলতেন : মেহেদী পাতার রস লাগাও। ৩৮৫৮

হাসান।

৪ - باب في مَوَاضِعِ الحِجَامَةِ

অনুচ্ছেদ- ৪ : রক্তমোক্ষণের স্থান

৩৮৫৯ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشَقِيُّ، وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي كَبِيْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ، - قَالَ كَثِيرٌ إِنَّهُ حَدَّثَهُ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ " مَنْ أَهْرَاقَ مِنْ هَذِهِ الدَّمَاءِ فَلَا يَضُرَّهُ أَنْ لَا يَتَدَاوَى بِشَيْءٍ لَشَيْءٍ " .

صحیح

৩৮৫৬ তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান গরীব।

৩৮৫৭ ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৩৮৫৮ তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান গরীব।

৩৮৫৯। আবু কাবশাহ আল-আনসারী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ তাঁর সিঁথিতে এবং দু' কাঁধের মধ্যখানে রক্তমোক্ষণ করাতেন। তিনি বলতেন : যে ব্যক্তি এই অঙ্গ হতে রক্তমোক্ষণ করাবে, সে কোন রোগের কোন ঔষধ ব্যবহার না করলেও তার অসুবিধা নেই। ৩৮৫৯

সহীহ।

৩৮৬০ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا حَرِيرٌ، - يَغْنِي ابْنُ حَازِمٍ - حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ ثَلَاثًا فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ . قَالَ مَعْمَرٌ احْتَجَمْتُ فَذَهَبَ عَقْلِي حَتَّى كُنْتُ أَلْقُنُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِي . وَكَانَ احْتَجَمَ عَلَى هَامَتِهِ .

(قول معمر بن راشد) صحيح

৩৮৬০। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ তিনবার ঘাড়ের দু'টি রগে এবং কাঁধে রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন। মা'মার (র) বলেন, একদা আমি রক্তমোক্ষণ করালে আমার স্মৃতি লোপ পেলো, এমনকি সলাতে সূরাহ ফাতিহা অন্যের সাহায্য নিয়ে পাঠ করলাম। তিনি তার মাথার মাঝখানে রক্তমোক্ষণ করিয়েছিলেন। ৩৮৬০

মা'মার বর্ণিত হাদীস সহীহ।

৫ - باب مَتَى تُسْتَحَبُّ الْحِجَامَةُ

অনুচ্ছেদ- ৫ : রক্তমোক্ষণের উত্তম সময়

৩৮৬১ - حَدَّثَنَا أَبُو ثَوْبَةَ الرَّيِّعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ احْتَجَمَ لِسَبْعِ عَشْرَةَ وَتِسْعِ عَشْرَةَ وَإِخْدَى وَعِشْرِينَ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ " .

حسن

৩৮৬১। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রতি মাসের সতেরো, উনিশ বা একুশ তারিখে রক্তমোক্ষণ করাবে, তা সকল রোগের মহা ঔষধ। ৩৮৬১

হাসান।

৩৮৬২ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرَةَ، بَكَارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَنِي عَمَّتِي، كَبْشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرَةَ - وَقَالَ غَيْرُ مُوسَى كَيْسَةَ بِنْتُ أَبِي بَكْرَةَ - أَنَّ أَبَاهَا، كَانَ يَنْهَى أَهْلَهُ عَنِ الْحِجَامَةِ، يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ وَيَوْمَ النَّهْدِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ يَوْمَ الدَّمِّ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَرْفَأُ .

ضعف ، المشكاة (٤٥٤٩)

৩৮৬২। কায়্যিসাহ বিনতু আবু বাকরাহ (র) বর্ণনা করেন যে, তার পিতা নিজের পরিজনকে মঙ্গলবার দিন রক্তমোক্ষণ করতে বারণ করতেন। তিনি দাবি করতেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, মঙ্গলবার দিন হলো রক্তের দিন; এদিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যখন রক্তক্ষরণ বন্ধ হয় না। ৩৮৬২

দূর্বল : মিশকাত (৪৫৪৯)।

৩৮৫৯ ইবনু মাজহাহ।

৩৮৬০ ইবনু মাজহাহ, আহমাদ।

৩৮৬১ বায়হাকী, হাকিম। ইমাম হাকিম বলেন : এটি মুসলিমের শর্তে সহীহ। সহীহাহ হা/৬২২।

৩৮৬২ বায়হাকী। এর সানাদে কাবশাহ বিনতু আবু বাকরাহ অজ্ঞাত। হাকিম বলেন : তার অবস্থা জানা যায়নি।

৬- باب في قطع العرق وموضع الحنجم

অনুচ্ছেদ- ৬ : শিরা কেটে রক্তমোক্ষণ করা এবং রক্তমোক্ষণের স্থান

৩৮৬৩ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَحَمَ عَلَى وَرِكِهِ مِنْ

وَتَّاءٍ كَانَ بِهِ .

صحیح

৩৮৬৩। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাড় মচকে গেলে তিনি এর জন্য রক্তমোক্ষণ করান। ৩৮৬৩

সহীহ।

৩৮৬৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَبِي طَبِيٍّ فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا .

صحیح

৩৮৬৪। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ-এর উবাই (রা)-এর নিকট একজন ডাক্তার পাঠালেন। অতএব সে তার একটি শিরা কেটে দেয়। ৩৮৬৪

সহীহ।

৭- باب في الكي

অনুচ্ছেদ- ৭ : গরম লোহা দিয়ে দাগানো

৩৮৬৫ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْكَيِّ فَكَوَيْتُنَا فَمَا أَقْلَحْنَا وَلَا أَنْحَنَّا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَانَ يَسْمَعُ تَسْلِيمَ الْمَلَائِكَةِ فَلَمَّا اكْتَوَى الْقَطْعَ عَنْهُ فَلَمَّا تَرَكَ رَجَعَ إِلَيْهِ .

صحیح

৩৮৬৫। ইমরান ইবনু হুসাইন (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ লোহা গরম করে শরীরে দাগ দিতে বারণ করেছেন। তবুও আমরা লোহা দাগিয়ে চিকিৎসা করেছি; কিন্তু সুস্থ হইনি, সফলকামও হইনি। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, তিনি (ইমরান) ফিরিশতাদের সালাম শুনতেন। তিনি লোহার দাগ গ্রহণের পর তা আর শুনতে পাননি। তিনি তা ত্যাগ করলে আগের ন্যায় সালাম শুনতে পান। ৩৮৬৫

সহীহ।

৩৮৬৬ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَوَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ

مِنْ رَمِيَّتِهِ .

صحیح

৩৮৬৩ ইবনু মাজাহ, বায়হাকী।

৩৮৬৪ মুসলিম, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৩৮৬৫ তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৩৮৬৬। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। সা'দ ইবনু মুআয (রা)-এর তীরের আঘাতের স্থানে নাবী ﷺ গরম লোহার স্যাক দিয়ে চিকিৎসা করেছেন।^{৩৮৬৬}
সহীহ।

৮ - باب في السَّعُوطِ

অনুচ্ছেদ- ৮ : নাকে ঔষধ প্রয়োগ করা

৩৮৬৭ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا وَهْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْطَ .
صحیح

৩৮৬৭। ইবনু আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ নাকে ঔষধ ব্যবহার করেছেন।^{৩৮৬৭}
সহীহ।

৯ - باب في النَّشْرَةِ

অনুচ্ছেদ- ৯ : নুশরাহ (শয়তানী মন্ত্র)

৩৮৬৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا عَقِيلُ بْنُ مَعْقِلٍ، قَالَ سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنْبِهِ، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ النَّشْرَةِ فَقَالَ "هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ".
صحیح

৩৮৬৮। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নুশরাহ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন : এগুলো শয়তানের কার্যকলাপ।^{৩৮৬৮}
সহীহ।

১০ - باب في التَّرْيَاقِ

অনুচ্ছেদ- ১০ : বিষের প্রতিষেধক

৩৮৬৯ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا شَرَحْبِيلُ بْنُ يَزِيدَ الْمَعَاوِرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ التَّوَخِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "مَا أَبَالِي مَا أَتَيْتُ إِنْ أَنَا شَرِبْتُ تَرْيَاقًا أَوْ تَعَلَّقْتُ نَمِيمَةً أَوْ قُلْتُ الشَّعْرَ مِنْ قَبْلِ نَفْسِي". قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةٌ وَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ قَوْمٌ يَعْنِي التَّرْيَاقَ .
ضعيف ، المشكاة (১০০৫)

৩৮৬৯। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আমি যদি বিষ প্রতিষেধক পান করি অথবা তাবীয় লটকাই অথবা নিজের পক্ষ হতে কোন কবিতা পাঠ করি তাহলে এতে আমার প্রভাবিত হওয়ার ভয় করি না। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, নাবী ﷺ-এর ক্ষেত্রে বিশেষ

৩৮৬৬ আহমাদ।

৩৮৬৭ বুখারী, মুসলিম।

৩৮৬৮ আহমাদ।

ব্যতিক্রম ছিল যে, তিনি প্রতিষেধক গ্রহণ করেননি। তবে তিনি উম্মাতের জন্য প্রতিষেধক গ্রহণের সুযোগ রেখেছেন।^{৩৮৬৯}

দুর্বল : মিশকাত (৪৫৫৪)।

১১ - باب في الأذوية المكروهة

অনুচ্ছেদ- ১১ : নিষিদ্ধ ঔষধ ব্যবহার

৩৮৭০ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ .

صحیح

৩৮৭০। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নাপাক ঔষধ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।^{৩৮৭০}

সহীহ।

৩৮৭১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّ طَبِييًّا، سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَتَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا .

صحیح

৩৮৭১। আবদুর রহমান ইবনু 'উসমান (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা এক ডাক্তার নাবী ﷺ-কে ব্যাঙ দিয়ে ঔষধ তৈরী সম্পর্কে প্রশ্ন করলে নাবী ﷺ তাকে ব্যাঙ হত্যা করতে নিষেধ করলেন।^{৩৮৭১}

সহীহ।

৩৮৭২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ حَسَا سُمًّا فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا " .

صحیح

৩৮৭২। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি বিষ পান করবে সে নিজ হাতে দোষখের আগুনে বিষ পান করবে এবং চিরকালের জন্য জাহান্নামের প্রবেশ করবে।^{৩৮৭২}

সহীহ।

৩৮৭৩ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، ذَكَرَ طَارِقُ بْنُ سُوَيْدٍ أَوْ سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ فَتَهَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَتَهَاهُ فَقَالَ لَهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهَا دَوَاءٌ . قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لَا وَلَكِنَّهَا دَاءٌ " .

صحیح

৩৮৬৯ আহমাদ। সানাদের 'আবদুর রহমান ইবনু রাফি' সম্পর্কে হাফিয় বলেন : যঈফ।

৩৮৭০ তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৩৮৭১ নাসায়ী, আহমাদ, দারিমী।

৩৮৭২ বুখারী, মুসলিম।

৩৮৭৩। আলকামা ইবনু ওয়ায়েল (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তারিক ইবনু সুওয়াইদ বা সুওয়াইদ ইবনু তারিক (রা) নাবী ﷺ-কে মদ ব্যবহার সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি তাকে নিষেধ করলেন। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলে তিনি তাকে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর নাবী। এটা তো ঔষধ। নাবী ﷺ বলেন : “না, বরং এটা ব্যাধি।” ৩৮৭৩

সহীহ।

৩৮৭৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاسِطِي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنْ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ " .

ضعيف غاية المرام (٦٦) ، المشكاة (٤٥٣٨)

৩৮৭৪। আবু দারদা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ রোগ এবং ঔষধ অবতীর্ণ করেছেন এবং প্রতিটি রোগের ঔষধ সৃষ্টি করেছেন সুতরাং তোমরা ঔষধ গ্রহণ করো; তবে হারাম ঔষধ নয়।” ৩৮৭৪

দূর্বল : গায়াতুল মারাম (৬৬), মিশকাত (৪৫৩৭)।

১২ - باب في ثمرة العجوة

অনুচ্ছেদ- ১২ : আজওয়া খেজুর সম্পর্কে

৩৮৭৫ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ مَرَضْتُ مَرَضًا أَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْوِذُنِي فَوْضِعَ يَدِهِ بَيْنَ ثَدْيَيْ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا عَلَى فُؤَادِي فَقَالَ " إِنَّكَ رَجُلٌ مَفْقُودٌ أَنْتَ الْحَارِثُ بْنُ كَلْدَةَ أَخَا ثَقِيفٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَطْطِبُ فَلْيَأْخُذْ سَبْعَ ثَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ فَلْيَجَاهُنْ بِتَوَاهُنٍ ثُمَّ لِيَلِدْكَ بِهِنَ " .

ضعيف ، المشكاة (٤٢٢٤) / التحقيق الثاني

৩৮৭৫। সা'দ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দেখতে আসলেন এবং আমার বুকে তাঁর হাত রাখলেন। আমি আমার হৃদয়ে তাঁর হাতের শীতলতা অনুভব করলাম। অতঃপর তিনি বললেন : তুমি হৃদরোগী, তুমি সাকীফ গোত্রের হারিস ইবনু কালাদাহর নিকট যাও; কারণ সে এসব রোগের চিকিৎসা করে। সে যেন মাদীনাহর আজওয়া খেজুর হতে সাতটি খেজুর নিয়ে বাঁচিসহ চূর্ণ করে সেগুলো তোমার মুখে ঢেলে দেয়।” ৩৮৭৫

দূর্বল : মিশকাত (৪২২৪)।

৩৮৭৬ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ ثَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمٌ وَلَا سِحْرٌ " .

صحيح

৩৮৭৩ মুসলিম, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

৩৮৭৪ বায়হাকী। সানাদে ইসমাঈল ইবনু 'আইয়াস তার শহরের লোকদের সূত্র বর্ণনায় সত্যবাদী কিন্তু অন্যদের সূত্রে বর্ণনায় সংমিশ্রণকারী।

৩৮৭৫ আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এর সানাদে ইনকিতা হয়েছে। হাম্মাদ, সা'দকে পাননি।

৩৮৭৬। 'আমির ইবনু সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাস (র) হতে নিজের পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রত্যহ সকালে সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে, সেদিন কোন ধরনের বিষ ও যাদু তাকে ক্ষতি করবে না। ৩৮৭৬

সহীহ।

১৩ - باب في العلاق

অনুচ্ছেদ- ১৩ : আলজিভ ফোলা সম্পর্কে

৩৮৭৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَحَامِدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مُحَصَّنٍ، قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَابِي لِي قَدْ أَغْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ " عَلَامَ تَذْغُرْنَ أَوْلَادَكُمْ بِهَذَا الْعَلَاقِ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْحَنْبِ يَسْتَعْطُ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلِدُّ مِنْ ذَاتِ الْحَنْبِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَغْنِي بِالْعُودِ الْقُسْطُ .
صحیح

৩৮৭৭। উম্মু ক্বায়িস বিনতু মিহসান (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার ছেলেকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলাম। তার আলজিভ ফুলে ব্যথা হওয়ায় আমি তাতে মালিশ করেছিলাম। তিনি বললেন : আলজিভ ফোলার কারণে তোমরা তোমাদের সন্তানদের গলায় চাপ দিয়ে তাদের কষ্ট দিচ্ছে। কেন? তোমরা উদ হিন্দী ব্যবহার করো; কেননা সাত প্রকার ব্যাধিতে তা উপকারী। শিশুদের আলজিভ ফুলে ব্যথা হলে তা ঘষে গুড়া করে পানির সঙ্গে মিশিয়ে নাকের ভেতর ফোঁটায় প্রবেশ করাবে এবং ফুসফুস আবরক খিল্লীর প্রদাহ হলেও এভাবে তা পান করাতে হবে। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, অর্থাৎ উদ (কাঠ) হলো এক প্রকার সুগন্ধি কাঠ। ৩৮৭৭

সহীহ।

১৪ - باب في الأمر بالكحل

অনুচ্ছেদ- ১৪ : সুরমা লাগানো

৩৮৭৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ النَّيَاصَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفُّوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ وَإِنْ خَيْرَ أَكْحَالِكُمْ الْإِثْمَدُ يَخْلُو الْبَصَرَ وَيَنْبِتُ الشَّعْرَ " .
صحیح

৩৮৭৮। ইবনু আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করো এবং তা দিয়ে তোমাদের মৃতদের কাফন পরাও; কেননা তা তোমাদের উত্তম পোশাক। আর তোমাদের জন্য উত্তম সুরমা হলো 'ইসমিদ' সুরমা; কারণ তা দৃষ্টিশক্তি বাড়ায় এবং চোখের পাতার চুল গজায়। ৩৮৭৮

সহীহ।

৩৮৭৬ বুখারী, মুসলিম।

৩৮৭৭ বুখারী, মুসলিম।

৩৮৭৮ বুখারী, আহমাদ।

১৫ - باب مَا جَاءَ فِي الْعَيْنِ

অনুচ্ছেদ- ১৫ : বদনযর লাগা সম্পর্কে

৩৮৭৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " الْعَيْنُ حَقٌّ " .

صحیح متواتر

৩৮৭৯। আবু হুরাইরাহ (রা) হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি ﷺ বলেন : বদনযর লাগা সত্য। ৩৮৭৯

সহীহ মুতাওয়াতিহ।

৩৮৮০ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يُؤَمَّرُ الْعَيْنُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْمَعِينُ .

صحیح الإسناد

৩৮৮০। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদনযরকারীকে নির্দেশ দেয়া হতো যেন সে উয়ু করে এবং সেই পানি দিয়ে নযর লাগা ব্যক্তি বা বস্তু ধুয়ে নেয়। ৩৮৮০

সানাদ সহীহ।

১৬ - باب فِي الْغَيْلِ

অনুচ্ছেদ- ১৬ : শিশুর দুধপান মেয়াদে সহবাস করা সম্পর্কে

৩৮৮১ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو ثَوْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ زَيْدِ بْنِ السُّكَنِ، قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا فَإِنَّ الْغَيْلَ يُذْرِكُ الْفَارِسَ فَيَدْعِفُهُ عَنْ فَرَسِهِ " .

ضعيف، غلبة المرام (২৫২)

৩৮৮১। আস্মা বিনতু ইয়াযীদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : তোমরা গোপনে নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না। কারণ গর্ভাবস্থায় শিশুকে দুধপান করানোর মেয়াদে সহবাস করলে আরোহীকে বোড়া তার পিঠ হতে ভুলুষ্ঠিত করে। ৩৮৮১

দূর্বল : গারাকুল মারাম (২৪২)।

৩৮৮২ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ جَدَامَةِ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغَيْلَةِ حَتَّى ذُكِرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ " . قَالَ مَالِكُ الْغَيْلَةُ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرَضِعُ .

صحیح

৩৮৭৯ বুখারী, মুসলিম।

৩৮৮০ বায়হাকী।

৩৮৮১ ইবনু মাজাহ, আহমাদ, ইবনু হিব্বান। সানাদের মুহাজির ইবনু আবু মুসলিম সম্পর্কে হাকিম আত-তাকরীব গ্রন্থে বলেন : মাকবুল, অর্থাৎ মুতাবা'আতের ক্ষেত্রে। কিন্তু কেউ তার মুতাবা'আত করেননি। যা জাহালাতের একটি স্তর। আর ইবনু হিব্বান ছাড়া কেউ তাকে সিকাহ বলেননি। সুতরাং সানাদটি দুর্বল।

৩৮৮২। নাবী ﷺ-এর স্ত্রী 'আয়িশাহ (রা) জুদামাহ আল-আসদিয়া (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : আমি ভেবেছিলাম যে, শিশুকে দুধ পান করানোর মেয়াদে স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে নিষেধ করবো। কিন্তু আমাকে জানানো হয়েছে, রোম ও পারস্যবাসীরা এরূপ করে থাকে, অথচ এতে তাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি হয় না। ৩৮৮২

সহীহ।

১৭ - باب في تغليب الثَّانِمِ

অনুচ্ছেদ- ১৭ : তাসীয ক্বলানো

৩৮৮৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَزَّارِ، عَنْ ابْنِ أَبِي حَتْمٍ، زَيْنَبُ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِنْ الرُّقْيَ وَالشَّامِ وَالْثَوَلَةَ شَرَكٌ " . قَالَتْ قُلْتُ لِمَ تَقُولُ هَذَا وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْذِفُ وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى فُلَانٍ الْيَهُودِيِّ يَرْقِيَنِي فَإِذَا رَقَانِي سَكَنَتْ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّمَا ذَاكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْخَسِفُ يَدَهُ فَإِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنْهَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولِي كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " أَذْهَبِ الْبَاسُ رَبِّ النَّاسِ أَشْفِ أَتُتِ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا " .

صحيح

৩৮৮৩। 'আবদুল্লাহ (রা)-এর স্ত্রী যাইনাব (রা) 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : জাদু, তাসীয ও অবৈধ, প্রেম ঘটানোর মন্ত্র শিয়ক-এর অন্তর্ভুক্ত। তিনি (যাইনাব) বলেন, আমি বললাম, আপনি এসব কি বলেন? আব্দুল্লাহর কসম! আমার চোখ হতে পানি পড়তো, আমি অমুক ইয়াহুদী কর্তৃক ঝাড়ফুক করাতাম। সে আমাকে ঝাড়ফুক করলে পানি পড়া বন্ধ হয়ে যেতো। 'আবদুল্লাহ (রা) বললেন, এগুলো শয়তানের কাজ। সে নিজ হাতে চোখে যজ্ঞগা দেয়, যখন সে ঝাড়ফুক দেয় তখন সে বিরত থাকে। এর চেয়ে বরং তোমার জন্য এরূপ বললেই যথেষ্ট হতো, যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : "হে মানব জাতির রব! যজ্ঞগা দূর করে দিন, আরোগ্য দান করুন, আপনিই আরোগ্যদাতা, আপনার দেয়া নিরাময়ই যথার্থ নিরাময়, যার পরে আর কোন রোগ বাকী থাকে না"। ৩৮৮৩

সহীহ।

৩৮৮৪ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مَعْمُورٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ " .

صحيح

৩৮৮৪। 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : কেবল বদনয়র লাগা কিংবা বিষাক্ত প্রাণীর দংশনের চিকিৎসায় ঝাড়ফুক দেয়া যায়। ৩৮৮৪

সহীহ।

৩৮৮২ মুসলিম, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, নাসায়ী, আহমাদ।

৩৮৮৩ ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৩৮৮৪ বুখারী মাওকুফভাবে, তিরমিযী, আহমাদ, হমাইদী।

১৪ - باب مَا جَاءَ فِي الرَّقَى

অনুচ্ছেদ- ১৮ : ঝাড়ফুক সম্পর্কে

৩৮৮৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَابْنُ السَّرْحِ، - قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَقَالَ ابْنُ السَّرْحِ، - أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ، - وَقَالَ ابْنُ صَالِحٍ مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ - قَالَ أَحْمَدُ - وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ " اكْشِفِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ ". عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ ثُمَّ أَخَذَ ثَرَابًا مِنْ بَطْحَانَ فَحَعَلَهُ فِي قَدَحٍ ثُمَّ نَفَثَ عَلَيْهِ بِمَاءٍ وَصَبَّهُ عَلَيْهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الصَّوَابُ .

ضعيف الإسناد

৩৮৮৫। মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ ইবনু সাবিত ইবনু ক্বায়িস ইবনু শাম্মাস (র) হতে তার শিষ্য ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ সাবিত ইবনু ক্বায়িস (রা)-এর নিকট গেলেন। আহম্মাদ বলেন, তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন। তিনি বলেন : হে মানুষের রব! সাবিত ইবনু ক্বায়িস ইবনু শাম্মাসের রোগ দূর করে দিন। অতঃপর তিনি বাতহান নামক উপত্যকার কিছু ধূলামাটি নিয়ে একটি পায়ে রাখলেন এবং পানিতে মিশিয়ে তার দেহে ঢেলে দিলেন। ৩৮৮৫

সানাদ দুর্বল।

৩৮৮৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كُنَّا نَرْقِي فِي الْحَاهِلِيَةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ " اغْرِضُوا عَلَيَّ رِقَاقَكُمْ لَا بَأْسَ بِالرَّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شَرِكًا " .

صحيح

৩৮৮৬। 'আওফ ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাহিলী যুগে ঝাড়ফুক করতাম। অতঃপর আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি? তিনি বলেন : তোমাদের ঝাড়ফুকের ব্যবস্থাগুলো আমার সামনে পেশ করো; তবে যেসব ঝাড়ফুক শিরকের পর্যায়ে পড়ে না, তাতে কোন দোষ নেই। ৩৮৮৬

সহীহ।

৩৮৮৭ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْمِصْبِصِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ سَلِيمَانَ بْنِ أَبِي حَنْمَةَ، عَنِ الشَّامِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ فَقَالَ لِي " أَلَا تَعْلَمِينَ هَذِهِ رُقِيَّةُ الثَّمَلَةِ كَمَا عَلَّمْنَاهَا الْكِتَابَةَ " .

صحيح

৩৮৮৫ নাসায়ীর 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ', ইবনু হিব্বান। সানাদের ইউসুফ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সাবিত সম্পর্কে হাফিয বলেন : মাকবুল।
৩৮৮৬ মুসলিম, বুখারীর তারীখুল কাবীর।

৩৮৮৭। আশ-শিফা বিনতু 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হাকসাহ (রা)-এর নিকট ছিলাম, তখন নাবী ﷺ আমার নিকট এসে বললেন : তুমি ওকে (হাকসাহকে) যেভাবে লেখা শিখিয়েছো, সেভাবে পিপড়া (পোকা) কামড়ের ঝাড়ফুক শিখা দাও না কেন।^{৩৮৮৭}

সহীহ।

৩৮৮৮ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي الرَّبَابُ، قَالَتْ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حَنْثَفٍ، يَقُولُ مَرَرْنَا بِسَيْلٍ فَدَخَلْتُ فَأَغْتَسَلْتُ فِيهِ فَخَرَجْتُ مَحْمُومًا فَمَنِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ "مُرُوا أَبَا ثَابِتٍ يَتَعَوَّذُ". قَالَتْ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي وَالرَّقَى صَالِحَةٌ فَقَالَ "لَا رُقْيَةَ إِلَّا فِي نَفْسٍ أَوْ حِمَةٍ أَوْ لَذْعَةٍ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْحِمَةُ مِنَ الْحَيَاتِ وَمَا يَلْسَعُ.
ضعيف الإسناد

৩৮৮৮। রাবাব (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহুল ইবনু হনাইফ (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি বন্যার প্রবহমান পানির পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তাতে নেমে গোসল করায় জ্বরে আক্রান্ত হই। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌছলে তিনি বলেন : তোমরা আবু সাবিতকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে আদেশ দাও। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আমার নেতা! ঝাড়ফুক কি ফলদায়ক? তিনি বলেন, শুধুমাত্র বদনযর লাগা বা সাপ-বিহার দংশনে ঝাড়ফুক দেয়া চলে। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, 'হামাহ' হলো সাপ ও বিষধর কীটের কামড়।^{৩৮৮৮}

সানাদ দুর্বল।

৩৮৮৯ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، حَدَّثَنَا ح وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، - قَالَ الْعَبَّاسُ - عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حِمَةٍ أَوْ دَمٍ يَرْقَى". لَمْ يَذْكُرِ الْعَبَّاسُ الْعَيْنَ وَهَذَا لَفْظُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ.
ضعيف، المشكاة (٤٥٥٩)

৩৮৮৯। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : কেবল বদনযর লাগা বা বিষাক্ত প্রাণীর দংশন বা রক্ত বইতে থাকলে ঝাড়ফুক দেয়া চলে। বর্ণনাকারী আল-আব্বাস (রা) বদনযর-এর উল্লেখ করেননি। তবে সুলাইমান ইবনু দাউদ তা উল্লেখ করেছেন।^{৩৮৮৯}

দুর্বল : মিশকাত (৪৫৫৭)।

১৭ - باب كَيْفَ الرُّقَى

অনুচ্ছেদ- ১৯ : ঝাড়ফুক করার পদ্ধতি

৩৮৯০ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، قَالَ قَالَ أَنَسٌ - يَعْنِي - لثَابِتٍ أَلَا أُرْثِقُ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَلَى. قَالَ فَقَالَ "اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبِ الْبَاسِ اشْفِ أَتْتَ الشَّافِيَ لَا شَافِيَ إِلَّا أَتْتَ اشْفِهِ شِفَاءً لَا يَفَادِرُ سَقَمًا".
صحيح

৩৮৮৭ আহমাদ।

৩৮৮৮ নাসায়ীর আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ, আহমাদ। সানাদে রাবাব অজ্ঞাত।

৩৮৮৯ হাকিম, তিনি বলেন : এই হাদীসটি মুসলিমের শর্তে। কিন্তু সানাদের শারীক সম্পর্কে হাকিম বলেন : স্মরণশক্তি খারাপ।

৩৮৯০। ‘আবদুল ‘আযীয ইবনু সুহাইব (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একলা আনাস (রা) সাবিত (রা)-কে বললেন, আমি কি তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাউফুকের বাক্য বাব্বা কাউফুক করবো না? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আনাস (রা) বলেন, “হে আল্লাহ, মানুষের রব! যন্ত্রণা দূরকারী! রোগমুক্তি দিন, রোগমুক্তির মালিক একমাত্র আপনিই। এমন রোগমুক্তি দিন যাতে কোমল রোগই অবশিষ্ট না থাকে।” ৩৮৯০

সহীহ।

৩৮৯১ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خُصَيْفَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ السَّلْمِيِّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، أَنَّهُ أَمَى النَّبِيَّ ﷺ قَالَ عُثْمَانُ وَبِي وَجَعَ قَدْ كَادَ يُهْلِكُنِي قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "امْسَحْهُ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَقُلْ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ" . قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ بِي فَلَمْ أَزَلْ أَمُرُّ بِهِ أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ .

সহীহ।

৩৮৯১। ‘উসমান ইবনু আবুল ‘আস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শরীর ব্যাধায় প্রায় মূর্খ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসতাম। নাবী ﷺ বলেন : তুমি সাতবার তোমার ডান হাত ব্যাধির স্থানে বুলাতে থাকো এবং বলো, “আমি যে ব্যাধি অনুভব করছি তা হতে মহাসম্মানিত আল্লাহ ও তাঁর ক্ষমতার নিকট আশ্রয় চাইছি।” তিনি বলেন, অতঃপর আমি তাই করলাম, আল্লাহ আমার ব্যাধি দূর করে দিলেন। পরে সর্বদা আমি আমার পরিজন ও অন্যদের এরূপ করার আদেশ দেই। ৩৮৯১

সহীহ।

৩৮৯২ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ مَوْهَبِ الرُّمَلِيِّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرْظِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "مَنْ اشْتَكَى مِنْكُمْ شَيْئًا أَوْ اشْتَكَاهُ أُخْلِفَ لَهُ فَلْيَقُلْ رَبَّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَلَّسَ اسْمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحِمْتَكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحِمَتَكَ فِي الْأَرْضِ اغْفِرْ لَنَا حُبْنًا وَخَطِيئَاتِنَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحِمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجْعِ فَيَبْرَأَ" .

ضعيف ، المشكاة (١٥٥٥)

৩৮৯২। আবু দারদা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : তোমাদের কেউ বা কারো ভাই যদি অসুস্থ হয় তবে সে যেন বলে : “হে আমাদের আসমানের রব, আল্লাহ! তোমার পবিত্র নাম, তোমার যাবতীয় নির্দেশ আসমান-যমীনে কার্যকর। আপনার রহমাত যেমন আকাশে বিদ্যমান, তেমন যমীনেও রহমাত বর্ষণ করুন; আমাদের পাপ ও অপরাধসমূহ ক্ষমা করুন। আপনি পবিত্র বান্দাদের রব, আপনার দয়া থেকে দয়া বর্ষণ করুন এবং এ রোগের জন্য আপনার আরোগ্য ব্যবস্থা থেকে রোগমুক্তি দিন”। তাহলে সে আরোগ্য লাভ করবে। ৩৮৯২

দূর্বল : মিশকাত (১৫৫৫)।

৩৮৯০ বুখারী, তিরমিযী, আহমাদ।

৩৮৯১ তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মালিক, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

৩৮৯২ নাসারীল ‘আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ, হাকিম, আহমাদ। ইমাম যাহাবী বলেন : সানাদের মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও অন্যান্য বলেন : মুনকারুল হাদীস।

৩৮৯৩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْفَرْعِ كَلِمَاتٍ "أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الْعَظِيمَةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ" . وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ عَقَلَ مِنْ بَنِيهِ وَمَنْ لَمْ يَعْقِلْ كَتَبَهُ فَأَعْلَقَهُ عَلَيْهِ .
حسن ، دون قوله : " وكان عبد الله "

৩৮৯৩। ‘আমর ইবনু শু‘আইব (রা) হতে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের ভীতিকর পরিস্থিতিতে এ বাক্যগুলো মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করার শিক্ষা দিতেন : (অর্থ) “আল্লাহর পূর্ণ কালেমাসমূহের দ্বারা তাঁর গযব ও তাঁর বান্দাদের খারাবী ও শয়তানের কুমন্ত্রণা ও আমার নিকট তার উপস্থিত হওয়া থেকে আশ্রয় চাইছি”। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রা) এ বাক্যগুলো তার বালেশ সন্তানদের শিক্ষাভেন এবং নাবালেশদের জন্য লিখে তা তার গলায় ঝুলিয়ে দিতেন।^{৩৮৯৩}

হাসান, কিন্তু তার একথা বাকল : ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর....।’

৩৮৯৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا مَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ رَأَيْتُ أُمَّ زُرَّةَ فِي سَاقٍ سَلَمَةٍ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ قَالَ أَصَابَتْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّاسُ أَصِيبَ سَلَمَةٌ فَأَتَى بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَفَتَّ فِيَّ ثَلَاثَ نَفَثَاتٍ فَمَا اسْتَكْبَحْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ .
صحيح

৩৮৯৪। ইয়াযীদ ইবনু আবু ‘উবাইদাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি সাল্লামাহ (রা) এর পায়ের গোছায় একটি ক্ষতচিহ্ন দেখে বললাম, এটা কি? তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধে এখানে আঘাত পেয়েছিলাম। লোকেরা বলতে লাগলো যে, সাল্লামাহ আহত হয়েছেন। অতঃপর নাবী ﷺ-কে আমার নিকট আসা হলে তিনি আমার ক্ষতস্থানে তিনবার ফুঁ দিলেন। ফলে আজ পর্যন্ত আমি তাতে কোন ব্যথা অনুভব করি না।^{৩৮৯৪}

সহীহ।

৩৮৯৫ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ لِلْإِنْسَانِ إِذَا اسْتَكْبَى يَقُولُ بَرِّقَهُ ثُمَّ قَالَ بِهِ فِي الثَّرَابِ "ثَرْبَةٌ أَرْضًا بَرِيقَةً بَعْضًا يُشْفَى سَقِيمًا بِإِذْنِ رَبِّنَا" .
صحيح

৩৮৯৫। ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, কেউ ব্যথার অভিযোগ করলে নাবী ﷺ তাঁর মুখের থুথু বের করে তাতে মাটি মিশিয়ে বলতেন : “আমাদের এ পৃথিবীর মাটিতে আমাদের কারো থুথু মিশালে আমাদের রবের আদেশে আমাদের রোগী ভালো হয়ে যায়।”^{৩৮৯৫}

সহীহ।

^{৩৮৯৩} তিরমিযী, হাকিম। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান গরীব।

^{৩৮৯৪} বুখারী।

^{৩৮৯৫} বুখারী, মুসলিম।

৩৮৯৬ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ زَكْرِيَّا، قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرٌ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَلَمَ ثُمَّ أَقْبَلَ رَاجِعًا مِنْ عِنْدِهِ فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مَجْتُونٌ مُوْتَقٍ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ أَهْلُهُ إِنَّا حَدَّثْنَا أَنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ فَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُدَاوِيهِ فَرَفَقْتَهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ فَأَعْطَوْنِي مِائَةَ شَاةٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ " هَلْ إِلَّا هَذَا " . وَقَالَ مُسَدَّدٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ " هَلْ قُلْتُ غَيْرَ هَذَا " . قُلْتُ لَا . قَالَ " خُذْهَا فَلَقَمْنِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقِيَةٍ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقِيَةً حَقًّا " .

صحیح

৩৮৯৬। খারিজাহ ইবনুল সাল্ত আত-তামীমাহ (রা) হতে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ-এর নিকট গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। অতঃপর তাঁর কাছ হতে ফেরার পথে তিনি এক গোত্রের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। সেই গোত্রের এক পাগল লোহার শিকলে বাঁধা ছিল। গোত্রের লোকেরা তাকে বললো, আমরা জানতে পারলাম যে, তোমাদের এক সাথী (নাবী সা) নাকি কল্যাণ নিয়ে এসেছেন? তোমাদের এমন কিছু জানা আছে কি যাতে তোমরা এর চিকিৎসা করতে পারো? অতএব আমি সূরাহ ফাতিহা পড়ে তাকে ফুঁক দিলাম। সে সুস্থ হয়ে পেলো। তারা আমাকে একশটি বকরী দিলো। আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ-এর নিকট এসে ঘটনাটি জানালে তিনি বললেন : এ সূরাহ ছাড়া অন্য কিছু পড়ে ফুঁক দিয়েছো কি? মুসাদ্দাদ অলপ বলল, এ সূরাহ ছাড়া অন্য কিছু বললে কি? আমি বললাম, না। তিনি বলেন : তবে এ উপহার নিতে পারো। আমার জীবনের কসম! লোকেরা ঝাতিল মস্ত্র পড়ে রোজনার করে! আর তুমি তো সত্য ঝাড়ফুক দ্বারা রোজনার করেছো।

সহীহ।

৩৮৯৭ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ مَرَّ - قَالَ - فَرَفَأَهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غَدَوَهُ وَعَشِيَهُ كُلَّمَا خَتَمَهَا جَمَعَ بَرَأَفَهُ ثُمَّ قَلَّ فَكَأَنَّمَا أُثْثِطُ مِنْ عِقَالٍ فَأَعْطَوهُ شَيْئًا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مُسَدَّدٍ

صحیح

৩৮৯৭। খারিজাহ ইবনুল সাল্ত (রা) হতে তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলল, অতঃপর তিনি তিনদিন পর্যন্ত সকাল-সন্ধ্যা সূরাহ ফাতিহা পাঠ করে ফুঁক দিলেন। যখন তা শেষ করেন তার মুখের থুথু একত্র করে তার উপর ছিটিয়ে দেন। দেখা গেলো, বন্দী যেন শিকল হতে মুক্তি পেলো। অতঃপর তারা তাকে এর কিছু বিনিময় দিলেন। আমি নাবী ﷺ-এর নিকট এ সংবাদ পেলাম। অতঃপর মুসাদ্দাদ বর্ণিত হাদীসের অর্থ উল্লেখ করেন।

সহীহ।

৩৯৯৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا، مِنْ أَسْلَمَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِدَغْتِ اللَّيْلَةَ فَلَمْ أَتُمْ حَتَّى أَصْبَحْتُ .

৩৮৯৬ আহমাদ, হাকিম। ইমাম হাকিম বলেন : এই হাদীসের সানাদ সহীহ।

৩৮৯৭ নাসায়ীর 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ, আহমাদ।

قَالَ " مَاذَا " . قَالَ عَقْرَبُ . قَالَ " أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّمَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ " .

صحیح

৩৮৯৮। আবু সালিহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আসলাম গোত্রের এক লোককে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন তাঁর এক সঙ্গী এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি রাতে দংশিত হওয়ার কারণে সারারাত ঘুমাতে পারিনি। তিনি বললেন, কিসে দংশন করেছে? আমি বললেন, বিচ্ছু। তিনি বললেন : রাতের বেলায় তুমি যদি একথা বলতে : (অর্থ) “আমি পরিপূর্ণ কালামের দ্বারা যাবতীয় দুষ্টির খারাবী হতে আশ্রয় চাইছি”, তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় কোন কিছুই তোমার ক্ষতি করতে পারতো না। ৩৮৯৮

সহীহ।

৩৭৭৭ - حَدَّثَنَا حَيَّوَةُ بْنُ شَرِيحٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ طَارِقٍ، - يَغْنِي ابْنُ مُحَاسِنٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِلَدِيغٍ لَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ قَالَ فَقَالَ " لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّمَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يُلْدَغْ " . أَوْ " لَمْ تَضُرَّه " .

ضعيف الإسناد

৩৮৯৯। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা বিছায় দংশিত এক ব্যক্তিকে নাবী ﷺ-এর নিকট আনা হলে তিনি বললেন : সে যদি বলতো : (অর্থ) “আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালামের সাহায্যে তাঁর সৃষ্ট বস্তুর অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাই”, তাহলে তা তাকে দংশন করতে পারতো না অথবা তার ক্ষতি করতে পারতো না। ৩৮৯৯

সালাহ দুর্বল।

৩৭০০ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَهْطًا، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ انْطَلَقُوا فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوهَا فَزَلُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدَغَ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ يَنْفَعُ صَاحِبَنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي وَلَكِنْ اسْتَصَفْنَاكُمْ فَأَيْتُمُ أَنْ تُضَيِّفُونَا مَا أَنَا بِرَاقٍ حَتَّى نَجْعَلُوا لِي جُعْلًا . فَجَعَلُوا لَهُ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَأَتَاهُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ أُمَ الْكِتَابِ وَتَقَبَّلُ حَتَّى بَرَأَ كَأَنَّمَا أُشْطِ مِنْ عَقَالٍ . قَالَ فَأَرْفَاهُمْ جُعْلَهُمْ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالُوا اقْتَسِمُوا . فَقَالَ الَّذِي رَقَى لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَتَسْتَأْمِرُهُ . فَعَدُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مِنْ أَيْنَ عَلِمْتُمْ أَنَّهَا رُقِيَةٌ أَحْسَنْتُمْ اقْتَسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسْمِهِ " .

صحیح

৩৯০০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর একদল সাহাবী একটি স্থানের দিকে সফরে বের হলেন। পথে আরব বেদুঈনদের এক জনপদে তারা যাত্রাবিরতি করলে তাদের

৩৮৯৮ মুসলিম, মালিক, ইবনু মাজাহ।

৩৮৯৯ নাসায়ীর 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ'।

কেউ এসে বললো, আমাদের নেতাকে বিষাক্ত প্রাণী দংশন করেছে। তোমাদের কারো এমন কিছু জানা আছে কি যাতে তাঁর উপকার হয়? সফরকারী দলের একজন বললেন, হাঁ, আল্লাহ কসম! নিশ্চয়ই আমি ঝাড়ফুক করি। কিন্তু আমরা তোমাদের নিকট আতিথেয়তা চেয়েছিলাম, তোমরা তা অস্বীকার করেছ। কাজেই তোমরা আমার জন্য বিনিময় নির্ধারণ না করলে আমি ঝাড়ফুক করবো না। সুতরাং তারা একপাল বকরী দেয়ার চুক্তি করলো। তিনি রোগীর নিকট এসে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করে থুথু ছিটিয়ে দিলেন। সে সুস্থ হয়ে উঠলো, মনে হলো যেন সে বন্দীর শিকল হতে মুক্তি পেয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তারা চুক্তি মোতাবেক সব বিনিময় প্রদান করলো। দলের কয়েকজন বললো, এগুলো বণ্টন করে দাও। কিন্তু ঝাড়ফুককারী বললো, না, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে এ ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ না নেয়া পর্যন্ত এরূপ করবো না। অতঃপর তারা সকলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তাকে ঘটনাটি জানালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ সূরাহ দ্বারা যে ঝাড়ফুক করা যায় তা তোমরা কিভাবে জানলে? তোমরা ভালই করেছে। এগুলো বণ্টন করে নাও এবং তোমাদের সঙ্গে আমাকেও একটি অংশ দিও। ৩৯০০

সহীহ।

৩৯০১ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيْنَا عَلَى حَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالُوا إِنَّا أَتَيْنَا أَتَيْتُمْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ يَخْتَرُ فَهَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رُقْيَةٍ فَإِنْ عِنْدَنَا مَعْتَوْهَا فِي الْقِيُودِ قَالَ فَقُلْنَا نَعَمْ . قَالَ فَحَاوُوا بِمَعْتَوْهِ فِي الْقِيُودِ - قَالَ - فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غَدَوَةٌ وَعَشِيَّةٌ كُلَّمَا خَتَمْتُهَا أَجْمَعُ بُرَاقِي ثُمَّ أَتَيْتُ فَكَأَنَّمَا نُشِطُ مِنْ عِقَالٍ قَالَ فَأَغْطَرَنِي جُعْلًا فَقُلْتُ لَا حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " كُلْ فَلَعَمْرِي مَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةٍ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلَتْ بِرُقْيَةٍ حَقٍّ " .

صحیح

৩৯০১। খারিজাহ ইবনুস সালুত আত-তামীমা (রা) হতে তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ হতে ফেরার পথে আরবের একটি জনপদে পৌছলাম। তারা বললো, আমরা সংবাদ পেয়েছি যে, আপনারা এ ব্যক্তি (নাবী সা)-এর কাছ থেকে কল্যাণকর কিছু নিয়ে এসেছেন। আপনাদের কারো নিকট কোন ঔষধ বা ঝাড়ফুকের কিছু জানা আছে কি? কেননা আমরা এক পাগলকে বেঁধে রেখেছি। তিনি বলেন, আমরা বললাম, হাঁ। তখন তারা বাঁধারত এক পাগলকে নিয়ে এলো। আমি তিন দিন ধরে সূরাহ ফাতিহা পড়ে তার উপর সকাল-সন্ধ্যা ফুক দিলাম এবং থুথু ছিটিয়ে দিলাম। তাতে সে যেন বন্দীদশা হতে মুক্তি লাভ করলো। অতঃপর তারা আমাকে কিছু বিনিময় দিলো। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ বিষয়ে প্রশ্ন না করে তা গ্রহণ করতে পারি না। এ ঘটনা শুনে তিনি বললেন : এগুলো তুমি খেতে পারো। আমার জীবনের কসম! লোকজন তো বাতিল মন্ত্র দিয়ে রোজগার করে। আর তুমি তো সত্য ঝাড়ফুক দ্বারা রোজগার করেছে। ৩৯০১

সহীহ।

৩৯০০ বুখারী, মুসলিম।

৩৯০১ এটি গত হয়েছে হা/৩৪২০, ৩৮৯৫।

৩৯০২ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَفْرَأُ فِي نَفْسِهِ بِالْمُعَوَّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ عَلَيْهِ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا .
صحیح

৩৯০২। নাবী ﷺ-এর স্ত্রী 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন ব্যথা অনুভব করলে তিনি নিজেই 'মুআবিবজাত' সূরাহগুলো (অর্থাৎ সূরাহ নাস ও ফালাক) পড়ে ফুঁ দিতেন। ব্যথা বৃদ্ধি পেলে আমি তা পড়ে তাঁর হাতে ফুঁ দিয়ে তা তাঁর ব্যথায় স্থানে বুলিয়ে দিতাম বরকত লাভের আশায়।^{৩৯০২}
সহীহ।

২০ - باب في السُّنَنَةِ

অনুচ্ছেদ- ২০ : মোটা হওয়ার নিয়ম

৩৯০৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سَيَّارٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَرَادَتْ أُمِّي أَنْ تُسَمِّنِي لِذُخُولِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ أَقْبَلْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ مِمَّا تُرِيدُ حَتَّى أَطْعَمَتْنِي الْقِتَاءَ بِالرُّطْبِ فَسَمِنْتُ عَلَيْهِ كَأَحْسَنِ السَّمَنِ .
صحیح

৩৯০৩। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মায়ের ইচ্ছা ছিল আমাকে স্বাস্থ্যবতী বানিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ-এর নিকট পাঠাবেন। এজন্য তিনি অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, কিন্তু কোন ফল হয়নি। শেষে তিনি আমাকে পাকা খেজুরের সাথে শসা বা খিরা খাওয়াতে থাকলে আমি তাতে উত্তমরূপে স্বাস্থ্যের অধিকারী হই।^{৩৯০৩}

সহীহ।

২১ - باب في الكَاهِنِ

অনুচ্ছেদ- ২১ : গণক সম্পর্কে

৩৯০৪ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمٍ الْأَثَرَمِ، عَنْ أَبِي نَعِيمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "مَنْ أَتَى كَاهِنًا". قَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ "فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ". ثُمَّ أَتَفَقَا "أَوْ أَتَى امْرَأَةً". قَالَ مُسَدَّدٌ "امْرَأَتُهُ حَائِضًا أَوْ أَتَى امْرَأَةً". قَالَ مُسَدَّدٌ "امْرَأَتُهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ".
صحیح

৩৯০৪। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোন ব্যক্তি গণকের নিকট গেলে (বর্ণনাকারী মুসা তার হাদীসে বলেন) এবং তার কথা বিশ্বাস করলে অথবা স্ত্রীর সাথে (মুসাদ্দাদের বর্ণনায় রয়েছে) ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে অথবা স্ত্রীর সাথে পশ্চাৎ দ্বারে সহবাস করলে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, সে তা থেকে দায়মুক্ত (অর্থাৎ ইসলামের গণ্ডির বাইরে)।^{৩৯০৪}

সহীহ।

৩৯০২ বুখারী, মুসলিম।

৩৯০৩ ইবনু মাজাহ।

৩৯০৪ তিরমিযী, ইবনু মাজাহ।

২২- باب في النجوم

অনুচ্ছেদ- ২২ : জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে

৩৯০৫ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُسَدَّدٌ، - الْمَعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْتَسِ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السَّحَرِ زَادَ مَا زَادَ " .
حسن .

৩৯০৫। ইবনু আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জ্যোতিষীর জ্ঞান শিক্ষা করলো সে যাদু বিদ্যার একটা শাখা শিক্ষা করলো। তা যতো বৃদ্ধি পাবে যাদুবিদ্যাও ততো বাড়বে।^{৩৯০৫}

হাসান।

৩৯০৬ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحَدَنِيَّةِ فِي إِثْرِ سَمَاءَ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ " هَلْ تَذَرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ " . قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ " قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطَرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطَرْنَا بِنُوءٍ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ " .
صحیح .

৩৯০৬। যাইদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হৃদায়বিয়ার সময় এক রাতে সামান্য বৃষ্টি হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে ফাজ্রের সলাত আদায় করলেন। সলাত শেষ করে তিনি লোকদের দিকে ফিরে বললেন : তোমরা কি জানো, তোমাদের রব কী বলেছেন? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। অতঃপর তিনি বলেন : আল্লাহ বলেছেন, সকালবেলা আমার বান্দাদের কেউ আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং কেউ অবিশ্বাসী হয়েছে। যে বলেছে, আল্লাহর দয়া ও রহমতে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, সে আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী। আর যে বলেছে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টি হয়েছে, সে আমার প্রতি অবিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী।^{৩৯০৬}

সহীহ।

২৩- باب في الخطِّ وَرَجْرِ الطَّيْرِ

অনুচ্ছেদ- ২৩ : মাটিতে রেখা টেনে এবং পাখি উড়িয়ে ভবিষ্যৎবাণী করা

৩৯০৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، حَدَّثَنَا حَيَّانُ، - قَالَ غَيْرُ مُسَدَّدٍ حَيَّانُ بْنُ الْعَلَاءِ - حَدَّثَنَا قُطَيْبُ بْنُ قَبِيصَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " الْعِيَاةُ وَالطَّيْرَةُ وَالطَّرْفُ مِنَ النَّجَبِ " . الطَّرْفُ الرَّجْرُ وَالْعِيَاةُ الْخَطُّ .
ضعيف .

^{৩৯০৫} ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

^{৩৯০৬} বুখারী, মুসলিম।

৩৯০৭। কাতান ইবনু কাবীসাহ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : পাখীর সাহায্যে ভাল-মন্দ নির্ণয় করা, কোন কিছুকে অশুভ লক্ষণ ভাবা এবং মাটিতে রেখা টেনে শুভ-অশুভ নির্ণয় কুফুরী। ‘আত-তারক্ব’ হচ্ছে কংকর নিক্ষেপ করে অশুভ লক্ষণ নির্ণয় করা। ‘আল-ইয়াফা’ হচ্ছে মাটিতে দাগ টেনে শুভ-অশুভ নির্ণয় করা। ৩৯০৭

দূর্বল।

৩৯০৮ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ عَوْفُ الْعِيفَةِ زَجْرُ الطَّيْرِ وَالطَّرْقُ الْخَطُّ يُخَطُّ فِي الْأَرْضِ

صحيح مقطوع.

৩৯০৮। ‘আওফ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আল-ইয়াফা’ হচ্ছে শুভ-অশুভ লক্ষণ নির্ণয়ের জন্য পাখী উড়ানো, এবং ‘আত-তারক্ব’ হচ্ছে মাটিতে দাগ টেনে শুভ-অশুভ নির্ণয় করা। ৩৯০৮

সহীহ মাক্কুহ্।

৩৯০৯ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هَلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمِنْ رَجَالٍ يَخْطُونَ. قَالَ "كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخْطُ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فُذَّكَ".

صحيح.

৩৯০৯। মু‘আবিয়াহ ইবনুল হাকাম আস-সুলামী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মাঝে কিছু লোক রেখা টেনে শুভ-অশুভ নির্ণয় করে থাকে। তিনি বলেন : নাবীগণের মধ্যকার একজন নাবী রেখা টানতেন। যার রেখা টানা তাঁর রেখার অনুরূপ হবে সে ঠিক আছে। ৩৯০৯

সহীহ।

২৬ - باب في الطيرة

অনুচ্ছেদ- ২৪ : অশুভ লক্ষণ

৩৯১০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ زُرَّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ "الطَّيْرَةُ شِرْكُ الطَّيْرَةِ شِرْكُكَ". ثَلَاثًا "وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُدْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ".

صحيح.

৩৯১০। ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস’উদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোন বস্তুকে কুলক্ষণ মনে করা ‘শিরক’, কোন বস্তুকে কুলক্ষণ ভাবা শিরক। একথা তিনি তিনবার বললেন। আমাদের কারো মনে কিছু জাগা স্বাভাবিক, কিন্তু আল্লাহর উপর ভরসা করলে তিনি তা দূর করে দিবেন। ৩৯১০

সহীহ।

৩৯০৭ আহমাদ। সানাদের হাইয়ান ইবনুল ‘আলা সম্পর্কে হাফিয বলেন : মাজহুল।

৩৯০৮ বায়হাক্বী।

৩৯০৯ এটি গত হয়েছে হা/৯৩০।

৩৯১০ তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ সহীহ।

৩৭১১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْفَلَانِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا عَذْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ " . فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ مَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الطَّبَاءُ فَيَحَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرُبُ فَيُخْرِجُهَا قَالَ " فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلُ " . قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لَا يُورَدَنَّ مُنْرَضٌ عَلَى مُصْبِحٍ " . قَالَ فَرَأَجَعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ حَدَّثْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " لَا عَذْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ " . قَالَ لَمْ أُحَدِّثْكُمْوه . قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَدْ حَدَّثَ بِهِ وَمَا يَسْمَعُ أَبُو هُرَيْرَةَ نَسِيَ حَدِيثًا قَطُّ غَيْرَهُ .

সহীহ.

৩৯১১। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সংক্রামক রোগ বলতে কিছু নেই। কুলক্ষণ বলতে কিছু নেই, সফর মাসকেও অশুভ মনে করা যাবে না এবং পেঁচা সম্পর্কে যেসব কথা প্রচলিত রয়েছে তাও অবাস্তব। তখন এক বেদুঈন বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার উটের পাল অনেক সময় মরুভূমির চারণ ভূমিতে থাকে, মনে হয় যেন নাদুস-নুদুস জংলী হরিণ। অতঃপর সেখানে কোন একটি চর্মরোগে আক্রান্ত উট এসে আমার সুস্থ উটগুলোর সাথে থেকে এদেরকেও চর্মরোগী বানিয়ে দেয়। তিনি বললেন : প্রথম উটটির রোগ সৃষ্টি করলো কে? মা'মার (র) বলেন, যুহরী (র) বলেছেন, অতঃপর এক ব্যক্তি আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : রোগাক্রান্ত উটকে যেন সুস্থ উটের সাথে একত্রে পানি পানের জায়গায় না আনা হয়।" আবু হুরাইরাহর (রা) এ হাদীস শুনে এক ব্যক্তি বললো, আপনি কি এ হাদীস বর্ণনা করেননি যে, নাবী ﷺ বলেছেন : সংক্রামক ব্যাধি বলতে কিছু নেই, সফর মাসকে অশুভ মনে করবে না এবং পেঁচা সম্পর্কে যেসব কথা প্রচলিত আছে তা অবাস্তব?" তখন আবু হুরাইরাহ বলেন, না, আমি তোমাদের নিকট এরূপ হাদীস বলিনি। যুহরী বলেন, আবু সালামাহ (রা) বলেছেন, তিনি অবশ্যই ঐ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তবে আমি আবু হুরাইরাহকে এ হাদীস ছাড়া কখনো কোন হাদীস ভুলে যেতে শুনিনি।

সহীহ।

৩৭১২ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا عَذْوَى وَلَا هَامَةَ وَلَا نَوَاءَ وَلَا صَفَرَ " .

সহীহ.

৩৯১২। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ছোঁয়াচে রোগ বলতে কিছু নেই, পেঁচা সম্পর্কে যেসব কথা প্রচলিত তা সঠিক নয়, কোন নক্ষত্রের নির্দিষ্ট তারিখে আকাশের কোন স্থানে অবস্থান করলে বৃষ্টিপাত হয় এরূপ বিশ্বাসও ঠিক নয় এবং সফর মাসকে অশুভ মনে করবে না।

সহীহ।

৩৯১১ বুখারী, মুসলিম।

৩৯১২ মুসলিম, আহমাদ।

৩৯১৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ الْبَرْقِيِّ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ، حَدَّثَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أَنْبَسٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِي الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيمٍ، وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَا غَوْلَ " .

حسن صحيح.

৩৯১৩। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ভূত-প্রেত নেই।

হাসান সহীহ।

৩৯১৪ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ قُرَيْ عَلَى الْخَارِثِ بْنِ مَسْكِينٍ وَأَنَا شَاهِدٌ، أَخْبَرَكُمْ أَشْهَبُ، قَالَ سَأَلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْلِهِ " لَا صَفَرٌ " . قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُحِلُّونَ صَفَرَ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لَا صَفَرٌ " .

صحيح مقطوع .

৩৯১৪। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, ইমাম মালিক (র)-কে নাবী ﷺ-এর বাণী 'লা সাফারা' সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, তৎকালীন আরবের লোকেরা সফর মাসকে (যুদ্ধের জন্য) বৈধ গোষণা করতো। তারা উক্ত মাসকে এক বছর বৈধ এবং এক বছর নিষিদ্ধ গণ্য করতো। সেজন্য নাবী ﷺ বলেন : কোন সফর নেই।

সহীহ মাঝতু'।

৩৯১৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ، قَالَ قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ - يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ - قَوْلُهُ " هَامٌ " . قَالَ كَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ تَقُولُ لَيْسَ أَحَدٌ يَمُوتُ فَيُدْفَنُ إِلَّا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ هَامَةٌ . قُلْتُ فَقَوْلُهُ صَفَرٌ . قَالَ سَمِعْتُ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ يَسْتَشْتَمُونَ بِصَفَرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لَا صَفَرٌ " . قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَدْ سَمِعْنَا مَنْ يَقُولُ هُوَ وَجَعٌ يَأْخُذُ فِي الْبَطْنِ فَكَانُوا يَقُولُونَ هُوَ يُعْدِي فَقَالَ " لَا صَفَرٌ " .

صحيح مقطوع .

৩৯১৫। বাকিয়াহ (ক) বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনু রাশিদ (র)-কে নাবী ﷺ-এর বাণী অর্থাৎ পেঁচা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, জাহিলী যুগে লোকেরা ধারণা করতো কাউকে মৃত্যুর পর দাফন করা হলে ঐ মৃত ব্যক্তি কবর থেকে পেঁচা হয়ে বেরিয়ে আসে। অতঃপর তাঁর বাণী অর্থাৎ সফর মাস সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, আমরা শুনেছি, জাহিলী যুগে লোকেরা সফর মাসে কোথাও যাত্রা করাকে কুলক্ষুণে মনে করতো। তাই নাবী ﷺ সফর মাসকে অশুভ মনে করতে নিষেধ করেন। মুহাম্মাদ ﷺ বলেন, সে যুগে কেউ যদি বলতো, সফর মাসে পেটে ব্যথা হয়। সবাই বলতো, এটা সংক্রামক। তাই তিনি বলেছেন : সফর মাস এরূপ নয় যে রূপ তোমরা ধারণা করে থাকো।

সহীহ মাঝতু'।

৩৯১৬ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " لَا عَدْوَى وَلَا طِيرَةٌ وَيُغْجِبُنِي الْفَالُ الصَّالِحُ وَالْفَالُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ " .

صحيح.

৩৯১৬। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : ছোঁয়াচে রোগ নেই, কোন কিছুকে অশুভ মনে করাও ঠিক নয়। ফা'ল আমার নিকট প্রিয়। ফা'ল হলো অর্থবোধক উত্তম বাক্য।^{৩৯১৬}
সহীহ।

৩৯১৭ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَهْبٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمِعَ كَلِمَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَقَالَ " أَخَذْنَا فَالَكَ مِنْ فَيْكَ " .
صحیح.

৩৯১৭। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি শব্দ শুনতে পেলেন। যা তাঁর নিকট আকর্ষণীয় মনে হলো। তিনি বললেন : তোমার মুখ হতে নিঃসৃত তোমার ফা'ল গ্রহণ করলাম।^{৩৯১৭}
সহীহ।

৩৯১৮ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ يَقُولُ النَّاسُ الصَّفَرُ وَجَعٌ يَأْخُذُ فِي الْبَطْنِ . قُلْتُ فَمَا الْهَامَةُ قَالَ يَقُولُ النَّاسُ الْهَامَةُ الَّتِي تَصْرُخُ هَامَةُ النَّاسِ وَلَيْسَتْ بِهَامَةِ الْإِنْسَانِ إِنَّمَا هِيَ دَابَّةٌ .
صحیح مقطوع .

৩৯১৮। 'আত্বা (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বলতো, সফর মাস পেটের ব্যথায় মাস। আমি বললাম, 'হামা' কি? তিনি বলেন, লোকেরা বলতো, হামা হলো দাফনকৃত লাশের চিংকারকারী আত্বা। আসলে এটা মানুষের প্রেতাত্মা নয়, বরং একটি প্রাণী।^{৩৯১৮}

সহীহ মাক্কুতু'।

৩৯১৯ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ غُرُورَةَ بْنِ عَامِرٍ، - قَالَ أَحْمَدُ الْقُرَشِيُّ - قَالَ ذُكِرَتِ الطَّيْرَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ " أَحْسَنُهَا الْقَالَ وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا فَإِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَنْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ " .
ضعيف .

৩৯১৯। আহমাদ আল-কুরাশী (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর নিকট শুভ-অশুভ লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি বললেন : হাঁ, শুভ লক্ষণ হচ্ছে ফা'ল। এমন অশুভ কিছু নেই যা মুসলিমকে কোন কাজে বা কোথাও যাত্রা হতে বিরত রাখতে পারে। তবে তোমাদের মাঝে কেউ যদি কোন অসুবিধাজনক কিছু দেখতে পায়, তাহলে সে যেন বলে, "হে আল্লাহ! আপনিই তো কল্যাণদাতা এবং আপনিই তো অকল্যাণ দূরকারী। আপনি ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই, শক্তিও নেই"।^{৩৯১৯}

দূর্বল।

৩৯১৬ বুখারী, মুসলিম।

৩৯১৭ আহমাদ, ইবনুস সুনী।

৩৯১৮ আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

৩৯১৯ বায়হাকী। সানাদে হাবীব ইবনু আবু সাবিত রয়েছে। তার ইরসাল ও তাদলীস প্রচুর এবং তিনি এটি আনু আনু শব্দে বর্ণনা করেছেন।

৩৯২০ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَطِيرُ مِنْ شَيْءٍ وَكَانَ إِذَا بَعَثَ عَامِلًا سَأَلَ عَنْ اسْمِهِ فَإِذَا أَعْجَبَهُ اسْمُهُ فَرِحَ بِهِ وَرُبِّيَ بَشْرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهُ رُبِّيَ كَرَاهِيَةَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِذَا دَخَلَ قَرْيَةً سَأَلَ عَنْ اسْمِهَا فَإِنْ أَعْجَبَهُ اسْمُهَا فَرِحَ بِهَا وَرُبِّيَ بَشْرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهَا رُبِّيَ كَرَاهِيَةَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ .
صحیح.

৩৯২০। 'আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ কোন কিছুকেই কুলক্ষণ মনে করতেন না। তিনি কোথাও কোন কর্মচারীকে প্রেরণ করলে তার নাম জানতে চাইতেন। উক্ত নাম তাঁর পছন্দ হলে তিনি খুশি হতেন এবং তাঁর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল দেখাতো। আর উক্ত নাম অপছন্দ হলে তাঁর চেহারা অসন্তোষের ছাপ ভেসে উঠতো। তিনি কোন জনপদে প্রবেশ করলে তার নাম জিজ্ঞাস করতেন। সেই নাম তাঁর পছন্দ হলে তিনি খুশী হতেন এবং তাঁর চেহারা উজ্জ্বল দেখা যেতো। পক্ষান্তরে সেই নাম অপছন্দ হলে তাঁর চেহারায় অসন্তোষের ছাপ ভেসে উঠতো।^{৩৯২০}

সহীহ।

৩৯২১ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى، أَنَّ الْحَضْرَمِيَّ بْنَ لَاحِقٍ، حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ السُّسْبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ " لَا هَامَةَ وَلَا عَذْوَى وَلَا طِيرَةَ وَإِنْ تَكُنِ الطَّيْرَةُ فِي شَيْءٍ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْدَّارِ " .
صحیح.

৩৯২১। সা'দ ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : পেঁচা অশুভ নয়, ছোঁয়াচে রোগ নেই এবং কোন জিনিস অশুভ হওয়া ভিত্তিহীন। যদি কোন কিছুর মধ্যে অশুভ কিছু থাকতো, তাহলে ঘোড়া, নারী ও বাড়ী এই তিন জিনিসের মধ্যে থাকতো।^{৩৯২১}

সহীহ।

৩৯২২ - حَدَّثَنَا الْقَعْتَبِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ، وَسَالِمٍ، ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ " .
شاذ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مَسْكِينٍ وَأَنَا شَاهِدٌ أَخْبَرَكَ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الشُّؤْمِ فِي الْفَرَسِ وَالْأُورِ قَالَ كَمْ مِنْ دَارٍ سَكَنَهَا نَاسٌ فَهَلَكُوا ثُمَّ سَكَنَهَا آخَرُونَ فَهَلَكُوا فَهَذَا تَفْسِيرُهُ فِيمَا تَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
صحیح مقطوع.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَصِيرٌ فِي الْبَيْتِ خَيْرٌ مِنْ أَمْرَأَةٍ لَا تَلِدُ .

ضعيف موقوف.

৩৯২২। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কুলক্ষণ যদি কিছুতে থাকতো তবে তা বাড়ি, নারী ও ঘোড়াতে থাকতো।

শায।

ইমাম মালিক (র)-কে ঘোড়া ও বাড়ির অশুভ হওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এমন অনেক বাড়ি আছে, যাতে কোন পরিবার বসবাস করে ধ্বংস হয়ে যায়। তারপর আরেকটি পরিবার এসে

বসবাস করে, তারাও ধবংস হয়ে যায়। আমার মতে এটা এই হাদীসের ব্যাখ্যা, তবে আল্লাহই অধিক জানেন।

সহীহ মাক্কুত^{১২২}।

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, 'উমার (রা) বলেছেন, বক্ষ্যা নারীর চেয়ে ঘরের চাটাই বা মাদুরটি উত্তম।'^{১২২}

যঈফ মাক্কুত^{১২৩}।

৩৭২৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبَّاسُ الْمُتَمَرِّيُّ، قَالََا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحِيرٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ فَرُوءَةَ بْنَ مُسَيْكٍ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضٌ عِنْدَنَا يُقَالُ لَهَا أَرْضُ أُبَيْنٍ هِيَ أَرْضُ رَيْفِنَا وَمِيرَتَنَا وَإِنِّهَا وَبَةٌ أَوْ قَالَ وَبَاؤُهَا شَدِيدٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " دَعْنَهَا عَنْكَ فَإِنَّ مِنَ الْقَرْفِ الثَّلْفَ ".
ضعيف الأسناد.

৩৯২৩। ফারওয়া ইবনু মুসাইক (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! 'আরদ আব্বান' নামে আমাদের একটা জমি আছে, যাতে আমরা শস্য উৎপন্ন করে থাকি, কিন্তু তা খুবই অস্বাস্থ্যকর। নাবী ﷺ বলেন : এ জমিটা ত্যাগ করো, কারণ রোগব্যাধির প্রাদুর্ভূত এলাকার ধবংস ডেকে আনে।^{৩৯২৩}

সানাদ দুর্বল।

৩৭২৪ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا كُنَّا فِي دَارٍ كَثِيرٍ فِيهَا عَدَدُنَا وَكَثِيرٌ فِيهَا أَمْوَالُنَا فَتَحَوَّلْنَا إِلَى دَارٍ أُخْرَى فَقَلَّ فِيهَا عَدَدُنَا وَقَلَّتْ فِيهَا أَمْوَالُنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " ذَرُوهَا ذَمِيمَةٌ ".
صحيح.

৩৯২৪। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এমন একটি বাড়িতে বসবাস করতাম যেখানে আমাদের জনবল ও ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অতঃপর আমরা স্থানান্তরিত হয়ে অন্য একটি বাড়িতে বসবাস করতে থাকি, এখানে আমাদের জনবল ও সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে। নাবী ﷺ বলেন : তোমরা এ বাড়ি ছেড়ে দাও, স্থানটি নিন্দনীয়।^{৩৯২৪}

সহীহ।

৩৭২৫ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ حَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِ مَحْنُومٍ فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ وَقَالَ " كُلْ نِفْعَةً بِاللَّهِ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ".
ضعيف.

৩৯২৫। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এক কুষ্ঠ রোগীর হাত ধরে তাঁর সঙ্গে খাবারের পেয়ালায় তা রেখে বললেন : আল্লাহর উপর আস্থা রেখে এবং তাঁর উপর পূর্ণ ভরসা রেখে

১১৩।^{৩৯২৫}

দুর্বল।

^{১২২} বুখারী, মুসলিম।

^{১২৩} আহমাদ। সানাদে ইয়াহইয়া ইবনু আবদুল্লাহ ও ফারওয়ার মাঝে ইনকিতা হয়েছে।

^{১২৪} বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, বায়হাকী।

^{৩৯২৫} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। সানাদের মুফায্বাল ইবনু ফাযালাহ সম্পর্কে হাফিয বলেন : যঈফ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি গরীব।

২৪ - كتاب العتق

অধ্যায়- ২৪ : দাসত্বমুক্তি

১ - باب في المُكَاتَبِ يُؤَدِّي بَغْضَ كِبَائِهِ فَيُعْجَزُ أَوْ يَمُوتُ

অনুবাদ- ১ : চুক্তিবদ্ধ গোলাম কৃত শর্তের কিছু পরিশোধের পর অপারগ হলে বা মারা গেলে

৩৭২৬ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دَرَاهِمٌ . حَسَنٌ .

৩৯২৬। 'আমর ইবনু শু'আইব (র) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : 'মুকাতাব' গোলাম আযাদ হওয়ার জন্য যে পরিমাণ মুদ্রা দেয়ার শর্ত আরোপ করে, তা হতে এক দিহরাম অবশিষ্ট থাকলেও, সে গোলামই থেকে যাবে। ৩৯২৬

হাসান।

৩৭২৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْجَرِيرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أَوْقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَةَ أَوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَةَ دَنَانِيرٍ فَهُوَ عَبْدٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ هُوَ عَبَّاسُ الْجَرِيرِيِّ قَالُوا هُوَ وَهُمْ وَلَكِنَّهُ هُوَ شَيْخٌ آخَرٌ . حَسَنٌ .

৩৯২৭। 'আমর ইবনু শু'আইব (র) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : যে গোলাম তার মনিবকে একশো 'উকিয়া' দিয়ে আযাদ হওয়ার চুক্তি করে নব্বই উকিয়া দিয়েছে সে গোলামই রয়ে গেলো। আর যে গোলাম একশো দীনার চুক্তি করে নব্বই দীনার আদায় করেছে, সেও গোলামই রয়ে গেলো। ৩৯২৭

হাসান।

৩৭২৮ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهَدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نُبَيْهَانَ، مُكَاتَبٌ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنْ كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْيُخْرِجْ مِنْهُ " . ضَعِيفٌ .

৩৯২৮। উম্মু সালামাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বলেছেন : তোমাদের কারো যদি মুকাতাব গোলাম থাকে এবং সে চুক্তিতে আরোপিত মূল্য প্রদানের যোগ্যতা রাখে, তবে তোমরা তার থেকে পর্দা করো। ৩৯২৮

দুর্বল।

৩৯২৬ বায়হাকী।

৩৯২৭ তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি গরীব।

৩৯২৮ তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : 'এই হাদীসটি হাসান সহীহ।' কিন্তু সানাদের নাহবান সম্পর্কে হাফিয বলেন : মাকবুল।

২ - باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة

অনুচ্ছেদ- ২ : মুকাতাব (চুক্তিবদ্ধ গোলাম)-এর চুক্তি ভঙ্গ হলে তাকে বিক্রি করা

৩৭২৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ، وَثَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكَ فَإِنْ أَحْبَبُوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكَ كِتَابَتَكَ وَيَكُونَ لَكَ وَلَاؤُكَ لِي فَعَلْتُ . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ بَرِيرَةَ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكَ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلَاؤُكَ . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِتْبَاعِي فَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" . ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ "مَا بَالُ أَتَانَسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرَطَ اللَّهُ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ" .

صحیح.

৩৯২৮। 'উরওয়াহ (র) সূত্রে বর্ণিত। 'আয়িশাহ (রা) তাকে বলেন, একদা বারীরাহ নামী নামক এক মুকাতাবা দাসী চুক্তিকৃত মূল্য পরিশোধে সাহায্য চাইতে তাঁর নিকট এলো। সে তখন পর্যন্ত চুক্তিপত্রের কিছুই শোধ করেনি। 'আয়িশাহ (রা) তাকে বলেন, তুমি মনিব পরিবার গিয়ে বলো, তারা চাইলে আমি তোমার চুক্তির সমস্ত মূল্যই পরিশোধ করবো এবং আমি তোমার উত্তরাধিকারী হবো। বারীরাহ তাই করলো। কিন্তু মনিব পরিবার রাজি না হয়ে বললো, তিনি ইচ্ছা করলে নেকীর আশায় তোমার এ উপকার করতে পারেন; কিন্তু আমরাই তোমার উত্তরাধিকারী থাকবো। একথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বলা হলে তিনি ﷺ তাকে বললেন : তুমি ওকে কিনে মুক্ত করে দাও। বস্তুত যে আযাদ করে, উত্তরাধিকার স্বত্ব তারই প্রাপ্য। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন : লোকদের কি হলো? এরা এমন শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই। আর আল্লাহর কিতাবে নেই এরূপ শর্ত একশো বার করলেও সে তার হকদার নয়। আল্লাহর শর্তই সত্য ও সবচেয়ে মজবুত। ৩৯২৯

সহীহ।

৩৭৩০ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيرَةَ لَتَسْتَعِينَ فِي كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ إِنِّي كَاتِبْتُ أَهْلِي عَلَى تَسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَةٌ فَأَعِينِي . فَقَالَتْ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكَ أَنْ أَغْدُمَا عِدَّةً وَاحِدَةً وَأَعْتَقَكَ وَيَكُونَ لَكَ وَلَاؤُكَ لِي فَعَلْتُ . فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا وَسَأَلَ الْحَدِيثَ نَحْوَ الزُّمَرِيِّ زَادَ فِي كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ فِي آخِرِهِ "مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْتَقَ يَا فُلَانُ وَالْوَلَاءُ لِي إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" .

صحیح.

৩৯৩০। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরাহ তার চুক্তি মোতাবেক মূল্য পরিশোধে সাহায্য চাইতে এসে বললো, আমি আমার মনিব পরিবারের সাথে প্রতি বছর এক উকিয়া করে নয় উকিয়া দেয়ার চুক্তিতে দলীল করেছি। কাজেই আপনি আমাকে সাহায্য করুন। তিনি বলেন, তোমার মনিব পরিবার সম্মত হলে চুক্তির পুরো মূল্য একসঙ্গে আদায় করে তোমাকে মুক্ত করবো। আর আমি হবো তোমার উত্তরাধিকারী। এ প্রস্তাব নিয়ে বাঁদী তার মনিবের নিকট গেলো। অতঃপর যুহরীর বর্ণিত হাদীসের

অনুরূপ। তবে যুহরীর বর্ণনার শেষ দিকে নাবী ﷺ-এর এ কথাটুকু রয়েছে : মানুষের কী হলো যে, তাদের কেউ বলে, হে অমুক! তুমি আযাদ করে দাও, কিন্তু উত্তরাধিকার স্বত্ব আমার। অথচ নিঃসন্দেহে উত্তরাধিকার স্বত্ব আযাদকারীর জন্যই নির্ধারিত।^{৩৯০০}

সহীহ।

৩৭৩১ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَبُو الْأَصْبَغِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ وَقَعْتُ جُوزَيْرَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ فِي سَهْمِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَّاسٍ أَوْ ابْنِ عَمِّ لَهُ فَكَاتَبْتُ عَلَى نَفْسِهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً مَلَاخَةً تَأْخُذُهَا الْعَيْنُ - قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فَجَاءَتْ تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي كِتَابَتِهَا فَلَمَّا قَامَتْ عَلَى الْبَابِ فَرَأَيْتُهَا كَرِهْتُ مَكَانَهَا وَغَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمِيَ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي رَأَيْتُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا جُوزَيْرَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ أَمْرِي مَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ وَإِنِّي وَقَعْتُ فِي سَهْمِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَّاسٍ وَإِنِّي كَاتَبْتُ عَلَى نَفْسِي فَحُتِّكَ أَسْأَلُكَ فِي كِتَابَتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " فَهَلْ لَكَ إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ " . قَالَتْ وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " أَوْدِي عَنْكَ كِتَابَتِكَ وَأَتَزَوَّجُكَ " . قَالَتْ قَدْ فَعَلْتُ قَالَتْ فَتَسَامَع - نَعْنِي النَّاسَ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ تَزَوَّجَ جُوزَيْرَةَ فَأَرْسَلُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ السَّبْيِ فَأَعْتَقُوهُمْ وَقَالُوا أَصْهَارُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا رَأَيْنَا امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا أَعْتَقَ فِي سَبْيِهَا مِائَةَ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حُجَّةٌ فِي أَنَّ الْوَلِيَّ هُوَ يُزَوِّجُ نَفْسَهُ .

৩৯০১। ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী মুস্তালিক যুদ্ধে ‘জুয়ায়রিয়াহ বিনতুল হারিস ইবনুল মুস্তালিক’ বন্দিনী হয়ে সাবিত ইবনু ক্বায়িস ইবনু শাম্মাস (রা) বা তার চাচাত ভাইয়ের ভাগে পড়েন। অতঃপর তিনি নিজেকে আযাদ করার চুক্তি করেন। তিনি খুবই সুন্দরী নারী ছিলেন, নজর কাড়া রূপ ছিল তার। ‘আয়িশাহ (রা) বলেন, তিনি চুক্তির অর্থ চাইতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলেন। তিনি দরজায় এসে দাঁড়াতেই আমি তাকে দেখে অসন্তুষ্ট হলার। আমি ভাবলাম, যে রূপ-স্বাক্ষর তাকে দেখেছি, শিখাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও তাকে এভাবে দেখবেন। অতঃপর তিনি বললেন, হে আব্রাহামের রাসূল! আমি জুয়ায়রিয়াহ বিনতুল হারিস, আমার সামাজিক অবস্থান অবশ্যই আপনার নিকট স্পষ্ট। আমি সাবিত ইবনু ক্বায়িস ইবনু শাম্মাসের ভাগে পড়েছি। আমি মুক্ত হওয়ার চুক্তিপত্র করেছি, চুক্তির নির্ধারিত অর্থ আদায়ে সাহায্য চাইতে আপনার কাছে এসেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এর চেয়ে ভালো প্রস্তাবে তুমি রাজি আছো কি? তিনি বললেন, কী প্রস্তাব, হে আব্রাহামের রাসূল! তিনি বললেন : আমি চুক্তির সমস্ত পাওনা শোধ করে তোমাকে বিয়ে করতে চাই। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি আপনার প্রস্তাবে রাজি আছি। ‘আয়িশাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুয়ায়রিয়াহকে বিয়ে করেছেন, একথা সবার মাঝে জানাজানি হয়ে গেলো। তারা তাদের আওতাধীন সমস্ত বন্দীকে আযাদ করে ছাড়তে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, এরা রাসূলুল্লাহর ﷺ-এর শত্রুর বংশের লোক। ‘আয়িশাহ (রা) বলেন, নিজের গোত্রের কল্যাণের জন্য তার চাইতে বরকতময়ী মহিলা আমি আর কাউকে দেখিনি। শুধু তার মাধ্যমে বনী মুস্তালিকের একশো পরিবার আযাদ হয়েছে। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম শাসক সরাসরি বিয়ে করতে পারেন।^{৩৯০১}

হাসান।

^{৩৯০০} বুখারী, মুসলিম।

^{৩৯০১} আহমাদ।

৩ - باب في العتق على الشرط

অনুচ্ছেদ- ৩ : শর্তসাপেক্ষে দাসত্বমুক্তি

৩৭৩২ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ، قَالَ كُنْتُ مَمْلُوكًا لَأَمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ أَعْتَقُكَ وَأَشْتَرِيكَ عَلَى أَنْ تَخْلُصَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا عَشْتُ . فَقُلْتُ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيَّ مَا فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا عَشْتُ فَأَعْتَقْتَنِي وَاشْتَرَطْتَ عَلَيَّ . حسن .

৩৯৩২ । সাফীনাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি উম্মু সালামাহর (রা) কৃতদাস ছিলাম । তিনি বললেন, আমি তোমাকে আযাদ করবো এ শর্তে যে, যতো দিন তুমি জীবিত থাকবে, রাসূলুল্লাহর ﷺ খেদমত করবে । আমি বললাম, আপনি যদি এ শর্ত আরোপ নাও করতেন, তবুও আমি আমার জীবদ্দশা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহর ﷺ-এর সঙ্গ ত্যাগ করতাম না । অতঃপর তিনি আমাকে উক্ত শর্তে আযাদ করলেন । ৩৯৩২ হাসান ।

৪ - باب فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيًّا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ

অনুচ্ছেদ- ৪ : কেউ শরীকানা গোলামের নিজ অংশ মুক্ত করলে

৩৭৩৩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، - الْمَعْنَى - أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، - قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ - عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا، أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلَامٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ " لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكَ " . زَادَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي حَدِيثِهِ فَأَجَارَ النَّبِيُّ ﷺ عِتْقَهُ . صحيح .

৩৯৩৩ । আবুল ওয়ালীদ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত । এক ব্যক্তি যৌথ মালিকানাধীন কৃতদাসে তার অংশ মুক্ত করলো । অতঃপর এ সংবাদ নাবী ﷺ-এর নিকট পৌছলে তিনি বলেন : আল্লাহর কোন শরীক নেই । ইবনু কাসীরের (র) বর্ণনায় আরো রয়েছে : অতঃপর নাবী ﷺ তাকে মুক্ত করার অনুমতি দিলেন । ৩৯৩৩

সহীহ ।

৩৭৩৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْبُخَيْرِيِّ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ جَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا، أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلَامٍ فَأَجَارَ النَّبِيُّ ﷺ عِتْقَهُ وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ نَمْنِهِ . صحيح .

৩৯৩৪ । আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত । এক ব্যক্তি যৌথ মালিকানাধীন কৃতদাসের তার অংশ আযাদ করে দিলো । নাবী ﷺ দাসত্বমুক্তি অনুমতি দিয়ে তাকে তার অবশিষ্ট অংশের মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা করতে বললেন । ৩৯৩৪

সহীহ ।

৩৯৩২ ইবনু মাজাহ, আহমাদ ।

৩৯৩৩ আহমাদ ।

৩৯৩৪ আহমাদ ।

৩৯৩০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ سُوَيْدٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرٍ فَعَلَيْهِ خُلَاصَتُهُ " . وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ سُوَيْدٍ .

صحیح.

৩৯৩৫। ক্বাতাদাহ (র) তার সানাদে বর্ণনা করেন, নাবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি যৌথ মালিকানাধীন দাস হতে তার অংশ আযাদ করে দেয়, তার কর্তব্য হলো তাকে পূর্ণভাবে আযাদের ব্যবস্থা করা। ৩৯৩৫

সহীহ।

৩৯৩৬ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ سُوَيْدٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ " . وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ الْمُثَنَّى النَّضَرَ بْنَ أَنَسٍ وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ سُوَيْدٍ .

صحیح.

৩৯৩৬। ক্বাতাদাহ (র) হতে তার নিজ সানাদে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : যৌথ মালিকানাধীন দাস থেকে যে ব্যক্তি তার নিজের অংশ আযাদ করবে, সে যদি সম্পদশালী হলে তার সম্পদ খরচ করে বাকী অংশও যেন আযাদ করে দেয়। ৩৯৩৬

সহীহ।

৫ - باب مَنْ ذَكَرَ السَّعَايَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

অনুবাদ-৫ : পোলামকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে কাজ করানো

৩৯৩৭ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، - يَعْنِي الْعَطَّارَ - حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " مَنْ أَعْتَقَ شَقِيقًا فِي مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْفُوقٍ عَلَيْهِ " .

صحیح.

৩৯৩৭। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি যৌথ মালিকানাভুক্ত কৃতদাসের নিজের অংশ আযাদ করে সে মালদার হলে সম্পূর্ণ আযাদ করার ব্যবস্থা করা উচিত। সম্পদশালী না হলে কঠিন পরিশ্রমে না ফেলে দাসকে দিয়ে কাজ করাতে পারে। ৩৯৩৭

সহীহ।

৩৯৩৮ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ، - وَهَذَا لَفْظُهُ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ أَعْتَقَ شَقِيقًا لَهُ - أَوْ شَقِيقًا لَهُ - فِي مَمْلُوكٍ فَخُلَاصَتُهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ

৩৯৩৫ মুসলিম, আহমাদ।

৩৯৩৬ আহমাদ, বায়হাকী।

৩৯৩৭ তিরমিযী।

يَكُنْ لَهُ مَالٌ قَوْمَ الْعَبْدِ قِيمَةُ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتَسْنِي لَصَاحِبِهِ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثَيْهِمَا جَمِيعًا " فَاسْتَسْنِي غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ . " وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ .

صحیح.

৩৯৩৮। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি যৌথ মালিকানাভুক্ত কৃতদাসের নিজের অংশ আযাদ করে, সে সম্পদশালী হলে তার কর্তব্য হলো তাকে পূর্ণভাবে আযাদ করার ব্যবস্থা করা। আর সে সম্পদশালী না হলে গোলামটির সঠিক মূল্য নিরূপণ করার পর গোলামের দ্বারা সাধ্য মোতাবেক কাজ করাবে। অতঃপর তার পারিশ্রমিকের অর্থ দ্বারা মূল্য আদায় করবে। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, উভয় বর্ণনাকারী বক্তব্য হলো : 'তাকে দিয়ে সহজসাধ্য পরিশ্রম করাবে'।^{৩৯৩৮}

সহীহ।

৩৯৩৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، لَمْ يَذْكُرِ السَّعْيَاءَ وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ وَمُوسَى بْنُ خَلْفٍ جَمِيعًا عَنْ قُتَادَةَ، بِإِسْنَادٍ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَمَعْنَاهُ وَذَكَرَا فِيهِ السَّعْيَاءَ .

৩৯৩৯। সাঈদ (র) হতে তার সানাদে অনুরূপ অর্থের হাদীস বর্ণিত। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, কোন বর্ণনায় শব্দটি উল্লেখ আছে এবং কোন বর্ণনায় নেই।^{৩৯৩৯}

৬ - باب فِيمَنْ رَوَى أَنَّهُ لَا يَسْتَسْنِي

অনুবাদ - ৬ : যারা বলেন, গোলামকে কাজে লাগানো যাবে না

৩৯৪০ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاءَ لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شِرْكَاءَهُ حِمَصَهُمْ وَأَعْتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ . "

صحیح.

৩৯৪০। আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোন ব্যক্তি যৌথ মালিকানাভুক্ত কৃতদাসের নিজের অংশ মুক্ত করলে তার সঠিক মূল্য নিরূপণ করতে হবে। অতঃপর সে অন্য শরীকদের অংশও পরিশোধ করবে এবং এর বিনিময়ে গোলামটি আযাদ হবে। অন্যথায় তাকে যতটুকু আযাদ করা হয়েছে সে ততটুকুই আযাদ হবে।^{৩৯৪০}

সহীহ।

৩৯৪১ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَبِي بَرْ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ وَكَانَ نَافِعٌ رُبَّمَا قَالَ " فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " . وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ .

صحیح.

৩৯৩৮ বুখারী, মুসলিম।

৩৯৩৯ এর পূর্বেরটি দেখুন।

৩৯৪০ বুখারী, মুসলিম।

৩৯৪১। ইবনু 'উমার (রা) হতে নাবী ﷺ-এর সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণিত। বর্ণনাকারী বলেন, নাফি' কখনো অর্থাৎ "যা আযাদ করলো তা করলোই" এরূপ বলেছেন, আবার কখনো তা বলেননি। ৩৯৪১

সহীহ।

৩৯৪২ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَيُّوبُ فَلَا أَذْرِي هُوَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ شَيْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ .
صحیح الاسناد .

৩৯৪২। ইবনু 'উমার (রা) হতে নাবী ﷺ-এর সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত। আইয়ুব (র) বলেন, আমি অবহিত নই, হাদীসের "যা আযাদ করলো তা করলোই" কথাটুকু নাবী ﷺ-এর নাকি নাফি' (র)-এর নিজস্ব বক্তব্য। ৩৯৪২

সানাদ সহীহ।

৩৯৪৩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاءَ مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ فَطَلَبَهُ عِقْدَهُ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ نَفْسَهُ " .

صحیح .

৩৯৪৩। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি শরীকানা গোলামের নিজের অংশ আযাদ করে দেয়, তার নিকট যদি এ গোলামের সম্পূর্ণ মূল্য পরিমাণ মাল থাকে, তবে তার উচিত তাকে পূর্ণভাবে আযাদ করা। আর যদি এ পরিমাণ সম্পদ না থাকে, তবে সে তার অংশ পরিমাণই আযাদ হবে। ৩৯৪৩

সহীহ।

৩৯৪৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى .

৩৯৪৪। ইবনু 'উমার (রা) হতে নাবী ﷺ-এর সূত্রে ইবরাহীম ইবনু মুসা বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণিত। ৩৯৪৪

৩৯৪৫ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى مَالِكٍ وَلَمْ يَذْكُرْ " وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " . اِتَّهَمَى حَدِيثُهُ إِلَى " وَأَعْتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ " . عَلَى مَعْنَاهُ .
صحیح .

৩৯৪১ আহমাদ, তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ।

৩৯৪২ বুখারী, মুসলিম।

৩৯৪৩ বুখারী, মুসলিম।

৩৯৪৪ বুখারী, মুসলিম।

৩৯৪৫। ইবনু 'উমার (রা) হতে নাবী ﷺ-এর সূত্রে মালিক বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণিত। তবে এতে "সে তার অংশ পরিমাণই আযাদ হবে" কথাটুকু উল্লেখ নেই। তার বর্ণিত হাদীস "وَأَعْتَقَ عَبْدَهُ" ৩৯৪৫ একথায় গিয়ে সমাপ্ত হয়েছে।

সহীহ।

৩৯৪৬ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاءَ لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ مِنْهُ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ" . صحيح.

৩৯৪৬। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : কেউ শরীকানা গোলামের নিজের অংশ আযাদ করলে তার নিকট এ গোলামের পুরো মূল্য পরিমাণ সম্পদ থাকলে তার উচিত, অবশিষ্ট অর্থ দিয়ে তাকে আযাদ করার ব্যবস্থা করা। ৩৯৪৬

সহীহ।

৩৯৪৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ "إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدَهُمَا نَصِيبُهُ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا يُقَوِّمُ عَلَيْهِ قِيمَةً لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ثُمَّ يُعْتَقُ" . صحيح.

৩৯৪৭। সালিম (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত এবং এ সূত্র নাবী ﷺ পর্যন্ত পৌঁছে। তিনি বলেন : দুই মনিবের মালিকানাধীন একটি কৃত্তদাসকে এক মনিব তার অংশ আযাদ করলো। আযাদকারী মনিব যদি সম্পদশালী হয়, তবে তার উচিত হলো গোলামটির যথার্থ মূল্য না কমিয়ে না বাড়িয়ে ধার্য করে তাকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করা। ৩৯৪৭

সহীহ।

৩৯৪৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ الْعَتَبِيِّ، عَنْ ابْنِ التَّلْبِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا، أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَلَمْ يَضُمَّهُ النَّبِيُّ ﷺ . قَالَ أَحْمَدُ إِنَّمَا هُوَ بِأَثَاءٍ - بَعْنِي التَّلْبُ - وَكَانَ شُعْبَةُ أَلْفَغَ لَمْ يَمَيِّنِ الثَّأءَ مِنَ الثَّأءِ . ضعيف الإسناد .

৩৯৪৮। ইবনুত তালিক্বা (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি শরীকানা গোলামের নিজের অংশ মুক্ত করলো। নাবী ﷺ তাকে অবশিষ্ট অংশ মুক্ত করতে বাধ্য করেননি। ৩৯৪৮

সানাদ দুর্বল।

৫ - باب فِيمَنْ مَلَكَذَا رَحِمَ مَحْرَمٍ

অনুচ্ছেদ- ৭ : কেউ রক্ত সম্পর্কীয় মুহাররাম গোলামের মালিক হলে

৩৯৪৯ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ مُوسَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ فِيمَا يَحْسِبُ حَمَّادُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "

৩৯৪৫ বুখারী।

৩৯৪৬ মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ।

৩৯৪৭ বুখারী, মুসলিম।

৩৯৪৮ নাসায়ী, বায়হাকী। সানাদের ইবনুত তালিক্বি সম্পর্কে হাফিয বলেন : মাসতুর। ইবনু হাযম বলেন : মাজহুল।

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبَرْزَانِيُّ عَنْ حَسَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَاصِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يُحَدِّثْ ذَلِكَ الْحَدِيثَ إِلَّا حَسَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَقَدْ شَكَّ فِيهِ.

صحيح.

৩৯৪৯। সামুৱাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : কারো মালিকানায কোন নিকটাত্মীয় 'মুহাম্মাদ' দাস হয়ে আসলে সে আযাদ।^{৩৯৪৯}

সহীহ।

৩৯৫০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ.

ضعيف مقطوع.

৩৯৫০। ক্বাতাদাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। 'উম্মার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, কারো মালিকানায যদি নিকটাত্মীয় মুহাম্মাদ ব্যক্তি গোলাম থাকে তবে সে সরাসরি আযাদ।^{৩৯৫০}

দুর্বল মাফুত।

৩৯৫১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ.

صحيح مقطوع.

৩৯৫১। ক্বাতাদাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। হাসান (রা) বলেন, কোন ব্যক্তি নিকট আত্মীয়ের মালিক হয়ে, সে সরাসরি মুক্ত।^{৩৯৫১}

সহীহ মাফুত।

৩৯৫২ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَالْحَسَنِ، مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَعِيدٌ أَحْفَظُ مِنْ حَسَّادٍ.

صحيح مقطوع.

৩৯৫২। ক্বাতাদাহ (রা) হতে জাবির ইবনু যায়িদ এবং হাসানের সূত্রে অনুব্রূণ হাদীস বর্ণিত। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, হাসানদের তুলনায় সাঈদ (রা) অধিক স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন।^{৩৯৫২}

সহীহ মাফুত।

৮ - باب في عتق أهبات الأولاد

অনুচ্ছেদ-৮ : উম্ম ও লাদ আযাদ হওয়া

৩৯৫৩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَّابِ بْنِ صَالِحٍ، مَوْلَى الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أُمِّهِ، عَنْ سَلَامَةَ بِنْتِ مَقْلٍ، - امْرَأَةٍ مِنْ خَارِجَةِ قَيْسِ عِيلَانَ - قَالَتْ قَدِمَ بِي عَمِّي فِي

৩৯৪৯ তিরমিযী, আহমাদ।

৩৯৫০ বায়হাকী। এর সাল্লাদ মুরসাল। ক্বাতাদাহ হাদীসটি 'উম্মার থেকে শুনেছি।

৩৯৫১ নাসায়ী।

৩৯৫২ নাসায়ী।

الْجَاهِلِيَّةَ فَبَاعَنِي مِنَ الْحَبَابِ بْنِ عَمْرٍو أَخِي أَبِي الْيَسْرِ بْنِ عَمْرٍو فَوَلَدَتْ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَبَابِ ثُمَّ هَلَكَتْ فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ الْآنَ وَاللَّهِ تَبَاعِينَ فِي دَيْنِهِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ مِنْ خَارِجَةِ قَيْسِ عِيلَانَ قَدِمَ بِي عَمِّي الْمَدِينَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَبَاعَنِي مِنَ الْحَبَابِ بْنِ عَمْرٍو أَخِي أَبِي الْيَسْرِ بْنِ عَمْرٍو فَوَلَدَتْ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَبَابِ فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ الْآنَ وَاللَّهِ تَبَاعِينَ فِي دَيْنِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ وَلِيَ الْحَبَابَ " . قِيلَ أَخُوهُ أَبُو الْيَسْرِ بْنِ عَمْرٍو فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَقَالَ " أَعْتَقُوهَا فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَفِيقٍ قَدِمَ عَلَيَّ فَأَتُونِي أُعَوِّضْكُمْ مِنْهَا " . قَالَتْ فَأَعْتَقُونِي وَقَدِمَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَفِيقٌ فَعَوَّضَهُمْ مِنِّي غُلَامًا .
صُغِفَ الْأَسْنَدُ .

৩৯৫৩। খারিজাহ ক্বায়িস 'আইলান গোত্রের সালামাহ বিনতু মা'ক্বিল (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলী যুগে আমার চাচা আমাকে নিয়ে মাদীনাহুয় এনে আমাকে আবুল ইয়াসার ইবনু 'আমরের ভাই হুবাব ইবনু 'আমরের নিকট বিক্রি করেন। অতঃপর আমি হুবাবের পুত্র 'আবদুর রহমানকে প্রসব করি। পরবর্তীতে হুবাব মারা গেলে তার স্ত্রী বলেন, আল্লাহর কসম! এখন তুমি তার ঋণের জন্য বিক্রি হবে। একথা শুনে আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকট এসে বলি, হে আল্লাহর রাসূল! আমি খারিজাহ ক্বায়িস 'আইলান গোত্রের মহিলা। জাহিলী যুগে আমার চাচা আমাকে নিয়ে মাদীনাহুতে আসেন এবং আবুল ইয়াসার ইবনু 'আমরের ভাই হুবাব ইবনু 'আমরের নিকট আমাকে বিক্রি করেন। অতঃপর আমার গর্ভে 'আবদুর রহমান ইবনু হুবাবের জন্মগ্রহণ করে। তার স্ত্রী বলেন, আল্লাহর কসম! এখন তুমি তার ঋণের জন্য বিক্রি হবে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হুবাবের অভিভাবক কে? বলা হয়, তার ভাই আবুল ইয়াসার ইবনু 'আমর। অতঃপর তিনি তার নিকট বলে পার্থক্যের, মেয়াদটিকে তোমরা মুক্ত করে দাও। আর যখনই শুধবে, আমার নিকট কোন গোলাম এসেছে, তখনই তোমরা আসবে এবং আমি এর বিনিময়ে তাকে তোমাদেরকে প্রদান করবো। মহিলাটি বলেন, তারা আমাকে মুক্ত করে দিলো। পরে রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকট একটি গোলাম এলে তিনি তাকে আমার বিনিময়ে তাদের দিয়ে দিলেন। ৩৯৫০

সাব্যন দুর্বল।

৩৯৫৪ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمْلَةُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ بَعَثْنَا امْهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عَمْرُ نَهَانَا فَأَتَيْنَاهَا .
صَحِيح .

৩৯৫৪। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ ও আবু বাকরের যুগে উম্মু ওয়ালাদ বান্দীদেরকে বিক্রি করেছি। পরবর্তীতে 'উমারের (রা) যুগে তিনি আমাদের বারণ করায় আমরা বিরত হই। ৩৯৫৪

সহীহ।

৯ - باب في بيع المذبر

অনুচ্ছেদ- ৯ : মুদাব্বার গোলাম বিক্রি করা

৩৯৫৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا، أُعْتِقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دَبْرِ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَبِيعَ بِسَبْعِمِائَةٍ أَوْ بِتِسْعِمِائَةٍ .
صَحِيح .

৩৯৫০ আহমাদ। সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক একজন মুদাব্বিস এবং তিনি এটি আস্ন আন শাখে বর্ণনা করেছেন।

৩৯৫৪ বায়হাক্বী, হাক্বিম। ইমাম হাক্বিম বলেন : এই হাদীসটি মুসলিমের শর্ত মোতাবেক।

৩৯৫৫। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। এক লোক তার কৃতদাসকে একরূপ শর্ত দিয়ে রাখলো যে, সে মারা গেলে যে আযাদ। অথচ গোলাম ব্যতীত তার কোন সম্পদ ছিলো না। নাবী ﷺ তাকে এ গোলাম বিক্রি করার আদেশ দিলেন। অতঃপর তাকে সাতশো অথবা নয়শো আরবী মুদ্রায় বিক্রি করা হয়।^{৩৯৫৫}

সহীহ।

৩৯৫৬ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، بِهَذَا زَادَ وَقَالَ - يَعْنِي النَّبِيُّ ﷺ - "أَنْتَ أَحَقُّ بِشَيْئِهِ وَاللَّهُ أَغْنَى عَنْهُ" .
صحيح.

৩৯৫৬। 'আত্বা ইবনু আবু রাবাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা) আমার নিকট উল্লেখিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে রয়েছে : তিনি অর্থাৎ নাবী ﷺ বললেন : তুমিই মুদাব্বার গোলামের মূল্যের পাওনাদার, আর আল্লাহ তা হতে মুখাপেক্ষীহীন।^{৩৯৫৬}

সহীহ।

৩৯৫৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ عَنْ ذُبُرٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَذَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " مَنْ يَشْتَرِهِ " . فَاشْتَرَاهُ نَعِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّحَّاسِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَذَمَّهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَى عِيَالِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَى ذِي قَرَابَتِهِ " . أَوْ قَالَ " عَلَى ذِي رَحِمِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَهِيَ هُنَا وَهِيَ هُنَا " .
صحيح.

৩৯৫৭। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। আবু মাযকুর নামক জনৈক আনসারীর ইয়াকুব নামে এককটি কৃতদাস ছিল। সে ঘোষণা করে যে, সে মনিব মারা গেলে কৃতদাস আযাদ। অথচ এ কৃতদাস ছাড়া তার অন্য কোন সম্পদ ছিলো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ডেকে আনলেন এবং সাহাবীদের বলেন : কে একে কিনবে। নু'আইম ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু নাহ্‌হাম গোলামটিকে আটশো দিরহামে কিনে নিলো। তিনি ﷺ এর অর্থ আনসারীকে দিয়ে বলেন : তোমাদের মাঝে কেউ দরিদ্র থাকলে সে প্রথমে নিজের জন্য ব্যয় করবে। তারপর প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকলে তা নিকট আত্মীয়দের জন্য ব্যয় করবে, এরপরও অবশিষ্ট থাকলে আল্লাহর পথে নেককাজে ব্যয় করবে।^{৩৯৫৭}

সহীহ।

১০ - بَابُ لِمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ لَمْ يَنْلُفْهُمْ الثَّلَاثُ

অনুচ্ছেদ- ১০ : যিনি সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের কমে গোলাম আযাদ করেন

৩৯৫৮ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي فُلَايَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عَمْرِانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا، أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبَدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَلَبَّغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَحَزَّاهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَأَفْرَغَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرْقَى أَرْبَعَةً .
صحيح.

৩৯৫৫ বুখারী, মুসলিম।

৩৯৫৬ নাসায়ী।

৩৯৫৭ মুসলিম, নাসায়ী, ইবনু খুযাইমাহ।

৩৯৫৮। ইমরান ইবনু হুসাইন (রা) সূত্রে বর্ণিত। একজন মুমূর্ষু ব্যক্তি তার ছয়টি গোলামকে আযাদ করে দিলো। এগুলো ছাড়া তার অন্য কোন সম্পদ ছিলো না। এ খবর নাবী ﷺ নিকট পৌঁছলে তিনি সেই ব্যক্তিকে কঠোর ভাষায় ধমকালেন। অতঃপর গোলামদের ডেকে এনে তিন ভাগে ভাগ করে তাদের মাঝে লটারী দিলেন। লটারীর ভিত্তিতে দু'জনকে আযাদ করে দিলেন এবং চারজনকে গোলাম হিসেবে রেখে দিলেন। ৩৯৫৮

সহীহ।

৩৯৫৯ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ - حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَلَمْ يَقُلْ فَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا.

صحیح.

৩৯৫৯। আবু ক্বিলাবাহ (র) সূত্রে সানাদসহ উপরোক্ত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণিত। তবে তিনি “তাকে কঠোর ভাষায় ধমকালেন” এ বাক্য উল্লেখ করেননি। ৩৯৫৯

সহীহ।

৩৯৬০ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، - هُوَ الطَّحَّانُ - عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، أَنَّ رَجُلًا، مِنَ الْأَنْصَارِ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ - يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ - "لَوْ شَهِدْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنَ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ".

صحیح الاسناد.

৩৯৬০। আবু যায়িদ (র) সূত্রে জনৈক আনসারী সম্পর্কিত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : আমি যদি তার দাফনের পূর্বে উপস্থিত হতাম, তাহলে তাকে মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা হতো না। ৩৯৬০

সানাদ সহীহ।

৩৯৬১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ، وَأَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَمْرِانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا، أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبَدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَلَبَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرْقَى أَرْبَعَةً.

صحیح.

৩৯৬১। ইমরান ইবনু হুসাইন (রা) সূত্রে বর্ণিত। মুমূর্ষু অবস্থায় এক ব্যক্তি তার ছয়টি কৃতদাসকে আযাদ করে দিলো। অথচ এগুলো ছাড়া তার অন্য কোন সম্পদ ছিলো না। এ সংবাদ নাবী ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে তিনি তাদের মাঝে লটারী করে দু'জনকে আযাদ করেন এবং চারজনকে দাস হিসেবে রেখে দেন। ৩৯৬১

সহীহ।

৩৯৫৮ মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হা-নান সহীহ।

৩৯৫৯ ইবনু মাজাহ।

৩৯৬০ আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

৩৯৬১ মুসলিম, আহমাদ।

১১ - بَابُ فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ

অনুচ্ছেদ- ১১ : কেউ সম্পদশালী গোলাম আযাদ করলে

৩৯৬২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَلَاحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهَيْعَةَ، وَاللَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشْجَعِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهُ السَّيِّدُ " .
 صحيح.

৩৯৬২। আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ সম্পদশালী দাস আযাদ করলে, সে তার সম্পদ পাবে, যদি না মনিব এমন শর্ত করে যে, সম্পদ তারই থাকবে। ৩৯৬২

সহীহ।

১২ - بَابُ فِي عَتَقِ وَلَدِ الزَّوَا

অনুচ্ছেদ- ১২ : জারজ সন্তান মুক্ত করা

৩৯৬৩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهِيلِ بْنِ أَبِي صَلَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " وَلَدُ الزَّوَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ " . وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَأَنْ أَمْتَعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَقَ وَلَدَ زَيْتَةٍ .
 صحيح.

৩৯৬৩। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জারজ সন্তান তিনটি মন্দের অন্যতম। আবু হুরাইরাহ (রা) বলেন, আল্লাহর পথে চাবুক দ্বারা উপকৃত হওয়া আমার নিকট জারজ সন্তান আযাদ করার চেয়ে বেশি প্রিয়। ৩৯৬৩

সহীহ।

১৩ - بَابُ فِي ثَوَابِ الْعَتَقِ

অনুচ্ছেদ- ১৩ : গোলাম আযাদ করার সওয়াব সম্পর্কে

৩৯৬৪ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عُبَيْلَةَ، عَنْ الْقُرَيْبِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، قَالَ أَتَيْنَا وَائِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ فَقُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا حَدِيثًا، لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلَا نَقْصَانٌ فَعَضِبَ وَقَالَ إِنْ أَحَدَكُمْ لَيَقْرَأُ وَمُضْجَفُهُ مُعَلَّقٌ فِي بَيْتِهِ فَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ. قُلْنَا إِنَّمَا أَرَدْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي صَاحِبٍ لَنَا أَوْجَبَ - يَعْنِي الثَّارَ بِالْقَتْلِ فَقَالَ " أَعْتَقُوا عَنْهُ يُعْتِقَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنْهُ مِنَ الثَّارِ " .
 ضعيف.

৩৯৬৪। আল-গারীফ ইবনুদ দায়লামী (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা ওয়াসিলাহ ইবনুল আসকা'র (রা) নিকট এসে তাকে বলি, আমাদের নিকট এমন একটি হাদীস বর্ণনা করুন, যাতে

না বাড়তি কিছু আছে, না কমতি কিছু। একথা শুনে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের মাঝে এমন ব্যক্তি আছে, যে ঘরে তার কিতাব (আল-কুরআন) হতে বাড়িয়ে-কমিয়ে পাঠ করে? আমরা বললাম, আমরা তো এরূপ দাসীদের আশা করেছি, যা আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ নিকট গিয়েছেন। তিনি বলেন, আমরা নাবী ﷺ-এর নিকট এসে আমাদের এক মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে বললাম, হত্যার দায়ে যার উপর জাহান্নামের আগুন অবধারিত হয়েছে। তিনি বলেন : তার পক্ষ হতে তোমরা দাস মুক্ত করো, আল্লাহ দাসের প্রতিটি অঙ্গের পরিবর্তে মৃত ব্যক্তির প্রতিটি অঙ্গকে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি দিবেন। ৩৯৬৪

দুর্বল।

১৪ - باب أى الرقاب أفضل

অনুচ্ছেদ- ১৪ : কোন ধরনের গোলাম আফ্রান করা অধিক উত্তম

৩৯৬০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هُشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ السُّلَمِيِّ، قَالَ حَاصِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِقَصْرِ الطَّائِفِ - قَالَ مُعَاذٌ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ بِقَصْرِ الطَّائِفِ بِحَضْرَةِ الطَّائِفِ كُلِّ ذَلِكَ - فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ بَلَغَ بِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَهُ دَرَجَةٌ " . وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ رَجُلًا مُسْلِمًا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ وَقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ عَظْمًا مِنْ عِظَامِ مُحَرَّرِهِ مِنَ النَّارِ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ وَقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهَا عَظْمًا مِنْ عِظَامِ مُحَرَّرِهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . صحيح.

৩৯৬৫। আবু নাজীহ আস-সুলামী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে তায়েফ দুর্গ অবরোধ করেছি। মু'আয (র) বলেন, আমি আমার শিষ্যকে বলতে শুনেছি, তায়েফ প্রাসাদ বা তায়েফ দুর্গ। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করেছে, তার জন্য একটি মর্তব্য রয়েছে। এ হাদীস এভাবে অর্থস্বরূপ হয়েছে। আর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে কোন মুসলিম পুরুষ তার মুসলিম দাসকে মুক্ত করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ কিয়ামাতের দিন এ কৃতদাসের প্রতিটি হাড়ের বিনিময়ে মুক্তিদাতার প্রতিটি হাড়কে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। আর যে কোন মুসলিম নারী তার মুসলিম কৃতদাসীকে মুক্ত করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ এ দাসীর প্রতিটি হাড়ের বিনিময়ে কিয়ামাতের দিন মুক্তিদাতার প্রতিটি হাড়কে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করবেন। ৩৯৬৫

সহীহ।

৩৯৬৬ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نُحْدَةَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُرَحْبِيلِ بْنِ السَّمْطِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرٍو بْنِ عَبْسَةَ حَدَّثَنَا حَدِيثًا، سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَانَتْ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ " . صحيح.

৩৯৬৪ আহমাদ, বায়হাকী। সানসদের গাফ ইবনু দায়রাযীকে ইবনু হিব্বান ছাড়া কেউ সিক্কাহ বলেননি। ইবনু হায়ম বলেন : তিনি মাজহুল।

৩৯৬৫ তিরমিযী, নাসায়ী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি সহীহ।

৩৯৬৬। শুরাহ্বীল ইবনুস সিমত (র) সূত্রে বর্ণিত। একদা তিনি 'আমর ইবনু আবাসাহ (রা)-কে বলেন, আপনি আমাদের নিকট এমন একটি হাদীস বর্ণনা করুন, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গুনেছেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কৃতদাসীকে মুক্ত করবে, সে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি পাবে।^{৩৯৬৬}
সহীহ।

৩৯৬৭ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْحَفَدِ، عَنْ شُرَحْبِيلِ بْنِ السَّنْطِ، أَنَّهُ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ أَوْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ حَدَّثَنَا حَدِيثًا، سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ مَعْنَى مُعَاذٍ إِلَى قَوْلِهِ "وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْتَقْتَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً". زَادَ "وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ إِلَّا كَأَنَّا فَكَاهُ مِنَ الثَّارِ يُحْزَى مَكَانَ كُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْ عِظَامِهِ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَالِمٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ شُرَحْبِيلَ مَاتَ شُرَحْبِيلُ بِصَفِينٍ.

৩৯৬৭। শুরাহ্বীল ইবনুস সিমত (র) সূত্রে বর্ণিত। একদা তিনি কা'ব ইবনু মুররাহ বা মুররাহ ইবনু কা'ব (রা)-কে বলেন, আপনি আমাদের নিকট এমন একটি হাদীস বর্ণনা করুন, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গুনেছেন। অতঃপর তিনি মু'আয বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীস এ পর্যন্ত বর্ণনা করেন : যে কোন ব্যক্তি তার মুসলিম কৃতদাসকে মুক্ত করবে এবং যে কোন মহিলা তার মুসলিম দাসীকে মুক্ত করবে। বর্ণনাকারীর অপর বর্ণনায় রয়েছে : যে কোন পুরুষ দু'জন মুসলিম দাসীকে মুক্ত করবে, এগুলো তাকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করবে। এ দু'জন দাসীর দু'টি হাড়ের পরিবর্তে মুক্তিদাতার একটি হাড়কে মুক্তি দেয়া হবে। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, সালিম (র) শুরাহ্বীল (র) হতে হাদীস গুনেনি। শুরাহ্বীল (র) সিমফী'ন যুদ্ধে মারা গেছেন।^{৩৯৬৭}

সহীহ।

১০ - باب في فضل العتق في الصَّحَّةِ

অনুচ্ছেদ- ১৫ : সুস্থ অবস্থায় গোলাম আযাদ করার মর্যাদা

৩৯৬৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ الطَّائِي، عَنْ أَبِي الرُّدَاءِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ أَلْفَ الَّذِي يُعْتَقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَنْ أَلْفَ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ".
ضعيف.

৩৯৬৮। আবু দারদা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুমূর্ষু অবস্থায় গোলাম আযাদকারীর দৃষ্টান্ত হলো, যে ব্যক্তি পরিতৃপ্ত হওয়ার পর অন্যকে উপহার দেয়।^{৩৯৬৮}

দুর্বল।

৩৯৬৬ নাসায়ী।

৩৯৬৭ নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৩৯৬৮ তিরমিযী, ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ। নাসায়ী, আহমাদ, দারিমী। সানাদেব আবু হাবীবাহ ত্বায়ী সম্পর্কে হাফয বলেন : মাকবুল। ইবনু হিব্বান তাকে সিক্বাতে উল্লেখ করেছেন।

২৫ - কিতাব হুরুফ ও হুরাওয়াত

অধ্যায়- ২৫ : কুরআনের কুরআত ও হুরাওয়ার নিয়ম

৩৭১৬৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَلِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ { وَأَنذِرُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. }
صحیح.

৩৯৬৯। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ এ আয়াত (এভাবে) পড়েছেন : “তোমরা মাক্কামে ইবরাহীমকে সলাতের স্থান বানিয়ে নাও”। (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ১২৫)।^{৩৯৬৯}

সহীহ।

৩৭১৭ - حَدَّثَنَا مُوسَى، - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ غُرْثَةَ، عَنْ غُرْثَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا، قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَ فَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "يُرْحَمُ اللَّهُ فُلَانًا كَانَتْ مِنْ آيَةٍ أَذْكَرَ نَبِيَّهَا اللَّيْلَةَ كُنْتُ قَدْ أَسْقَطْتُهَا".
صحیح.

৩৯৭০। ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা রাতে এক লোক উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করলো। সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহ অমুক ব্যক্তির উপর রহমাত বর্ষণ করুন। সে রাতে আমাকে এমন কিছু আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যা আমি প্রায় ভুলতে বসেছিলাম।^{৩৯৭০}

সহীহ।

৩৭১৮ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ، حَدَّثَنَا مِقْسَمٌ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ } فِي قُطَيْفَةِ حَمْرَاءَ فَقَدَتْ يَوْمَ يَذَرُ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَغُلُّ مَفْتُوحَةٌ الْيَاءِ .
صحیح.

৩৯৭১। ইবনু ‘আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, “আর নাবীর জন্য শোভনীয় নয় যে, তিনি খিয়ানাত করবেন।”- এই আয়াত বদরের যুদ্ধের সময় অবতীর্ণ হয়েছে। বদরের যুদ্ধের সময় একটা লাল চাঁদর হারিয়ে গেলে কতিপয় লোক বলাবলি করলো, সম্ভবত রাসূলুল্লাহ ﷺ তা নিয়েছেন। তখন আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন : “আর নাবীর জন্য শোভনীয় নয় যে, তিনি খিয়ানাত করবেন। অথচ যে ব্যক্তি খিয়ানাত করবে সে খিয়ানাতকৃত বস্ত্রসহ কিয়ামাতের দিন উপস্থিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের পূর্ণ বিনিময় পাবে এবং তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবে না” (সূরাহ আল-‘ইমরান : ১৬১)। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, ‘ইয়াগুলু’ শব্দের ইয়া- তে যবর হবে।^{৩৯৭১}

সহীহ।

৩৯৬৯ মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

৩৯৭০ বুখারী, মুসলিম।

৩৯৭১ তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান গরীব।

৩৯৭২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْهَرَمِ" .

صحيح.

৩৯৭২। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কৃপণতা ও বার্ধক্য হতে আশ্রয় চাইছি।^{৩৯৭২}

সহীহ।

৩৯৭৩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطٍ بْنِ صَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ كُنْتُ وَافِدَ بَنِي الْمُتَنَفِّقِ - أَوْ فِي وَفْدِ بَنِي الْمُتَنَفِّقِ - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ - يَغْنِي النَّبِيُّ ﷺ - " لَا تَحْسِبَنَّ " . وَلَمْ يَقُلْ لَا تَحْسِبَنَّ .

صحيح.

৩৯৭৩। লাক্কীত্ব ইবনু সাবিরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বনী মুনতাকিফের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়েছিলাম। অতঃপর তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি অর্থাৎ নাবী ﷺ সীন হরফে যের পড়েছেন সীনে যবর দিয়ে পড়েননি।^{৩৯৭৩}

সহীহ।

৩৯৭৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَحِقَ الْمُسْلِمُونَ رَجُلًا فِي غَنِيمَةٍ لَهُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا تِلْكَ الْغَنِيمَةَ فَتَرَكْتُ { وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } تِلْكَ الْغَنِيمَةُ .

صحيح.

৩৯৭৪। ইবনু আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক অভিযানে মুসলিমগণ এক লোকের সাক্ষাত পেলো, যার কিছু বকরী ছিল। লোকটি বললো, আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। (অথচ) তারা তাকে হত্যা করে বকরীগুলো নিয়ে নিলো। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় : “কেউ তোমাদের সালাম দিলে দুনিয়াবী সম্পদের লোভে তাকে বলো না যে, তুমি মু’মিন নও” (সূরাহ আন-নিসা : ৯৪)। অর্থাৎ সেই বকরীগুলো।^{৩৯৭৪}

সহীহ।

৩৯৭৫ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزُّنَادِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي الزُّنَادِ، - وَهُوَ أَشْبَعُ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ نَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ { غَيْرَ أُولَى الضَّرَرِ } وَلَمْ يَقُلْ سَعِيدٌ كَانَ يَقْرَأُ .

حسن صحيح.

৩৯৭২ বুখারী, মুসলিম।

৩৯৭৩ আহমাদ।

৩৯৭৪ বুখারী, মুসলিম।

৩৯৭৩। খারিজাহ ইবনু যায়িদ ইবনু সাবিত (রা) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ কুরআনের এই আয়াত এভাবে (পেশ দিয়ে) পড়তেন : ^{৩৯৭৫} غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ

হাসান সহীহ।

৩৯৭৬ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - (وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ) .
ضعيف .

৩৯৭৬। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াত (এভাবে) পড়তেন : ^{৩৯৭৬} (وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ) .

দুর্বল।

৩৯৭৭ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَرَأَ (وَكُتِبَتْ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ) .
ضعيف .

৩৯৭৭। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ এ আয়াত এভাবে পড়তেন : (وَكُتِبَتْ عَلَيْهِمْ)
^{৩৯৭৭} فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ)

দুর্বল।

৩৯৭৮ - حَدَّثَنَا الثُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيِّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ) فَقَالَ (مِنْ ضَعْفٍ) قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - كَمَا قَرَأْتُهَا عَلَى فَأَخَذَ عَلِيٌّ كَمَا أَخَذْتُ عَلَيْكَ .
حسن .

৩৯৭৮। ‘আত্বিয়্যাহ ইবনু সা’দ আল-‘আওফী (রা) সূত্রে বর্ণিত। আমি ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমারের সামনে এই আয়াত (مِنْ ضَعْفٍ) - (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ) পাঠ করলে তিনি বলেন (مِنْ ضَعْفٍ) পাঠ করো। বর্ণনাকারী বলেন, আমিও তোমার মত রাসূলুল্লাহর ﷺ সামনে পড়েছিলাম। ফলে তিনি আমার ভুল ধরেছিলেন যেমন আমি তোমার ভুল ধরেছি।
^{৩৯৭৮}

হাসান।

৩৯৭৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَيْبِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ - يَعْنِي ابْنَ عَقِيلٍ - عَنْ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - (مِنْ ضَعْفٍ) .
حسن .

^{৩৯৭৫} এর তাখরীজ গত হয়েছে হা/২৫০৫।

^{৩৯৭৬} তিরমিযী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : ‘হাসান গরীব।’ এর সানাদে ‘আলী ইবনু ইয়াযীদ আইলী অজ্ঞাত (মাজহুল) যেমনটি হাফিয বলেছেন আত-তাক্বরীব গ্রন্থে।

^{৩৯৭৭} এর পূর্বেরটি দেখুন।

^{৩৯৭৮} তিরমিযী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : ‘এই হাদীসটি হাসান গরীব।’ সানাদে ‘আত্বিয়্যাহ বিন সা’দ দুর্বল।

৩৯৭৯। আবু সাঈদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ এভাবে পড়তেন : (مِنْ ضَعْفٍ) ৩৯৭৯

হাসান।

৩৯৮০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَسْلَمَ الْمَنْقَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قَالَ قَالَ أَبِي بْنُ كَعْبٍ (بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْتَفَرَحُوا) . قَالَ أَبُو دَاوُدَ بِإِثْنَاءِ .
حسن صحيح.

৩৯৮০। আবদুর রহমান ইবনু আবযা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, উবাই ইবনু কা'ব (রা) এই আয়াত এভাবে পড়তেন : (بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْتَفَرَحُوا) ৩৯৮০

হাসান সহীহ।

৩৯৮১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ الْأَجْلَحِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِي أَنْ النَّبِيَّ - ﷺ - قَرَأَ (بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْتَفَرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ) .
حسن صحيح.

৩৯৮১। উবাই ইবনু কা'ব (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ এই আয়াত এভাবে পড়তেন : (بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْتَفَرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ) ৩৯৮১

হাসান সহীহ।

৩৯৮২ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ - ﷺ - يَقْرَأُ (إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرٌ صَالِحٍ) .
صحيح.

৩৯৮২। আসমা বিনতু আবু বাকর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ-কে এ আয়াত এভাবে পড়তে শুনেছেন : (إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرٌ صَالِحٍ) ৩৯৮২

সহীহ।

৩৯৮৩ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ - حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ (إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرٌ صَالِحٍ) فَقَالَتْ قَرَأَهَا (إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرٌ صَالِحٍ) قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ هَارُونُ التَّحَوِيُّ وَمُوسَى بْنُ خَلْفٍ عَنْ ثَابِتٍ كَمَا قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ .
صحيح.

৩৯৮৩। শাহর ইবনু হাওয়াব (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মু সালামাহ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নাবী ﷺ এই আয়াত কিভাবে পড়তেন : (إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرٌ صَالِحٍ)? তিনি বলেন : তিনি এই আয়াত

এভাবে পড়তেন : (إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرٌ صَالِحٍ) ৩৯৮৩

সহীহ।

৩৯৭৯ আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

৩৯৮০ আহমাদ।

৩৯৮১ আহমাদ।

৩৯৮২ আহমাদ।

৩৯৮৩ তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি একাধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন।

৩৯৮৪ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ حَمْزَةَ الرِّيَّاتِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - إِذَا دَعَا بَدَأَ بِنَفْسِهِ وَقَالَ « رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى لَوْ صَبَرَ لَرَأَى مِنْ صَاحِبِهِ الْعَجَبَ وَلَكِنَّهُ قَالَ (إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي فَذْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي) ». طَوَّلَهَا حَمْزَةٌ. صحيح.

৩৯৮৪। উবাই ইবনু কা'ব (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন দু'আ করতেন তখন প্রথমে নিজের জন্য দু'আ করতেন এবং বলতেন : আমাদের উপর এবং মূসার উপর আল্লাহর রহমাত। যদি তিনি ধৈর্য ধারণ করতেন, তাহলে তিনি তার সঙ্গী (খিযির) থেকে আশ্চর্যকর জিনিস দেখতে পেতেন। বরং তিনি ধৈর্য না ধরে বলেন : (إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي فَذْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي)। ক্বারী হামযাহ শব্দটি দীর্ঘ করে পাঠ করেন।^{৩৯৮৪}

সহীহ।

৩৯৮৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعَتَبِيُّ حَدَّثَنَا أُمِّيَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَارِثَةِ الْعَبْدِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ - أَنَّهُ قَرَأَهَا (فَذْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي) وَتَقْلَهَا. ضعيف.

৩৯৮৫। উবাই ইবনু কা'ব (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ এই আয়াতের (فَذْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي) লাদুন্নী শব্দের নুনকে তাশদীদ সহকারে পড়েছেন।^{৩৯৮৫}

দুর্বল।

৩৯৮৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ عَنْ مُصَدِّعِ أَبِي يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَقْرَأَنِي أَبِي بِنِ كَعْبٍ كَمَا أَقْرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - (فِي عَيْنِ حَمْنَةٍ) مُخَفَّفَةً.

৩৯৮৬। ইবনু আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, উবাই ইবনু কা'ব (রা) আমাকে ঐভাবে পড়িয়েছেন যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে পড়িয়েছিলেন। যেমন (فِي عَيْنِ حَمْنَةٍ)। এখানে حَمْنَةٍ শব্দটি হালকাভাবে পড়েছেন।^{৩৯৮৬}

৩৯৮৭ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ - يَعْنِي ابْنَ عَمْرِو التَّمَرِيِّ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ أَخْبَرَنِي أَبَانُ بْنُ تَغْلِبٍ عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - قَالَ « إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ عِلَيْنَ لَيُشْرَفُ عَلَى أَهْلِ الْحَنَّةِ فَتُضَيَّءُ الْحَنَّةُ لَوَجْهِهِ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ ». قَالَ وَهَكَذَا جَاءَ الْحَدِيثُ « دُرِّيٌّ ». مَرْفُوعَةٌ الدَّالِ لَا تُهْمَزُ « وَإِنْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ لَمَنْهُمُ وَأَنْعَمَا ».

ضعيف.

৩৯৮৪ তিরমিযী, আহমাদ।

৩৯৮৫ তিরমিযী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি গরীব, এই সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে আমরা এটি অবহিত নই। সানাদে আবুল জারিয়াহ 'আবদী অজ্ঞাত। আমি জানি না, সে কে এবং তার নামও জানা যায়নি।

৩৯৮৬ তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি এই সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে আমরা এটি অবহিত নই।

৩৯৮৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : “ইল্লীনের অধিবাসী এক ব্যক্তি জান্নাতবাসীদের দিকে তাকাবে। ফলে জান্নাত তার দৃষ্টির কারণে মোতির মত উজ্জ্বল হয়ে যাবে।” বর্ণনাকারী বলেন, হাদীসে এভাবেই এসেছে। এখানে ذُرِّي শব্দটির দালের উপর পেশ হবে যের বা যবর হবে না। অতঃপর নাবী ﷺ বলেন : আবু বাকর এবং ‘উমার তাদের দলভুক্ত হবেন। বরং তারা ঐ মতির চাইতে উত্তম। ৩৯৮৭

দুর্বল।

৩৯৮৮ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ الْحَكَمِ النَّخَعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو سَبْرَةَ النَّخَعِيُّ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُسَيْكٍ الْغَطَفِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا عَنْ سَبَبٍ مَا هُوَ أَرْضٌ أَمْ امْرَأَةٌ فَقَالَ « لَيْسَ بِأَرْضٍ وَلَا امْرَأَةً وَلَكِنَّهُ رَجُلٌ وَلَدَ عَشْرَةَ مِنَ الْعَرَبِ فَنِيَمَنْ سِتَّةً وَتَشَاءَمَ أَرْبَعَةً ». قَالَ عُثْمَانُ الْغَطَفَانِيُّ مَكَانَ الْغَطَفِيِّ وَقَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَكَمِ النَّخَعِيُّ.

حسن صحيح.

৩৯৮৮। ফারওয়াহ ইবনু মুসাইক আল-গুতাইফী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নাবী ﷺ-এর নিকট আসলাম। অতঃপর হাদীস উল্লেখ করেন। এ সময় কওমের এক লোক জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদেরকে ‘সাবা’ সম্পর্কে সংবাদ দিন। সেটা কি কোন জায়গার নাম নাকি কোন মহিলার নাম? তিনি ﷺ বললেন : সেটা কোন জায়গা বা মহিলার নাম নয়। বরং তা আরবের একজন লোকের নাম। লোকটির দশজন পুত্র ছিল। যাদের ছয়জন ইয়ামানে এবং চারজন সিরিয়াতে বাস করে। ৩৯৮৮

হাসান সহীহ।

৩৯৮৯ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مَعْمَرٍ الْهَذَلِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً - فَذَكَرَ حَدِيثَ الْوَحْيِ قَالَ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى (حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ).

صحيح.

৩৯৮৯। আবু হুরাইরাহ (রা) নাবী ﷺ-এর সূত্রে ওয়াহীর হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : নাবী ﷺ তখন এই আয়াত পড়েছেন : ৩৯৮৯

সহীহ।

৩৯৯০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَذْكُرُ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَتْ قَرَأَةُ النَّبِيِّ ﷺ - (بَلَى قَدْ جَاءَكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ) قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلُ الرَّبِيعِ لَمْ يَذْكُرْ أُمَّ سَلَمَةَ.

ضعيف الاسناد.

৩৯৮৭ তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : ‘এই হাদীসটি হাসান।’ সানাদে ‘আত্বিয়াহ ‘আওফী দুর্বল।

৩৯৮৮ তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান গরীব।

৩৯৮৯ বুখারী, তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

৩৯৯০। নাবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ এই আয়াত এভাবে পড়েছেন : (بَلَىٰ قَدْ جَاءَكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ)। ইমাম আবু দাউদ বলেন, এই বর্ণনাটি মুরসাল। কারণ বর্ণনাকারী রবী‘ উম্মু সালামাহর সাক্ষাৎ পাননি।^{৩৯৯০}

সানাদ দুর্বল।

৩৯৯১ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى التَّحَوِيُّ عَنْ بُذَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يَقْرُؤُهَا (فُرُوحٌ وَرَيْحَانٌ) .
صحيح الاسناد .

৩৯৯১। ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে এই আয়াত এভাবে পড়তে শুনেছি।^{৩৯৯১} (فُرُوحٌ وَرَيْحَانٌ) :

সানাদ সহীহ।

৩৯৯২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ قَالَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ - قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ لَمْ أَفْهَمْهُ جَيِّدًا - عَنْ صَفْوَانَ - قَالَ ابْنُ عَبْدِ بْنِ يَعْلَى - عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - عَلَى الْمِنْبَرِ يَقْرَأُ (وَنَادُوا يَا مَالِكُ) .
قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي بِلَا تَرْخِيمٍ .

صحيح.

৩৯৯২। সাফওয়ান ইবনু ইয়া‘লা তার পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি নাবী ﷺ-কে মিন্বারের উপর এই আয়াত এভাবে পড়তে শুনেছি : (وَنَادُوا يَا مَالِكُ)। এই আয়াত ‘ইয়া মা-লা’ পড়া হয়ে থাকে।^{৩৯৯২}

সহীহ।

৩৯৯৩ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - (إِنِّي أَنَا الرِّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ) .

صحيح.

৩৯৯৩। ‘আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এই আয়াত এভাবে পড়িয়েছেন : (إِنِّي أَنَا الرِّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ)।^{৩৯৯৩}

সহীহ।

৩৯৯৪ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ يَقْرُؤُهَا (فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ) يَعْنِي مُثْقَلًا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ مَضْمُومَةُ الْمِيمِ مَفْتُوحَةُ الدَّالِ مَكْسُورَةُ الْكَافِ .

صحيح.

৩৯৯০ আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সানাদে বিচ্ছিন্নতা হয়েছে। রাবী‘ উম্মু সালামাহকে পাননি।

৩৯৯১ তিরমিযী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান গরীব।

৩৯৯২ বুখারী, মুসলিম।

৩৯৯৩ তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

৩৯৯৪। 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ এই আয়াত এভাবে পড়তেন : **فَمَنْ مِنْ** : ইমাম আবু দাউদ বলেন, মীম অক্ষর পেশ, দাল অক্ষর যবর এবং কাফ অক্ষর যের বিশিষ্ট হবে।^{৩৯৯৪}

সহীহ।

৩৯৯৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَارِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّكِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يقرأ (أَيَحْسَبُ أَنْ مَالَهُ أَخْلَدَهُ) **ضعيف الاسناد**.

৩৯৯৫। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে দেখেছি এই আয়াত এভাবে পড়তে : **(أَيَحْسَبُ أَنْ مَالَهُ أَخْلَدَهُ)**।^{৩৯৯৫}

সানাদ দুর্বল।

৩৯৯৬ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَرْوَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - (فَيَوْمِئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ). قَالَ أَبُو دَاوُدَ بَعْضُهُمْ أَدْخَلَ بَيْنَ خَالِدٍ وَأَبِي قِلَابَةَ رَجُلًا. **ضعيف الاسناد**.

৩৯৯৬। আবু ক্বিলাবাহ তার থেকে শুনেছেন, যাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ (এই আয়াত) এভাবে পড়িয়েছেন : **(فَيَوْمِئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ)**।^{৩৯৯৬}

সানাদ দুর্বল।

৩৯৯৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ أَتَانِي مَنْ أَقْرَأَهُ النَّبِيُّ - ﷺ - أَوْ مَنْ أَقْرَأَهُ مَنْ أَقْرَأَهُ النَّبِيُّ - ﷺ - (فَيَوْمِئِذٍ لَا يُعَذِّبُ). قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَرَأَ عَاصِمٌ وَالْأَعْمَشُ وَطَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ يَزِيدُ بْنُ الْقَعْقَاعِ وَشَيْبَةُ بْنُ نَصَّاحٍ وَنَافِعُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ الدَّارِيُّ وَأَبُو عَمْرٍو بْنُ الْعَلَاءِ وَحَمْرَةُ الزَّيَّاتُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ وَقَتَادَةُ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَمُجَاهِدٌ وَحَمِيدٌ الْأَعْرَجُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ (لَا يُعَذِّبُ) (وَلَا يُوثِقُ) إِلَّا الْحَدِيثَ الْمَرْفُوعَ فَإِنَّهُ (يُعَذِّبُ) بِالْفَتْحِ. **ضعيف الاسناد**.

৩৯৯৭। আবু ক্বিলাবাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। আমার কাছে ঐ ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, যাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ পড়িয়েছেন : **(فَيَوْمِئِذٍ لَا يُعَذِّبُ)**। অর্থাৎ তিনি (يُعَذِّبُ) -এর যাল অক্ষরে যবর দিয়ে পড়তেন।^{৩৯৯৭}

সানাদ দুর্বল।

৪০৯৮ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي عُبَيْدَةَ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ الطَّائِيِّ عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - حَدِيثًا ذَكَرَ فِيهِ »

^{৩৯৯৪} বুখারী, মুসলিম।

^{৩৯৯৫} হাকিম। ইমাম হাকিম বলেন : সানাদ সহীহ। ইমাম যাহাবী বলেন : সানাদে 'আবদুল মালিক যঈফ।

^{৩৯৯৬} হাকিম। ইমাম হাকিম বলেন : বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন।

^{৩৯৯৭} এর পূর্বেরটি দেখুন।

جَبْرِيلَ وَمِيكَالَ». فَقَرَأَ (جِبْرَائِيلَ وَمِيكَالَ). قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ خَلَفَ مِنْهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً لَمْ أَرَفِعِ الْقَلَمَ عَنْ كِتَابَةِ الْحُرُوفِ مَا أَعْيَانِي شَيْءٌ مَا أَعْيَانِي جِبْرَائِيلَ وَمِيكَالَ. **ضعيف الاسناد**.

৩৯৯৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি হাদীসে বর্ণনা করেন: جَبْرِيلَ وَمِيكَالَ। তিনি বলেন: جِبْرَائِيلَ وَمِيكَالَ। এতে কয়েক ধরনের কিরাআত আছে।^{৩৯৯৮}

সানাদ দুর্বল।

৪০৭৭ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَحْزَمَ، حَدَّثَنَا بَشَرٌ، - يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَازِمٍ، قَالَ ذَكَرَ كَيْفَ قَرَأَهُ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَالَ عِنْدَ الْأَعْمَشِ فَحَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ الطَّائِيِّ عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَاحِبَ الصُّورِ فَقَالَ "عَنْ يَمِينِهِ جِبْرَائِيلُ وَعَنْ يَسَارِهِ مِيكَالُ" **ضعيف**.

৩৯৯৯। মুহাম্মাদ ইবনু খাযিম (র) বলেন, একদা আ'মাশ (র)-এর নিকট উল্লেখ করা হলো, জিবরাঈল ও মীকাঈল-এর কিরাআত কিরূপ? তখন আ'মাশ (র) আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করলেন: আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শিংগাওয়ালা (ইসরাফীল) সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন: তার ডানপাশে জিবরাঈল ও তার বামপাশে মীকাঈল থাকবেন।^{৩৯৯৯}

দুর্বল।

৪০০০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ مَعْمَرٌ وَرَبَّمَا ذَكَرَ ابْنُ الْمُسَيْبِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَقْرَءُونَ { مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ } وَأَوَّلُ مَنْ قَرَأَهَا { مَلِكِ يَوْمَ الدِّينِ } مَرْوَانُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ وَالزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ. **ضعيف الاسناد**.

৪০০০। ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বর্ণনা করে বলেন, নাবী ﷺ আবু বাকর, 'উমার ও 'উসমান (রা) এ আয়াত মালিকِ যَوْمِ الدِّينِ এই নিয়মে অর্থাৎ 'মীম'-এর সাথে আলিফ-সহ পড়েন। মারওয়ান সর্বপ্রথম 'আলিফ ছাড়া পড়েন।^{৪০০০}

সানাদ দুর্বল।

৪০০১ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأَمَوِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا ذَكَرَتْ - أَوْ كَلِمَةً غَيْرَهَا - قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ { بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَلِكِ يَوْمَ الدِّينِ } يَقْطَعُ قِرَاءَتَهُ آيَةَ آيَةٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ الْقِرَاءَةُ الْقَدِيمَةُ { مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ } **صحيح**.

৪০০১। উম্মু সালামাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরআন পাঠ বর্ণনা করেন অথবা অনুরূপ শব্দ প্রয়োগ করেন { بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَلِكِ يَوْمَ الدِّينِ }।

^{৩৯৯৮} আহমাদ, হাকিম। ইমাম হাকিম বলেন: সহীহ। ইমাম যাহাবী বলেন: এর সানাদে 'আত্টিয়াহ 'আওফী দুর্বল।

^{৩৯৯৯} এর পূর্বের হাদীস দেখুন।

^{৪০০০} তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন: এই হাদীসটি হাসান গরীব। এই সানাদটি মুনকাতি। যুহরী হাদীসটি ইবনুল মুসায়্যাব থেকে শুনেছেন।

{الدِّين}। তিনি প্রতিটি আয়াত বিরতি দিয়ে পাঠ করতেন। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, আমি আহমাদ (র)-কে বলতে শুনেছি, প্রাচীন কীরাত হ'লো ^{৪০০১}مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ

সহীহ।

৪০০২ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، - الْمَعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَتِيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ وَالشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَقَالَ " هَلْ تَذَرِي أَيْنَ تَقْرُبُ هَذِهِ " . قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ " فَإِنَّهَا تَقْرُبُ فِي عَيْنِ حَامِيَةٍ " .

صحيح الاسناد .

৪০০২। আবু যার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে একই গাধার পিঠে বসা ছিলাম, তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। তিনি আমাকে বললেন : তুমি কি জানো, এটা কোথায় অস্তমিত হয়? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বলেন : “এটা উষ্ণ পানির এক বর্ণায় অস্তমিত হয়” (সূরাহ কাহুফ : ৮৬) ^{৪০০২}

সানাদ সহীহ।

৪০০৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَّ مَوْلَى، لَابِنِ الْأَسْفَعِ - رَجُلٌ صَدَقَ - أَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ الْأَسْفَعِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَهُمْ فِي صُفَّةِ الْمُهَاجِرِينَ فَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ أَى آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ أَكْبَرُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " { اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ } " .

صحيح.

৪০০৩। ইবনুল আস্কা (রা) এর মুক্তদাস হতে ইবনুল আস্কা'র সূত্রে বর্ণিত। তিনি ইবনুল আস্কা'কে বলতে শুনেছেন, নাবী ﷺ মুহাজিরদের আঙ্গিনায় তাদের নিকট আসলেন। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করলো, কুরআনের কোন্ আয়াতটি সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ? তিনি বলেন :

{ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ }

আয়াতুল কুরসী। ^{৪০০৩}

সহীহ।

৪০০৪ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ الْمَنْقَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَرَأَ { هَيْتَ لَكَ } فَقَالَ شَقِيقٌ إِنَّا نَقْرُؤُهَا { هَيْتَ لَكَ } يَعْنِي فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَقْرَأُهَا كَمَا عَلَّمْتُ أَحَبُّ إِلَيَّ .

صحيح.

৪০০৪। ইবনু মাস'উদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি এ আয়াত { هَيْتَ لَكَ } ('তা'র উপর যবর দিয়ে) পড়েছেন। শাকীক (র) বললেন, আমরা তো এ আয়াত { هَيْتَ لَكَ } ('হা' তে যের ও 'তা'র উপর পেশ

^{৪০০১} তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান।

^{৪০০২} আহমাদ, হাকিম। ইমাম হাকিম বলেন : সানাদ সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন।

^{৪০০৩} এটি গত হয়েছে হা/৩৯৮৬।

দিয়ে) পড়ে থাকি। ইবনু মাস'উদ (রা) বললেন, আমাকে যে রীতিতে পড়া শিখানো হয়েছে, আমি সেভাবেই পড়তে ভালোবাসি।^{৪০০৪}

সহীহ।

৪০০৫ - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ إِنَّ أَنَسًا يَقْرَأُونَ هَذِهِ الْآيَةَ { وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ } فَقَالَ إِنِّي أَقْرَأُ كَمَا عَلَّمْتُ أَحَبُّ إِلَيَّ { وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ } .
صحيح.

৪০০৫। শাকীক (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা)-কে বলা হলো, কিছু লোক এ আয়াত **هَيْتَ لَكَ** পড়ে ('হা'র নীচে যের এবং 'তা'র উপর পেশ দিয়ে)। তিনি বললেন, আমাকে যেভাবে শিখানো হয়েছে আমি সেভাবেই পড়া পছন্দ করি। এ বলে তিনি পাঠ করলেন **هَيْتَ لَكَ** ('হা'র উপর ও 'তা'র উপর যবর দিয়ে)।^{৪০০৫}

সহীহ।

৪০০৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ح، وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ { ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ } " .
حسن صحيح.

৪০০৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ বনী ইসরাইলকে বলেন : { ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ } "তোমরা নতশিরে দরজা দিয়ে প্রবেশ করো আর বলতে থাকো, "ক্ষমা করুন", তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করা হবে" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ৫৮)।^{৪০০৬}

হাসান সহীহ।

৪০০৭ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৪০০৭। হিশাম ইবনু সা'দ (র) হতে তার সানাদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।^{৪০০৭}

৪০০৮ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ غُرُوزَةَ، عَنْ غُرُوزَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَ عَلَيْنَا { سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا } . قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي مُخَفَّفَةً حَتَّى أَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَاتِ .
صحيح الاسناد.

৪০০৮। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর ওয়াহী অবতীর্ণ হয়েছে আর তিনি আমাদের নিকট তা পাঠ করেছেন : { سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا } (সূরাহ আন-নূর : ১)। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, অর্থাৎ হালকাভাবে নয়। অতঃপর তিনি সামনের দিকে পড়তে থাকেন।^{৪০০৮}

সানাদ সহীহ।

^{৪০০৪} বুখারী।

^{৪০০৫} এর পূর্বেরটি দেখুন।

^{৪০০৬} এই সূত্রে আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আর বুখারি ও মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন মা'মার হতে..।

^{৪০০৭} এর পূর্বেরটি দেখুন।

^{৪০০৮} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

২৬-কتاب الحمام

অধ্যায়- ২৬ : গণ-গোসলখানা

১ - باب الدُّخُولِ فِي الْحَمَّامِ

অনুচ্ছেদ- ১ : গোসলখানায় প্রবেশ সম্পর্কে

৪০০৭ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِي عُدْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامَاتِ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا فِي الْمَيَازِيرِ .
ضعيف.

৪০০৯। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ গণ-গোসলখানায় প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন^{৪০০৭} অতঃপর পুরুষদের লুঙ্গি-পাজামা পরে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছেন।^{৪০০৯}

দুর্বল।

৪০১০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، - جَمِيعًا - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْحَقْدِ، - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى - عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، قَالَ دَخَلَ نِسْوَةً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فَقَالَتْ مِمَّنْ أَتَيْنَ قُلْنَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ . قَالَتْ لَعَلَّكُمْ مِنَ الْكُورَةِ الَّتِي تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَاتِ قُلْنَ نَعَمْ . قَالَتْ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلَّا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حَدِيثُ جَرِيرٍ وَهُوَ أَثَمٌ وَلَمْ يَذْكُرْ جَرِيرٌ أَبَا الْمَلِيحِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

صحيح.

৪০১০। আবুল মালীহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সিরিয়ার কতিপয় মহিলা 'আয়িশাহ (রা)-এর নিকট আসলে তিনি প্রশ্ন করলেন, তোমরা কারা? তারা বললো, আমরা সিরিয়ার অধিবাসী। তিনি বললেন, তোমরা সম্ভবত সেই শহরের অধিবাসী, যেখানে মহিলারাও গণ-গোসলখানায় প্রবেশ করে। তারা বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : কোন মহিলা নিজের ঘর ছাড়া অন্যত্র তার পরিধেয় বস্ত্র খুললে সে তার ও আল্লাহর মধ্যকার পর্দা ছিড়ে ফেললো অর্থাৎ সম্পর্ক হিন্ন করলো।^{৪০১০}

সহীহ।

^{৪০০৭} তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন : আমরা হাদীসটি হাম্মাদ ইবনু সালামাহ থেকেই থেকেই জেনেছি। সানাদটি এভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। ইবনু মাজাহ, আহমাদ। এর সানাদের আবুল উজরাহ সম্পর্কে হাফিয বলেন : মাজহুল।

^{৪০১০} তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান। আহমাদ, ইবনু মাজাহ।

৪০১১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ بْنِ أَنْعَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ وَتَسْجُدُونَ فِيهَا يُبَوِّأُ لَهَا الْحِمَامَاتُ فَلَا يَدْخُلْنَهَا الرَّجَالُ إِلَّا بِالْأُزْرِ وَامْتَعَوْهَا النِّسَاءُ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نَفْسَاءً .

ضعيف.

৪০১১। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : শীঘ্রই তোমাদের হাতে অনারবদের বহু অঞ্চল বিজিত হবে এবং সেখানে তোমরা এমন কতগুলো ঘর দেখবে যেগুলোকে গণ-গোসলখানা বলা হয়। লুপ্তি-পায়জামা ছাড়া কোন পুরুষ যেন তাতে প্রবেশ না করে এবং পীড়িতা ও নেফাসগ্রস্তা ছাড়া অন্য মহিলাদের তাতে প্রবেশ করতে তোমরা নিষেধ করো।^{৪০১১}

দুর্বল।

২ - باب التَّهْنِ عَنْ التَّعْرِی

অনুচ্ছেদ- ২ : উলঙ্গ হওয়া নিষেধ

৪০১২ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ نُفَيْلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْغَزَزَمِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ يَعْلَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَّازِ بَلَا إِزَارَ فَصَعِدَ الْمِيزَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَتْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ﷺ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَبِيبِي سَتِيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتِرْ .

صحيح.

৪০১২। ইয়া'লা (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে উলঙ্গ হয়ে খোলা জায়গায় গোসল করতে দেখলেন। অতঃপর মিস্মারে উঠে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর বললেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ লজ্জাশীল, গোপনীয়তা অবলম্বনকারী। তিনি লজ্জা ও গোপনীয়তা পছন্দ করেন। তোমাদের কেউ গোসল করতে চাইলে সে যেন গোপনীয়তা অবলম্বন করে।^{৪০১২}

সহীহ।

৪০১৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْأَوَّلُ أَنَّهُ .

حسن.

৪০১৩। সাফওয়ান ইবনু ইয়া'লা (রা) তাঁর পিতার সূত্রে এ হাদীস নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, প্রথম বর্ণনাটি পূর্ণাঙ্গ।^{৪০১৩}

হাসান।

৪০১৪ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَرْهَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، - قَالَ كَانَ جَرْهَدٌ هَذَا مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ - قَالَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَنَا وَقَحْذِي مُنْكَشِفَةً فَقَالَ " أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَحْذَ عَوْرَةٌ .

صحيح.

^{৪০১১} ইবনু মাজাহ, বায়হাকী। সানাদে 'আবদুর রহমান ইবনু যিয়াদ বিন আনউম দুর্বল।

^{৪০১২} নাসায়ী, আহমাদ।

^{৪০১৩} নাসায়ী, আহমাদ।

৪০১৪। যুর'আহ ইবনু 'আবদুর রহমান ইবনু জারহাদ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই 'জারহাদ' আস্হাবে সুফ্যার অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট বসলেন, তখন আমার উরুদেশ তখন অনাবৃত ছিল। তিনি বললেন : তুমি কি জানো না যে, উরুদেশ গোপন অঙ্গ? ^{৪০১৪}

সহীহ।

৪০১৫ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرْتُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا تُكْشِفُ فَحْذَكَ وَلَا تَنْظُرَ إِلَى فَحْذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ نَكَارَةٌ .

ضعيف جدا.

৪০১৫। 'আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা উরুদেশ অনাবৃত করো না এবং জীবিত ও মৃত লোকের উরুর দিকে তাকিও না। ^{৪০১৫}

খুবই দুর্বল।

৩ - باب مَا جَاءَ فِي التَّعْرِي

অনুচ্ছেদ- ৩ : উলঙ্গ হওয়া সম্পর্কে

৪০১৬ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ حَمَلْتُ حَجَرًا نَقِيلًا فَبَيْنَا أَمْشِي فَسَقَطَ عَنِّي ثَوْبِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " خُذْ عَلَيْكَ ثَوْبَكَ وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً " .

صحيح.

৪০১৬। আল-মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একটি ভারী পাথর বহন করে হাঁটছিলাম, হঠাৎ আমার পরিধেয় বস্ত্র খুলে পড়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডেকে বললেন : কাপড় সামলিয়ে নাও, তোমরা উলঙ্গ অবস্থায় চলাফেরা করবে না। ^{৪০১৬}

সহীহ।

৪০১৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، نَحْوَهُ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ " احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ " . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ قَالَ " إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرِيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرِيَنَّهَا " . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ " اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ " .

حسن.

৪০১৪ আহমাদ।

৪০১৫ এটি গত হয়েছে হা/৩১৪০।

৪০১৬ মুসলিম।

৪০১৭। বাহ্য ইবনু হাকীম (রা) হতে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ঢেকে রাখার অঙ্গসমূহ কার সামনে আবৃত রাখবো এবং কার সামনে অনাবৃত করবো? তিনি বলেন : তোমার স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত সকলের সামনে তা আবৃত রাখো। বর্ণনাকারী বলেন : যতদূর সম্ভব কেউ যেন অন্যের গোপন অঙ্গের দিকে না তাকায়। বর্ণনাকারী বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ যখন নির্জনে থাকে? তিনি বলেন : লজ্জার ব্যাপারে আল্লাহ মানুষের চেয়ে অধিক হকদার।^{৪০১৭}

হাসান।

৪০১৮ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُدَيْكٍ، عَنِ الصَّحَّاحِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي تَوْبٍ " .

صحیح

৪০১৮। আবদুর রহমান ইবনু আবু সাঈদ আল-খুদরী (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : কোন পুরুষ অন্য পুরুষের গোপন অঙ্গের দিকে তাকাবে না এবং কোন নারীও অন্য নারীর গোপন অঙ্গের দিকে তাকাবে না। আর কোন পুরুষ অপর পুরুষের সাথে একই কাপড়ের ভিতরে একত্রে ঘুমাবে না এবং কোন নারীও অপর নারীর সাথে একই কাপড়ের ভিতরে ঘুমাবে না।^{৪০১৮}

সহীহ।

৪০১৯ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ، عَنِ الْحُرَيْرِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْحُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نُضْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الطَّافِوَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَلَا امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ إِلَّا وَلَدًا أَوْ وَالِدًا " . قَالَ وَذَكَرَ الثَّالِثَةَ فَتَسِيئُهَا .

ضعیف

৪০১৯। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন পুরুষ অন্য পুরুষের সাথে এবং কোন নারী অন্য নারীর সাথে একই বিছানায় ঘুমাবে না, তবে শিশু বাচ্চা হলে বাবা-মা ছেলের সাথে অথবা ছোট সন্তান বাবার সাথে একই বিছানায় ঘুমাতে পারে। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তৃতীয় আরেকটি কথা বলেছেন কিন্তু আমি তা ভুলে গিয়েছি।^{৪০১৯}

দুর্বল।

^{৪০১৭} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান।

^{৪০১৮} মুসলিম, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান গরীব সহীহ।

^{৪০১৯} বায়হাকী। এর সানাদে নাম উল্লেখহীন জনৈক ব্যক্তি রয়েছে।

২৫ - كتاب اللباس

অধ্যায়- ২৭ : পোশাক-পরিচ্ছেদ

১ - باب مَا يَقُولُ إِذَا لَبَسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

অনুচ্ছেদ- ১ : নতুন কাপড় পরার সময় যা বলতে হয়

৪০২০ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَحْدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ إِمَّا قَمِيصًا أَوْ عِمَامَةً ثُمَّ يَقُولُ "اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ". قَالَ أَبُو نَضْرَةَ فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا لَبَسَ أَحَدُهُمْ ثَوْبًا جَدِيدًا قِيلَ لَهُ تَبْلِي وَيُخْلَفُ اللَّهُ تَعَالَى.

صحيح.

৪০২০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নতুন কাপড় পরিধান করতেন, জামা অথবা পাগড়ি, এর নাম উচ্চারণ করে তিনি এ দু'আ পাঠ করতেন:

"اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ".

আবু নাদরাহ (র) বলেন, নাবী ﷺ-এর সাহাবীদের কেউ নতুন কাপড় পরলে তাকে বলা হতো, “এ কাপড় যেন তোমার দ্বারা পুরাতন হয় এবং মহান আল্লাহ যেন এর পরে তোমায় আরো কাপড় পরান”^{৪০২০}

সহীহ।

৪০২১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِمْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.

৪০২১। আল-জুরাইরী (র) সূত্রে তার সানাদে উপরোক্ত হাদীসের অর্থবোধক হাদীস বর্ণিত।^{৪০২১}

৪০২২ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِإِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَبَا سَعِيدٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَالثَّقَفِيُّ سَمَاعُهُمَا وَاحِدٌ.

৪০২২। আল-জুরাইরী (র) সূত্রে তার সানাদে উপরোক্ত হাদীসের অর্থবোধক হাদীস বর্ণিত। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, ‘আবদুল ওয়াহ্‌হাব আস-সাক্বাফী (র) এতে আবু সাঈদের (রা) উল্লেখ করেননি। হাম্মাদ ইবনু সালামাহ ... নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, হাম্মাদ ইবনু সালামাহ ও আস-সাক্বাফীর এ হাদীস শ্রবণ একই রূপ।^{৪০২২}

^{৪০২০} তিরমিযী, ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান গরীব সহীহ। আহমাদ।

^{৪০২১} এর পূর্বেরটি দেখুন।

^{৪০২২} এর পূর্বের বর্ণনা দেখুন।

৪০২৩ - حَدَّثَنَا نُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزَيْدٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ - عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِي مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَمَنْ لَيْسَ ثَوْبًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِي مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ " .
حسن دون زيادة " وما تأخر " في الموضعين.

৪০২৩। সাহল ইবনু মু'আয ইবনু আনাস (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি খাওয়ার পরে এ দু'আ পাঠ করবে তার আগে পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করা হবে।

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِي مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ

অর্থ : “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এ খাদ্য খাওয়ালেন এবং আমার পক্ষ হতে কোন কৌশল ও ক্ষমতা প্রয়োগ ব্যতীতই রিয়াকু দান করলেন।”

তিনি আরো বলেন : যে ব্যক্তি কোন কাপড় পরার সময় এ দু'আ পাঠ করবে তার আগে পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করা হবে : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِي مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ

অর্থ : “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমার কৌশল ও ক্ষমতা প্রয়োগ ব্যতীতই আমাকে এ কাপড়ের ব্যবস্থা করে পরালেন।”^{৪০২৩}

হাসান : দুই জায়গাতে ‘পরবর্তী গুনাহ’ এ অতিরিক্ত অংশ বাদে।

২ - باب فيما يُدعى لمن ليس ثوبًا جديدًا

অনুচ্ছেদ- ২ : কেউ নতুন কাপড় পরিধান করলে তার জন্যে দু'আ করা

৪০২৪ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَرَّاحِ الْأَذَنِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ خَالِدِ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِكِسْوَةٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ صَغِيرَةٌ فَقَالَ " مَنْ تَرَوْنَ أَحَقَّ بِهِدِهِ " . فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَقَالَ " أَتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ " . فَأَتِيَهَا فَالْبَسَهَا إِيَّاهَا ثُمَّ قَالَ " أَتْلِي وَأُخْلِقِي " . مَرَّتَيْنِ وَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عِلْمٍ فِي الْخَمِيصَةِ أَحْمَرَ أَوْ أَصْفَرَ وَيَقُولُ " سَنَاءَ سَنَاءَ يَا أُمَّ خَالِدٍ " . وَسَنَاءَ فِي كَلَامِ الْحَبَشَةِ الْحَسَنُ .
صحيح.

৪০২৪। উম্মু খালিদ বিন্তে খালিদ ইবনু সাঈদ ইবনুল 'আস (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কতগুলো পরিধেয় বস্ত্র আনা হলো। তাঁতে কালো রঙের ডোরাদার ছোট একটি পশমী চাঁদর ছিল। তিনি প্রশ্ন করলেন : তোমাদের মতে কে এটা পাওয়ার যোগ্য? সবাই চুপ থাকলেন। তিনি বললেন : উম্মু খালিদকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তাকে আনা হলে তিনি চাদরটি তাকে পরিয়ে দিলেন এবং দু'বার বললেন : এটা পরিধান করো এবং পুরাতন করো। আর তিনি চাঁদরের লাল অথবা হলুদে রঙের চিহ্নের দিকে তাকিয়ে বললেন : হে উম্মু খালিদ! খুব সুন্দর! খুব সুন্দর! سَنَاءَ শব্দের অর্থ -হাবশী ভাষায় সুন্দর।^{৪০২৪}

সহীহ।

^{৪০২৩} তিরমিযী, আহমাদ, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান গরীব।

^{৪০২৪} বুখারী, আহমাদ।

৩ - باب مَا جَاءَ فِي الْقَمِصِ

অনুবাদ- ৩ : জামা সম্পর্কে

৪০২৫ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدِ الْحَنْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيدَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْقَمِصُ. **صحیح**

৪০২৫। উম্মু সালামাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সবচেয়ে প্রিয় পোশাক ছিল জামা।^{৪০২৫}

সহীহ।

৪০২৬ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَبِي بَرْ، حَدَّثَنَا أَبُو ثُمَيْلَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ لَمْ يَكُنْ ثَوْبٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَمِصٍ. **صحیح**

৪০২৬। উম্মু সালামাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জামার চেয়ে অধিক পছন্দনীয় কোন পোশাক ছিলো না।^{৪০২৬}

সহীহ।

৪০২৭ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مِيسَرَةَ، عَنْ شُهْرِ بْنِ حَرْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدٍ، قَالَتْ كَانَتْ يَدُ كُمٍ قَمِصٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الرُّصْنِ. **ضعیف**

৪০২৭। আসমা বিনতু ইয়াযীদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামার হাতা ছিল কাজি পর্যন্ত লম্বা।^{৪০২৭}

দুর্বল।

৪ - باب مَا جَاءَ فِي الْأَقِيَّةِ

অনুবাদ- ৪ : লম্বা টিলা জামা সম্পর্কে

৪০২৮ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَيزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ، - الْمَعْنَى - أَنَّ اللَّيْثَ، - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ - حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمَسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّهُ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقِيَّةً وَلَمْ يُعْطَ مَخْرَمَةَ شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَا بُنَى أَنْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ ادْخُلْ فَأَدْعُهُ لِي قَالَ فَدَعَوْتُهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ "حَبَاتُ هَذَا لَكَ". قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ - زَادَ ابْنُ مَوْهَبٍ - مَخْرَمَةُ - ثُمَّ اتَّفَقَا - قَالَ رَضِيَ مَخْرَمَةُ. قَالَ قُتَيْبَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ لَمْ يُسَمِّهِ. **صحیح**

^{৪০২৫} তিরমিযী, নাসায়ী, সুনানুল কবরা।

^{৪০২৬} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান গরীব।

^{৪০২৭} তিরমিযী, নাসায়ী। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান গরীব।

৪০২৮। মিস্ওয়ার ইবনু মাখরামাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু লম্বা টিলা জামা বস্টন করেন; কিন্তু মাখরামাহ (রা)-কে কিছু দেননি। মাখরামাহ (রা) বললেন, হে বহস! রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে চলো। অতঃপর তার সঙ্গে আমি সেখানে গেলাম। তিনি বললেন, তিক্তরে প্রবেশ করে তাঁর নিকট আমার আসার সংস্কার দাও। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে ডাকলে তিনি একটি লম্বা টিলা জামা পরিহিত অবস্থায় বেরিয়ে এসে বললেন : আমি তোমার জন্য এটা লুকিয়ে রেখেছিলাম। মাখরামাহ (রা) তাঁর দিকে তাকালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এবার মাখরামাহ খুশী হয়েছে।^{৪০২৮}

সহীহ।

৫ - باب في لبس الشهرة

অনুচ্ছেদ-৫ : ব্যক্তি লাভের পোশাক পরা

৪০২৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَغْنِي ابْنُ عِيسَى - عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ، عَنِ الْمُهَاجِرِ الشَّامِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، - قَالَ فِي حَدِيثِ شَرِيكِ يَرْفَعُهُ - قَالَ " مَنْ لَبِسَ نَوْبَ شَهْرَةِ الْبَيْتِ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَوْبًا مِثْلَهُ " . زَادَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ " ثُمَّ تُلْهَبُ فِيهِ النَّارُ " .
حسن.

৪০২৯। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ব্যক্তি লাভের জন্য পোশাক পরে, ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাকে সেরূপ পোশাক পরাবেন, অতঃপর তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হবে।^{৪০২৯}
হাসান।

৪০৩০ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ نَوْبَ مَذْلَةٍ .

حسن.

৪০৩০। আবু 'আওয়ানাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে গর্ব অহংকারে উদ্দেশ্যে পোশাক পরবে, (ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাকে ঐরূপ পোশাক পরাবেন, অতঃপর তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হবে)।^{৪০৩০}

হাসান।

৪০৩১ - حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةٍ، عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْحَرَشِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ " .
حسن صحيح.

৪০৩১। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি বিজাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদের দলভুক্ত গণ্য হবে।^{৪০৩১}

হাসান সহীহ।

^{৪০২৮} বুখারী, মুসলিম।

^{৪০২৯} ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

^{৪০৩০} এর পূর্বেরটি দেখুন।

^{৪০৩১} আহমাদ। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ সহীহ।

৬ - باب في لبس الصوف والشعر

অনুচ্ছেদ- ৬ : পশম ও লোমের তৈরী পোশাক পরা

৪০৩২ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ الرَّمْلِيِّ، وَحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مَرَحَلٌ مِنْ شَعْرِ أَسْوَدَ .

صحیح.

৪০৩২ (ক)। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাড়ি হতে বের হলেন, তখন তাঁর গায়ে কারুকার্য খচিত কালো পশমী চাঁদর ছিল।^{৪০৩২}

সহীহ।

৪০৩২ - وَقَالَ حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا . - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَاشٍ عَنْ عَقِيلِ بْنِ مُذْرِكٍ عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ السَّلَمِيِّ قَالَ اسْتَكْسَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَسَانِي خَيْشَتَيْنِ فَلَقَدْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَكْسَى أَصْحَابِي .

صحیح.

৪০৩২ (খ)। 'উতবাহ ইবনু 'আব্দ আস-সুলামী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আমাকে চাঁদর পরিয়ে দেয়ার আবেদন করলে তিনি আমাকে 'কাভান' জাতীয় দু'টি সূক্ষ্ম কাপড় পরিয়ে দিলেন। আমি আমার গায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আমি সকল বন্ধুদের চাইতে উত্তম পোশাক পরিধানকারী।

সহীহ।

৪০৩৩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ قَالَ لِي أَبِي يَا بُنَى لَوْ رَأَيْتَنَا وَنَحْنُ مَعَ نَبِيِّنَا ﷺ وَقَدْ أَصَابَتْنَا السَّمَاءُ حَسِبْتَ أَنْ رِيحَنَا رِيحَ الضَّأْنِ .

صحیح.

৪০৩৩। আবু বুরদাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা বলেন, হে বৎস! তুমি যদি দেখতে, একদা আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ সঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজে এমন হলাম যে, আমাদের শরীর হতে ভেড়ার গন্ধ বের হচ্ছিল। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, অর্থাৎ পশমী পোশাক (এর কারণে)।^{৪০৩৩}

সহীহ।

৪০৩৪ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا عُمَارَةُ بْنُ زَادَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ مَلِكَ، ذِي يَزَنَ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُلَّةً أَخَذَهَا بِثَلَاثَةِ وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا أَوْ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ نَاقَةً فَقَبِلَهَا .

ضعيف.

৪০৩২ মুসলিম, আহমাদ।

৪০৩৩ তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি সহীহ।

৪০৩৪। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। যু-ইয়াযান অঞ্চলের অধিপতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একটি দামী পোশাক উপঢৌকম পাঠালেন, যা তিনি তেত্রিশটি উট বা তেত্রিশটি উটনীর বিনিময়ে কিনেছিলেন। তিনি ﷺ তা গ্রহণ করেন।^{৪০৩৪}

দুর্বল।

৪০৩৫ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اشْتَرَى حُلَّةً بِيضَةً وَعِشْرِينَ قُلُوصًا فَأَهْدَاهَا إِلَى ذِي يَزْنَ .
ضعيف.

৪০৩৫। ইসহাক ইবনু আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশ এর অধিক তরুণ উটনীর বিনিময়ে একটি মূল্যবান পোশাক কিনলেন এবং তা যু-ইয়াযান অধিপতির নিকট উপঢৌকন হিসেবে পাঠালেন।^{৪০৩৫}

দুর্বল।

৫ - باب لباس الغليظ

অবুহুইদ-৭ : মোটা পোশাক পরিধান করা

৪০৩৬ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَغْنِي ابْنُ الْمُغِيرَةِ - الْمَعْنَى - عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءَ مِنْ أَلْتِي يُسَمُّوْنَهَا الْمَلْبَدَةَ فَأَقْسَمَتْ بِاللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبِضَ فِي هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ .
صحيح.

৪০৩৬। আবু বুরদাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি 'আয়িশাহ (রা)-এর নিকট প্রবেশ করলে তিনি ইয়ামানের তৈরী একটি মোটা লুঙ্গি ও মূলাবদা নামক একটি মোটা চাঁদর বের করে এনে আল্লাহর কসম করে বললেন, রাসূলুল্লাহর ﷺ দুনিয়া ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় এ দু'টি কাপড় তাঁর পরিধানে ছিল।^{৪০৩৬}

সহীহ।

৪০৩৭ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو تَوْرٍ الْكَلْبِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ يُوْسُفَ بْنِ الْقَاسِمِ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمَّا خَرَجَتْ الْحُرُورَةُ أَتَيْتُ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَالَ إِنَّهُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ . فَلَبِستُ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنْ حُلِيِّ الْيَمَنِ - قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلًا جَمِيلًا جَهْدًا - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَتَيْتُهُمْ فَقَالُوا مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا هَذِهِ الْحُلَّةُ قَالَ مَا تَعْبِيُونَ عَلَيَّ لَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنَ الْحُلَلِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ اسْمُ أَبِي زُمَيْلٍ سِمَاكُ بْنُ الْوَلِيدِ الْحَنْفِيُّ .
حسن الأسناد.

^{৪০৩৪} আহমাদ, দারিমী। সানাদের 'উমারাহ ইবনু যাজান সম্পর্কে হাফিয় ইবনু হাজার আত-তাকুরী বর্ণনা করেছেন : সত্যবাদী, তবে ভুল প্রচুর।

^{৪০৩৫} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এর সানাদে 'আলী ইবনু যায়িদ দুর্বল।

^{৪০৩৬} বুখারী, মুসলিম।

৪০৩৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, খারিজীরা যখন 'আলী (রা)-এর দল ছেড়ে 'হারুরা' নামক অঞ্চলে চলে গেলো, তখন আমি 'আলী (রা)-এর নিকট আসলাম। তিনি বললেন, তুমি এদের কাছে যাও। অতঃপর আমি ইয়ামান দেশের তৈরী আকর্ষণীয় পোশাক পরলাম। আবু যুমাইল বলেন, ইবনু 'আব্বাস ছিলেন লাভণ্যময় সুপুরুষ ও সুঠাম দেহের অধিকারী। ইবনু 'আব্বাস (রা) বলেন, অতঃপর আমি তাদের নিকট গেলাম। তারা আমাকে মারহাবা জানিয়ে প্রশ্ন করলো, হে ইবনু 'আব্বাস! এটা কেমন পোশাক? তিনি বললেন, তোমরা যার জন্য আমাকে দোষারোপ করছো, অথচ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এর চেয়ে উত্তম পোশাক পরতে দেখেছি।^{৪০৩৭}

সানাদ হাসান।

৪ - باب ما جاء في الخز

অনুচ্ছেদ-৮ : রেশম ও পশম মিশ্রিত কাপড় পরিধান করা সম্পর্কে

৪০৩৮ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، أَخْبَرَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، سَعْدٌ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا يَبْخَارِي عَلَى بَغْلَةٍ يَبْضَاءَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ خَزٌّ سَوْدَاءُ فَقَالَ كَسَانِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . هَذَا لَفْظُ عُثْمَانَ وَالْإِخْبَارُ فِي حَدِيثِهِ .
ضعيف الأسناد.

৪০৩৮। সা'দ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বোখারাতে রেশম ও পশমের তৈরী কাপড় পাগড়ি পরিহিত এক লোককে সাদা খচ্চরের উপর আরোহী দেখতে পেলাম। লোকটি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা (পাগড়ি) আমাকে পরিয়ে দিয়েছেন।^{৪০৩৮}

সানাদ দুর্বল।

৪০৩৯ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابُ بْنُ نُحْدَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ غَنَمٍ الْأَشْعَرِيَّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو غَامِرٍ، أَوْ أَبُو مَالِكٍ - وَاللَّهُ يَمِينٌ أُخْرَى مَا كَذَّبَنِي - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لِيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَزَّ وَالْحَرِيرَ " وَذَكَرَ كَلَامًا قَالَ " يُنْسَخُ مِنْهُمْ آخِرُونَ قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَعِشْرُونَ نَفْسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ أَكْثَرُ لَبَسُوا الْخَزَّ مِنْهُمْ أَنَسٌ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ .
صحيح.

৪০৩৯। 'আবদুর রহমান ইবনু গান্ম আল-আশ'আরী (র) বলেন, আবু 'আমির (রা) বা আবু মালিক (রা) আমাকে বলেছেন, আল্লাহর কসম এবং কসম, কখনও তিনি আমাকে মিথ্যা বলেননি। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : আমার উম্মাতের এমন কিছু লোক হবে, যারা পশম ও রেশমের তৈরী পোশাক এবং রেশমী পোশাক পরা হালাল গণ্য করবে। তাদেরকে কিয়ামাতের দিন শূকর ও বানরের আকৃতিতে পরিবর্তিত করা হবে। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশ-এর অধিক সাহাবী

^{৪০৩৭} হাদীস হাসান।

^{৪০৩৮} ইবনু কাসান বলেন : সানাদে 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ, তার পিতা এবং যে ব্যক্তিকে দেখার দাবী করা হয়েছে- এদের প্রত্যেককে চেনা যায়নি।

রেশম ও পশম মিশ্রিত সূতায় তৈরী পোশাক পরেছেন। আনাস ও আল-বারাআ ইবনু 'আযিব (রা) তাদের অন্তর্ভুক্ত।^{৪০৩৯}

সহীহ।

৭ - باب مَا جَاءَ فِي لِبَاسِ الْخَرِيرِ

অনুচ্ছেদ-৯ : রেশমী কাপড় পরিধান সম্পর্কে

৪০৪০ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى حُلَّةَ سِرَاءٍ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ ثُبَاغٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِستَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ " . ثُمَّ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا حُلٌّ فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عَطَارِدٍ مَا قُلْتَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لَتَلْبَسَهَا " . فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَخَاهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ .

صحیح.

৪০৪০। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) মাসজিদের দরজায় একজোড়া রেশমী পোশাক বিক্রি হতে দেখে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি এ পোশাকটি ক্রয় করতেন তাহলে জুমু'আহর দিন ও প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাতকালে পরতে পারতেন! একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এ পোশাক সেই ব্যক্তিই পরে যার আখিরাতে কোন প্রাপ্য নেই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু রেশমী কাপড় এলে তিনি তা হতে 'উমার ইবনুল খাত্তাবকে একজোড়া কাপড় দিলেন। 'উমার (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এটা আমাকে ব্যবহার করতে দিলেন, অথচ 'উতারিদের' (জনক কাপড় ব্যবসায়ী) কাপড় সম্পর্কে আপনি এই মন্তব্য করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি তোমাকে এটা পরতে দেইনি। অতঃপর 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এটা মাঝাহুয় তার এক মুশরিক ভাইকে দিয়ে দিলেন।^{৪০৪০}

সহীহ।

৪০৪১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَعَمَرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ حُلَّةٌ اسْتَبْرَقَ . وَقَالَ فِيهِ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ بِحَبَّةٍ دِيَّاجٍ وَقَالَ " تَبِيعُهَا وَتُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ " .

صحیح.

৪০৪১। সইলম ইবনু 'আবদুল্লাহ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। এ ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তা ছিল মোটা রেশমী পোশাক। উক্ত ঘটনা সম্পর্কে বলেন, অতঃপর তিনি তার নিকট একটি মোটা রেশমী জুকা পাঠালেন এবং বললেন : তুমি এটা বিক্রি করে তোমার প্রয়োজন মোটাও।^{৪০৪১}

সহীহ।

^{৪০৩৯} বুখারী।

^{৪০৪০} বুখারী, মুসলিম।

^{৪০৪১} বুখারী, মুসলিম।

৪০৮২ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ التَّهْدِي، قَالَ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ أَنْ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا وَهَكَذَا أَصْبَعَيْنِ وَثَلَاثَةً وَأَرْبَعَةً .
 صحيح.

৪০৮২। আবু 'উসমান আন-নাহ্‌দী (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার (রা) 'উতবাহ ইবনু ফারকাদের কাছে ফরমান লিখে পাঠান যে, নাবী ﷺ রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন, তবে এভাবে দুই আঙ্গুল, তিন আঙ্গুল ও চার আঙ্গুল পরিমাণ রেশম থাকলে তা পুরুষের জন্য বৈধ।^{৪০৮২}

সহীহ।

৪০৮৩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَهْدَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُلَّةَ سَبْرَاءَ فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ فَلَبِسْتُهَا فَأَتَيْتُهُ فَرَأَيْتُ الْقَضْبَ فِي وَجْهِهِ وَقَالَ "إِنِّي لَمْ أَرْسِلْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبِسَهَا". وَأَمَرَنِي فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي .
 صحيح.

৪০৮৩। 'আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একজোড়া রেশমী চাঁদর উপহার এলো। তিনি তা আমার কাছে পাঠালেন। আমি সেটা পরে তার কাছে আসলে তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব দেখতে পেলাম। তিনি বললেন : তোমার পরার জন্য এটা পাঠাইনি। অতঃপর তিনি আমাকে আদেশ দিলে আমি তা টুকরা করে আমার পরিবারের মহিলাদের মাঝে বন্টন করে দিলাম।^{৪০৮৩}

সহীহ।

১০ - بَابُ مَنْ كَرِهَهُ

অনুচ্ছেদ- ১০ : রেশমী পোশাক পরা নিষেধ

৪০৮৪ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْمُعْصَفِرِ وَعَنْ تَحْتِمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ .
 صحيح.

৪০৮৪। 'আলী ইবনু আবু তালিব (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রেশমী পোশাক ও হলুদ রঙের কাপড় পরতে, স্বর্ণের আংটি পরতে এবং রুকুতে কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।^{৪০৮৪}

সহীহ।

৪০৮৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، - يَغْنِي الْمَرْزُوقُ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا قَالَ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .
 صحيح.

^{৪০৮২} বুখারী, মুসলিম।

^{৪০৮৩} বুখারী, মুসলিম।

^{৪০৮৪} মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, আহমাদ, মালিক।

৪০৪৫। ‘আলী ইবনু আবু হালিব (রা) হতে নাবী ﷺ-এর সূত্রে এ হাদীস বর্ণিত। এতে রুকু ও সাজদাহুয় কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।^{৪০৪৫}

সহীহ।

৪০৪৬ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، بِهَذَا زَادَ وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ. حسن صحيح.

৪০৪৬। ইবরাহীম ইবনু আবদুল্লাহ (র) সূত্রে এ হাদীস বর্ণিত। এতে আরো রয়েছে : “আমি এ কথা বলছি না যে, তিনি তোমাদেরকে তা নিষেধ করেছেন”।^{৪০৪৬}

হাসান সহীহ।

৪০৪৭ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ مَلِكَ الرُّومِ، أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مُسْتَقَّةً مِنْ مَسْنُونٍ فَلَبَسَهَا فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يَدَيْهِ تَذْبَذْبَانِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى جَعْفَرٍ فَلَبَسَهَا ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِنِّي لَمْ أُعْطِكُمَا تَلَبَّسَهَا " . قَالَ فَمَا أَصْنَعُ بِهَا قَالَ أَرْسِلْ بِهَا إِلَى أَخِيكَ النَّحَّاشِيِّ . ضعيف الاسناد.

৪০৪৭। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। রোমের সম্রাট নাবী ﷺ-এর নিকট একটি কিংখাব উপঢৌকম পাঠালেন। তিনি তা পরিধান করলেন। আমি যেন তাঁর হাত দু’টিকে নাড়াচাড়া করতে দেখছি। অতঃপর তিনি জাফারের নিকট তা পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তা পরিধান করে নাবী ﷺ নিকট আসলে তিনি বলেন : আমি এটা তোমাকে ব্যবহার করতে দেইনি। তিনি প্রশ্ন করলেন, তবে আমি এটা কি করবো? তিনি ﷺ বলেন : তোমার ভাই নাহ্জাশীর নিকট পাঠিয়ে দাও।^{৪০৪৭}

সানাদ দুর্বল।

৪০৪৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَا أُرَكِّبُ الْأَرْجُونَ وَلَا أَلْبَسُ الْمُعْضَفَرِ وَلَا أَلْبَسُ الْقَمِيصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيرِ " . قَالَ وَأَوْثَمُ الْحَسَنِ إِلَى حَبِيبٍ قَمِيصِهِ . قَالَ وَقَالَ " أَلَا وَطِيبُ الرِّجَالِ رِيحٌ لَا تَوْنُ لَهُ أَلَا وَطِيبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لَا رِيحَ لَهُ " . قَالَ سَعِيدُ أَرَاهُ قَالَ إِنَّمَا حَمَلُوا قَوْلَهُ فِي طِيبِ النِّسَاءِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا فَلْتَطِيبْ بِمَا شَاءَتْ . صحيح.

৪০৪৮। হাসান বাসরী (র) ‘ইমরান ইবনু হুসাইন (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, আব্বাহর নাবী ﷺ বলেছেন : আমি লাল রঙের জিনপোশে সওয়ার হই না, হলদে (কুসুম) বর্ণের কাপড় পরিধান করি না এবং রেশম আটকানো জামা পরিধান করি না। বর্ণনাকারী বলেন, হাসান এ কথার দ্বারা জামার পকেটের দিকে ইশারা করেন। তিনি বলেন, নাবী ﷺ আরো বলেন : জেনে রাখো! পুরুষ লোক এমন সুগন্ধি ব্যবহার করবে, যার কোন রং থাকবে না এবং নারীরা এমন সুগন্ধি ব্যবহার করবে যার রং আছে কিন্তু স্রোণ

^{৪০৪৫} মুসলিম, তিরমিখী, আহমাদ। ইমাম তিরমিখী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{৪০৪৬} মুসলিম, নাসায়ী।

^{৪০৪৭} আহমাদ। এর সানাদে ‘আলী ইবনু যায়িদ দুর্বল।

নেই। সাঈদ (র) বলেন, আমার ধারণা, নারীদের সুগন্ধি ব্যবহার সম্পর্কিত কথার দ্বারা তাঁরা এরূপ বুঝেছেন যে, নারীরা যখন বাইরে যায় তখন যেন এরূপ সুগন্ধি ব্যবহার করে যার গন্ধ নেই, আর যখন স্বামীর নিকট থাকে, তখন যেমন ইচ্ছে সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারে।^{৪০৪৮}

সহীহ।

১.১৭ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ، أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ، - يَعْنِي ابْنَ فَضَّالَةَ - عَنْ عِيَّاشِ بْنِ عِيَاسٍ الْقَتَبَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ، - يَعْنِي الْهَيْثَمَ بْنَ شَفِيٍّ - قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ، لِي يُكْنِيَ أَبَا غَامِرٍ - رَجُلٌ مِنَ الْمُعَافَرِ - لِنَصَلِّيَ بِإِبِلَيْاءَ وَكَانَ قَاصَهُمْ رَجُلٌ مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ أَبُو رَيْحَانَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ أَبُو الْحُصَيْنِ فَسَقَيْتَنِي صَاحِبِي إِلَى الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَدَفْتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَسَأَلَنِي هَلْ أَذْرَسْتُ فَصَّصَ أَبِي رَيْحَانَةَ قُلْتُ لَا . قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَشْرِ عَنْ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالتَّثْفِ وَعَنْ مُكَامَعَةَ الرَّجُلِ الرَّجُلُ بِغَيْرِ شَعَارٍ وَعَنْ مُكَامَعَةَ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ شَعَارٍ وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي أَسْفَلِ ثِيَابِهِ خَرِيرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَتَكَيْهِ خَرِيرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ وَعَنِ النَّهْيِ وَرُكُوبِ الثَّمُورِ وَكُوسِ الْعُثَامِ إِلَّا لِدَيِّ سُلْطَانٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الَّذِي تَقَرَّدَ بِهِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ ذَكَرَ الْعُثَامِ .

ضعيف.

৪০৪৯। আবুল হুসাইন হাইসাম ইবনু শাফী (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও মা'আযির গোত্রের আবু 'আমির নামক আমার এক সাথী বায়তুল মুকাদ্দাসে সলাত আদায়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। 'আযদ' গোত্রীয় আবু রায়হানাহ (রা) নামক এক সাহাবী তখন বায়তুল মুকাদ্দাসবাসীদের ওয়ায নসীহত করতেন। আবুল হুসাইন বলেন, আমার সাথী আমার আগেই মাসজিদে প্রবেশ করলেন। অতঃপর আমি গিয়ে তার পাশে বসলাম। তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি আবু রায়হানার ওয়ায-নসীহত শুনছেন? আমি বললাম, না। তিনি বলেন, আমি তাকে বলতে শুনছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ দশটি কাজ নিষেধ করেছেন : (১) দাঁতের অগ্রভাগ সানিত করা, (২) উকি লাগানো, (৩) চুল উপড়িয়ে ফেলা, (৪) বিবন্ধ অবস্থায় এক পুরুষের অন্য পুরুষের সাথে একই বিছানায় ঘুমানো, (৫) বিবন্ধ অবস্থায় এক মহিলা অপর মহিলার সাথে এভাবে একই বিছানায় ঘুমানো, (৬) অনারবদের ন্যায় পুরুষের কাপড়ের নিম্নভাগে রেশম ব্যবহার করা অথবা (৭) অনারবদের ন্যায় কাঁধের উপর রেশম লাগানো, (৮) লুটতরাজ করা, (৯) চিতাবাঘের উপর আরোহী হওয়া (বাঘের চামড়ার গদিতে বসা) এবং (১০) বাদশাহ ব্যতীত অন্য লোকের আংটি ব্যবহার করা। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, আংটি সম্পর্কিত বর্ণনাটি নিঃসঙ্গ।^{৪০৪৯}

দুর্বল।

১.১০ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُعَمَّدٍ، عَنْ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ نَهَى عَنْ مَيَّائِرِ الْأَرْجُوانِ .

صحیح.

৪০৫০। 'আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নরম রেশমী জিনপোষে বসতে নিষেধ করা হয়েছে।^{৪০৫০}

সহীহ।

৪০৪৮ তিরমিযী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসাম গরীব।

৪০৪৯ নাসায়ী, আহমাদ, বায়হাকী।

৪০৫০ নাসায়ী।

৪০৫১ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، وَمُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ لَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لَيْسِ الْقَسِيِّ وَالْمِثْرَةِ الْحُمْرَاءِ .

সহীহ.

৪০৫১। 'আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে, রেশমী কাপড় পরতে এবং নরম তুলতুলে লাল রঙের রেশমী জিনপোষে বসতে।^{৪০৫১}

সহীহ।

৪০৫২ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ " اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي أَنْفًا فِي صَلَاتِي وَأَتُونِي بِأَبْيَحَائِنَةٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو جَهْمٍ بْنُ حُدَيْفَةَ مِنْ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ بْنِ غَانِمٍ .

সহীহ.

৪০৫২। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কারুকার্য খচিত একটি চাঁদর পরে সলাত আদায় করলেন, (সলাতের অবস্থায়) এর কারুকার্যের দিকে তাঁর দৃষ্টি চলে যায়। ফলে সালাম ফিরানোর পর তিনি বললেন : এ চাঁদরটি নিয়ে আবু জাহমের (উপহারদাতার) নিকট যাও, এর কারুকার্য আমার সলাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে এবং তার সাদা চাঁদর নিয়ে এসো।^{৪০৫২}

সহীহ।

৪০৫৩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، - فِي آخَرِينَ - قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، نَحْوَهُ وَالْأَوَّلُ أَشْبَعُ .

সহীহ.

৪০৫৩। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তবে প্রথম বর্ণনাটি অধিক শুদ্ধ।^{৪০৫৩}

সহীহ।

১১ - باب الرُّخَصَةِ فِي الْعَلَمِ وَخِطِّ الْحَرِيرِ

অনুচ্ছেদ-১১ : রেশমী সূতার সেলাই ও কারুকার্য করার অনুমতি সম্পর্কে

৪০৫৪ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ زَيْادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَبُو عُمَرَ، مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي السُّوقِ اشْتَرَى ثَوْبًا شَامِيًا فَرَأَى فِيهِ خِطًّا أَحْمَرَ فَرَدَّهُ فَاتَّيْتُ أَسْمَاءَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ يَا جَارِيَةُ نَاولِينِي جَبَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَأَخْرَجَتْ جَبَّةَ طَيَالِسَةَ مَكْفُوفَةَ الْحَبِيبِ وَالْكُمَيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالْذِّيَّاجِ .

সহীহ.

^{৪০৫১} তিরমিযী, নাসায়ী। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{৪০৫২} বুখারী, মুসলিম।

^{৪০৫৩} বুখারী, মুসলিম।

৪০৫৪। আসমা বিনতু আবু বাকর (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম 'আবদুল্লাহ আবু 'উমার (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু 'উমার (রা)-কে বাজারে একটি সিরীয় পোশাক কিনতে দেখলাম। তিনি তাতে লাল রঙের সূতা দেখে ফেরত দিলেন। আমি আসমা (রা)-এর নিকট এসে তা জানালাম। তিনি এক কৃতদাসীকে ডেকে বললেন, হে দাসী! রাসূলুল্লাহর ﷺ জুকাটা আমার কাছে নিয়ে এসো। অতঃপর সে কারুকার্য খচিত পকেটে, দুই আঙিনে ও আগে-পিছের ফাড়া স্থানে রেশমী কাজ করা একাট জুকা বের করে আনলেন।^{৪০৫৪}

সহীহ।

৪০৫৫ - حَدَّثَنَا ابْنُ نَفِيلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْنَعِ مِنَ الْحَرِيرِ فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ وَسَدَى الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ .
صحیح.

৪০৫৫। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল রেশমের তৈরী পোশাক পরতে বারণ করেছেন। তবে রেশমের কারুকার্য খচিত ও কাপড়ের দুই পাড়ে রেশমী সূতা থাকলে কোন অসুবিধা নাই।^{৪০৫৫}

সহীহ।

১২ - باب في لبس الحرير لغدير

অনুচ্ছেদ- ১২ : ওয়রবশত রেশমী পোশাক পরা সম্পর্কে

৪০৫৬ - حَدَّثَنَا الثَّقَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَيْسَى، - يَعْنِي ابْنَ يُوْنُسَ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَلِلزُّبَيْرِ بْنِ الْقَوَّامِ فِي قُمْصِ الْحَرِيرِ فِي السَّفَرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا .
صحیح.

৪০৫৬। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ ও যুবাইর ইবনুল 'আওয়াম (রা)-কে তাদের শরীরে চর্মরোগের কারণে সফরের সময় রেশমী পোশাক ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন।^{৪০৫৬}

সহীহ।

১৩ - باب في الحرير للنساء

অনুচ্ছেদ- ১৩ : নারীদের জন্য রেশমী পোশাক বৈধ

৪০৫৭ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أَفْلَحٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ، - يَعْنِي الْعَافِقِيَّ - أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي " .
صحیح.

^{৪০৫৪} মুসলিম, ইবনু মাজাহ।

^{৪০৫৫} আহমাদ। আহমাদ শাকির বলেন : সহীহ।

^{৪০৫৬} বুখারী, মুসলিম।

৪০৫৭। ‘আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি ‘আলী ইবনু আবু ত্বালিব (রা)-কে বলতে শুনেছেন, একদা আল্লাহর নাবী ﷺ-এর ডান হাতে রেশম ও বাম হাতে স্বর্ণ নিয়ে বললেন : এ দু’টি জিনিস আমার উম্মাতের পুরুষদের জন্য হারাম।^{৪০৫৭}

সহীহ।

৪০৫৮। আনাস ইবনু মালিক (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা উম্মে রু কুলসুম (রা)-এর পরিধানে একটি রেশমী চাঁদর দেখেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, السَّيْرَاءُ হলো রেশমী সুতা দ্বারা কারুকার্য খচিত চাঁদর।^{৪০৫৮}

সহীহ।

৪০৫৯। আবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ছেলেদের শরীর থেকে রেশমী জামা খুলে ফেলতাম এবং মেয়েদের গায়ে থাকতে দিতাম। মিস‘আর (র) বলেন, এ বিষয়ে আমি ‘আমর ইবনু দীনারকে প্রশ্ন করলে তিনি কিছু বলতে পারেননি।^{৪০৫৯}

সহীহ।

৪০৬০। ক্বাতাদাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিক (রা)-কে প্রশ্ন করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কোন জামা সবচেয়ে পছন্দনীয় ছিল বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল? তিনি বলেন, কারুকার্য খচিত ইয়ামানী চাঁদর।^{৪০৬০}

সহীহ।

১৪ - باب في لبس الحبرة

অনুচ্ছেদ- ১৪ : কারুকার্য খচিত ইয়ামানী চাঁদর পরা

৪০৬১। আবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ছেলেদের শরীর থেকে রেশমী জামা খুলে ফেলতাম এবং মেয়েদের গায়ে থাকতে দিতাম। মিস‘আর (র) বলেন, এ বিষয়ে আমি ‘আমর ইবনু দীনারকে প্রশ্ন করলে তিনি কিছু বলতে পারেননি।^{৪০৬১}

সহীহ।

৪০৬২। ক্বাতাদাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিক (রা)-কে প্রশ্ন করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কোন জামা সবচেয়ে পছন্দনীয় ছিল বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল? তিনি বলেন, কারুকার্য খচিত ইয়ামানী চাঁদর।^{৪০৬২}

সহীহ।

^{৪০৫৭} নাসায়ী, ইবনু মাজাহ।

^{৪০৫৮} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন সহীহ সানাদে।

^{৪০৫৯} বুখারী, মুসলিম।

^{৪০৬০} বুখারী, মুসলিম।

১০ - باب في البياض

অনুচ্ছেদ- ১৫ : সাদা কাপড় পরিধান

৪০৬১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اَلْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا خَيْرٌ ثِيَابِكُمْ وَكَفَفُوا فِيهَا مَوَاقِمَكُمْ وَإِنْ خَيْرٌ أَكْحَالِكُمْ إِلَّا نَمِدَ يَحُلُو الْبَصَرَ وَيَنْبِتُ الشَّعْرَ " .
 صحيح.

৪০৬১। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা সাদা পোশাক পরো, কেননা তা তোমাদের সর্বোত্তম পোশাক। আর তোমাদের মৃতদেরকেও সাদা কাপড়ে কাফন দাও। আর তোমাদের উত্তম সুরমা হলো 'ইসমিদ' নামক সুরমা। কেননা তা দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে এবং চোখের পাপড়িতে চুল গজায়।^{৪০৬১}

সহীহ।

১১ - باب في غسل الثوب وفي الخلقان

অনুচ্ছেদ- ১৬ : ময়লা কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার করা

৪০৬২ - حَدَّثَنَا الثُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مَسْكِينٌ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، نَحْوَهُ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَأَى رَجُلًا شَعْنًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ فَقَالَ " أَمَا كَانَ يَحِدُّ هَذَا مَا يُسْكُنُ بِهِ شَعْرُهُ " . وَرَأَى رَجُلًا آخَرَ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ " أَمَا كَانَ هَذَا يَحِدُّ مَاءً يُغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ " .
 صحيح.

৪০৬২। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের এখানে এসে এক বিক্ষিপ্ত চুলওয়ালাকে দেখে বললেন : লোকটি কি তার চুলগুলো আচড়ানোর জন্য কিছু পায় না? তিনি ময়লা কাপড় পরিহিত অপরাধী ব্যক্তিকে দেখে বলেন : লোকটি কি তার কাপড় ধোয়ার জন্য কিছু পায় না?^{৪০৬২}

সহীহ।

৪০৬৩ - حَدَّثَنَا الثُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي ثَوْبٍ دُونَ فَقَالَ " أَلَيْكَ مَالٌ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " مِنْ أَيِّ الْمَالِ " . قَالَ قَدْ أَتَانِي اللَّهُ مِنَ الْإِبِلِ وَالنَّعَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ . قَالَ " فَإِذَا أَتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيَرُ أَنْزِلْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكِرَامَتِهِ " .
 صحيح.

৪০৬৩। আবুল আহুওয়াস (রা) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি কম মূল্যের পোশাক পরে নাবী ﷺ-এর নিকট আসলে তিনি বললেন : তোমার ধন-সম্পদ আছে কি? তিনি বললেন,

^{৪০৬১} এটি গত হয়েছে হা/৩৮৫৮।

^{৪০৬২} নাসায়ী, আহমাদ।

হাঁ। তিনি প্রশ্ন করলেন : কোন ধরনের সম্পদ? তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে উট, ছাগল, ঘোড়া ও দাস ইত্যাদি সম্পদ দিয়েছেন। তিনি ﷺ বলেন : যেহেতু আল্লাহ তোমাকে সম্পদশালী করেছেন, কাজেই আল্লাহ ক্ষেম্যামত ও অনুগ্রহের নিদর্শন তোমার মাঝে প্রকাশিত হওয়া উচিত।^{৪০৬৩}

সহীহ।

১৫ - باب في المصبوغ بالصفرة

অনুচ্ছেদ-১৭ : হলুদ রং দ্বারা রঞ্জিত করা

৪০৬৪ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ زَيْدٍ، - يَعْنِي ابْنَ أَسْلَمَ - أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَصْبُغُ لِحْيَتَهُ بِالصُّفْرَةِ حَتَّى تَمْتَلِيْ تَيَابَهُ مِنَ الصُّفْرَةِ فَقِيلَ لَهُ لِمَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْبُغُ بِهَا وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا وَقَدْ كَانَ يَصْبُغُ بِهَا تَيَابَهُ كُلَّهَا حَتَّى عِمَامَتُهُ .
صحيح.

৪০৬৪। যারিদি ইবনু আসলাম (র) সূত্রে বর্ণিত। ইবনু উমার (রা) তাঁর দাড়িতে পীত রঙের খেয়াব লাগাতেন। এতে তাঁর কাপড়েও ঐ রং লেগে যেতো। তাকে প্রশ্ন করা হলো, আপনি পীত রং ব্যবহার করেন কেন? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ রং ব্যবহার করতে দেখেছি এবং তাঁর নিকট এর চাইতে শ্রিয় অন্য কোন রং ছিলো না। তিনি দাড়িতে রং লাগানোর সময় তাঁর কাপড়ে, এমনকি তাঁর পাগড়িতে এ রং লেগে যেতো।^{৪০৬৪}

সহীহ।

১৮ - باب في الخضرة

অনুচ্ছেদ-১৮ : সবুজ রং সম্পর্কে

৪০৬৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ إِيَادٍ - حَدَّثَنَا إِيَادٌ، عَنْ أَبِي رَمَةَ، قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نُحْوِ النَّبِيِّ ﷺ فَرَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدَيْنِ أَحْضَرَيْنِ .
صحيح.

৪০৬৫। আবু রিমসাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আমার পিতার সাথে নাবী ﷺ এর নিকট গেলাম। তখন আমি তাঁর পরিধানে দু'টি সবুজ রঙের চাঁদর দেখেছি।^{৪০৬৫}

সহীহ।

১৯ - باب في الخمرة

অনুচ্ছেদ-১৯ : মাল রং ব্যবহার করা

৪০৬৬ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَزَّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ ثَنِيَّةٍ فَانْفَقَتْ إِلَيَّ وَعَلَى رِيطَةٍ مُضْرَجَةٍ بِالْعَصْفَرِ فَقَالَ " مَا هَذِهِ الرِّيطَةُ عَلَيْكَ " . فَعَرَفْتُ

^{৪০৬৩} নাসায়ী।

^{৪০৬৪} নাসায়ী, আহমাদ।

^{৪০৬৫} তিরমিযী, নাসায়ী, আহমাদ।

مَا كَرِهَ فَأَتَيْتُ أَهْلِي وَهُمْ يَسْتَحِرُّونَ تَوْرًا لَهُمْ فَقَذَفْتُهَا فِيهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ " يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا فَعَلْتَ الرَّيْطَةُ " .
فَاخْبَرْتُهُ فَقَالَ " أَلَا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِلنِّسَاءِ " .
حسن.

৪০৬৬। 'আমর ইবনু শু'আইব (র) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ সঙ্গে একটি ঠিলা হতে নামছিলাম। তিনি আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন, তখন আমার পরিধানে ঈশৎ লালের সাথে পীত বর্ণের একটি চাদর ছিল। তিনি বললেন : তোমার গায়ে এ চাদর কেন? আমি তাঁর অসন্তুষ্টি বুঝতে পারলাম এবং বাড়াতে এসে দেখলাম, পরিবারের লোকজন চুলায় রান্না করছে। আমি চাদরটা আগুনে ফেলে দিলাম। অতঃপর আমি সকালে তাঁর নিকট আসতেই তিনি প্রশ্ন করলেন : হে আল্লাহর বান্দা! তোমার ঐ চাদরটি কি করেছে? আমি তাকে বিষয়টি অবহিত করলাম। তিনি বললেন, তুমি বরং সেটা তোমার পরিবারের কোন নারীকে ব্যবহার করতে দিতে। কেননা নারীদের জন্য এতে কোন অসুবিধা নেই।^{৪০৬৬}

হাসান।

৪০৬৭ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِنَظِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ قَالَ هِشَامٌ - يَعْنِي ابْنَ الْغَارِ - الْمَضْرُجَةُ الَّتِي لَيْسَتْ بِمُشَبَّعَةٍ وَلَا الْمُرْدَّةُ .
صَحِيحٌ مَقْطُوعٌ.

৪০৬৭। হিশাম ইবনুল গায় (র) বলেন, পূর্বের হাদীসে মূজাযে এমল রং বুঝানো হয়েছে যা পাচ লাল নয় এবং ফিকে লালও নয়।^{৪০৬৭}

সহীহ মাক্বুত'।

৪০৬৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدَّمَشَقِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشَ، عَنْ شَرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ شَفْعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْوَلَوِيُّ أَرَاهُ - وَعَلَى نَوْبٍ مَصْبُوعٍ بَعْضُفَرٍ مُرْدٍ فَقَالَ " مَا هَذَا " . فَاَنْطَلَقْتُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " مَا صَنَعْتَ بِتَوْبِكَ " . فَقُلْتُ أَخْبَرْتُهُ . قَالَ " أَفَلَا كَسَوْتَهُ بَعْضَ أَهْلِكَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ تَوْرٌ عَنْ خَالِدٍ فَقَالَ مُرْدٌ وَطَاوُسٌ قَالَ مُعَصْفَرٌ .
ضعيف.

৪০৬৮। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার দিকে তাকালেন। (আবু 'আলী বলেন, আমার ধারণা তিনি বলেছেন) এ সময় আমার গায়ে ছিল হলদে গোলাপী রং মিশানো একটি জামা। তিনি বললেন : এরূপ কাপড় পরেছ কেন? অতঃপর আমি চলে আসলাম এবং তা পুড়ে ফেললাম। পরে নাবী ﷺ বললেন, তোমার কাপড়টি কি করেছে? আমি বললাম, জ্বালিয়ে দিয়েছি। তিনি বললেন : তোমার পরিবারের কোন নারীকে তা ব্যবহার করতে দিলেও তো পারতে।^{৪০৬৮}

দুর্বল।

৪০৬৬ ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৪০৬৭ বর্ণনাটি সহীহ মাক্বুত'।

৪০৬৮ এটি আবু দাউদ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এর সানাদের গুরাহবীল ইবনু মুসলিম সম্পর্কে হাফিয বলেন : মাক্বুল।

৪০৬৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، - يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ - حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ .
ضعيف

৪০৬৯। আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি দু'টি লাল কাপড় পরে নাবী ﷺ-এর পাশ দিয়ে অতিক্রমের সময় তাকে সালাম দিলো। কিন্তু নাবী ﷺ তার সালামের জবাব দেননি।^{৪০৬৯}

দুর্বল।

৪০৭০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ، - يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي حَارِثَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْنَا رَوَاحِلَنَا وَعَلَى إِبِلِنَا أَكْسِيَةً فِيهَا خِيوطٌ عَنْهُمْ حُمْرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَلَا أَرَى هَذِهِ الْحُمْرَةَ قَدْ عَلَتْكُمْ " . فَقُمْنَا سِرَاعًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى نَقْرَ بَعْضُ إِبِلِنَا فَأَخَذْنَا الْأَكْسِيَةَ فَتَرَعْنَاهَا عَنْهَا .
ضعيف الأسناد.

৪০৭০। রাফি ইবনু খাদীজ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে সফরে বের হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের হাওদাগুলোতে ও উটের পিঠে তুলার লাল সূতার ডেরায়ুক্ত চাঁদরগুলো দেখে বললেন : আমি দেখছি যে, লাল রং তোমাদের কাবু করে ফেলেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ একথায় আমরা লাল কাপড় সরানোর জন্য এতো দ্রুত ছুটলাম যে, কতগুলো উট ভয় পেয়ে পালাতে লাগলো। আমরা চাঁদরগুলো খুলে ফেললাম।^{৪০৭০}

সানাদ দুর্বল।

৪০৭১ - حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنِي أَبِي، - قَالَ ابْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ وَقَرَأْتُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ - قَالَ حَدَّثَنِي ضَمْضَمٌ - يَعْنِي ابْنَ زُرْعَةَ - عَنْ شَرِيحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُثَيْدٍ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ الْأُبَيْحِ السَّلْجِيِّ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَتْ كُنْتُ يَوْمًا عِنْدَ زَيْتَبِ امْرَأَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَتَحْنُ نَصْغَ ثِيَابِهَا لَهَا بِمَغْفَرَةٍ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَى الْمَغْفَرَةَ رَجَعَ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْتَبُ عَلِمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَرِهَ مَا فَعَلَتْ فَأَخَذَتْ فَغَسَلَتْ ثِيَابَهَا وَوَارَتْ كُلَّ حُمْرَةٍ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجَعَ فَاطْلَعَ فَلَمَّا لَمْ يَرَ شَيْئًا دَخَلَ .
ضعيف الأسناد.

৪০৭১। হুরাইস ইবনুল আবাজ্জ আস-সালীহী (র) সূত্রে বর্ণিত। বনী আসাদের এক মহিলা বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ স্ত্রী যাইনাব (রা) এর কাছে ছিলাম। আমরা তার কাপড়ে লাল গেরুয়া রং লাগাচ্ছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে আসলেন এবং এ গেরুয়া রং দেখে চলে গেলেন। যাইনাব (রা) তখন বুঝতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাজে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। সুতরাং তিনি কাপড় ধুয়ে সবটুকু লাল রং উঠিয়ে ফেলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে এসে তা দেখতে না পেয়ে ঘরে প্রবেশ করেন।^{৪০৭১}

সানাদ দুর্বল।

^{৪০৬৯} তিরমিযী, ইমাম তিরমিযী বলেন : এই সূত্রে হাদীসটি হাসান গরীব। সানাদে আবু ইয়াহইয়া সম্পর্কে হাফিয আত-তাকুরী বর্ণনা করেন : হাদীস বর্ণনায় শিথিল। ইবনু হিব্বান বলেন : তার সন্দেহ প্রচুর।

^{৪০৭০} আহমাদ। এর সানাদে নাম উল্লেখহীন জটিল ব্যক্তি রয়েছে।

^{৪০৭১} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সানাদের হুরাইস ইবনু আবাহ সম্পর্কে হাফিয বলেন : মাজহুল।

২০ - باب في الرخصة في ذلك

অনুচ্ছেদ- ২০ : লাল রং ব্যবহারের অনুমতি

৪০৭২ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الثَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَشْرَبْ يَلُغْ شَحْمَةً أَدْنَاهُ وَرَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حُمْرَاءَ لَمْ أَرْ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ .

صحیح.

৪০৭২। আল-বারাআ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহর ﷺ চুল কানের লতি পর্যন্ত লম্বা ছিল। আর আমি তাঁকে লাল রং-এর চাদর পরিহিত দেখেছি। ইতোপূর্বে তাঁর চেয়ে চমৎকার কিছু দেখিনি।^{৪০৭২}

সহীহ।

৪০৭৩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْنَى بِخُطْبَةٍ عَلَى بَغْلَةٍ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَحْمَرٌ وَعَلِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَمَامَهُ يُعِيرُّ عَنْهُ .

صحیح.

৪০৭৩। হিলাল ইবনু 'আমির (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ-কে 'মিনা' উপত্যকায় লাল রং এর চাদর পরে একটি খচ্চরের পিঠে আরোহিত অবস্থায় ভাষণ দিতে দেখেছি। 'আলী (রা) তাঁর সামনে থেকে তাঁর ভাষণ উচ্চস্বরে পুনরাবৃত্তি করছিলেন।^{৪০৭৩}

সহীহ।

২১ - باب في السواد

অনুচ্ছেদ- ২১ : কালো রং ব্যবহার করা

৪০৭৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَائِشَةَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ صَنَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بُرْدَةً سَوْدَاءَ فَلَبِسَهَا فَلَمَّا عَرَّقَ فِيهَا وَجَدَ رِيحَ الصُّوفِ فَقَذَفَهَا . قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَكَانَ تُغْعِبُهُ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ .

صحیح.

৪০৭৪। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ জন্য একটা কালো চাদর রং করে দিলাম। তিনি তা পরিধান করলেন। তিনি ঘামের কারণে পশমের দুর্গন্ধ পেয়ে তা খুলে ফেললেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা (উর্ধতন বর্ণনাকারী) বলেছেন, সুগন্ধি তাঁর খুবই প্রিয় ছিল।^{৪০৭৪}

সহীহ।

^{৪০৭২} বুখারী, মুসলিম।

^{৪০৭৩} এটি গত হয়েছে হা/১৯৫৬।

^{৪০৭৪} আহমাদ, হাকিম। ইমাম হাকিম বলেন : বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন।

২২ - باب في الھذب

অনুচ্ছেদ- ২২ : কাপড়ের ঝালর সম্পর্কে

৪০৭০ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرَشِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ أَبِي خَدَّاشٍ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهَخِيمِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمٍ - قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُحْتَبٍ بِشَمْلَةٍ وَقَدْ وَقَعَ هُدْبُهَا عَلَى قَدَمَيْهِ .
ضعيف.

৪০৭৫। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নাবী ﷺ-এর নিকট এসে দেখলাম, তিনি চাঁদর জড়িয়ে আছেন, চাঁদরের ঝালর তাঁর দু' পায়ের উপর ঝুলছে।^{৪০৭৫}
দূর্বল।

২৩ - باب في العمام

অনুচ্ছেদ- ২৩ : পাগড়ি সম্পর্কে

৪০৭৬ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ .
صحيح.

৪০৭৬। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ মাক্কাহ বিজয়ের সময় কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় মাক্কাহয় প্রবেশ করেন।^{৪০৭৬}
সহীহ।

৪০৭৭ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُسَارِيرِ الْوَرَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ فَذَارَخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ .
صحيح.

৪০৭৭। 'আমর ইবনু হুরাইস (রা) বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় মিন্বারে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে দেখেছি, তাঁর পাগড়ির দু' পাশ তাঁর কাঁধের উপর ঝুলছিল।^{৪০৭৭}
সহীহ।

৪০৭৮ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَسْقَلَانِيُّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ رُكَائَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رُكَائَةَ، صَارَعَ النَّبِيَّ ﷺ فَصَرَغَهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ رُكَائَةُ وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " فَرَّقْ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعِمَامَةُ عَلَى الْقَلَانِسِ " .
ضعيف.

৪০৭৮। আবু জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী ইবনু রুকানাহ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। এই রুকানাহ নাবী ﷺ সাথে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং নাবী ﷺ তাকে মল্লযুদ্ধে ভূপাতিত করেন।

^{৪০৭৫} আহমাদ, বায়হাকী।

^{৪০৭৬} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, নাসায়ী, আহমাদ।

^{৪০৭৭} মুসলিম, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ।

রুকনাহ (রা) বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আমাদের ও মুশরিকদের মাঝে পার্থক্য হলো, টুপির উপর পাগড়ি পরিধান করা।^{৪০৭৮}

দূর্বল।

৪০৭৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَطْفَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبُودَ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، يَقُولُ عَمَّنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَدَلَهَا بَيْنَ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي .
ضعيف.

৪০৭৯। আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে পাগড়ি পরিয়েছেন এবং তার প্রান্তভাগ আমার সামনে ও পিছনে বুলিয়ে দিয়েছেন।^{৪০৭৯}

দূর্বল।

২৪ - باب في لبسة الصماء

অনুচ্ছেদ-২৪ : আঁটসাঁট কাপড় পরা নিষেধ

৪০৮০ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ مَفْضِيًا بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَيَلْبَسَ ثَوْبَهُ وَأَحَدُ جَانِبَيْهِ خَارِجٌ وَيُلْقِي ثَوْبَهُ عَلَى عَاتِقِهِ .
صحيح الأسناد.

৪০৮০। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুইভাবে কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। মানুষের এমনভাবে লেপ্টে পোশাক পরা যে, লজ্জাস্থান আকাশের দিকে উন্মুক্ত হয়ে থাকে, (২) কাপড় এভাবে পরা যে, শরীরের একদিক বের হয়ে থাকে, আর অবশিষ্ট কাপড় কাঁধে ফেলে রাখা হয়।^{৪০৮০}

সানাৎ সহীহ।

৪০৮১ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّمَاءِ وَعَنِ الْإِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ .
صحيح.

৪০৮১। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই হাত ভিতরে রেখে আঁটসাঁট কাপড় পরতে এবং এক কাপড়ে জড়সড় হয়ে দুই হাতে হাঁটু জড়িয়ে বসতে নিষেধ করেছেন।^{৪০৮১}

সহীহ।

^{৪০৭৮} তিরমিযী, হাকিম। ইমাম তিরমিযী বলেন : 'এই হাদীসটি হাসান গরীব, এর সানাৎ প্রতিষ্ঠিত নয়, আমরা সানাদের আবুল হাসান আসকালানী এবং তার ছেলে রুকনাহকে চিনি না।' হাকিম ও যাহাবী নীরব থেকেছেন।

^{৪০৭৯} তিরমিযী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এ সূত্রে হাদীসটি হাসান সহীহ গরীব।

^{৪০৮০} তিরমিযী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এ সূত্রে হাদীসটি হাসান সহীহ গরীব।

^{৪০৮১} মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি সহীহ।

২০ - باب في حل الأزرار

অনুচ্ছেদ-২৫ : বোতাম খোলা রাখা বৈধ

৪০৮২ - حَدَّثَنَا الثُّفَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، - قَالَ ابْنُ ثَيْلٍ ابْنُ قُسَيْرٍ أَبُو مَهْلٍ الْحُفَيْفِيُّ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَبَايَعْتَاهُ وَإِنْ قَمِيصُهُ لَمُطْلَقُ الْأَزْرَارِ - قَالَ - فَبَايَعْتُهُ ثُمَّ أَذْخَلْتُ يَدِي فِي حَبِيبِ قَمِيصِهِ فَمَسَسْتُ الْخَاتَمَ . قَالَ عُرْوَةُ فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ وَلَا ابْنَ قُطَيْبٍ إِلَّا مُطْلِقِي أَزْرَارِهِمَا فِي شَتَاءٍ وَلَا حَرٍّ وَلَا يَزُرَّرَانِ أَزْرَارَهُمَا أَبَدًا .
صحیح.

৪০৮২। মু'আবিয়াহ ইবনু কুররাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা বলেন, আমি মুয়াইনাহ গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে বাই'আত করতে যাই। আমরা তাঁর নিকট বাই'আত নিলাম। এ সময় তাঁর জামার বোতাম খোলা ছিল। আমি আমার হাত তাঁর জামার বুকের ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে মোহরে নবুওয়াত স্পর্শ করলাম। উরওয়াহ (র) বলেন, এরপর থেকে মু'আবিয়াহ ও তার ছেলেকে সর্বদা তাদের জামার বোতাম খুলে রাখতে দেখেছি। চাই তা শীতকাল হোক বা গরমকাল, তারা কখনো বোতাম লাগাতেন না।^{৪০৮২}

সহীহ।

২১ - باب في التَّقَنُّعِ

অনুচ্ছেদ-২৬ : চাঁদর মুড়ি দিয়ে মাথা ঢেকে রাখা সম্পর্কে

৪০৮৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سَفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَتَنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي بَيْتِنَا فِي نَحْرِ الظُّهَيْرَةِ قَالَ قَائِلٌ لَأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُقْبِلًا مُتَقَنِّعًا فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ .
صحیح.

৪০৮৩। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ঠিক দুপুরের প্রথমভাগে আমরা সবাই আমাদের ঘরে বসা। তখন এক ব্যক্তি আবু বাকর (রা)-কে বললো, ওই তো রাসূলুল্লাহ ﷺ চাঁদর মুড়িয়ে এদিকে আসছেন। তিনি তো সাধারণত এ সময়ে আমাদের এখানে আসেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তাঁকে অনুমতি দেয়া হলে তিনি ভিতরে ঢুকলেন।^{৪০৮৩}

সহীহ।

২০ - باب ما جاء في إِبْسَالِ الإِزَارِ

অনুচ্ছেদ-২৭ : লুঙ্গি-পাজামা পায়ের টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরার পরিণতি

৪০৮৪ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي غِفَارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو تَمِيمَةَ الْهَجَمِيُّ، - وَأَبُو تَمِيمَةَ اسْمُهُ طَرِيفُ بْنُ مُحَالِدٍ - عَنْ أَبِي جَرَى، جَابِرِ بْنِ سَلِيمٍ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيِهِ، لَا يَقُولُ شَيْئًا إِلَّا صَدَرُوا عَنْهُ قُلْتُ مَنْ

^{৪০৮২} ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

^{৪০৮৩} বুখারী।

هَذَا قَالُوا هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . قُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ . قَالَ " لَا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلَامُ . فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ نَحْيَةُ الْمَيِّتِ قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكَ " . قَالَ قُلْتُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ " أَنَا رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضَرٌّْ فَدَعَوْتُهُ كَشَفَهُ عَنْكَ وَإِنْ أَصَابَكَ عَامٌ سَنَةِ فَدَعَوْتُهُ أَتَبَّهَتْ لَكَ وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ فَقَرَاءٌ أَوْ فَلَاةٌ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتُهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ " . قُلْتُ اعْهَدْ إِلَيَّ . قَالَ " لَا تَسْئَلُنِي أَحَدًا " . قَالَ فَمَا سَبَّيْتُ بَعْدَهُ حُرًّا وَلَا عَبْدًا وَلَا بَعِيرًا وَلَا شَاةً . قَالَ " وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ وَأَنْ تَكَلَّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُتَبَسِّطٌ إِلَيْهِ وَحُكُّكَ إِنْ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَارْفَعِ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ أَتَيْتَ فِائِي الْكَعْبَيْنِ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ وَإِنْ أَمْرٌ شَتَمَكَ وَعَبْرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا يَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّمَا وَبَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ " .

صحیح.

৪০৮৪। আবু জুরায়্যি জাবির ইবনু সুলাইম (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এমন এক ব্যক্তিকে দেখেছি, যার কথা সবাই মেনে চলে এবং যা কিছু বলেন সবাই তা পালন করে। আমি বললাম, ইনি কে? তারা বললো, ইনি হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। আমি দুইবার বললাম, ‘আলাইকাস সালাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন: ‘আলাইকাস সালাম বলো না, কেননা ‘আলাইকাস সালাম দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া হয়। বরং তুমি বলো, আসসালামু ‘আলাইকা। বর্ণনাকারী বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, আপনি কি আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন: আমি সেই আল্লাহর রাসূল, যাকে তুমি বিপদে পড়ে ডাকলে তিনি তোমার বিপদ দূর করেন; দুর্ভিক্ষের সময়ে তাঁকে ডাকলে তিনি তোমার জন্য খাদ্যশস্য উৎপাদন করেন; ঘাস-পানিহীন মরু প্রান্তরে তোমার সওয়ারী হারিয়ে গেলে তাঁকে ডাকলে তিনি তোমার নিকট তা ফিরিয়ে দেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে আমাকে উপদেশ প্রদানের অনুরোধ জানালাম। তিনি বললেন: তুমি কখনো কাউকে গালি দিবে না। বর্ণনাকারী বলেন, এর পরে আমি কখনো স্বাধীন, গোলাম, উট ও ছাগল কোন কিছুকেই গালি দেইনি। তিনি ﷺ বলেন: ভালো কাজে অবজ্ঞা প্রদর্শন করো না। তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে কথা বলাটা নিঃসন্দেহে ভালো কাজের অন্তর্ভুক্ত। তোমার কাপড় পায়ের নলার মাঝামাঝি পর্যন্ত উঠিয়ে রাখো, যদি এতে সম্ভ্রষ্ট না হও তবে টাখনু পর্যন্ত রাখো। টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরা হতে সাবধান; কারণ তা করা অহংকারের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ অহংকার পছন্দ করেন না। কেউ যদি তোমার মধ্যকার জানা কোন দোষ উল্লেখ করে তোমাকে মন্দ কথা বলে এবং লজ্জিত করে তবে তুমি কিন্তু তার জ্ঞাত দোষ উল্লেখ করে তাকে লজ্জা দিবে না। কেননা এর কৃতকর্মের প্রতিফল তাকে ভোগ করতেই হবে।^{৪০৮৪}

সহীহ।

৪০৮৫ - حَدَّثَنَا الثَّقَلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنْ أَحَدَ جَانِبَيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلَيَّ لِأَتَعَاهِدَ ذَلِكَ مِنْهُ . قَالَ " لَسْتُ مِنْ مَنْ يَفْعَلُهُ خِيَلَاءَ " .

صحیح.

৪০৮৫। সালিম ইবনু 'আবদুল্লাহ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি অহংকার বশতঃ পরিধেয় বস্ত্র মাটিতে হেঁচড়িয়ে চলে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না। একথা শুনে আবু বাকর (রা) বললেন, আমার লুঙ্গির একদিক মাঝেমধ্যে ঝুলে পড়ে। আমি তো সেদিকে সর্বদা সতর্ক হতে পারি না। তিনি বললেন : যারা অহংকারবশে এরূপ করে আপনি তো তাদের মত নন।^{৪০৮৫}

সহীহ।

৪০৮৬। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি লুঙ্গি ঝুলিয়ে সলাত আদায় করছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : যাও, উযু করে এসো। লোকটি গিয়ে উযু করে আসলে তিনি তাকে বললেন : যাও, উযু করে এসো। লোকটি গিয়ে উযু করে এলে তিনি তাকে আবার বললেন : যাও, উযু করে এসো। তখন এক লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তাকে কি জন্য উযুর আদেশ দিলেন, অতঃপর তিনি নীরব থাকলেন। তিনি বলেন : লোকটি লুঙ্গি ঝুলিয়ে সলাত আদায় করছিল। মহান আল্লাহ ঐ লোকের সলাত কবুল করেন না যে টাখনুর নীচে লুঙ্গি ঝুলিয়ে সলাত আদায় করে।^{৪০৮৬}

দুর্বল।

৪০৮৭। আবু যার (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তিন প্রকার লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি (রহমাতের নজরে) দেখবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না, আর তারা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এরা কারা? নিঃসন্দেহে এরা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি ﷺ একথাটা তিনবার বললেন, আর আমিও তাঁকে প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এরা কেমন লোক? এরা তো ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি বললেন : (১) যে ব্যক্তি টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে রাখে; (২) যে ব্যক্তি দান করে খোঁটা দেয় এবং (৩) যে ব্যক্তি মিথ্যা বা ধোঁকাপূর্ণ কসম করে পণ্য বিক্রি করে।^{৪০৮৭}

সহীহ।

^{৪০৮৫} বুখারী, আহমাদ।

^{৪০৮৬} এর সানাদ দুর্বল। এটি গত হয়েছে হা/৬৩৮।

^{৪০৮৭} মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৪০৮৮ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خُرَاشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا وَالْأَوَّلُ أَثَمُ قَالَ "الْمَثَانُ الَّذِي لَا يُعْطَى شَيْئًا إِلَّا مَثَهُ" .

صحیح.

৪০৮৮। আবু যার (রা) হতে নাবী ﷺ-এর সূত্রে উপরের হাদীস বর্ণিত। তাঁর প্রথম হাদীসটি পূর্ণাঙ্গ। বর্ণনাকারী বলেন, “আল-মানান” হলো, যে কাউকে কোন কিছু দান করলেই খোঁটা দেয়।^{৪০৮৮}

সহীহ।

৪০৮৯ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، - يَعْنِي عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَمْرٍو - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ بَشْرِ الثَّقَلِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، - وَكَانَ جَلِيسًا لِأَبِي الدَّرْدَاءِ - قَالَ كَانَ يَدْمَشُقُّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ وَكَانَ رَجُلًا مَتَوَحِّدًا قَلِمًا يُجَالِسُ النَّاسَ إِنَّمَا هُوَ صَلَاةٌ فَإِذَا فَرَغَ فَإِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَتَكْبِيرٌ حَتَّى يَأْتِيَ أَهْلَهُ فَمَرَّ بِنَا وَنَحْنُ عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً فَقَدِمَتْ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَجَلَسَ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي يَجْلِسُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ لَوْ رَأَيْنَا حِينَ التَّقِيْنَا نَحْنُ وَالْعَدُوُّ فَحَمَلُ فَلَانٍ فَطَعَنَ فَقَالَ خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الْغَلَامُ الْغَفَارِيُّ كَيْفَ تَرَى فِي قَوْلِهِ قَالَ مَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ بَطَلَ أَجْرُهُ فَسَمِعَ بِذَلِكَ آخَرٌ فَقَالَ مَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا فَتَنَازَعَا حَتَّى سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ "مُبْتَخَانَ اللَّهِ لَا بَأْسَ أَنْ يُوجَرَ وَيُحْمَدَ" .

فَرَأَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ سُرَّ بِذَلِكَ وَجَعَلَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَيْهِ وَيَقُولُ أَنْتَ سَمِعْتَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَقُولُ نَعَمْ . فَمَا زَالَ يُعِيدُ عَلَيْهِ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ لَيَرَكَنَّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ . قَالَ فَمَرَّ بِنَا يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "الْمُتَّقُ عَلَى الْخَيْلِ كَالْبَاسِطِ يَدُهُ بِالْصَّدَقَةِ لَا يَقْبِضُهَا" . ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ . قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "نَعَمْ الرَّجُلُ خَرِيْمٌ الْأَسَدِيُّ لَوْ لَا طَوْلُ جُمْتِهِ وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ" . فَبَلَغَ ذَلِكَ خَرِيْمًا فَعَجَلَ فَأَخَذَ شَفْرَةً فَقَطَعَ بِهَا جُمْتَهُ إِلَى أذُنَيْهِ وَرَفَعَ إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ . ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ فَأَصْلَحُوا رَحَالَكُمْ وَأَصْلَحُوا لِبَاسَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ" . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَتَّى تَكُونُوا كَالشَّامَةِ فِي النَّاسِ .

ضعیف.

৪০৮৯। ক্বায়িস ইবনু বিশর আত-তাগলিবী (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেন, তিনি আবু দারদান (রা) সঙ্গী ছিলেন। তিনি বলেন, সে সময় দামিশকে ইবনুল ‘হানযালিয়া’ (রা) নামে নাবী ﷺ-এর এক সাহাবী বাস করতেন, যিনি নিঃসঙ্গ থাকতেন, লোকজনের সাথে খুব কম মিশতেন। তিনি অধিকাংশ সময় সলাতে মশগুল থাকতেন, সলাত শেষ হলে তাসুবীহ-তাহলীলে মশগুল হতেন, এরপর বাড়ি ফিরে যেতেন। তিনি বলেন, একদা আমরা আবু দারদার (রা) নিকট বসা, তখন তিনি আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবু দারদা (রা) তাকে বললেন, আপনি এমন একটি কথা শুনান যা আমাদের উপকারে আসবে, অথচ আপনার ক্ষতি হবে না। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন অভিযানে একটি বাহিনী পাঠালেন। বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে হতে ফেরার পর তাদের এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহর ﷺ স্থানে বসে পড়লো এবং তার পাশের এক ব্যক্তিকে বললো, যদি তুমি দেখতে, আমরা যখন

^{৪০৮৮} মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, আহমাদ।

শত্রুবাহিনীর মুখোমুখি হই, তখন অমুক কোন শত্রুর উপর বর্শা নিক্ষেপ করলো, আর শত্রুকে বললো, এবার সামাল দাও দেখি এই বর্শাটা, আমি তো গিফার বংশের ছেলে। সে বললো, আমার মতে তার নেকী বিনষ্ট হয়েছে। আরেকজন তার এ মন্তব্য শুনে বললো, আমার মতে তার কোন দোষ হবে না। অতঃপর তারা এ নিয়ে কথা ঝগড়ায় লিপ্ত হলো। এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ একথা শুনে পেয়ে বললেন : আল্লাহ পবিত্র, সওয়াব পাওয়াতে এবং প্রশংসিত হওয়াতে কোন দোষ নেই। আমি আবু দারদা (রা)-কে খুশী হতে দেখলাম। তিনি তার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, আপনি এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি বারবার একথা বলতে লাগলেন। অবশেষে আমি বললাম, তিনি হয়ত তার হাঁটুঘষে চেপে বসবেন। তিনি বলেন, আরেকদিন তিনি আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন আবু দারদা (রা) তাকে অনুরোধ করলেন, আপনি এমন কিছু বলুন যা আমাদের উপকারে আসে; কিন্তু আপনার কোন ক্ষতি হবে না। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বলেন : ঘোড়ার জন্য খরচকারী খোলা হাতে সদাকাহকারীর মত যে দান করা হতে বিরত হয় না। অতঃপর আরেক দিন তিনি আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবু দারদা (রা) তাকে বললেন, আপনি এমন একটি কথা বলুন, যা আমাদের উপকারে আসে; কিন্তু আপনার ক্ষতি হবে না। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বলেছেন : খুরাইম আল-আসাদী অত্যন্ত ভালো মানুষ, তবে তার চুলের গোছা যদি লম্বা না হতো এবং টাখনুর নীচে লুঙ্গি ঝুলিয়ে না পরতো। তাঁর এ মন্তব্য শুনে খুরাইম (রা) সাথে সাথে একটি বড়ো ছুড়ি নিয়ে বাবরি চুল কেটে তা কানের লতি পর্যন্ত রাখেন, আর পায়ের টাখনুর অর্ধেক পর্যন্ত পরিধেয় বস্ত্র উঠিয়ে পরতে শুরু করেন। অতঃপর আরেকদিন তিনি আমাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আবু দারদা (রা) তাকে অনুরোধ জানালেন, আপনি আমাদের এমন একটি কথা বলুন, যা আমাদের উপকারে আসে; কিন্তু আপনার ক্ষতি হবে না। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : (যেহেতু) তোমরা তোমাদের ভাইদের নিকট যাচ্ছে, কাজেই তোমাদের বাহনগুলো ঠিকঠাক করে নাও এবং পোশাক পরিপাটি করো, তোমরা যেন সমাজের কেন্দ্রবিন্দু। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ কদর্য ও অশ্লীলতা পছন্দ করেন না। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, আবু নু'আইম হিশাম সূত্রে এরূপ বর্ণনাই করেছেন : “তোমরা এমন পরিপাটি হও, যেন তোমরা লোকসমাজে তিলক চিহ্ন”।^{৪০৮৯}

দুর্বল।

২৮ - باب مَا جَاءَ فِي الْكِبَرِ

অনুচ্ছেদ - ২৮ : অহংকার সম্পর্কে

৪০৯ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا هَنَادٌ، - يَعْنِي ابْنَ السَّرِيِّ - عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ، - الْمَعْتَنِي - عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ مُوسَى عَنْ سَلْمَانَ الْأَعْرِيِّ، - وَقَالَ هَنَادٌ عَنْ الْأَعْرِيِّ أَبِي مُسْلِمٍ، - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - قَالَ هَنَادٌ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا فَذَفَعْتُهُ فِي النَّارِ " .
صحيح.

^{৪০৮৯} আহমাদ, হাকিম। হাকিম বলেন : সানাদ সহীহ। যাহাবী তার সাথে একমত হয়েছেন। কিন্তু সানাদের ক্বাইস ইবনু বিশর তার পিতার সূত্রে জাহালাতের কারণে আলবানী একে দুর্বল বলেছেন।

৪০৯০। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মহান আল্লাহ বলেন, অহংকার হলো আমার চাঁদর এবং মহত্ত্ব হলো আমার লুজি। যে কেউ এর কোন একটি নিয়ে আমার সাথে ঝগড়া করবে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।^{৪০৯০}

সহীহ।

৪০৯১। আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ইমান থাকবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।^{৪০৯১}

সহীহ।

৪০৯২। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর নিকট এলো। লোকটি ছিল খুবই সুন্দর। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সৌন্দর্যকে ভালোবাসি। আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন, আমাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়েছে। এদিক দিয়ে কেউ আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করুক তা আমি চাই না, এমনকি কেউ যদি বলে, আমার জুতার কিতার চাইতে তার কিতাটা ভালো, সেটাও গহ্বদ করি না। এরূপ করা কি অহংকার? তিনি ﷺ বললেন : না, বরং অহংকার হলো সত্যকে অবজ্ঞা করা এবং মানুষকে তুচ্ছ মনে করে।^{৪০৯২}

সহীহ।

২৭ - باب في فنر موضع الإزار

অনুচ্ছেদ- ২৯ : লুজি-পাজামার নিচ দিকের সীমা

৪০৯৩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْعُدْرِيَّ عَنِ الْإِزَارِ، فَقَالَ عَلَى الْغَبِيرِ سَقَطَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلَا حَرَجَ - أَوْ لَا حَتَّاحَ - فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي الثَّارِ مَنْ جَرَّ إِزْرَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ " .
صحیح.

৪০৯০ মুসলিম।

৪০৯১ মুসলিম, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ।

৪০৯২ বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ।

৪০৯৩। আল-আলা ইবনু আবদুর রহমান (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-কে লুজি পরিধানের স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তুমি এ বিষয়ে সম্যক অবগত লোকের কাছেই এসেছো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুসলিমের পরিধেয় লুজি-পাজামা নলার মধ্যভাগ পর্যন্ত থাকবে, তবে টাখনুদ্বয় পর্যন্ত রাখলেও কোন গুনাহ হবে না। কিন্তু টাখনুদ্বয়ের নীচে গেলে তা জাহান্নামের আগুনে যাবে। যে অহংকারবশে নিজের লুজি হেঁচড়িয়ে চলে, আল্লাহ তার প্রতি ক্রক্কেপ করবেন না।^{৪০৯৩}

সহীহ।

৪০৯৪ - حَدَّثَنَا هُثَّاءُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْحَقْفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَادٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "الِإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خِيَلًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" .
صحیح.

৪০৯৪। সালিম ইবনু আবদুল্লাহ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : লুজি, জামা ও পাগড়ি হেঁচড়ানো। যে ব্যক্তি অহংকারবশে এর কোনটি হেঁচড়িয়ে চলে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না।^{৪০৯৪}

সহীহ।

৪০৯৫ - حَدَّثَنَا هُثَّاءُ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَبِي الصَّاحِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُمَيْةٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْإِزَارِ فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ .
صحیح.

৪০৯৫। ইয়াযীদ ইবনু আবু সুমাইয়্যাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু 'উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ লুজি সম্পর্কে যা বলেছেন, জামা সম্পর্কেও তাই বলেছেন।^{৪০৯৫}

সহীহ।

৪০৯৬ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنِي عِكْرَمَةُ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْتُرُ فِصْحَ خَاشِيَةِ إِزَارِهِ مِنْ مُقَدِّمِهِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ وَيَرْفَعُ مِنْ مُؤَخَّرِهِ . قُلْتُ لِمَ تَأْتُرُ هَذِهِ الْإِزْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْتُرُهَا .
صحیح.

৪০৯৬। মুহাম্মাদ ইবনু আবু ইয়াহুয়া (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'ইকরিমাহ (র) আমার নিকট বর্ণনা করেন, তিনি ইবনু আব্বাস (রা)-কে লুজি পরিধান করতে দেখেছেন। তিনি লুজির কিনারা সামনের দিকে পায়ের পিঠে ছেড়ে দিয়েছেন এবং পিছনের পাড় কিছুটা উপরে উঠিয়েছেন। আমি তাকে বললাম, আপনি এভাবে লুজি পরেছেন কেন? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এভাবে লুজি পরিধান করতে দেখেছি।^{৪০৯৬}

সহীহ।

^{৪০৯৩} ইবনু মাজাহ, মালিক, আহমাদ।

^{৪০৯৪} নাসায়ী, ইবনু মাজাহ।

^{৪০৯৫} আহমাদ। আহমাদ শাকির একে সহীহ বলেছেন।

^{৪০৯৬} নাসায়ী।

৩০ - باب لباس النساء

অনুচ্ছেদ- ৩০ : নারীদের পোশাক

১০৭৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ .

صحیح

৪০৯৭। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ অভিশাপ দিয়েছেন যেসব নারী পুরুষের বেশ ধারণ করে এবং যেসব পুরুষ নারীদের বেশ ধারণ করে।^{৪০৯৭}

সহীহ।

১১৭৯ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ .

صحیح

৪০৯৮। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিশম্পাত করেছেন ঐসব পুরুষকে যারা নারীর অনুরূপ পোশাক পরে এবং ঐসব নারীকে যে পুরুষের অনুরূপ পোশাক পরিধান করে।^{৪০৯৮}

সহীহ।

১১৭৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، لُؤَيٌّ - وَبَعْضُهُ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ - عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ قِيلَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِنَّ أَمْرَأَةً تَلْبَسُ الثَّغْلَ . فَقَالَتْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ .

صحیح

৪০৯৯। ইবনু আবু রুলাইকাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা 'আয়িশাহ (রা)-কে বলা হলো, এক মহিলা (পুরুষদের জুতার মত) জুতা ব্যবহার করে। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষবেশী নারীদের প্রতি অভিশম্পাত করেছেন।^{৪০৯৯}

সহীহ।

৩১ - باب في قوله تعالى { يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ }

অনুচ্ছেদ- ৩১ : আল্লাহর বাণী : “তারা যেন তাদের ওড়নার কিয়ৎদশ নিজেদের উপর টেনে দেয়”

(সূরাহ আল-আহযাব : ৫৯)

১১০০ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا ذَكَرَتْ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فَأَثْنَتْ عَلَيْهِنَّ وَقَالَتْ لَهُنَّ مَعْرُوفًا وَقَالَتْ لَمَّا تَزَلَّتْ سُورَةُ الثَّوْرِ عَمَدَنَ إِلَى حُجُورٍ - أَوْ حُجُورٍ شَكَّ أَبُو كَامِلٍ - فَشَقَّقْنَهُنَّ فَأَتَّخَذْنَهُ حُمْرًا .

ضعيف

^{৪০৯৭} বুখারী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।^{৪০৯৮} নাসায়ী, আহমাদ।^{৪০৯৯} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন সহীহ সানাদে।

৪১০০। ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি আনসার মহিলাদের আলোচনা প্রসঙ্গে তাদের প্রশংসা করেন এবং তাদের সম্পর্কে উত্তম মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, সূরাহ আন-নূর যখন অবতীর্ণ হয়, তখন তারা লুঙ্গি বা এ জাতীয় জামা ছিঁড়ে ওড়না বানিয়ে নেন।^{৪১০০}

দুর্বল।

৪১০১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُورٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ابْنِ خُنَيْمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ { يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَاسِهِنَّ } خَرَجَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ كَانَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغُرَبَانَ مِنَ الْأَكْسِيَةِ .
صحیح.

৪১০১। উম্মু সালামাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো : “হে নাবী! আপনার স্ত্রী-কন্যাদেরকে এবং অন্যান্য মু’মিনদের নারীদেরকে বলুন, তারা যেন নিজেদের চাঁদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়” (সূরাহ আল-আহযাব : ৫৯)। তখন থেকে আনসার মহিলারা তাদের মাথায় এমন চাঁদর জড়িয়ে বের হতেন, (চাঁদর কালো বর্ণের হওয়ায়) মনে হতো তাতে যেন কাক বসে আছে।^{৪১০১}

সহীহ।

৩২ - باب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ }

অনুচ্ছেদ- ৩২ : মহান আল্লাহর বাণী : “তারা যেন তাদের গলদেশ ও বক্ষদেশ মাথার ওড়না দিয়ে আবৃত করে” (সূরাহ আন-নূর : ৩১)

৪১০২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، وَابْنُ السَّرْحِ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالُوا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعْفَرِيُّ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ رَحِمَ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأَوَّلِ لَمَّا أُنْزِلَ اللَّهُ { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } شَقَقْنَ أَكْتَفَ - قَالَ ابْنُ صَالِحٍ أَكْتَفَ - مُرَوِّطِهِنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا .
صحیح.

৪১০২। ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্রাহ প্রথম সারির মুহাজির নারীদের প্রতি রহমাত বর্ষণ করুন। কেননা আব্রাহ যখন এ আয়াত অবতীর্ণ করেন : “তারা যেন তাদের গলদেশ ও বক্ষদেশ মাথার ওড়না দ্বারা আবৃত করে নেয়”- তখন তারা তাদের সেলাইবিহীন কাপড় ছিঁড়ে তদ্বারা ওড়না বানিয়ে নেন।^{৪১০২}

সহীহ।

৪১০৩ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، قَالَ رَأَيْتُ فِي كِتَابِ خَالِي عَنْ عَقِيلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ .

^{৪১০০} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এর সানাদে ইবরাহীম ইবনু মুহাজির রয়েছে। হাফিয বলেন : সত্যবাদী, তবে হাদীস বর্ণনায় শিথিল।

^{৪১০১} সুম্মতী একে বর্ণনা করেছেন দূররে মানসূর গ্রন্থে। এর সানাদ সহীহ।

^{৪১০২} বুখারী।

৪১০৩। ইবনুস সারহ (র) বলেন, আমি আমার মামার পাণ্ডুলিপিতে 'উক্বাইল হতে ইবনু শিহাব (র) সূত্রে ভিন্ন সানাদে অনুক্রম অর্থের হাদীস লিপিবদ্ধ দেখেছি।^{৪১০৩}

৩৩ - باب فيما يُبدي المرأة من زينتها

অনুচ্ছেদ- ৩৩ : নারীদের শরীরের কোন অংশ খোলা রাখা যাবে

৪১০৪ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ، وَمُؤَمِّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَانِيُّ، قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بِشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدٍ - قَالَ يَحْيَى بْنُ كَثْبٍ - عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ " يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا " . وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .

صحیح.

৪১০৪। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা আসমা বিনতু আবু বাকর (রা) পাতলা কাপড় পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকট এলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার থেকে নিজের মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন : হে আসমা! মেয়েরা যখন সাবালিকা হয়, তখন এই দু'টি অঙ্গ ছাড়া অন্য কোন অঙ্গ প্রকাশ করা তার জন্য সংগত নয়, এ বলে তিনি তাঁর চেহারা ও দুই হাতের কজির দিকে ইশারা করেন। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, এটি মুরসাল হাদীস। খালিদ ইবনু দুরাইক (র) 'আয়িশাহ (রা)-এর সাক্ষাত পাননি। আর সাঈদ ইবনু বাশীরও তেমন শক্তিশালী বর্ণনাকারী নন।^{৪১০৪}

সহীহ।

৩৪ - باب لي العبد ينتظر إلى فغر مولاه

অনুচ্ছেদ- ৩৪ : কৃতদাস তার নারী মনিবের চুল দেখতে পারে

৪১০৫ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ، مَوْهَبٍ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، اسْتَأْذَنْتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْحِمَامَةِ فَأَمَرَ أَمَّا طَبِيعَةً أَنْ يَخْتُمَهَا . قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرُّضَاعَةِ أَوْ غُلَامًا لَمْ يَخْتَلَمْ

صحیح.

৪১০৫। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। উম্মু সালামাহ (রা) নাবী ﷺ-এর নিকট রক্তমোক্ষণের অনুমতি চাইলেন। তিনি ﷺ আবু ত্বাইবাকে তার রক্তমোক্ষণ করার আদেশ দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা, তিনি (আবু ত্বাইবাহ) তার দুধভাই কিংবা নাবালেগ গোলাম ছিলেন।^{৪১০৫}

সহীহ।

^{৪১০৩} এর পূর্বেরটি দেখুন।

^{৪১০৪} বায়হাকী। এর সানাদ মুনকাতি। ইবনু দুরাইক, 'আয়িশাহ (রা)-কে পাননি।

^{৪১০৫} মুসলিম, আহমাদ।

৪১০৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى، حَدَّثَنَا أَبُو جُمَيْعٍ، سَالِمُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا قَالَ وَعَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَوْبٌ إِذَا قَتَعْتَ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَلْغُ رَحْلُهَا وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رَحْلُهَا لَمْ يَلْغُ رَأْسَهَا فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ ﷺ مَا تَلْقَى قَالَ " إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُوكَ وَغُلَامُكَ " .
صحیح.

৪১০৬। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ এক কৃতদাসকে সঙ্গে নিয়ে ফাতিমাহ (রা)-এর নিকট এলেন, যে কৃতদাসটি তিনি তাকে দান করেছিলেন। ফাতিমাহ (রা)-র পরিধানে এরূপ একটি কাপড় ছিল যা দিয়ে তিনি মাথা ঢাকলে পা দু'টিতে পৌছে না; আর পা ঢাকলে মাথা পর্যন্ত পৌছে না। নাবী ﷺ তার এ অবস্থা দেখে বলেন : তোমার কোন পাপ হবে না, কারণ এখানে তো শুধু তোমার পিতা ও তোমার কৃতদাস রয়েছে।^{৪১০৬}

সহীহ।

৩০ - باب في قوله { غير أولي الإربة }

অনুচ্ছেদ- ৩৫ : মহান আল্লাহর বাণী : "যৌন কামনা রহিত পুরুষ"

৪১০৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُورٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَهَشَامُ بْنُ غُرُوزٍ، عَنْ غُرُوزٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ مُحْتَثٌ فَكَانُوا يَمْدُونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولَى الْإِربَةِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُوَ يَنْتَعُ امْرَأَةً فَقَالَ إِنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ أَبْرَيْتَ بِأَرْبَعٍ وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَلَا أَرَى هَذَا يَمْلَأُ مَا هَا هُنَا لَا يَدْخُلُنَ عَلَيْكُنَّ هَذَا " . فَحَجَّيْوهُ .
صحیح.

৪১০৭। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর স্ত্রীদের নিকট এক নপুংসক (হিজড়া) কৃতদাস আসা-যাওয়া করতো। সকলেই তাকে 'যৌন কামনা রহিত পুরুষ' হিসেবে গণ্য করতো। একদিন নাবী ﷺ আমাদের নিকট আসলেন। এ সময় সে তাঁর কোন স্ত্রীর ঘরে ছিল এবং সে একটি নারীর প্রশংসা করে বললো, নারীটি যখন সামনের দিকে আসে মনে হয় চারভাঁজে আসছে আর যখন পিছনের দিকে যায় মনে হয় আটভাঁজে যাচ্ছে (অর্থাৎ খুব মোটা)। একথা শুনে নাবী ﷺ বলেন : আমি তো দেখছি, সে এ বিষয়ে অভিভূত। সে যেন তোমাদের নিকট কখনো প্রবেশ না করতে পারে। অতঃপর সবাই তার থেকে পর্দা করলেন।^{৪১০৭}

সহীহ।

৪১০৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سَفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ غُرُوزٍ، عَنْ عَائِشَةَ، بِمَعْنَاهُ .
صحیح.

৪১০৮। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে উপরের হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণিত আছে।^{৪১০৮}

সহীহ।

৪১০৬ বায়হাকী। ইরওয়াউল গালীল হা/১৫৯৯।

৪১০৭ মুসলিম, আহমাদ।

৪১০৮ বায়হাকী।

৪১০৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، بِهَذَا الْخَبَرِ زَادَ وَأَخْرَجَهُ فَكَانَ بِالْبَيْدَاءِ يَدْخُلُ كُلَّ جُمُعَةٍ يَسْتَطْعِمُ. **صحيح**

৪১০৯। ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত। এতে আরো রয়েছে : “তিনি ﷺ তাকে আল-বায়দা নামক স্থানে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর সে (হিজড়া) প্রতি শুক্রবার খাদ্যের জন্য শহরে আসতো।”^{৪১০৯}

সহীহ।

৪১১০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْأَوْزَاعِيِّ، فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ إِذَا مَيِّتَ مِنَ الْحَرِّ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ فَيَسْأَلُ ثُمَّ يَرْجِعُ. **صحيح**

৪১১০। আল-আওযাঈ সূত্রে এ ঘটনা বর্ণিত। বলা হলো, হে আব্বাহর রাসূল! তাহলে সে তো না খেয়ে মারা যাবে। কাজেই তিনি প্রতি সাতাহে দু’বার শহরে আসার জন্য তাকে অনুমতি দিলেন, অতঃপর সে খাবার সংগ্রহ করে চলে যাবে।^{৪১১০}

সহীহ।

৩৬ - باب في قوله عز وجل { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ }

অনুচ্ছেদ- ৩৬ : মহান আব্বাহর বাণী : “আর মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে”

৪১১১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْزُوقِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّخْوِيِّ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ } { الْآيَةُ فَسَخَّ وَأَسْتَشْنِي مِنْ ذَلِكَ } وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا { الْآيَةُ } **حسن الأسناد**

৪১১১। ইবনু ‘আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, “ঈমানদার নারীদের বলুন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখে”-আলোচ্য আয়াতকে আয়াত দ্বারা ব্যতিক্রম করা হয়েছে : “এবং বৃদ্ধা মহিলা যাদের বিয়ের যোগ্যতা নেই”।^{৪১১১}

সানাদ হাসান।

৪১১২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي تَيْهَانُ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَمَرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " احْتَجِبَا مِنْهُ " . فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَفَعَمِيَاوَانِ أَتَسْمَا أَلَسْمَا تُبْصِرَانِهِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً أَلَا تَرَى إِلَى اعْتِدَادِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ " اعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ تِيَابَكَ عِنْدَهُ " . **ضعيف**

^{৪১০৯} ইরওয়াউল গালীল (৬/২০৫)।

^{৪১১০} আবু দাউদ।

^{৪১১১} বায়হাকী, সুয়ুতীর দূররে মানসূর।

৪১১২। উম্মু সালামাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নাবী ﷺ-এর নিকট ছিলাম এবং তাঁর নিকট মাইমূনাহ (রা)-ও ছিলেন। এ সময় ইবনু উম্মু মাকতূম (রা) (অন্ধ সাহাবী) এলেন। ঘটনাটি আমাদের উপর পর্দার হুকুম নাথিলের পরের। তিনি ﷺ বললেন : তোমরা তার থেকে আড়ালে চলে যাও। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে কি অন্ধ নয়? সে তো আমাদের দেখতে ও চিনতে পারছে না। নাবী ﷺ বললেন : যদিও সে অন্ধ কিন্তু তোমরা উভয়ে কি তাকে দেখছো না?

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, এ বিধান নাবী ﷺ ক্রীতদের জন্য নির্দিষ্ট। তুমি কি ইবনু উম্মু মাকতূমের (রা) বাড়িতে ফাতিমাহ বিনতু ক্বায়িসের (রা) ইদ্বাত পালনের বিষয়টি লক্ষ করো না? নাবী ﷺ ফাতিমাহ বিনতু ক্বায়িস (রা)-কে বলেছেন : “তুমি ইবনু উম্মু মাকতূমের বাড়িতে ইদ্বাত পালন করো। কারণ সে অন্ধ লোক। তুমি সেখানে খোলামেলা পোশাকে থাকতে পারবে”।^{৪১১২}

দুর্বল।

৪১১৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَيْمُونِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا زَوْجٌ أَحَدَكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرُ إِلَى عَوْرَتِهَا " .
حسن.

৪১১৩। ‘আমর ইবনু শু‘আইব (র) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ নিজ কৃতদাসীকে নিজ কৃতদাসের সাথে বিয়ে দিলে সে যেন তার গুপ্ত অঙ্গের দিকে না তাকায়।^{৪১১৩}

হাসান।

৪১১৪ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمُرِّيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا زَوْجٌ أَحَدَكُمْ خَادِمَهُ أَوْ أُجِيرَةً فَلَا يَنْظُرُ إِلَى مَا دُونَ السَّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ صَوَّاهُ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ الْمُرِّيُّ الصَّرْفِيُّ وَهُمْ فِيهِ وَكِيعٌ .
حسن.

৪১১৪। ‘আমর ইবনু শু‘আইব (র) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ তার ক্রীতদাসীকে কৃতদাসের সাথে অথবা মজদুরের সাথে বিয়ে দিলে, সে তার (দাসীর) নাভির নীচ হতে হাঁটুর উপর পর্যন্ত দেখবে না।^{৪১১৪}

হাসান।

৩০ - باب في الإختصار

অনুচ্ছেদ- ৩৭ : ওড়না কিতাবে পরবে

৪১১৫ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ وَهْبٍ، مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَخْتَمِرُ فَقَالَ " كَيْفَ لَا لَيْتَيْنِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ مَعْنَى قَوْلِهِ " كَيْفَ لَا لَيْتَيْنِ " . يَقُولُ لَا تَعْتَمِ مِثْلَ الرَّجُلِ لَا تُكْرِزُهُ طَافًا أَوْ طَاقِينَ .
ضعيف.

^{৪১১২} তিরমিযী, নাসায়ী, আহমাদ। সানাদের নাহবান সম্পর্কে ইবনু হায়ম বলেন : মাজহুল। ইরওয়া হা/১৮০৬।

^{৪১১৩} বায়হাকী।

^{৪১১৪} এটি গত হয়েছে হা/৪৯৬।

৪১১৫। উম্মু সালামাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা নাবী ﷺ তাঁর নিকট এলেন, এ সময় তিনি ঘোমটা দেয়া অবস্থায় ছিলেন। তিনি বললেন, এক ভাজে ঘোমটা দাও, দুই ভাজে নয়, দুই ভাজে নয়। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, তাঁর একথা-এর অর্থ হলো, তোমরা পুরুষদের পাগড়ির মত একাধিক ভাজ করবে না।^{৪১১৫}

দুর্বল।

৩৮ - باب في لبس القباطي للنساء

অনুচ্ছেদ- ৩৮ : নারীদের জন্য পাতলা কাপড় ব্যবহার

৪১১৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، حَدَّثَهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مَعَاوِيَةَ، عَنْ دَحْيَةَ بْنِ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَقَابِطِي فَأَعْطَانِي مِنْهَا قُبْطِيَةً فَقَالَ "اصْدَعْهَا صَدْعَيْنِ فاقطع أحدَهُمَا قَمِيصًا وَأَعْطِ الْآخَرَ امْرَأَتَكَ تَحْتَمِرُ بِهِ". فَلَمَّا أَذْبَرَ قَالَ "وَأَمْرُ امْرَأَتِكَ أَنْ تَحْمَلَ تَحْتَهُ ثَوْبًا لَا يَصِفُهَا". قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ عُيَيْدٍ اللَّهُ بْنُ عَبَّاسٍ ضَعُفٌ.

৪১১৬। দিহইয়াহ ইবনু খলীফাহ আল-কাল্বী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকট কিছু মিসরীয় কাতান কাপড় এলো। তিনি সেগুলো থেকে আমাকে একটি কাতান দিয়ে বললেন : এটাকে দুই টুকরা করো। এক টুকরা কেটে জামা বানাবে এবং অপরটি তোমার স্ত্রীকে ওড়না বানাতে দিবে। তিনি ফিরে যাওয়ার সময় নাবী ﷺ বললেন : তোমার স্ত্রীকে এর নীচে আরেকটি কাপড় লাগিয়ে নিতে বলবে, যেন তার দেহের আকৃতি দেখা না যায়।^{৪১১৬}

দুর্বল।

৩৯ - باب في قنر الذنيل

অনুচ্ছেদ- ৩৯ : কাপড়ে আঁচলের পরিমাণ

৪১১৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُيَيْدٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ ذَكَرَ الْإِزَارَ فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ "تُرْخِي شِبْرًا". قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِذَا يَتَكَشَّفُ عَنْهَا. قَالَ "فَذَرَاغًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ". صحيح.

৪১১৭। সাফিয়্যাহ বিনতু আবু 'উবাইদ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, একদা নাবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামাহ (রা) রাসূলুল্লাহর ﷺ-কে প্রশ্ন করলেন, যখন তিনি পরিধেয় বস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! নারীকে ইয়ার ব্যবহারের বিধান কি? তিনি বললেন : তারা এক বিঘত নীচে পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরতে পারে। উম্মু সালামাহ (রা) বলেন, এতেও তার কিছু অংশ খোলা থাকবে। তিনি বললেন : তবে এক হাত ঝুলিয়ে পরবে; এর বেশী নয়।^{৪১১৭}

সহীহ।

^{৪১১৫} আহমাদ। সানাদের আবু আহমাদের মুক্তাদাস ওয়াব সম্পর্কে হাফিয় বলেন : মাজহুল।

^{৪১১৬} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সানাদে ইবনু লাহিয়্যাহ একজন মুদাওয়িস এবং তিনি এটি আন আন শব্দে বর্ণনা করেছেন।

^{৪১১৭} নাসায়ী।

৪১১৮ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَيُؤَيُّبُ بْنُ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةٍ .

৪১১৮। উম্মু সালামাহ (রা) হতে নাবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণিত। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, অপর সানাদে নাবী হতে সাফিয়্যাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।^{৪১১৮}

৪১১৯ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ الْعَمِيِّ، عَنْ أَبِي الصَّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الذَّلِيلِ شَبْرًا ثُمَّ اسْتَزَدَهُ فَرَأَاهُنَّ شَبْرًا فَكُنَّ يُرْسِلْنَ إِلَيْنَا فَتَذَرُغُ لَهُنَّ ذِرَاعًا .

صحیح.

৪১১৯। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মুল মু'মিনীনদের জন্য এক বিঘত আঁচল (নীচে) কুলানোর অনুমতি দিয়েছেন। অতঃপর তারা আরো বাড়িয়ে দেয়ার আবেদন জানালে তিনি তাদের জন্য আরো এক বিঘত বাড়ানোর অনুমতি দিয়েছেন। অতঃপর তারা আমাদের নিকট তাদের কাপড় পাঠিয়ে দিতেন, আর আমরা এক গজ করে মেপে দিতাম।^{৪১১৯}

সহীহ।

৪০ - بَابُ فِي أَهْبِ الْمَيْتَةِ

অনুচ্ছেদ- ৪০ : মৃত প্রাণীর চামড়া সম্পর্কে

৪১২০ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَوَهْبُ بْنُ يَزِيدَ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، - قَالَ مُسَدَّدٌ وَوَهْبٌ - عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ أَهْدَيْ لِمَوْلَاةٍ لَنَا شَاةً مِنَ الصَّدَقَةِ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ " أَلَا دَبَعْتُمْ إِيَّاهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ . قَالَ " إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا "

صحیح.

৪১২০। মাইমূনাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের এক মুক্তদাসীকে যাকাতের একটি বকরী দান করা হলো। পরে সেটা মারা গেলো। নাবী ﷺ সেটির পাশ দিয়ে অতিক্রমের সময় বললেন : তোমরা এর চামড়া পাকা করলে না কেন? তোমরা তো এর দ্বারা উপকৃত হতে পারতে। তারা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এটা তো মৃত। তিনি বলেন : এটা খাওয়া হারাম।^{৪১২০}

সহীহ।

৪১২১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَذْكُرْ مَيْمُونَةَ قَالَ فَقَالَ " أَلَا اتَّفَعْتُمْ بِإِيَّاهَا " . ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُ لَمْ يَذْكُرِ الدُّبَاغَ .

صحیح.

^{৪১১৮} নাসায়ী।

^{৪১১৯} ইবনু মাজাহ, আহমাদ। আহমাদ শাকির বলেন : সহীহ।

^{৪১২০} বুখারী, মুসলিম।

৪১২১। যুহরী (র) সূত্রে এ হাদীস বর্ণিত। এতে মাইমূনাহ (রা)-এর উল্লেখ নেই। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি ﷺ বলেছেন : তোমরা এর চামড়া কাজে লাগাও না কেন? অতঃপর অনুরূপ অর্থের হাদীস বর্ণনা করেন, তবে বর্ণনাকারী চামড়া দাবাগাত করার কথা উল্লেখ করেননি।^{৪১২১}

সহীহ।

৪১২২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ قَالَ مَعْمَرٌ وَكَانَ الرَّهْرِيُّ يُنْكِرُ الدَّبَاغَ وَيَقُولُ يُسْتَمْتَعُ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرِ الْأَوْزَاعِيُّ وَيُونُسُ وَعُقَيْلٌ فِي حَدِيثِ الرَّهْرِيِّ الدَّبَاغَ وَذَكَرَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَحَفْصُ بْنُ الْوَلِيدِ ذَكَرُوا الدَّبَاغَ .

صحيح الاسناد المقطوع.

৪১২২। মা'মার (র) বলেন, যুহরী (র) চামড়া দাবাগাত করা শব্দটি অস্বীকার করতেন। তিনি বলতেন, চামড়া দ্বারা বিভিন্ন প্রকার কাজে উপকৃত হওয়া যায়। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, আওয়াই, ইউনুস ও 'উক্বাইল যুহরী বর্ণিত হাদীসে দাবাগাতের কথা উল্লেখ করেননি। কিন্তু যুবাঈদী, সাঈদ ইবনু 'আবদুল 'আযীয এবং হাফস ইবনু ওয়ালীদ দাবাগাতের কথা উল্লেখ করেছেন।^{৪১২২}

সানাদ সহীহ মাক্কুত।

৪১২৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَغْلَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهَّرَ " .

صحيح.

৪১২৩। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : চামড়া দাবাগাত করা হলে পবিত্র হয়।^{৪১২৩}

সহীহ।

৪১২৪ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْبَانَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِحُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ .

ضعيف.

৪১২৪। নাবী ﷺ-এর স্ত্রী 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত প্রাণীর চামড়া দাবাগাত করার পর কাজে লাগিয়ে উপকৃত হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।^{৪১২৪}

দূর্বল।

৪১২৫ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غُمَرَ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُبَشِّقِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ ثُبُوكَ أَتَى عَلَى بَيْتٍ فَإِذَا قَرَبَهُ مُتْلَقَةً فَسَأَلَ الْمَاءَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ . فَقَالَ " دَبَاغُهَا طَهَّرُهَا " .

صحيح.

৪১২১ মুসলিম, নাসায়ী।

৪১২২ আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

৪১২৩ মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ।

৪১২৪ নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। সানাদের ইয়াযীদ ইবনু 'আবদুল্লাহ বিন কুসাইতকে ইবনু হিব্বান ছাড়া কেউ সিক্বাহ বলেননি।

৪১২৫। সালামাহ ইবনুল মুহাব্বিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। তাবুক যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এক বাড়িতে গিয়ে সেখানে একটি বুলন্ত মশক দেখে তা হতে পানি চাইলেন। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা তো মৃত প্রাণীর চামড়ার তৈরী মশক। তিনি বলেন : দাবাগাত করলেই এটা পবিত্র হয়ে যায়।^{৪১২৫}

সহীহ।

৪১২৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ خُذَافَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سَيْعٍ، أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ لِي غَنَمٌ بِأَحَدِ فَوَاقِعَ فِيهَا الْمَوْتُ فَذَخَلْتُ عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ لِي مَيْمُونَةُ لَوْ أَخَذْتُ حُلُومَهَا فَانْتَفَعْتُ بِهَا . فَقَالَتْ أَوْحِلُ ذَلِكَ قَالَتْ نَعَمْ . مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَحْرُونَ شَاءَ لَهُمْ مِثْلُ الْحِمَارِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَوْ أَخَذْتُمْ إِبَاهِبَهَا " . قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يُطَهَّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرْطُ " .

صحیح.

৪১২৬। আল-‘আলিয়াহ বিনতু সুবাই (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহদের ময়দানে আমার বকরী ছিল। সেখানে মহামারী দেখা দিলে আমি নাবী ﷺ-এর স্ত্রী মাইমূনাহ (রা)-এর নিকট গিয়ে বিষয়টি তাকে জানালাম। তিনি আমাকে বললেন, তুমি তো এর চামড়া নিয়ে এর দ্বারা উপকৃত হতে পারো। আমি বললাম, এর দ্বারা উপকৃত হওয়া কি বৈধ? তিনি বলেন হ্যাঁ, কতিপয় কুরাইশী পুরুষ প্রায় গাধার সমান তাদের একটি বকরী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশ দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন : তোমরা যদি এর চামড়া রেখে দিতে? তারা বললো, এটা মৃত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : পানি ও ছলম বৃক্ষের পাতার রস এটাকে পবিত্র করে।^{৪১২৬}

সহীহ।

৪১ - بَابُ مَنْ رَوَى أَنْ لَا يُتَفَعَّ بِإِبَاهِبِ الْمَيْتَةِ

অনুচ্ছেদ- ৪১ : যাদের মতে মৃত প্রাণীর চামড়া ব্যবহার করা যাবে না

৪১২৭ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَكْبِمٍ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَارِضَ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌ " أَنْ لَا تَسْتَمْتَعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِبَاهِبٍ وَلَا عَصَبٍ " .

صحیح.

৪১২৭। আবদুল্লাহ ইবনু উকাইম (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন যুবক, তখন জুহাইনাহ গোত্রের এলাকায় অবস্থানকালে আমাদেরকে রাসূলুল্লাহর ﷺ একটি পত্র পাঠ করে শুনানো হয়। তাতে ছিল : “তোমরা মৃত প্রাণীর চামড়া ও পেশিত্ত দ্বারা উপকৃত গ্রহণ করো না।”^{৪১২৭}

সহীহ।

৪১২৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَتِيَّةٍ، أَنَّهُ انْطَلَقَ مَوْ وَنَاسٌ مَعَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَكْبِمٍ - رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ - قَالَ الْحَكَمُ فَدَخَلُوا وَقَعَدْتُ عَلَى الْبَابِ فَخَرَجُوا إِلَى

^{৪১২৫} নাসায়ী, আহমাদ।

^{৪১২৬} নাসায়ী।

^{৪১২৭} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান।

فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَكِيمٍ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى جُهَيْنَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ أَنْ لَا يَتَنَفَّعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ فَإِذَا دُبِغَ لَا يُقَالُ لَهُ إِهَابٌ إِنَّمَا يُسَمَّى شَتًّا وَفَرَبَةً قَالَ النَّضَرُ بْنُ شَمِيلٍ يُسَمَّى إِهَابًا مَا لَمْ يَدُبِغَ .

صحیح.

৪১২৮। আল-হাকাম ইবনু উতাইবাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি কতিপয় লোকসহ জুহাইনাহ গোত্রের 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উকাইম (রা)-এর নিকট গেলেন। হাকাম বলেন, তারা ভেতরে ঢুকলেন আর আমি বাইরে দরজার পাশে বসে রইলাম। অতঃপর তারা বেরিয়ে এসে আমার কাছে বর্ণনা করলেন যে, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উকাইম (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মৃত্যুর এক মাস পূর্বে জুহাইনাহ গোত্রে এ কথা লিখে একটি পত্র প্রেরণ করেছেন : তোমরা মৃত জন্তুর চামড়া ও তন্তু দ্বারা উপকৃত হয়ো না"। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, আন-নাদর ইবনু শুমাইল (র) বলে দাবাগাত না করা পর্যন্ত চামড়াকে 'ইহাব' বলে। দাবাগাত করার পর একে শাল্ল ও ক্বিরবাহ (পাকা চামড়া) বলা হয়।^{৪১২৮}

সহীহ।

৪২ - باب في جلود الثور والسباع

অনুচ্ছেদ- ৪২ : চিতা বাঘ ও হিংস্র জন্তুর চামড়া সম্পর্কে

৪১২৭ - حَدَّثَنَا هُثَّاءُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكَيْعٍ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا تَرَكِبُوا الْخَزَّ وَلَا الثَّمَارَ " : قَالَ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يَتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَ لَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ لَنَا أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْمُعْتَمِرِ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ طَهْمَانَ كَانَ يَنْزِلُ الْحِيرَةَ .

صحیح.

৪১২৯। মু'আবিয়াহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা রেশমের এবং চিতা বাঘের তৈরী গদিতে আরোহী হবে না।^{৪১২৯}

সহীহ।

৪১৩০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَّارَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةَ رُقْفَةً فِيهَا جِلْدُ نَمْرٍ " .

حسن.

৪১৩০। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : মালায়িকাহ (ফিরিশতারা) চিতা বাঘের চামড়ার তৈরী আসনে আসীন ব্যক্তির সঙ্গী হয় না।^{৪১৩০}

হাসান।

৪১৩১ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ الْحَنْصِيِّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ، عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ وَقَدْ أَلْمَقْدَامُ بْنُ مَعْدِيكَرْبٍ وَعَمْرُو بْنُ الْأَسْوَدِ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ مِنْ أَهْلِ قُسَيْرِينَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِلْمَقْدَامِ

৪১২৮ আহমাদ।

৪১২৯ ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৪১৩০ আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

أَعْلَمْتُ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ تُوُفِّيَ فَرَجَعَ الْمَقْدَامُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَتَرَاهَا مُصِيبَةً قَالَ لَهُ وَلَمْ لَا أَرَاهَا مُصِيبَةً وَقَدْ وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حِجْرِهِ فَقَالَ " هَذَا مِنِّي وَحُسَيْنٌ مِنِّي عَلِيٌّ " . فَقَالَ الْأَسَدِيُّ جَمْرَةٌ أَطْفَأَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ فَقَالَ الْمَقْدَامُ أَمَا أَنَا فَلَا أُبْرِحُ الْيَوْمَ حَتَّى أَغِيظَكَ وَأَسْمِعَكَ مَا تَكْرَهُ . ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاوِيَةُ إِنَّا صَدَقْتُ فَصَدِّقْنِي وَإِنَّا كَذَبْتُ فَكَذِّبْنِي قَالَ أَفْعَلُ . قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السَّبَاعِ وَالرَّكُوبِ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَوَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ هَذَا كُلَّهُ فِي بَيْتِكَ يَا مُعَاوِيَةُ . فَقَالَ مُعَاوِيَةُ قَدْ عَلِمْتُ أَنِّي لَنْ أَتُجَوَّ مِنْكَ يَا مَقْدَامُ قَالَ خَالِدٌ فَأَمَرَ لَهُ مُعَاوِيَةُ بِمَا لَمْ يَأْمُرْ لِصَاحِبِيهِ وَفَرَضَ لَابْنِهِ فِي الْمَائَتَيْنِ فَفَرَّقَهَا الْمَقْدَامُ فِي أَصْحَابِهِ قَالَ وَلَمْ يُعْطِ الْأَسَدِيُّ أَحَدًا شَيْئًا مِمَّا أَخَذَ فَلَبَّغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ أَمَا الْمَقْدَامُ فَرَجُلٌ كَرِيمٌ بَسَطَ يَدَهُ وَأَمَّا الْأَسَدِيُّ فَرَجُلٌ حَسَنُ الْإِمْسَاكِ لَشَيْئِهِ .

صحیح.

৪১৩১। খালিদ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আল-মিকদাম ইবনু মা'দীকারিব (রা), 'আমর ইবনুল আসওয়াদ ও কিন্নাসিরীনবাসী বনী আসাদের এক লোক মু'আবিয়াহ ইবনু আবু সুফিয়ান (রা)-এর নিকট গেলেন। মু'আবিয়াহ (রা) মিকদাম (রা)-কে বললেন, জানতে পারলাম, হাসান ইবনু 'আলী মারা গেছেন। একথা শুনে মিকদাম (রা) "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পড়লেন। অমুক ব্যক্তি মু'আবিয়াহকে বললেন, এর মৃত্যুকে আপনি কি বিপদ মনে করেন? তিনি বললেন, আমি এটাকে কেন বিপদ মনে করবো না, রাসূলুল্লাহ ﷺ যাকে নিজের কোলে নিয়ে বললেন : হাসান আমার এষং হুসাইন 'আলীর। আশ্বাদী বললো, তিনি ছিলেন এক জ্বলন্ত কয়লা যাকে আল্লাহ নিভিয়ে দিয়েছেন। বর্ণনাকারী, অতঃপর মিকদাম (রা) বলেন, আজ আমি আপনাকে অসম্মত না করে ছাড়বো না। তিনি বললেন, হে মু'আবিয়াহ! আমি যদি সত্য বলি তবে আমাকে সমর্থন করবেন আর মিথ্যা বললে আমাকে মিথ্যাবাদী বলবেন। তিনি বললেন, ঠিক আছে। তিনি বলেন, আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আপনি কি শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বর্ণ (পুরুষদের) ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি আবার বললেন, আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আপনি কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রেশমী পোশাক (পুরুষদের) ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তিনি আবারও বললেন, আল্লাহর কসম দিয়ে আপনাকে শপথ করছি, আপনি কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হিংস্র জন্তুর চামড়া ব্যবহার করতে এবং এর চামড়ার তৈরী আসনে আরোহী হতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি আপনার প্রাসাদে এসবের কিছুই দেখছি না। মু'আবিয়াহ (রা) বলেন হে মিকদাম! আমি জানতাম যে, তোমার কাছ থেকে রক্ষা পাবো না। খালিদ (র) বলেন, অতঃপর মু'আবিয়াহ (রা) তার জন্য এত পরিমাণ সম্পদ দেয়ার আদেশ দেন, যা অপর দু'জন সাথীর জন্য দেননি। আর তার ছেলের জন্য দুইশো দীনার প্রদান করলেন। মিকদাম (রা) এগুলো তার সাথীদের মাঝে বন্টন করে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আসাদী এখানে যা পেয়েছে তা থেকে কাউকে কিছু দেয়নি। এ সংবাদ মু'আবিয়াহর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, মিকদাম হলো লম্বা হাতের দানশীল লোক, আর আসাদী নিজের জন্য আটকিয়ে রাখার লোক।^{৪১৩১}

সহীহ।

৪১৩২ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مَسْرُودٍ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَاهُمَا - الْمَعْنَى، - عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أَسَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ جُلُودِ السَّبَاعِ .
صحیح.

৪১৩২। আবুল মালীহ ইবনু উসামাহ (রা) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ হিংস্র প্রাণীর চামড়া ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।^{৪১৩২}

সহীহ।

৪৩ - باب في الاعتعال

অনুবাদ- ৪৩ : পায়ে জুতা পরার নিয়ম

৪১৩৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبِرَّازُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُفَيْةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ " أَكْثَرُوا مِنَ التَّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا اتَّعَلَ " .
صحیح.

৪১৩৩। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। তিনি বলেন : তোমার (সফরকালে) জুতা বেশী রাখবে। কারণ জুতা পরিধান করে সব সময় সফর করা যায়।^{৪১৩৩}

সহীহ।

৪১৩৪ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَعْلَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ لَهَا قَبْلَانِ .
صحیح.

৪১৩৪। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ-এর জুতার দু'টি তস্মা (ফিতা) ছিল।^{৪১৩৪}

সহীহ।

৪১৩৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَّعِلَ الرَّجُلُ قَانِمًا .
صحیح.

৪১৩৫। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদেরকে দাঁড়িয়ে জুতা পরতে নিষেধ করেছেন।^{৪১৩৫}

সহীহ।

৪১৩৬ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَا يَمْسُ أَحَدُكُمْ فِي التَّعَالِ الْوَاحِدَةِ لِيَتَّعِلَهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلِفَهُمَا جَمِيعًا " .
صحیح.

^{৪১৩২} তিরমিযী, নাসায়ী।

^{৪১৩৩} মুসলিম, আহমাদ।

^{৪১৩৪} বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী, আহমাদ।

^{৪১৩৫} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইবনু মাজাহতে এর শাহিদ বর্ণনা রয়েছে।

৪১৩৬। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ এক পায়ে জুতা পরে হাঁটবে না। হয় উভয় পায়ে জুতা পরবে অথবা উভয় পা থেকে জুতা খুলে রাখবে।^{৪১৩৬}

সহীহ।

৪১৩৭ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا انْقَطَعَ شَيْئٌ أَحَدَكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِئْنَهُ وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ " .
صحيح.

৪১৩৭। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কারো একটি জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলে তা ঠিক না করা পর্যন্ত সে অপর জুতাটি পায়ে দিয়ে হাঁটবে না, আর এক মোঘা পরিধান করেও চলবে না এবং বাম হাতে খাবে না।^{৪১৩৭}

সহীহ।

৪১৩৮ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَارُونَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي نَهَيْكٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْلَعَ نَعْلَيْهِ فَيَضَعُهُمَا بِيْتِهِ .
ضعيف الأسناد.

৪১৩৮। ইবনু আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুন্নাত হলো বসার সময় পায়ে জুতা খুলে পাশে রেখে দেয়া।^{৪১৩৮}

সানাদ দুর্বল।

৪১৩৯ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الرَّثَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا انْقَلَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمِشْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَمِشْ بِالشِّمَالِ لِتَكُنِ الْيَمِينُ أَوْلَهُمَا يَنْتَعِلُ وَآخِرُهُمَا يَنْزِعُ " .
صحيح.

৪১৩৯। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ জুতা পরার সময় ডান পা হতে আরম্ভ করবে এবং খোলার সময় বাম পা হতে আরম্ভ করবে। জুতা পরার সময় ডান পা হতে প্রথম এবং খোলার সময় শেষে হবে।^{৪১৩৯}

সহীহ।

৪১৪০ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، وَمُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ التَّيْمَنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طَهْوَرِهِ وَتَرَجُلِهِ وَنَعْلِهِ . قَالَ مُسْلِمٌ وَسِوَاكَهْ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ مُعَاذَ وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَاكَهْ .
صحيح.

৪১৪০। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রতিটি কাজ যথাসাধ্য ডান থেকে আরম্ভ করা ভালোবাসতেন। পবিত্রতা অর্জন, চুলে চিরুনী করা এবং জুতা পরতে তিনি ডান থেকে

^{৪১৩৬} বুখারী, মুসলিম।

^{৪১৩৭} মুসলিম, মালিক, আহমাদ।

^{৪১৩৮} বুখারীর 'আদাবুল মুফরাদ'। এর সানাদে 'আবদুল্লাহ ইবনু হারুন অজ্ঞাত।

^{৪১৩৯} বুখারী, তিরমিযী, মালিক, আহমাদ।

আরম্ভ করতেন। মুসলিম (র) বলেন, মেসওয়াক করার সময়ও ডান পাশ থেকে আরম্ভ করতেন। তবে তার বর্ণনায় 'প্রতিটি কাজ' শব্দ নেই। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, মু'আয (র) শু'বাহ (র) হতে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন; তবে তিনি 'মিসওয়াক' শব্দ উল্লেখ করেননি।^{৪১৪০}

সহীহ।

৪১৪১ - حَدَّثَنَا الثُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَأَبْدِعُوا بِأَيَّامِكُمْ " .

صحیح.

৪১৪১। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা যখন পোশাক বা জুতা পরিধান করো এবং উষু করো, তখন ডান দিক থেকে শুরু করবে।^{৪১৪১}

সহীহ।

৪৪ - باب في الفرش

অনুচ্ছেদ- ৪৪ : বিছানা সম্পর্কে

৪১৪২ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْهَمْدَانِيُّ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي هَانِيٍّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفُرْشَ فَقَالَ " فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِلْمَرْأَةِ وَفِرَاشٌ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ " .

صحیح.

৪১৪২। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিছানা সম্পর্কে বলেন : পুরুষের জন্য একটি বিছানা, নারীর জন্য একটি বিছানা এবং একটি অতিথির জন্য। আর চতুর্থটি হলো শয়তানের জন্য।^{৪১৪২}

সহীহ।

৪১৪৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي يَتِيهِ فَرَأَيْتُهُ مُتَّكِئًا عَلَيَّ وَسَادَةٌ - زَادَ ابْنُ الْحَجَّاجِ - عَلَى يَسَارِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ أَيْضًا عَلَى يَسَارِهِ .

صحیح.

৪১৪৩। জাবির ইবনু সামুরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর ঘরে গিয়ে তাঁকে বালিশে বাম কাতে ঠেস দিয়ে বসা দেখেছি।^{৪১৪৩}

সহীহ।

^{৪১৪০} বুখারী, মুসলিম।

^{৪১৪১} ইবনু মাজাহ, বায়হাকী।

^{৪১৪২} মুসলিম, নাসায়ী, আহমাদ।

^{৪১৪৩} তিরমিযী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : আই হাদীসটি হাসকান গরীব।

১১৪৪ - حَدَّثَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكَيْعٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو الْقُرَشِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى رُقَّةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ رَحَالَهُمُ الْأَدَمُ فَقَالَ مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَشْبَهِ رُقَّةٍ كَانُوا بِأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَؤُلَاءِ .

صحیح.

৪১৪৪। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি ইয়ামানের একদল সাথীকে দেখতে পেলেন, যাদের সওয়াবীর গদিগুলো ছিল চামড়ার তৈরী। তিনি বলেন, কেউ যদি রাসূলুল্লাহর ﷺ সাহাবীদের সাদৃশ্য দেখতে চায়, তবে যেন এদেরকে দেখে।^{৪১৪৪}

সহীহ।

১১৪৫ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ الْمُثَنِّكَرِ، عَنْ حَابِرٍ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَتَحَدِّثُكُمْ أَثْمَاطًا " . قُلْتُ وَأَيُّ لَنَا الْأَثْمَاطُ قَالَ " أَمَّا إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ أَثْمَاطًا " .

صحیح.

৪১৪৫। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন : তোমরা কি নরম গদি বানিয়েছ? আমি বললাম, আমরা নরম গদি কোথায় পাবো? তিনি বলেন : অচিরেই তোমাদের জন্য নরম গদি হবে।^{৪১৪৫}

সহীহ।

১১৪৬ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ وَسَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - قَالَ ابْنُ مَنِيعٍ - الَّتِي يَتَأَمُّ عَلَيْهَا بِاللَّيْلِ - ثُمَّ اتَّفَقَا - مِنْ أَدَمٍ حَشَنُهَا لَيْفٌ .

صحیح.

৪১৪৬। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের ঘুমানোর বালিশ ছিল চামড়ার তৈরী, সেটির ভেতরে ছিল খেজুরের ছাল-বাকল।^{৪১৪৬}

সহীহ।

১১৪৭ - حَدَّثَنَا أَبُو ثَوْبَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ حَيَّانَ - عَنْ هِشَامِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ كَانَتْ ضِحْفَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَدَمٍ حَشَنُهَا لَيْفٌ .

صحیح.

৪১৪৭। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য চামড়ার তৈরী একটি তোষক ছিল, যার ভেতরে খেজুরের ছাল-বাকল ভরা ছিল।^{৪১৪৭}

সহীহ।

৪১৪৪ বায়হাক্বী।

৪১৪৫ বুখারী, মুসলিম।

৪১৪৬ বুখারী, মুসলিম।

৪১৪৭ বুখারী, মুসলিম।

৪১৪৮ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ كَانَ فِرَاشُهَا حِجَالِ مَنْسُجٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

صحیح.

৪১৪৮। উম্মু সালামাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার বিছানা নাবী ﷺ-এর সলাত আদায়ের স্থানের ঠিক সামনে ছিল।^{৪১৪৮}

সহীহ।

৪০ - باب في اتخاذ الستور

অনুচ্ছেদ- ৪৫ : (দরজা-জানালায়) পর্দা ঝুলানো সম্পর্কে

৪১৪৯ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لُمَيْزٍ، حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَوَجَدَ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا فَلَمْ يَدْخُلْ قَالَ وَقَلَمَا كَانَ يَدْخُلُ إِلَّا بَدَأَ بِهَا فَجَاءَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَأَاهَا مُهْتَمَّةً فَقَالَ مَا لَكَ قَالَتْ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيَّ فَلَمْ يَدْخُلْ فَأَتَاهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَاطِمَةَ اشْتَدَّ عَلَيْهَا أَلْكَ جَنَّتْهَا فَلَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهَا . قَالَ " وَمَا أَنَا وَالْذُّنْيَا وَمَا أَنَا وَالرُّفَمُ " . فَذَهَبَ إِلَى فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ قُلْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا يَأْمُرُنِي بِهِ . قَالَ " قُلْ لَهَا فَلْتُرْسِلْ بِهِ إِلَى بَنِي فَلَانٍ " .

صحیح.

৪১৪৯। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতিমাহ (রা)-এর নিকট এসে দরজায় পর্দা ঝুলানো দেখতে পেয়ে তিনি ভেতরে ঢুকলেন না। বর্ণনাকারী বলেন, অধিকাংশ সময় তিনি ভেতরে ঢুকেই সর্বপ্রথম ফাতিমাহর সঙ্গে সাক্ষাত করতেন। এসময় ‘আলী (রা) এসে ফাতিমাহকে চিন্তিত দেখে বললেন, তোমার কি হয়েছে? তিনি বললেন, নাবী ﷺ আমার নিকট আসতে চেয়েও আসেননি। অতঃপর ‘আলী (রা) তাঁর নিকট গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ফাতিমাহর নিকট গিয়েও প্রবেশ না করায় এটা তার জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন : দুনিয়াদারী ও চাকচিক্যতার সাথে আমার কী সম্পর্ক। একথা শুনে ‘আলী ফাতিমাহর নিকট গিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ বক্তব্য বর্ণনা করলেন। তিনি বলেন, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলুন, তিনি আমাকে এটাকে কি করতে আদেশ দেন? (‘আলীর বর্ণনা শুনে) তিনি ﷺ বললেন : তাকে (ফাতিমাহকে) বলো, তা (পর্দাটি) যেন অমুক গোত্রে পাঠিয়ে দেয়।^{৪১৪৯}

সহীহ।

৪১৫০ - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ، عَنْ أَبِيهِ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَكَانَ سِتْرًا مَوْشِيًا

صحیح.

৪১৫০। ইবনু ফুদাইল (র) তার পিতার সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করে বলেন, পর্দাটি ছিল ডোরাযুক্ত ও নকশা খচিত।^{৪১৫০}

সহীহ।

৬ - باب في الصَّليب في الثَّوب

অনুচ্ছেদ- ৪৬ : ক্রুশ চিহ্নযুক্ত কাপড় সম্পর্কে

৪১৫১ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حِطَّانَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصْلِيبٌ إِلَّا قَضَبَهُ .

صحيح.

৪১৫১। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘরে ক্রুশ চিহ্নযুক্ত কোন জিনিসই রাখতে দিতেন না। তিনি সেগুলোকে ছিঁড়ে ফেলতেন।^{৪১৫১}

সহীহ।

৫ - باب في الصور

অনুচ্ছেদ- ৪৭ : ছবি সম্পর্কে

৪১৫২ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُذْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُحَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا حَنْبٌ "

ضعيف.

৪১৫২। 'আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : সেই ঘরে (রহমাতের) ফিরিশতা প্রবেশ করেন না, যেখানে ছবি, কুকুর এবং অপবিত্র লোক থাকে।^{৪১৫২}

দুর্বল।

৪১৫৩ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِحٍ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَمْنَالُ " . وَقَالَ أَنْطَلَقُ بَنَّا إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ نَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ . فَأَنْطَلَقْنَا فَقُلْنَا يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِكَذِّا وَكَذِّا فَهَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَذْكُرُ ذَلِكَ قَالَتْ لَا وَلَكِنْ سَأَحَدُكُمْ بِمَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ مَعَازِيهِ وَكُنْتُ أَتَحِينَ قَوْلَهُ فَأَخَذْتُ نَمَطًا كَانَ لَنَا فَسَرْتُهُ عَلَى الْعَرَضِ فَلَمَّا جَاءَ اسْتَقْبَلْتُهُ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعَزَّنِي وَأَكْرَمَكَ فَظَرَّ إِلَى النَّيْتِ فَرَأَى النَّمَطَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا وَرَأَيْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ فَأَتَى النَّمَطَ حَتَّى هَتَكَهُ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا فِيمَا رَزَقْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَاللِّينَ " . قَالَتْ فَقَطَعْتُهُ وَجَعَلْتُهُ وَسَادَتَيْنِ وَحَشَرْتُهُمَا لِيَا فَلَمْ يَنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ .

صحيح.

৪১৫০ বুখারী।

৪১৫১ বুখারী, আহমাদ।

৪১৫২ এটি গত হয়েছে হা/২২৫।

৪১৫৩। যায়িদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী (রা) সূত্রে বর্ণিত। আবু ত্বালহা আল-আনসারী (রা) বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে সেই ঘরে ফিরিশতা প্রবেশ করেন না। অতঃপর তিনি (যায়িদ) বলেন, চলো, আমরা উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ (রা)-এর নিকট গিয়ে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করি। আমরা তার নিকট পৌঁছে বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! আবু ত্বালহা (রা) আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে এরূপ এরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। আপনি কি নাবী ﷺ-কে এ বিষয়ে কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বলেন, না, তবে আমি তাঁকে যা করতে দেখেছি, সে সম্পর্কে একটি হাদীস আপনাদের বলছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক যুদ্ধাভিযানে গেলেন। আমি তাঁর ফিরে আসার অপেক্ষায় ছিলাম। আমি আমাদের একটি পশমী কাপড় দরজার চৌকাঠে পর্দা হিসেবে বুলিয়ে রাখলাম। তিনি যখন ফিরে এলেন, আমি স্বাগতম জানিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপর শান্তি, আল্লাহর রহমাত ও বরকত বর্ষিত হোক। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আপনাকে সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন করেছেন। তিনি ঘরের দরজায় দিকে তাকাতেই পশমী পর্দা দেখেন, কিন্তু আমার কথার কোন জবাব দিলেন না। আমি তাঁর চেহারায় অসম্ভব ছাপ দেখতে পেলাম। তিনি পশমী (ছবিযুক্ত) কাপড়টির নিকট গিয়ে তা ছিঁড়ে ফেলে বলেন : আল্লাহ আমাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন, তা পাথর ও ইটকে পরানোর আদেশ দেননি। তিনি ('আয়িশাহ) বলেন, আমি কাপড়টা কেটে দুইটি বালিশ তৈরি করলাম এবং ভেতরে খেজুরের ছাল-বাকল ভরে দিলাম; তিনি আমার এ কাজ অপছন্দ করেননি।^{৪১৫৩}

সহীহ।

৪১৫৪ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا أُمِّهِ إِنَّ هَذَا حَدَّثَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَقَالَ فِيهِ سَعِيدٌ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي النَّحَارِ .

صحيح الاسناد

৪১৫৪। সুহাইল (র) সূত্রে বর্ণিত। যায়িদ (র) অনুরূপ বর্ণনা করে বলেন, আমি বললাম, হে আম্মাজি! তিনি (আবু ত্বালহা) আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, নাবী ﷺ এসব কথা বলেছেন। বনী নাজ্জারের মুক্তদাস সাঈদ ইবনু ইয়াসারও একথা বলেন।^{৪১৫৪}

সানাৎ সহীহ।

৪১৫৫ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ " . قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ فَعَدَّنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ فَقُلْتُ لَعْنُيْدَ اللَّهِ الْخَوْلَانِي رَيْبٌ مَيْمُونَةٌ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنْ الصُّورِ يَوْمَ الْأَوَّلِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعْ حِينَ قَالَ إِلَّا رَفَمًا فِي نَوْبٍ .

صحيح.

৪১৫৫। যায়িদ ইবনু খালিদ (রা) বলেন, আবু ত্বালহা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ঘরে ছবি থাকে সে ঘরে ফিরিশতা প্রবেশ করেন না। বুসর (র) বলেন, অতঃপর যায়িদ (রা) অসুস্থ হলে আমরা তাকে দেখতে তার বাড়িতে গেলাম। তার ঘরের দরজায় ছবিযুক্ত একটি পর্দা

^{৪১৫৩} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

^{৪১৫৪} মুসলিম, নাসায়ী।

দেখলাম। আমি তখন নাবী ﷺ-এর স্ত্রী মাইমূনাহ (রা)-এর পালিত পুত্র 'উবাইদুল্লাহ আল-খাওলানীকে বললাম, যায়িদ (রা) আমাদের ছবি না রাখার হাদীস শুনিয়েছেন। 'উবাইদুল্লাহ (র) বলেন, আপনি কি শুনেননি, সে হাদীসে তিনি একথাও উল্লেখ করেছেন, কাপড়ের মধ্যে যদি গাছপালা, লতাপাতা ইত্যাদি ছবি থাকে, তা নিষেধ নয়।^{৪১৫৫}

সহীহ।

৪১০৬ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ، حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، - يَعْنِي ابْنَ عَقِيلٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنْبِهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - زَمَنَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ فَيَمْحُو كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا فَلَمْ يَدْخُلْهَا النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى مُحِيتَ كُلُّ صُورَةٍ فِيهَا .
حسن الأسناد.

৪১৫৬। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। মাক্কাহ বিজয়ের সময় নাবী ﷺ 'আল-বাতহা' নামক স্থানে দাঁড়িয়ে 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে আদেশ দিলেন যেন তিনি কা'বার ভেতরে গিয়ে এর মধ্যে বিদ্যমান সব ছবি মিটিয়ে দেন। অতঃপর সব ছবি মিটিয়ে দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত নাবী ﷺ ভেতরে প্রবেশ করেননি।^{৪১৫৬}

সানাদ হাসান।

৪১০৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ابْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مَيْمُونَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " إِنْ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ وَعْدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَانِي " . ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جَرُّهُ كَلْبٍ تَحْتَ بَسَاطِ لَنَا فَأَمَرَ بِهِ فَأَخْرَجَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَتَضَحَّ بِهِ مَكَانَهُ فَلَمَّا لَقِيَهِ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ فَأَصْحَحَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ .

صحيح.

৪১৫৭। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর স্ত্রী মাইমূনাহ (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেন, নাবী ﷺ বলেছেন : জিবরাঈল (আ) আমার সাথে রাতে সাক্ষাত করার ওয়াদা করেছিলেন; কিন্তু সাক্ষাত করেননি। অতঃপর তাঁর মনে পড়লো যে, আমাদের বিছানার নীচে একটি কুকুর শাবক আছে। তিনি এটাকে বের করে দিতে আদেশ দিলে তা বের করা হলো। অতঃপর তিনি নিজেই পানি দিয়ে সে স্থানটা ধুয়ে ফেলেন। জিবরাঈল (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাতের সময় বললেন, যে ঘরে কুকুর এবং ছবি থাকে সে ঘরে আমরা কখনো প্রবেশ করি না। সকালবেলা নাবী ﷺ কুকুর মারতে আদেশ দিলেন, এমনকি ছোট বাগান পাহারার কুকুর হত্যা করারও আদেশ দেন, বড়ো বাগানের পাহারাদার কুকুর ছাড়া।^{৪১৫৭}

সহীহ।

^{৪১৫৫} বুখারী, মুসলিম।

^{৪১৫৬} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

^{৪১৫৭} মুসলিম, নাসায়ী, আহমাদ।

৪১০৮ - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَتَانِي جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لِي أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ ثَمَائِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامٌ سَتَرُ فِيهِ ثَمَائِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ فَمَرَّ بِرَأْسِ الثَّمَالِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ يُقَطِّعُ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ وَمَرَّ بِالسَّتْرِ فَلْيَقْطَعُ فَلْيَجْعَلْ مِنْهُ وَسَادَتَيْنِ مَثْبُودَتَيْنِ تُوْطَانُ وَمَرَّ بِالْكَلْبِ فَلْيُخْرِجْ " . فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِذَا الْكَلْبُ لِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ كَانَ تَحْتَ نَضْدٍ لَهُمْ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّضَدُّ شَيْءٌ تُوضَعُ عَلَيْهِ الثِّيَابُ شِبْهُ السَّرِيرِ .

صحیح.

৪১৫৮। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জিবরীল আমার নিকট এসে বলেন, গত রাতে আমি আপনার কাছে এসেছিলাম, কিন্তু আমি প্রবেশ করিনি। কারণ ঘরের দরজায় ছবি ছিল, ঘরের মধ্যে ছিল ছবিযুক্ত পর্দা এবং ঘরের ভেতরে ছিল কুকুর। সুতরাং আপনি ঘরে ঝুলানো ছবির মাথা কেটে দেয়ার আদেশ করুন, তাহলে তা গাছের আকৃতিতে পরিণত হবে। আর পর্দাটি কেটে দুইটি বালিশের ভেতরের কাপড় বানাতে আদেশ করুন এবং কুকুরটিকে বের করে দেয়ার হুকুম দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ উপদেশ মত কাজ করলেন। কুকুরটি ছিল হাসান বা হুসাইনের এবং তা তাদের খাটের নীচে শুয়েছিল। তিনি সেটাকেও বের করে দেয়ার আদেশ দেন এবং তা বের করে দেয়া হলো। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, আন-নাযাদ হচ্ছে কাপড় রাখার বস্ত্র, গদি সদৃশ।^{৪১৫৮}

সহীহ।

২৮ - كتاب الترجل

অধ্যায়- ২৮ : চুল আঁচড়ানো

১ - باب التَّهْيِ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْإِرْفَاهِ

অনুচ্ছেদ- ১ : অধিক জাঁকজমক প্রদর্শন নিষেধ

৪১০৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعْقَلٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّرْجُلِ إِلَّا عُبًّا .

صحیح.

৪১৫৯। ‘আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সব সময় চুল আঁচড়াতে নিষেধ করেছেন, তবে একদিন পরপর (আঁচড়ালে দোষ নেই) ^{৪১৫৯}

সহীহ।

৪১৬০ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْمَازِنِيُّ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، أَنَّ رَجُلًا، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ رَحَلَ إِلَى فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَهُوَ بِمِصْرَ فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَتِكَ زَائِرًا وَلَكِنِّي سَمِعْتُ أَنَا وَأَنْتَ حَدِيثًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ . قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَمَا لِي أَرَاكَ شَعْنًا وَأَنْتَ أَمِيرُ الْأَرْضِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْإِرْفَاهِ . قَالَ فَمَا لِي لَا أَرَى عَلَيْكَ حِذَاءً قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَحْتَفِيَ أَحْيَانًا .

صحیح.

৪১৬০। ‘আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ-এর এক সাহাবী মিসরে অবস্থানরত ফাদালাহ ইবনু ‘উবাইদ (রা)-এর নিকট পৌছেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি কেবল আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসিনি, বরং আমি এবং আপনি যে হাদীসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শুনেছি, আশা করি এ সম্পর্কে আপনার কিছু জানা আছে। তিনি বললেন, তা কোন বিষয়ে? তিনি বললেন, একরূপ একরূপ। তিনি বলেন, আপনি একটি স্থানের নেতা, অথচ আপনার মাথায় চুল উস্কাখুস্কা দেখছি? সাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে মাত্রাতিরিক্ত জাঁকজমক দেখাতে নিষেধ করেছেন। তিনি (ফাদালাহ) বলেন, আপনার পায়ে জুতা দেখছি না কেন? তিনি বলেন, নাবী ﷺ আমাদেরকে মাঝেমধ্যে খালি পায়ে চলার আদেশ দিতেন। ^{৪১৬০}

সহীহ।

৪১৬১ - حَدَّثَنَا الثَّقَلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا عِنْدَهُ الدُّثْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَلَا

^{৪১৫৯} তিরমিযী, নাসায়ী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{৪১৬০} নাসায়ী, আহমাদ।

تَسْمَعُونَ أَلَا تَسْمَعُونَ إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيمَانِ إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيمَانِ " . يَغْنِي الثَّقُلُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ أَبُو أُمَامَةَ بْنُ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيِّ .
صحیح.

৪১৬১। আবু উমামাহ সা'লাবা আল-আনসারী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ তাঁর সামনে দুনিয়াদারী সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা কি শুনতে পাও না, তোমরা কি শুনতে পাও না যে, পোশাক-পরিচ্ছদে নম্রতা প্রকাশ ঈমানের অঙ্গ, পোশাক-পরিচ্ছদে নম্রতা প্রকাশ ঈমানের অঙ্গ অর্থাৎ পোশাক-পরিচ্ছদে বাবুগিরি প্রদর্শন না করা।^{৪১৬১}

সহীহ।

২ - باب مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ الطَّيِّبِ

অনুচ্ছেদ : ২ - সুগন্ধি পছন্দ করা

৪১৬২ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ شَيْبَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ سَكَّةٌ يَتَطَيَّبُ مِنْهَا .
صحیح.

৪১৬২। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর একটি উত্তম আতরদানি ছিল, তিনি তা হতে সুগন্ধি ব্যবহার করতেন।^{৪১৬২}

সহীহ।

৩ - باب فِي إِصْلَاحِ الشَّعْرِ

অনুচ্ছেদ : ৩ - চুল পরিপাটি করে রাখা

৪১৬৩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ " .
حسن صحيح.

৪১৬৩। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার মাথায় চুল আছে সে যেন এর যত্ন নেয়।^{৪১৬৩}

হাসান সহীহ।

৪ - باب فِي الْخِطَابِ لِلنِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ : ৪ - নারীদের জন্য খেযাব ব্যবহার সম্পর্কে

৪১৬৪ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي كَرِيمَةُ بِنْتُ هَمَامٍ، أَنَّ أَمْرَأَةً، أَتَتْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فَسَأَلَتْهَا عَنْ خِطَابِ الْحِجَاءِ فَقَالَتْ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَكِنِّي أَكْرَمُهُ كَانَ حَبِيبِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْرَهُ رِيحَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ تَعْنِي خِطَابَ شَعْرِ الرَّأْسِ .
ضعيف.

^{৪১৬১} ইবনু মাজাহ।

^{৪১৬২} তিরমিযী, ইবনু সা'দ 'তাবাকাতে কুবরা'।

^{৪১৬৩} বায়হাকী। সিলসিলাহ সহীহাহ হা/৫০০।

৪১৬৪। ইয়াহইয়া ইবনু আবু কাসীর (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, কারীমহ বিনতু হাম্মাম (র) আমাকে বর্ণনা করেন যে, এক মহিলা মেহেদির খেযাব লাগানো সম্পর্কে 'আয়িশাহ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এটা ব্যবহারে কোন দোষ নেই; তবে আমি তা অপছন্দ করি। কারণ আমার প্রিয় নাবী ﷺ এটির গন্ধ অপছন্দ করতেন। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, অর্থাৎ মাথার চুলের খেযাব।^{৪১৬৪}

দুর্বল।

৪১৬৫ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي غِبْطَةُ بِنْتُ عَمْرِو الْمُحَاشِيعِيَّةُ، قَالَتْ حَدَّثَنِي عَمَّتِي أُمُّ الْحَسَنِ، عَنْ حَدَّثَهَا، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ هِنْدًا بِنْتُ عُتْبَةَ، قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ بَايَعَنِي . قَالَ " لَا أَبَايَعُكَ حَتَّى تُغَيِّرِي كَفَّيْكَ كَأْتَهُمَا كَمَا سَبَّحَ " .

ضعيف.

৪১৬৫। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। 'উতবাহুর কন্যা হিন্দ (রা) বলেন, হে আল্লাহর নাবী! আমার বাই'আত নিন। তিনি বলেন : তুমি তোমার দু' হাতের তালু পরিবর্তন না করা পর্যন্ত তোমাকে বাই'আত করবো না। সে দু'টি যেন হিংস্র প্রাণীর থাবার ন্যায়।^{৪১৬৫}

দুর্বল।

৪১৬৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّورِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتُ عَصْمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ أُوْمَتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرِ يَبْدُهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَبَضَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ فَقَالَ " مَا أَدْرِي أَيْدِي رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ " . قَالَتْ بَلَى امْرَأَةٌ . قَالَ " لَوْ كُنْتُ امْرَأَةً لَغَيَّرْتُ أَظْفَارَكَ " . يَغْنِي بِالْحِثَاءِ .

حسن.

৪১৬৬। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা পর্দার আড়াল হতে একটি কিতাব হাতে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে বাড়িয়ে দিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত না বাড়িয়ে বললেন : আমি বুঝতে পারছি না এটা কোন পুরুষের হাত নাকি নারীর হাত? সে বললো, বরং নারীর হাত। তিনি ﷺ বললেন : তুমি মহিলা হলে অবশ্যই তোমার নখগুলো মেহেদির রং দ্বারা রঞ্জিত করতে।^{৪১৬৬}

হাসান।

৫ - باب في صِلَةِ الشَّعْرِ

অনুচ্ছেদ - ৫ : পরচুলা ব্যবহার

৪১৬৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، عَامَ حَجٍّ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرِ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ " إِنَّمَا هَلَكْتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ " .

صحيح.

^{৪১৬৪} নাসায়ী, আহমাদ। সানাদের কারীমহ বিনতু হাম্মাম সম্পর্কে হাফিয বলেন : মাক্বুল।

^{৪১৬৫} বায়হাকী, মিশকাত। এর সানাদের গিবতাহ মাক্বুল। উম্মুল হাসান ও তার দাদীর অবস্থা জানা যায়নি।

^{৪১৬৬} নাসায়ী, আহমাদ।

৪১৬৭। হুমাইদ ইবনু ‘আবদুর রহমান (র) সূত্রে বর্ণিত। মু‘আবিয়াহ (রা) তার রাজত্বকালে হাজ্জ উপলক্ষে এক সমাবেশে মিম্বারে দাঁড়ালেন। তিনি তার দেহরক্ষী পুলিশের হাত হতে একগুচ্ছ কৃত্রিম চুল নিজ হাতে নিয়ে সবাইকে সম্বোধন করে বললেন, হে মাদীনাহ্বাসী! তোমাদের ‘আলেমগণ কোথায়? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এটা ব্যবহার করতে নিষেধ করতে শুনেছি এবং আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, বনী ইসরাঈলের নারীরা এ কৃত্রিম চুল ব্যবহারে অভ্যস্ত হওয়ায় ধবংস হয়েছে।^{৪১৬৭}

সহীহ।

৪১৬৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُثَيْدٍ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ.

صحیح.

৪১৬৮। ‘আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিশাপ দিয়েছে এসব নারীদেরকে যারা পরচুলা তৈরি করে, যারা তা ব্যবহার করে, যারা দেহে উক্কি লাগিয়ে দেয় ও যারা উক্কি লাগায়।^{৪১৬৮}

সহীহ।

৪১৬৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، - الْمَعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ. قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْوَاصِلَاتِ وَقَالَ عُثْمَانُ وَالْمُسْتَوْصِلَاتِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. فَلَبَّغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ. زَادَ عُثْمَانُ كَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ اتَّفَقَا فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ بَلَّغْنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ. قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْوَاصِلَاتِ وَقَالَ عُثْمَانُ وَالْمُسْتَوْصِلَاتِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَالْمُتَفَلِّجَاتِ قَالَ عُثْمَانُ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى. فَقَالَ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيْ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ. فَقَالَ وَاللَّهِ لَئِنْ كُنْتُ قَرَأْتِهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ ثُمَّ قَرَأَ { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } قَالَتْ إِنِّي أَرَى بَعْضَ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ. قَالَ فَادْخُلِي فَانْظُرِي. فَدَخَلَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ فَقَالَ مَا رَأَيْتِ وَقَالَ عُثْمَانُ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ. فَقَالَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مَا كَانَتْ مَعَنَا.

صحیح.

৪১৬৯। ‘আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ লা‘নাত করেছেন ঐ নারীদের যে নারী উক্কি আঁকে ও যার দেহে অংকন করানো হয়। মুহাম্মাদ (র) বলেন, “যারা কৃত্রিম চুল ব্যবহার করে।” ‘উসমান (র) বলেন, “এবং যারা কপালের উপরের চুল উপড়িয়ে কপাল প্রশস্ত করে”, অতঃপর তারা দু’জনেই একমত হয়ে বলেন, “এবং যারা সৌন্দর্য লাভের জন্যে রেতি ইত্যাদি দ্বারা দাঁত ঘর্ষণ করে সরু করে দাঁতের মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি করে, আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন করে তাদের প্রতিও লা‘নাত। তিনি বলেন, বনী আসাদের উম্মু ইয়াকুব নামী এক মহিলা একথা শুনে এবং ঐ মহিলা কুরআন পড়তেন।” পরে

৪১৬৭ বুখারী, মুসলিম।

৪১৬৮ বুখারী, মুসলিম।

উভয়ে একমত হয়ে বলেন, মহিলাটি তাঁর নিকট এসে বলেন, শুনতে পেলাম আপনি নাকি ঐসব নারীদের অভিশাপ দিয়েছেন, যারা দেহে উক্কি লাগায়, কৃত্রিম চুল ব্যবহার করে, কপালের উপরের চুল উপড়িয়ে কপাল প্রশস্ত করে, এবং যারা রেতি ইত্যাদি দ্বারা দাঁত ঘষে সুরু করে, (‘উসমান বলেন), যারা আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন করে। ‘আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যাদের প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন, আমি তাদের অভিশাপ দিবো না এ কেমন কথা? অথচ এ বিষয়টি মহান আল্লাহর কিতাবে বিদ্যমান। মহিলা বলেন, আমি তো এ কিতাবের আদ্যোপান্ত পড়েছি; কিন্তু একথা তো পাইনি। তিনি বলেন, “আল্লাহর কসম! তুমি (ভালোভাবে) পড়লে অবশ্যই তা পেয়ে যেতে।” অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : (অর্থ)

“আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ করো, আর যা হতে তোমাদের বিরত রাখেন, তা হতে বিরত থাকো, আর আল্লাহকে ভয় করো; নিঃসন্দেহে আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা” (সূরাহ হাশর : ৭)

মহিলা বললেন, আমি আপনার স্ত্রীকে দেখছি তিনি এসবের কিছু কিছু করেন। তিনি বললেন, তাহলে তুমি ভেতরে গিয়ে দেখে এসো। অতঃপর তিনি ভেতরে ঢুকে বেরিয়ে এলেন। তিনি (‘আবদুল্লাহ) বললেন, কি দেখলেন? ‘উসমান বলেন, তিনি বেরিয়ে এসে বললেন, না এসব করতে দেখিনি। তিনি বললেন, এসব থাকলে সে আমার সাথে থাকতে পারতো না।^{৪১৬৯}

সহীহ।

৪১৭০ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ حَبْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوَصِلَةُ وَالْثَامِصَةُ وَالْمُتَمَصِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوِشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَتَفْسِيرُ الْوَاصِلَةِ الَّتِي تَصِلُ الشَّعْرَ بِشَعْرِ النِّسَاءِ وَالْمُسْتَوَصِلَةُ الْمَعْمُولُ بِهَا وَالْثَامِصَةُ الَّتِي تَنْقُشُ الْحَاجِبَ حَتَّى تَرَفَّهُ وَالْمُتَمَصِّصَةُ الْمَعْمُولُ بِهَا وَالْوَاشِمَةُ الَّتِي تَجْعَلُ الْحِيلَانَ فِي وَجْهِهَا بِكُحْلٍ أَوْ مِزَادٍ وَالْمُسْتَوِشِمَةُ الْمَعْمُولُ بِهَا .
صحيح.

৪১৭০। ইবনু ‘আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন অসুস্থতা ছাড়া যেসব নারী পরচুলা তৈরি করে, যে নারী তা ব্যবহার করে, যে নারী স্রুর চুল উপড়ে ফেলে এবং যে নারী দেহে উক্কি অংকন করে তাদেরকে অভিসম্পাত করা হয়েছে। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, الْوَاصِلَةُ শব্দের ব্যাখ্যা হলো, যে নারী অন্য নারীর চুলের সাথে কৃত্রিম চুল সংযোজন করে। অর্থ হলো, وَالْمُسْتَوَصِلَةُ যে নারী এরূপ কৃত্রিম চুল ব্যবহার করে। অর্থ যে নারী সুরু করার জন্য স্রুর চুল উপড়িয়ে দেয়, الْمُتَمَصِّصَةُ অর্থ হলো, যে নারী এ কাজ করায়। الْوَاشِمَةُ অর্থ হলো, যে নারী চেহারায় সুরমা বা রঙের কালি দিয়ে চিত্র অঙ্কিত করে।^{৪১৭০} অর্থ হলো যে নারী এ কাজ করায়।

সহীহ।

৪১৭১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ زَيَْادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ لَا بَأْسَ بِالْقَرَامِلِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَأَنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الْمُنْهَى، عَنْهُ شُعُورُ النِّسَاءِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ أَحْمَدُ يَقُولُ الْقَرَامِلُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ .
ضعيف مقطوع منكر.

^{৪১৬৯} বুখারী, মুসলিম।

^{৪১৭০} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি বায়হাকীতে রয়েছে।

৪১৭১। সাঈদ ইবনু জুবাইর (র) বলেন, নারীদের জন্য রেশমী বা পশমী সুতার কৃত্রিম চুল ব্যবহারে দোষ নেই। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, মনে হয় তার মতে নারীদের চুল দ্বারা তৈরী পরচুলা ব্যবহার নিষিদ্ধ। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, ইমাম আহমাদের (র) মত হলো, রেশমী বা পশমী সুতার কৃত্রিম ব্যবহারে অসুবিধা নেই।^{৪১৭১}

দুর্বল মাক্কুত্ মুনকার।

৬ - باب في ردّ الطيب

অনুচ্ছেদ - ৬ : সুগন্ধি ফেরত দেয়া সম্পর্কে

৪১৭২ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، - الْمَعْنَى - أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُفَرِّقِيَّ، حَدَّثَهُمْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ عَرَضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ طِيبُ الرِّيحِ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ " .

صحيح.

৪১৭২। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কাউকে সুগন্ধি বস্তু উপহার দেয়া হলে সে যেন তা ফিরিয়ে না দেয়। কারণ তা উত্তম সুগন্ধি এবং সহজে বহনযোগ্য।^{৪১৭২}

সহীহ।

৫ - باب ما جاء في المرأة تطيب للخروج

অনুচ্ছেদ - ৭ : বাইরে যাওয়ার সময় নারীদের সুগন্ধি ব্যবহার সম্পর্কে

৪১৭৩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنِي عُثَيْمُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا " . قَالَ قَوْلًا شَدِيدًا .

حسن.

৪১৭৩। আবু মূসা (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : নারীরা যখন সুগন্ধি লাগিয়ে জনসমাজকে এর গন্ধ বিলানোর জন্য তাদের পাশ দিয়ে যাতায়াত করে, সে তখন এরূপ এরূপ। একথা বলে তিনি একটি কঠোর মন্তব্য করেন।^{৪১৭৩}

হাসান।

৪১৭৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، مَوْلَى أَبِي رُحْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ لَقِيتُهُ امْرَأَةً وَجَدَ مِنْهَا رِيحَ الطِّيبِ يُنْفَخُ وَلَدَلِيلُهَا إِعْصَارٌ فَقَالَ يَا أُمَّةَ الْجَبَّارِ جِئْتِ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتْ نَعَمْ . قَالَ وَلَهُ تَطَيَّبْتَ قَالَتْ نَعَمْ . قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ حَبِيَّ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ " لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ لِمَرْأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهَذَا الْمَسْجِدِ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْحَنَابَةِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْإِعْصَارُ غُبَارٌ .

صحيح.

^{৪১৭১} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সানাদের শারীক ইবনু আবদুল্লাহর স্মরণশক্তি মন্দ।

^{৪১৭২} মুসলিম, নাসায়ী।

^{৪১৭৩} তিরমিযী, নাসায়ী, আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ।

৪১৭৪। আবু হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমার সাথে এক মহিলার দেখা হল, যার শরীর থেকে সুগন্ধি বের হচ্ছিল এবং তার (পাতলা) কাপড়ও বাতাসে উড়ছিল। তখন আমি তাকে বলি, হে বেহায়া মহিলা! তুমি কি মাসজিদ থেকে আসছো? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বলেন, তুমি কি খুশবু ব্যবহার করেছো? সে বলল, হ্যাঁ। তখন আবু হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আমি আমার প্রিয় আবুল কাসিম রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে মহিলা খুশবু লাগিয়ে এ মাসজিদে আসে, তার সলাত কবুল হয় না, যতক্ষণ না সে ফিরে গিয়ে নাপাকীর গোসলের ন্যায় গোসল করে। (এমন উত্তমরূপে গোসল করে যাতে তার দেহে কোন সুগন্ধি না থাকে)।^{৪১৭৪}

সহীহ।

৪১৭৫ - حَدَّثَنَا الثَّقَلِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عَلْقَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَيْمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بِخُورًا فَلَا تَشْهَدَنَّ مَعَنَا الْعِشَاءَ " . قَالَ ابْنُ ثَفَيْلٍ " عِشَاءُ الْآخِرَةِ " .

صحیح.

৪১৭৫। আবু হুরাইরাহ্ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কোন নারী সুগন্ধি লাগাবে, সে যেন আমাদের সাথে 'ইশার সলাতে উপস্থিত না হয়'।^{৪১৭৫}

সহীহ।

৮ - باب في الخلق للرجال

অনুচ্ছেদ - ৮ : পুরুষের জন্য জাফরানী রং ব্যবহার (নিষেধ)

৪১৭৬ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَطَاءُ الْخُرَّاسَانِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي لَيْلًا وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ فَخَلَقُونِي بِرَغْفَرَانٍ فَعَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي فَقَالَ " اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ " . فَذَهَبْتُ فَعَسَلْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ وَقَدْ بَقِيَ عَلَىَّ مِنْهُ رَدْعٌ فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي وَقَالَ " اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ " . فَذَهَبْتُ فَعَسَلْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ وَرَحَّبَ بِي وَقَالَ " إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِرِ بِخَيْرٍ وَلَا الْمُتَضَمِّحَ بِالرَّغْفَرَانِ وَلَا الْحَنْبَ " . قَالَ وَرَخَّصَ لِلْحَنْبِ إِذَا نَامَ أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَنْ يَتَوَضَّأَ .

حسن.

৪১৭৬। 'আম্মার ইবনু ইয়াসির (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'একরাতে দু'হাত ফাটা অবস্থায় আমি আমার পরিবারের কাছে হাজির হলে তারা আমার দু'হাতে জাফরান রঙের প্রলেপ লাগিয়ে দেয়। পরদিন সকালে আমি নাবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে সালাম করলে তিনি আমার সালামের জবাব দেননি এবং মারহাবাও বলেননি বরং তিনি বলেন : তুমি ফিরে যাও এবং একে ধুয়ে ফেল। আমি তা ধুয়ে পুনরায় তার নিকট হাজির হই, কিন্তু সে রঙের কিছু তখনও অবশিষ্ট ছিল। এরপর আমি তাকে

^{৪১৭৪} ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

^{৪১৭৫} মুসলিম, নাসায়ী, আহমাদ।

সালাম দিলে তিনি আমার সালামের জবাব দেননি এবং মারহাবাও বলেননি। তিনি বলেন : ফিরে যাও এবং হাত থেকে এ রং ধুয়ে ফেল। আমি ফিরে গিয়ে ধুয়ে ফেলে তাঁর কাছে এসে তাকে সালাম করি। তখন তিনি আমার সালামের জবাব দেন এবং মারহাবা বলেন। তারপর তিনি বলেন ; ফেরেশ্তারা কাফিরের জানাযা, জাফরান রং ব্যবহারকারী ও অপবিত্র লোকদের নিকট আসে না। তবে তিনি নাপাক অবস্থায় অযু করার পর পানাহার করতে ও নিদ্রা যেতে অনুমতি দিয়েছেন।^{৪১৭৬}

হাসান।

৪১৭৭ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ بْنِ أَبِي الْخَوَّارِ، أَنَّهُ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ، يُخْبِرُ عَنْ رَجُلٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، - زَعَمَ عُمَرُ أَنْ يَحْيَى، سَمَى ذَلِكَ الرَّجُلَ فَنَسِيَ عُمَرَ اسْمَهُ - أَنَّ عَمَّارًا قَالَ تَخَلَّقْتُ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ . وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ بِكَثِيرٍ فِيهِ ذِكْرُ الْفُغْلِ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ وَهُمْ حُرْمٌ قَالَ لَا الْقَوْمُ مُقِيمُونَ .

حسن.

৪১৭৭। ‘আম্মার ইবনু ইয়াসির (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কুসুম রং ব্যবহার করেছিলাম... অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ ঘটনা। তবে প্রথম সূত্রের ঘটনা পূর্ণাঙ্গ। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ‘উমার ইবনু ‘আত্বা (র)-কে বললাম, লোকজন কি ইহ্রাম অবস্থায় ছিল? তিনি বলেন, না ইহ্রামহীন ছিল।^{৪১৭৭}

হাসান।

৪১৭৮ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ الْأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْبٍ الْأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ حَدَّثِهِ، قَالَ سَمِعْنَا أَبَا مُوسَى، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى صَلَاةَ رَجُلٍ فِي جَسَدِهِ شَيْءٌ مِنْ خُلُقٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَهُ زَيْدٌ وَزَيْيَادٌ .

ضعيف.

৪১৭৮। আর-রবী‘ ইবনু আনাস (র) হতে তার দু’জন দাদা বা নানার সূত্রে বর্ণিত। তারা বলেন, আমরা আবু মূসা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার শরীরে সামান্য পরিমাণও জাফরান থাকে, আল্লাহ তার সলাত কবুল করেন না। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, তার দুই দাদা বা নানার নাম হলো যায়িদ ও যিয়াদ।^{৪১৭৮}

দুর্বল।

৪১৭৯ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَّ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّرَعُّفِ لِلرِّجَالِ وَقَالَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ أَنَّ يَتْرَعِفَ الرَّجُلُ .

صحيح.

^{৪১৭৬} তিরমিযী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{৪১৭৭} আহমাদ।

^{৪১৭৮} আহমাদ। সানাদের আবু জা‘ফার আর-রাযী হলো ঈসা ইবনু মাহান। হাফিয বলেন : যিয়াদ হলো আনাস ইবনু রবী‘, তিনি মাজহুল। অনুরূপভাবে যায়িদ মাজহুল।

৪১৭৯। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষদের জন্য জাফরান রং ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন।^{৪১৭৯}

সহীহ।

৪১৮০ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْثِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ نُورِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرُبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَيْفَةُ الْكَافِرِ وَالْمُتَضَمِّعُ بِالْخَلْقِ وَالْحَنْبُ إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ" .
حسن.

৪১৮০। ‘আম্মার ইবনু ইয়াসির (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তিন প্রকার ব্যক্তির নিকট ফিরিশতারা আসেন না। (১) কাফিরের লাশের নিকট (জানায়ার), (২) জাফরান রং ব্যবহারকারী, এবং (৩) নাপাক ব্যক্তির নিকট, তবে সে উয় করলে ভিন্ন কথা।^{৪১৮০}

হাসান।

৪১৮১ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَمَّاجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ لَمَّا فَحَّحَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ جَعَلَ أَهْلُ مَكَّةَ يَأْتُونَهُ بِصَيَانِهِمْ فَيَدْعُو لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ وَيَسْتَسْقِ رُءُوسَهُمْ قَالَ فَجِئَ بِي إِلَيْهِ وَأَنَا مُخَلَّقٌ فَلَمْ يَمْسَسْنِي مِنْ أَجْلِ الْخَلْقِ .
منكر.

৪১৮১। ওয়ালাদ ইবনু ‘উক্বাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আল্লাহর নাবী ﷺ মাক্কাহ বিজয় করেন, তখন মাক্কাহবাসীরা তাদের শিশুদের নিয়ে তাঁর নিকট আসতে লাগলো। তিনি তাদের কল্যাণের জন্য দু’আ করতে থাকেন এবং তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। তিনি বলেন, আমাকেও তাঁর নিকট নিয়ে আসা হলো। তখন আমার দেহে জাফরান লাগানো ছিল। জাফরানের কারণে তিনি আমাকে স্পর্শ করেননি।^{৪১৮১}

মুনকার।

৪১৮২ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا سَلْمُ الْعَلَوِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا، دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ - وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَلَمًا يُوَاجِهَ رَجُلًا فِي وَجْهِهِ بَشْيٌ يَكْرَهُهُ - فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ "لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا أَنْ يَغْسِلَ هَذَا عَنْهُ" .
ضعيف.

৪১৮২। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলো। তার দেহে হলদে রঙের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। কারো চেহারায় তাঁর অপছন্দনীয় কিছু দেখলে রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব কমই তার দিকে তাকাতেন। লোকটি চলে গেলে তিনি বললেন : তোমরা যদি তাকে এগুলো ধুয়ে ফেলার আদেশ দিতে।^{৪১৮২}

দুর্বল।

৪১৭৯ বুখারী, মুসলিম।

৪১৮০ আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এটি বায়হাকীতে রয়েছে। সিলসিলাহ সহীহাহ হা/১৮০৪।

৪১৮১ আহমাদ। সানাদের ‘আবদুল্লাহ হামাদানী ওজাত।

৪১৮২ বুখারীর আব্দাবুল মুফরাদ, তিরমিযী, নাসায়ী, আহমাদ। সানাদের সাহ-আল-‘আলাজী সম্পর্কে ইরাকী বলেন : কবীক। অনুরূপ হাকিম বলেন : যঈফ।

৯ - باب مَا جَاءَ فِي الشَّعْرِ

অনুবাদ : মাখার চুল কানের সম্বন্ধে

৪১৮৩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لَمْعَةٍ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَتْنِيَّهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ يَضْرِبُ مَتْنِيَّهِ وَقَالَ شُعْبَةُ يَتْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ .

صحیح

৪১৮৩। আল-আরাআ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কান্নাকার্য খচিত লাল চাঁদর পরিহিত রাসূলুল্লাহর ﷺ চেয়ে সুন্দর কোন বাব্রি চুল-গুলাফে দেখিনি। মুহাম্মাদের বর্ণনায় রয়েছে : তাঁর বাব্রি চুল কাঁধ পর্যন্ত ছিল। শু'বাহর বর্ণনায় রয়েছে : কানের লতি পর্যন্ত ছিল।^{৪১৮৩}

সহীহ।

৪১৮৪ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَهُ شَعْرٌ يَتْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ .

صحیح

৪১৮৪। আল-বারাআ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর চুল তাঁর কানের লতি পর্যন্ত লম্বা ছিল।^{৪১৮৪}

সহীহ।

৪১৮৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ .

صحیح

৪১৮৫। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহর ﷺ মাখার চুল কানের লতি পর্যন্ত লম্বা ছিল।^{৪১৮৫}

সহীহ।

৪১৮৬ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ .

صحیح

৪১৮৬। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহর ﷺ মাখার চুল কানের অর্ধেক পর্যন্ত পৌঁছতো।^{৪১৮৬}

সহীহ।

^{৪১৮৩} বুখারী, মুসলিম।

^{৪১৮৪} বুখারী, মুসলিম।

^{৪১৮৫} তিরমিযী, নাসায়ী, 'মুসান্নাক' আবদুর রায়হান।

^{৪১৮৬} মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, আহমাদ।

৪১৮৭ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوْقَ الْوُقْرَةِ وَدُونَ الْجُمَّةِ .

حسن صحيح.

৪১৮৭। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথার চুল কানের গতির নীচে এবং ঘাড়ের উপর পর্যন্ত দীর্ঘ ছিল।^{৪১৮৭}
হাসান সহীহ।

১০ - باب مَا جَاءَ فِي الْفَرْقِ

অনুচ্ছেদ- ১০ : চুলের সিঁথি সম্পর্কে

৪১৮৮ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شَهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجَّةٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ - يَهْنِي - يَسْتَدِلُّونَ أَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَجُّبُهُ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ فَسَدَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَّقَ بَعْدُ .

صحيح.

৪১৮৮। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে কিতাব তাদের মাথার চুল লম্বাভাবে ঝুলিয়ে দিতো। আর মুশরিকরা মাথায় সিঁথি করতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যে বিষয়ে আলাহর পক্ষ হতে কোন হুকুম ছিলো না, সেক্ষেত্রে তিনি আহলে কিতাবের নিয়ম পালন করতে ভালোবাসতেন। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও তাঁর কপালের চুল লম্বাভাবে ঝুলিয়ে দেন, অতঃপর আবার সিঁথি করেন।^{৪১৮৮}
সহীহ।

৪১৮৯ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدٍ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ - قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ الزَّيْبَرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَفْرِقَ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَدَعْتُ الْفَرْقَ مِنْ يَأْفُوخِهِ وَأَرْسَلُ نَاصِيَتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ .

صحيح.

৪১৮৯। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ মাথার চুলে সিঁথি করতে চাইলে মাথার মাঝ বরাবর দু'ভাগ করে সিঁথি করতাম এবং তাঁর দু' চোখের মাঝখান হতে সোজা কপালের দু'দিকে চুল ছেড়ে দিতাম।^{৪১৮৯}
সহীহ।

১১ - باب فِي تَطْوِيلِ الْجُمَّةِ

অনুচ্ছেদ- ১১ : চুল লম্বা করা সম্পর্কে

৪১৯০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُقْبَةَ السَّوَامِيُّ، - هُوَ أَخُو قَبِيصَةَ - وَحَمِيدُ بْنُ خُوَارٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حَجْرٍ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَلِي شَعْرٌ طَوِيلٌ

^{৪১৮৭} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{৪১৮৮} বুখারী, মুসলিম।

^{৪১৮৯} আহমাদ, ইবনু মাজাহ।

فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " ذُبَابٌ ذُبَابٌ " . قَالَ فَرَجَعْتُ فَحَزَزْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْعَدِ فَقَالَ " إِيَّيْ لَمْ أَغْنِكَ وَهَذَا أَحْسَنُ " .

صحیح.

৪১৯০। ওয়াইল ইবনু হজর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর নিকট আসলাম। আমার মাথায় লম্বা চুল ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দেখে বললেন : মাছি, মাছি। তিনি বলেন, আমি ফিরে এসে চুল কেটে ফেললাম। পরদিন সকালে আমি তাঁর নিকট গেলে তিনি বললেন : আমি তো তোমাকে কষ্ট দেইনি। আর এরূপ (চুল) খুবই চমৎকার! ^{৪১৯০}

সহীহ।

১২ - باب في الرجل يَغْفِصُ شَفْرَةَ

অনুচ্ছেদ- ১২ : পুরুষের চুলের গুচ্ছ সম্পর্কে

৪১৯১ - حَدَّثَنَا الثَّوَالِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ قَالَتْ أُمُّ هَانِيٍّ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى مَكَّةَ وَهُوَ أَرْبَعٌ غَدَاةٍ تَغْنِي عَقَانِصَ .

صحیح.

৪১৯১। মুজাহিদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হানী (রা) বলেছেন, নাবী ﷺ যখন মাক্কাহয় আগমন, তখন তাঁর মাথার চুলে চারটি গুচ্ছ ছিল। ^{৪১৯১}

সহীহ।

১৩ - باب في خلق الرأس

অনুচ্ছেদ- ১৩ : মাথা মুড়ানো

৪১৯২ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، وَابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي يَعْقُوبَ، يُحَدِّثُ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهْمَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا أَنْ يَأْتِيَهُمْ ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ " لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ " . ثُمَّ قَالَ " ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي " . فَجِئْنَا بِنَا كَأَنَّا أَفْرُحُ فَقَالَ " ادْعُوا لِي الْخَلَائِقَ " . فَأَمَرَهُ فَحَلَقَ رُءُوسَنَا .

صحیح.

৪১৯২। আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফার (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ জা'ফারের (রা) পরিবারকে তিন দিন শোক পালনের সুযোগ দিলেন। অতঃপর তিনি তাদের নিকট এসে বললেন : আজকের পর হতে তোমরা আমার ভাইয়ের জন্য আর কাঁদবে না। অতঃপর বললেন : আমার ভাইয়ের ছেলেদের নিয়ে এসো। অতঃপর আমাদেরকে তাঁর কাছে আনা হলো। আমরা যেন পাখির বাচ্চার ন্যায় অসহায়। তিনি বললেন : আমার নিকট নাপিত ডেকে আনো। (নাপিত এলে) তিনি তাকে মাথা মুড়ানোর আদেশ দিলে সে আমাদের মাথা মুড়িয়ে দিলো। ^{৪১৯২}

সহীহ।

^{৪১৯০} নাসায়ী, ইবনু মাজাহ।

^{৪১৯১} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান গরীব।

^{৪১৯২} নাসায়ী, আহমাদ।

১৪ - باب في النِّوَابَةِ

অনুচ্ছেদ- ১৪ : গুচ্ছচুল সম্পর্কে

১১৭৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ، - قَالَ أَحْمَدُ كَانَ رَجُلًا صَالِحًا - قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقَزَعِ وَالْقَزَعُ أَنْ يُخْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ فَيُتْرَكَ بَعْضُ شَعْرِهِ .
صحیح.

৪১৯৩। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাযা'আ করতে বাধণ করেছেন। কাযা'আ হলো শিশুদের মাথায় কিছু চুল অবশিষ্ট রেখে কিছু চুল কামিয়ে ফেলা।^{৪১৯৩}

সহীহ।

১১৭৪ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ وَهُوَ أَنْ يُخْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ فَيُتْرَكَ لَهُ ذُوَابَةٌ .
صحیح.

৪১৯৪। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ কাযা'আ করতে নিষেধ করেছেন। তা হলো শিশুদের মাথা কামিয়ে তাতে কিছু চুল অবশিষ্ট রাখা।^{৪১৯৪}

সহীহ।

১১৭৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى صَبِيًّا قَدْ خُلِقَ بَعْضُ شَعْرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ فَتَهَاؤُمُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ " اخْلُقُوهُ كُلَّهُ أَوْ ائْرِكُوهُ كُلَّهُ " .
صحیح.

৪১৯৫। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা নাবী ﷺ দেখলেন যে, একটি শিশুর মাথার কিছু অংশ কামানো আর কিছুটা অবশিষ্ট রাখা আছে। তিনি তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন : হয় সবটুকু কামিয়ে ফেলো নতুবা সবটুকু রেখে দাও।^{৪১৯৫}

সহীহ।

১৫ - باب مَا جَاءَ فِي الرُّخَصَةِ

অনুচ্ছেদ- ১৫ : চুলের গুচ্ছ রাখার (অনুমতি) সম্পর্কে

১১৭৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَتْ لِي ذُوَابَةٌ فَقَالَتْ لِي أُمِّي لَا أَجْزُهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْدُهَا وَيَأْخُذُ بِهَا .
ضعيف الأسناد.

৪১৯৬। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মাথার চুলে গুচ্ছ ছিল। আমার মা আমাকে বললেন, এটা কাটবো না, কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ তা টানতেন ও স্পর্শ করতেন।^{৪১৯৬}

সানা দূর্বল।

^{৪১৯৩} বুখারী, মুসলিম।

^{৪১৯৪} আহমাদ।

^{৪১৯৫} মুসলিম, নাসায়ী, আহমাদ।

^{৪১৯৬} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সানাদের মাইয়ুন ইবনু 'আবদুল্লাহ সম্পর্কে হাফিয বলেন : মাজহুল। হাদীসটি রয়েছে মিশকাত হা/৪৪৬২।

৪১৭৭ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ حَسَّانَ، قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَحَدَّثَنِي أَخِي الْمَغِيرَةُ، قَالَتْ وَأَنْتَ يَوْمَئِذٍ غَلَامٌ وَلَكَ قَرْنَانِ أَوْ قُصْتَانِ فَسَحَّ رَأْسُكَ وَبَرَكَ عَلَيْكَ وَقَالَ " اخْلُقُوا هَذَيْنِ أَوْ قُصُوهُمَا فَإِنَّ هَذَا زِيُّ الْيَهُودِ ".
ضعيف الأسناد.

৪১৭৭। আল-হাজ্জাজ ইবনু হাস্‌সান (র) বলেন, একদা আমরা আনাস ইবনু মালিকে (রা)-এর নিকট গেলাম। আমার বোন আল-মুগীরাহ আমার নিকট বর্ণনা করেন, তুমি তখন বালক ছিলে আর তোমার মাথায় দু'টি শিং অর্থাৎ দু'টি চুলের ওচ্ছ ছিল। তিনি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে তোমার কল্যাণের জন্য দু'আ করে বলেন, এ দু'টি কমিয়ে ফেলো বা কেটে ফেলো। কারণ এটা ইয়াহুদীদের রীতি।^{৪১৭৭}

সানাদ দুর্বল।

১৬ - باب في أخذ الشارب

অনুচ্ছেদ- ১৬ : পৌক ছাটা

৪২৭৮ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سَفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَتْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ " الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِثَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأُظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ ".
صحيح.

৪২৭৮। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : পাঁচটি বিষয় ফিতুরাতের অন্তর্ভুক্ত : (১) খাৎনা করা, (২) নাভির নীচের লোম পরিষ্কার করা, (৩) বগলের লোম উপড়ে ফেলা, (৪) নখ কাটা এবং (৫) মোঁচ ছাটা।^{৪২৭৮}

সহীহ।

৪২৭৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللَّحَى .
صحيح.

৪২৭৭। আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মোঁচ কাটতে এবং দাঁড়ি লম্বা করতে আদেশ দিয়েছেন।^{৪২৭৭}

সহীহ।

৪২০০ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ الدَّقِيقِي، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍانَ الْحَوْزِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ وَقَتَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَلَقَ الْعَانَةَ وَتَقْلِيمَ الْأُظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَتْفُ الْإِبْطِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا مَرَّةً . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَمْرٍانَ عَنْ أَنَسٍ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ وَقَتَ لَنَا وَهَذَا أَصَحُّ .
صحيح.

৪২০০ আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সানাদের মুগীরাহ বিনতু হাস্‌সান সম্পর্কে হাফিয বলেন : মাকবুলাহ হাদীসটি রয়েছে মিশকাত হা/৪৪৮৪।

৪২০০ বুখারী, মুসলিম।

৪২০০ বুখারী, মুসলিম।

৪২০০। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের জন্য সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন অন্তত চল্লিশ দিনে একবার নাভির নীচের লোম কামাতে, নখ কাটতে, মৌচ ছাঁটতে এবং বগলের লোম উপড়ে ফেলতে। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, হাদীসটি জাফার ইবনু সুলাইমান হতে আবু ইমরান থেকে আনাস (রা) সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। এ সূত্রে বর্ণনাকারী 'নাবী ﷺ বলেন' এরূপ বর্ণনা করেননি, বরং বর্ণনা করেছেন এভাবে : আমাদের জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। আর এটাই অধিক সহীহ।^{৪২০০}

সহীহ।

৪২০১ - حَدَّثَنَا ابْنُ نَفِيلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَقَرَأَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ عَلَى أَبِي الزُّبَيْرِ وَرَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كُنَّا نَغْفِي السَّبَالَ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْإِسْحَقُادُ حَلَقُ الْعَانَةِ .
ضعيف الأسناد.

৪২০১। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হাজ্জ ও 'উমরাহ হাড়া দাঁড়ির সম্মুখ ভাগ লম্বা করে রাখতাম। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, অর্থাৎ নাভির নীচের লোম কামিয়ে ফেলা।^{৪২০১}

সানাদ দুর্বল।

১৫ - باب في تفت الشيب

অনুচ্ছেদ- ১৭ : সাদা চুল উপড়ে ফেলা সম্পর্কে

৪২০২ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، - الْمَعْنَى - عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا تَتَغَفَرُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِبُّ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ " . قَالَ عَنْ سُفْيَانَ " إِلَّا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . وَقَالَ فِي حَدِيثٍ يَحْيَى " إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ .
حسن صحيح.

৪২০২। 'আমর ইবনু শু'আইব (র) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা পাকা চুল-দাঁড়ি উপড়িয়ে ফেলো না। কেননা কোন মুসলিম ইসলামের মধ্যে থেকে চুল পাকালে (সুফিয়ানের বর্ণনায় রয়েছে) এটা তার জন্য কিয়ামাতের দিন উজ্জ্বল নূর হবে। (ইয়াহইয়্যার বর্ণনায় রয়েছে) আল্লাহ তার প্রতিটি পাকা চুলের পরিবর্তে তাকে একটি নেকী দান করবেন এবং একটি গুনাহ মিটিয়ে দিবেন।^{৪২০২}

হাসান সহীহ।

১৮ - باب في الخِطَاب

অনুচ্ছেদ- ১৮ : খেযাব ব্যবহার সম্পর্কে

৪২০৩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَنْفَعُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ " إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ " .
صحيح.

^{৪২০০} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

^{৪২০১} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। হাকিম ইবনু হাজার এটি ফাতহুল বায়ী গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

^{৪২০২} তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান।

৪২০৩। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : নিশ্চয় ইয়াহুদী ও নাসারাগণ চুল-দাঁড়িতে খেঁযাব লাগায় না। কাজেই তোমার তাদের বিপরীত করো।^{৪২০৩}

সহীহ।

৪২০৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَتَى بَابِي قُحَاةَ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ يَبَاحُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " غَيِّرُوا هَذَا بِشْيءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ " .

صحیح.

৪২০৪। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাক্কাহ বিজয়ের দিন আবু কুহাফাকে আনা হলো। এ সময় তার মাথার চুল ও দাঁড়ি সাগামাহ (গাছের) মত একেবারে সাদা ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : খেঁযাব লাগিয়ে এগুলো পরিবর্তন করো কিন্তু কালো রং বর্জন করো।^{৪২০৪}

সহীহ।

৪২০৫ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سَعِيدِ الْحَرِيرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنْ أَحْسَنَ مَا غَيْرَ بِهِ هَذَا الشَّيْبُ الْحِنَاءُ وَالْكُثْمُ " .

صحیح.

৪২০৫। আবু যার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এ বার্ষিক্য পরিবর্তনের সবচেয়ে উত্তম রং হলো মেহেদি ও কাতাম (কালো রং নিঃসারক উদ্ভিদ)।^{৪২০৫}

সহীহ।

৪২০৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ إِهَادٍ - قَالَ حَدَّثَنَا إِهَادٌ، عَنْ أَبِي رِمَّةَ، قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نُحْوِ النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا هُوَ ذُو وَفْرَةٍ بِهَا رَدْعٌ حِنَاءٌ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ .

صحیح.

৪২০৬। আবু রিমসাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আমার পিতার সঙ্গে নাবী ﷺ-এর নিকট যাই। নাবী ﷺ-এর কানের লতি পর্যন্ত দীর্ঘ বাবরি চুল মেহেদির রঙে রঞ্জিত ছিল এবং তাঁর পরিধানে ছিল দু'টি সবুজ রঙের চাঁদর।^{৪২০৬}

সহীহ।

৪২০৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبَجَرَ، عَنْ إِهَادِ بْنِ لَعِيطٍ، عَنْ أَبِي رِمَّةَ، فِي هَذَا الْعَبْرِ قَالَ لَهُ أَبِي أَرْنِي هَذَا الَّذِي يَظْهَرُكَ فَإِنِّي رَجُلٌ طَيِّبٌ . قَالَ " اللَّهُ الطَّيِّبُ بَلْ أَنتَ رَجُلٌ رَفِيقٌ طَيِّبٌهَا الَّذِي خَلَقَهَا " .

صحیح.

৪২০৩ বুখারী, মুসলিম।

৪২০৪ মুসলিম, নাসারী।

৪২০৫ তিরমিযী, নাসারী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

৪২০৬ এটি সংক্ষেপে গত হয়েছে হা/৪০৬৫।

৪২০৭। আবু রিমসাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর আমার পিতা তাঁকে বলেন, আপনার পিঠের এ জিনিসটি (মবুওয়াতের মোহর) আমাকে দেখান, কারণ আমি একজন চিকিৎসক। তিনি বললেন : আব্বাহ হলেন চিকিৎসক, আর তুমি একজন বন্ধু। তিনিই এর চিকিৎসক যিনি একে সৃষ্টি করেছেন।^{৪২০৭}

সহীহ।

৪২০৮ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِي رَمْثَةَ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَأَبِي فَقَالَ لِرَجُلٍ أَوْ لِأَيِّهِ "مَنْ هَذَا" . قَالَ ابْنِي . قَالَ " لَا تَجْنِي عَلَيْهِ " . وَكَانَ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالْحِنَاءِ .

صحیح.

৪২০৮। আবু রিমসাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। আমি ও আমার পিতা নাবী ﷺ-এর নিকট আসলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে বা তার পিতাকে বললেন : এটা কে? তিনি বলেন, আমার ছেলে। তিনি ﷺ বলেন : তার উপর মল আচরণ করো না। এ সময় তাঁর দাঁড়ি মেহেদির রঙে রঞ্জিত ছিল।^{৪২০৮}

সহীহ।

৪২০৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ سِيلَ عَنْ حِضَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَخْضِبْ وَلَكِنْ قَدْ خَضَّبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .

صحیح.

৪২০৯। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তাকে নাবী ﷺ-এর খেবাব ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হলে তিনি বলেন, তিনি ﷺ খেবাব ব্যবহার করেননি; কিন্তু আবু বাকর ও ﷺ খেবাব লাগিয়েছেন।^{৪২০৯}

সহীহ।

১৭ - باب مَا جَاءَ فِي خِضَابِ الصُّفْرَةِ

অনুচ্ছেদ- ১৯ : হলুদ রঙের খেবাব ব্যবহার সম্পর্কে

৪২১০ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ أَبُو سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ الثَّعَالَ السَّبْتِيَّةَ وَيَصْفَرُّ لِحْيَتَهُ بِالزُّعْفَرَانِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .

صحیح.

৪২১০। ইবনু উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ পাকা চামড়ার তৈরী জুতা পরতেন এবং তাঁর দাঁড়িতে ওয়ারুস খালের রস ও জাকরান লাগাতেন। ইবনু উমার (রা)-ও এরূপ করতেন।^{৪২১০}

সহীহ।

৪২১১ - حَدَّثَنَا عُثَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مَرُّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ قَدْ خَضَّبَ بِالْحِنَاءِ فَقَالَ " مَا أَحْسَنَ هَذَا " .

^{৪২০৭} নাসারী, আহমাদ। সিলসিলাহ সহীহাহ হা/১৫৩৫।

^{৪২০৮} নাসারী, আহমাদ।

^{৪২০৯} বুখারী, মুসলিম।

^{৪২১০} নাসারী।

قَالَ فَمَرَّ آخَرُ فَقَدْ خَضَبَ بِالْحِنَاءِ وَالْكَثْمِ فَقَالَ " هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا " . قَالَ فَمَرَّ آخَرُ فَقَدْ خَضَبَ بِالصُّفْرِ فَقَالَ " هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ " .
ضعيف.

৪২১১। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক মেহেদির খেয়াব লাগিয়ে দাবী করে-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে তিনি বললেন : এটা খুবই চমৎকার। বর্ণনাকারী বলেন, আরেক লোক মেহেদি ও কাতাম মিশ্রিত খেয়াব লাগিয়ে অতিক্রম করলে তিনি বলেন : এটি ওটার চেয়েও সুন্দর। অতঃপর আরেক লোক হলদে রঙের খেয়াব লাগিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বলেন : এটি পূর্বের দু'টির তুলনায় আরো সুন্দর।^{৪২১১}

দুর্বল।

২ - باب مَا جَاءَ فِي خُطَابِ السَّوَادِ

অনুচ্ছেদ- ২০ : কালো রঙের খেয়াব ব্যবহার সম্পর্কে

৪২১২ - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَوِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِغُونَ رَائِحَةَ الْحَنَةِ " .
صحیح.

৪২১২। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শেষ যুগে এমন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে, যারা কবুতরের গলায় থলির ন্যায় কালো রঙের খেয়াব লাগাবে। তারা জানাতের দ্বারও পাবে না।^{৪২১২}

সহীহ।

২ - باب مَا جَاءَ فِي الْإِنْفَاعِ بِالْعَاجِ

অনুচ্ছেদ- ২১ : হাতির দাঁত ব্যবহার সম্পর্কে

৪২১৩ - حَدَّثَنَا مُسْنَدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ حُمَيْدِ الشَّامِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْمُنْبِهِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ كَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِإِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِ فَاطِمَةَ وَأَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِذَا قَدِمَ فَاطِمَةَ فَقَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ لَهُ وَقَدْ عُلِّقَتْ مَسْحًا أَوْ سَتْرًا عَلَى بَابِهَا وَحَلَّتِ الْحُسْنُ وَالْحُسَيْنُ قُلَيْبٍ مِنْ فَضَّةٍ فَقَدِمَ فَلَمْ يَدْخُلْ فَظَنَّتْ أَنْ مَا مَنَعَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَا رَأَى فَهَتَكَتِ السَّتْرَ وَفَكَكَتِ الْقُلَيْبَ عَنِ الْعَبَّاسِيِّ وَقَطَعَتْهُ بَيْنَهُمَا فَانْطَلَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُمَا يَتَكَيَّانِ فَأَخَذَهُ مِنْهُمَا وَقَالَ " يَا ثَوْبَانُ أَذْهَبَ بِهَذَا إِلَى آلِ فُلَانٍ " . أَهْلُ بَيْتِ الْمَدِينَةِ " إِنَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي أَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلُوا طَيِّبَاتِهِمْ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا يَا ثَوْبَانُ اشْتَرِ لِفَاطِمَةَ قِلَادَةً مِنْ عَصَبِ وَسَوَارِينَ مِنْ عَاجٍ " .

ضعيف الإسناد منكرو.

^{৪২১১} ইবনু মাজাহ। সানাদে ইসহাক ইবনু মানসুর রয়েছে। তিনি সত্যবাদী কিন্তু তিনি শিয়া হওয়ার ব্যাপারে সমালোচিত। যেমনটি হাফিয আত-তারকুদী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

^{৪২১২} নাসায়ী, আহমাদ।

৪২১৩। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে বের হওয়ার সময় পরিবারের লোকদের মধ্যকার সবশেষে ফাতিমাহর কাছ থেকে বিদায় নিতেন; আর সফর শেষে বাড়ি এসে সবার আগে ফাতিমাহর সাথে দেখা করতেন। একদা তিনি কোন এক যুদ্ধ হতে ফিরে এসে দেখেন, ফাতিমাহ ঘরের দরজায় পশমী চাঁদর বা পর্দা ঝুলিয়েছেন এবং হাসান হুসাইনকে রূপার কাঁকন পরিয়েছেন। তাই তিনি তার ঘরে ঢুকেননি। ফাতিমাহ (রা) বুঝতে পারলেন যে, এসব দেখেই তিনি আমার নিকট আসেননি। তাই তিনি পর্দা ছিঁড়ে ফেলেন এবং কাঁকন দুটো ছেলেছয়ের হাত হাতে খুলে তাদের সামনেই ভেঙ্গে ফেলেন। তারা দু'জন কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকট গেলে তিনি তাদের হাত থেকে ভাঙ্গা কাঁকন নিয়ে বললেন : হে সাওবান! তুমি এটা নিয়ে মাদীনাহর আহলে বইতের অমুক পরিবারে যাও। নিঃসন্দেহে এরা হলো আমার ঘরের লোক। এরা তাদের পার্থিব জীবনে উত্তম খাবার গ্রহণ করুক তা আমি চাই না। হে সাওবান! ফাতিমাহর জন্য একটি পুঁতির মালা ও হাতির দাঁতের তৈরি দুটি কাঁকন কিনে আনো।^{৪২১৩}

সানাদ দুর্বল মুলকার।

^{৪২১৩} আহমাদ। সানাদের হুমাইদ শামী হলো ইবনু হিমসী। তিনি অজ্ঞাত। অনুরূপভাবে সানাদের সুলাইমান মুনাবিহি অজ্ঞাত। যেমনটি হাকিম আত-তাকুরী গ্রন্থে বলেছেন।

২৭ - كتاب الخاتم

অধ্যায়- ২৯ : আখটি

১ - باب ما جاء في اتخاذ الخاتم

অনুচ্ছেদ- ১ : আখটি ব্যবহার করা

৪২১৪ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ الرَّؤَاسِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى بَعْضِ الْأَعَاجِمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابَنَا إِلَّا بِخَاتَمٍ فَأَتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِصَّةٍ وَتَفَشَّ فِيهِ "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ".

صحیح.

৪২১৪। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কতিপয় অনারব বাদশাদের নিকট চিঠি প্রেরণ করতে চাইলে তাঁকে বলা হলো যে, তারা তো সীলমোহরবিহীন কোন চিঠি পড়ে না। সুতরাং তিনি রূপা দিয়ে একটি আখটি বানান, এবং তাতে “মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ” অঙ্কিত করান।^{৪২১৪}

সহীহ।

৪২১৫ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ زَادَ فَكَانَ فِي يَدِهِ حَتَّى قُبِضَ وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ وَفِي يَدِ عُمَرَ حَتَّى قُبِضَ وَفِي يَدِ عُثْمَانَ فَيَتِمَّا هُوَ عِنْدَ بَرٍّ إِذَا سَقَطَ فِي الْبِرِّ فَأَمَرَ بِهَا فَتُرِحَتْ فَلَمْ يُقَدَّرْ عَلَيْهِ.

صحیح الأسناد.

৪২১৫। আনাস (রা) সূত্রে ইসা ইবনু ইউনুসের বর্ণিত উপরের হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণিত। এতে আরো রয়েছে : নাবী ﷺ-এর রূপার আখটি তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর হাতেই ছিল, অতঃপর সেটি আবু বাকর (রা)-এর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর হাতে, এরপর ‘উমার (রা)-এর মৃত্যুর পর্যন্ত তাঁর হাতে ছিল, অতঃপর ‘উসমানের (রা) হাতে এলে একদিন তিনি কূপের নিকট অবস্থানকালে হঠাৎ তার হাত থেকে সেটি কূপে পড়ে যায়। পরে তার নির্দেশে কূপের সমস্ত পানি নিকাশ করা হয় কিন্তু সেটি আর পাওয়া যায়নি।^{৪২১৫}

সালান সহীহ।

৪২১৬ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسٌ، قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ وَرَقٍ فَصُهُ حَبَشِيٌّ.

صحیح.

^{৪২১৪} বুখারী, মুসলিম।

^{৪২১৫} হাদীসটির শাহিদ হাদীস রয়েছে ইবনু ‘উমার থেকে বুখারী ও মুসলিমে।

৪২১৬। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ-এর একটি রূপার আংটি ছিল এবং এর পাথর ছিল আবিসিনিয়।^{৪২১৬}

সহীহ।

৪২১৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ كُلُّهُ فَضَّةٌ مِنْهُ .
صحیح.

৪২১৭। আনাস ইবনু মালিক (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ আংটি ও তার পাথর পুরোটাই ছিল রূপার।^{৪২১৭}

সহীহ।

৪২১৮ - حَدَّثَنَا نُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فِيهِ بَطْنَ يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ وَنَقَشَ فِيهِ " مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ " . فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِمَ الذَّهَبِ فَلَمَّا رَأَوْهُمْ قَدْ اتَّخَذُوهَا رَمَى بِهِ وَقَالَ " لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا " . ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقَشَ فِيهِ " مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ " . ثُمَّ لَبَسَ الْخَاتَمَ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ لَبَسَهُ بَعْدَهُ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ لَبَسَهُ بَعْدَهُ عُثْمَانُ حَتَّى وَقَعَ فِي بَيْرِ أَرِسَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَخْتَلِفِ النَّاسُ عَلَى عُثْمَانَ حَتَّى سَقَطَ الْخَاتَمُ مِنْ يَدِهِ .
صحیح.

৪২১৮। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি আংটি বানিয়েছিলেন স্বর্ণের এবং এর উপরিভাগে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অঙ্কন করিয়েছিলেন। ফলে লোকেরাও স্বর্ণের আংটি বানালো। তিনি তা দেখে স্বর্ণের আংটি বর্জন করে বললেন : আমি এটি আর কখনোই পরবো না। অতঃপর তিনি রূপা দিয়ে একটি আংটি বানালেন এবং তাতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অঙ্কিত করালেন। তাঁর মৃত্যুর পর আবু বাকর (রা) তা ব্যবহার করেন। তার মৃত্যুর পর 'উমার (রা) তা ব্যবহার করেন এবং তার পরে 'উসমান (রা) তা ব্যবহার শুরু করেন। একদিন তার হাত থেকে সেটি 'আরীস' নামক কূপে পড়ে যায়। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, 'উসমানের (রা) হাত থেকে আংটিটি পড়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত লোকেরা তার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়নি।^{৪২১৮}

সহীহ।

৪২১৯ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، فِي هَذَا الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَشَّ فِيهِ " مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ " . وَقَالَ " لَا يَنْقُشُ أَحَدٌ عَلَى نَفْسِ خَاتَمِي هَذَا " . ثُمَّ سَأَلَ الْحَدِيثَ .
صحیح.

৪২১৬ বুখারী, মুসলিম।

৪২১৭ তিরমিযী, রাসূলুল্লাহ, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি সহীহ গরীব।

৪২১৮ বুখারী, মুসলিম।

৪২১৯। ইবনু 'উমার (রা) এ বিষয়ে নাবী ﷺ-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নাবী ﷺ রূপা দিয়ে একটি আংটি বানালেন এবং তাতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অঙ্কিত করে বলেন : কেউ যেন তার আংটিতে এ বাক্য অঙ্কিত না করে। অতঃপর বর্ণনাকারী অবশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করেন।^{৪২১৯}

সহীহ।

৪২২০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، بِهَذَا الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَالْتَمِسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَأَتَوْهُ عُمَانُ خَاتَمًا وَقَشَّ فِيهِ " مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ " . قَالَ فَكَانَ يَخْتَمُ بِهِ أَوْ يَتَخْتَمُ بِهِ .

ضعيف الأسناد منكر المتن.

৪২২০। ইবনু 'উমার (রা) নাবী ﷺ-এর সূত্রে এ সম্পর্কে বর্ণনা করেন, তারা আংটিটি অনুসন্ধান করে পেলেন না। অতঃপর 'উসমান (রা) আরেকটি আংটি বানান এবং তাতে 'মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ' বাক্য অঙ্কিত করেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি সেটি আংটি হিসেবে ব্যবহার করতেন অথবা সীলমোহর হিসেবে সরকারী কাজে ব্যবহার করতেন।^{৪২২০}

সানাদ দুর্বল, মাতান মুনকার।

২ - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْخَاتَمِ

অনুচ্ছেদ- ২ : আংটি ব্যবহার না করা

৪২২১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، لَوْثِنْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ النَّبِيِّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ يَوْمًا وَاحِدًا فَصَنَعَ النَّاسُ فَلَبِسُوا وَطَرَحَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَرَحَ النَّاسُ . قَالَ أَبُو فُلَوْدٍ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ زَيْدًا بْنُ سَعْدٍ وَشُعَيْبٌ وَابْنُ مُسَافِيرٍ كُلُّهُمْ قَالَ مِنْ وَرَقٍ .

صحيح.

৪২২১। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি একদিন নাবী ﷺ-এর হাতে একটি রূপার আংটি দেখতে পেলেন। লোকজনও আংটি বানিয়ে ব্যবহার শুরু করে। অতঃপর নাবী ﷺ তা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, ফলে তারাও তা ছুঁড়ে ফেলে দেয়।^{৪২২১}

সহীহ।

৩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ

অনুচ্ছেদ- ৩ : স্বর্ণের আংটি সম্পর্কে

৪২২২ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ بْنَ الرَّبِيعِ، يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ الصُّفْرَةِ - يَعْنِي الْخُلُقَ - وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ وَحَرَّ الْإِزَارِ وَالتَّخْتُمَ بِالذَّهَبِ وَالتَّبَرُّجَ بِالزَّيْنَةِ لَغَيْرِ مَحَلِّهَا وَالضَّرْبَ بِالْكَعَابِ وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ وَعَقْدَ التَّمَائِمِ

^{৪২১৯} বুখারী, মুসলিম।

^{৪২২০} নাসায়ী। এর সানাদে মুগীরাহ ইবনু যিয়াদ রয়েছে। হাফিয আত-তাকুরীও এতে বলেন : সত্যবাদী, কিন্তু সন্দেহ আছে।

^{৪২২১} বুখারী, মুসলিম।

وَعَزَلَ الْمَاءَ لَغَيْرِ أَوْ غَيْرِ مَحَلِّهِ أَوْ عَنْ مَحَلِّهِ وَفَسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرِ مُحَرَّمِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ ائْتَرَدَ بِإِسْنَادٍ هَذَا الْحَدِيثِ أَهْلُ
الْبَصْرَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

منكر.

৪২২২। ‘আবদুর রহমান ইবনু হারমালাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। ইবনু মাসউদ (রা) বলতেন, আল্লাহর নারী দশটি বিষয় অপছন্দ করতেন : (১) পীত রং ব্যবহার, (২) বার্বাক্য পরিবর্তন করা, (৩) পরিধেয় বস্ত্র হেঁচড়ানো, (৪) (পুরুষদের) স্বর্ণের আংটি ব্যবহার, (৫) স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষদের নিকট নারীদের সৌন্দর্য প্রকাশ করা, (৬) দাবা বা অনুরূপ খেলার গুটি চালনা করা, (৭) ‘মুআবিজাত’ অর্থাৎ সূরাহ ‘নাস’ ও ‘ফালাক’ ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে ঝাড়ফুক করা, (৮) তাবীয লটকানো, (৯) লজ্জাস্থানের বাইরে বীর্ষশীত করা, (১০) দুধ দানকারিনী স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা, তবে তা হারাম নয়। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীস কেবল বাসরাহর বর্ণনাকারীরা বর্ণনা করেছেন।^{৪২২২}

মুনকার।

৪ - باب ما جاء في خاتم الحديد

অনুচ্ছেদ- ৪ : লোহার আংটি সম্পর্কে

৪২২৩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَزْمَةَ، - الْمَعْنَى - أَنَّ زَيْدَ بْنَ حُبَابٍ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ السُّلَمِيِّ الْمَرْزُوقِيِّ أَبِي طَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا، جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبِّهِ فَقَالَ لَهُ " مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الْأَصْنَامِ " . فَطَرَحَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ " مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حَلِيَّةَ أَهْلِ النَّارِ " . فَطَرَحَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَى شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ قَالَ " اتَّخِذْهُ مِنْ وَرْقٍ وَلَا تُخِمْهُ مِثْقَالًا " . وَلَمْ يَقُلْ مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ . وَلَمْ يَقُلِ الْحَسَنُ السُّلَمِيُّ الْمَرْزُوقِيُّ .

ضعيف.

৪২২৩। ‘আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি পিতলের আংটি পরিহিত অবস্থায় নাবী ﷺ নিকট এলে তিনি তাকে বলেন : আমি তোমার কাছ থেকে মূর্তির গন্ধ পাচ্ছি কেন? একথা শুনে লোকটি আংটি ছুড়ে ফেলে দিলো। অতঃপর সে একটি লোহার আংটি পরে এলে তিনি বলেন : আমি তোমার নিকট জাহান্নামীদের অলংকার দেখছি কেন? লোকটি এটিও ছুড়ে ফেলে দিলো। লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে কিসের আংটি ব্যবহার করবো? তিনি বলেন : রূপার আংটি ব্যবহার করো, তবে তা যেন এক মিস্কাল এর অধিক না হয়।^{৪২২৩}

দূর্বল।

^{৪২২২} নাসায়ী, আহমাদ। সানাদে ‘আবদুর রহমান বিন হারমালাহ রয়েছে। হাফিয বলেন : মাক্কুল। ইমাম বুখারী ‘আয-যু‘আফা’ গ্রন্থে বলেন : ক্বাসিম ইবনু হাসসান হতে ইবনু মাসউদ বর্ণিত হাদীসটি সহীহ নয়।

^{৪২২৩} তিরমিযী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : ‘এই হাদীসটি গরীব।’ সানাদে ‘আবদুল্লাহ বিন মুসলিম সুলামী রয়েছে। ইমাম মাহাবী বলেন : সালিহুল হাদীস। আল্লামা হায়সামী বলেন : ‘তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না।’ আর ‘আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ হাদীসটি তার পিতা থেকে শুনেছেন। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল তার হাদীসকে যঈফ বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন : তার পিতার সূত্রে তার হাদীসগুলো মুনকার।

৪২২৪ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَزِيَادُ بْنُ بِحْيٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالُوا حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ أَبُو عَثَابٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَكِينٍ، نُوحُ بْنُ رَبِيعَةَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُعْتَقِيبِ، وَحَدَّثَهُ، مِنْ قَبْلِ أَنَّهُ أَبُو ذُبَابٍ عَنْ حَدِّهِ، قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ حَدِيدٍ مَلُوءٍ عَلَيْهِ فِضَّةٌ . قَالَ قَرِيبًا كَانَ فِي يَدِهِ قَالَ وَكَانَ الْمُعْتَقِيبُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ .

৪২২৪। ইয়াস ইবনুল হারিস ইবনু মু'আইক্বীব (র) তার নানার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, শোহাবর একটি আংটি রূপা দিয়ে মুড়ানো ছিল। তিনি বলেন, সেটা কখনো আমার নিকট থাকতো। বর্ণনাকারী বলেন, মু'আইক্বীব (রা) ছিলেন নাবী ﷺ-এর আংটির যিম্মাদার।^{৪২২৪}

দুর্বল।

৪২২৫ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بَشَرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " قُلِ اللَّهُمَّ اغْنِنِي وَسَدِّدْنِي وَادْكُرْ بِالْهُدَايَةِ هِدَايَةَ الطَّرِيقِ وَادْكُرْ بِالسُّدَادِ تَسْدِيدَكَ السُّهْمِ " . قَالَ وَنَهَانِي أَنْ أَضَعَ الْحَاتَمَ فِي هَذِهِ أَوْ فِي هَذِهِ لِلسَّبَابَةِ وَالْوَسْطَى - شَكَّ عَاصِمٌ - وَنَهَانِي عَنِ الْقَسِيَةِ وَالْمِثْرَةِ . قَالَ أَبُو بُرْدَةَ فَقُلْنَا لَعَلِّي مَا الْقَسِيَةُ قَالَ يَتَابُ ثَابِتًا مِنَ الشَّامِ أَوْ مِنْ مِصْرَ مُضَلَّغَةً فِيهَا أَشْأَلُ الْأُتْرُجِ قَالَ وَالْمِثْرَةُ شَيْءٌ كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ .

صحیح

৪২২৫। আবু বুরদাহ (র) হতে 'আলী (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন : দু'আ করার সময় তুমি বলবে : (অর্থ) "হে আল্লাহ! আমাকে হিদায়াত দিন এবং এ পথে দৃঢ় রাখুন, আর হিদায়াতের মাধ্যমে আমাকে স্মরণে রাখুন, সোজা পথে পরিচালিত করুন, ভীরের মত সোজা পথে চালিয়ে স্মরণে রাখুন।" তিনি ('আলী) বলেন, তিনি আমাকে এই আত্মুলে বা এই আত্মুলে অর্থাৎ শাহাদাত ও মধ্যমা আত্মুলে আংটি পরতে নিষেধ করেন এবং কাস্‌সী ও মীসার (দু' প্রকার রেশমী বস্ত্র) পরিধান করতে নিষেধ করেন। আবু বুরদাহ (র) বলেন, আমরা 'আলী (রা)-কে বললাম, কাস্‌সী কি? তিনি বলেন, সিরিয়া অথবা মিসর হতে আমাদের এখানে আমদানীকৃত কাপড়, যাতে কমলা লেবুর মত ডোরাকাটা থাকতো। আর মীসার হলো স্বীসের দ্বারা তাদের স্বামীদের জন্য উৎপাদিত জিনিস।^{৪২২৫}

সহীহ।

• - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِسْمِ فِي الْيَمِينِ أَوْ الْيَمَانِ

অনুচ্ছেদ- ৫ : ডান অথবা বাম হাতে আংটি পরা সম্পর্কে

৪২২৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ شَرِيكَ بْنِ أَبِي نَعْرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْتِنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ شَرِيكَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَتَّمُ فِي يَمِينِهِ .

صحیح

৪২২৬। 'আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন।^{৪২২৬}

সহীহ।

^{৪২২৪} নাসারী। সানাদের ইয়াস ইবনুল হারিসকে ইবনু হিব্বান ছাড়া কেউ সিদ্ধাহ বলেননি।

^{৪২২৫} মুসলিম, তিরমিযী, নাসারী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি সহীহ।

^{৪২২৬} তিরমিযী, নাসারী।

৪২২৭ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ وَكَانَ فَصُّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَأَسَامَةُ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ نَافِعٍ بِإِسْنَادِهِ فِي يَمِينِهِ .
شاذ.

৪২২৭। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ তাঁর বাম হাতে আংটি পরতেন, আংটির পাথর তাঁর হাতের তালুর দিকে থাকতো। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, ইবনু ইসহাক ও উসামাহ ইবনু যায়িদ (র) নাবী'র (রা) সূত্রে নাবী ﷺ-এর ডান হাতের কথা বলেছেন।^{৪২২৭}

শায।

৪২২৮ - حَدَّثَنَا هَذَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَدِهِ الْيُسْرَى .

صحيح.

৪২২৮। নাবী' (র) সূত্রে বর্ণিত। ইবনু 'উমার (রা) তার বাম হাতে আংটি পরতেন।^{৪২২৮}

সহীহ।

৪২২৯ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ رَأَيْتُ عَلَى الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَوْفَلٍ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ خَاتَمًا فِي خَنْصَرِهِ الْيَمْنَى فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ هَكَذَا وَجَعَلَ فَصُّهُ عَلَى ظَهْرِهَا . قَالَ وَلَا يَخَالُ ابْنَ عَبَّاسٍ إِلَّا قَدْ كَانَ يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ كَذَلِكَ .

حسن صحيح.

৪২২৯। মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আস-সালত ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু নাওফাল ইবনু 'আবদুল মুত্তালিবকে তার ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলে আংটি পরিধান করতে দেখে তাকে প্রশ্ন করলাম, এটা কি? তিনি বলেন, আমি ইবনু 'আব্বাস (রা)-কে এভাবে আংটি পরিধান করতে দেখেছি। তিনি আংটির পাথর হাতের পিঠের দিকে রাখতেন। তিনি বলেন, ইবনু 'আব্বাস (রা) অবশ্যই উল্লেখ করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর আংটি পরতেন এভাবে।^{৪২২৯}

হাসান সহীহ।

৬ - باب ما جاء في الجلاجل

অনুচ্ছেদ- ৬ নুপুর সম্পর্কে

৪২৩০ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، أَنَّ عَامَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، - قَالَ عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ ابْنُ الزُّبَيْرِ - أَخْبَرَهُ أَنَّ مَوْلَاةَ لَهُمْ ذَهَبَتْ بِابْنَةِ الزُّبَيْرِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَفِي رِجْلِهَا أَجْرَاسٌ فَقَطَعَهَا عُمَرُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِنْ مَعَ كُلِّ جَرَسٍ شَيْطَانٌ " .
ضعيف.

^{৪২২৭} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এটি বায়হাকীতে রয়েছে। সানাদের 'আবদুল 'আযীয ইবনু আবু রাওয়াদ সম্পর্কে হাফয বলেন : সত্যবাদী, কিন্তু তার দ্বারা সন্দেহ আছে, তিনি ছিলেন মুরজিয়া। ইমাম যাহাবী মীযান গ্রন্থে বলেন : ইবনুল হুসাইন বলেন, যঈফ।

^{৪২২৮} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী।

^{৪২২৯} তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

৪২৩০। ‘আলী ইবনু সাহল ইবনু যুবাইর (রা) বলেন, একদা তাদের এক মুক্তদাসী যুবাইরের (রা) কন্যাকে নিয়ে ‘উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) নিকট এলো। তার (কন্যার) পায়ে নূপুর ছিল। ‘উমার (রা) তা কেটে ফেলে দিয়ে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : প্রতিটি ঘণ্টাধ্বনির সাথে একটি শয়তান থাকে।^{৪২৩০}

দুর্বল।

৪২৩১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ بُنَائَةَ، مَوْلَاةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ بَيْنَمَا هِيَ عِنْدَهَا إِذْ دَخَلَ عَلَيْهَا بَحَارِيَّةٌ وَعَلَيْهَا جَلَاجِلٌ يُصَوِّرْنَ فَقَالَتْ لَا تُدْخِلْنَهَا عَلَيَّ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعُوا جَلَاجِلَهَا وَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لَا تُدْخِلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جَرَسٌ " .

حسن.

৪২৩১। ‘আবদুর রহমান ইবনু হাইয়ান আল-আনসারীর (রা) মুক্তদাসী বুনানাহ ‘আয়িশাহ (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি ‘আয়িশাহ (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। তখন একটি ছোট বালিকাকে নিয়ে আসা হলো। বালিকার পায়ে নূপুরের আওয়াজ শুনে তিনি বলেন, এর পা থেকে নূপুর না খুলে তাকে আমার কাছে আনবেন না। তিনি আরো বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলে শুনেছি : যে ঘরে ঘণ্টা থাকে সে ঘরে ফিরিশতা প্রবেশ করেন না।^{৪২৩১}

হাসান।

৫ - باب مَا جَاءَ فِي رِبْطِ الْأَسْتَانِ بِاللَّهَبِ

অনুচ্ছেদ- ৭ : সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধানো

৪২৩২ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، - الْمَعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرْفَةَ، أَنَّ جَدَّهُ، عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قَطَعَ أَثْنَهُ يَوْمَ الْكَلَابِ فَأَتَّخَذَ أَثْنًا مِنْ وَرَقٍ فَأَتْنَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَّخَذَ أَثْنًا مِنْ ذَهَبٍ .

حسن.

৪২৩২। ‘আবদুর রহমান ইবনু ত্বরাফাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। ‘কুলাব’ যুদ্ধের দিন তার দাদা ‘আরফাজাহ ইবনু আস’ আদের নাক কেটে গেলে তিনি রূপার নাক বানিয়ে নিলেন। তা দুর্গন্ধযুক্ত হওয়ায় নাবী ﷺ-এর নির্দেশে তিনি স্বর্ণের নাক তৈরি করেন নেন।^{৪২৩২}

হাসান।

৪২৩৩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَأَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرْفَةَ، عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ، بِمَعْنَاهُ . قَالَ يَزِيدُ قُلْتُ لِأَبِي الْأَشْهَبِ أَذْرَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرْفَةَ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ قَالَ نَعَمْ .

حسن.

^{৪২৩০} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এটি রয়েছে মুনিযিরীর আত-তারগীব গ্রন্থে। মুনিযিরী বলেন : তাদের মুক্তদাসী অজ্ঞাত। আর ‘আমির, উমার ইবনুল খাত্তাবকে পাননি।

^{৪২৩১} আহমাদ। এর শাহিদ হাদীস রয়েছে মাসায়ীতে উম্মু সালাহ হতে।

^{৪২৩২} তিরমিযী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান গরীব।

৪২৩৩। 'আবদুর রহমান ইবনু ত্বারাফাহ (র) 'আরফাজাহ ইবনু আস'আদ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেন।^{৪২৩৩}

হাসান।

৪২৩৪ - حَدَّثَنَا مُؤَمِّلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرْفَةَ بْنِ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَرْفَجَةَ، بِمَعْنَاهُ .
حسن.

৪২৩৪। 'আরফাজাহ ইবনু আস'আদ (র) হতে তার পিতার সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত।^{৪২৩৪}

হাসান।

৮ - باب مَا جَاءَ فِي الذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-৮ : মহিলাদের স্বর্ণালংকার ব্যবহার সম্পর্কে

৪২৩৫ - حَدَّثَنَا ابْنُ ثَفَيْلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عُبَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ حَلِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ النَّحَّاشِيِّ أَهْذَاهَا لَهُ فِيهَا خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ - قَالَتْ - فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعُودٌ مُعْرِضًا عَنْهُ أَوْ بَعْضُ أَصَابِعِهِ ثُمَّ دَعَى أُمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي الْعَاصِ ابْنَةَ أَبِيهِ زَيْتَبَ فَقَالَ " تَحْلِي بِهَذَا يَا بَيْتَةَ " .
حسن الإسناد.

৪২৩৫। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাবী ﷺ-এর নিকট (বাদশা) নাজ্জাশীর পক্ষ হতে কিছু অলংকার উপলোকনস্বরূপ এলো। তাতে একটি স্বর্ণের আংটি ছিল, যার উপরিভাগে হাবশী পাথর খচিত ছিল। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা থেকে মুখ ফিরিয়ে কাঠির সাহায্যে অথবা তাঁর কোন আঙ্গুলের সাহায্যে এটা তুলে ধরেন এবং আবুল 'আস ও যাইনাবের কন্যা উমামাহকে ডেকে বলেন : হে আমার আদুরে ছোট নাতনী! তুমি এ অলংকারটি পরিধান করো।^{৪২৩৫}

সানাদ হাসান।

৪২৩৬ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ أُسَيْدِ بْنِ أَبِي أُسَيْدِ الْبَرَادِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عِيَّاشٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلَّقَ حَبِيئَهُ حَلَقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيَحْلُقْهُ حَلَقَةً مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوَّقَ حَبِيئَهُ طَوَّقًا مِنْ نَارٍ فَلْيَطَوَّقْهُ طَوَّقًا مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوَّرَ حَبِيئَهُ سَوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهُ سَوَارًا مِنْ ذَهَبٍ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا " .
حسن.

৪২৩৬। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি তার প্রিয়জনকে আগুনের বালা পরাতে পছন্দ করে, সে যেন তাকে স্বর্ণের বালা পরাতে দেয়। আর যে ব্যক্তি তার প্রিয়জনকে

^{৪২৩৩} নাসায়ী, আহমাদ।

^{৪২৩৪} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

^{৪২৩৫} ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

আগুনের মালা পরাতে পছন্দ করে, সে যেন তার গলায় স্বর্ণের মালা পরিয়ে দেয়। আর যে ব্যক্তি তার প্রিয়জনকে আগুনের কাঁকন পরাতে পছন্দ করে, সে যেন তার হাতে স্বর্ণের কাঁকন পরিয়ে দেয়। কিন্তু তোমরা রূপার অংলকার পরতে পারো এবং এর দ্বারা আনন্দ করতে পারো।^{৪২৩৬}

হাসান।

৪২৩৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ، عَنْ مَنصُورٍ، عَنْ رَبِيعٍ بْنِ حَرَّاشٍ، عَنْ امْرَأَتِهِ، عَنْ أُخْتٍ، لِحَدِيثَةٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحْلِينَ بِهِ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُمْ امْرَأَةٌ تَحْلِي ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلَّا غَدَبْتُ بِهِ " .
ضعيف.

৪২৩৭। হুয়াইফাহ (রা)-এর বোন সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হে নারী জাতি! তোমরা কি রূপা দিয়ে অলংকার তৈরি করতে পারলে না? জেনে রাখো! তোমাদের মধ্যকার যে নারীই প্রদর্শনীর জন্য স্বর্ণালংকার পরবে, তাকে সে কারণে শাস্তি ভোগ করতে হবে।^{৪২৩৭}

দুর্বল।

৪২৩৮ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَقْلَدَتْ قِلَادَةً مِنْ ذَهَبٍ قُلِدَتْ فِي عُنُقِهَا مِثْلُهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَبٍ جَعَلَ فِي أُذُنِهَا مِثْلُهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .
ضعيف.

৪২৩৮। আস্মা বিনতু ইয়াযীদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে কোন নারী গলায় স্বর্ণের মালা পরবে, কিয়ামাতের দিন তার গলায় আগুনের মালা ঝুলিয়ে দেয়া হবে। আর যে কোন নারী তার কানে স্বর্ণের দুল পরবে, কিয়ামাতের দিন অনুরূপ একটি আগুনের দুল তার কানে লটকিয়ে দেয়া হবে।^{৪২৩৮}

দুর্বল।

৪২৩৯ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ مَيْمُونِ الْقَنَادِ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ رُكُوبِ النَّمَارِ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو قَلَابَةَ لَمْ يَلْقَ مُعَاوِيَةَ .
صحيح.

৪২৩৯। মু'আবিয়াহ ইবনু আবু সুফিয়ান (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ চিতা বাঘের চামড়ার গদিতে বসতে এবং স্বর্ণের জিনিস পরিধান করতে নিষেধ করেছেন, তবে সামান্য পরিমাণ ব্যবহারে দোষ নেই। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, আবু ক্বিলাবাহ (র) মু'আবিয়াহ (রা)-এর সাক্ষাত পাননি।^{৪২৩৯}

সহীহ।

৪২৩৬ আহমাদ।

৪২৩৭ নাসায়ী। সানাদে নাম উল্লেখহীন জট্টিকা অজ্ঞাত মহিলা আছে।

৪২৩৮ নাসায়ী, আহমাদ। সানাদের মাহমুদ ইবনু 'আমর সম্পর্কে হাফিয বলেন : মাকবুল। ইমাম যাহাবী মীযান গ্রন্থ বলেন : 'তাকে ইবনু হাযম যঈফ বলেছেন।' ইমাম যাহাবী বলেন : তার মধ্যে জাহালাত রয়েছে, এবং ইবনু হিব্বান তাকে সিদ্ধাহ বলেছেন।

৪২৩৯ নাসায়ী, আহমাদ।

৩- কিতাব ফিত্ন ও الملاحم

অধ্যায়- ৩০ : ফিত্বনাহ ও বিপর্যয়

১ - باب ذكر الفتن ودلائلها

অনুচ্ছেদ- ১ : ফিত্বনাহ ও তার নিদর্শনাবলীর বর্ণনা

৪২৪০ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ خُذَيْفَةَ، قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا فَمَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا حَدَّثَهُ حِفْظُهُ مِنْ حِفْظِهِ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابُهُ هَؤُلَاءِ وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ فَأَذْكُرُهُ كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ إِذَا رَأَاهُ عَرَفَهُ .

صحيح

৪২৪০। হযাইফাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে সেসবের বর্ণনা দিলেন। কেউ তা স্মরণ রাখলো এবং কেউ তা ভুলে গেলো। আমার এসব সাথী তা অবহিত আছেন যে, ঐ সবের কিছু ঘটলেই আমি তা একরূপ স্মরণ করতে পারি যে রূপ কেউ তার পরিচিত লোকের অনুপস্থিতিতে তার চেহারা স্মরণ রাখে। অতঃপর তাকে দেখামাত্র চিনে ফেলে।^{৪২৪০}

সহীহ।

৪২৪১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ قُرُوحٍ، أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَقَيْصَةَ بْنِ دُوَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ خُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ وَاللَّهِ مَا أَذْرِي أَنْسِي أَصْحَابِي أَمْ تَنْسَوْنَ وَاللَّهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَائِدٍ فَتَنَةٍ إِلَى أَنْ تَنْقُضِي الدُّنْيَا يَلْبُغُ مِنْ مَعَهُ ثَلَاثُمِائَةٍ فَصَاعِدًا إِلَّا قَدْ سَمَّاهُ لَنَا بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَاسْمِ قَبِيلَتِهِ .

ضعيف ، المشكاة (٥٢٩٢)

৪২৪১। হযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি জানি না আমার সাথীরা ভুলে গেছেন নাকি জেনে শুনে ভুলে আছেন। আল্লাহর কসম! ক্বিয়ামাত পর্যন্ত ফিত্বনাহর সংখ্যা হবে তিন শতাধিক। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের প্রত্যেকের নাম, পিতার নাম ও গোত্রের নাম আমাদেরকে অবহিত করেছেন।^{৪২৪১}

দূর্বল : মিশকাত হা/৫৩৯৩।

৪২৪২ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ بَدْرِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ غَامِرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَرْبَعُ فِتْنٍ فِي آخِرِهَا الْفَنَاءُ " .

ضعيف ، الضعيفة (٤٨٣١)

^{৪২৪০} বুখারী, মুসলিম।

^{৪২৪১} সুযুতীর দূররে মানসূর। সানাদের আবদুল্লাহ সম্পর্কে জাহালাত রয়েছে।

৪২৪২। 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন, এই উম্মাতের মাঝে চারটি ফিত্বানাহ সংঘটিত হবে অতঃপর ক্বিয়ামাত হবে।^{৪২৪২}

দূর্বল : যঈফাহ হা/৪৮৩১।

৪২৪৩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَرَ بْنِ عَثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ الْجَمْعِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئِ الْغَنَسِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ الْفِتَنَ فَأَكْبَرَ فِي ذِكْرِهَا حَتَّى ذَكَرَ فِتْنَةَ الْأَخْلَاسِ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا فِتْنَةُ الْأَخْلَاسِ قَالَ " هِيَ هَرَبٌ وَحَرْبٌ ثُمَّ فِتْنَةُ السَّرَّاءِ دَخَنُهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنِّي وَلَيْسَ مِنِّي وَإِنَّمَا أَوْلِيَائِي الْمُتَّقُونَ ثُمَّ يَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ كَوْرِكَ عَلَى ضَلَعٍ ثُمَّ فِتْنَةُ الْمُهِمَّاءِ لَا تَدْعُ أَحَدًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا لَطَمَتْهُ لَطْمَةً فَإِذَا قِيلَ انْقَضَتْ تَمَادَتْ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى فُسْطَاطَيْنِ فُسْطَاطِ إِيْمَانٍ لَا نِفَاقَ فِيهِ وَفُسْطَاطِ نِفَاقٍ لَا إِيْمَانَ فِيهِ فَإِذَا كَانَ ذَاكُمُ فَانْتَظِرُوا الدَّجَالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِهِ "

صحیح

৪২৪৩। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা) বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি ফিত্বানাহ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করলেন, এমনকি তিনি আহলাস ফিত্বানাহ সম্পর্কে বললেন। তখন একজন বললো, 'আহলাস' ফিত্বানাহ কি? তিনি বললেন, পলায়ন ও লুটতরাজ। অতঃপর আসবে একটি ফিত্বানাহ, যা হবে আনন্দদায়ক, এর অন্ধকারাচ্ছন্ন ধোঁয়া বের হবে আমার পরিবারের জনৈক ব্যক্তির দু'পায়ের নিচ হতে। সে ধারণা করবে যে, সে আমার অন্তর্ভুক্ত, অথচ সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ 'আমর বন্ধু হচ্ছে আল্লাহতীকর ব্যক্তিগণ। তারপর জনগণ এমন এক ব্যক্তির অধীনে একতাবদ্ধ হবে। সে যেন পাজরের উপর কোমরের হাড় সদৃশ। অতঃপর তিনি 'দুহায়মা' বা ঘন অন্ধকারময় ফিত্বানাহ প্রসঙ্গে বলেন, সেই ফিত্বানাহ এ উম্মাতের কোন লোককেই একটি চপেটাঘাত না করে ছাড়বে না। অতঃপর যখন বলা হবে যে, তা শেষ হয়ে গেছে, তখনই তা আরো প্রসারিত হবে। এ সময় যে লোকটি সকালে মু'মিন ছিল, সন্ধ্যায় সে কাফির হয়ে যাবে। অবশেষে সব মানুষ দু'টি শিবিরে বিভক্ত হবে। একটি হবে ঈমানের শিবির, যেখানে মুনাফিকী থাকবে না। আর একটি মুনাফিকীর শিবির, যেখানে ঈমান থাকবে না। যখন তোমাদের এ অবস্থা হবে, তখন দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের অপেক্ষা করবে ঐদিন বা তার পরের দিন থেকে।^{৪২৪৩}

সহীহ।

৪২৪৪ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ سُبَيْعِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ أَتَيْتُ الْكُوفَةَ فِي زَمَنِ فَتَحَتْ تُسْتَرٌ أَجْلُبُ مِنْهَا بَعْلًا فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا صَدْعٌ مِنَ الرِّجَالِ وَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ تَعْرِفُ إِذَا رَأَيْتَهُ أَنَّهُ مِنْ رِجَالِ أَهْلِ الْحِجَازِ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَذَا فَتَحَمَّيْنِي الْقَوْمُ وَقَالُوا أَمَا تَعْرِفُ هَذَا هَذَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ حُذَيْفَةُ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ فَأَخَذَهُ الْقَوْمُ

^{৪২৪২} আহমাদ, হাকিম, আবু নু'আইম 'হিলয়্যা'।

^{৪২৪৩} মিশকাত হা/৫২৯৩।

بَأَبْصَارِهِمْ فَقَالَ إِنِّي قَدْ أَرَى الَّذِي تُنْكِرُونَ إِنِّي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ هَذَا الْخَيْرَ الَّذِي أُعْطَيْنَا اللَّهُ أَيْكُونُ بَعْدَهُ شَرٌّ كَمَا كَانَ قَبْلَهُ قَالَ " نَعَمْ " . قُلْتُ فَمَا الْعِصْمَةُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ " السَّيْفُ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ مَاذَا يَكُونُ قَالَ " إِنْ كَانَ لِلَّهِ خَلِيفَةٌ فِي الْأَرْضِ فَضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَأَطَعَهُ وَإِلَّا فَمِتْ وَأَنْتَ عَاضٌ بِحِذْلِ شَجَرَةٍ " . قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ " ثُمَّ يَخْرُجُ الدُّجَالُ مَعَهُ نَهْرٌ وَنَارٌ فَمَنْ وَقَعَ فِي نَارِهِ وَجِبَ أَجْرُهُ وَحُطَّ وَرْزُهُ وَمَنْ وَقَعَ فِي نَهْرِهِ وَجِبَ وَرْزُهُ وَحُطَّ أَجْرُهُ " . قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ " ثُمَّ هِيَ قِيَامُ السَّاعَةِ " .

حسن

৪২৪৪। সুবাই ইবনু খালিদ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তুসতার বিজয় হওয়ার পর কিছু খচ্চর ক্রয় করার জন্য আমি কূফায় আসি। আমি একটি মাসজিদে প্রবেশ করে কয়েকজন লোক দেখতে পেলাম এবং মাঝখানে জনৈক ব্যক্তি বসে আছেন। তুমি তাকে দেখেই চিনতে পারবে যে, তিনি হিজায়ের অধিবাসী। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, তিনি কে? উপস্থিত জনতা আমার প্রতি অসন্তোষের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, তুমি কি তাঁকে চেনো না? তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান (রা)। অতঃপর হুযাইফাহ (রা) বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কল্যাণ সম্পর্কে প্রশ্ন করতো। আর আমি তাঁকে অকল্যাণ সম্পর্কে প্রশ্ন করতাম। একথা শুনে জনতা তা অপছন্দ করতো। নিশ্চয়ই আমি প্রশ্ন করেছি, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি ধারণা করেন যে, মহান আল্লাহ যে কল্যাণ আমাদের দিয়েছেন, এর পরে কি কোন অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হাঁ। আমি বললাম, তাহলে তা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি? তিনি বললেন, তলোয়ার। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তারপর কি হবে? তিনি বললেন: পৃথিবীতে যদি আল্লাহর কোন খলীফাহ থাকে, আর সে যদি তোমার পিঠে আঘাত করে এবং তোমার সম্পদ ছিনিয়ে নেয়, তবুও তার আনুগত্য করো, অন্যথায় তুমি বৃক্ষের কাণ্ড সুদৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরে মৃত্যুবরণ করো। আমি বললাম, তারপর কি হবে? তিনি বললেন, অতঃপর আগুন ও পানির নহর নিয়ে দাঙ্গাল আত্মপ্রকাশ করবে। যে ব্যক্তি তার আগুনে পতিত হবে, সে তার প্রতিদান অবশ্যই পাবে এবং তার গুনাহ মাফ করা হবে। আর যে তার নহরে পতিত হবে, তার অপরাধের শাস্তি অবধারিত হবে এবং সওয়াব বরবাদ হবে। তিনি বলেন, আমি বললাম, তারপর কি হবে? তিনি বললেন : অতঃপর ক্রিয়ামাত সংঘটিত হবে।^{৪২৪৪}

হাসান।

৪২৪৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ خَالِدٍ الْيَشْكُرِيِّ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ قُلْتُ بَعْدَ السَّيْفِ قَالَ " بَقِيَّةٌ عَلَى أَقْدَاءِ وَهْدَنَةَ عَلَى دَخْنٍ " . ثُمَّ سَأَلَ الْحَدِيثَ قَالَ كَانَ قَتَادَةُ يَضَعُهُ عَلَى الرَّدَّةِ الَّتِي فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ " عَلَى أَقْدَاءِ " . يَقُولُ قَذَى " . وَهْدَنَةُ " . يَقُولُ صَلَحٌ " عَلَى دَخْنٍ " . عَلَى ضَعَائِنَ .

حسن

৪২৪৫। খালিদ ইবনু খালিদ আল-ইয়াশকুরী (র) সূত্রে উপরের বর্ণিত হাদীসে হুযাইফাহ (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তরবারির পরে কি হবে? তিনি বলেন, মানুষ আবর্জনা বা ফিতনায় মগ্ন থাকবে এবং ষড়যন্ত্রমূলক সন্ধি করবে। অতঃপর অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, ক্বাতাদাহ একথার দ্বারা আবু বাক্রের যুগের মুরতাদদের ফিতনাকেই বুঝাতেন। আর তিনি أَفْدَاءُ অর্থ বলতেন فِدَى অর্থ কলঙ্ক 'مُدْنَةٌ' সাময়িক যুদ্ধবিরতি। 'دَخَنٌ' বিদেহ, অপকারেচ্ছা।^{৪২৪৫}

হাসান।

৪২৪৬ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةَ - عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ أَتَيْتَا الْيَشْكُرِيَّ فِي رَهْطٍ مِنْ بَنِي لَيْثٍ فَقَالَ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْنَا بَنُو لَيْثٍ أَتَيْتَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ " فَتَنَةٌ وَشَرٌّ " . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرِّ خَيْرٌ قَالَ " يَا حُذَيْفَةُ تَعْلَمُ كِتَابَ اللَّهِ وَأَتَّبِعْ مَا فِيهِ " . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرِّ خَيْرٌ قَالَ " مُدْنَةٌ عَلَى دَخْنٍ وَجَمَاعَةٌ عَلَى أَفْدَاءٍ فِيهَا أَوْ فِيهِمْ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْهُدْنَةُ عَلَى الدَّخْنِ مَا هِيَ قَالَ " لَا تَرْجِعْ قُلُوبُ أَقْوَامٍ عَلَى الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ " . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْعَدُ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ " فَتَنَةٌ عَمِيَاءَ صَمَاءَ عَلَيْهَا دُعَاءٌ عَلَى أَبْوَابِ النَّارِ فَإِنْ تُمِتْ يَا حُذَيْفَةُ وَأُنْتُ عَاصٍ عَلَى جِدْلِ خَيْرٍ لَكَ مِنْ أَنْ تُبَيِّعَ أَحَدًا مِنْهُمْ " .

حسن

৪২৪৬। নাসর ইবনু আসিম আল-লাইসী (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা লাইস গোত্রের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আল-ইয়াশকুরীর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বললেন, আপনারা কোন গোত্রের লোক? আমরা বললাম, আমরা লাইস গোত্রের, আপনার নিকট হুযাইফাহ (রা)-এর বর্ণিত হাদীস জানার জন্য এসেছি। অতএব তিনি সেই হাদীস বর্ণনা করেন। হুযাইফাহ বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এই কল্যাণময় পরিবেশের পর কি অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, ফিতনাই আসবে। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এই মন্দ অবস্থার পর কি আবার কল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হে হুযাইফাহ! তুমি আল্লাহর কিতাব পড়ো এবং তাতে যা আছে তার অনুসরণ করো। একথা তিনি তিনবার বলেন। হুযাইফাহ বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! এই অকল্যাণের পর আবার কল্যাণ আসবে কি? তিনি বললেন, খিয়ানাত ও মুনাফিকীর সঙ্গে সন্ধি করা হবে, আর কপট একটি দল হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! খিয়ানাতের সঙ্গে সন্ধি বলতে কি বুঝায়? তিনি বললেন, মানুষের অন্তর যেরূপ ছিল, সে অবস্থায় আর ফিরে যাবে না। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কল্যাণকর অবস্থার পর কি অকল্যাণ ফিরে আসবে? তিনি বললেন, অন্ধকারাচ্ছন্ন ফিতনাই সৃষ্টি হবে, আর সেই সময় ভ্রান্ত 'আক্বিদাহ-বিশ্বাসের উপর (জাহান্নামের) আগুনের দিকে একদল লোক আহ্বান করবে। হে হুযাইফাহ! তখন তুমি যদি বৃক্ষমূল আকড়ে ধরে মরে যেতে পারো তবে তা তোমার জন্য তাদের কাউকে অনুসরণ করার চাইতে উত্তম হবে।^{৪২৪৬}

হাসান।

^{৪২৪৫} পূর্বের হাদীস দেখুন।

^{৪২৪৬} দেখুন, হা/৪২৪৪।

৪২৪৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ صَخْرِ بْنِ بَذْرِ الْعَجَلِيِّ، عَنْ سُبَيْعِ بْنِ خَالِدٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " فَإِنْ لَمْ يَجِدْ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةً فَاهْرَبْ حَتَّى تَمُوتَ فَإِنْ تَمُتَ وَأَنْتَ عَاصٍ . وَقَالَ فِي آخِرِهِ قَالَ قُلْتُ فَمَا يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ " لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَجَعَ فَرَسًا لَمْ تُتَبَّحْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ " .

حسن

৪২৪৭। হুযাইফাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন, তুমি যদি তখন কোন খলীফাহ (শাসক) পাও, তবে তুমি মরে যাওয়া পর্যন্ত পলায়ন করতে থাকো। অতঃপর তুমি যদি কোন বৃক্ষমূল শক্তভাবে আকড়ে ধরে মরে যেতে পারো ...। তিনি হাদীসের শেষাংশে বলেন, আমি বললাম, এরপর কি হবে? তিনি বললেন, কেউ যদি তখন ঘোড়ার বাচ্চা প্রসব করার সময় মরে তা প্রসব করার পূর্বে বিদ্যমানত সন্দেহিত হলে মরে।^{৪২৪৭}

ককক।

৪২৪৮ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَفَّيَّةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " مَنْ بَاعَ إِمَانًا فَأَعْطَاهُ صَفَقَةً يَدِهِ وَنَمَرَةً قَلْبِهِ فَلَبِطَةً مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ حَاءَ آخَرُ يَتَارَعُهُ فَاضْرِبُوا رَقَبَةَ الْآخَرِ " . قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُهُ أَذْنًاى وَرَوَاهُ قَلْبِي . قُلْتُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ مَعَاوِيَةَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَفْعَلَ وَنَفْعَلَ . قَالَ أَطَعَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَاعْصَاهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ .

صحیح

৪২৪৮। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি একজন ইমামের হাতে হাত রেখে অন্তর থেকে তার আনুগত্যের শপথ করে, তাতে যথাসাধ্য তার আনুগত্য করা কর্তব্য। যদি অপর কোন ব্যক্তি এসে ঐ ইমামের সাথে বিবাদ করে তবে তোমরা তার ঘাড়ের আঘাত করো। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, একথা কি আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে সরাসরি শুনেছেন? তিনি বললেন, আমার দু'টি কান তা শুনেছে এবং আমার অন্তর তা স্মরণ রেখেছে। আমি বললাম, এই যে তিনি আপনার চাচাতো ভাই মুআবিয়াহ, তিনি আমাদেরকে এই এই কাজ করার আদেশ করেন। তিনি বললেন, আল্লাহর আনুগত্যে তোমরা তার আনুগত্য করো আর আল্লাহর নাফরমানীতে তার অবাধ্যাচারণ করো।^{৪২৪৮}

সহীহ।

৪২৪৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " وَتِلْ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ أَقْلَحَ مِنْ كَفِّ يَدِهِ " .

صحیح

৪২৪৯। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন, আরববাসীদের জন্য আফসোস! কেননা তাদের উপর অকল্যাণ ঘনিয়ে এসেছে। যে ব্যক্তি তা হতে হাত ওটিয়ে রাখবে, সে সফল হবে।^{৪২৪৯}

সহীহ।

৪২৪৭ পূর্বের হাদীসগুলো দেখুন।

৪২৪৮ মুসলিম, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৪২৪৯ আহমাদ। আহমাদ শাকির বলেন : সানাদ সহীহ।

৪২০ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثْتُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "يُوشِكُ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يُحَاصِرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبْعَدُ مَسَاحِلِهِمْ سَلَاخٌ"

صحیح

৪২৫০। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অচিরেই মুসলিমদেরকে মাদীনাহতে অবরোধ করা হবে, এমনকি তাদের দূরত্ব যুদ্ধক্ষেত্র হবে 'সালাহ'।^{৪২৫০}

সহীহ।

৪২০১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْسَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ وَسَلَاخٌ قَرِيبٌ مِنْ خَبِيرٍ.

صحیح الإسناد مقطوع

৪২৫১। ইমাম যুহরী (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালাহ হলো খায়বারের নিকটবর্তী একটি স্থান।^{৪২৫১}

সানাদ সহীহ মাঝুহ'।

৪২০২ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْسَى، قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي فُلَاةٍ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ" . أَوْ قَالَ "إِنَّ رَبِّي زَوَى لِي الْأَرْضَ" فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ مَلَكَ أُمِّي سَيَّلَغَ مَا زَوَى لِي مِنْهَا وَأَعْطَيْتُ الْكَثْرَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ وَبَنِي سَالَتُ رَبِّي لِأُمِّي أَنْ لَا يَهْلِكَهَا بَسَّةٌ بَعَاءَةٌ وَلَا يَسْلُطَ عَلَيْهِمْ عَدُوٌّ مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْتَهُمْ وَإِنْ رَبِّي قَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا فَضَيْتُ قَضَاءَ فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّ وَلَا أَهْلِكُهُمْ بَسَّةٌ بَعَاءَةٌ وَلَا أَسْلُطَ عَلَيْهِمْ عَدُوٌّ مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْتَهُمْ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بَيْنَ أَفْطَارِهَا أَوْ قَالَ بِأَفْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَهْلِكُ بَعْضًا وَحَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَسْبِي بَعْضًا وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمِّي الْأَيْمَةِ الْمُضْلِينَ وَإِذَا وَضِعَ السِّيفُ فِي أُمِّي لَمْ يَرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قِبَالُ مَنْ أُمِّي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تَعْبُدَ قِبَالُ مَنْ أُمِّي الْأَوْتَانِ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمِّي كَذَابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا عَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمِّي عَلَى الْحَقِّ" . قَالَ ابْنُ عَمْسَى "ظَاهِرِينَ" . ثُمَّ اتَّفَقَا "لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ" .

صحیح

৪২৫২। সাওবান (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ (অথবা) আমার স্রব পৃথিবীকে আমার জন্য সংকুচিত করে দিয়েছেন এবং আমাকে এর পূর্ব ও পশ্চিম সীমানা দেখানো হয়েছে। আর যতটুকু আমার জন্য সংকুচিত করা হয়েছে, ততটুকুতে অচিরেই আমার উম্মাতের রাজত্ব বিস্তার লাভ করবে। আমাকে লাল ও সাদা (স্বর্ণ ও রূপার) দু'টি ধনভাণ্ডার দেয়া হয়েছে। আর

^{৪২৫০} হাকিম। ইমাম হাকিম বলেন, মুসলিমের শর্তে সহীহ। যাহাবী এতে নীরব থেকেছেন।

^{৪২৫১} এর সানাদ হাসান মাঝুহ'।

আমি আমার মহান প্রতিদ্বন্দ্বীকে সিকিট আমার উম্মাতের জন্য এই কথার আবেদন করেছি যে, তিনি তাদের সবাইকে মেনে দুর্ভিক্ষে ধ্বংস না করেন এবং তাদের নিজেদের ব্যতীত কোন শত্রু যেন তাদের উপর কড়াকড় করতে না পারে যারা তাদের ধ্বংস করে দিবে। নিশ্চয়ই আমার রব আমাকে বলেছেন, হে মুহাম্মাদ! আমি যা ফায়সালা করি, তা বাতিল হয় না। তবে আমি তাদের সবাইকে একসঙ্গে দুর্ভিক্ষে ধ্বংস করবো না এবং তাদের নিজস্বের দ্বারা নিম্নলিখিত হতে আগত তাদের সমুদ্রে বিলাশকারী বিধর্মী শত্রুকে তাদের উপর কড়াকড় করতে দিবো না, তবে তাদের কতক অপরদের ধ্বংস করবে এবং কতক অপসারণ করি করবে। আর আমি আমার উম্মাতের পথভ্রষ্ট নেতাদের ব্যাপারে শঙ্কিত। আমার উম্মাত যখন পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হবে, তখন ক্রিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তারা নিরস্ত হবে না। আর আমার উম্মাতের কিছু সংখ্যক মুশরিকদের সঙ্গে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত এবং আমার উম্মাতের কতিপয় গোত্র মূর্তি পূজায় লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ক্রিয়ামাত সংঘটিত হবে না। অবিলম্বে আমার উম্মাতের মধ্যে খ্রিস্টান ঐশ্বর্যবাদীদের অবিরোধ ঘটিবে, তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে নাবী বলে দাবী করবে। অথচ আমিই সর্বশেষ নাবী এবং আমার পরে আর কোন নাবী আসবে না। তবে আমার উম্মাতের একটি দল সর্বদা সত্যের উপর অটল থাকবে। যারা তাদের বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, এমনকি এ অবস্থায় আল্লাহর নির্দেশ (ক্রিয়ামাত) এসে যাবে।^{৪২৫২}

সহীহ।

৪২৫৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّالِبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنِي أَبِي، - قَالَ ابْنُ عَوْفٍ وَقَرَأْتُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ - قَالَ حَدَّثَنِي ضَمُّعٌ، عَنْ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، - بِعَنِي الْأَشْعَرِيُّ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنْ اللَّهُ أَحَارَكُمْ مِنْ ثَلَاثٍ خِلَالٍ أَنْ لَا يَدْعُو عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ فَتَهْلِكُوا حَيِّمًا وَأَنْ لَا يَظْهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ وَأَنْ لَا تَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ " .
(الضعيفة (١٥١٠) ، الضعيفة (١٣٣٠))

৪২৫৩। আবু মালিক আল-আশ-আসী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে তিনটি বিপদ হতে মুক্তি দিয়েছেন। তা হলো (১) তোমাদের নাবী তোমাদের অভিলাষ দিবেন না, অন্যথায় তোমরা সকলেই ধ্বংস হয়ে যেতে। (২) বাতিলপন্থী কখনো সত্যপন্থীদের উপর বিজয়ী হবে না এবং (৩) তোমরা সকলে এক সাথে পথভ্রষ্ট হবে না।^{৪২৫৩}

দূর্বল, কিন্তু তৃতীয় বাক্যটি সহীহ। যঈফাহ হা/১৫১০, সহীহাহ হা/১৩৩১।

৪২৫৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَتَّوْرٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خِرَاشٍ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ نَاحِيَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " تَلَوُّ رَحَى الْإِسْلَامِ لِعَتَمَسٍ وَثَلَاثِينَ أَوْ سِتُّ وَثَلَاثِينَ أَوْ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ فَإِنْ يَهْلِكُوا فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ وَإِنْ يَمُتْ لَهُمْ دِينُهُمْ يَمُتْ لَهُمْ سَبْعِينَ عَامًا " . قَالَ قُلْتُ أَمِنًا بَقِي أَوْ مِمَّا مَضَى قَالَ " مِمَّا مَضَى " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ مَنْ قَالَ خِرَاشٍ فَقَدْ أَخْطَأَ .
صحیح

^{৪২৫২} মুসলিম, ডিরমিযী, আহমাদ।

^{৪২৫৩} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এর সানাদ দুর্বল। সানাদে ইনকিতা (বিহিহন্নতা) ঘটেছে উরুইহ এবং আবু মালিকের মাঝে। যেমন বলেছেন হাকিম আত-তাহযীব গ্রন্থে।

৪২৫৪। আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন, ইসলামের চাকা (হুকুমাত) পয়গম্বির, হুজির বা সাইয়ির বছর চালু থাকবে। এ সময়ে তারা ধ্বংস হলে তাদের পথ হবে তাদের পূর্ববর্তীদের মত। আর এ সময় যদি তাদের দীন প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে সত্তর বছর পর্যন্ত তা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তিনি বলেন, আমি বললাম, এর গণনা কি অতীত হতে না এখন হতে শুরু হবে? তিনি বললেন, অতীত হতে শুরু হবে।^{৪২৫৪}

সহীহ।

৪২৫৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ وَتُظْهِرُ الْفِتْنُ وَيُلْقَى الشُّعْرُ وَيَكْرُ الْهَرْجُ " . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آيَةُ هُوَ قَالَ " الْقَتْلُ الْقَتْلُ " .

صحیح

৪২৫৫। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সময় ছোট হয়ে আসবে, দীনি জ্ঞান হ্রাস পাবে, ফিত্বনাহ প্রকাশ পাবে, কৃপণতা মানুষের অন্তর দখল করবে, হাদ্দাজ বেড়ে যাবে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আব্বাহর রাসূল! 'হারাজ' কি? তিনি বলেন, গণহত্যা।^{৪২৫৫}

সহীহ।

২ - باب فِي التَّهْيِ عَنِ السَّعْيِ، فِي الْفِتْنَةِ .

অনুচ্ছেদ-২ : ফিত্বনাত্ব সময় দ্বন্দ্ব-কলহের চেষ্টা করা নিষিদ্ধ

৪২৫৬ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ، قَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ يَكُونُ الْمُضْطَّحُّ فِيهَا خَيْرًا مِنَ الْجَالِسِ وَالْجَالِسُ خَيْرًا مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ خَيْرًا مِنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي خَيْرًا مِنَ السَّاعِي " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَأْمُرُنِي قَالَ " مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ " . قَالَ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَالَ " فَلْيَعْمِدْ إِلَى سَيْفِهِ فَلْيَضْرِبْ بِحَدِّهِ عَلَى حَرَّةٍ ثُمَّ لِيَنْجُ مَا اسْتَطَاعَ النِّجَاءَ " .

صحیح

৪২৫৬। মুসলিম ইবনু আবু বাকরাহ (রা) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিচয়ই ফিত্বনাহ আসবে। তখন বসে থাকা ব্যক্তির চেয়ে শয়নকারী এবং দাঁড়ানো ব্যক্তির চেয়ে হেঁটে চলা ব্যক্তি উত্তম হবে। তিনি বললেন, হে আব্বাহর রাসূল! এ ব্যাপারে আপনি আমাকে কি নির্দেশ দেন? তিনি বললেন, যার উট আছে, সে যেন তার উটের সঙ্গে, যার বকরী আছে, সে তার বকরীর সঙ্গে এবং যার জমি আছে সে তার জমি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তিনি প্রশ্ন করলেন, যার এসবের কিছুই নেই? তিনি বললেন, সে যেন তার তলোয়ারের দিকে মনোনিবেশ করে এবং পাথরের আঘাতে তরবারির ধার চূর্ণ করে দেয়, অতঃপর যথাসাধ্য চেষ্টা করে সেই ফিত্বনাহ হতে মুক্তি পাওয়ার।^{৪২৫৬}

সহীহ।

^{৪২৫৪} আহমাদ, হাকিম। ইমাম হাকিম ও যাহাবী বলেন : সানাদ সহীহ।

^{৪২৫৫} বুখারী, মুসলিম।

^{৪২৫৬} মুসলিম, আহমাদ।

৪২০৭ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ الرَّمْلِيِّ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، عَنْ عِيَّاشٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَشْجَعِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَى بَيْتِي وَبَسَطَ يَدَهُ لِيَقْتُلَنِي قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " كُنْ كَأَنِّي آدَمُ " . وَتَلَا يَزِيدُ { لَنْ بَسَطَتْ إِلَى يَدِكَ } الْآيَةَ .

সব্বিহ

৪২৫৭। সা'দ ইবনু আবু ওয়াহ্বাস (রা) নাবী ﷺ হতে উপরে বর্ণিত হাদীস প্রসঙ্গে বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কি মত যদি কেউ আমার ঘরে ঢুকে পড়ে একে আমাকে হত্যা করার জন্য তার হাত প্রসারিত করে? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তখন আদম (আ)-এর পুত্রের মতো (হাবীলের) হয়ে যাও। অতঃপর বর্ণনাকারী ইয়াযীদ এ আয়াত তিলাওয়াত করেন : “তুমি যদি আমাকে হত্যা করতে হাত প্রসারিত করো ...” (সূরাহ আল-মায়িদাহ : ২৮) ^{৪২৫৭}

শহীদ।

৪২০৮ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ خِرَاشٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ الْحَزْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ وَابِصَةَ الْأَسَدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَابِصَةَ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فَذَكَرَ بَعْضُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ " قَتَلَاهَا كُلَّهُمْ فِي النَّارِ " . قَالَ فِيهِ قُلْتُ مَتَى ذَلِكَ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ تِلْكَ آيَاتُ الْهَرَجِ حَيْثُ لَا يَأْمَنُ الرَّحُلُ حَلِيسَةً . قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَذْرَكَنِي ذَلِكَ الزَّمَانُ قَالَ تَكْفُ لِسَانُكَ وَبَدَكَ وَتَكُونُ جَلَسًا مِنْ أَخْلَاسِ بَيْتِكَ . فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ طَارَ قَلْبِي مَطَارَةً فَرَكِبْتُ حَتَّى أَتَيْتُ دِمَشْقَ فَلَقِيتُ خُرَيْمَ بْنَ غَاتِكٍ فَحَدَّثَنِي فَخَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَسَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا حَدَّثَنِيهِ ابْنُ مَسْعُودٍ .

ضعيف الإسناد

৪২৫৮। ইবনু মাস'উদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে বসতে শুনেছি... অতঃপর তিনি আবু বাক্রাহ বর্ণিত হাদীসের অংশ বিশেষ বর্ণনা করে বলেন, ঐ ফিত্নাহয় নিহত সকল লোকই জাহান্নামী হবে। তিনি তাতে বলেন, আমি বললাম, হে ইবনু মাস'উদ! ঐ পরিস্থিতি কখন হবে? তিনি বললেন, সেই মারামারির যুগে কোন ব্যক্তি তার বন্ধুর নিকটেও নিরাপদ থাকবে না। আমি বললাম, সেই যুগ যদি আমাকে পেয়ে বসে, তাহলে আমাকে কি করতে আদেশ করেন? তিনি বললেন, তোমার জিহবা নিয়ন্ত্রণে রাখবে, হাত গুটিয়ে রাখবে আর তুমি তোমার ঘরের বাইরে বের হবে না। অতঃপর যখন 'উসমান (রা) শহীদ হলেন, তখন আমার ফিত্নাহর কথা স্মরণ হলো। সুতরাং আমি যাত্রা করে দামিশকে চলে এলাম এবং খুরাইম ইবনু ফাতিক (রা)-এর সাক্ষাতে এ হাদীস বর্ণনা করলাম। তিনি যেই সত্তা ছাড়া কোন ইলাহ নেই সেই আল্লাহর কসম করে বললেন, আমি তাঁর নিকট ইবনু মাস'উদের যে হাদীস বর্ণনা করেছি, অনুরূপ হাদীস তিনিও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হতে শুনেছেন। ^{৪২৫৮}

সানাদ দুর্বল।

^{৪২৫৭} তিরমিযী, আহমাদ।

^{৪২৫৮} আহমাদ। এর সানাদ দুর্বল। সানাদে কাসিম ইবনু গায়ওয়ান সম্পর্কে হাফিয বলেন : মাক্বুল। আল্লামা মুনিযীরী বলেন : তাকে মাজহুল ধারণা করা হয়। এছাড়া সানাদে শিহাব ইবনু শিরায় রয়েছে। তিনি সত্যবাদী কিন্তু ভুল করে থাকেন। ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি সাহিহ ব্যক্তি, তিনি ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত যার ভুল প্রচুর।

২২০৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نُرْوَانَ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنْ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فَنَّا كَقَطْعِ اللَّحْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا الْقَاعِدُ فِيهَا غَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْمَاشِي فِيهَا غَيْرٌ مِنَ السَّاعِي فَكَسِّرُوا قِسْيَكُمْ وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ وَاضْرِبُوا سِوْفَكُمْ بِالْحِجَارَةِ فَإِنْ دُخِلَ - يَعْنِي عَلَى أَحَدٍ مِنْكُمْ - فَلْيَكُنْ كَغَيْرِ ابْنِي آدَمَ " .

صحیح

৪২৫৯। আবু মুসা আল-আশ'আরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন, নিশ্চয়ই কিয়ামাতের কাছাকাছি সময়ে অন্ধকার রাতের টুকরার ন্যায় বিপদ আসতে থাকবে। তখন সফলকেলা যে ইমানদার ছিল, সফলকেলা সে কফির হয়ে যাবে। আর সফলকেলা যে ইমানদার ছিল, সে সফলকেলা কফির হয়ে যাবে। তখন দাঁড়ানো ব্যক্তির চাইতে বসা ব্যক্তি এবং হেঁটে চলা লোক কৌড়ে চলা লোকের চাইতে উত্তম হবে। তখন তোমরা জোমাদের ধনুকগুলো ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলো, ধনুকের হিলাগুলো কেটে ফেলো এবং তরবারগুলো পাথরে আঘাত করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করো। তবুও যদি জোমাদের কারো কারো নিকট কেউ এসে পড়ে, তবে যেন সে আদম (আ)-এর দু'পুত্রের মধ্যে উত্তমটির (হাবীলের) মতো হয়।^{৪২৫৯}

সহীহ।

২২৬০ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّلَبِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ، عَنْ رَبْعَةَ بْنِ مَصْقَلَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي حُحَيْفَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ سَمُرَةَ - قَالَ كُنْتُ أَخِذًا بِيَدِ ابْنِ عُمَرَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ إِذْ أَتَى عَلَى رَأْسِ مَنْصُوبٍ فَقَالَ شَقِيٌّ قَاتِلٌ هَذَا . فَلَمَّا مَضَى قَالَ وَمَا أَرَى هَذَا إِلَّا قَدْ شَقِيَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ مَشَى إِلَى رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي لِيَقْتُلَ فَلْيَقُلْ هَكَذَا فَالْقَاتِلُ فِي النَّارِ وَالْمَقْتُولُ فِي الْحَنَةِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمِيرٍ أَوْ سَمِيرَةَ وَرَوَاهُ ثَابِتُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمِيرَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ لِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ - يَعْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ - عَنْ أَبِي عَوَّانَةَ وَقَالَ هُوَ فِي كِتَابِي ابْنُ سَبْرَةَ وَقَالُوا سَمُرَةَ وَقَالُوا سَمِيرَةَ هَذَا كَلَامُ أَبِي الْوَلِيدِ .

ضعيف، الضعيفة (৪২৬০)

৪২৬০। আবদুর রহমান ইবনু সামুরাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু 'উমার (রা)-এর হাত ধরে মাদীনাহর কোন এক রাস্তায় ছিলাম। হঠাৎ তিনি একটি বুলন্ত মাথার নিকট এসে বললেন, এর হত্যা বড়োই দুর্ভাগা! তিনি যেতে যেতে বললেন, আমার মতে সে অত্যন্ত দুর্ভাগা। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যদি আমার উম্মাতের কাউকে হত্যা করার জন্য কোন লোক অগ্রসর হয়, তাহলে তাকে এভাবে বলো, হত্যাকারী জাহান্নামে যাবে, আর নিহত ব্যক্তি জান্নাতে যাবে।^{৪২৬০}

দূর্বল : যঈফাহ হা/৪৬৬৪।

^{৪২৫৯} তিরমিযী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান পক্ষী ও সহীহ।

^{৪২৬০} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এর সানাদ দুর্বল।

২২৬১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَمْرَانَ الْخَوَزَمِيِّ، عَنْ الْمُشْعَثِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَا أَبَا ذَرٍّ " . قُلْتُ لَيْلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ " كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتُ يَكُونُ أَنْبِئُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ " . قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ أَوْ قَالَ مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ . قَالَ " عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ " . أَوْ قَالَ " تَصَبَّرْ " . ثُمَّ قَالَ لِي " يَا أَبَا ذَرٍّ " . قُلْتُ لَيْلِكَ وَسَعْدَيْكَ . قَالَ " كَيْفَ أَنْتَ إِذَا رَأَيْتَ أَحْمَارَ الزَّهْتِ قَدْ غَرَقَتْ بِالْدَّمِ " . قُلْتُ مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ . قَالَ " عَلَيْكَ بِمَنْ أَنْتَ مَعَهُ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا آخُذُ سَيْفِي وَأَضَعُهُ عَلَى عَاتِقِي قَالَ " شَارَكْتَ الْقَوْمَ إِذَا " . قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ " تَلْزَمُ بَيْتَكَ " . قُلْتُ فَإِنْ دُخِلَ عَلَيَّ بَيْتِي قَالَ " فَإِنْ خَشِيتُ أَنْ يَتَهَرَّكَ شِمَاعُ السَّيْفِ فَالْتَمِسْ ثَوْبَكَ عَلَى وَجْهِكَ يَوْمَ يَأْتِيكَ وَإِنَّمِ" . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرِ الْمُشْعَثُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ .

সব্বি

৪২৬১। আবু যার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে আবু যার! আমি বললাম, হে আব্দুল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সৌভাগ্যময় সাহচর্যে উপস্থিত। অতঃপর বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন এক সঙ্গে বহু লোক মারা যাবে এবং একটি ঘর অর্থাৎ একটি কবর একটি গোলামের মূল্যের সমান হবে, তখন তুমি কি করবে? আমি বললাম, আব্দাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত অথবা তিনি বলেন, আব্দাহ ও তাঁর রাসূল এ ব্যাপারে আমার জন্য যা কল্যাণকর মনে করেন। তিনি বললেন, তখন তোমার ঘের ধারণ করা উচিত অথবা তিনি বলেন, তুমি ঘের ধারণ করবে। পুনরায় তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু যার! আমি বললাম, আমি আপনার কল্যাণময় সাহচর্যে উপস্থিত। তিনি বললেন : তুমি কি করবে যখন দেখবে যে, 'আহজারায়-যায়িত' নামক জায়গাটি রক্তে ডুবে যাচ্ছে। আমি বললাম, আব্দাহ ও তাঁর রাসূল আমার জন্য এ বিষয়ে যা উত্তম মনে করেন। তিনি বললেন, তুমি তোমার সমমনা লোকদের নিকট চলে যাবে। তিনি বলেন, আমি-বললাম, হে আব্দাহর রাসূল! আমি কি তখন আমার কাঁখে তরবারি ধারণ করবো না? তিনি বললেন, তাহলে তো তুমি তাদের সঙ্গী হয়ে যাবে। তিনি বলেন, তুমি তোমার ঘরে আশ্রয় নিবে। তিনি বললেন, আমি বললাম, যদি সেই বিপদ আমার ঘরে প্রবেশ করে? তিনি বললেন, তুমি যদি আশঙ্কা করো যে, তরবারির বলক তোমাকে বলসিয়ে দিবে, তবে তোমার মুখমণ্ডল কাপড়ে ঢেকে ফেলো। তাতে সে হত্যাকারী তোমার গুনাহ ও তার গুনাহ নিয়ে ফিরে যাবে। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, হাম্মাদ ইবনু যায়িদ ছাড়া কেউ এ হাদীসে বর্ণনাকারী 'মুশা'আল'-এর নাম উল্লেখ করেননি।^{৪২৬১}

সহীহ।

২২৬২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي دَكْبَشَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي " . قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ " كُونُوا أَخْلَاسَ يَوْمَتِكُمْ " .

সব্বি

^{৪২৬১} ইবনু মাজাহ, আহমাদ, হাকিম, বায়হাকী।

৪২৬২। আবু কাবশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু মুসা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই তোমাদের সামনে অন্ধকার রাতের টুকরার ন্যায় একের পর এক বিপদ আসতে থাকবে। সেই বিপদের সময় সকালবেলা যে ব্যক্তি ঈমানদার ছিল, বিকেলবেলা সে কাফির হয়ে যাবে, আর সন্ধ্যাবেলা যে লোকটি ঈমানদার ছিল, সকালে সে কাফির হয়ে যাবে। সে সময়ের বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির চাইতে উত্তম হবে এবং দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি হেঁটে চলা ব্যক্তির চাইতে উত্তম এবং হেঁটে চলা ব্যক্তি দৌড়ে চলা ব্যক্তির চাইতে উত্তম হবে। লোকজন বললো, আপনি আমাদের কি করতে আদেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের ঘরের পদার ন্যায় হয়ে যাও (বের হয়ো না)।^{৪২৬২}

সহীহ।

৪২৬৩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَصِصِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمَقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ أَمَرَ اللَّهُ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِنْ السَّعِيدَ لَمَنْ جُتِبَ الْفِتْنُ إِنْ السَّعِيدَ لَمَنْ جُتِبَ الْفِتْنُ إِنْ السَّعِيدَ لَمَنْ جُتِبَ الْفِتْنُ وَلَمَنْ أَتَى فَصَبَرَ فَوَاهَا " .

صحيح

৪২৬৩। আল-মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আমি নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ফিত্নাহ হতে দূরে থাকবে, সেই সৌভাগ্যবান; যে লোক ফিত্নাহ হতে দূরে থাকবে সেই সৌভাগ্যবান; যে ফিত্নাহ হতে দূরে থাকবে সেই সৌভাগ্যবান। আর যে ব্যক্তি ফিত্নাহয় পড়ে ধৈর্য ধারণ করবে, তার জন্য কতই না মঙ্গল!^{৪২৬৩}

সহীহ।

৩ - باب في كَفِّ اللِّسَانِ

অনুচ্ছেদ-৩ : জিহ্বা সংযত রাখা

৪২৬৪ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ خَالِدُ بْنُ أَبِي عَمْرَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " سَتَكُونُ فِتْنَةٌ صَمَاءٌ بِكَمَاءٍ عَمِيَاءٍ مَنْ أَشْرَفَ لَهَا اسْتَشْرَفَتْ لَهُ وَإِشْرَافُ اللِّسَانِ فِيهَا كَوْفُوعُ السَّيْفِ " .

ضعيف ، المشكاة (٥٤٠٢)

৪২৬৪। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, অচিরেই বধির, মুক ও অন্ধকারাচ্ছন্ন ফিত্নাহর সৃষ্টি হবে, যে কেউ এর নিকটবর্তী হবে, ফিত্নাহ তার নিকটবর্তী হবে। আর সেই সময় মুখে কিছু বলা ভরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার ন্যায় মারাত্মক হবে।^{৪২৬৪}

দুর্বল : মিশকাত হা/৫৪০২।

৪২৬২ আহমাদ।

৪২৬৩ আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

৪২৬৪ আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এর সানাদ দুর্বল। সানাদের 'আবদুর রহমান ইবনু বায়লামানী সম্পর্কে হাফিয বলেন : যঈফ।

৪২৬০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ رَجُلٍ، يُقَالُ لَهُ زِيَادٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِيَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ قَتْلَاهَا فِي النَّارِ اللِّسَانُ فِيهَا أَشَدُّ مِنْ وَقْعِ السَّيْفِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ الْأَعْمَشِ .
ضعيف

৪২৬৫। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই অচিরে এরূপ ফিত্নাহ সৃষ্টি হবে, যা সমস্ত আরবকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবে। সেই ফিত্নাহয় নিহতরা জাহান্নামী হবে। জিহ্বার ব্যবহার তখন তরবারির আঘাতের চাইতেও মারাত্মক হবে।

দুর্বল।

৪২৬৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ، قَالَ زِيَادٌ سَمِعَ كُوشَ .
لم أجده في الصحيح ولا في الضعيف

৪২৬৬। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আবদুল কুদ্দুস (রা) “যিয়াদ নামক এক ব্যক্তি হতে” না বলে “সাদা কান বিশিষ্ট এক ব্যক্তি হতে” বলেছেন।^{৪২৬৫}

আমি এটি সহীহ এবং বদ্বেকেও পাইনি।

৪ - بَابُ مَا يُرْغَصُ فِيهِ مِنَ الْبِدَاوَةِ فِي الْفِتْنَةِ

অনুচ্ছেদ-৪ : ফিত্নাহর সময় জাযাবর হওয়ার অনুমতি

৪২৬৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَغَصَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ عَمَّا يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِيَدِهِ مِنَ الْفِتَنِ " .
صحيح

৪২৬৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অচিরেই বকরীই হবে মুসলিমদের উত্তম সম্পদ। তা নিয়ে তারা পাহাড়ের চূড়ায় ও বৃষ্টির পানি এলাকায় চলে যাবে, তাদের দীনকে ফিত্নাহ হতে রক্ষার জন্য পালাবে।^{৪২৬৬}

সহীহ।

৫ - بَابُ فِي التَّهْيِ عَنِ الْقِتَالِ، فِي الْفِتْنَةِ

অনুচ্ছেদ-৫ : ফিত্নাহর সময় যুদ্ধে জড়ানো নিষেধ

৪২৬৮ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَثِيوُسَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ، - يَعْنِي فِي الْقِتَالِ - فَلَقَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِذَا

^{৪২৬৫} এর পূর্বের হাদীস দেখুন।

^{৪২৬৬} বুখারী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, মালিক, আহমাদ।

تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بَسِيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ " إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ " .

صحیح

৪২৬৮। আল-আহনাফ ইবনু ক্বাইস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যুদ্ধে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হলাম। আবু বাকরাহ (রা) আমার সঙ্গে সাক্ষাত করে বললেন, তুমি ফিরে যাও। কেননা আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি; দুই মুসলিম তরবারি নিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হলে হত্যাকারী ও নিহত উভয়ই জাহান্নামে যাবে। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! হত্যাকারী তো জাহান্নামে যাবেই, তবে নিহত ব্যক্তি কেন যাবে? তিনি বললেন : নিশ্চয়ই সেও তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করতে সংকল্পবদ্ধ।^{৪২৬৭}

সহীহ।

৪২৬৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ مُخْتَصَرًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لِمُحَمَّدٍ - يَعْنِي ابْنَ الْمُتَوَكِّلِ - أَخٌ ضَعِيفٌ يُقَالُ لَهُ الْحُسَيْنُ .

لم أجده في الصحيح ولا في الضعيف

৪২৬৯। মুহাম্মাদ ইবনুল মুতাওয়াযাক্কিল আল-আসকালানী (রা) তার সূত্রে সংক্ষেপে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) মুহাম্মাদ ইবনুল মুতাওয়াযাক্কিল সম্পর্কে বলেন, দুর্বল ভাই, তাকে হুসাইন বলা হয়।^{৪২৬৮}

আমি এটি সহীহ এবং যঈফেও পাইনি।

৬ - باب في تعظيم قتل المؤمن

অনুচ্ছেদ- ৬ : ঈমানদার ব্যক্তিকে হত্যা করা গুরুতর অপরাধ

৪২৭০ - حَدَّثَنَا مُؤْمِلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دَقْقَانَ، قَالَ كُنَّا فِي غَزْوَةِ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ بِذَلْقِيَّةٍ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ فَلَسْطِينَ - مِنْ أَشْرَافِهِمْ وَخِيَارِهِمْ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ لَهُ يُقَالُ لَهُ هَانِيُّ بْنُ كُلْثُومٍ بْنُ شَرِيكِ الْكِنَانِيِّ - فَسَلَّمَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا وَكَانَ يَعْرِفُ لَهُ حَقَّهُ قَالَ لَنَا خَالِدٌ فَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا " . فَقَالَ هَانِيُّ بْنُ كُلْثُومٍ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الرَّبِيعِ يُحَدِّثُ عَنْ عِبَادَةِ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا " . قَالَ لَنَا خَالِدٌ ثُمَّ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي زَكَرِيَّا عَنْ أُمَّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُنْعَقًا صَالِحًا مَا لَمْ يُصَبَّ دَمًا حَرَامًا فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَغَ " . وَحَدَّثَ هَانِيُّ بْنُ كُلْثُومٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عِبَادَةِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ سِوَاءَ .

صحیح

^{৪২৬৭} বুখারী, মুসলিম।

^{৪২৬৮} এর পূর্বেরটি দেখুন।

৪২৭০। খালিদ ইবনু দিহক্বান (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ‘যালকিয়া’ নামক স্থানে কনস্টান্টিনোপল যুদ্ধে লিপ্ত ছিলাম। তখন ফিলিস্তিনবাসী হামী ইবনু কুলসূম ইবনু শারীক আল-কিনানী নামক জনৈক সম্মানিত ও উত্তম ব্যক্তি এসে ‘আবদুল্লাহ ইবনু আবু যাকারিয়াকে সালাম দিলেন, যার মর্যাদা সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। খালিদ আমাদের বললেন, ‘আবদুল্লাহ ইবনু আবু যাকারিয়া বর্ণনা করেছেন, আমি উম্মুদারদাকে বলতে শুনেছি, আমি আবু দারদা (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ সব শুনাইই ক্ষমা করবেন; কিন্তু মুশরিক অবস্থায় কেউ মারা গেলে অথবা কোন ঈমানদার ব্যক্তি অপর কোন ঈমানদারকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে (তা ক্ষমা করবেন না)। অতঃপর হানী ইবনু কুলসূম বলেন, আমি মাহমুদ ইবনুর রবী’কে ‘উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা) হতে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন ঈমানদারকে হত্যা করলো এবং এতে আনন্দিত হলো, আল্লাহ তার কোন ফরয বা নফল ইবাদাত কবুল করবেন না। খালিদ আমাদের বলেন যে, ইবনু আবু যাকারিয়া পর্যায়ক্রমে উম্মু দারদা ও আবু দারদার সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করে বলেন, তিনি বলেছেন : ঈমানদার ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত কোন হারাম রক্তপাত না ঘটাবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সং ও হালকা পিঠবিশিষ্ট পণ্য হবে। যখন সে কোন হারাম রক্তপাত ঘটাবে তখন দুর্বল হয়ে পড়বে। আর হামী ইবনু কুলসূম (র) মাহমুদ ইবনুর রবী’ এবং ‘উবাদাহ ইবনুস সামিতের সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।^{৪২৬৬}

সহীহ।

৪২৭১ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَبْرَكٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَوْ غَيْرُهُ قَالَ قَالَ خَالِدُ بْنُ دِفْقَانَ سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى الْقَسْبِيَّ عَنْ قَوْلِهِ "اعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ" . قَالَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي الْفِتْنَةِ فَيَقْتُلُ أَحَدُهُمْ فَيَرَى أَنَّهُ عَلَى هُدًى لَا يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ - يَعْنِي - مِنْ ذَلِكَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ فَاعْتَبَطَ يَصُبُّ دَمَهُ صَبًّا .
صحيح موقوف

৪২৭১। সদাকাহ ইবনু খালিদ বা অন্য কারো সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, খালিদ ইবনু দিহক্বান বলেছেন, আমি ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া আল-গাসসানীকে বললাম, তাঁর (নাবী ﷺ)-এর বাণী “ইগ্‌তাবাতা বিকাহলিহি” এর অর্থ কি? তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যারা ফিত্নাহয় পতিত হয়ে পরস্পর যুদ্ধ করবে। অতঃপর কাউকে হত্যার পর দেখতে পাবে, নিহত ব্যক্তি হিদায়াতের উপর ছিলো। আর সে এজন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে না। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, তিনি বলেছেন, “ফা’তাবাতা” এর অর্থ সে অধিক রক্তপাত ঘটিয়েছে।^{৪২৭০}

সহীহ যাকুতু’।

৪২৭২ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ نَابِتٍ، فِي هَذَا الْمَكَانِ يَقُولُ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا } بَعْدَ الَّتِي فِي الْقَوْصَانِ { وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ } بِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ .
منكر

^{৪২৬৬} বায়হাকী, হাকিম। ইমাম হাকিম ও বায়হাকী বলেন : সানাদ সহীহ।

^{৪২৭০} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

৪২৭২। মুজালিদ ইবনু আওফ (রা) সূত্রে বর্ণিত। খারিজাহ ইবনু যায়িদ (র) বলেন, আমি যায়িদ ইবনু সাবিত (রা)-কে কুরআনের এই স্থান সম্পর্কে বলতে শুনেছি : “যে ব্যক্তি কোন মু’মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তার পরিণাম হবে চিরস্থায়ী জাহান্নাম” (৪: ৯৩) এই আয়াত সূরাহ ফুরকানের এ আয়াত “যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন কিছুকে ডাকে না এবং অন্যায়ভাবে এরূপ কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন”- এই আয়াতের হয় মাস পর অবতীর্ণ হয়েছে।^{৪২৭১}

মুনকার।

৪২৭৩ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَوْ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمَّا نَزَلَتْ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ { وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ } قَالَ مُشْرِكُو أَهْلِ مَكَّةَ قَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَدَعَوْنَا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَأَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ { إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ } فَهَذِهِ لَأُولَئِكَ قَالَ وَأَمَّا الَّتِي فِي النَّسَاءِ { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَحَزَّاءُ جَهَنَّمَ } الْآيَةُ قَالَ الرَّجُلُ إِذَا عَرَفَ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَحَزَّاءُ جَهَنَّمَ لَا تَوْبَةَ لَهُ . فَذَكَرْتُ هَذَا لِمُحَمَّدٍ فَقَالَ إِلَّا مَنْ تَابَ .

صحیح

৪২৭৩। সাঈদ ইবনু জুবাইর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রা)-কে উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে বললাম। তিনি বলেন, সূরাহ ফুরকানের এই আয়াত যখন নাযিল হলো, “যারা আল্লাহ সঙ্গে অন্য কোন কিছুকে ইলাহ বলে ডাকে না এবং যে আত্মাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করে না; কিন্তু সত্য বা শাস্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তা করে।” তখন মাক্কাহর মুশরিকরা বললো, আমরাই তো আল্লাহর নিষিদ্ধ করা আত্মা হত্যা করেছি এবং আল্লাহর সঙ্গে অন্য ইলাহকে ডেকেছি ও ব্যাভিচার করেছি। মহান আল্লাহ তখন অবতীর্ণ করলেন : “কিন্তু যারা তাওবাহ করবে ও ঈমান এনে সংকাজ করবে, আল্লাহ তাদের অন্যায়গুলো পরিবর্তন করে নেকী দিবেন”। আর এ আয়াত তাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বলেন, সূরাহ আন-নিসার এই আয়াত সম্পর্কে “যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ঈমানদারকে হত্যা করবে, তার পরিণাম হবে জাহান্নাম” (৪ : ৬৮)। তিনি বলেছেন, লোকটি যখন ইসলামী শরীআতের পরিচয় পাওয়ার পর কোন ঈমানদারকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে, তার পরিণাম জাহান্নাম। তার কোন তাওবাহ কবুল হবে না। একথা মুজাহিদদের নিকট বর্ণনা করায় তিনি বললেন, কিন্তু যে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে তাওবাহ করবে তার তাওবাহ গ্রহণ হবে।^{৪২৭২}

সহীহ।

৪২৭৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي يَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي { الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ } أَهْلُ الشِّرْكَ قَالَ وَنَزَلَ { يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ } .

صحیح

^{৪২৭১} মাসারী। সলাদে আবদুর রহমান ইবনু ইসহাক রয়েছে। হাফিয যাহাবী বলেন : সে বিনাদ সূত্রে মুনকার হাদীসসমূহ বর্ণনা করে। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন।

^{৪২৭২} বুখারী, মুসলিম।

৪২৭৪। উক্ত ঘটনা প্রসঙ্গে ইবনু 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। এ আয়াত “যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন ইলাহকে ডাকে না”- মুশরিকদের পরে নও-মুসলিমদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, আরো নাযিল হয়েছে “হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের উপর সীমা লঙ্ঘন করেছে; তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না”।^{৪২৭৩}

সহীহ।

৪২৭৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ الثَّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا } قَالَ مَا بَسَحَهَا شَيْءٌ.

صحیح

৪২৭৫। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি কোন ঈমানদারকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে” এ আয়াতকে কোন আয়াতই মানসুখ করেনি।^{৪২৭৪}

সহীহ।

৪২৭৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِخْلَرٍ، فِي قَوْلِهِ { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ } قَالَ هِيَ جَزَاؤُهُ فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتَحَاوَزَ عَنْهُ فَعَلَ.

حسن مقطوع

৪২৭৬। আবু মিজলায (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহর এ বাণী প্রসঙ্গে বলেন : “যে ব্যক্তি কোন ঈমানদারকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে, তার শাস্তি হবে চিরস্থায়ী জাহান্নাম”, এটা হলো তার পরিণাম। তবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করতে পারেন।^{৪২৭৫}

হাসান মাযদুহ।

৭ - باب مَا يُوجِبُ فِي الْقَتْلِ

অনুচ্ছেদ-৭ : শহীদ হওয়ার আশা পোষণ

৪২৭৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، سَلَامٌ بْنُ سَلِيمٍ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ فِتْنَةً فَعَظَّمَ أَمْرَهَا فَقُلْنَا أَوْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ أَدْرَكْتَنَا هَذِهِ كَتَلْهُنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " كَلَّا إِنْ بِحَسْبِكُمُ الْقَتْلُ " . قَالَ سَعِيدٌ فَرَأَيْتُ إِخْوَانِي قَتَلُوا .

صحیح

৪২৭৭। সাঈদ ইবনু যায়িদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় তিনি ফিত্নাহ ও এর ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তখন আমরা বললাম, অথবা লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এই ফিত্নাহ যদি আমাদের পেয়ে বসে, তবে তো ধ্বংস।

বুখারী, মুসলিম।
বুখারী, মুসলিম।
বামযাঈ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কখনো নয়, বরং তখন নিহত হলে তা তোমাদের জন্য কষ্টেই হবে। সাঈদ (রা) বলেন, পরে আমি দেখতে পেলাম, আমার ভাইয়েরা ফিৎনাতে নিহত হয়েছেন।^{৪২৭৬}

সহীহ।

৪২৭৮ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أُمَّتِي هَذِهِ أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الْأَحْزَةِ عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا الْفِتْنُ وَالزَّلَازِلُ وَالْفَقْلُ " .

صحیح

৪২৭৮। আবু মুসা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার এ উম্মাত দয়াপ্রাপ্ত, পরকালে এদের কোন শাস্তি হবে না, আর ইহকালে তাদের শাস্তি হলো ফিৎনাহসমূহ, ভূমিকম্প ও যুদ্ধবিগ্রহ।^{৪২৭৭}

সহীহ।

^{৪২৭৬} আহমাদ। আহমাদ শাকির বলেন : সানাদ সহীহ। আব্দুল্লাহ হায়সামী বলেন : আহমাদের রিজাল সহীহ।

^{৪২৭৭} আহমাদ, হাকিম। ইমাম হাকিম ও যাহাবী বলেন : সানাদ সহীহ।

৩১ - كتاب المهدي

অধ্যায়- ৩১ : ইমাম মাহ্‌দী প্রসঙ্গ

৪২৭৭- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، - يَغْنِي ابْنُ أَبِي خَالِدٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى يَكُونَ عَلَيْكُمْ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ نَحْتَمِعُ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ " . فَسَمِعْتُ كَلَامًا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ أَفْهَمَهُ قُلْتُ لِأَبِي مَا يَقُولُ قَالَ " كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ " .

صحیح

৪২৭৯। জাবির ইবনু সামুরাহ (রা) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : এ দীন ততদিন প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যতদিন তোমাদের শাসকরূপে বারজন প্রতিনিধির আবির্ভাব না হবে। তাদের প্রত্যেক উম্মাতকে তার পাশে একত্র করবে। অতঃপর আমি নাবী ﷺ-এর আরেকটি কথা শুনলাম, তবে তা বুঝতে পারিনি। পরে আমার পিতাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করায় তিনি বললেন, তিনি বলেছেন : তাদের সবাই কুরাইশ বংশোদ্ভূত হবে।^{৪২৭৮}

সহীহ।

৪২৮০- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَهْبٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً " . قَالَ فَكَبَّرَ النَّاسُ وَصَحُّوا ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً قُلْتُ لِأَبِي يَا أَبُهِ مَا قَالَ قَالَ " كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ " .

৪২৮০। জাবির ইবনু সামুরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : এ দীন (ইসলাম) বারজন প্রতিনিধি আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত অটুট অবস্থায় বিজয়ী থাকবে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একথা শুনে উপস্থিত লোকেরা অবাক হয়ে ‘আল্লাহ আকবার’ ধ্বনি দিলো এবং চিৎকার করে উঠলো। অতঃপর তিনি নিম্নস্বরে একটি কথা বললেন। আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি ﷺ কি বলেছেন? তিনি বললেন যে, তিনি বলেছেন : তাদের সবাই কুরাইশ বংশোদ্ভূত হবে।^{৪২৭৯}

৪২৮১- حَدَّثَنَا ابْنُ نَفِيلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ زَادَ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ أَتَتْهُ قُرَيْشٌ فَقَالُوا ثُمَّ يَكُونُ مَاذَا قَالَ " ثُمَّ يَكُونُ الْهَرَجُ " صحیح دون قوله : " فلما رجع " ، انظر ما قبله (٤٢٨٠)

৪২৮১। জাবির ইবনু সামুরাহ (রা) সূত্রে উপরে বর্ণিত হাদীস বর্ণিত। তবে এই বর্ণনায় আছে : পরে যখন তিনি তাঁর ঘরে ফিরে যান, কুরাইশদের কয়েকজন এসে তাঁকে প্রশ্ন করলো, তার পরে কি হবে? তিনি বললেন : অতঃপর বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।^{৪২৮০}

সহীহ, তবে এ কথাটি বাদে : “পরে যখন তিনি তাঁর ঘরে ফিরে যান....।” এর পূর্বেরটি দেখুন।

৪২৭৮ উপরোক্ত সূত্রে আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী- আবু দাউদ হতে।

৪২৭৯ মুসলিম, আহমাদ।

৪২৮০ আহমাদ।

৪২৮২- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَهُمْ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، - يَغْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا زَائِدَةُ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ فِطْرِ، - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زُرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَوْ لَمْ يَتَّقِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ " . قَالَ زَائِدَةُ فِي حَدِيثِهِ " لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ " . ثُمَّ اتَّفَقُوا " حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلًا مِنِّي " . أَوْ " مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمُ أَبِي " . زَادَ فِي حَدِيثِ فِطْرِ " يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مَلَأَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا " . وَقَالَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ " لَا تَذْهَبُ أَوْ لَا تَنْقُضِي الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْقَرَبُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَفِظَ عُمَرُ وَأَبِي بَكْرٍ بِمَعْنَى سُفْيَانَ .

حسن صحيح

৪২৮২। 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : যদি দুনিয়ার মাত্র একদিনও অবশিষ্ট থাকে তবে আল্লাহ সেই দিনকে অত্যন্ত দীর্ঘায়িত করবেন এবং আমার হতে অথবা আমার পরিজন হতে একজন লোক আবির্ভূত করবেন, যার নাম ও তার পিতার নাম আমার ও আমার পিতার নামের সঙ্গে হুবহু মিল হবে। সে পৃথিবীকে ইনসাফে পরিপূর্ণ করবে যেমন তা যুলুমে পরিপূর্ণ ছিল। আর সুফিয়ান বর্ণিত হাদীসে বলেন, ততদিন দুনিয়া ধ্বংস হবে না, যতদিন পর্যন্ত আমার পরিবারের এক ব্যক্তি আরবে রাজত্ব না করবে, তার নাম হুবহু আমার নামই হবে।^{৪২৮১}

হাসান সহীহ।

৪২৮৩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا فِطْرٌ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَرْزَةَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ عَلِيٍّ، - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَوْ لَمْ يَتَّقِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ لَبَعَثَ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِمَلَأَهَا عَدْلًا كَمَا مَلَأَتْ جَوْرًا " .

صحيح

৪২৮৩। 'আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : যদি দুনিয়ার একদিনও অবশিষ্ট থাকে তবুও আল্লাহ আমার পরিজন হতে অবশ্যই এক ব্যক্তিকে পাঠাবেন। তখনকার দুনিয়া যেমন অত্যাচারে ভরে যাবে, সে সেরূপেই তা ন্যায়-ইনসাফে ভরে দিবে।^{৪২৮২}

সহীহ।

৪২৮৪- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقْمِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ يَزَانَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ نُفَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " الْمَهْدِيُّ مِنْ عِزَّتِي مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ " . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَسَمِعْتُ أَبَا الْمَلِيحِ يُخْبِرُنِي عَلَى عَلِيٍّ بْنِ نُفَيْلٍ وَيَذْكُرُ مِنْهُ صَلَاحًا .

صحيح

^{৪২৮১} তিরমিযী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{৪২৮২} আহমাদ।

৪২৮৪। উম্মু সালামাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : মাহ্দী আমার পরিজন হতে ফাতিমাহর সন্তানদের বংশ হতে আবির্ভূত হবে। 'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফার (রা) বলেন, আমি আবুল মালীহকে 'আলী ইবনু নুফাইলের প্রশংসা করতে এবং তার গুণাবলী বর্ণনা করতে শুনেছি।^{৪২৮৩}

সহীহ।

৪২৮৫- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ تَمَّامٍ بْنِ بَرِيعٍ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْمَهْدِيُّ مِنِّي أَجْلَى الْجَبْهَةِ أَقْنَى الْأَنْفِ يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا يَمْلِكُ سِتْعَ سِنِينَ " .

حسن

৪২৮৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার বংশ হতে মাহ্দীর আবির্ভাব হবে, সে হবে প্রশস্ত ললাট ও উন্নত নাকবিশিষ্ট। তখনকার দুনিয়া যেকল্পে যুলুমে ভরে যাবে, সে তার বিপরীতে তা ইনসাফে ভরে দিবে, আর সে সাত বছর রাজত্ব করবে।^{৪২৮৪}

হাসান।

৪২৮৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ صَاحِبٍ، لَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " يَكُونُ اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيَخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَيَأْيَعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَيَبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ الشَّامِ فَيُخَسِّفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيَأْيَعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَخْوَالَهُ كُلِّبٌ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيُظْهِرُونَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ بَعْثٌ كُلِّبٌ وَالْخَبِيئَةُ لَمَنْ لَمْ يَشْهَدْ غَنِيمَةَ كُلِّبٍ فَيَقْسِمُ الْمَالَ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بَسْتَةً نَبِيَّهُمْ ﷺ وَيُلْقِي الْإِسْلَامَ بِجِرَانِهِ إِلَى الْأَرْضِ فَيَلْبِثُ سِتْعَ سِنِينَ ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ هِشَامٍ " سِتْعَ سِنِينَ " . وَقَالَ بَعْضُهُمْ " سِتْعَ سِنِينَ "

ضعيف

৪২৮৬। নাবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : জনৈক খলীফাহর মৃত্যুকালে মতানৈক্য সৃষ্টি হবে। এ সময় মাদীনাহবাসী জনৈক ব্যক্তি পালিয়ে মাক্কাহয় চলে যাবে। মাক্কাহবাসীরা তার নিকট এসে তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে আসবে এবং তারা রুকন ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝখানে তার হাতে বাইআত করবে। অতঃপর তার বিরুদ্ধে সিরিয়া হতে একটি সৈন্যবাহিনী পাঠানো হবে। এদেরকে মাক্কাহ ও মাদীনাহর মধ্যবর্তী স্থানে দেখতে পাবে, তখন সিরিয়ার ধার্মিক ব্যক্তিগণ ও ইরাকবাসীদের কয়েকটি দল তার নিকট এসে রুকন ও মাকামের মাঝখানে তার হাতে

^{৪২৮৩} ইবনু মাজাহ।

^{৪২৮৪} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

বাই'আত করবে। অতঃপর কুরাইশ বংশে জনৈক ব্যক্তির উদ্ভব হবে, কাল্ব গোত্র হবে তার মাতুল গোত্র। সে তাদের মুকাবিলায় একটি বাহিনী পাঠাবে। যুদ্ধে মাহ্‌দীর অনুসারীরা কাল্ব বাহিনীর উপর বিজয়ী হবে। এ সময় যারা কাল্বের গনীমাত নিতে উপস্থিত হবে না তাদের জন্য আফসোস। মাহ্‌দী গনীমাতের সম্পদ বন্টন করবেন এবং নাবী ﷺ-এর সুন্নাহ অনুযায়ী মানুষের মাঝে কার্য পরিচালনা করবেন, আর ইসলাম সারা পৃথিবীতে প্রসারিত হবে। অতঃপর তিনি সাত বছর অবস্থান করার পর মারা যাবেন। আর মুসলিমরা তার জানাযা সলাত পড়বে। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, কেউ কেউ হিশাম হতে বর্ণনা করে বলেন, নয় বছর অবস্থান করবেন, আবার কেউ বলেন, সাত বছর।^{৪২৮৫}

দুর্বল।

৪২৮৭ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ "تِسْعَ سِنِينَ" . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ غَيْرُ مُعَاذٍ عَنْ هِشَامٍ "تِسْعَ سِنِينَ" .

ضعيف

৪২৮৭। ক্বাতাদাহ (র) উপরে বর্ণিত হাদীস প্রসঙ্গে বলেন, তিনি নয় বছর অবস্থান করবেন। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, মু'আয ছাড়া অন্যরা হিশাম হতে বর্ণনা করে বলেন, নয় বছর অবস্থান করবেন।^{৪২৮৬}

দুর্বল।

৪২৮৮ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ مُعَاذٍ أَثْمُ .

ضعيف

৪২৮৮। উম্মু সালামাহ (রা) নাবী ﷺ হতে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। আর মু'আযের হাদীসই পরিপূর্ণ।^{৪২৮৭}

দুর্বল।

৪২৮৯ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَيْطِيبَةِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِقِصَّةِ جَيْشِ الْخَسَفِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهَا قَالَ "يُخَسَفُ بِهِمْ وَلَكِنْ يُنْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نَبِيِّهِ" .

صحيح

৪২৮৯। উম্মু সালামাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ ধ্বংসে যাওয়া সেই বাহিনীর ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণনা করলেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হবে, তাদের কি হবে? তিনি বললেন : তাদেরও ধ্বংসিয়ে দেয়া হবে; কিন্তু তারা তাদের নিয়্যাত অনুযায়ী ক্বিয়ামাতের দিন পুনরুত্থিত হবে।^{৪২৮৮}

^{৪২৮৫} আহমাদ। এর সানাদে নাম উল্লেখহীন জনৈক ব্যক্তি রয়েছেন।

^{৪২৮৬} এর পূর্বেরটি দেখুন।

^{৪২৮৭} এর পূর্বেরটি দেখুন।

^{৪২৮৮} মুসলিম, আহমাদ।

সহীহ।

৪২৭০- قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثْتُ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ قَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَنَظَرَ إِلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ كَمَا سَمَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ وَسَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ يُسَمَّى بِاسْمِ نَبِيِّكُمْ يُشَبِّهُهُ فِي الْخُلُقِ وَلَا يُشَبِّهُهُ فِي الْخَلْقِ ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا . وَقَالَ هَارُونُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ وَرَاءِ النَّهْرِ يُقَالُ لَهُ الْحَارِثُ بْنُ حَرَاثٍ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَنْصُورٌ يُوْطِئُ أَوْ يُمَكِّنُ لَالٍ مُحَمَّدٍ كَمَا مَكَّنْتُ فُرَيْشَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَبَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ نَصْرُهُ " . أَوْ قَالَ "إِحَابَتُهُ

ضعيف

৪২৯০। আবু ইসহাক (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আলী (রা) বলেছেন, আর তিনি তার ছেলে হাসানের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলেছেন, নিশ্চয়ই আমার এই ছেলেকে নাবী ﷺ যেরূপ নেতা আখ্যায়িত করেছেন, অচিরেই তার বংশ হতে জনৈক ব্যক্তি আবির্ভূত হবে। তোমাদের নাবী ﷺ-এর নামে তার নাম হবে, স্বভাব-চরিত্রে তাঁর মত হবে; কিন্তু গঠন আকৃতি অনুরূপ হবে না। অতঃপর ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, সে পৃথিবীকে ন্যায়বিচারে ভরে দিবে। হারুন ﷺ বলেন, ‘আমর ইবনু আবু কুইস পর্যায়ক্রমে মুতাররিফ ইবনু তরীফ, হাসান ও হিলাল ইবনু ‘আমর হতে বর্ণনা করে বলেন, আমি ‘আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি, নাবী ﷺ বলেছেন : নদীর পেছন দিক থেকে জনৈক ব্যক্তি আবির্ভূত হবে। তাকে হারিস ইবনুর হাররাস বলে ডাকা হবে, তার আগে জনৈক ব্যক্তি আসবেন, যার নাম হবে মানসূর। তিনি মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিজনকে আশ্রয় দিবেন, যেরূপ কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্থান দিয়েছিল। সুতরাং প্রত্যেক মু’মিনের কর্তব্য হবে তার সাহায্যে এগিয়ে আসা, তার ডাকে সাড়া দেয়া।^{৪২৮৯}

দূর্বল।

৪২৮৯ আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তাবরীযী মিশকাত গ্রন্থে বলেন : এর সানাদ মুনকাতি।

৩২ - كتاب الملاحم

অধ্যায়- ৩২ : যুদ্ধ-সংঘর্ষ

১ - باب مَا يُذَكَّرُ فِي قُرْنِ الْمِائَةِ

অনুচ্ছেদ-১ : এক শতাব্দী কালের বর্ণনা সম্পর্কে

৪২৭১ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ شَرَّاحِيلَ بْنِ يَزِيدَ الْمَعَاوِرِيِّ، عَنْ أَبِي عُلَقَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ يَنْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُحَدِّدُ لَهَا دِينَهَا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَرِيحٍ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ لَمْ يَجْزِ بِهِ شَرَّاحِيلُ .

صحیح

৪২৯১। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ এই উম্মাতের জন্য প্রতি একশত বছরের শিরোভাগে এমন লোকের আবির্ভাব ঘটাবেন, যিনি এই উম্মাতের দীনকে তার জন্য সজ্জীবিত করবেন। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, ‘আবদুর রহমান ইবনু শুরাইহ আল-ইসকান্দারানীও এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি শারাহীল-এর অতিরিক্ত বর্ণনা করেননি।^{৪২৯০}

সহীহ।

২ - باب مَا يُذَكَّرُ مِنْ مَلَا حِمِ الرُّومِ

অনুচ্ছেদ-২ : রোমীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ

৪২৭২ - حَدَّثَنَا الثُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةٍ، قَالَ قَالَ مَكْحُولٌ وَابْنُ أَبِي زَكْرِيَّا إِلَى خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ وَمِلْتُ مَعَهُمْ فَحَدَّثَنَا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ الْهُدْنَةِ، قَالَ قَالَ جُبَيْرٌ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ذِي مِخْبَرٍ - رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ - فَاتَيْنَاهُ فَسَأَلَهُ جُبَيْرٌ عَنِ الْهُدْنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صَلَاحًا آمَنًا فَتَغْزُونَ أَتْنَمَ وَهُمْ عَدُوٌّ مِنْ وَرَائِكُمْ فَتَنْصَرُونَ وَتَغْنَمُونَ وَتَسْلَمُونَ ثُمَّ تَرْجِعُونَ حَتَّى تَنْزِلُوا بِمَرْجِ ذِي ثُلُولٍ فَيَرْفَعَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيبَ فَيَقُولُ غَلَبَ الصَّلِيبُ فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَذُقُهُ فَيَعْنِدُ ذَلِكَ تَغْدِيرُ الرُّومِ وَتَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ " .

صحیح

৪২৯২। হাসসান ইবনু ‘আতিয়াহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাকহুল ও ইবনু আবু যাকারিয়া ﷺ খালিদ ইবনু মা’দান-এর নিকট যেতে রওয়ানা হলে আমিও তাদের সঙ্গে গেলাম। তারা জুবাইর ইবনু নুফাইরের সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করলেন সন্ধি সম্পর্কে। তিনি বলেন, জুবাইর ﷺ বললেন, আপনি আমাদের সঙ্গে নাবী ﷺ-এর সাহাবী যু-মিখবার (রা)-র নিকট চলুন। সুতরাং আমরা তার নিকট

^{৪২৯০} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া হাকিম।

উপস্থিত হলে জুবাইর রাঃ তাকে সন্ধি সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সঃ কে বলতে শুনেছি : অচিরেই তোমরা রোমানদের সঙ্গে সন্ধি করবে। অতঃপর তোমরা ও তারা একত্র হয়ে তোমাদের পশ্চাৎবর্তী একদল শত্রুর মোকাবিলা করবে। তোমরা তাতে বিজয়ী হবে, গণীমাত অর্জন করবে এবং নিরাপদে ফিরে আসবে। শেষে তোমরা টিলাযুক্ত একটি মাঠে যাত্রাবিরতি করবে। অতঃপর খৃস্টানদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি ত্রুশ উপরে উত্তোলন করে বলবে, ত্রুশ বিজয়ী হয়েছে। এতে মুসলিমদের মধ্যকার এক ব্যক্তি উত্তেজিত হয়ে তাকে হত্যা করবে। তখন রোমানরা চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিবে।^{৪২৯১}

সহীহ।

৪২৯৩ - حَدَّثَنَا مُؤْمَلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ زَادَ فِيهِ " وَيَثُورُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى أَسْلِحَتِهِمْ فَيَقْتُلُونَ فَيَكْرَهُمُ اللَّهُ تِلْكَ الْعَصَابَةُ بِالشَّهَادَةِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِلَّا أَنَّ الْوَلِيدَ جَعَلَ الْحَدِيثَ عَنْ جُبَيْرٍ عَنْ ذِي مَخْبَرٍ عَنِ النَّبِيِّ صঃ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ رُوْحٌ وَيَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ وَيَشْرُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ كَمَا قَالَ عَيْسَى .

صحیح

৪২৯৩। হাসসান ইবনু 'আত্টিয়াহ রাঃ সূত্রে এই সানাদে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে আরও আছে : মুসলিমরা রাগের সাথে তাদের যুদ্ধাস্ত্রের দিকে ধাবিত হবে এবং যুদ্ধে লিপ্ত হবে। আল্লাহ তাদেরকে শহীদী মৃত্যু দিয়ে সম্মানিত করবেন।^{৪২৯২}

সহীহ।

৩ - باب في أمارات الملاحم

অনুচ্ছেদ-৩ : বিপর্যয়ের আলামাতসমূহ

৪২৯৪ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صঃ " عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابٌ يَثْرِبُ وَخَرَابٌ يَثْرِبُ خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَتَحَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ وَفَتَحَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ خُرُوجُ الدَّجَالِ " . ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَحْدِ الَّذِي حَدَّثَ - أَوْ مَنَكِيهِ - ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا لَحَقُّ كَمَا أَنَّكَ هَا هُنَا أَوْ كَمَا أَنَّكَ قَاعِدٌ . يَعْنِي مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ .

حسن

৪২৯৪। মু'আয ইবনু জাবাল (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ : বাইতুল মাকদিসে বসতি স্থাপন ইয়াসরিবের বিপর্যয়ের কারণ হবে এবং ইয়াসরিবের বিপর্যয় সংঘাতের কারণ হবে। যুদ্ধের

^{৪২৯১} ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

^{৪২৯২} এর পূর্বেরটি দেখুন।

ফলে কুসতুনতীনিয়া বিজিত হবে এবং কুসতুনতীনিয়া বিজয় দাজ্জালের আবির্ভাবের আলামত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন তার উরুতে বা কাঁধে নিজের হাত দ্বারা মৃদু আঘাত করে বলেন, এটা নিশ্চত সত্য, যেমন তুমি এখানে উপস্থিত, যেমন তুমি এখানে বসা আছো। অর্থাৎ তিনি মু'আয ইবনু জাবাল (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন।^{৪২৯৩}

হাসান।

৪ - باب في تَوَاتُرِ الْمَلَا حِم

অনুচ্ছেদ-৪ : ধারাবাহিক যুদ্ধ

৪২৯০ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ سَفْيَانَ الْعَسَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قَتَيْبٍ السَّكُونِيِّ، عَنْ أَبِي بَحْرَةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْمَلْحَمَةُ الْكُبْرَى وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ وَخُرُوجُ الدَّجَالِ فِي سَبْعَةِ أَشْهُرٍ " .
ضعيف

৪২৯৫। মু'আয ইবনু জাবাল (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ও কুসতুনতীনিয়া বিজয় এবং দাজ্জালের আবির্ভাব মাত্র সাত মাসের মধ্যে ঘটবে।^{৪২৯৪}

দূর্বল।

৪২৯৬ - حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَمَصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ، عَنْ بَحْرِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَفَتْحِ الْمَدِينَةِ سِتُّ سِنِينَ وَيَخْرُجُ الْمَسِيحُ الدَّجَالُ فِي السَّابِعَةِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عِيسَى .
ضعيف

৪২৯৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু বুসর (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মহাযুদ্ধ এবং (কসটাণ্টিনোপল) শহর বিজয়ের মধ্যে ছয় বছরের ব্যবধান হবে। আর সপ্তম বছরে মাসীহ দাজ্জাল আবির্ভূত হবে।^{৪২৯৫}

দূর্বল।

৫ - باب في تَدَاْعِي الْأُمَمِ عَلَى الْإِسْلَامِ

অনুচ্ছেদ-৫ : বিভিন্ন জাতি পরস্পরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আহ্বান জানাবে

৪২৯৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ السَّلَامِ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَّاعِيَ عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَّاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا " . فَقَالَ قَاتِلٌ وَمِنْ

^{৪২৯৩} আহমাদ।

^{৪২৯৪} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। সানাদে আবু বকর ইবনু আবু মারইয়াম রয়েছে। তার হাদীস দ্বারা দলীল করা যাবে না। অনুরূপ কথা বলেছেন মুনিযিরী। হাফিয বলেন : যঈফ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাসান গরীব।

^{৪২৯৫} ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

قَلَّةٌ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالُوا " بَلْ أَنتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كُفَّاءُ السَّبِيلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ " . فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ " حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ " .

صحیح

৪২৯৭। সাওবান (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : খাদ্য গ্রহণকারীরা যেভাবে খাবারের পাত্রের চতুর্দিকে একত্র হয়, অচিরেই বিজাতিরা তোমাদের বিরুদ্ধে সেভাবেই একত্রিত হবে। এক ব্যক্তি বললো, সেদিন আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে কি এরূপ হবে? তিনি বললেন : তোমরা বরং সেদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে; কিন্তু তোমরা হবে প্লাবনের স্রোতে ভেসে যাওয়া আবর্জনার মত। আর আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর হতে তোমাদের পক্ষ হতে আতঙ্ক দূর করে দিবেন, তিনি তোমাদের অন্তরে ভীরতা ভরে দিবেন। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! 'আল-ওয়াহ্ন' কি? তিনি বললেন : দুনিয়ার মোহ এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।^{৪২৯৬}

সহীহ।

৬ - باب فِي الْمَغْلِبِ مِنَ الْمَلَا حِم

অনুচ্ছেদ-৬ : তুমুল যুদ্ধে মুসলিমদের স্থান

৪২৯৮ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْطَاةَ، قَالَ سَمِعْتُ جُبَيْرَ بْنَ نَفِيرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِنَّ فُسْطَاطَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ بِالْغَوَاطَةِ إِلَى جَانِبِ مَدِينَةِ يُقَالُ لَهَا دِمَشْقُ مِنْ خَيْرِ مَدَائِنِ الشَّامِ " .

صحیح

৪২৯৮। আবু দারদা (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যুদ্ধের দিন মুসলিমদের শিবির স্থাপন করা হবে 'গূতা' নামক শহরে, যা সিরিয়ার সর্বোত্তম শহর দামিশকের পাশে অবস্থিত।^{৪২৯৭}

সহীহ।

৪২৯৭ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثْتُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَارِثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يُوْشِكُ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يُحَاصِرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى يَكُونَ أُنْبَعْدَ مَسَاحِهِمْ سَلَا حٌ " .

صحیح

৪২৯৯। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অচিরেই মুসলিমরা মাদীনাহয় অবরুদ্ধ হবে এবং তাদের দূরবর্তী সীমান্ত হবে 'সালাহ' নামক স্থান।^{৪২৯৮}

সহীহ।

৪৩০০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عُبَيْسَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ وَسَلَا حٌ قَرِيبٌ مِنْ خَيْرٍ .

صحیح مقطوع

^{৪২৯৬} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আহমাদ।

^{৪২৯৭} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আহমাদ।

^{৪২৯৮} এটি গত হয়েছে হা/৪২৫০।

৪৩০০। যুহরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বারের নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম হল সালাহ।^{৪২৯৯}

সহীহ মাক্কতু'।

৭ - باب ارتفاع الفتنة في الملاحم

অনুচ্ছেদ-৭ : যুদ্ধের ফলে ফিতনা ছড়াবে

৪৩০১ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِي، - قَالَ هَارُونُ فِي حَدِيثِهِ - عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَنْ يَجْمَعَ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ سَيِّفَيْنِ سَيْفًا مِنْهَا وَسَيْفًا مِنْ عَدُوِّهَا " .

صحیح

৪৩০১। আওফ ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এই উম্মাতের তরবারি ও এর শত্রুর তরবারি দুটোকে আল্লাহ কখনো এ উম্মাতের উপর একত্র করবেন না।^{৪৩০০}

সহীহ।

৮ - باب في التَّهْيِجِ الثُّرُكِ، وَالْحَبْشَةِ

অনুচ্ছেদ-৮ : তুর্কী ও আবিসিনিয়দের সঙ্গে অকারণে গোলযোগ বাঁধানো নিষেধ

৪৩০২ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ، عَنْ السَّيِّئَانِيِّ، عَنْ أَبِي سَكِينَةَ، - رَجُلٍ مِنَ الْمُحَرَّرِينَ - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " دَعُوا الْحَبْشَةَ مَا وَدَّعُوكُمْ وَاتُّرِكُوا الثُّرُكَ مَا تَرَكُوكُمْ " .

حسن

৪৩০২। আবু সুবাইনা নামক নাবী ﷺ-এর জনৈক সাহাবী হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি ﷺ বলেছেন : তোমরা হাবাশীদের হতে বিরত থাকো যে পর্যন্ত তারা তোমাদের থেকে বিরত থাকে এবং তুর্কীদেরও ত্যাগ করো যে পর্যন্ত তারা তোমাদের ত্যাগ করে।^{৪৩০১}

হাসান।

৯ - باب في قتال الثُّرُكِ

অনুচ্ছেদ-৯ : তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

৪৩০৩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - يَعْنِي الْإِسْكََنْدَرَانِيَّ - عَنْ سُهَيْلٍ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِحٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الثُّرُكَ قَوْمًا وَجُوهُهُمْ كَالْمَجَانِ الْمُطْرَقَةِ يَلْبَسُونَ الشَّعْرَ " .

صحیح

^{৪২৯৯} এটি গত হয়েছে হা/৪২৫১।

^{৪৩০০} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আহমাদ।

^{৪৩০১} নাসায়ী।

৪৩০৩। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে পর্যন্ত না মুসলিমরা তুর্কী জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করবে, সে পর্যন্ত ক্রিয়ামাত হবে না। সেই জাতির মুখমণ্ডল হবে বর্মের ন্যায় চণ্ডা আর মাংসল। তারা পশমী পোশাক পরে।^{৪৩০২}

সহীহ।

৪৩০৪ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَابْنُ السَّرْحِ، وَغَيْرُهُمَا، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَوَاهُ - قَالَ ابْنُ السَّرْحِ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقَاتِلُوا قَوْمًا نَعَالُهُمُ الشَّعْرُ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقَاتِلُوا قَوْمًا صِفَارُ الْأَعْيُنِ ذَلْفَ الْأَنْفِ كَانَ وَجُوهُهُمُ الْمَحَانُ الْمَطْرَقَةُ " .

صحیح

৪৩০৪। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : যে জাতি পশমযুক্ত জুতা পরবে সেই জাতির সঙ্গে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত ক্রিয়ামাত হবে না। আর তোমরা ছোট চোখ, চোকা নাক ও বর্মের মতো চণ্ডা ও মাংসল মুখমণ্ডলবিশিষ্ট জাতির সঙ্গে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত ক্রিয়ামাত হবে না।^{৪৩০৩}

সহীহ।

৪৩০৫ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التَّيْسِيُّ، حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُهَاجرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَدِيثٍ " يُقَاتِلُكُمْ قَوْمٌ صِفَارُ الْأَعْيُنِ " . يَعْنِي التُّرْكَ قَالَ " تَسُوقُونَهُمْ ثَلَاثَ مَرَارٍ حَتَّى تُلْحِقُوهُمْ بِحَزْبَةِ الْعَرَبِ فَأَمَّا فِي السِّيَاقَةِ الْأُولَى فَيَنْحَوُّ مَنْ هَرَبَ مِنْهُمْ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَيَنْحَوُّ بَعْضٌ وَيَهْلِكُ بَعْضٌ وَأَمَّا فِي الثَّالِثَةِ فَيُضْطَلَمُونَ " . أَوْ كَمَا قَالَ .

ضعیف

৪৩০৫। আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ (রা) তার পিতার সূত্রে নাবী ﷺ হতে হাদীস বর্ণনা করেন যে : তোমাদের সঙ্গে ছোট চোখবিশিষ্ট জাতি অর্থাৎ তুর্কীরা যুদ্ধ করবে। তিনি বলেন, তোমরা তাদেরকে তিনবার তাড়িয়ে নিয়ে যাবে, অবশেষে আরব উপদ্বীপে তাদের নাপালে পাবে। প্রথম তাড়ানোতে যারা পালিয়ে যাবে, তারা রক্ষা পাবে, আর দ্বিতীয় তাড়ানোতে অনেকে রক্ষা পাবে আর অনেকে ধ্বংস হবে; আর তৃতীয়বার তাদের মূলোৎপাটিত করা হবে অথবা অনুরূপ কিছু বলেছেন।^{৪৩০৪}

দুর্বল।

১০ - باب في ذكر البهرة

অনুচ্ছেদ-১০ : বাবুল্লাহ সম্পর্কে

৪৩০৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُهَيْنَانَ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بُرَيْدَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " يَزِيلُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي بِغَائِطِ

৪৩০২ মুসলিম, নাসায়ী।

৪৩০৩ বুখারী, মুসলিম।

৪৩০৪ আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এর সানাদ মুনকাতি। আবদুল্লাহ বিন বুরাইদাহ হাদীসটি তার পিতা হতে শুনেছেন। যা তাহযীব গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া সানাদে বাশীর ইবনু মুহাজির রয়েছে। তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় শিথিল। তাকে মুরযিয়া বলা হয়েছে।

يُسَمُّوهُ الْبَصْرَةَ عِنْدَ نَهْرٍ يُقَالُ لَهُ دَجْلَةٌ يَكُونُ عَلَيْهِ جَسْرٌ يَكْثُرُ أَهْلُهَا وَتَكُونُ مِنْ أَمْصَارِ الْمُهَاجِرِينَ " . قَالَ ابْنُ بَحْتِ قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ " وَتَكُونُ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ جَاءَ بَنُو قَنْطَرَاءَ عَرَاضُ الْوُجُوهِ صَغَارُ الْأَعْيُنِ حَتَّى يَتَرَلُّوا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ فَيَتَفَرَّقُ أَهْلُهَا ثَلَاثَ فِرَقٍ فِرْقَةٌ يَأْخُذُونَ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَالْبَرِيَّةِ وَمَلَكُوا وَفِرْقَةٌ يَأْخُذُونَ لِأَنْفُسِهِمْ وَكَفَرُوا وَفِرْقَةٌ يَحْمِلُونَ ذُرَارِيَهُمْ خَلْفَ ظُهُورِهِمْ وَيُقَاتِلُونَهُمْ وَهُمْ الشُّهَدَاءُ " .

حسن

৪৩০৬। মুসলিম ইবনু আবু বাকরাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দাজ্জালা (তাইগ্রিস) নদীর তীরবর্তী নিচু এলাকায় 'বাসরাহ' নামক স্থানে আমার উম্মাতের কিছু লোক বসতি স্থাপন করবে। সেই নদীর উপরে সেতু থাকবে আর নাগরিকের সংখ্যা হবে প্রচুর। আর এটা হবে মুহাজিরদের শহরসমূহের একটি। শেষ যামানায় চণ্ডা চেহারা ও ছোট চোখবিশিষ্ট 'কানতুরা' পোষে সেই নদীর অববাহিকায় ঘাঁটি স্থাপন করবে এবং উক্ত শহরের বাসিন্দারা সিন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক দল পক্ষর লেজ ধরে মরুভূমিতে যাবে এবং ধ্বংস হবে। দ্বিতীয় দল নিজেদের অন্য শিকারী হুঁকারে এবং কাকের হয়ে যাবে। তৃতীয় দল তাদের পিছনে পরিবার-পরিজন ও সম্ভ্রান্তি রেখে দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং শহীদ হবে।^{৪৩০৫}

হাসান।

৪৩০৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا مُوسَى الْحِطَّاطُ، - لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَكَرَهُ - عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ " يَا أَنَسُ إِنَّ النَّاسَ يُمَصِّرُونَ أَمْصَارًا وَإِنْ مَصَّرًا مِنْهَا يُقَالُ لَهُ الْبَصْرَةُ أَوْ الْبَصِيرَةُ فَإِنْ أَتَتْ مَرَرْتَ بِهَا أَوْ دَخَلْتَهَا فَإِيَّاكَ وَسِبَاحُهَا وَكِلَابُهَا وَسُوقُهَا وَبَابُ أَمْرَانِهَا وَعَلَيْكَ بِضَوَائِحِهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ بِهَا عَسْفٌ وَقَذْفٌ وَرَجْفٌ وَقَوْمٌ يَسْتَوْنَ يُمَصِّرُونَ قِرْقَةً وَخَتَاوِيرَ " .

صحيح

৪৩০৭। আবু হান্নাল ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন : হে আনাস! নিশ্চয়ই লোকেরা বিভিন্ন শহরের পত্তন করবে। জেনে রাখো, তাঁর মধ্যে বাসরাহ বা বুসাইরা নামক একটি শহরও হবে। ছুটি যদি এর পাশ দিয়ে যাও বা এতে প্রবেশ করো তাহলে সাবধান থাকবে এর লবণাক্ত যমীন হতে, এর 'কানতুরা' নামক স্থান হতে এবং কাকের ও নেজদের দরজা হতে এবং আশপাশ থেকে। কেননা এটা ধ্বংসে যাবে, নিক্ষিপ্ত হবে আর ভূমিকম্পে প্রকম্পিত হবে। আর একদল লোক রাতের বেলা ঘুমিয়ে থাকবে; কিন্তু প্রচণ্ডে তারা বানর ও শূকরে পরিণত হবে।^{৪৩০৬}

সহীহ।

৪৩০৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، جَلَسْتُ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحٍ بْنِ دِرْهَمٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ، انْطَلَقْنَا حَافِينَ إِذَا رَجُلٌ فَقَالَ لَنَا إِلَى حَبِيبِكُمْ قَرِيبَةٌ يُقَالُ لَهَا الْأَهْلَةُ فَلَنَا نَعَمْ . قَالَ مَنْ يَضْمَنُ لِي مِنْكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ لِي فِي مَسْجِدِ الْعَشَارِ

^{৪৩০৫} আহমাদ।^{৪৩০৬} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

رَكَعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا وَتَقُولُ هَذِهِ لَأَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ خَلِيلِي أَبَا الْقَاسِمِ رضي الله عنه يَقُولُ " إِنْ اللَّهَ يَنْفَعُ مِنْ مَسْجِدِ الْعَشَارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَهَدَاءَ لَا يَقُومُ مَعَ شُهَدَاءِ بَنِي عَمْرِوهُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْمَسْجِدُ مِمَّا يَلِي الثَّهْرَ .

ضعيف

৪৩০৮। ইবরাহীম ইবনু দিরহাম (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমরা হাজ্জ করতে যাচ্ছিলাম। তখন এক লোক আমাদের জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের কাছাকাছি উবুল্লাহ নামে একটি শহর আছে কি? আমরা বললাম, হ্যাঁ। সে বললো, তোমাদের মধ্যে কে এই দায়িত্ব নিবে যে, আমার পক্ষ হতে ‘আল-আশ্শায মাসজিদে’ দুই বা চার রাক‘আত সালাত পড়বে? আর এ কথাটা তিনি আবু হুরাইরাহর জন্য বলতেন যে, আমি আমার বন্ধু আবুল কাসিম رضي الله عنه কে বলতে শুনেছি : নিশ্চয়ই আল্লাহ কিয়ামাতের দিন মাসজিদুল আশ্শাযে এমন কতক শহীদকে পাঠাবেন যাদের ব্যতীত অন্য কেউ বদরের শহীদদের সঙ্গে দাঁড়াতে পারবে না। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, এই মাসজিদটি (ফুরাত) নদীর তীরে অবস্থিত।^{৪৩০৭}

দূর্বল।

১১ - باب التَّهْيِ عَنْ تَوْسِيعِ الْحَبْشَةِ

অনুচ্ছেদ-১১ : ইথিওপিয়া সম্পর্কে

৪৩০৭ - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " اَتْرَكُوا الْحَبْشَةَ مَا تَرَكُوكُمْ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ إِلَّا ذُو السُّوفْيَتَيْنِ مِنَ الْحَبْشَةِ " .

حسن

৪৩০৯। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : যতদিন পর্যন্ত ইথিওপীয়রা তোমাদের ত্যাগ করবে, তোমরাও তাদের ত্যাগ করো। কেননা ইথিওপিয় ছোট গোছাধারী এক ব্যক্তি ব্যতীত কেউ কা'বার ভাণ্ডার লুণ্ঠন করবে না।^{৪৩০৮}

হাসান।

১২ - باب أَمَارَاتِ السَّاعَةِ

অনুচ্ছেদ-১২ : কিয়ামাতের আলামতসমূহ

৪৩১০ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، قَالَ جَاءَ نَقَرٌ إِلَى مَرْوَانَ بِالْمَدِينَةِ فَسَمِعُوهُ يُحَدِّثُ فِي الْآيَاتِ أَنْ أَوَّلَهَا الدَّجَالُ قَالَ فَانْصَرَفْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثَنِي فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِنْ أَوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا أَوْ الدَّابَّةُ عَلَى النَّاسِ ضُحَى

^{৪৩০৭} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সনাদে ইবরাহীম ইবনু সালাহ রয়েছে। হাকিম বলেন : সনাদে মাঝে দূর্বলতা আছে। আবু জা'ফার উকুইনী বলেন : ইবরাহীম এবং তার পিতা প্রসিদ্ধ নন। আর হাদীসটি সংরক্ষিত নয়।
^{৪৩০৮} হাকিম, আহমাদ। ইমাম হাকিম ও ঘাফারী বলেন : সনাদ সহীহ।

فَاتَّيَهُمَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْأُخْرَى عَلَى أَثَرِهَا " . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَكَانَ يَمُرُّ الْكُتُبَ وَأُظُنُّ أَوَّلَهُمَا خُرُوجًا طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا .

صحیح

৪৩১০। আবু যুর'আহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাদীনাহুতে যারুওয়ানের নিকট একদল লোক এসে গুনতে পেলো যে, তিনি কিয়ামাতের আলামত প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, দাঙ্গালের আত্মপ্রকাশ এর প্রথম আলামত। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমরের নিকট গিয়ে একথা আলোচনা করলে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ ব্যাপারে যা বলতে শুনেছি তিনি তার কিছুই বলেননি। নিঃসন্দেহে এর প্রথম আলামত হলো পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদ্ভিত হওয়া অথবা মাম্বর জাতির উপর পূর্বাঞ্চে 'দাব্বাতুল আরদ' নামক একটি জন্তুর আত্মপ্রকাশ। এই দু'টির যে কোন একটি আপে এবং অপরটি এর পরপরই প্রকাশিত হবে। 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এ সময় তিনি কিতাব পড়তেছিলেন। আর আমার মনে হয় তাঁর বক্তব্যের মধ্যে পশ্চিম দিকে সূর্য উদয়টাই প্রথম প্রকাশিত হবে।^{৪৩১০}

সহীহ।

৪৩১১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَهَنَّاذٌ، - الْمَعْنَى - قَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، حَدَّثَنَا فُرَاتُ الْقَزَّازِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ وَائِلَةَ، - وَقَالَ هَنَّاذٌ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، - عَنْ جُنَيْفَةَ بْنِ أَسِيدِ الْغِفَارِيِّ، قَالَ كُنَّا قُعُودًا تَتَحَدَّثُ فِي ظِلِّ عُرْفَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْنَا السَّاعَةَ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَنْ تَكُونَ - أَوْ لَنْ تَقُومَ - السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ قَبْلُهَا عَشْرُ آيَاتٍ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوجُ النَّهْثَةِ وَخُرُوجُ نَاحُوجٍ وَمَآحُوجٍ وَالْذُّخَالُ وَعَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَالْذُّخَانُ وَثَلَاثُ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِحَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ تَخْرُجُ نَارٌ مِنَ الْيَمَنِ مِنْ قَعْرِ عَدَنَ نُسُوقُ النَّاسِ إِلَى الْمَحْشَرِ " .

صحیح

৪৩১১। হুযাইফাহ ইবনু আসীদ আল-গিফারী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরের ছানায় বসে কিয়ামাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। আমাদের কণ্ঠস্বর চরণে উঠলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : দশটি আলামত প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত কখনো কিয়ামাত হবে না। সেগুলো হলো : পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদয়, 'দাব্বাতুল আরদ' নামক জন্তুর আবির্ভাব, ইয়াজুজ-মাজুজ, দাঙ্গাল ও ইসা ইবনু যারইয়াম (আ) ও ধোঁয়ার প্রকাশ, আর তিনটি ভূমিধ্বস: পাশ্চাত্যে একটি, প্রাচ্যে একটি ও আরব উপদ্বীপে একটি। এগুলোর পরেই ইয়ামামের আদান নামক স্থানের নীচু ভূমি হতে আগুন বের হবে, যা মানুষকে হাশরের (সিরিয়ায়) দিকে ভাঙিয়ে নিয়ে যাবে।^{৪৩১০}

সহীহ।

৪৩১০ মুসলিম, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৪৩১০ মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ।

৪৩১২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَأَاهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا فَذَاكَ حِينَ { لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا } " . الآية .

صحیح

৪৩১২। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সূর্য তার ডুবার স্থান (পশ্চিম দিক) হতে উদয় না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামাত হবে না। যখন তা উদয় হবে এবং যতো লোক তা দেখবে, তারা ইমান আনবে। কিন্তু "সেদিন তার ইমান কোন উপকারে আসবে না, যে ব্যক্তি পূর্বে ইমান আনেনি অথবা যে ব্যক্তি ইমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করেনি" (সূরাহ আনআম : ১৫৮)^{৪৩১২}

সহীহ।

১৩ - باب حَسْرِ الْفُرَاتِ عَنْ كَثْرٍ

অনুচ্ছেদ-১৩ : ফুরাতের খনিজ সম্পদ উন্মুক্ত হওয়া সম্পর্কে

৪৩১৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكَنْدِيُّ، حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ، حَدَّثَنَا عُثَيْدُ اللَّهِ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَثْرٍ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا " .

صحیح

৪৩১৩। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অচিরেই ফুরাত নদী স্বর্ণের খনি উন্মুক্ত করবে। অতএব যে কেউ সেখানে উপস্থিত থাকবে সে যেন তা হতে কিছুই গ্রহণ না করে।^{৪৩১৩}

সহীহ।

৪৩১৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكَنْدِيُّ، حَدَّثَنِي عُقْبَةُ، - يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ - حَدَّثَنِي عُثَيْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " مِثْلُهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ " يَحْسِرُ عَنْ جِبِلٍّ مِنْ ذَهَبٍ " .

صحیح

৪৩১৪। আবু হুরাইরাহ (রা) নাবী ﷺ সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি বলেন : ফুরাত নদী স্বর্ণের পাহাড় উন্মুক্ত করবে।^{৪৩১৪}

সহীহ।

১৪ - باب خُرُوجِ الدَّجَالِ

অনুচ্ছেদ-১৪ : দাজ্জালের আবির্ভাব সম্পর্কে

^{৪৩১১} বুখারী, মুসলিম।
^{৪৩১২} বুখারী, মুসলিম।
^{৪৩১৩} বুখারী, মুসলিম।

৪৩১০- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ جَرَّاشٍ، قَالَ اجْتَمَعَ خَلِيفَةُ وَأَبُو مَنْصُورٍ فَقَالَ خَلِيفَةُ لَنَا بِمَا مَعَ الدَّجَالِ أَعْلَمُ مِنْهُ إِنَّ مَعَهُ بَحْرًا مِنْ مَاءٍ وَنَهْرًا مِنْ نَارٍ فَالَّذِي تَرَوْنَ أَنَّهُ نَارٌ مَاءٌ وَالَّذِي تَرَوْنَ أَنَّهُ مَاءٌ نَارٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَأَرَادَ الْمَاءَ فَلْيَشْرَبْ مِنَ الَّذِي بَرَى أَنَّهُ نَارٌ فَإِنَّهُ سَيَجِدُهُ مَاءً . قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ الْبَذْرِيُّ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ .

صحیح

৪৩১৫। রিবঈ ইবনু হিরাশ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযাইফাহ ও আবু মাস'উদ (রা) একত্র হলে হুযাইফাহ (রা) বললেন, দাজ্জালের সঙ্গে যা কিছু থাকবে, এ সম্বন্ধে আমি অবশ্যই তার চেয়ে ভালো জানি। নিশ্চয়ই তার সঙ্গে থাকবে পানির নহর ও আগুনের কুণ্ড। অতঃপর তোমরা যেটাকে দেখবে আগুন, মূলত সেটা পানি আর যেটাকে দেখবে পানি, মূলত সেটা আগুন। যে কেউ এর সাক্ষাত পাবে, সে যেটাকে আগুন দেখবে, তা যেন পান করে, তাহলেই সে পানি পাবে। আবু মাস'উদ আল-বাদরী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছি।^{৪৩১৫}

সহীহ।

৪৩১৬- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " مَا بُعِثَ نَبِيٌّ إِلَّا قَدْ أُنْذِرَ أَتَمُّهُ الدَّجَالُ الْأَعْوَرُ الْكَذَّابُ أَلَا وَإِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنْ رَبُّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرُ وَإِنْ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكُتُوبًا كَافِرٌ " .

صحیح

৪৩১৬। ক্বাতাদাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিক (রা)-কে নাবী ﷺ হতে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন : প্রত্যেক প্রেরিত নাবীই তাঁর উম্মাতদের মিথ্যাবাদী কানা দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। জেনে রাখো, সে হবে কানা, আর তোমাদের মহান রব কানা নন। আর তার দু'চোখের মাঝে কাকির লেখা থাকবে।^{৪৩১৬}

সহীহ।

৪৩১৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، ك ف ر .
لم أجده في الصحيح ولا في الضعيف

৪৩১৭। মুহাম্মাদ ইবনু মুসান্না- মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফার হতে শু'বাহ (র) সূত্রে (ক্বাফ), (ফা), (রা) এভাবে উল্লেখ আছে।^{৪৩১৭}

আমি এটি সহীহ এবং যঈফেও পাইনি।

৪৩১৪ বুখারী, মুসলিম।

৪৩১৫ বুখারী, মুসলিম।

৪৩১৬ এর পূর্বেরটি দেখুন।

৪৩১৮- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبَابِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ " يَمُرُّهُ كُلُّ مُسْلِمٍ " .

صحیح

৪৩১৮। আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে নাবী ﷺ-এর সূত্রে এ হাদীসে বর্ণিত আছে : প্রত্যেক মুসলিম তা পড়তে পারবে।^{৪৩১৭}

সহীহ।

৪৩১৭- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي الدُّهَمَاءِ، قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ سَمِعَ بِالذَّجَالِ فَلْيُنْأِ عَنْهُ فَإِنَّهُ قَوْلُ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيَهُ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يُنْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ أَوْ لِمَا يُنْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ " . هَكَذَا قَالَ .

صحیح

৪৩১৭। আবুদ-দাহ্মা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইমরান ইবনুল হসাইন (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ দাজ্জালের অবিচারের কথা শুনে সে যেন তার থেকে দূরে চলে যায়। আল্লাহর কসম! যে কোন ব্যক্তি তার নিকট এলে সে অবশ্যই মনে করবে যে, সে ঈমানদার। অতঃপর সে তার দ্বারা তার মধ্যে জাগ্রিত সন্দেহপূর্ণ বিষয়ের অনুসন্ধান করবে। তিনি এরূপই বলেছেন।^{৪৩১৬}

সহীহ।

৪৩২০- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شَرِيحٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ، حَدَّثَنَا بَحِيرٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِنِّي قَدْ حَدَّثْتُكُمْ عَنِ الذَّجَالِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ لَا تَعْقِلُوا إِنَّ مَسِيحَ الذَّجَالِ رَجُلٌ قَصِيرٌ أَنْفَحَ حَقْدَ لُحُورٍ مَطْمُوسٍ الْعَيْنِ لَيْسَ بِنَاتِقٍ وَلَا جَحْرَاءَ فَإِنْ أَلَيْسَ عَلَيْكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ " . قَالَ أَبُو قُلُوبَةَ عَمْرُو بْنُ الْأَسْوَدِ وَلِيَّ الْقَضَاءِ .

صحیح

৪৩২০। উমাদাহ ইবনুস সামিত (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি লোকদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট দাজ্জাল সম্পর্কে বহুবার বর্ণনা করেছি, কারণ আমি আশঙ্কা করছি, তোমরা বুঝতে পারছো কিনা? নিশ্চয়ই মাসীহ দাজ্জাল হবে বেঁটে, মুরগীর পা বিশিষ্ট ও কৃষ্ণিত কেশধারী, এক চোখবিশিষ্ট অশ্লীল এক মেঝারী যা বাইরের দিকে ফোলাও নয়, আবার কোঠরাগতও নয়। যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে তবে জেনে রাখো, তোমাদের রব কানা নন।^{৪৩১৯}

সহীহ।

^{৪৩১৭} মুসলিম, আহমাদ।

^{৪৩১৬} আহমাদ।

^{৪৩১৯} আহমাদ।

৪৩২১- حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ الدَّمَشَقِيُّ الْمَوْدُنِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الثَّوَالِسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِيِّ، قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدَّجَالَ فَقَالَ " إِنْ يَخْرُجُ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَاجِبُهُ ثَوْنُكُمْ وَإِنْ يَخْرُجُ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَأَمْرُؤُ حَاجِبُ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَذْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ فَإِنَّهَا جَوَارُكُمْ مِنْ قِتْنَتِهِ " . قُلْنَا وَمَا لَيْتُهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ " أَرَبُعُونَ يَوْمًا يَوْمَ كَسَنَتْهُ وَيَوْمَ كَشَنَّهُ وَيَوْمَ كَحْمَعَتْهُ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ " . فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَتْهُ أَتُكْفِيْنَا فِيهِ صَلَاةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ " لَا أَقْدِرُوا لَهُ قُدْرَةً ثُمَّ يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ فَيَذَرُكَ عِنْدَ بَابٍ لَدَى فَيَقْتُلُهُ "

صحیح

৪৩২১। আন-নাওয়াস ইবনু সাম্ম'আন আল-কিলাবী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঙ্গাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি বলেন: আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকতে যদি সে আবির্ভূত হয় তবে তোমাদের পক্ষ হতে আমিই তার প্রতিপক্ষ হবো। আর আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান না থাকা অবস্থায় যদি সে আবির্ভূত হয় তবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সিন্ধেই তার প্রতিপক্ষ হতে হবে। আর আদ্রাহ হবেন প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আমার পক্ষের সম্মিলিত। তোমাদের মাঝে যে কেউ তাকে পাবে, সে যেন সূরাহ আল-কাহ্ফের প্রথম কয়েকটি আয়াত পাঠ করে; কেননা এটাই হবে ফিতনা হতে তার নিরাপত্তার প্রধান উপায়। আমরা বললাম, সে পৃথিবীতে কতদিন থাকবে? তিনি বললেন: চল্লিশ দিন। একদিন হবে এক বছরের সমান, একদিন হবে এক মাসের সমান ও একদিন হবে এক সপ্তাহের সমান, আর বাকী দিনগুলো হবে তোমাদের সাধারণ দিনগুলোর সমান। আমরা বললাম, হে আদ্রাহর রাসূল! যে দিনটি এক বছরের সমান হবে, সে দিনে একদিন ও এক রাতের সলাত কি আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন: না, তোমরা অনুমান করে দিনের পরিমাণ নির্ধারণ করে (সলাত পড়বে)। অন্তঃপর ইলা ইবনু মারইয়াম (আ) দামেশকের পূর্ব প্রান্তে একটি সাদা মিনারে অবতরণ করতেন এবং 'মুদ' নামক স্থানের দ্বারপ্রান্তে দাঙ্গালকে নাগালে পড়তেন এবং হত্যা করতেন।^{৪৩২০}

সহীহ।

৪৩২২- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُعَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ، عَنِ السَّيَّانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَذَكَرَ الصَّلَوَاتِ مِثْلَ مَعْنَاهُ .

صحیح

৪৩২২। আবু উমামাহ (রা) হতে নাবী ﷺ সূত্রে উপরে বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেন। আর অনুরূপ অর্থে সলাতের উল্লেখ করেন।^{৪৩২১}

সহীহ।

^{৪৩২০} মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ।

^{৪৩২১} ইবনু মাজাহ।

৪৩২২- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فَتْنَةِ الدَّجَالِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ " مَنْ حَفِظَ مِنْ خَوَاتِيمِ سُورَةِ الْكَهْفِ " . وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ " مَنْ آخِرِ الْكَهْفِ " .

সহিহ , (حَدِيثٌ : " مَنْ حَفِظَ مِنْ خَوَاتِيمِ ") قلت : الرواية الأولى أصح ، وروايتها أكثر

৪৩২৩। আবু দারদা (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি সূরাহ আল-কাহ্ফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্ত করবে, সে দাজ্জালের ফিত্নাহ হতে মুক্তি পাবে।

সহীহ।

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, হিশাম আদ-দাস্তাওয়াঈ কাতাদার সূত্রে এরূপই বলেছেন; কিন্তু তিনি একথাটি এভাবে বলেছেন : যে ব্যক্তি সূরাহ কাহ্ফের শেষের কয়েকটি আয়াত হিফাযাত করবে। আর শু'বাহ বলেন : যে ব্যক্তি সূরাহ কাহ্ফের শেষাংশ মুখস্ত রাখবে।^{৪৩২২}

এর পূর্বের বর্ণনাটি অধিক সহীহ এবং অধিক বর্ণিত।

৪৩২৪- حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آدَمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ - يَعْنِي عِيسَى - وَإِنَّهُ نَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ كَانَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصْبِهِ بَلَلٌ فَيَقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَيَذُقُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخَنْزِيرَ وَيَضَعُ الْحَرِيَّةَ وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ وَيُهْلِكُ الْمَسِيحَ الدَّجَالُ فَيَمُوتُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يَتَوَفَى فَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ " .

সহিহ

৪৩২৪। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : আম্মর ও তাঁর অর্থাৎ ঈসা (আ)-এর মাঝে কোন নাবী নেই। আর তিনি তো অবতরণ করবেন। তোমরা তাঁকে দেখে এভাবে চিনতে পারবে যে, তিনি মাঝারি উচ্চতার, লাল-সাদা ও গেরুয়া রঙের মাঝামাঝি অর্থাৎ দুধে আলতা তাঁর দেহের রং হবে এবং তাঁর মাথার চুল ভিজা না থাকলেও মনে হবে চুল হতে যেন বিন্দু বিন্দু পানি টপকাচ্ছে। তিনি ইসলামের জন্য মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, ত্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শুকর নিধন করবেন ও জিযিয়া রহিত করবেন। তিনি তাঁর যুগে ইসলাম ছাড়া সকল ধর্ম বিলুপ্ত করবেন এবং মাসীহ দাজ্জালকে হত্যা করবেন। তিনি পৃথিবীতে চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন, অতঃপর মৃত্যুবরণ করবেন এবং মুসলিমরা তাঁর জানাযা পড়বে।^{৪৩২৩}

সহীহ।

১০ - باب في خبر الجَسَّاسَةِ

অনুচ্ছেদ-১৫ : জাসসাস প্রসঙ্গে

^{৪৩২২} মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাসান সহীহ।

^{৪৩২৩} আহমাদ, ইবনু হিব্বান।

৪৩২৫- حَدَّثَنَا الثُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَّرَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ " إِنَّهُ حَسْبِي حَدِيثٌ كَانَ يُحَدِّثُنِيهِ تَمِيمُ الدَّارِيُّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ تَجُرُّ شَعْرَهَا قَالَتْ مَا أَتَيْتُ قَالَتْ أَنَا الْجَسَّاسَةُ أَذْهَبُ إِلَى ذَلِكَ الْقَصْرِ فَأَتِيْتُهُ فَإِذَا رَجُلٌ يَجُرُّ شَعْرَهُ مُسْلَسَلٌ فِي الْأَغْلَالِ يَنْزُو فِيمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَقُلْتُ مَنْ أَتَيْتُ قَالَ أَنَا الدَّجَالُ خَرَجَ نَبِيُّ الْأُمِّيِّينَ بَعْدُ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ أَطَاعُوهُ أَمْ عَصَوْهُ قُلْتُ بَلْ أَطَاعُوهُ . قَالَ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ " .

صحیح

৪৩২৫। ফাতিমাহ বিনতু ক্বাইস (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক রাতে 'ইশার সলাত পড়তে বিলম্ব করলেন। তিনি (ঘর হতে) বেরিয়ে এসে বললেন : তামিম আদ-দারী আমার নিকট যে ঘটনা বর্ণনা করেছে সেটিই আমাকে আটকে রেখেছে। সে সমুদ্রের উপদ্বীপের জনৈক ব্যক্তির সূত্রে আমাকে বলেছে, হঠাৎ আমি একটি স্ত্রীলোককে দেখতে পেলাম যে, সে তার চুল টানছে। তিনি প্রশ্ন করলেন, তুমি কে? সে বললো, আমি গুণ্ডচর, তুমি ওই প্রাসাদে যাও। অতঃপর আমি সেখানে গিয়ে দেখতে পেলাম, জনৈক ব্যক্তি তার কুণ্ডিত কেশ টানছে, সে মজবুত শিকলে বাঁধা অবস্থায় আকাশ ও যমীনের মাঝখানে ছটফট করছে। আমি বললাম, তুমি কে? সে বললো, আমি তো দাজ্জাল। নিরক্ষরদের নাবী এখন আবিভূত হয়েছেন কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। সে বললো, লোকেরা তাঁকে মান্য করছে নাকি অমান্য করছে? আমি বললাম, তারা বরং মান্য করছে। সে বললো, এটাই তাদের জন্য কল্যাণকর।^{৪৩২৪}

সহীহ।

৪৩২৬- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ حُسَيْنًا الْمُعَلَّمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ شَرَّاحِيلَ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ سَمِعْتُ مُنَادِيَّ، رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُنَادِي أَنْ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ . فَخَرَجْتُ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَ " لِيَلْزَمَ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلَّاهُ " . ثُمَّ قَالَ " هَلْ تَذَرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ " . قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ " إِنِّي مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَهْبَةٍ وَلَا رَغْبَةٍ وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ أَنْ تَمِيمَا الدَّارِيُّ كَانَ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ وَحَدَّثَنِي حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِي حَدَّثْتُكُمْ عَنِ الدَّجَالِ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ مَعَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْ لَحْمٍ وَجُذَامٍ فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْرًا فِي الْبَحْرِ وَأَرْفَعُوا إِلَى جَزِيرَةٍ حِينَ مَغْرِبِ الشَّمْسِ فَحَلَسُوا فِي أَقْرَبِ السَّفِينَةِ فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ فَلَقِيَتْهُمْ ذَاةٌ أَهْلَبُ كَثِيرَةِ الشَّعْرِ قَالُوا وَيْلَكَ مَا أَتَيْتُ قَالَتْ أَنَا الْجَسَّاسَةُ انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي هَذَا الدَّيْرِ فَإِنَّهُ إِلَى خَبْرِكُمْ بِالْأَشْوَابِ . قَالَ لَمَّا سَمِعْتُ لَنَا رَجُلًا فَرَقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً فَانْطَلَقْنَا سَرْعًا حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنْسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا وَأَشَدَّهُ وَثَاقًا مَحْمُوعَةً يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ " . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَسَأَلَهُمْ عَنْ تَخْلِ بَيْسَانَ وَعَنْ عَيْنِ زُغَرَ وَعَنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ قَالَ إِنِّي أَنَا الْمَسِيحُ وَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " وَإِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّامِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ لَا بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ " . مَرَّتَيْنِ وَأَوَّلُ مَا يَبْدُو قَبْلَ الْمَشْرِقِ قَالَتْ حَفِظْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

صحیح

৪৩২৬। ফাত্বিমাহ বিনতু ক্বাইস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনতে পেলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করছেন যে, সলাতের জন্য সমবেত হও। অতএব আমি বেরিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সলাত আদায় করলাম। সলাত শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসতে হাসতে মিম্বারের উপর বসে বললেন : প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্থানে বসে থাকো। পুনরায় বললেন : তোমরা কি জানো, কেন আমি তোমাদের একত্র করেছি? উপস্থিত সকলেই বললো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেন : কোন ভয়-ভীতি বা কোন কাজিফিত বস্তুর জন্য আমি তোমাদের একত্র করিনি; বরং তোমাদের একত্র করেছি এজন্যে যে, তামীম আদ-দারী খ্রিস্টান ছিল। সে এসে বাই'আত করে মুসলিম হয়েছে, আর আমাকে দাজ্জাল সম্পর্কে এরূপ একটি ঘটনা শুনিয়েছে, আমি তোমাদের নিকট সে সম্পর্কে যা বলেছি, তার অনুরূপ। সে বলেছে, একদা সে 'লাখম ও জুযাম' গোত্রের তিরিশজন লোকের সঙ্গে সমুদ্রযানে ভ্রমণ করছিল। এসময় সমুদ্র তরঙ্গ তাদের নিয়ে একমাস পর্যন্ত খেলা করে সূর্যাস্তের সময় উপকূলের দ্বীপে ভিড়িয়ে দেয়। অতঃপর তারা জাহাজের নিকট কিছুক্ষণ বসে থেকে দ্বীপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। সেখানে তারা ঘন-লম্বা লোমবিশিষ্ট এক জন্তুর সাক্ষাত পেয়ে বললো, তোমার জন্য দুঃখ হয় তুমি কে? সে বললো, আমি জাস্‌সাসা, তোমরা এই মন্দিরের লোকটির নিকট যাও, কেননা সে তোমাদের সংবাদের জন্য খুবই আগ্রহী। তামীম আদ-দারী বলেন, যখন সে একটি লোকের নাম বলে দিলো, তখন সে শয়তান কিনা এই ভয়ে আমরা দ্রুতগতিতে চলতে লাগলাম। অতঃপর মন্দিরে প্রবেশ করে দেখলাম, বিরাট দেহের অধিকারী এক ব্যক্তি। এরূপ মজবুত গড়ন এবং কঠিন আকৃতির লোক ইতিপূর্বে আমরা কখনো দেখিনি। তার দু'টি হাত ঘাড়ের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে বাঁধা। অতঃপর তিনি হাদীস বর্ণনা করেন যে, সে তাদের নিকট 'বাইসান'-এর খেজুর বাগান ও যুগার বার্না সম্পর্কে, আর উম্মী নাবীর আবির্ভাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বললো, আমিই মাসীহ (দাজ্জাল)। শিম্মই আমাকে বেরিয়ে আসার অনুমতি দেয়া হবে। নাবী ﷺ বলেন : সেটা নিশ্চয়ই সিরিয়া বা ইয়ামান সাগরে হবে, না বরং সেটা প্রাচ্যের দিকে হবে। একথা তিনি দু'বার বলেন এবং পূর্ব দিকে ইশারা করে দেখান। তিনি (ফাত্বিমাহ) বলেন, আমি এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে মুখস্ত করেছি।^{৪৩২৫}

সহীহ।

৪৩২৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ غَامِرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرُ ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَكَانَ لَا يَصْعَدُ عَلَيْهِ إِلَّا يَوْمَ حُمُعَةٍ قَبْلَ يَوْمِئِذٍ ثُمَّ ذَكَرَ هَذِهِ الْقِصَّةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ صُدْرَانَ بَصْرِيٌّ غَرِقَ فِي الْبَحْرِ مَعَ ابْنِ مَسْرُورٍ لَمْ يَسْلَمْ مِنْهُمْ غَيْرُهُ .

ضعيف الإسناد

৪৩২৭। 'আমির (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাত্বিমাহ বিনতু ক্বাইস (রা) আমাকে বলেছেন যে, নাবী ﷺ যুহরের সলাত পড়ে মিম্বারে উঠলেন। এ দিনের পূর্বে তিনি জুমু'আহর দিন ছাড়া অন্য কোন সময় তাতে উঠেননি। অতঃপর বর্ণনাকারী উপরের ঘটনা বর্ণনা করলেন। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ)

^{৪৩২৫} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ।

বলেন, ইবনু সুদ্রান বাসরী, ইবনু মিসওয়ালের সঙ্গে সমুদ্রে ডুবে মারা গেছেন। তিনি (তামীম আদ-দারী) ব্যতীত কেউ নিরাপদে ফিরে আসতে পারেনি।^{৪০২৬}

সানাদ দুর্বল।

৪৩২৮- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ فَضَالٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمَنْبَرِ " إِنَّهُ بَيْنَمَا أَنَاسٌ يَسِيرُونَ فِي الْبَحْرِ فَتَفَدَّ طَعَامُهُمْ فَرَفَعَتْ لَهُمْ جَزِيرَةٌ فَخَرَجُوا يُرِيدُونَ الْخَبْزَ فَلَقِيَتْهُمْ الْحَسَّاسَةُ " . قُلْتُ لِأَبِي سَلَمَةَ وَمَا الْحَسَّاسَةُ قَالَ امْرَأَةٌ تَحْرُ شَعْرَ جِلْدِهَا وَرَأْسُهَا . قَالَتْ فِي هَذَا الْقَصْرِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَسَأَلَ عَنْ نَحْلِ يَيْسَانَ وَعَنْ عَيْنِ زُغَرَ قَالَ هُوَ الْمَسِيحُ فَقَالَ لِي ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ إِنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ شَيْئًا مَا حَفَظْتُهُ قَالَ شَهِدَ جَابِرٌ أَنَّهُ هُوَ ابْنُ صَيَّادٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ . قَالَ وَإِنْ مَاتَ . قُلْتُ فَإِنَّهُ أَسْلَمَ . قَالَ وَإِنْ أَسْلَمَ . قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ دَخَلَ الْمَدِينَةَ . قَالَ وَإِنْ دَخَلَ الْمَدِينَةَ .

ضعيف الإسناد

৪৩২৮। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারে উঠে বলেন : একদা কিছু সংখ্যক লোক সমুদ্র ভ্রমণ করছিল। এ সময় তাদের রসদ ফুরিয়ে গেলে একটি দ্বীপ দৃষ্টিগোচর হয়। অতঃপর তারা রুটির সন্ধানে বেরিয়ে পড়লে জাসাসার সাক্ষাত পেলো। আমি (ওয়ালাদ) আবু সালামাহকে বললাম, ‘জাসাসা’ কি? তিনি বললেন, এমন নারী, যে তার দেহের ও মাথার চুল টেনে বেড়ায়। সে বললো, ওই দালানে যাও। অতঃপর উপরে বর্ণিত হাদীস বলেন। আর সে (দালানের লোকটি অর্থাৎ দাজ্জাল) ‘নাখ্লে বাইসান’ ও ‘আইনে যুগার’ সম্পর্কে জানতে চাইলো। তিনি ﷺ বলেন, সে লোকটিই মাসীহ দাজ্জাল। অতঃপর ইবনু আবু সালাম আমাকে (ওয়ালাদকে) বলেন, নিশ্চয়ই এই হাদীসের কিছু অংশ আমি স্মরণ রাখতে পারিনি। তিনি বলেন, জাবির (রা) সাক্ষ্য দিলেন যে, সে-ই ইবনু সাইয়াদ। আমি বললাম, সে তো মারা গেছে। তিনি বললেন, যদিও সে মারা গিয়ে থাকে। আমি বললাম, সে তো মুসলিম হয়েছিল। তিনি বললেন, যদিও সে মুসলিম হয়েছিল। আমি বললাম, সে তো মাদীনাহ্য় প্রবেশ করেছিল। তিনি বললেন, যদিও সে মাদীনাহ্ প্রবেশ করেছিল।^{৪০২৭}

সানাদ দুর্বল।

১৬ - باب في خبر ابن صائد

অনুচ্ছেদ-১৬ : ইবনু সাইয়াদের ঘটনা সম্পর্কে

৪৩২৯- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِابْنِ صَائِدٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغُلَمَانِ عِنْدَ أَطْمِ بْنِ مَعَالَةَ وَهُوَ غُلَامٌ فَلَمَّ يَشْعُرُ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ " أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ " . قَالَ فَتَنَظَّرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ . ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ " أَمَنْتُ بِاللَّهِ

^{৪০২৬} এর পূর্বেরটি দেখুন।

^{৪০২৭} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এর সানাদ দুর্বল। সানাদে ওয়ালাদ ইবনু আবদুল্লাহ রয়েছে। হাফিয বলেন : তাকে সন্দেহ করা হয়।

وَرَسُولُهُ . ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ " مَا يَأْتِيكَ " . قَالَ يَأْتِينِي صَادَقٌ وَكَاذِبٌ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ " خُلِّطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ " . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئَةً " . وَخَبَأٌ لَهُ { يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ } قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخَانُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَخْسَأُ فَلَنْ تَعُدُّوا قَدْرَكَ " . فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فَأَضْرِبَ عَنْقَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنْ يَكُنْ فَلَنْ تُسَلِّطَ عَلَيْهِ " . يَعْنِي الدَّجَالَ " وَإِلَّا يَكُنْ هُوَ فَلَا خَيْرَ فِي قَتْلِهِ " .

صحیح

৪৩২৯। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ তাঁর একদল সাহাবীসহ ইবনু সাইয়াদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের সঙ্গে 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-ও ছিলেন। এ সময় সে (ইবনু সাইয়দ) কয়েকজন বালকের সঙ্গে 'মাগালা' গোত্রের দুর্গের পাশে খেলা করছিল। সেও ছিল বালক বয়সী। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাত দিয়ে তার পিঠ স্পর্শ করার পূর্ব পর্যন্ত সে কিছুই টের পায়নি। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন : আমি যে রাসূলুল্লাহ, তুমি কি এ কথার সাক্ষ্য দাও? বর্ণনাকারী বলেন, ইবনু সাইয়দ তার দিকে তাকিয়ে বললো, আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি নিরক্ষরদের নাবী। সে নাবী ﷺ-কে বললো, আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল? নাবী ﷺ তাকে বললেন: আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছি। পুনরায় নাবী ﷺ তাকে প্রশ্ন করলেন: তোমার নিকট কি আসে? সে বললো, আমার নিকট সত্যবাদীও আসে, মিথ্যাবাদীও আসে। নাবী ﷺ তাকে বললেন: তোমার ব্যাপারটা ঘোলাটে হয়ে গেলো। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমি তোমার জন্য একটি বিষয় গোপন রেখেছি। তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তার জন্য গোপন রেখেছিলেন : “যেদিন আকাশ স্পষ্ট ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে যাবে” (সূরাহ দুখান : ১০)। ইবনু সাইয়াদ বললো, সেটা ধোঁয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন: দূর হও! তুমি তোমার অনুমান হতে কখনো অগ্রসর হতে পারবে না। 'উমার (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অনুমতি দিন, আমি ওর ঘাড়ে আঘাত হানি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন! এ যদি সেই (দাজ্জাল) হয়ে থাকে, তবে তুমি তার অর্থাৎ দাজ্জালের উপর শক্তি খাটিয়েও কাবু করতে পারবে না; আর যদি সে তা না হয়ে থাকে, তবে তাকে হত্যা করায় কোন কল্যাণ নেই।^{৪৩২৮}

সহীহ।

৪৩৩০- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا أَشْكُ أَنْ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ ابْنُ صَيَّادٍ .

صحیح الإسناد موقوف

৪৩৩০। নাবি' (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু 'উমার (রা) বলতেন, ইবনু সাইয়াদই সে মাসীহে দাজ্জাল, এতে আমার কোন সন্দেহ নেই।^{৪৩২৯}

সানাদ সহীহ মাওকুফ।

৪৩৩১- حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّدِ، قَالَ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَخْلِفُ بِاللَّهِ أَنْ ابْنَ صَائِدِ الدَّجَالَ، فَقُلْتُ تَخْلِفُ بِاللَّهِ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَخْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَنْكَرْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

صحیح

^{৪৩২৮} বুখারী, মুসলিম।

^{৪৩২৯} এর পূর্বেরটি দেখুন।

৪৩৩১। মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা)-কে দেখলাম, তিনি আল্লাহর কসম করছেন! তিনি বললেন, আমি 'উমারকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে এ ব্যাপারে আল্লাহর কসম করতে শুনেছি; অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ তা অস্বীকার করেননি।^{৪৩৩০}

সহীহ।

৪৩৩২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ مُوسَى - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ فَقَدْنَا ابْنَ صَيَّادٍ يَوْمَ الْحَرَّةِ .

صحيح الإسناد

৪৩৩২। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইবনু সাইয়াদকে 'হারবা'র যুদ্ধের দিন হারিয়ে ফেলেছি।^{৪৩৩১}

সানাদ সহীহ।

৪৩৩৩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ " .

صحيح

৪৩৩৩। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তিরিশ সংখ্যক দাজ্জাল আবির্ভূত না হওয়া পর্যন্ত ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে না। তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে আল্লাহর রাসূল বলে দাবি করবে।^{৪৩৩২}

সহীহ।

৪৩৩৪ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا دَجَّالًا كُلُّهُمْ يَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ " .

حسن الإسناد

৪৩৩৪। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তিরিশ জন মিথ্যাবাদী দাজ্জাল আবির্ভূত না হওয়া পর্যন্ত ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে না। তাদের প্রত্যেকেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর মিথ্যা আরোপ করবে।^{৪৩৩৩}

সানাদ হাসান।

৪৩৩৫ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَرَّاحِ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ قَالَ عُبَيْدَةُ السُّلَمَانِيُّ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ فَقُلْتُ لَهُ أَتَرَى هَذَا مِنْهُمْ - يَعْنِي الْمُخْتَارَ - فَقَالَ عُبَيْدَةُ أَمَّا إِنَّهُ مِنَ الرُّعُوسِ .

^{৪৩৩০} বুখারী, মুসলিম।

^{৪৩৩১} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

^{৪৩৩২} ইবনু মাজাহ, আহমাদ, মুসলিম।

^{৪৩৩৩} আহমাদ।

ضعيف مقطوع

৪৩৩৫। ইবরাহীম আন-নাখাঈ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি ‘আবীদাহ আস-সালমানী’র সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। আমি ‘আবীদাহ আস-সালমানীকে বললাম, আপনি কি মনে করেন যে, সে ওদের অর্থাৎ আল-মুখতার অন্তর্ভুক্ত? ‘আবীদাহ বলেন, সে নেতৃস্থানীয় দাজ্জালদের অন্তর্ভুক্ত।^{৪৩৩৪}

দুর্বল মাক্কুহ^১।

১৭ - باب الأمر والنهي

অনুচ্ছেদ-১৭ : আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কে

৪৩৩৬ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَدِيْعَةٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنْ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ يَا هَذَا أَتَى اللَّهَ وَدَعَا مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكْبَلَهُ وَشَرِيْعَهُ وَقَعِيدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ " . ثُمَّ قَالَ { لَعْنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ } إِلَى قَوْلِهِ { فَاسِقُونَ } ثُمَّ قَالَ " كَلَّا وَاللَّهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذَنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرُهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا " .

ضعيف، المشكاة (৫১৪৮) //

৪৩৩৬। ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস’উদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বনী ইসরাঈলের মধ্যে সর্বপ্রথম ঐটি ঢুকেছে এভাবে যে, তাদের কেউ অপরজনের সাক্ষাতে বলতো, এই যে! তুমি আল্লাহকে ভয় করো এবং যা অপকর্ম করছো, তা পরিত্যাগ করো। কেননা এগুলো করা তোমার জন্য বৈধ নয়। পরের দিন আবার তার সঙ্গে সাক্ষাত হলে তার অপকর্ম তার সঙ্গে একত্রে পানাহার ও মেলামেশা করতে তাকে বিরত রাখতো না। যখন তাদের অবস্থা এরূপ হলো, তখন আল্লাহ তাদের অন্তরকে পরস্পরের সাথে একাকার করে দিলেন। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন : “বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা দাউদ ও মারইয়াম পুত্র ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল.... ফাসিকুন” পর্যন্ত (সূরাহ আল-মায়িদাহ : ৭৮-৮১)। পুনরায় তিনি বলেন : কখনো নয়, আল্লাহর কসম! তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজে বাধা দিবে এবং অবশ্যই অত্যাচারির দুই হাত ধরে তাকে সৎপথে ফিরে আসতে ও সত্যের উপর অবিচল থাকতে বাধ্য করবে।^{৪৩৩৫}

দুর্বল : মিশকাত হা/৫১৪৮।

৪৩৩৭ - حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ الْحَنَاطِيُّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَعْتَنِّكُمُ كَمَا

^{৪৩৩৪} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

^{৪৩৩৫} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। এর সানাদ যঈফ। আবু উবাইদাহ হাদীসটি তার পিতা হতে শুনেছেন। সুতরাং এটি মুনকাতি।

لَعَنَهُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ مَرَّةَ عَنْ سَالِمِ الْأَقْطَسِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ خَالِدُ الطَّحَّانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَرَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ .

ضعيف

৪৩৩৭। ইবনু মাস'উদ (রা) নাবী ﷺ-এর সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেন। তবে এতে রয়েছে : অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের পরস্পরের অন্তরকে একাকার করে দিবেন। অতঃপর তোমাদের অভিশম্পাত করবেন, যেমন তাদেরকে অভিশম্পাত করেছেন।^{৪৩৩৬}

দুর্বল।

৪৩৩৮ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدِ، ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٍو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، - الْمَعْنَى - عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللَّهُ، وَأَتَنِي، عَلَيْهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَعُونَ هَذِهِ الْآيَةَ وَتَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَوَاضِعِهَا { عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ } قَالَ عَنْ خَالِدٍ وَإِنَّا سَمِعْنَا النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ " . وَقَالَ عَمْرٍو عَنْ هُشَيْمٍ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَا مِنْ قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي ثُمَّ يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا ثُمَّ لَا يُغَيِّرُوا إِلَّا يُوشِكُ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ كَمَا قَالَ خَالِدٌ أَبُو أُسَامَةَ وَجَمَاعَةٌ . وَقَالَ شُعْبَةُ فِيهِ " مَا مِنْ قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي هُمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَعْمَلُهُ " .

(حديث أبي بكر) صحيح

৪৩৩৮। ক্বাইস (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাকর (রা) আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর বললেন, হে জনসমাজ! তোমরা তো এ আয়াত পাঠ করে থাকো কিন্তু একে যথাস্থানে প্রয়োগ করো না। আল্লাহর বাণী : “তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না” (সূরাহ আল-মায়িদাহ : ১০৫)। তিনি খালিদ হতে বর্ণনা করে বলেন, আমরা নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি : মানুষ যখন কোন যালেমকে যুলুম করতে দেখে তার দু’হাত চেপে ধরে না অবিলম্বে আল্লাহ তাদের সবাইকে শাস্তি দিবেন। ‘আমর (র) হুসাইম হতে বর্ণনা করে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে জাতির মধ্যে পাপ কাজ হতে থাকে, এগুলো বন্ধ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা বন্ধ করছে না, অচিরেই আল্লাহ তাদের সবাইকে চরম শাস্তি দিবেন। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, খালিদ, আবু উসামাহ ও একদল বর্ণনাকারী যেক্রপ বলেছেন, এক্রপ বর্ণনা তিনি করেছেন। এ বর্ণনায় শু’বাহ বলেন : “যে সম্প্রদায়ে পাপ চলতে থাকে এবং পাপীদের চাইতে তাদের সংখ্যা বেশী হয়”^{৪৩৩৭}

আবু বকরের হাদীস সহীহ।

^{৪৩৩৬} এর সানাদ দুর্বল। এর পূর্বেরটি দেখুন।

^{৪৩৩৭} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৪৩৩৭- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، - أَظْنَهُ - عَنْ ابْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ فَلَا يُغَيِّرُوا إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتُوا " .
حسن

৪৩৩৯। জারীর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি : কোন ব্যক্তি কোন জাতির মধ্যে বাস করছে যাদের মাঝে পাপাচার হচ্ছে, তারা এ পাপাচার প্রতিরোধে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও প্রতিরোধ করছে না, তাহলে মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহ তাদের চরম শাস্তি দিবেন।^{৪৩৩৮}

হাসান।

৪৩৪০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَهَذَا ابْنُ السَّرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ " . وَقَطَعَ هَذَا بَقِيَّةُ الْحَدِيثِ - وَفَاهُ ابْنُ الْعَلَاءِ - " فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ ذَلِكَ أضعفُ الْإِيمَانِ " .
صحيح

৪৩৪০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : কেউ কোন অন্যায় হতে দেখলে, সে তা হাতের সাহায্যে দমন করতে সক্ষম হলে তা দ্বারা যেন প্রতিরোধ করে। ‘হান্নাদ’ এ হাদীসের বাকী অংশ উল্লেখ করেননি। তবে ইবনুল ‘আলা তা পূর্ণ করেছেন। তা হলো : যদি হাতের দ্বারা প্রতিরোধ করতে সক্ষম না হয়, তবে জিহ্বা দ্বারা, আর যদি জিহ্বা দ্বারা প্রতিরোধ করতে সক্ষম না হলে তবে অন্তর দ্বারা, তবে এটা দুর্বল ঈমানের স্তর।^{৪৩৩৯}

সহীহ।

৪৩৪১- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَتَبَةَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ جَارِيَةَ اللَّحْمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيُّ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا نَعْلَبَةَ الْخُسَنِيَّ فَقُلْتُ يَا أَبَا نَعْلَبَةَ كَيْفَ تَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ { عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ } قَالَ أَمَّا وَاللَّهِ لَقَدْ سَأَلْتُ عَنْهَا خَيْرًا سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " بَلِ اتَّخَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شَحًّا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُتْيَا مُؤْتَرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ - يَعْنِي بِنَفْسِكَ - وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامَّ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ الصَّبْرُ فِيهِ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْحِمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِمْ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ " . وَزَادَنِي غَيْرُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْهُمْ قَالَ " أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ " .
ضعيف ، لكن فقرة أيام الصبر ثابتة ابن ماجة (٤٠١٥) ، المشكاة (٥١٤٤)

৪৩৪১। আবু উমাইয়্যাহ আশ-শা'বানী (র) বলেন, আবু সা'লাবাহকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু সা'লাবাহ! আপনি এ আয়াত ‘আলাইকুম আনফুসাকুম’ (৫ : ১০৫) সম্পর্কে কি বলেন? তিনি

^{৪৩৩৮} ইবনু মাজাহ।

^{৪৩৩৯} মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

^৫ ৫ম-আবু দাউদ-৩৬

বললেন, আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আপনি এ ব্যাপারে অবহিত ব্যক্তিকেই প্রশ্ন করেছেন। আমি এ আয়াত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেছেন : তোমরা বরং পরস্পরকে ভালো কাজের আদেশ দাও এবং অন্যায় হতে বিরত রাখো। এমনকি যখন দেখবে যে, কুপণের আনুগত্য করা হচ্ছে, কুপ্তবৃত্তি তাড়িতকে অনুসরণ করা হচ্ছে ও পার্থিব স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে এবং প্রত্যেকে নিজের মতকেই প্রাধান্য দিচ্ছে, তখন তুমি নিজের ব্যাপারে যত্নবান হও এবং জনগণ যা করছে তা ত্যাগ করো। কেননা তোমাদের সামনে এরূপ যুগ আসছে, যখন ধৈর্য ধারণ করা জ্বলন্ত অঙ্গার মুষ্টিবদ্ধ করে রাখার মতো কষ্টকর হবে। এ সময় যথার্থ কাজ সম্পাদনকারীকে তার মতই পঞ্চাশজনের সমান পুরস্কার দেয়া হবে। অপর বর্ণনায় রয়েছে : তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাকে কি সেই সময়কার পঞ্চাশজনের সমান সওয়াব দেয়া হবে? তিনি বললেন : তোমাদের মধ্যকার পঞ্চাশজনের সমান সওয়াব দেয়া হবে।^{৪৩৪০}

দুর্বল, তবে ধৈর্য ধারণের যুগের বাক্যটি প্রমাণিত। ইবনু মাজাহ হা/৪০১৫, মিশকাত হা/৫১৪৪।

৪৩৪২- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ أَبِي حَازِمٍ، حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " كَيْفَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مَنْ " . " يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ زَمَانٌ يُعْرَبِلُ النَّاسَ فِيهِ غَرِيبُهُ تَبْقَى حُثَالَةٌ مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرَجَتْ عُهْدُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ وَاخْتَلَفُوا فَكَانُوا هَكَذَا " . وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَقَالُوا وَكَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " تَأْخُلُونَ مَا تَعْرِفُونَ وَتَذَرُونَ مَا تُنْكِرُونَ وَتَقْبَلُونَ عَلَى أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا رَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ .

صحیح

৪৩৪২। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এমন এক যুগ সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা? অথবা তিনি বলেন : অচিরেই এমন এক যুগ আসবে, যখন মানুষকে চারুনির ন্যায্য চালা হবে এবং তাতে নিকৃষ্ট মানুষ অবশিষ্ট থাকবে। তাদের ওয়াদা ও আমানতসমূহ বিনষ্ট হয়ে যাবে আর অনৈক্য দেখা দিবে, অতঃপর এরূপ হয়ে যাবে। এ বলে তিনি তাঁর আঙ্গুলসমূহ একটা আরেকটার ভেতরে ঢুকিয়ে দেখালেন। উপস্থিত লোকেরা বললো, আমরা তাহলে কি করবো, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : যেগুলো সম্মুখে সঠিক জানো তা গ্রহণ করো এবং যেগুলোকে ভুল জানো তা ত্যাগ করো।^{৪৩৪১}

সহীহ।

৪৩৪৩- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَابٍ أَبِي الْعَلَاءِ، قَالَ حَدَّثَنِي عِكْرَمَةُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ ذَكَرَ الْفِتْنَةَ فَقَالَ " إِذَا رَأَيْتُمُ النَّاسَ قَدْ مَرَجَتْ عُهْدُهُمْ وَخَفَتْ أَمَانَاتُهُمْ وَكَانُوا هَكَذَا " . وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ

^{৪৩৪০} তিরমিযী। তিনি বলেন, এই হাদীসটি গরীব। ইবনু মাজাহ। সানাদে উতবাহ ইবনু আবু হাকিম সন্তোষাদী কিন্তু ভুল প্রচুর। এছাড়া সানাদে 'আমর ইবনু জারিয়াহ এবং আবু উমাইয়্যাহ উভয়ের অবস্থা মাজহুল (অজ্ঞাত)। যেমন আত-তাকুরীব গ্রন্থে রয়েছে।

^{৪৩৪১} ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

كَيْفَ أَفْعَلُ عِنْدَ ذَلِكَ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ " الزَّم بَيْتَكَ وَأَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَخُذْ بِمَا تُعْرِفُ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةٍ نَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ " .

حسن صحيح

৪৩৪৩। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চারপাশে বসা ছিলাম। তখন তিনি ফিত্নাহ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন : তোমরা যখন দেখবে, মানুষের ওয়াদা নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের আমানতদারী কমে গেছে এবং তারা একরূপ হয়ে গেছে- এ বলে তিনি তাঁর হাতের আঙ্গুলসমূহ পরস্পরের মধ্যে মিলালেন। বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে আমি দাঁড়িয়ে তাঁকে বললাম, আল্লাহ আমাদের আপনার জন্যে উৎসর্গিত করুন! আমি তখন কি করবো? তিনি বললেন : তুমি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে তোমার ঘরে অবস্থান করো, তোমার জিহ্বা সংযত রাখো; যা জানাশুনা আছে তাই গ্রহণ করো এবং অজানাকে পরিত্যাগ করো। আর তোমার নিজের ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক হও এবং সাধারণের সম্পর্কে বিরত থাকো।^{৪৩৪২}

হাসান সহীহ।

৪৩৪৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاسِطِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ - أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَحَادَةَ، عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ " . أَوْ " أَمِيرٍ جَائِرٍ " .

صحيح

৪৩৪৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : স্বৈরাচারী বাদশা বা স্বৈরাচারী শাসকের সামনে ন্যায়সঙ্গত কথা বলা উত্তম জিহাদ।^{৪৩৪৩}

সহীহ।

৪৩৪৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مُعِينَةُ بْنُ زَيْدٍ الْمُوَصِّلِيُّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ الْغُرَسِ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا عَمِلْتَ الْخَطِيئَةَ فِي الْأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكْرِهَهَا " . وَقَالَ مَرَّةً " أَنْكَرَهَا " . " كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا " .

حسن

৪৩৪৫। আল-উরস ইবনু 'আমীরাহ আল-কিন্দী (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : কোন স্থানে যখন অন্যায় সংঘটিত হয়, তখন সেখানে উপস্থিত ব্যক্তি তাতে অসন্তুষ্ট হলে, সে অনুপস্থিতদের মতোই গণ্য হবে (তার গুনাহ হবে না)। আর যে ব্যক্তি অন্যায় কাজের স্থান থেকে অনুপস্থিত হয়েও তাতে সন্তুষ্ট হয়, সে অন্যায় উপস্থিতদের অর্ন্তভুক্ত।^{৪৩৪৪}

হাসান।

^{৪৩৪২} দাসারী, আহমাদ।

^{৪৩৪৩} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এ সূত্রে হাদীসটি হাসান গরীব।

^{৪৩৪৪} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

৪৩৪৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ، عَنْ مُعِيْرَةَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ قَالَ " مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا " .

حسن

৪৩৪৬। 'আদী ইবনু 'আদী (র) হতে নাবী ﷺ সূত্রে উপরে বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত। তাতে রয়েছে : যে ব্যক্তি অন্যায়ের স্থানে উপস্থিত হয়েও তা অপছন্দ করলো, সে অনুপস্থিতির মতোই।^{৪৩৪৫}

হাসান।

৪৩৪৭ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، - وَهَذَا لَفْظُهُ - عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ، عَنْ أَبِي الْخَثَرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ وَقَالَ سُلَيْمَانُ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " لَنْ يَهْلِكَ النَّاسُ حَتَّى يَغْدِرُوا أَوْ يُغْدِرُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ " .

صحیح

৪৩৪৭। নাবী ﷺ-এর জনৈক সাহাবী সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : মানুষের ব্যক্তিগত পাপাচার ব্যাপক না করা পর্যন্ত এবং তাদের কোন ওজর পেশ করার সুযোগ থাকা পর্যন্ত তারা ধ্বংস হবে না।^{৪৩৪৬}

সহীহ।

১৮ - باب قِيَامِ السَّاعَةِ

অনুচ্ছেদ-১৮ : কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে

৪৩৪৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ صَلَّى - سَوَّلَ اللَّهُ - ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ " أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ " . قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَوَهَلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ فِيمَا يَتَحَدَّثُونَ عَنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يُرِيدُ أَنْ يَنْخَرِفَ ذَلِكَ الْقَرْنُ .

صحیح

৪৩৪৮। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবনের শেষভাগে এক রাতে আমাদেরকে নিয়ে 'ইশার সলাত আদায় করলেন। সালাম ফিরিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে বললেন : তোমরা আজকের এ রাতটি দেখতে পাচ্ছে তো? নিশ্চয়ই আজ হতে এক শতাব্দীর মাথায় বর্তমান পৃথিবীতে বসবাসরত কেউ জীবিত থাকবে না। ইবনু 'উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই বক্তব্যে লোকদের মাঝে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হলো 'একশত বছর' সংক্রান্ত যেসব হাদীস তারা বর্ণনা

^{৪৩৪৫} এর পূর্বেরটি দেখুন।

^{৪৩৪৬} আহমাদ।

করেন তাকে কেন্দ্র করে। বস্তুত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যারা এখন পৃথিবীতে বেঁচে আছে তাদের কেউ শত বছর পর জীবিত থাকবে না। তিনি এ কথা দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, এ শতাব্দী শেষ হবে (এবং নতুন শতাব্দী শুরু হবে)।^{৪৩৪৭}

সহীহ।

৪৩৪৭- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُثَمِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَنْ يَنْجِزَ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ".

صحیح

৪৩৪৯। আবু সা'লাবাহ আল-খুশানী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দিনের অর্ধেক সময়ের মধ্যে এ উম্মাতের হিসাব নিয়ে ফায়সালা করতে আল্লাহ মোটেই অক্ষম নন।^{৪৩৪৮}

সহীহ।

৪৩৫০- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ، عَنْ شَرِيحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا تُعْجِزَ أُمَّتِي عِنْدَ رَبِّهَا أَنْ يُؤَخَّرَهُمْ نِصْفَ يَوْمٍ". قِيلَ لِسَعْدٍ وَكَمْ نِصْفُ يَوْمٍ قَالَ خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ.

صحیح

৪৩৫০। সা'দ ইবনু আবু ওয়াহ্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : নিশ্চয়ই আমি দৃঢ়ভাবে এ কামনা করতে পারি যে, আমার উম্মাত তার রবের নিকট মাত্র অর্ধদিনের অবকাশে (হিসাব-নিকাশ দিতে) অক্ষম হবে না। সা'দ (রা)-কে প্রশ্ন করা হলো, অর্ধ দিন কতটুকু সময়ের? তিনি বললেন, পাঁচ শত বছরের সমান।^{৪৩৪৯}

সহীহ।

^{৪৩৪৭} বুখারী, আহমাদ।

^{৪৩৪৮} আহমাদ, হাকিম। ইমাম হাকিম ও যাহাবী বলেন : সহীহ।

^{৪৩৪৯} আহমাদ, হাকিম। হাকিম একে সহীহ বলেছেন। আর যাহাবী বলেছেন যঈফ।

৩৩ - كتاب الحدود

অধ্যায়- ৩৩ : অপরাধ ও তার শাস্তি

১ - باب الحكم فيمن ارتد

অনুচ্ছেদ-১ : মুরতাদ সম্পর্কে বিধান

৪৩০১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَبِيلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، عَلَيْهِ السَّلَامُ أَحْرَقَ نَاسًا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمْ أَكُنْ لَأُحْرِقَهُمْ بِالنَّارِ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ " . وَكُنْتُ قَاتِلَهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " . فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ وَيْحَ ابْنِ عَبَّاسٍ .

صحیح

৪৩৫১। 'ইকরিমাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। 'আলী (রা) কিছু সংখ্যক মুরতাদকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেন। ইবনু 'আব্বাস (রা) তা জানতে পেরে বলেন, আমি কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী অনুসরণ করে এদের আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করতাম না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কাউকে আল্লাহর শাস্তির উপকরণ দ্বারা শাস্তি দিও না। তবে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্য মোতাবেক এদের মৃত্যুদণ্ড দিতাম। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজের ধর্ম (ইসলাম) পরিবর্তন করে তোমরা তাকে হত্যা করো। ইবনু 'আব্বাস (রা) বর্ণিত এ হাদীস শুনে 'আলী (রা) বলেন, আহ! ইবনু 'আব্বাস (রা) সত্য বলেছেন।^{৪৩৫০}

সহীহ।

৪৩০২ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَخَذِ ثَلَاثِ الثِّيَبِ الرَّأْسِيِّ وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمَفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ " .

صحیح

৪৩৫২। 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কোন মুসলিম সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই আর আমি আল্লাহর রাসূল, তাকে হত্যা করা বৈধ নয় যদি না সে তিনটি অপরাধের কোন একটি করে থাকে : (১) বিবাহিত ব্যক্তি যেনা করলে; (২) কেউ কাউকে হত্যা করলে তার বিনিময়ে হত্যা এবং (৩) সমাজের ঐক্য বিনষ্টকারী মুরতাদ।^{৪৩৫১}

সহীহ।

৪৩৫০ বুখারী, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৪৩৫১ বুখারী, মুসলিম।

৪৩০৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثَ رَجُلٍ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ أَوْ يُقْتَلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا " .

صحیح

৪৩০৩। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কোন মুসলিম ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়- আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, তাকে হত্যা করা বৈধ নয় তিনটি অপরাধের যে কোন একটিতে লিপ্ত না হলে : (১) বিবাহিত লোক ব্যভিচার করলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করবে, (২) আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে অথবা ফাঁসি কাণ্ডে ঝুলানো হবে অথবা তাকে দেশ হতে নির্বাসন দেয়া হবে, (৩) আর কাউকে হত্যা করলে তার বিনিময়ে কিসাসস্বরূপ তাকেও হত্যা করা হবে।^{৪৩৫২}

সহীহ।

৪৩০৪- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، - قَالَ مُسَدَّدٌ - حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَرْدَةَ، قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعِيَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِي فَكِلَاهُمَا سَأَلَ الْعَمَلَ وَالنَّبِيَّ ﷺ سَأَكَتْ فَقَالَ " مَا تَقُولُ يَا أَبَا مُوسَى " . أَوْ " يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ " . قُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ . قَالَ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِه تَحْتَ شَفْتَيْهِ قَلَصَتْ قَالَ " لَنْ نَسْتَعْمِلَ - أَوْ لَا نَسْتَعْمِلُ - عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنْ أَذْهَبَ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ " . فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ ثُمَّ أَتَبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ مُعَاذٌ قَالَ انْزِلْ . وَأَلْقَى لَهُ وَسَادَةً فَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مَوْثِقٌ قَالَ مَا هَذَا قَالَ هَذَا كَانَ يَهُودِيًّا فَاسْلَمَ ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ دِينَ السُّوءِ . قَالَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ . قَالَ أَجْلِسْ نَعَمْ . قَالَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِهِ فَيُقْتَلَ ثُمَّ تَذَكَّرَا قِيَامَ اللَّيْلِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَمَا أَنَا فَاتَّامُ وَأَقُومُ - أَوْ أَقُومُ وَأَتَّامُ - وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي .

صحیح

৪৩০৪। আবু বুরদাহ (র) বলেন, আবু মূসা (রা) বলেছেন, একদা আমি আশ্‌আরী গোত্রের দু'জন লোককে সঙ্গে নিয়ে নাবী ﷺ-এর নিকট যাই। তাদের একজন আমার ডানপাশে এবং অপরজন বামপাশে ছিল। তারা উভয়ে নাবী ﷺ-এর নিকট চাকুরী (সরকারী পদ) চাইলো। তিনি নীরব রইলেন। অতঃপর তিনি বললেন: হে আবু মূসা অথবা হে 'আবদুল্লাহ ইবনু ক্বাইস! তুমি কি বলো? আমি বললাম, সেই পবিত্র সন্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন! এরা এদের মনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেনি এবং আমি জানতাম না যে, তারা চাকুরী চাইবে। আবু মূসা বলেন, আমি তাঁর ঠোঁটের নীচে মেস্‌ওয়াকের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তা যেন ফুলে আছে। তিনি বললেন : যে ব্যক্তি সরকারী পদে

নিয়োগের প্রার্থনা করে আমরা তাকে কখনো তাতে নিয়োগ করি না। তুমি বরং চলে যাও হে আবু মুসা অথবা হে 'আবদুল্লাহ ইবনু ক্বাইস! অতঃপর তিনি তাকে ইয়ামানে পাঠিয়ে দেন এবং তার পরে মু'আয ইবনু জাবাল (রা)-কে পাঠালেন। বর্ণনাকারী বলেন, মু'আয (রা) তার নিকট পৌছলে তিনি বললেন, নেমে আসুন এবং তার জন্যে একটা বালিশ পেতে দিলেন। তার নিকট ছিল একটা বাঁধা লোক। তিনি প্রশ্ন করলেন, লোকটি কে? তিনি বললেন, লোকটা ছিল ইয়াহুদী, পরে ইসলাম গ্রহণ করে। পরে আবারো সে তার খারাপ ধর্মে ফিরে যায়। মু'আয (রা) বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালা মোতাবেক তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি বসবো না। তিনি বলেন, হাঁ, আপনি বসুন। মু'আয (রা) বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালা মোতাবেক তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমিও বসবো না। একথা তিনি তিনবার বলেন। অতঃপর তার হুকুমে তাকে হত্যা করা হলো। পরে তারা দু'জন রাত জেগে 'ইবাদত করা প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। তাদের একজন মু'আয ইবনু জাবাল (রা) বলেন, আমি তো রাতে ঘুমাই ও জেগে ইবাদত করি, অথবা দাঁড়িয়ে 'ইবাদত করি, ঘুমাই এবং 'ইবাদতের মধ্যে আমি যা কামনা করি, ঘুমের মধ্যেও তাই কামনা করি।^{৪৩৫৩}

সহীহ।

৪৩৫০ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا الْحِمَّانِيُّ، - يَعْنِي عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، وَبُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَدِمَ عَلَيَّ مُعَاذٌ وَأَنَا بِالْيَمَنِ، وَرَجُلٌ، كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ فَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَلَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ قَالَ لَا أَنْزِلُ عَنْ دَابَّتِي حَتَّى يُقْتَلَ . فَقُتِلَ . قَالَ أَخَذَهُمَا وَكَانَ قَدْ اسْتَيْبَ قَبْلَ ذَلِكَ .

صحیح

৪৩৫১। আবু মুসা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইয়ামানে অবস্থানকালে মু'আয (রা) আমার নিকট আসলেন। একটি লোক ইয়াহুদী ছিল, সে মুসলিম হয়ে আবার ইসলাম ত্যাগ করে মুর্তাদ হয়ে যায়। মু'আয (রা) এসে বলেন, একে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি আমার জন্তুয়ান হতে নামবো না। অতঃপর তাকে হত্যা করা হলো। তাল্হা ও বুরাইদাহ উভয়ের একজন বলেন, হত্যা করার পূর্বে তাকে ইসলামে ফিরে আসার আহ্বান জানানো হয়েছিল।^{৪৩৫৪}

সহীহ।

৪৩৫৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، بِهِذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَأَتَنِي أَبُو مُوسَى بِرَجُلٍ قَدْ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَدَعَا عَشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا فَجَاءَ مُعَاذٌ فَدَعَا فَأَبَى فَضْرَبَ عُنُقَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ لَمْ يَذْكُرْ الْإِسْتِثْنَاءَ وَرَوَاهُ ابْنُ فَضِيلٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْإِسْتِثْنَاءَ .

صحیح الإسناد

৪৩৫৩ বুখারী।

৪৩৫৪ আহমাদ, বায়হাকী।

৪৩৫৬। একই ঘটনা প্রসঙ্গে আবু বুরদাহ (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন : আবু মুসার নিকট ইসলাম ত্যাগী একটি লোককে নিয়ে আসা হলো। তিনি তাকে বিশ দিন অথবা এর কাছাকাছি সময় পর্যন্ত ইসলামে ফিরে আসার আহ্বান জানান। অতঃপর মু'আয (রা) এসেও তাকে আহ্বান জানানেন; কিন্তু সে অস্বীকার করলো। সুতরাং তাকে হত্যা করা হলো। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, আবু বুরদাহ হতে 'আবদুল মালিক ইবনু 'উমাইরের বর্ণিত হাদীসে 'ইসলামে ফিরে আসার' কথা উল্লেখ নেই। আর ইবনু ফুদাইল শাইবানীর সূত্রে সাঈদ ইবনু আবু বুরদাহ হতে তার পিতা আবু মুসা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাতেও 'ইসলামে ফিরে আসার' জন্য আহ্বান করার কথা উল্লেখ নেই।^{৪৩৫৫}

সানাদ সহীহ।

৪৩৫৭ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْمُسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَلَمْ يَنْزِلْ حَتَّى ضَرَبَ عُنُقَهُ وَمَا اسْتَبَاهُ .

ضعيف الإسناد

৪৩৫৭। ক্বাসিম (র) সূত্রে অনুরূপ ঘটনা বর্ণিত। তিনি বলেন, তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত তিনি (মু'আয) অবতরণ করেননি। আর তাকে ইসলামে ফিরে আসার আহ্বানও করা হয়নি।^{৪৩৫৬}

সানাদ দুর্বল।

৪৩৫৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْزُوقِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ التَّحَوِيِّ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ بْنُ أَبِي سَرْحٍ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَزَلَهُ الشَّيْطَانُ فَلَحِقَ بِالْكَفَّارِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقْتَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَاسْتَحَارَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَأَجَارَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

حسن الإسناد

৪৩৫৮। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ ইবনু আসুস সার্বহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (ওয়াহী) লেখকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করে এবং সে কাফিরদের সঙ্গে মিশে যায়। মাক্কাহ বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে হত্যার করার আদেশ দিলেন। কিন্তু 'উসমান ইবনু 'আফফান (রা) তার জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন।^{৪৩৫৭}

সানাদ হাসান।

৪৩৫৯ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَضْرٍ، قَالَ رَعِمَ السُّدِّيُّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اخْتَبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ بْنُ أَبِي سَرْحٍ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَجَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْفَقَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْ عَبْدَ اللَّهِ . فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَتَنَظَّرَ إِلَيْهِ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَأْتِي فَبَايَعَهُ بَعْدَ

^{৪৩৫৫} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া বায়হাক্বী।

^{৪৩৫৬} এর পূর্বেটি দেখুন।

^{৪৩৫৭} নাসায়ী।

ثَلَاثَ ثَمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ " أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَأَيْتُ كَفَفْتُ يَدَيَّ عَنْ يَبْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ " .
فَقَالُوا مَا نَذَرِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فِي نَفْسِكَ إِلَّا أَوْمَاتٌ إِلَيْنَا بَعِثْكَ قَالَ " إِنَّهُ لَا يَتَّبِعُنِي لِئَنِّي أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةً الْأَعْيُنِ " .

صحیح

৪৩৫৯। সা'দ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাক্কাহ বিজয়ের দিন 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ ইবনু আবু সারহ' 'উসমান ইবনু 'আফফান (রা)-এর নিকট আত্মগোপন করে। তিনি তাকে নিয়ে এসে নাবী ﷺ-এর সামনে দাঁড় করিয়ে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! 'আবদুল্লাহকে বাই'আত করুন। তিনি ﷺ মাথা উঠিয়ে তিনবার তার দিকে তাকান এবং প্রতিবারই বাই'আত করতে অস্বীকৃতি জানান। তিনবারের পর তাকে বাই'আত করেন। অতঃপর তিনি সাহাবীদের দিকে ফিরে বলেন : তোমাদের মধ্যে কি সঠিক নির্দেশ উপলব্ধি করার মতো কেউ ছিলো না, যে এর সমানে গিয়ে দাঁড়াতো, আর যখন দেখতো আমি তার বাই'আত গ্রহণ না করার জন্য হাত গুটিয়ে নিচ্ছি, তখন সে তাকে হত্যা করতো? সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার মনের ইচ্ছা উপলব্ধি করতে পারিনি। আপনি কেন আমাদের চোখ দিয়ে ইশারা করলেন না? তিনি বললেন: কোন নাবীর গাফেল চোখের খেয়ানতকারী হওয়া শোভা পায় না।^{৪৩৫৮}

সহীহ।

৪৩৬০ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " إِذَا أَبَى الْعَبْدُ إِلَى الشَّرِّكَ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ " .
ضعيف ، و ، الصحيحة بلفظ : " فقد برئت منه الذمة " النسائي

৪৩৬০। জারীর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি : ক্রীতদাস পলায়ন করে যদি মুশরিক হয়ে যায়, তবে তাকে হত্যা করা বৈধ।^{৪৩৫৯}

দুর্বল, আর সহীহ হলো এ শব্দে : " فقد برئت منه الذمة " নাসায়ী।

২ - باب الْحُكْمِ فِيمَنْ سَبَّ النَّبِيَّ ﷺ

অনুচ্ছেদ-২ : যে নাবী ﷺ-কে গালি দেয় তার সম্পর্কিত বিধান

৪৩৬১ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُوسَى الْخَثَلِيُّ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ، عَنْ عِكْرَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَعْمَى، كَانَتْ لَهُ أُمٌّ وَلَدَتْ ثَشْمَ النَّبِيِّ ﷺ وَتَقَعُ فِيهِ فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَتَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ - قَالَ - فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ ﷺ وَتَشْتَمُهُ فَأَخَذَ الْمِعْوَلُ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا فَوَقَعَ بَيْنَ رَجُلَيْهَا طِفْلٌ فَلَطَخَتْ مَا هُنَاكَ بِالْذِّمِّ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَمَعَ النَّاسُ فَقَالَ " أَنْشُدْ اللَّهَ رَجُلًا فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَّا قَامَ " . فَقَامَ الْأَعْمَى يَخْطِي النَّاسَ وَهُوَ يَنْزَلُ حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا صَاحِبُهَا كَانَتْ تَشْتَمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَيْنِ

وَكَاثَتْ بِي رَفِيقَةً فَلَمَّا كَانَتِ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَخَذْتُ الْمِقْوَلَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا وَأَنكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَلَا أَشْهَدُوكُمُ أَنَّ دَمَهَا مَذْرُورٌ " .

صحیح

৪৩৬১। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। জনৈক অন্ধ লোকের একটি 'উম্মু ওয়ালাদ' ক্রীতদাসী ছিল। সে নাবী ﷺ-কে গালি দিতো এবং তাঁর সম্পর্কে মন্দ কথা বলতো। অন্ধ লোকটি তাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও সে বিরত হতো না। সে তাকে ভৎসনা করতো; কিন্তু তাতেও সে বিরত হতো না। এক রাতে সে যখন নাবী ﷺ-কে গালি দিতে শুরু করলো এবং তাঁর সম্পর্কে মন্দ কথা বলতে লাগলো, সে একটি ধারালো ছুরি নিয়ে তার পেটে ঢুকিয়ে তাতে চাপ দিয়ে তাকে হত্যা করলো। তার দু'পায়ের মাঝখানে একটি শিশু পতিত হয়ে রক্তে রঞ্জিত হলো। ভোরবেলা নাবী ﷺ ঘটনাটি অবহিত হয়ে লোকজনকে সমবেত করে বলেন : আমি আল্লাহর কসম করে বলছি : যে ব্যক্তি একাজ করেছে, সে যদি না দাঁড়ায়, তবে তার উপর আমার অধিকার আছে। একথা শুনে অন্ধ লোকটি মানুষের ভিড় ঠেলে কাঁপতে কাঁপতে সামনে অগ্রসর হয়ে নাবী ﷺ-এর সামনে এসে বসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সেই নিহত দাসীর মনিব। সে আপনাকে গালাগালি করতো এবং আপনার সম্পর্কে অপমানজনক কথা বলতো। আমি নিষেধ করতাম; কিন্তু সে বিরত হতো না। আমি তাকে ধমক দিতাম; কিন্তু সে তাতেও বিরত হতো না। তার গর্ভজাত মুক্তার মতো আমার দু'টি ছেলে আছে, আর সে আমার খুব প্রিয়পাত্রী ছিল। গত রাতে সে আপনাকে গালাগালি শুরু করে এবং আপনার সম্পর্কে অপমানজনক কথা বললে আমি তখন একটি ধারালো ছুরি নিয়ে তার পেটে স্থাপন করে তাতে চাপ দিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলি। নাবী ﷺ বলেন : তোমরা সাক্ষী থাকো, তার রক্ত বৃথা গেলো।^{৪৩৬০}

সহীহ।

৪৩৬২ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَرَّاحِ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيَّةً، كَانَتْ تَشْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ وَتَقَعُ فِيهِ فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَمَهَا .
ضعيف الإسناد //، الإرواء (١٢٥١) //

৪৩৬২। 'আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত। এক ইয়াহুদী মহিলা নাবী ﷺ-কে গালাগালি করতো এবং তাঁর সম্পর্কে মন্দ কথা বলতো। একদা জনৈক ব্যক্তি তাকে গলা টিপে হত্যা করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার রক্ত বাতিল বলে ঘোষণা করেন।^{৪৩৬১}

সানাদ দুর্বল : ইরওয়া হা/১২৫১।

৪৩৬৩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَنُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَتَغَيَّطَ عَلَى رَجُلٍ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فَقُلْتُ

^{৪৩৬০} নাসায়ী।

^{৪৩৬১} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী।

تَأْذَنُ لِي يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَضْرِبُ عَنْقَهُ قَالَ فَأَذْهَبَتْ كَلِمَتِي غَضَبُهُ فَقَامَ فَدَخَلَ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ مَا الَّذِي قُلْتَ أَنَا قُلْتُ أَتَذَنُ لِي أَضْرِبُ عَنْقَهُ . قَالَ أَكُنْتُ فَاعِلًا لَوْ أَمَرْتُكَ قُلْتَ نَعَمْ . قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا كَانَتْ لِي بِشَرِّ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا لَفْظُ يَزِيدٍ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَيْ لَمْ يَكُنْ لِأَبِي بَكْرٍ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا إِلَّا بِإِخْدَى الثَّلَاثِ الَّتِي قَالَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُفْرَ بَعْدَ إِيْمَانٍ أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ وَكَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَقْتُلَ .

صحیح

৪৩৬৩। আবু বারযাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আবু বাকর (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি একটি লোকের প্রতি খুবই ক্রোধান্বিত হলেন। আমি তাকে বললাম, হে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খলীফাহ! আমাকে অনুমতি দিন, তাকে হত্যা করি। তিনি বলেন, আমার একথায় তার ক্রোধ দূর হলো। তিনি উঠে বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। অতঃপর তিনি লোক পাঠিয়ে আমাকে (ডেকে নিয়ে) প্রশ্ন করেন, তুমি এইমাত্র কি বলেছ? আমি বললাম, আমাকে অনুমতি দিন, আমি তাকে হত্যা করি। তিনি প্রশ্ন করেন, আমি যদি তোমাকে আদেশ করতাম, তুমি কি তাই করত? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, না, আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরে অন্য কোন মানবের এ অধিকার নেই।

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, এই মূল পাঠ বর্ণনাকারী ইয়াযীদেদর। আহমাদ ইবনু হামল (র) বলেন, অর্থাৎ নাবী ﷺ যে তিনটি অপরাধের কোনটিতে লিঙ ব্যক্তিকে হত্যা করার কথা বলেছেন, তাদের ছাড়া অন্য কাউকে হত্যা করা আবু বাকরের জন্য বৈধ নয় : কেউ ধর্ম ত্যাগ করলে, বিবাহিত ব্যক্তি যেনা করলে এবং নিরপরাধ ব্যক্তির হত্যাকারী। তবে নাবী ﷺ-এর হত্যা করার কর্তৃত্ব ছিল।^{৪৩৬২}

সহীহ।

৩ - باب مَا جَاءَ فِي الْمُحَارَبَةِ

অনুচ্ছেদ- ৩ : বিদ্রোহ

৪৩৬৪ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ قَوْمًا، مِنْ عُكْلٍ - أَوْ قَالَ مِنْ عُرَيْتَةٍ - قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلِقَاحٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْيَانِهَا فَانْطَلَقُوا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاسْتَأْفَوْا الثَّعْمَ قَبْلَ النَّبِيِّ ﷺ خَيْرُهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي آثَارِهِمْ فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِئَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقَطَّعَتْ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ وَالْقَوْمَ فِي الْحَرَةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ . قَالَ أَبُو قِلَابَةَ فَهَؤُلَاءِ قَوْمٌ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ .

صحیح

৪৩৬৪। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। উকল অথবা উরাইনাহ গোত্রের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলো। যাদীনাহয় বসবাস তাদের পক্ষে অনুপযোগী হওয়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে উটের পালের নিকট গিয়ে এগুলোর পেশাব ও দুধ পান করতে আদেশ দেন। অতএব তারা

সেখানে চলে গেলো। পরে তারা সুস্থ হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাখালকে হত্যা করে এবং উটো পালকে ভাঙিয়ে নিয়ে যায়। দিনের প্রথমভাগে এ খবর নাবী ﷺ-এর নিকট পৌঁছে। নাবী ﷺ তাদের পিছনে লোক পাঠান। উঠন্ত বেলায় তাদের ধরে নিয়ে আসা হয়। তাঁর আদেশে তাদের হাত-পা কাটা হয় এবং লৌহ শলাকা তাদের চোখে বিদ্ধ করে উত্তম রোদে ফেলে রাখা হয়। তারা পানি চাইলেও তা দেয়া হয়নি। আবু ক্বিলাবাহ বলেন, এরা এমন একটি গোত্রের, যারা চুরি করেছে, হত্যা করেছে, ঈমান আনার পর কুফরী করেছে এবং সর্বোপরি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে।^{৪৩৬৩}

সহীহ।

৪৩৬৩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَهْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ فَأَمَرَ بِمَسَامِيرٍ فَأَخْنِيتُ فَكَحَلْتُهُمْ وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ.

صحيح

৪৩৬৪। আইয়ুব (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত। বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর ﷺ আদেশে লৌহ শলাকা উত্তম করা হয়, তাদের চোখে ফুঁড়ে দেয়া হয়, হাত-পা কেটে দেয়া হয় এবং তাদের রক্তপ্রবাহ বন্ধ করেননি।^{৪৩৬৪}

সহীহ।

৪৩৬৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ أَخْبَرَنَا ح، وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ - عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي طَلَبِهِمْ قَافَّةً فَأَتَانِي بِهِمْ . قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي ذَلِكَ { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا } الْآيَةَ .

صحيح

৪৩৬৬। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত। তিনি তাতে বলেন : অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের অনুসন্ধানে পদচিহ্ন বিশারদ একদল লোক পাঠালেন। পরে তাদেরকে ধরে নিয়ে আসা হলো। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন : “যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আর পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি হলো, তাদের হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা তাদের একদিকের হাত এবং অপরদিকের পা কেটে ফেলা হবে অথবা ভূ-পৃষ্ঠ হতে নির্বাসিত (কারাগারে আবদ্ধ) করা হবে। এটাই তাদের ইহকালের অপমান, আর পরকালে তাদের কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে” (সূরাহ আল-মায়িদাহ : ৩৩)।^{৪৩৬৬}

সহীহ।

৪৩৬৭ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، وَقَتَادَةُ، وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ أَنَسٌ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمْ يَكْدِمُ الْأَرْضَ فِيهِ عَطَشًا حَتَّى مَاتُوا .

^{৪৩৬৩} বুখারী, মুসলিম।

^{৪৩৬৪} বুখারী।

^{৪৩৬৬} বুখারী, মুসলিম।

صحیح

৪৩৬৭। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি এ হাদীস প্রসঙ্গে বলেন, বিপরীত দিক হতে তাদের হাত-পা কর্তন করা হয়। হাদীসের প্রথমার্শে তিনি বলেন, তারা উট ছিনতাই করে এবং ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে। আনাস (রা) বলেন, আমি তাদের একজনকে পিপাসার যন্ত্রণায় মুখ দিয়ে মাটি কামড়াতে দেখেছি। অবশেষে তারা মারা যায়।^{৪৩৬৬}

সহীহ।

৪৩৬৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَهُ زَادَ ثُمَّ نَهَى عَنِ الْمَثَلَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ خِلَافٍ. وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَسَلَامٌ بْنُ مَسْكِينٍ عَنْ ثَابِتٍ جَمِيعًا عَنْ أَنَسٍ لَمْ يَذْكُرْ مِنْ خِلَافٍ. وَلَمْ أَجِدْ فِي حَدِيثٍ أَحَدٍ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ. إِلَّا فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ.

صحیح

৪৩৬৮। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত। এতে আরো আছে : অতঃপর তিনি অজ্ঞাহনি নিষিদ্ধ করেন। এ বর্ণনায় ‘বিপরীত দিক হতে’ কথাটুকুর উল্লেখ নেই। আনাস (রা) হতে অন্যান্য বর্ণনাকারীও এ অংশটুকু উল্লেখ করেননি। আমি হাম্মাদ ইবনু সালামাহুর হাদীস ব্যতীত আর কারোর বর্ণনায় ‘বিপরীত দিক হতে তাদের হাত-পা কাটার’ কথা পাইনি।^{৪৩৬৭}

সহীহ।

৪৩৬৯ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ، - قَالَ أَحْمَدُ هُوَ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدٍ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ نَاسًا أَغَارُوا عَلَى إِبِلِ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَأْذَنُوا وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَقَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُؤْمِنًا فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَأَخَذُوا فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ. قَالَ وَتَزَلَّتْ فِيهِمْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ وَهُمْ الَّذِينَ أَخْبَرَ عَنْهُمْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْحَجَّاجُ حِينَ سَأَلَهُ.

حسن صحيح

৪৩৬৯। ইবনু ‘উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদল লোক নাবী ﷺ-এর উট লুট করে নিয়ে যায়, ইসলাম ধর্মত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায় এবং নাবী ﷺ-এর একজন ঈমানদার রাখালকে হত্যা করে। অতঃপর তিনি তাদের পিছনে লোক পাঠান! তাদের ধরে নিয়ে আসা হলে তিনি তাদের হাত-পা কেটে দেন এবং চোখ উপড়ে ফেলেন। ইবনু ‘উমার বলেন, এদের সম্পর্কে ‘মুহারাবার’ আয়াত (৫: ৩৩) নাযিল হয়। হাজ্জাজ যখন আনাস ইবনু মালিক (রা)-কে এদের সম্পর্কে প্রশ্ন করেন, তখন তিনি এদের সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেন।^{৪৩৬৮}

হাসান সহীহ।

^{৪৩৬৬} তিরমিযী, নাসায়ী। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{৪৩৬৭} আহমাদ।

^{৪৩৬৮} নাসায়ী।

৪৩৭০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَجْلَانِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَطَعَ الَّذِينَ سَرَقُوا لِقَاحَهُ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ بِالنَّارِ عَاتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا } الْآيَةَ .

ضعيف

৪৩৭০। আবুয-যিনাদ (র) সূত্রে বর্ণিত। যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উট চুরি করেছিল তিনি তাদের হাত-পা কাটলে এবং আগুন দিয়ে তাদের চোখ উৎপাটন করলে আল্লাহ তাঁর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং আয়াত নাযিল করেন : “যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এই যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা শুলীবিদ্ধ করা হবে....” (সূরাহ আল-মায়িদাহ : ৩৩) ^{৪৩৬৯}

দুর্বল।

৪৩৭১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا ح، وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزَلَ الْحُدُودُ يَعْنِي حَدِيثَ أَنَسٍ .

ضعيف موقوف

৪৩৭১। মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসের ঘটনাটি ঘটেছিল আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে। ^{৪৩৭০}

দুর্বল মাওকুফ।

৪৩৭২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ التَّحَوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ } إِلَى قَوْلِهِ { غُفُورٌ رَحِيمٌ } نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُشْرِكِينَ فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقَدَّرَ عَلَيْهِ لَمْ يَمْتَعَهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ الَّذِي أَصَابَهُ .

حسن

৪৩৭২। ইবনু আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, “যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আর যমীনে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি হলো : তাদের হত্যা করা হবে অথবা গুলে চড়ানো হবে অথবা তাদের একদিকের হাত ও অপরদিকের পা কেটে ফেলা হবে অথবা যমীন হতে নির্বাসিত করা হবে,নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়” (সূরাহ আল-মায়িদাহ : ৩৩-৩৪)- আয়াত দু’টি মুশরিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তবে তাদের মধ্যে কেউ যদি তাওবাহ করে ফিরে আসে তাকে নিয়ন্ত্রণে আনার পূর্বে তার উপর নির্ধারিত শাস্তি বাস্তবায়নে কোন বাধা থাকবে না। ^{৪৩৭১}

হাসান।

^{৪৩৬৯} নাসায়ী, বায়হাকী।

^{৪৩৭০} বায়হাকী।

^{৪৩৭১} নাসায়ী।

৬ - باب في الحَدِّ يُشْفَعُ فِيهِ

অনুচ্ছেদ-৪ : শাস্তি মওকুফের জন্যে সুপারিশ করা

৪৩৭৩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي ح، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا، أَهْمَهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا تَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . قَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ إِلَّا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَا أَسَامَةُ أَتُشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ " . ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ " إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا " .

صحیح

৪৩৭৩। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। জনৈক মাখযুমী মহিলার চুরি সংক্রান্ত অপরাধ কুরাইশদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুললে তারা বললো, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে কে আলোচনা করবে? তারা বললো, নাবী ﷺ-এর প্রিয়পাত্র উসামাহ ইবনু যায়িদ-ই এ প্রসঙ্গে কথা বলতে সাহস করতে পারে। অতঃপর উসামাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একথা বলাতে তিনি ﷺ বলেন : হে উসামাহ ! তুমি কি মহান আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি মওকুফের সুপারিশ করছো? অতঃপর তিনি ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে বলেন : তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিরা এজন্য ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যকার মর্যাদাশীল কেউ চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিতো, আর তাদের দুর্বল কেউ চুরি করলে তার উপর শাস্তি বাস্তবায়িত করতো। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি! মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাহও যদি চুরি করতো, তাহলে অবশ্যই আমি তার হাত কাটতাম।^{৪৩৭২}

সহীহ।

৪৩৭৪ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ امْرَأَةً مَخْزُومَةً تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا وَقَصَّ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ قَالَ فَقَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ فِيهِ كَمَا قَالَ اللَّيْثُ إِنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ . وَرَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ فَقَالَ اسْتَعَارَتْ امْرَأَةً . وَرَوَى مَسْعُودُ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ قَالَ سُرِقَتْ قَطِيفَةٌ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فَعَادَتْ بَرَيْتَبَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

صحیح

৪৩৭৪। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক মাখযুমী মহিলা জিনিসপত্র ধার নিয়ে পরে তা অস্বীকার করতো। নাবী ﷺ তার হাত কাটার আদেশ দিলেন। অতঃপর লাইস বর্ণিত হাদীসের

অনুরূপ। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর নাবী ﷺ তার হাত কেটে দেন। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, ইবনু ওয়াহ্ব এ হাদীস ইউনুসের সূত্রে যুহরী হতে বর্ণনা করে বলেন : নাবী ﷺ-এর মাক্কাহ বিজয়কালে জনৈক মহিলা চুরি করে। লাইস ইউনুসের সূত্রে এবং ইবনু শিহাব সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করে বলেন, জনৈক মহিলা ধার নিতো। মাস'উদ ইবনুল আস'ওয়াদ নিজস্ব সানাদে নাবী ﷺ হতে এর সমার্থক হাদীস বর্ণনা করে বলেন : মহিলাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘর হতে একটি মখমলের চাদর চুরি করে। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, আবু যুবাঈর (র) এবং জাবির (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক নারী চুরি করে। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা যাইনাব (রা)-এর মাধ্যমে মুক্তি চায়। হাদীসের বাকি অংশে ধার নেয়া অথবা চুরি করার কথা উল্লেখ আছে।^{৪৩৭৩}

সহীহ।

৪৩৭৫ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَيْدٍ، - نَسَبَهُ جَعْفَرٌ إِلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَقْبِلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْخُدُودَ " .

صحیح

৪৩৭৫। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা উত্তম গুণাবলীর অধিকারী লোকদের পদাঙ্কলন (ছেটিখাট ক্রটি) এড়িয়ে যাও, হৃদয়ের অপরাধ ব্যতীত।^{৪৩৭৪}

সহীহ।

৫ - باب الْعَفْوِ عَنِ الْخُدُودِ، مَا لَمْ تَبْلُغِ السُّلْطَانَ

অনুচ্ছেদ-৫ : শাসকের নিকট না পৌঁছা পর্যন্ত হৃদয়ের অপরাধ গোপন রাখা

৪৩৭৬ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " تَعَاَفُوا الْخُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجِبَ " .

صحیح

৪৩৭৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা আপসে তোমাদের মধ্যে সংঘটিত হৃদয় সংশ্লিষ্ট অপরাধ গোপন রাখো। অন্যথায় তা আমার নিকট পৌঁছলে তার শাস্তি বাস্তবায়িত হবেই।^{৪৩৭৫}

সহীহ।

৪৩৭৩ মুসলিম।

৪৩৭৪ আহমাদ, ইবনু হিব্বান, দারাকুতনী।

৪৩৭৫ নাসায়ী।

৬ - باب في الستر على أهل الحدود

অনুচ্ছেদ-৬ : কেউ শাস্তিযোগ্য অপরাধ করলে যথাসম্ভব তা গোপন রাখা উচিত

৪৩৭৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مَاعِزًا، أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَقْرَعَ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ وَقَالَ لَهُ زَالٍ "لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ".

ضعيف

৪৩৭৭। ইয়াযীদ ইবনু সু'আইম (রা) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। মাঈয নামক জনৈক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর নিকট এসে চারবার (যেনার কথা) স্বীকার করে। সুতরাং তিনি তাকে পাথর মেরে হত্যা করার আদেশ দেন। আর তিনি হায্যালকে বলেন, তুমি যদি এটা তোমার কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে, তাহলে তোমার কল্যাণ হতো।^{৪৩৭৬}

দুর্বল।

৪৩৭৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ هِزَالًا، أَمَرَ مَاعِزًا أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَيُخْبِرَهُ.

ضعيف مرسل

৪৩৭৮। ইবনুল মুনকাদির (র) সূত্রে বর্ণিত। হায্যাল মাঈযকে নাবী ﷺ-এর নিকট এসে (তার অপরাধের কথা) তাঁকে অবহিত করতে আদেশ দেন।^{৪৩৭৭}

যঈফ মুরসাল।

৭ - باب في صاحب الحد يحيى فيقر

অনুচ্ছেদ-৭ : হাদেশের অপরাধী উপস্থিত হয়ে স্বীকারোক্তি করলে তার সম্পর্কে

৪৩৭৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا الْفَرَيَابِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً، خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ تُرِيدُ الصَّلَاةَ فَتَلْقَاهَا رَجُلٌ فَتَحْلِلُهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا فَصَاحَتْ وَأَنْطَلَقَ فَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا وَمَرَّتْ عِصَابَةً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا. فَانْطَلَقُوا فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَّتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا فَأَتَوْهَا بِهِ فَقَالَتْ نَعَمْ هُوَ هَذَا. فَأَتَوْا بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا. فَقَالَ "أَذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ". وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الرَّجُلَ الْمَأْخُوذَ وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا "ارْجُمُوهُ". فَقَالَ "لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقَبِلَ مِنْهُمْ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرِ أَيْضًا عَنْ سِمَاكِ.

حسن، دون قوله: "ارجموه" و الأرجح أنه لم يرم

৪৩৭৯। 'আলক্বামাহ ইবনু ওয়াইল (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ-এর যুগে জনৈকা মহিলা সলাত আদায়ের উদ্দেশে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তাকে নাগালে পেয়ে তার উপর চেপে বসে তাকে ধর্ষণ করে। সে চিৎকার দিলে লোকটি সরে পড়ে। এ সময় অপর এক ব্যক্তি তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে (ভুলবশত) বললো, এ লোকটি আমার সঙ্গে এরূপ এরূপ করেছে। এ সময় মুহাজিরদের একটি দল এ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। স্ত্রীলোকটি বললো, এ লোকটি আমার সঙ্গে এরূপ এরূপ করেছে। অতএব যার সম্পর্কে মহিলাটি অভিযোগ করেছে তারা দ্রুত এগিয়ে লোকটিকে ধরলো। অতঃপর তারা তাকে তার নিকট নিয়ে আসলে সে বললো, হাঁ, এ সেই ব্যক্তি। তারা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি তার সম্পর্কে ফায়সালা করতেই আসল অপরাধী দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমিই অপরাধী। তিনি ধর্মিতা মহিলাটিকে বললেন: তুমি চলে যাও, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছেন আর নির্দোষ ব্যক্তি সম্পর্কে উত্তম কথা বললেন। যে ধর্মণের অপরাধী তার ব্যাপারে তিনি বললেন : তোমরা একে পাথর মারো। তিনি ﷺ বললেন: সে এমন তাওবাহ করেছে যে, মাদীনাহবাসী যদি এরূপ তাওবাহ করে, তবে তাদের পক্ষ হতে তা অবশ্যই কবুল হবে।^{৪৩৭৮}

হাসান, এ কথাটি বাদে : "তোমরা একে পাথর মারো।" অসাধিকারযোগ্য কথা হলো, তাকে পাথর মারা হয়নি।

৮ - باب فِي التَّلْقِينِ فِي الْحَدِّ

অনুচ্ছেদ-৮: হাদ্দ থেকে মুক্তি পাওয়ার মতো কথা বলার পরামর্শ দেয়া

৪৩৮০ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الْمُنْذِرِ، مَوْلَى أَبِي ذَرٍّ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِلَصٍّ قَدْ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوْجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا إِخْلَاكَ سَرَقْتَ " . قَالَ بَلَى . فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ وَجِيءٌ بِهِ فَقَالَ " اسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَتُبَّ إِلَيْهِ " . فَقَالَ " اسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَتُبَّ إِلَيْهِ فَقَالَ " اللَّهُمَّ تُبَّ عَلَيْهِ " . ثَلَاثًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

ضعيف

৪৩৮০। আবু উমাইয়্যাহ আল-মাখযুমী (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা নাবী ﷺ-এর নিকট একটি চোর ধরে আনা হলো। সে অপরাধের কথা স্বীকার করেছে কিন্তু তার নিকট কোন মাল পাওয়া যায়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমার মনে হয় তুমি চুরি করোনি। সে বললো, হাঁ, আমি চুরি করেছি। তিনি দু'বার অথবা তিনবার তার নিকট একথার পুনরাবৃত্তি করলেন, কিন্তু সে বরাবর একই উত্তর দিলো। অতঃপর তিনি আদেশ করলে তার হাত কেটে তাকে আনা হলে তিনি বললেন : আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তাঁর নিকট তাওবাহ করো। সে বললো, আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং তাওবাহ করছি। অতঃপর তিনি তিনবার বলেন : হে আল্লাহ! তুমি তার তাওবাহ কবুল করো।^{৪৩৭৯}

দুর্বল।

^{৪৩৭৮} তিরমিযী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ।

^{৪৩৭৯} নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ, দারিমী। সানাদে আবু যারের মুক্ত দাস রয়েছে। ইমাম যাহাবী বলেন : তাকে চেনা যায়নি।

৯ - باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه

অনুচ্ছেদ-৯ : যে ব্যক্তি হাদ্দের অপরাধ স্বীকার করে অথচ অপরাধের নাম বলে না

৪৩৮১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمَارٍ، حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا، أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْنِي عَلَيْهِ. قَالَ "تَوَضَّأْتَ حِينَ أَقْبَلْتَ". قَالَ نَعَمْ. قَالَ "هَلْ صَلَّيْتَ مَعَنَا حِينَ صَلَّيْنَا". قَالَ نَعَمْ. قَالَ "اذْهَبْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ عَفَا عَنْكَ".

صحیح

৪৩৮১। আবু উমামাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হৃদযোগ্য অপরাধ করেছি। কাজেই আমাকে শাস্তি দিন। তিনি প্রশ্ন করলেন : তুমি আসার সময় উয়ু করেছে কি? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন : আমরা সলাত আদায়ের সময় তুমি কি আমাদের সঙ্গে সলাত আদায় করেছে? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন : চলে যাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমার অপরাধ ক্ষমা করেছেন।^{৪৩৮০}

সহীহ।

১০ - باب في الامتحان بالضرب

অনুচ্ছেদ-১০ : মারধর করে তথ্য বের করা

৪৩৮২ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابُ بْنُ تَعْدَةَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَازِيُّ، أَنَّ قَوْمًا، مِنَ الْكَلَاعِيِّينَ سَرَقَ لَهُمْ مَتَاعٌ فَأَتَهُمُوا أَنَا سًا مِنَ الْحَاكَةِ فَأَتُوا الثُّغَمَانَ بْنَ بَشِيرٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ فَحَسَنَهُمْ أَيَّامًا ثُمَّ خَلَى سَبِيلَهُمْ فَأَتُوا الثُّغَمَانَ فَقَالُوا خَلَيْتَ سَبِيلَهُمْ بَغَيْرِ ضَرْبٍ وَلَا امْتِحَانٍ. فَقَالَ الثُّغَمَانُ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ أَنْ أَضْرِبَهُمْ فَإِنْ خَرَجَ مَتَاعُكُمْ فَذَاكَ وَإِلَّا أَخَذْتُ مِنْ ظَهْرِكُمْ مِثْلَ مَا أَخَذْتُ مِنْ ظَهْرِهِمْ. فَقَالُوا هَذَا حُكْمُكَ فَقَالَ هَذَا حُكْمُ اللَّهِ وَحُكْمُ رَسُولِهِ ﷺ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِنَّمَا أَرَاهَهُمْ بِهَذَا الْقَوْلِ أَيْ لَا يَجِبُ الضَّرْبُ إِلَّا بَعْدَ الْإِعْتِرَافِ.

حسن

৪৩৮২। আযহাব ইবনু আবদুল্লাহ আল-হারায়ী (রা) সূত্রে বর্ণিত। কিল্লা'আ এলাকার কিছু লোকের মাল চুরি হলে তারা একদল তাতীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো। অতঃপর তারা নাবী ﷺ-এর সাহাবী নু'মান ইবনু বশীরের নিকট (এ অভিযুক্তদের) নিয়ে এলো। তিনি তাদের কয়েক দিন আটকে রাখার পর ছেড়ে দেন। অভিযোগকারীরা এসে নু'মান (রা)-কে বললো, মারধর ও তদন্ত ছাড়াই আপনি তাদের ছেড়ে দিলেন? নু'মান (রা) বললেন, তোমরা কী চাও? তোমরা যদি চাও আমি তোমাদের মারধর করি। আর তাতে যদি তোমাদের মাল উদ্ধার হয় তবে তো ভালো। অন্যথায় আমি তাদের পিঠে যেরূপ আঘাত করবো, সেরূপ আঘাত তোমাদের পিঠেও করবো। তারা বললো, এটা কি আপনার ফায়সালা? তিনি বললেন, এটা আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহর ﷺ ফায়সালা। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, এ কথার দ্বারা তিনি তাদেরকে সতর্ক করেছেন। অর্থাৎ স্বেচ্ছায় স্বীকার করার পরই প্রহার করা যেতে পারে।^{৪৩৮১}

হাসান।

১১ - باب مَا يَفْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ

অনুচ্ছেদ-১১ : যে পরিমাণ সম্পদ চুরির দায়ে চোরের হাত কাটা যায়

৪৩৮৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَبْلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ مِنْهُ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .

صحیح

৪৩৮৩। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা এর চাইতে বেশী চুরির অপরাধে চোরের হাত কাটতেন।^{৪৩৮২}

সহীহ।

৪৩৮৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَوَهْبُ بْنُ بَيَّانٍ، قَالَا حَدَّثَنَا ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا" . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .

صحیح

৪৩৮৪। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : দীনারের এক-চতুর্থাংশ অথবা এর চেয়ে বেশী পরিমাণ সম্পদ চুরির দায়ে চোরের হাত কাটা হবে। আহমাদ ইবনু সালিহ বলেন, দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা এর চেয়ে বেশী সম্পদ চুরির অপরাধে হাত কাটা যায়।^{৪৩৮৩}

সহীহ।

৪৩৮৫ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ فِي مِحْنٍ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ .

صحیح

৪৩৮৫। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন দিরহাম মূল্যের বর্ম চুরির দায়ে চোরের হাত কেটেছেন।^{৪৩৮৪}

সহীহ।

৪৩৮৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَبْلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّ نَافِعًا، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ ثَرَسًا مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ .

صحیح

^{৪৩৮২} বুখারী, মুসলিম।

^{৪৩৮৩} বুখারী, মুসলিম।

^{৪৩৮৪} বুখারী, মুসলিম।

৪৩৮৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ এমন এক চোরের হাত কেটেছেন, যে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থান হতে তিন দিরহাম মূল্যের একটি বর্ম চুরি করেছিল।^{৪৩৮৫}

সহীহ।

৪৩৮৭ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْفَلَانِيُّ، - وَهَذَا لَفْظُهُ وَهُوَ أَتَمُّ - قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ فِيمَتَهُ دِينَارٌ أَوْ عَشْرَةُ دَرَاهِمٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَسَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِهِ .
شاذ

৪৩৮৭। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক দীনার অথবা দশ দিরহাম মূল্যের বর্ম চুরির অপরাধে এক ব্যক্তির হাত কেটেছেন।^{৪৩৮৬}

শায।

১২ - بَابُ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ

অনুচ্ছেদ-১২ : যেসব বস্তু চুরির দায়ে হাত কাটা যায় না

৪৩৮৮ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَعَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيْلِهِ فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ فَسَجَنَ مَرْوَانَ الْعَبْدَ وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ فَأُتِلِقَ سَيْدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لَا قَطْعَ فِي نَمِرٍ وَلَا كَثَرٍ " . فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ مَرْوَانَ أَخَذَ غُلَامِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَ يَدِهِ وَأَنَا أَحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ مَعِيَ إِلَيْهِ فَخَبَرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَشَى مَعَهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لَا قَطْعَ فِي نَمِرٍ وَلَا كَثَرٍ " . فَأَمَرَ مَرْوَانَ بِالْعَبْدِ فَأَرْسَلَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْكَثَرُ الْحُمَارُ .

صحیح

৪৩৮৮। মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহুইয়া ইবনু হাব্বান (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা একটি গোলাম এক ব্যক্তির বাগান হতে খেজুরের চারা চুরি করে এনে তার মনিবের বাগানে রোপণ করে। চারাগাছের মালিক তা খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে যায় এবং এ গোলামের ব্যাপারে তৎকালীন মাদীনাহর গভর্নর মারওয়ান ইবনুল হাকামের কাছে বিচার প্রার্থী হয়। মারওয়ান গোলামটিকে বন্দী করে রাখেন এবং তার হাত কাটতে মনস্থ করেন। অতঃপর গোলামটির মনিব রাফি' ইবনু খাদীজ (রা)-র নিকট গিয়ে এ ব্যাপ্তারে প্রশ্ন করলে তিনি তার নিকট বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : ফল আর খেজুরের চারা চুরির অপরাধে হাত কাটা যাবে না। লোকটি বললো, মারওয়ান তো আমার গোলামকে ধরে রেখেছেন আর তার হাত কাটতে চাচ্ছেন। আমি চাই, আপনি আমার সাথে তার নিকট গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ

^{৪৩৮৫} মুসলিম, নাসায়ী, আহমাদ।

^{৪৩৮৬} নাসায়ী। সানাদে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক একজন মুদাল্লিস এবং তিনি এটি আনু আনু শব্দে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাপারে যা শুনেছেন, তা তাকে জানাবেন। অতঃপর রাফি' ইবনু খাদীজ (রা) তার সঙ্গে মারওয়ান ইবনুল হাকামের নিকট গিয়ে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : 'ফল আর খেজুরের চারা চুরির অপরাধে হাত কাটা যাবে না'। অতঃপর মারওয়ানের আদেশে গোলামটিকে ছেড়ে দেয়া হয়।^{৪৩৮৭}

সহীহ।

৪৩৮৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَجَلَدَهُ مَرْوَانَ جَلَدَاتٍ وَخَلَّى سَبِيلَهُ .

শায

৪৩৮৯। উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহুইয়া ইবনু হাব্বান (র) বলেন, মারওয়ান তাকে কয়েকটি বেত্রাঘাত করে ছেড়ে দেন।^{৪৩৮৮}

শায।

৪৩৯০ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّمْرِ الْمُعْلَقِ فَقَالَ " مَنْ أَصَابَ بِهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مَتَّحِدٍ خَبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يَقُوبَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ نَمْنُ الْمِحْنِ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَالْعُقُوبَةُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْجَرِينُ الْجَوْحَانُ .

حسن

৪৩৯০। 'আমর ইবনু শু'আইব (রা) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল আস (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গাছে ঝুলন্ত ফল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন : কোন ক্ষুধার্ত লোক তা খেলে এবং কাপড়ে বেধে নিয়ে না গেলে তার কোন অপরাধ নেই। কিন্তু কেউ যদি কাপড়ে বেধে তা হতে কিছু নিয়ে যায় তবে তাকে এর দ্বিগুণ জরিমানা দিতে হবে এবং শাস্তিও ভোগ করতে হবে। আর কেউ যদি এমন স্থান হতে তা চুরি করে, যেখানে ফল শুকানোর জন্য রাখা হয়েছে, আর চুরিকৃত ফলের মূল্য একটি বর্মের মূল্যের সমপরিমাণ হয়, তবে তার হাত কাটা যাবে। কেউ উপরোক্ত মূল্যের কম পরিমাণ চুরি করলে তাকে দ্বিগুণ জরিমানা করা হবে এবং তাকে শাস্তিও দেয়া হবে। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, খেজুর শুকানোর স্থানকে 'জারীন' বলা হয়।^{৪৩৮৯}

হাসান।

১৩ - باب الْقَطْعِ فِي الْخُلْسَةِ وَالْخَبَانَةِ

অনুচ্ছেদ-১৩ : হিনতাই ও প্রতারণার অপরাধে হাত কাটা সম্পর্কে

৪৩৯১ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَيْسَ عَلَى الْمُتَهَبِّ قَطْعٌ وَمَنْ اتَّهَبَ نَهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مَنًّا " .

صحيح

^{৪৩৮৭} তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ, মালিক।

^{৪৩৮৮} এর পূর্বেরটি দেখুন।

^{৪৩৮৯} হাদীস হাসান।

৪৩৯১। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : লুণ্ঠনকারীর হাত কাটা যাবে না। যে ব্যক্তি দিবালোকে লুণ্ঠন করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।^{৪৩৯০}

সহীহ।

৪৩৯২ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ".

صحیح

৪৩৯২। একই সূত্রে জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রতারকের হাত কাটা যাবে না।^{৪৩৯১}

সহীহ।

৪৩৯৩ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ زَادَ "وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ لَمْ يَسْمَعْهُمَا ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَبَلَّغَنِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا سَمِعَهُمَا ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ يَاسِينَ الزُّبَايَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ رَوَاهُمَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

صحیح

৪৩৯৩। জাবির (রা) হতে নাবী ﷺ এর সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত। তাতে আরো রয়েছে : লুণ্ঠনকারীর হাত কাটা যাবে না। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, ইবনু জুরাইজ উপরোক্ত হাদীসদ্বয় আবুস-যুবাইর হতে শোনেননি। আমি আহমাদ ইবনু হাম্বাল (র) হতে জেনেছি, তিনি বলেছেন, ইবনু জুরাইজ উপরোক্ত হাদীসদ্বয় ইয়াসীন আয-যাইয়াতের কাছে শুনেছেন। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, মুগীরাহ ইবনু মুসলিম হাদীসদ্বয় আবু-যুবাইর (রা) হতে নাবী ﷺ-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।^{৪৩৯২}

সহীহ।

১৪ - بَابُ مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزِ

অনুচ্ছেদ-১৪ : যে নিরাপদে সংরক্ষিত স্থান থেকে চুরি করে

৪৩৯৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَادٍ بْنِ طَلْحَةَ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ أُوَيْسٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خِمِيصَةٍ لِي ثَمَنُ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي فَأَخَذَ الرَّجُلُ فَأَتَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهِ لِيَقْطَعَ. قَالَ فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَنْقِطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا أَنَا أَبِيعُهُ وَأَنْتَ تَمْنَاهَا قَالَ "فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ زَائِدَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ جُعَيْدٍ عَنْ جُحَيْرٍ قَالَ نَامَ صَفْوَانٌ. وَرَوَاهُ مُجَاهِدٌ وَطَاوُسٌ أَنَّهُ كَانَ نَائِمًا فَجَاءَ سَارِقٌ فَسَرَقَ خِمِيصَةً مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ.

^{৪৩৯০} তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{৪৩৯১} এর পূর্বেরটি দেখুন।

^{৪৩৯২} এটি গত হয়েছে হা/৪৩৯১।

وَرَوَاهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فَاسْتَلَّهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَاسْتَيْقَظَ فَصَاحَ بِهِ فَأَخَذَ . وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ فَجَاءَهُ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَخَذَ السَّارِقُ فَجَاءَهُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ .

صحیح

৪৩৯৪। সাফওয়ান ইবনু উমাইয়্যাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি তিরিশ দিরহাম মূল্যের আমার একটি চাদরে মাসজিদে ঘুমিয়েছিলাম। অতঃপর এক ব্যক্তি এসে আমার কাছ থেকে সেটা টেনে নিয়ে যায়। তাকে হাতেনাতে ধরে নাবী ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসা হলে তিনি তার হাত কাটার আদেশ দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁর নিকট হাযির হয়ে বললাম, মাত্র ত্রিশটি দিরহামের কারণে আপনি তার হাত কাটবেন? আমি তার নিকট এটা বাকীতে বিক্রি করছি। তিনি বললেন : তুমি তাকে আমার নিকট নিয়ে আসার পূর্বে তা করলে না কেন? ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, যায়িদাহ সিমাকের সূত্রে জুআইদ ইবনু হযাইর হতে এ হাদীস বর্ণনা করে বলেন, সাফওয়ান ঘুমিয়েছিলেন। তাউস ও মুজাহিদ এ হাদীস বর্ণনা করে বলেন, তিনি ঘুমন্ত ছিলেন। চোর এসে তার মাথার নীচ হতে চাদরটি চুরি করে নিয়ে যায়। আবু সালামাহ ইবনু আবদুল্লহ রহমান এ হাদীস বর্ণনা করে বলেন, চোরটি তার মাথার নীচ হতে চাদরটা টান দিয়ে নিয়ে যায়। তিনি জাঃহঃ হয়ে চিৎকার দেন এবং তাকে ধরে ফেলা হয়। যুহরী (র) সাফওয়ান ইবনু আবদুল্লাহ হতে বর্ণনা করে বলেন, তার চাদরটাকে তিনি বালিশ বানিয়ে মাথার নীচে রেখে মাসজিদে ঘুমান। এ সময় এক চোর এসে তার চাদরটা হস্তগত করে। তিনি তাকে ধরে নাবী ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসেন।^{৪৩৯৩}

সহীহ।

১০ - باب في القَطْعِ فِي الْعَارِيَةِ إِذَا جُحِدَتْ

অনুচ্ছেদ-১৫ : ঋণ গ্রহণের পর তা অস্বীকার করলে হাত কাটা এসঙ্গে

৪৩৯৫ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، - الْمَعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَحْبَبْنَا مَعْمَرًا، - قَالَ مَخْلَدٌ عَنْ مَعْمَرٍ، - عَنْ أَبِي بَرْ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ امْرَأَةً، مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَحْجِدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ جُوَيْرِيَّةٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَوْ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُيَيْدٍ زَادَ فِيهِ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ " هَلْ مِنْ امْرَأَةٍ تَأْتِيهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَتِلْكَ شَاهِدَةٌ فَلَمْ تَقُمْ وَلَمْ تَتَكَلَّمْ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ عُتَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُيَيْدٍ قَالَ فِيهِ فَشَهِدَ عَلَيْهَا .

صحیح

৪৩৯৫। ইবনু উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। জনৈকা মাখযুমী মহিলা বিভিন্ন জিনিস ধার নিয়ে পরে তা অস্বীকার করতো। নাবী ﷺ-এর নির্দেশে তার হাত কেটে দেয়া হয়। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, জুয়াইরিয়া, নাকি' হতে ইবনু উমার অথবা সাফিয়্যাহ বিনতু আবু উবাইদ সূত্রে আরো বর্ণনা করেন : নাবী ﷺ ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে বলেন : এমন কোন মহিলা আছে কি যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নিকট তাওবাহ করবে? একথা তিনি তিনবার বলেন। তখন ঐ মহিলাটি সেখানে উপস্থিত ছিল; কিন্তু সে

^{৪৩৯৩} নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

দাঁড়ায়নি এবং কথাও বলেনি। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, ইবনু গানাজ নাফি'র সূত্রে সাফিয়্যাহ বিনতু আবু 'উবাইদ সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করে বলেন : মহিলাটির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়া হয়।^{৪৩৯৪}

সহীহ।

৪৩৯৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَعَارَتْ امْرَأَةً - تَعْنِي - حُلِيًّا عَلَى أَلْسِنَةِ أَنْاسٍ يُعْرِفُونَ وَلَا تُعْرَفُ هِيَ فَبَاعَتْهُ فَأَخَذَتْ فَأَتَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدَيْهَا وَهِيَ الَّتِي شَفَعَ فِيهَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَقَالَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا قَالَ .

صحیح

৪৩৯৬। 'আয়িশাহ (রা) বলেন, এক অপরিচিত মহিলা কিছু পরিচিত লোকের নামে অলংকার ধার নেয়। অতঃপর সে এগুলো বিক্রি করে দেয়। তাকে ধরে নিয়ে নাবী ﷺ-এর নিকট হাযির করা হয়। তিনি তার হাত কাটার নির্দেশ দেন। এ সেই মহিলা যার জন্য উসামাহ ইবনু যায়িদ (রা) সুপারিশ করেছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ব্যাপারে যা বলার বলেছিলেন।^{৪৩৯৫}

সহীহ।

৪৩৯৭ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَتْ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَحْجِدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدَيْهَا وَقَصَّ نَحْوَ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ زَادَ فَقَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهَا .

صحیح

৪৩৯৭। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাখযুম গোত্রের এক মহিলা জিনিসপত্র ধার নেয়ার পর তা অস্বীকার করতো। নাবী ﷺ তার হাত কাটতে নির্দেশ দেন। ইবনু শিহাব হতে বর্ণিত এই হাদীসে আরো আছে : অতঃপর নাবী ﷺ তার হাত কেটে দেন।^{৪৩৯৬}

সহীহ।

১৬ - باب في المَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا

অনুচ্ছেদ-১৬ : পাগল চুরি বা হাদযোগ্য অপরাধ করলে

৪৪৭৮ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " رَفَعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ " .

صحیح

^{৪৩৯৪} নাসায়ী, আহমাদ।

^{৪৩৯৫} মুসলিম, নাসায়ী।

^{৪৩৯৬} এটি গত হয়েছে হা/৪৩৭৪।

৪৩৯৮। ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তিন ধরনের লোকের উপর হতে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে : (১) নিদ্রিত ব্যক্তি, যতক্ষণ না জাগ্রত হয়, (২) অসুস্থ (পাগল) ব্যক্তি, যতক্ষণ না আরোগ্য লাভ করে এবং (৩) অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, যতক্ষণ না বালেগ হয়।^{৪৩৯৭}

সহীহ।

৪৪৭৭ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَمَرْتُ عُمَرَ بِمَحْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَاسْتَشَارَ فِيهَا أَهْلًا فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ بِهَا عَلَى عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضَوَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذِهِ قَالُوا مَحْنُونَةُ بَنِي فَلَانَ زَنَتْ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ . قَالَ فَقَالَ ارْجِعُوا بِهَا ثُمَّ أَنَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُمِيَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَحْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ قَالَ بَلَى . قَالَ فَمَا بَالُ هَذِهِ تُرْجَمُ قَالَ لَا شَيْءَ . قَالَ فَأَرْسَلَهَا . قَالَ فَأَرْسَلَهَا . قَالَ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ .

صحیح

৪৩৯৯। ইবনু ‘আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা যেনার অপরাধে জনৈক উম্মাদিনীকে ধরে এনে ‘উমার (রা)-র নিকট হাযির কর হয়। তিনি এ ব্যাপারে লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাকে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দেন। এ সময় ‘আলী (রা) তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, এর কি হয়েছে? উপস্থিত লোকেরা বললো, সে অমুক গোত্রের উম্মাদিনী (পাগল মহিলা), সে যেনা করেছে। ‘উমার (রা) তাকে পাথর মেরে হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বললেন, তোমরা তাকে নিয়ে ফিরে যাও। অতঃপর তিনি ‘উমারের নিকট এসে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি জানেন না, তিন ধরনের লোকের উপর হতে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে : (১) পাগল, যতক্ষণ না সুস্থ হয়, (২) নিদ্রিত ব্যক্তি, যতক্ষণ না জাগ্রত হয় এবং (৩) নাবালেগ শিশু, যতক্ষণ না বালেগ হবে। তিনি বললেন, হাঁ। ‘আলী (রা) বলেন, তাহলে তাকে পাথর মারা হবে কেন? তিনি বলেন, কোন কারণ নেই। ‘আলী (রা) বলেন, তবে তাকে ছেড়ে দিন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন এবং ‘আল্লাহ আকবার’ ধ্বনি উচ্চারণ করলেন।^{৪৩৯৮}

সহীহ।

৪৪০০ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، نَحْوَهُ وَقَالَ أَيْضًا حَتَّى يَعْقِلَ . وَقَالَ وَعَنِ الْمَحْنُونِ حَتَّى يُفِيْقَ . قَالَ فَجَعَلَ عُمَرُ يُكَبِّرُ .

صحیح

৪৪০০। আ‘মশ (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত। এতে রয়েছে : তিনি বলেন, নাবালেগ যতক্ষণ না বুদ্ধিমান হবে। তিনি বলেন : পাগল যতক্ষণ না সুস্থ জ্ঞানসম্পন্ন হবে। বর্ণনাকারী বলেন, ‘উমার (রা) ‘আল্লাহ আকবার’ ধ্বনি দিতে থাকেন।^{৪৩৯৯}

সহীহ।

৪৩৯৭ নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৪৩৯৮ ইবনু হিব্বান, ইবনু খুযাইমাহ, হাকিম, দারাকুতনী।

৪৩৯৯ এর পূর্বে গত হয়েছে।

৪৪০১ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَهْرَانَ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مَرَّ عَلَى عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَعْنَى عُثْمَانَ . قَالَ أَوْ مَا تَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنَ الْمَحْتُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يُفَيَّقَ وَعَنِ الثَّامِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ " . قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَجَحَلِي عَنْهَا سَبِيلَهَا .

صحیح

৪৪০১। ইবনু আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আলী ইবনু আবু তালিব (রা)-এর পাশ দিয়ে যাওয়া... অতঃপর 'উসমান ইবনু আবু শাইরাহ বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত। তিনি বলেন, আপনার কি মনে নেই, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিন প্রকার লোকের উপর হতে কলম তুলে রাখা হয়েছে : (১) নির্বোধ পাগল, যতক্ষণ না সুস্থ হয়, (২) নিদ্রিত ব্যক্তি, যতক্ষণ না জাগ্রত হয় এবং (৩) ন্যারালেগ শিশু, যতক্ষণ না প্রাপ্তবয়স্ক হয়। একথা শুনে 'উমার (রা) বলেন, আপনি সত্যিই বলেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি দণ্ডিতাকে ছেড়ে দিলেন।^{৪৪০০}

সহীহ।

৪৪০২ - حَدَّثَنَا هُثَّاءُ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، - الْمَعْنَى - عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، - قَالَ هُثَّاءُ - الْحَنِينِيُّ قَالَ أَنِّي عُمَرُ بَامْرَأَةٍ قَدْ قَبِعَتْ، فَأَمَرَ بِرَحْمَتِهَا فَمَرَّ عَلَيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخَذَهَا فَجَحَلِي سَبِيلَهَا فَأَخْبَرَ عُمَرَ قَالَ ادْعُوا لِي عَلِيًّا . فَجَاءَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنَ الصَّبِيِّ حَتَّى يَنْبُلُغَ وَعَنِ الثَّامِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَبْرَأَ " . وَإِنَّ هَذِهِ مَعْتُوهُ بَنِي فُلَانٍ لَعَلَّ الَّذِي أَتَاهَا أَتَاهَا وَهِيَ فِي بِلَاتِهَا . قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لَا أَذْرِي . فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَنَا لَا أَذْرِي .

صحیح ، دون قوله : " لعن الذي "

৪৪০২। আবু যিব্বয়ান (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হান্নাদ আল-জানাবী বলেছেন : একদা এক জেনাকারিনীকে 'উমার (রা)-র নিকট হাযিল করা হলে তিনি তাকে পাথর মেরে হত্যার আদেশ দেন। এ সময় 'আলী (রা) ঐ পথ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে ছেড়ে দিলেন। 'উমার (রা) এ সংবাদ পেয়ে 'আলী (রা)-কে ডেকে পাঠান। 'আলী (রা) তার নিকট এসে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিন প্রকার লোকের উপর হতে কলম তুলে রাখা হয়েছে : (১) নাবালেগ, যতক্ষণ না বালেগ হয়, (২) নিদ্রিত ব্যক্তি, যতক্ষণ না জাগ্রত হয় এবং (৩) পাগল, যতক্ষণ না সুস্থ হয়। আর এ তো অমুক গোত্রের পাগলিনী। সে যা করেছে, সম্ভবত উন্মাদ অবস্থায় তা করেছে। বর্ণনাকারী বলেন। 'উমার (রা) বলেন, আমার বিষয়টি জানা নেই। অতঃপর 'আলী (রা) বলেন; আমিও জানতাম না।^{৪৪০৩}

সহীহ : এ কথাটি বাদে : " সম্ভবত উন্মাদ অবস্থায় ... ।

^{৪৪০০} এর পূর্বেরটি দেখুন।

^{৪৪০১} আহমাদ। আহমাদ শাকির বলেন : সহীহ।

৪১০৩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَهْبٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَحْنُونِ حَتَّى يَغْفَلَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ زَادَ فِيهِ " وَالْخَرْفِ " .

صحیح

৪৪০৩। ‘আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : তিন ধরনের লোকের উপর হতে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে : (১) ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না জাগ্রত হয়, (২) নাবালগ, যতক্ষণ না সাবালগ হয় এবং (৩) পাগল, যতক্ষণ না জ্ঞানসম্পন্ন হয়। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, ইবনু জুরাইজ পর্যায়ক্রমে ক্বাসমম ইবনু ইয়াযীদ হতে ‘আলী (রা) থেকে নাবী ﷺ-এর সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেন। তাতে ‘বার্ধক্যজনিত কারণে নিস্তেজ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি’ কথাটুকু রয়েছে।^{৪৪০২}

সহীহ।

১৭ - باب في الغلام يُصِيبُ الْحَدَّ

অনুচ্ছেদ-১৭ : নাবালকের অপরাধের শাস্তি

৪১০৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ الْقُرْطُبِيُّ، قَالَ كُنْتُ مِنْ سَبِيِّ بَنِي قُرَيْظَةَ فَكَانُوا يَنْظُرُونَ فَمَنْ أَتَيْتِ الشَّعْرَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنَبِّتْ لَمْ يُقْتَلْ فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنَبِّتْ .

صحیح

৪৪০৪। ‘আত্টিয়াহ আল-কুরায়ী (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ববী কুরাইযার বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। তারা দেখতো, যার নাভীর নীচে চুল উঠেছে তাকে হত্যা করা হতো; আর যার উঠেনি, তাকে হত্যা করা হতো না। আর আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, যাদের তা উঠেনি।^{৪৪০৩}

সহীহ।

৪১০৫ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَكَشَفُوا عَائِي فَوَجَدُوهَا لَمْ تُنَبِّتْ فَحَقَّلُونِي فِي السَّبِيِّ .

صحیح

৪৪০৫। আবদুল মালিক ইবনু উমাইর (র) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত। ‘আত্টিয়াহ (রা) বলেন, তারা (মুসলিমরা) আমার নাভীর নীচে অনাবৃত করে দেখলো যে, চুল উঠেনি। সুতরাং তারা আমাকে বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত করলো।^{৪৪০৪}

সহীহ।

^{৪৪০২} বায়হাকী।

^{৪৪০৩} তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ।

^{৪৪০৪} এর পূর্বেরটি দেখুন।

৬৬০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعٍ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُحِزْهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَحَازَهُ .

صحیح

৪৪০৬। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। উহুদ যুদ্ধের সময় তাকে নাবী ﷺ-এর নিকট হাযির করা হয়। তখন তিনি চৌদ্দ বছরের বালক ছিলেন। তিনি তাকে অনুমতি দেননি। আবার খন্দক যুদ্ধের সময়ও তাকে হাযির করা হয়, তখন তিনি ছিলেন পনের বছরের তরুণ। তখন তিনি তাকে (যুদ্ধ করার) অনুমতি দেন।^{৪৪০৫}

সহীহ।

৬৬০ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ نَافِعٌ حَدَّثْتُ بِهِذَا الْحَدِيثِ، عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْحَدِيثُ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ .

صحیح

৪৪০৭। 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাফি' (রা) বলেছেন, আমি এ হাদীস 'উমার ইবনু 'আবদুর আযীয (রা)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, এ বয়সটাই নাবালেগ ও সাবালেগের মধ্যকার সীমারেখা।^{৪৪০৬}

সহীহ।

১৮ - باب السَّارِقِ يَسْرِقُ فِي الْغَزْوِ أَيْقَطُ

অনুচ্ছেদ-১৮ : যুদ্ধের সময় চুরি করলে হাত কাটা প্রসঙ্গে

৬৬০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شَرِيحٍ، عَنْ عَبَّاسِ الْقَتَّانِيِّ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ يَتَّانٍ، وَزَيْدِ بْنِ صَبَّاحٍ الْأَصْبَحِيِّ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ كُنَّا مَعَ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ فِي الْبَحْرِ فَأَتَانِي بِسَارِقٍ يُقَالُ لَهُ مِصْدَرٌ قَدْ سَرَقَ بُحْتَبَةَ فَقَالَ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لَا تُقَطِّعُ الْأَيْدِي فِي السَّفَرِ " . وَلَوْ لَا ذَلِكَ لَقَطَعْتُهُ

صحیح

৪৪০৮। জুনাদাহ ইবনু আবু উমাইয়্যাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বুসর ইবনু আরত্বাত (রা)-এর সাথে নৌযুদ্ধে ছিলাম। এ সময় মিসদার নামক এক চোরকে ধরে তার নিকট হাযির করা হলো। সে একটি উষ্ট্রী চুরি করেছিল। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : সফরে হাত কাটা যাবে না। অন্যথায় আমি অবশ্যই এর হাত কেটে দিতাম।^{৪৪০৭}

সহীহ।

^{৪৪০৫} তিরমিযী, দারিমী, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{৪৪০৬} এটি পূর্বের হাদীসে গত হয়েছে।

^{৪৪০৭} তিরমিযী, আহমাদ।

১৭ - باب في قطع النباش

অনুচ্ছেদ-১৯ : কাফন চোরের হাত কাটা সম্পর্কে

৪৬০৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَمْرَانَ، عَنْ الْمُشَعَّثِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَا أَبَا ذَرٍّ " . قُلْتُ لَيْتَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدُكَ . فَقَالَ " كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتُ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ " . يَعْنِي الْقَبْرَ . قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ أَوْ مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ . قَالَ " عَلَيْكَ بِالْمَصْبَرِ " . أَوْ قَالَ " تَصْبِرُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ يُقَطَّعُ النَّبَاشُ لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْمَيِّتِ بَيْتَهُ .

صحیح

৪৬০৯। আবু যার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডেকে বললেন, হে আবু যার! আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সৌভাগ্যপূর্ণ দরবারে উপস্থিত। তিনি বললেন : তুমি কী করবে যখন মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হবে এবং তখন একটি ঘর অর্থাৎ কবরের ক্রয়মূল্য হবে একটি ক্রীতদাসের মূল্যের সমান? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন অথবা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমার জন্য যা পছন্দ করেন। তিনি বললেন : তুমি তখন ধৈর্য ধরবে। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, হাম্মাদ ইবনু আবু সলাইমান বলেছেন, কাফন চোরের হাত কাটতে হবে; কেননা সে মৃত ব্যক্তির ঘরে হানা দেয়।^{৪৬০৮}

সহীহ।

২০ - باب في السارق يسرق مِرَارًا

অনুচ্ছেদ-২০ : একই চোর একাধিকবার চুরি করলে

৪৬১০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ الْهَلَالِيُّ، حَدَّثَنَا جَدِّي، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ جِئْتُ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ " اقْتُلُوهُ " . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْمَا سَرَقَ . فَقَالَ " اقْطَعُوهُ " . قَالَ فَقَطَّعَ ثُمَّ جِئْتُ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ " اقْتُلُوهُ " . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْمَا سَرَقَ . فَقَالَ " اقْطَعُوهُ " . قَالَ فَقَطَّعَ ثُمَّ جِئْتُ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ " اقْتُلُوهُ " . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْمَا سَرَقَ . قَالَ " اقْطَعُوهُ " . ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ " اقْتُلُوهُ " . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْمَا سَرَقَ . قَالَ " اقْطَعُوهُ " . فَأَتَيْتُ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ " اقْتُلُوهُ " . قَالَ جَابِرٌ فَأُطْلِقْنَا بِهِ فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بئرٍ وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ .

حسن

৪৬১০। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাবী ﷺ-এর নিকট এক চোরকে ধরে আনা হলে তিনি বলেন : তোমরা একে হত্যা করো। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে চুরি করেছে। তিনি বললেন : এর হাত কেটে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, তার হাত কেটে দেয়া হলো।

^{৪৬০৮} ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

অতঃপর তাকে দ্বিতীয়বার তাঁর নিকট ধরে আনা হলে তিনি বলেন : তোমরা একে হত্যা করো। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে তো চুরি করেছে। তিনি আদেশ দিলেন, তোমরা এর অপর হাত কেটে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, তার হাত কেটে দেয়া হলো। তৃতীয়বার তাকে তাঁর নিকট ধরে আনা হলে তিনি বলেন : তোমরা একে হত্যা করো। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে তো চুরি করেছে। তিনি বললেন : তাহলে তোমরা তার অঙ্গ (এক পা) কেটে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, এবার তার পা কাটা হলো। অতঃপর চতুর্থবার তাকে ধরে আনা হলে তিনি তাকে হত্যা করার আদেশ দেন। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! সে তো চুরি করেছে। তিনি বললেন : তাহলে তারে (আরেক পা) কেটে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, এবারত তার অপর পা কাটা হলো। অতঃপর পঞ্চমবার তাকে ধরে আনা হলে তিনি ﷺ তাকে হত্যা করার আদেশ দেন। জাবির (রা) বলেন, অতএব আমরা তাকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করলাম এবং হেঁচড়িয়ে টেনে নিয়ে একটি কূপে ফেলে দিয়ে তার উপর পাথরচাপা দিলাম।^{৪৪০*}

হাসান।

২১ - باب في السارقِ تعلق يده في عنقه

অনুচ্ছেদ-২১ : হাত কেটে চোরের গর্দামে ঝুলিয়ে দেয়া

৪৪১১ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُخَبَّرٍ، قَالَ سَأَلْنَا فَضَالَهَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَغْلِيْقِ الْيَدِ، فِي الْعُنُقِ لِلْسَّارِقِ أَمِنَ السَّنَةِ هُوَ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِسَارِقٍ فَقَطَعَتْ يَدُهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعُلِقَتْ فِي عُنُقِهِ .
ضعيف

৪৪১১। 'আবদুর রহমান ইবনু মুহাইরিয (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ফাদালাহ ইবনু 'উবাইদ (রা)-কে বললাম, চোরের কাটা হাত গর্দামের সঙ্গে বেঁধে দেয়া কি সুন্নাত? তিনি বললেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এক চোরকে নিয়ে আসা হলে তার হাত কাটা হয় এবং তাঁর নির্দেশমত তা গর্দামের সঙ্গে বেঁধে দেয়া হয়।^{৪৪১০}

দুর্বল।

২২ - باب بيع المملوك إذا سرق

অনুচ্ছেদ-২২ : দাস চুরি করলে তাকে বিক্রি করে দেয়া

৪৪১২ - حَدَّثَنَا مُوسَى، - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا سَرَقَ الْمَمْلُوكُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِشٍّ " .
ضعيف

^{৪৪০*} নাসায়ী।

^{৪৪১০} তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। এর সানাদে হাজ্জাজ ইবনু আরভাত রয়েছে। ইমাম নাসায়ী বলেন : তিনি যঈফ, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না।

৪৪১২। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দাস যদি চুরি করে তবে তাকে এক নাশ্ অর্থাৎ বিশ দিরহামের বিনিময়ে হলেও বিক্রি করে দাও।^{৪৪১১}

দুর্বল।

২৩ - باب في الرِّجْمِ

অনুচ্ছেদ-২৩ : রজম সম্পর্কে

৪৪১৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ ثَابِتٍ الْمَرْزُوقِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ { وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا } وَذَكَرَ الرَّجُلُ بَعْدَ الْمَرَّةِ ثُمَّ جَمَعَهُمَا فَقَالَ { وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا مِنْكُمُ فَأَذْوُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا } فَتَسَخَّ ذَلِكَ بِأَيِّهِ الْخُلْدُ فَقَالَ { الرَّأْيِيَّةُ وَالرَّأْيِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ }.

حسن الإسناد

৪৪১৩। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর বাণী : “তোমাদের জ্বীদের মধ্যে যারা অশ্লীল কাজ করে, তবে তোমাদের মধ্য হতে চার ব্যক্তিকে তাদের উপর সাক্ষী দাঁড় করাও। অতঃপর তারা সাক্ষ্য দিলে তাদেরকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখো, যতক্ষণ না মৃত্যু তাদের অবসান ঘটায় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন পথ বের করেন” (সূরাহ আন-নিসা : ১৫)। মেয়েদের সম্পর্কে একথা বলে পুরুষদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, অতঃপর উভয়ের সম্পর্কে একত্রে আলোচনা করেছেন : “আর তোমাদের মধ্যে দু'জন নারী-পুরুষ যদি এ অশ্লীল কাজ করে, তবে তাদের শাসন করো। অনন্তর তারা যদি তাওবাহ করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়, তবে তাদেরকে ছেড়ে দাও” (সূরাহ আন-নিসা : ১৬)। উপরোক্ত আয়াতের নির্দেশ 'বেত্রাঘাত' সংক্রান্ত আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে। অতএব আল্লাহর বাণী : “ব্যভিচারিনী-এবং ব্যভিচারী, তাদের প্রত্যেককে একশো বেত্রাঘাত করো” (সূরাহ আন-নূর : ২)।^{৪৪১২}

সানাদ হাসান।

৪৪১৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى، - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - عَنْ شَيْبٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ السَّبِيلُ الْحَدُّ قَالَ سُفْيَانُ { فَأَذْوُمَا } الْبِكْرَانِ { فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ } الْثِّيَابِ.

حسن مقطوع

^{৪৪১১} নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। সানাদে 'আমর ইবনু আবু সালামাহ রয়েছে। হাফিয বলেন : তিনি সত্যবাদী কিন্তু প্রচুর ভুল করেন। আবু হাতিম বলেন : তার দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়।
^{৪৪১২} বায়হাকী।

৪৪১৪। মুজাহিদ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর বাণী, ‘আস-সাবীল’ অর্থাৎ হাদ্দ। সুফিয়ান (র) বলেন, ‘ফাআযুহুমা’ অর্থ অবিবাহিতের শাস্তি এবং ‘ফাআমসিকুহুনা ফিল বুযুত’ অর্থ বিবাহিতের শাস্তি।^{৪৪১৩}

হাসান মাক্কুহ।

৪৪১৫ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي فَذْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَمَى بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَفَى سَنَةٌ .

صحيح

৪৪১৫। ‘উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার থেকে গ্রহণ করো। আল্লাহ তাদের জন্য বিধান দিয়েছেন : বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা নারী অপরাধী প্রমাণিত হলে, তাদের শাস্তি হলো একশো বেত্রাঘাত ও পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা। আর অবিবাহিত পুরুষ ও অবিবাহিতা নারীর শাস্তি হলো একশো বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন।^{৪৪১৪}

সহীহ।

৪৪১৬ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، بِإِسْنَادٍ يَحْيَى وَمَعْنَاهُ قَالَ " جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ .

صحيح

৪৪১৬। ইয়াহুয়ার সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত। এতে রয়েছে : তাদের শাস্তি হলো একশো বেত্রাঘাত ও পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা।^{৪৪১৫}

সহীহ।

৪৪১৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْبَطَّانِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ رَوْحٍ بْنِ خَلِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، - يَعْنِي الْوُهَيْبُ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ ذَلْهَمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ نَاسٌ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ يَا أَبَا ثَابِتٍ قَدْ نَزَلَتْ الْحُدُودُ لَوْ أَنَّكَ وَجَدْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلًا كَيْفَ كُنْتَ صَانِعًا قَالَ كُنْتُ ضَارِبَهُمَا بِالسَّيْفِ حَتَّى يَسْكُنَا أَفَأَنَا أَذْهَبُ فَأَجْمَعُ أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ فَإِلَى ذَلِكَ قَدْ قَضَى الْحَاجَةُ . فَأَنْطَلَقُوا فَاجْتَمَعُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَمْ تَرِ إِلَى أَبِي ثَابِتٍ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا " . ثُمَّ قَالَ " لَا لِأَخَافِ أَنْ يَتَنَاعَى فِيهَا السُّكْرَانُ وَالْعِزْرَانُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى وَكَيْفَ أَوَّلَ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ ذَلْهَمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَإِنَّمَا هَذَا إِسْنَادُ حَدِيثِ ابْنِ الْمُحَبِّقِ أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْفَضْلُ بْنُ ذَلْهَمٍ لَيْسَ بِالْحَافِظِ كَانَ قَصَابًا بِوَاسِطَ .

৪৪১৩ বায়হাকী।

৪৪১৪ মুসলিম, ইবনু মাজাহ, দারিমী, আহমাদ।

৪৪১৫ মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ।

ضعف، الإرواء (২৩৪১)

৪৪১৭। ‘উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা) হতে নাবী ﷺ-সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত। লোকজন সা’দ ইবনু ‘উবাদাহ (রা)-কে বললো, হে সাবিতের পিতা! রজম সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হয়েছে। অতএব আপনি যদি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কোন পুরুষ লোককে দেখতে পান তাহলে আপনি কি করবেন? তিনি বলেন, আমি তরবারির আঘাতে উভয়কে নিশ্চয় করে দিগম। আমি কি যাবো এবং চারজন সাক্ষী এখানে করবো, আর এ সুযোগে তারা তাদের অপকর্ম সেরে নিষে? অতএব তারা গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একত্র হয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি সাবিতের পিতাকে দেখেননি, তিনি এই এই কথা বলেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তরবারিই যথেষ্ট সাক্ষী। অতঃপর তিনি বলেন : না না, আমি আশঙ্কা করি যে, কোন উনাত ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন লোকই এ পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে। আরেক বর্ণনায় রয়েছে : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর স্ত্রীতদাসীর সঙ্গে সংগমে লিপ্ত হয়’। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, আল-ফাদল ইবনু দালহাম হাদীসের হাফিয নন। তিনি ওয়াসিত অঞ্চলের কসাই ছিলেন।^{৪৪১৬}

দুর্বল : ফরকাহ হা/২৩৪১।

৪৪১৮ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمْلِي، حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُيَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ، - يَعْنِي ابْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَإِنِّي خَشِيتُ - إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ الزَّمَانُ - أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَحْنُ آيَةُ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيُضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةِ أَنْزَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى فَالرَّجْمُ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا إِنْ كَانَ مُخْصَنًا إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ حَمْلًا أَوْ اعْتِرَافًا وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَكُنْهََا .

صحيح

৪৪১৮। ‘আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তার ভাষণে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ-কে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন এবং তাঁর উপর কিতাব নাযিল করেছেন। আর তিনি তাঁর উপর যা নাযিল করেছেন, রজম সংক্রান্ত আয়াত তার অন্তর্ভুক্ত। আমরা তা পাঠ করেছি এবং সংরক্ষণ করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ রজম করেছেন আর আমরাও তাঁর পা... রজম করেছি। তবে আমার আশঙ্কা হচ্ছে, কাল প্রবাহের দীর্ঘতায় কেউ ইহুত বলবে, আমরা তো আল্লাহর নামিলকৃত কিতাবে রজমের আয়াত পাইনি। ফলে তারা আল্লাহর নামিলকৃত একটা ফরয পরিত্যাগ করে পথভ্রষ্ট হবে। জেনে রাখো বিবাহিত নারী-পুরুষ ব্যভিচারের অপরাধে দায়ী প্রমাণিত হলে অথবা অন্তঃসত্তা হলে অথবা স্বীকারোক্তি করলে তাদেরকে রজম করা অবধারিত। আল্লাহর কসম! লোকেরা যদি একথা না বলতো যে, ‘উমার আল্লাহর কিতাবে কিছু বর্ণিত করেছেন। তাহলে আমি অবশ্যই এ আয়াত লিখে দিগম।^{৪৪১৭}

সহীহ।

^{৪৪১৬} আহমাদ।

^{৪৪১৭} বুখারী, মুসলিম।

২৪ - باب رَجَمَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ

অনুচ্ছেদ- ২৪ : মাদীয ইবনু মালিককে রজম করার ঘটনা

৪৪১৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ نَعِيمٍ بْنُ هَزَالٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي . فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْحَيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبِرُهُ بِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ رَجَاءً أَنْ يَكُونَ لَهُ مَخْرَجًا فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمَّ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ . فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَعَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمَّ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ . حَتَّى قَالَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ . قَالَ ﷺ " إِنَّكَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِيمَنْ " . قَالَ بِفُلَانَةٍ . قَالَ " هَلْ ضَاجَعْتَهَا " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " هَلْ بَاشَرْتَهَا " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " هَلْ جَامَعْتَهَا " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَأُخْرِجَ بِهِ إِلَى الْحَرَّةِ . فَلَمَّا رُجِمَ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ جَزَعَ فَخَرَجَ يَسْتَنْدُ فَلَقِيَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُتَيْسٍ وَقَدْ عَجَزَ أَصْحَابُهُ فَفَزَعَ لَهُ بِوُطَيْفٍ بَعِيرٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَتَلَهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَثُوبَ فَيُتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ " .

صحیح ، دون قوله : " لعله ان ... "

৪৪১৯। ইয়াযীদ ইবনু সু'আইম ইবনু হায্বাল (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাদীয ইবনু মালিক ইয়াতীম ছিল। সে আমার পিতার তত্ত্বাবধানে ছিল। সে এক গোত্রের জনৈক বাদীর সঙ্গে সঙ্গম করে। আমার পিতা তাকে বলেন, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যাও এবং তাঁকে তোমার কৃতকর্মের ব্যাপারে জানাও। তিনি হয়তো তোমার জন্য ক্ষমা চাইবেন। বস্তৃত এর দ্বারা তিনি তার অপরাধ হতে মুক্তির সন্ধানই চেয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর সে তাঁর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো যেনা করেছি; সুতরাং আমার উপর আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি বাস্তবায়িত করুন। তিনি তার হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে পুনরায় বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো যেনা করেছি; আমার উপর আল্লাহর কিতাব বাস্তবায়িত করুন। তিনি তার হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে আবারো বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো যেনা করেছি; আমার উপর আল্লাহর কিতাব বাস্তবায়িত করুন। একথা সে চারবার বলার পর নাবী ﷺ বললেন : তুমি তো চারবার একথা বললে, তা কার সঙ্গে? সে বললো, অমুক নারীর সঙ্গে। তিনি প্রশ্ন করলেন : তুমি কি তার সঙ্গে শুয়েছ? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি আবারো প্রশ্ন করলেন : তুমি কি তার শরীরে শরীর মিশিয়েছ? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন : তুমি কি তার সঙ্গে সঙ্গম করেছ? সে বললো, হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তাকে আল-হাররা এলাকায় নিয়ে যাওয়া হলো। যখন তাকে পাথর মারা শুরু হলো, সে আঘাতের চোটে আতঙ্কিত হলো এবং দ্রুত দৌড়াতে লাগলো। আবদুল্লাহ ইবনু উনাইস (রা) এমতাবস্থায় তার সাক্ষাৎ পেলেন যে, তাকে পাথর মারার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তিগণ তাকে ধরতে অপারগ হলো। তিনি উটের সামনের পায়ের হাড় তুলে তার দিকে নিক্ষেপ করেন এবং তাতে সে নিহত হয়। অতঃপর তিনি নাবী ﷺ-এর নিকট এসে এ ঘটনা ব্যক্ত করেন। তিনি বললেন : তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন? সে হয়তো তাওবাহ করতো, আর আল্লাহ তার তাওবাহ কবুল করতেন।^{৪৪১৮}

সহীহ। : এ কথাটি বাদে : " لعنه ان ... "

৪৪২০ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ ذَكَرْتُ لِعَلَّاصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قِصَّةَ مَا عَزَّ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ لِي حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي ذَلِكَ، مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ " فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ " . مَنْ شِئْتُمْ مِنْ رِجَالٍ أَسْلَمَ مِنْهُمْ لَا أَتَهُمْ . قَالَ وَلَمْ أَعْرِفْ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ فَجِئْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ إِنَّ رِجَالًا مِنْ أَسْلَمَ يُحَدِّثُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُمْ حِينَ ذَكَرُوا لَهُ جَزَعٌ مَاعِزٍ مِنَ الْحِجَارَةِ حِينَ أَصَابَتْهُ " أَلَا تَرَكْتُمُوهُ " . وَمَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي أَنَا أَعْلَمُ النَّاسَ بِهَذَا الْحَدِيثِ كُنْتُ فِيْمَنْ رَجَمَ الرَّجُلَ إِنَّمَا لَمَّا خَرَجْنَا بِهِ فَرَجَحْنَاهُ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ صَرَخَ بِنَا يَا قَوْمِ رُدُّونِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنْ قَوْمِي قَتَلُونِي وَغَرُّونِي مِنْ نَفْسِي وَأَخْبَرُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَيْرُ قَاتِلِي فَلَمْ تَنْزِعْ عَنْهُ حَتَّى قَتَلْنَاهُ فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ " فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ وَجِئْتُمُونِي بِهِ " . لَيْسَتْ بَرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُ فَأَمَّا لَتَرْكِ حَدِّ فَلَا قَالَ فَعَرَفْتُ وَجْهَ الْحَدِيثِ .

حسن

৪৪২০। মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মাস্ঈয ইবনু মালিকের ঘটনা 'আসিম ইবনু 'উমার ইবনু ক্বাতাদাহর নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি আমাকে বললেন, হাসান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী ইবনু আবু ত্বালিব আমাকে বলেছেন, এরা আসলাম গোত্রের কতক লোক যাদেরকে আমি-দোষারোপ করি না এবং যাদের নিকট হতে তুমি আমার নিকট রাসূলুল্লাহ (রা)-এর বাণী : 'তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন' বর্ণনা করছে। আমি এ হাদীস হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। অতএব আমি জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহর (রা) নিকট এসে বললাম, আসলাম গোত্রের কয়েকজন লোক বর্ণনা করছে যে, পাথর নিক্ষেপের মারাত্মক চোট পেয়ে মাস্ঈযের হতবুদ্ধি হয়ে যাওয়ার ঘটনা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আলোচনা করাতে তিনি বলেন : "তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন"? অথচ আমি তো এ হাদীস সম্পর্কে জানি না। জাবির বললেন, হে ভাতিজা! এ হাদীস সম্পর্কিত ঘটনা আমি অধিক জ্ঞাত। কেননা আমিও লোকটিকে পাথর মারার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তিদের অন্যতম। আমরা যখন তাকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে পাথর মারা শুরু করলাম তখন পাথর নিক্ষেপের মারাত্মক চোট পেয়ে সে আমাদের নিকট চিৎকার করে বলতে লাগলো, হে লোক সকল! তোমরা আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ফিরিয়ে নিয়ে চলো। আমার আপনজনেরাই আমাকে হত্যার জন্য দায়ী। তারা আমার সঙ্গে প্রভারণা করেছে। তারা আমাকে বলেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে হত্যা করবেন না। তথাপি আমরা তাকে হত্যা না করে ছাড়িনি। অতঃপর আমরা যখন ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসব কথা বললাম, তখন তিনি বললেন : তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন এবং আমরা নিকট নিয়ে এলে না কেন? যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার অনুতাপ কবুল করতেন। কিন্তু তিনি হাদ্দ পরিত্যাগ করার জন্যে একথা বলেননি। বর্ণনাকারী বলেন, এবার আমি এ হাদীসের মর্ম বুঝতে পারলাম।^{৪৪২১}

হাসান।

৪৪২১ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي الْحَدَّاءَ - عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ زَنَى . فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَارًا فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَسَأَلَ قَوْمَهُ " أَمْحَتُونَ هُوَ " . قَالُوا لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ . قَالَ " أَفَعَلْتَ بِهَا " . قَالَ نَعَمْ .. فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَأُتِيَ بِهِ فَرَجِمَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ .

صحیح الإسناد

৪৪২১। ইবনু আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা মাঈয ইবনু মালিক নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো যে, সে যেনা করেছে। একথা শুনে শাবী ﷺ তাঁর হাতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে কয়েকবার একথা বললো, আর তিনি প্রতিবার মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অতঃপর তিনি তার গোত্রের লোকদের প্রশ্ন করলেন : সে কি পাগল? তারা বললো, তার তো কোন সমস্যা নেই। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন : তুমি কি তার সঙ্গে এটা করেছ? সে বললো, হ্যাঁ। অতএব তিনি তাকে পাথর মেরে হত্যা করার আদেশ দিলেন। অতঃপর তাকে নিয়ে যাওয়া হলো এবং পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হলো। আর তিনি ﷺ তার জানাযার সলাত পড়েননি।^{৪৪২০}

সানাদ সহীহ।

৪৪২২ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَمَّاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ رَأَيْتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ جِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلًا قَصِيرًا أَغْضَلَ لَيْسَ عَلَيْهِ رِثَاءٌ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ قَدْ زَنَى . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَقَدْ كَفَرَكَ قَبْلَهَا " . قَالَ لَا وَاللَّهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى الْآخَرَ : قَالَ فَرَجِمَهُ ثُمَّ خُطِبَ فَقَالَ " أَلَا كَلِمَا نَفَرْنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَلْفَ أَحَدِهِمْ لَهُ نَيْبٌ كَتِيبَ النَّيْسِ يَمْتَحُ إِحْدَاهُمُ الْكُتْبَةَ أَمَا إِنَّ اللَّهَ إِنْ يُمَكِّنِي مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا تَكَلَّفَتْ عَنْهُمْ " .

صحیح

৪৪২২। জাবির ইবনু সামুরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মাঈয ইবনু মালিককে দেখেছি, যখন তাকে নাবী ﷺ-এর নিকট হাযির করা হয়। সে ছিল রেঁটে, মাংসল ও বলিষ্ঠ গাড়নের লোক, তার দেহে কোন চাদর ছিল না। সে নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য দিয়ে বলে যে, সে যেনা করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সম্ভবত তুমি তাকে চুমা দিয়েছ। সে বললো, না, আল্লাহর কসম! এ দুর্ভাগা নিশ্চয়ই যেনা করেছে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হয়। অতঃপর তিনি ﷺ ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন : জেনে রাখো! আমরা যখনই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যাই, আর এদিকে যদি তাদের কেউ পিছনে গিয়ে পাঠা ছাগলের ন্যায় ভ্রাভ্যা করে এবং কোন নারীকে যথাক্রমে বীর্য দান করে, জেনে রাখো! আল্লাহ যদি আমাদের তাদের কারো উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেন, তবে তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে নারীদের থেকে প্রতিহত করবো।^{৪৪২১}

সহীহ।

৪৪২৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَمَّاكٍ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ وَالْأَوَّلُ أَسْمُ قَالَ فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ . قَالَ سَمَّاكٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ إِنَّهُ رَدَّهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ .

صحیح

^{৪৪২০} বায়হাকী।

^{৪৪২১} মুসলিম, আহমাদ।

৪৪২৩। সিমাক (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জারির ইবনু সামুরাহ (রা)-কে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তবে পূর্বোক্ত বর্ণনাটি পূর্ণাঙ্গ। তিনি বলেন, সে দু'বার এ কথা বলেছে। সিমাক বলেন, আমি মাস্দিদ ইবনু জুরাইরের নিকট এ হাদীস বর্ণনা করলে তিনি বলেন, সে বরং চারবার একথা বলেছে।^{৪৪২২}

সহীহ।

৪৪২৪ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي عَقِيلٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - قَالَ قَالَ شُعْبَةُ فَسَأَلْتُ سِمَاكَ عَنِ الْكُتْبَةِ فَقَالَ اللَّيْنُ الْقَلِيلُ.

صحیح مقطوع

৪৪২৪। শু'বাহ (র) বলেন, আমি সিমাককে 'কুসবাহ'-এর অর্থ বললাম। তিনি বললেন, অল্প দুধ।^{৪৪২৩}

সহীহ।

৪৪২৫ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّادٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ "أَحَقُّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ" . قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي قَالَ "بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَى جَارِيَةِ بَنِي فُلَانٍ" . قَالَ نَعَمْ . فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ .

صحیح

৪৪২৫। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাস্দিদ ইবনু মালিককে ডেকে বললেন : তোমার সম্বন্ধে যে সংবাদ আমার কানে পৌছেছে তা কী সত্য? সে বললো, আমার সম্বন্ধে আপনার নিকট কিরূপ সংবাদ পৌছেছে? তিনি বললেন : তুমি নাকি অমুক গোত্রের জনৈক বাদীর সঙ্গে যেনা করেছ? সে বললো, হাঁ। অতঃপর সে চারবার একথার স্বীকারোক্তি করে। সুতরাং তিনি তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করার আদেশ দেন। অতঃপর তাকে পাথর মারা হয়।^{৪৪২৪}

সহীহ।

৪৪২৬ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاعْتَرَفَ بِالزُّنَا مَرَّتَيْنِ فَطَرَدَهُ ثُمَّ جَاءَ فَاعْتَرَفَ بِالزُّنَا مَرَّتَيْنِ فَقَالَ "شَهِدْتُ عَلَى نَفْسِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ" .

صحیح

৪৪২৬। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মাস্দিদ ইবনু মালিক নাবী ﷺ-এর নিকট এসে যেনা করেছে বলে দু'বার সাক্ষ্য দেয়। তিনি তাকে তাড়িয়ে দিলে সে আবারো এসে দু'বার

^{৪৪২২} মুসলিম, আহমাদ।

^{৪৪২৩} আহমাদ।

^{৪৪২৪} মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ। আহমাদ শাকির বলেন : সানাদ সহীহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাসান সহীহ।

যেনার স্বীকারোক্তি করে। অতঃপর তিনি ﷺ বলেন : তুমি নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য দিয়েছ। তোমরা একে নিয়ে যাও এবং 'রজম' করো।^{৪৪২৫}

সহীহ।

৪৪২৭ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنِي يَعْلَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ "لَعَلَّكَ قَبِلْتَ أَوْ عَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ" . قَالَ لَا . قَالَ "أَفَنَكَّهْتَ" . قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ . وَلَمْ يَذْكُرْ مُوسَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَذَا لَفْظُ وَهْبٍ .

صحیح

৪৪২৭। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ মাইয় ইবনু মালিককে বললেন : তুমি সম্ভবত চুমু খেয়েছো অথবা হাতে স্পর্শ করেছো অথবা তাকিয়েছো। সে বললো, না। তিনি বললেন : তবে কি তুমি যেনা করেছ? সে বললো, হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, সে একথা বলতেই তিনি তাকে পাথর মেরে হত্যা করার আদেশ দেন। বর্ণনাকারী মুসা (র) ইবনু 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেননি, বরং এটি ওয়াহুবের বর্ণনা।^{৪৪২৬}

সহীহ।

৪৪২৮ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الصَّامِتِ ابْنَ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ جَاءَ الْأَسْلَمِيُّ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَقْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ فَقَالَ "أَنْكَّهْتَ" . قَالَ نَعَمْ . قَالَ "حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا" . قَالَ نَعَمْ . قَالَ "كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ فِي الْمَكْحَلَةِ وَالرُّشَاءُ فِي الْبَيْرِ" . قَالَ نَعَمْ . قَالَ "فَهَلْ تَذَرِي مَا الزُّنَا" . قَالَ نَعَمْ أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ حَلَالًا . قَالَ "فَمَا تُرِيدُ بِهَذَا الْقَوْلِ" . قَالَ أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي . فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ انْظُرْ إِلَى هَذَا الَّذِي سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ حَتَّى رُجِمَ رَجَمَ الْكَلْبِ . فَسَكَتَ عَنْهُمَا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً حَتَّى مَرَّ بِحِيفَةِ حِمَارٍ شَائِلٍ بِرَجُلِهِ فَقَالَ "أَيْنَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ" . فَقَالَا تَحَنُّ ذَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ "انْزِلَا فَكَلَا مِنْ حِيفَةِ هَذَا الْحِمَارِ" . فَقَالَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَنْ يَأْكُلُ مِنْ هَذَا قَالَ "فَمَا نَلْنَاهُ مِنْ عَرَضٍ أَحَبَّ كَمَا أَنَا أَشَدُّ مِنْ أَكْلِ مَنَّهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ الْآنَ لَفِي أَثَرِ الْجَنَّةِ يَنْقِمِسُ فِيهَا"

ضعيف، الإرواء (١٣٥٤)، الضعيفة (٢٩٥٧)

৪৪২৮। আবু হুরাইরাহ (রা) বলেছেন, একদা আসলাম গোত্রীয় এক লোক নাবী ﷺ-এর নিকট এসে নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য দেয় যে, সে জনৈক নারীর সঙ্গে হারাম কাজ করেছে। প্রতিবারই নাবী ﷺ

তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। পঞ্চমবার সে একথা বললে তিনি তার দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন : তুমি কি তার সঙ্গে যেনা করেছ? সে বললো, হাঁ। তিনি প্রশ্ন করলেন : তোমার লজ্জাস্থান কি তার লজ্জাস্থানে ঢুকেছে? সে বললো, হাঁ। তিনি বললেন : যেরূপ সুরমা শলাকা সুরমা দানীতে ঢুকে যায় এবং রশি যেরূপ কূপের মধ্যে ঢুকে পড়ে? সে বললো, হাঁ। তিনি প্রশ্ন করলেন : তুমি কি জানো, যেনা কি? সে বললো, হাঁ, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সঙ্গে বৈধভাবে যে সহবাস করে, আমি ঐ নারীর সঙ্গে অবৈধভাবে তা করেছি। তিনি বললেন : তোমার একথা বলার উদ্দেশ্য কী? সে বললো, আপনি আমাকে পবিত্র করবেন, এটাই আমার উদ্দেশ্য। অতঃপর তিনি আদেশ দিলেন তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হলো। অতঃপর আল্লাহর নাবী ﷺ শুনতে পান যে, তাঁর দু'জন সাহাবী একে অপরকে বলছেন লোকটিকে দেখো, আল্লাহ যার অপরাধ গোপন রাখলেন, অথচ নিজেকেই সে রক্ষা করতে পারলো না, অতঃপর কুকুরের মতো তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হলো। তিনি তাদের একথা শুনে চুপ থাকলেন এবং কিছু সময় চলার পর একটি গাধার লাশের নিকট এলেন যার পা উপরের দিকে উঠেছিল। তিনি বললেন : অমুক অমুক কোথায়? তারা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এখানে। তিনি বললেন : তোমরা দু'জন নেমে গিয়ে এ গাধার গোশত খাও। তারা বললো, হে আল্লাহর নাবী! এটা কি কেউ খেতে পারে? তিনি বললেন : তোমরা এখন তোমাদের এক ভাইয়ের মর্যাদা নিয়ে যেরূপ মশুব্য করেছ, তা এর গোশত খাওয়ার চাইতেও গুরুতর। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয়ই সে এখন জান্নাতের বর্ণাসমূহে আনন্দে ডুব দিচ্ছে।^{৪৪২৭}

দুর্বল : ইরওয়া হা/২৩৫৪, যঈফাহ হা/২৯৫৭।

৪৪২৭ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ ابْنِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِخَوِّهِ زَادَ وَاخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ رُبَطَ إِلَى شَجَرَةٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَقَفَ .

ضعيف

৪৪২৯। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত। এতে আরো রয়েছে : হাসান ইবনু 'আলী বলেন, বর্ণনাকারীগণ বিভিন্ন শব্দে হাদীসটি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। কেউ বলেছেন, লোকজন মাস্কিকে গাছের সঙ্গে বেঁধেছিল আবার কেউ বলেছেন, তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল।^{৪৪২৮}

দুর্বল।

৪৪৩০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْفَلَانِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا، مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاعْتَرَفَ بِالزُّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ "أَبُكَ جُنُونٌ" . قَالَ لَا . قَالَ "أَخْضَنْتَ" . قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُجِمَ فِي الْمِصْلَى فَلَمَّا أَذْلَفَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأَذْرَكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ .

^{৪৪২৭} আবু ইয়াল্লা, বায়হাক্বী, ইবনু হিব্বান। সানাদে 'আবদুর রহমান ইবনু সামিত রয়েছে। হাফিয বলেন : তিনি মাজহুল (অজ্ঞাত)।

^{৪৪২৮} এর পূর্বের হাদীস দেখুন।

صحیح

৪৪৩০। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা আসলাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে যেনার কথা স্বীকার করলে তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে আবারো সাক্ষ্য দিলো। তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। এরূপে সে চারবার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলো। অতঃপর নাবী ﷺ তাকে প্রশ্ন করেন : তোমার পাগলামী রোগ আছে নাকি? সে বললো, না। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন : তুমি কি বিবাহিত? সে বললো, হাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, নাবী ﷺ তাকে পাথর মারার আদেশ দিলেন। ঈদগাহে তাকে পাথর মারা হয়। পাথরের আঘাত যখন তাকে সজ্ঞান্ত করে তুললো সে পালাতে লাগলো। অতঃপর তাকে ধরে এনে পাথর মেরে হত্যা করা হলো। নাবী ﷺ তার সম্পর্কে উত্তম কথা বললেন, তবে তার জানাযা পড়েননি।^{৪৪২৯}

সহীহ।

৪৪৩১ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا، - وَهَذَا لَفْظُهُ - عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ لَمَّا أَسْرَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجْمٍ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ خَرَجْنَا بِهِ إِلَى الْبَيْعِ فَوَاللَّهِ مَا أَوْثَقْنَاهُ وَلَا حَفَرْنَا لَهُ وَلَكِنَّهُ قَامَ لَنَا . - قَالَ أَبُو كَامِلٍ قَالَ - فَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَفِ فَاشْتَدَّ وَاشْتَدَّ خَلْفُهُ حَتَّى أَتَى عُرْضَ الْحَرَةِ فَاتَّصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِحَلَامِيدِ الْحَرَةِ حَتَّى سَكَتَ - قَالَ - فَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلَا سَبَّهُ .

صحیح

৪৪৩১। আবু সাঈদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ মাদ্বি ইবনু মালিককে পাথর মারার আদেশ করলে আমরা তাকে নিয়ে আল-বাকী' নামক স্থানে যাই। আল্লাহর কসম! আমরা তাকে বাঁধিওনি এবং তার জন্য গর্তও খনন করিনি; কিন্তু তবু সে দাঁড়িয়ে থাকে। আবু কামিল বললেন, আবু সাঈদ বলেছেন, অতঃপর আমরা তার শরীরে হাড়, মাটির টিলা ও কংকর নিক্ষেপ করতে লাগলাম। সে দৌড়াতে লাগলো, আমরাও তার পিছনে দৌড়াতে লাগলাম। অবশেষে সে সেই প্রস্তরময় প্রান্তরের এক প্রান্তে গিয়ে আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে গেলো। আমরা তাকে পাথর নিক্ষেপ করলাম। অবশেষে সে চূপ হয়ে গেলো (মৃত্যুবরণ করলো)। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করেননি, তাকে গালিও দেননি।^{৪৪৩০}

সহীহ।

৪৪৩২ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ قَالَ ذَهَبُوا يَسْبُونَهُ فَتَهَاؤُهُمْ قَالَ ذَهَبُوا يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ فَتَهَاؤُهُمْ قَالَ "هُوَ رَجُلٌ أَصَابَ ذَنْبًا حَسِيئُهُ اللَّهُ" .
ضعيف مرسل، الإرواء (٢٥٥ / ٧ - ٣٥٦)

৪৪৩২। আবু নাদরাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক লোক নাবী ﷺ-এর নিকট হাযির হলো। অতঃপর অনুরূপ সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেন তবে অপূর্ণাঙ্গভাবে। তিনি বলেন, উপস্থিত জনতা লোকটিকে গালি দিতে শুরু করলে তিনি তাদের নিষেধ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারা তার

^{৪৪২৯} বুখারী, মুসলিম।^{৪৪৩০} মুসলিম, আহমাদ, দারিমী।

জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলে তিনি তাদের নিষেধ করে বললেন : লোকটি গুনাহ করেছে, আল্লাহই তার হিসাব গ্রহণের জন্য যথেষ্ট।^{৪৪৩১}

যঈফ মুরসাল : ইরওয়া (৭/২৫৫-২৫৬)

৪৪৩২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ غِيلَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَنَكَهَ مَاعِزًا .

صحیح

৪৪৩৩। ইবনু বুরাইদাহ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ মাদ্বিয়ের মুখের গন্ধ শুকলেন, (নেশাগ্রস্ত কিনা জানার জন্য)।^{৪৪৩২}

সহীহ।

৪৪৩৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَهْوَازِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنَّا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ تَتَحَدَّثُ أَنَّ الْقَامِدِيَّةَ وَمَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ لَوْ رَجَعَا بَعْدَ اغْتِرَافِهِمَا أَوْ قَالَ لَوْ لَمْ يَرْجَعَا بَعْدَ اغْتِرَافِهِمَا لَمْ يَطْلُبْهُمَا وَإِنَّمَا رَجَمَهُمَا عِنْدَ الرَّابِعَةِ .

ضعيف، الإرواء (٢٣٥٩)

৪৪৩৪। ‘আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ পরস্পর আলোচনা করতাম যে, ‘গামিদ’ গোত্রের ঐ নারী এবং মাদ্বিয় ইবনু মালিক যদি তাদের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করতো অথবা তিনি বলেন, তারা স্বীকারোক্তির পর যদি তার পুনরাবৃত্তি না করতো, তবে তিনি ﷺ তাদের তলব করতেন না। তিনি তাদেরকে পাথর মেরেছেন চারবার স্বীকারোক্তির পর।^{৪৪৩৩}

দূর্বল : ইরওয়া হা/২৩৫৯।

৪৪৩৫ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ صُبَيْحٍ، قَالَ عَبْدَةُ أَخْبَرَنَا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلَاتَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ اللَّحْلَاجِ، حَدَّثَهُ أَنَّ اللَّحْلَاجَ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، كَانَ قَاعِدًا يَعْتَمِلُ فِي السُّوقِ فَمَرَّتْ امْرَأَةٌ تَحْمِلُ صَبِيًا فَتَارَ النَّاسُ مَعَهَا وَتُرْتُرُ فِيمَنْ تَارَ فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ " مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكَ " . فَسَكَتَتْ فَقَالَ شَابٌ حَذَوْهَا أَنَا أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ " مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكَ " . قَالَ الْفَتَى أَنَا أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَتَطَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى بَعْضِ مَنْ حَوْلَهُ يَسْأَلُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَا عَلِمْنَا إِلَّا خَيْرًا . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ " أَحْصَيْتَ " . قَالَ نَعَمْ . فَأَمَرَ بِهِ فُرْجِمَ . قَالَ فَخَرَجْنَا بِهِ فَحَفَرْنَا لَهُ حَتَّى أَمَكْنَا ثُمَّ رَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى هَذَا فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَنِ الْمَرْجُومِ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْنَا هَذَا جَاءَ يَسْأَلُ عَنِ الْخَبِيثِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

^{৪৪৩১} এর পূর্বেরটি দেখুন।

^{৪৪৩২} মুসলিম।

^{৪৪৩৩} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া নাসায়ীর সুনানুল কুবরা। সানাদের বাশীর ইবনু মুহাজির হতে যদিও মুসলিম বর্ণনা এনেছেন কিন্তু তার সম্পর্কের হাফিয় বলেন : হাদীস বর্ণনায় শিখিল।

﴿لَهُوَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ﴾ . فَإِذَا هُوَ أَبُوهُ فَأَعْتَاهُ عَلَى غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَدَفَنَهُ وَمَا أَذْرِي قَالَ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ أَمْ لَا . وَهَذَا حَدِيثٌ عِبْدَةَ وَهُوَ أَثَمٌ .

حسن الإسناد

৪৪৩৫। খালিদ ইবনুল লাজলাজ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বাজারে বসে কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় এক মহিলা একটি শিশুসহ এ পথ দিয়ে যাচ্ছিল। কিছু লোকেরা তার সঙ্গে ভীড় করছিল এবং আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। সে নাবী ﷺ-এর নিকট পৌঁছেলে তিনি প্রশ্ন করলেন : তোমার সঙ্গে এর শিশুর পিতা কে? সে চুপ থাকলো। তার পাশে দাঁড়ানো এক যুবক বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমিই এ শিশুটির পিতা। তিনি মহিলার দিকে মুখ করে বললেন : তোমার সঙ্গে এর শিশুটির পিতা কে? যুবকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এর পিতা। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার চারপাশের লোকজনের নিকট তার সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা বললো, তাকে আমরা ভালো লোক বলেই জানি। অতঃপর নাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকেই প্রশ্ন করলেন : তুমি কি বিবাহিত? সে বললো, হ্যাঁ। অতঃপর তাঁর হুকুমে লোকটিকে পাথর মারা হয়। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, তার জন্য গর্ত খনন করে তাকে তাতে রাখলাম এবং তাকে রজম করলাম। ফলে সে মারা গেলো। একজন লোক এসে পাথর নিক্ষেপে নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগলো। আমরা তাকে নিয়ে নাবী ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে বললাম, এ লোকটি এসে অপবিত্র ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সে তো মহান আল্লাহর নিকট মৃগনাভীর চেয়েও অধিক সুগন্ধযুক্ত। পরে দেখা গেলো যে, আগন্তুক লোকটি নিহত ব্যক্তির পিতা। অতঃপর আমরা তাকে এর গোসল, কাফন ও দাফন করতে সাহায্য করি। খালিদ বলেন, তার জানাযার সলাত পড়া হয়েছিল কিনা এ সম্পর্কে আমি জানি না।^{৪৪৩৪}

সানাদ হাসান।

৪৪৩৬ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، جَمِيعًا قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - قَالَ هِشَامُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّعْبِيُّ - عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْخَلَّاجِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْغِضُ هَذَا الْحَدِيثَ .

حسن الإسناد

৪৪৩৬। খালিদ ইবনুল লাজলাজ (রা) হতে তার পিতা থেকে নাবী ﷺ-এর উপরোক্ত হাদীসের অংশবিশেষ বর্ণিত।^{৪৪৩৫}

সানাদ হাসান।

৪৪৩৭ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ عُمَامٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَأَقْرَأَ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاها لَه فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَتَكَرَّتْ أَنْ تُكُونَ زَنَتْ فَحَلَدَهُ الْحَدُّ وَتَرَكَهَا .

^{৪৪৩৪} আহমাদ, নাসায়ীর সুনানুল কুবরা।

^{৪৪৩৫} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া নাসায়ীর সুনানুল কুবরা।

صحیح

৪৪৩৭। সাহল ইবনু সা'দ (রা) সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর নিকট এসে স্বীকারোক্তি করলো যে, সে এক নারীর সঙ্গে যেনা করেছে। সে তাঁর নিকট সেই নারীর নামও বলেছে। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই নারীর নিকট লোক পাঠিয়ে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে সে তা অস্বীকার করে। অতএব তিনি পুরুষ লোকটির উপর বেত্রাঘাতের হাদ্দ কার্যকর করেন এবং নারীকে রেহাই দেন।^{৪৪৩৬}

সহীহ।

৪৪৩৮ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، - الْمَعْنَى - قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا، زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَحُلِدَ الْحَدُّ ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصَنٌ فَأَمَرَ بِهِ فَرَجِمَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبَرْسَانِيُّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ مَوْقُوفًا عَلَى جَابِرٍ. وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بَنَحْوِ ابْنِ وَهْبٍ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِنْ رَجُلًا زَنَى فَلَمْ يَعْلَمْ بِإِخْصَانِهِ فَحُلِدَ ثُمَّ عُلِمَ بِإِخْصَانِهِ فَرَجِمَ. ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ

৪৪৩৮। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি এক মহিলার সঙ্গে যেনা করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশে তাকে বেত্রাঘাত করা হয়। অতঃপর তাঁকে অবহিত করা হয় যে, সে বিবাহিত; কাজেই তিনি নির্দেশ দিলে তাকে পাথর মারা হয়। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু বাকর আল-বুরসানী এ হাদীস ইবনু জুরাইজ হতে জাবির (রা) সূত্রে মাওকুফভাবে বর্ণনা করেছেন। আবু 'আসিম এ হাদীস ইবনু জুরাইজ সূত্রে ইবনু ওয়াহরের মতই বর্ণনা করেছেন এবং নাবী ﷺ-এর উল্লেখ করেননি। বর্ণনাকারী বলেন, এক ব্যক্তি যেনা করলো, কিন্তু সে বিবাহিত কিনা তা জানা গেলো না। অতএব তাকে বেত্রাঘাত করা হয়। পরে তার বৈবাহিক অবস্থা জানা গেলে তাকে রজম করা হয়।^{৪৪৩৭}

সানাদ দুর্বল।

৪৪৩৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى الْبَرَّازُ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا، زَنَى بِامْرَأَةٍ فَلَمْ يَعْلَمْ بِإِخْصَانِهِ فَحُلِدَ ثُمَّ عُلِمَ بِإِخْصَانِهِ فَرَجِمَ. ضَعِيفُ مَوْقُوفٍ

৪৪৩৯। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। এক লোক জনৈক স্ত্রীলোকের সঙ্গে ব্যভিচার করে। পুরুষটি বিবাহিত কিনা তা জানা যায়নি। সুতরাং তাকে বেত্রাঘাত করা হয়। অতঃপর তার বৈবাহিক অবস্থা জানা গেলে তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হয়।^{৪৪৩৮}

দুর্বল মাওকুফ।

২৫ - بَابُ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجْمِهَا مِنْ جُهِينَةٍ

অনুচ্ছেদ-২৫ : নাবী ﷺ জুহাইনাহ গোত্রের যে মহিলাকে পাথর মারার আদেশ দিয়েছিলেন

^{৪৪৩৬} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আহমাদ।

^{৪৪৩৭} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া নাসায়ীর সুনানুল কুবরা, বায়হাক্বী।

^{৪৪৩৮} নাসায়ীর সুনানুল কুবরা, বায়হাক্বী।

৬৬৬ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، أَنَّ هِشَامًا الدُّسْتَوَائِيَّ، وَأَبَانَ بْنَ يَزِيدَ، حَدَّثَانَاهُمْ - الْمَعْنَى، - عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ امْرَأَةً، - قَالَ فِي حَدِيثِ أَبَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ - أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّهَا زَنَتْ وَهِيَ حُبْلَى . فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ وَلِيًّا لَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَحْسِنِ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَجِئِ بِهَا " . فَلَمَّا أَنْ وَضَعَتْ جَاءَ بِهَا فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا نِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَصَلُّوا عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ قَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا " . لَمْ يَقُلْ عَنْ أَبَانَ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا نِيَابُهَا .

صحیح

888০। 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা জুহাইনাহ গোত্রের জনৈকা মহিলা নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, সে যেনা করেছে এবং অন্তঃসত্তা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার অভিভাবককে ডেকে এনে বলেন : এর সঙ্গে উত্তম আচরণ করো। আর যখন সে সন্তান প্রসব করবে, তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো। অতঃপর সে সন্তান প্রসব করলে অভিভাবক তাকে নিয়ে এলো। নাবী ﷺ-এর আদেশে তাকে কাপড় দিয়ে বেঁধে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হয়। অতঃপর তিনি সাহাবীদের আদেশ দিলেন তার জানাযার সলাত পড়তে। 'উমার (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তার জানাযার সলাত পড়বেন? সে তো যেনা করেছে! তিনি বললেন : যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! সে একরূপ তাওবাহ করেছে, যা মাদীনাহুবাসীদের সন্তরজনের মধ্যে বন্টন করে দিলেও তাদের জন্য তা যথেষ্ট হবে। তুমি তার চাইতে উত্তম কোন ব্যক্তিকে পাবে যে নিজের সত্তাকে উৎসর্গ করে দিলো। আবান সূত্রে বর্ণিত হাদীসে কাপড় দিয়ে বাঁধার কথাটুকু নেই।^{88৩৯}

সহীহ।

৬৬৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا نِيَابُهَا . يَعْنِي فَشُدَّتْ

صحیح

888১। আওয়াঈ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাকে তার কাপড় শক্তভাবে পরানো হয়।^{88৪০}

সহীহ।

৬৬৮ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرِيدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً، - يَعْنِي مِنْ غَامِدَ - أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ فَجَرْتُ . فَقَالَ " ارْجِعِي " . فَرَجَعَتْ فَلَمَّا كَانَ الْعَدُّ أَتَتْهُ فَقَالَتْ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى . فَقَالَ لَهَا " ارْجِعِي " . فَرَجَعَتْ فَلَمَّا كَانَ الْعَدُّ أَتَتْهُ فَقَالَ لَهَا " ارْجِعِي حَتَّى تَلِدِي " . فَرَجَعَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فَقَالَتْ هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ . فَقَالَ لَهَا " ارْجِعِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ " . فَجَاءَتْ بِهِ وَقَدْ فَطَمَتْهُ وَفِي يَدِهِ شَيْءٌ يَأْكُلُهُ فَأَمَرَ بِالصَّبِيِّ فُدْفِعَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

^{88৩৯} মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী।

^{88৪০} ইবনু মাজাহ।

وَأَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا وَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ وَكَانَ خَالِدٌ فِيمَنْ يَرْجُمُهَا فَرَجَمَهَا بِحَجَرٍ فَوَقَعَتْ قَطْرَةً مِنْ دَمِهَا عَلَى وَجْهِهِ فَسَبَّهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ "مَهْلًا يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لُغْفِرَ لَهُ". وَأَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا فَدُفِنَتْ.

صحیح

৪৪৪২। 'আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। গামিদ গোত্রের এক নারী নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, আমি ব্যভিচার করেছি, তিনি বললেন : ফিরে যাও। সে ফিরে চলে গেলো। পরদিনে সকালে সে আবার তাঁর নিকট এসে বললো, আপনি যে রূপ মাদ্বিয ইবনু মালিককে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, সম্ভবত আমাকেও সেরূপ ফিরিয়ে দিতে চান। আল্লাহর কসম! আমি নিশ্চয়ই গর্ভবতী। তিনি এবারো তাকে ফিরিয়ে যেতে বললে সে চলে গেলো। পরদিন সে পুনরায় আসতেই তিনি বললেন : তুমি ফিরে যাও, যতক্ষণ না সন্তান প্রসব করো। সে ফিরে গেলো। যখন সে পুত্র সন্তান প্রসব করলো, তখন সেই শিশুটিকে কোলে করে নিয়ে এসে বললো, এই শিশুটিকে আমি প্রসব করেছি। তিনি বললেন : তুমি ফিরে যাও এবং দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত তাকে দুধ পান করাতে থাকো। অবশেষে দুধ ছাড়ানো হলে শিশুটিকে নিয়ে সে হাযির হলো। শিশুটি খাদ্য হাতে নিয়ে খাচ্ছিল। তিনি একজন মুসলিমকে তার ছেলেটিকে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন। অতঃপর তার জন্য গর্ত খনন করতে আদেশ দিলে তা খনন করা হলো এবং পাথর মেরে হত্যার আদেশ দিলে তাকে এভাবে হত্যা করা হলো। তাকে পাথর মারার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্যে খালিদ (রা)-ও ছিলেন। তিনি তাকে পাথর মারলে এক ফোটা রক্ত ছিটে এসে তাঁর গালে পড়তেই তিনি তাকে গালি দেন। নাবী ﷺ তাকে বললেন : হে খালিদ! অনুগ্রহ করো। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! সে এরূপ তাওবাহ করেছে যে, কোন যালিম কর আদায়কারীও যদি সেরূপ তাওবাহ করতো, তাহলে অবশ্যই তাকে মাফ করা হতো। অতঃপর তাঁর আদেশে তার জানাযার সলাত পড়া হয় এবং তাকে দাফন করা হয়।^{৪৪৪১}

সহীহ।

৪৪৪৩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بْنُ الْحَرَّاحِ، عَنْ زَكَرِيَّا أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا، يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ امْرَأَةً فَحُفِرَ لَهَا إِلَى الثُّدُوءِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَفْهَمَنِي رَجُلٌ عَنْ عُثْمَانَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ الْعَسَانِيُّ جُهِنَّةٌ وَغَامِدٌ وَبَارِقٌ وَاحِدٌ.

صحیح

৪৪৪৩। ইবনু আবু বাক্রাহ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ জৈনকা মহিলাকে রজম করেন। তার জন্য বুক পর্যন্ত গর্ত খনন করা হয়। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, এক লোক 'উসমান সূত্রে বর্ণনা করে এ হাদীস আমাকে বুঝিয়ে দেন। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, গাস্‌সানী বলেছেন, জুহাইনা গামিদ ও বারিক একই গোত্র।^{৪৪৪২}

সহীহ।

^{৪৪৪১} বায়হাক্বী, হাকিম। ইমাম হাকিম ও যাহাবী বলেন : সহীহ।

^{৪৪৪২} আহমাদ, নাসায়ীর সুনানুল কুবরা।

১১১১ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثْتُ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ سَلِيمٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ زَادَ ثُمَّ رَمَاهَا بِحَصَاةٍ مِثْلَ الْحُمُصَةِ ثُمَّ قَالَ " اَرْمُوا وَاتَّقُوا الرَّجْعَةَ " . فَلَمَّا طَفِفَتْ أَخْرَجَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَقَالَ فِي التَّوْبَةِ نَحْوَ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ .

ضعيف الإسناد

৪৪৪৪। যাকারিয়া ইবনু সুলাইম সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত। তাতে আরো আছে : অতঃপর তাকে চানাবুটের মতো ক্ষুদ্র কংকর নিক্ষেপ করেছেন। তিনি বলেন : তার মুখমণ্ডল বাদ দিয়ে পাথর নিক্ষেপ করো। সে যখন মারা গেলো, তাকে গর্ত হতে বের করলেন এবং তার জানাযা পড়লেন। তার তাওবাহ সম্পর্কে বুরাইদাহ বর্ণিত হাদীসের মতই বলেছেন।^{৪৪৪৩}

সানাদ দুর্বল।

১১১০ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ . وَقَالَ الْآخَرُ وَكَانَ أَفْقَهُمَا أَجَلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَانْزِلْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ . قَالَ " تَكَلَّمْ " . قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا - وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ - فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَلَمَّا عَلَى ابْنِي الرَّحِمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِخَارِيَةٍ لِي ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَلَمَّا عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةَ وَتَغْرِيبَ عَامٍ وَإِنَّمَا الرَّحِمُ عَلَى امْرَأَتِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَمَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدُّ إِلَيْكَ " . وَجَلْدَ ابْنَهُ مِائَةَ وَغَرَبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أَتَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ فَإِنَّ امْرَأَتَهُ رَحِمَهَا فَاعْتَرَفَتْ فَارْجَمَهَا

صحیح

৪৪৪৫। 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উতবাহ ইবনু মাস'উদ (র) সূত্রে বর্ণিত। আবু হুরাইরাহ এবং যায়িদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী (রা) তার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, দুই বিবাদমান ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলো। তাদের একজন বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কুরআন অনুসারে আমাদের মাঝে ফায়সালা করে দিন। দ্বিতীয়জন বললো, সে ছিল তাদের দু'জনের মধ্যে অধিক বুদ্ধিমান, হাঁ ঠিক আছে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফায়সালা করে দিন, আর আমাকে কিছু বলার অনুমতি দিন। তিনি বললেন : বলো। সে বললো, আমার ছেলে এই লোকটির শ্রমিক ছিল। সে তার স্ত্রীর সঙ্গে যেনা করেছে। কতক লোক আমাকে জানিয়েছে, আমার ছেলের দণ্ড হলো পাথর নিক্ষেপে হত্যা। সুতরাং আমি তার পক্ষ হতে একশো বকরী ও আমার একটি দাসী জরিমানা দেই। পুনরায় আমি এ ব্যাপারে জ্ঞানীদের প্রশ্ন করলে তারা আমাকে বলেন যে, আমার ছেলের শাস্তি হলো একশো বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন, আর এই লোকটির স্ত্রীর শাস্তি হলো পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা। এ ঘটনা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : জেনে রাখো, যে পবিত্র সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! আমি অবশ্যই তোমাদের মাঝে মহান আল্লাহর কিতাব মোতাবেক ফায়সালা করবো। তোমার বকরী ও দাসী তুমি ফিরে পাবে। অতঃপর তিনি তার ছেলেকে একশো বেত্রাঘাত করেন এবং এক বছরের নির্বাসন

^{৪৪৪৩} সানাদ দুর্বল। সানাদে আবু দাউদ এবং 'আবদুস সামাদ এর মাঝে ইনকিতা হয়েছে (বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে)।

দেন এবং উনাইস আল-আসলামীকে আদেশ দেন অপর লোকটির স্ত্রীর নিকট যেতে এবং সে যদি স্বীকারোক্তি করে তাহলে তাকে রজম করতে। অতএব সে স্বীকারোক্তি করলে তিনি তাকে রজম করলেন।^{৪৪৪৪}

সহীহ।

২৬ - باب في رجم اليهوديين

অনুচ্ছেদ-২৬ : দুই ইয়াহুদীকে রজম করার ঘটনা

৪৪৪৬ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنِيًّا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا تَحِلُّونَ فِي الثَّوْرَةِ فِي شَأْنِ الزَّانِ " . فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُحْلِدُونَ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ . فَأَتَوْا بِالثَّوْرَةِ فَتَشَرُّوْهَا فَجَعَلَ أَحَدُهُمْ يَدُهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ارْفَعْ يَدَكَ . فَرَفَعَهَا فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ . فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَجِمَا . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَخْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ يَفِيهَا الْحِجَارَةَ .

صحیح

৪৪৪৬। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ইয়াহুদীরা নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, তাদের একজোড়া নারী-পুরুষ যেনা করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন : তাওরাতে তোমরা যেনা সম্বন্ধে কি হুকুম পেয়েছো? তারা বললো, আমরা তো অপমান করি এবং তাদেরকে বেদ্রাঘাত করা হয়। একথা শুনে 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রা) বলেন, তোমরা মিথ্যা বলেছো। নিশ্চয়ই তাতে রজম করার হুকুম বিদ্যমান। অতঃপর তারা তাওরাত কিতাব নিয়ে আসে এবং তা খোলে। তাদের একজন তার একটি হাত রজমের আয়াতের উপর রেখে দিয়ে এর পূর্বাপর পড়তে থাকে। 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রা) তাকে হাত উঠিয়ে নিতে আদেশ দেন। সে হাত উঠিয়ে নিতেই দেখা গেলো যে, তাতে রজমের আয়াত রয়েছে। তারা বললো, হে মুহাম্মাদ! তিনি সত্যিই বলেছেন, নিশ্চয়ই তাতে রজমের আয়াত আছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশে দু'জনকেই রজম করা হলো। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা) বলেন, আমি দেখলাম, পুরুষটি ঐ নারীকে পাথরের আঘাত থেকে রক্ষার জন্য তার দিকে ধাবিত হচ্ছে।^{৪৪৪৫}

সহীহ।

৪৪৪৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ مَرُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَهُودِيٍّ قَدْ حُمِّمَ وَجْهُهُ وَهُوَ يَطْفَأُ بِهِ فَنَاشِدُهُمْ مَا حَدَّثَ الزَّانِي فِي كِتَابِهِمْ قَالَ فَأَحَالُوهُ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَتَشَدَّهُ النَّبِيُّ ﷺ " مَا حَدَّثَ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ " . فَقَالَ الرَّجْمُ وَلَكِنْ ظَهَرَ الزَّانِ فِي أَشْرَافِنَا فَكَرِهْنَا أَنْ يَتْرَكَ

^{৪৪৪৪} বুখারী, মুসলিম।

^{৪৪৪৫} বুখারী, মুসলিম।

الشَّرِيفُ وَيُقَامُ عَلَى مَنْ دُونَهُ فَوَضَعْنَا هَذَا عَنَّا . فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَجِمَ ثُمَّ قَالَ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا مَا أَمَاتُوا مِنْ كِتَابِكَ " .

صحیح

৪৪৪৭। আল-বারাআ ইবনু 'আযিব (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা কালিমা মাখা মুখ বিশিষ্ট এক ইয়াহুদীকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তাকে জনসমক্ষে ঘুরানো হচ্ছিল। তিনি তাদের কসম দিয়ে বলেন, তাদের কিতাবে যেনাকারীর হাদ্দ কী? বর্ণনাকারী বলেন, তারা তাঁকে তাদের মধ্যকার একজনকে দেখিয়ে দিলো। নাবী ﷺ তাকে প্রশ্ন করেন : তোমাদের কিতাবে যেনাকারীর হাদ্দ ঘটলে তাদের শাস্তি হতে রেহাই দেয়া এবং অন্যদের শাস্তি দেয়া আমরা পছন্দ করলাম না। অতএব আমরা উপরোক্ত শাস্তি বাতিল করে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিলে অপরাধীকে রজম করা হয়। অতঃপর তিনি বলেন : হে আল্লাহ! তারা তোমার কিতাবের যে অংশের মৃত্যু ঘটিয়েছিল আমিই প্রথম তা পুনর্জীবিত করলাম।^{৪৪৪৬}

সহীহ।

৪৪৪৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَهُودِيٌّ مُحْمَلٌ مَحْلُودٌ فَذَعَاهُمْ فَقَالَ " هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي " . فَقَالُوا نَعَمْ . فَذَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ قَالَ لَهُ " تَشَدُّتْكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَةَ عَلَى مُوسَى هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ " . فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا وَكُلَّ لَا أَتُكَلِّمُكَ بِهَذَا لَمْ تُخْبِرْكَ تَجِدُ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِنَا الرَّجْمَ وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الرَّجُلَ الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ وَإِذَا أَخَذْنَا الرَّجُلَ الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقُلْنَا تَعَالَوْا فَتَجَمَّعَ عَلَى شَيْءٍ يُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيمِ وَالْحُلْدِ وَتَرَكْنَا الرَّجْمَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ " . فَأَمَرَ بِهِ فَرَجِمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ لَا يَحْزَنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ } إِلَى قَوْلِهِ { يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا } إِلَى قَوْلِهِ { وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } فِي الْيَهُودِ إِلَى قَوْلِهِ { وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } فِي الْيَهُودِ إِلَى قَوْلِهِ { وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } قَالَ هِيَ فِي الْكُفَّارِ كُلِّهَا يَغْنِي هَذِهِ الْآيَةُ .

صحیح

৪৪৪৮। আল-বারাআ ইবনু 'আযিব (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, বেত্রাঘাতকৃত জনৈক ইয়াহুদীর মুখমন্ডল কালিমালিঙ্গ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি তাদের ডেকে প্রশ্ন করলেন : তোমরা কি যেনাকারীর এরূপ শাস্তির হুকুম পেয়েছ? তারা বললো, হাঁ। অতএব তিনি তাদের একজন 'আলিমকে ডেকে বললেন : তোমাকে সেই আল্লাহর কসম করে বলছি যিনি মূসা (আ)-এর উপর তাওরাত কিতাব নাযিল করেছেন! তোমাদের কিতাবে যেনাকারীদের এরূপ শাস্তির কথা উল্লেখ পেয়েছে কি? সে বললো, হে আল্লাহ! না। আপনি যদি এ বিষয়ে আমাকে আল্লাহর কসম না দিতেন, তাহলে আমি

^{৪৪৪৬} মুসলিম, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

অবশ্যই আপনাকে বলতাম না। আমরা আমাদের কিতাবে যেনাকারীর শাস্তি রজমের উল্লেখ পেয়েছি। কিন্তু আমাদের অভিজাত সমাজে যেনার বিস্তার ঘটলে আমরা কোন মর্যাদাসম্পন্ন লোককে এ অপরাধে ধরতে পারলেও ছেড়ে দিতাম; তবে দুর্বলদের কাউকে পেলে তার উপর শাস্তি বাস্তবায়িত করতাম। অতঃপর আমরা সকলকে আহ্বান করে বললাম, চলুন, আমরা যেনার শাস্তির ব্যাপারে সকলে ঐকমত্যে পৌঁছে এমন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হই, যাতে সকল শ্রেণীর লোকদের উপর তা বাস্তবায়িত করা যায়। অতঃপর আমরা এর শাস্তিস্বরূপ মুখমণ্ডল কালিমালিঙ্গ করে অপমান করা এবং বেত্রাঘাত করাতে একমত হই এবং ‘রজম’ পন্থিত্যাপ করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আল্লাহ! আমিই প্রথম ব্যক্তি যে তোমার নির্দেশকে পুনর্জীবন দান করেছি, তারা একে প্রাণহীন করার পর। অতঃপর তাঁর নির্দেশে অপরাধীকে রজম করা হয়। অতঃপর মহান আল্লাহ ইয়াহুদীদের সম্পর্কে এ আয়াতগুলো নাযিল করেন : “হে রাসূল! তোমাকে যেন দুঃখ না দেয় যারা কুফরীর দিকে দ্রুত ধাবিত হয়.... তারা বলে, তোমাদেরকে এরূপ বিধান দেয়া হলে তোমরা তা গ্রহণ করো অন্যথায় তোমরা বর্জন করো... আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে ফার্স বিধান দেয় না, তারাই কাফির [ইহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে]... আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই যালিম [ইয়াহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে]... আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই পাপাচারী” (সূরাহ আল-মায়িদাহ : ৪১-৪৭)। তিনি বলেন, এ আয়াতগুলো কাফির অবাধ্যদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।^{৪৪৪৭}

সহীহ।

৪৪৪৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَتَى نَفَرٌ مِنْ يَهُودٍ فَدَعَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْقَفِّ فَأَتَاهُمْ فِي بَيْتِ الْمِدْرَاسِ فَقَالُوا يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ رَجُلًا مِمَّا رَزَى بِامْرَأَةٍ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ فَوَضَعُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسَادَةً فَحَلَسَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ " ائْتُونِي بِالتَّوْرَةِ " . فَأَتَتْ بِهَا فَتَرَغَ الرَّسَادَةُ مِنْ تَحْتِهَا فَوَضَعَ التَّوْرَةَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ " آمَنْتُ بِكَ وَبِمَنْ أُنْزَلَكَ " . ثُمَّ قَالَ " ائْتُونِي بِأَعْلَمِكُمْ " . فَأَتَتْ بِفَتَى شَابٍ ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ الرَّجْمِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ .

حسن

৪৪৪৯। ইবনু ‘উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একদল ইয়াহুদী এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ‘কুফ’ নামক উপত্যকায় যেতে আবেদন জানালো। তিনি তাদের এক পাঠাগারে উপস্থিত হলেন। তারা বললো, হে আবুল ক্বাসিম! আমাদের এক ব্যক্তি জনৈক মহিলার সঙ্গে যেনা করেছে। সুতরাং আপনি এদের সম্পর্কে ফায়সালা দিন। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য একটি বালিশ পেতে দিলো। তিনি তাতে বসে তাদের বললেন : তোমরা একখানি তাওরাত নিয়ে এসো। তাওরাত নিয়ে আসা হলে তিনি তাঁর নীচের ঝিছানো বালিশ টেনে নিয়ে তার উপর তাওরাত রাখলেন এবং বললেন : আমি তোমার প্রতি এবং তোমায় যিনি নাযিল করেছেন তার প্রতি ঈমান এনেছি। অতঃপর তিনি বললেন : তোমাদের

^{৪৪৪৭} এর পূর্বেরটি দেখুন।

মধ্যকার অধিক জ্ঞানী ব্যক্তিকে নিয়ে এসো। অতএব এক যুবককে আনা হলো। অতঃপর তিনি (ইবনু 'উমার) নাফি' হতে মালিক সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ 'রজম' সম্পর্কিত ঘটনা বর্ণনা করেন।^{88৮}

হাসান।

৪৪০০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلٌ، مِنْ مُزَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَتَبَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ رَجُلًا، مِنْ مُزَيْنَةَ مِمَّنْ يَتَّبِعُ الْعِلْمَ وَيَعْبِيهِ - ثُمَّ أَتَقَفَا - وَتَحْنُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَهَذَا حَدِيثٌ مَعْمَرٌ وَهُوَ أَثَمٌ - قَالَ رَأَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَةً فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اذْهَبُوا بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ فَإِنَّهُ لَنَبِيٌّ بَعَثَ بِالْخَفِيفِ فَإِنْ أَتَقَفَا بِفُتْيَا دُونَ الرَّحِمِ قَبْلِنَاهَا وَاحْتَجَحْنَا بِهَا عِنْدَ اللَّهِ فَلَنَا فُتْيَا نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِكَ - قَالَ - فَأَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالُوا يَا أَبَا الْقَاسِمِ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَيْنًا فَلَمْ يُكَلِّمْنِهِمْ كَلِمَةً حَتَّى أَتَى بَيْنَ مَذْرَأَتِهِمْ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ " أَتَشُدُّكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ الثُّورَةَ عَلَى مُوسَى مَا تَحِلُّونَ فِي الثُّورَةِ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُخْصِنَ " . قَالُوا يُحْتَمُّ وَنَجِيَّةٌ وَيَحْلَدُ - وَالتَّحْيِيَّةُ أَنْ يُحْمَلَ الزَّائِنَانِ عَلَى حِمَارٍ وَتُقَابَلُ أَفْئِئْتُهُمَا وَيُطَافَ بِهِمَا - قَالَ وَسَكَتَ شَابٌ مِنْهُمْ فَلَمَّا رَأَاهُ النَّبِيُّ ﷺ سَكَتَ أَلْظَ بِهِ الشَّدَّةَ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِذْ تَشَدَّدْنَا فَإِنَّا نَجِدُ فِي الثُّورَةِ الرَّحِمَ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " فَمَا أَوَّلُ مَا ارْتَخَصْتُمْ أَمْرَ اللَّهِ " . قَالَ زَنَى ذُو قَرَابَةِ مَعَ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِنَا فَأَخْرَعَتْهُ الرَّحِمُ ثُمَّ زَنَى رَجُلٌ فِي أَسْرَةٍ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ رَحِمُهُ فَحَالَ قَوْمُهُ دُونَهُ وَقَالُوا لَا يُرْجَمُ صَاحِبُنَا حَتَّى تَجِيءَ بِصَاحِبِكَ فَتَرْجُمَهُ فَاصْطَلَحُوا عَلَى هَذِهِ الْعُقُوبَةِ بَيْنَهُمْ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " فَإِنِّي أُنْكَرُكُمْ بِمَا فِي الثُّورَةِ " . فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا . قَالَ الزُّهْرِيُّ فَلَقْنَا أَنْ هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِيهِمْ { إِنَّا أَنْزَلْنَا الثُّورَةَ فِيهَا هُدًى وَتُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا } كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْهُمْ .

ضعيف، الإرواء (١٢٥٣)

88৫০। মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম (র) বলেন, আমি মুয়াইনাহ গোত্রের এমন এক ব্যক্তিকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যিনি ছিলেন জ্ঞানপিপাসু ও সংরক্ষণকারী। একদা আমরা সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র)-এর নিকট ছিলাম। তিনি আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে। এটা মা'মার বর্ণিত হাদীস এবং এটি সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ। তিনি বলেন, ইয়াহুদীদের মধ্যকার একজোড়া নারী-পুরুষ যেনা করলো। তারা পরস্পরকে বললো, চলো আমরা এই নারী ﷺ-এর নিকট যাই। তাঁকে তো সহজতর বিধানসহ পাঠানো হয়েছে। তিনি যদি আমাদের এ ব্যাপারে রজম করার পরিবর্তে লঘু শাস্তির বিধান দেন, তাহলে আমরা তা গ্রহণ করবো এবং আল্লাহর নিকট এর মাধ্যমে বাহানা দাঁড় করাবো এবং বলবো, হে আল্লাহ! এটা তো আপনার এক নারী প্রদত্ত ফায়সালা। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তারা নারী ﷺ-এর নিকট আসে। এ সময় তিনি সাহাবীদের সঙ্গে মাসজিদে বসা ছিলেন। তারা বললো, হে আবুল ক্বাসিম! যেলাকারী নারী ও পুরুষের সম্পর্কে আপনার কি অভিমত? তিনি তাদের পাঠাগারে আসার পূর্ব পর্যন্ত তাদের সঙ্গে কথাও বলেননি। অতঃপর পাঠাগারের দরজায় দাঁড়িয়ে তিনি বলেন : তোমাদেরকে সেই আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি যিনি মুসা (আ)-এর প্রতি তাওরাত কিতাব নাযিল করেছেন! বিবাহিত লোক যেনা করলে তার কী হুকুম তোমরা তাওরাতে পাচ্ছে? তারা বললো, চুন-কালিতে মুখমণ্ডল রাঙিয়ে

^{88৮} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

তাজবীহ করা হয় এবং বেত্রাঘাত করা হয়। তাজবীহ অর্থ হলো, যেনার অপরাধীত্বকে গাধার পিঠে উঠিয়ে উভয়ের পিঠ পরস্পর মিশিয়ে এলাকা জুড়ে চক্রর দেয়া। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় এক যুবককে চূপ করে থাকতে দেখে নাবী ﷺ তাকে কসম দিয়ে অনুরোধ করলে সে বললো, আল্লাহর কসম! আপনি যেহেতু আমাদের কসম দিলেন, আমরা তো তাওরাতে রজমের বিধান পাচ্ছি। অতঃপর নাবী ﷺ তাদের প্রশ্ন করলেন : তাহলে তোমরা আল্লাহর বিধানকে এতো হালকা ভাবলে কেন? সে বললো, আমাদের কোন এক রাজার জনৈক নিকটাত্মীয় যেনার অপরাধী সাব্যস্ত হয়; তিনি তাকে রজমের শাস্তি হতে অব্যাহতি দিলেন। অতঃপর সাধারণ পরিবারের জনৈক ব্যক্তি যেনা করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়াতে তিনি তাকে রজম করার ইচ্ছা করেন; কিন্তু দোষী লোকটির পক্ষের লোকেরা তাতে বাধা দিলো। তারা বললো, আপনার আত্মীয়টিকে এনে রজম না করা পর্যন্ত আমাদের এ ব্যক্তিকে রজম করা যাবে না। অতঃপর তারা এ শাস্তির উপর ফায়সালা করে। তখন নাবী ﷺ বললেন : আমি নিশ্চয়ই তাওরাতে বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করবো। অতঃপর তাঁর নির্দেশে তাদেরকে রজম করা হলো। যুহরী (র) বলেন, আমরা জানতে পেরেছি যে, নিম্নোক্ত আয়াত ইয়াহুদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে : “নিশ্চয়ই আমি জাহান্নাম নাযিল করেছি, যাতে হিদায়াত ও আলো বিদ্যমান ছিল। আল্লাহর অনুগত নাবীগণ এর মাধ্যমে ইয়াহুদীদেরকে বিধান দিতো” (সূরাহ আল-মায়িদাহ : ৪৪)। নাবী ﷺ-ও অনুগত নাবীদের অন্তর্ভুক্ত ^{৪৪৪}

দুর্বল : ইরওয়া হা/১২৫৩।

৪৪০১ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْأَصْبَغِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا، مِنْ مُزَيْنَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ زَنَى رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ وَقَدْ أَحْصَيْنَا حِينَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَقَدْ كَانَ الرَّحْمُ مَكُونًا عَلَيْهِمْ فِي الثَّوْرَةِ فَزَكَّوْهُ وَأَخَذُوا بِالتَّحْنِيَةِ يُضْرَبُ مِائَةً بِحَبْلِ مَظْلِيٍّ بِقَارٍ وَيُحْمَلُ عَلَى حِمَارٍ وَجْهَهُ مِمَّا يَلِي دُبُرَ الْحِمَارِ فَاجْتَمَعَ أَحْبَابٌ مِنْ أَهْلِهِمْ فَبَعَثُوا قَوْمًا آخَرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا سَلَوْهُ عَنْ حَدِّ الزَّانِي . وَسَأَلَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ قَالَ وَلَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فَيُحْكَمُ بَيْنَهُمْ فَخَيَّرَ فِي ذَلِكَ قَالَ { فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ } .

ضعيف

৪৪৫১। আয-যুহরী (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুয়াইনাহ গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র) সূত্রে আবু হুরাইরাহ (রা) বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন, একজোড়া বিবাহিত ইয়াহুদী নারী-পুরুষ যেনা করে। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরাত করে মাদীনাহয় আসেন। যেনার শাস্তির ব্যাপারে তাওরাত কিতাবে রজমের বিধান বিদ্যমান ছিল, কিন্তু ইয়াহুদীরা তা পরিত্যাগ করে ‘তাজবীহ’ নামক শাস্তি চালু করে। তাজবীহ হলো, পাকানো রশি দিয়ে একশোবার প্রহার করা এবং মুখমণ্ডলে চুন-কালি মেখে গাধার উপর এমনভাবে বসিয়ে দেয়া যে, অপরাধীর মুখ গাধার পেছন দিকে থাকে। এমনভাবে তাকে এলাকা জুড়ে চক্রর দেয়া। অতঃপর তাদের ‘আলিমদের একটি দল একত্র হলো এবং অপর একটি দলকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পাঠিয়ে দিলো এবং তাদের বলে দিলো যে, তাঁকে গিয়ে যেনার শাস্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। এভাবে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসে আরো আছে : যারা তাঁর ধর্মের অনুসারী নয়, তিনি তাদের মাঝেও ফায়সালা করতেন। অতঃপর এ

ব্যাপারে তাঁকে স্বাধীনতা দিয়ে আল্লাহ বলেন : “তাঁরা যদি আপনার নিকট আসে, তবে আপনি তাদের বিচার মিম্বাংসা করুন অথবা তাদের উপেক্ষা করুন” (সূরাহ আল-মায়িদাহ : ৪২)।^{৪৪৫০}

দুর্বল।

৪৪৫১ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ مُجَالِدٌ أَخْبَرَنَا عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ جَاءَتِ الْيَهُودُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْهُمْ زَيْنًا فَقَالَ اثْنُونِي بِأَعْلَمَ رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ فَأَتَوْهُ بَابْنَى صُورِيًّا فَتَشَدَّهُمَا "كَيْفَ تَحْدَثَانِ أَمْرَ هَذَيْنِ فِي التَّوْرَةِ" . قَالَا نَحْدُ فِي التَّوْرَةِ إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْا ذِكْرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمَكْحَلَةِ رُجْمًا . قَالَ "فَمَا يَمْتَعُكُمَا أَنْ تَرْجُمُوهُمَا" . قَالَا ذَهَبَ سُلْطَانُنَا فَكَرِهْنَا الْقَتْلَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّهُودِ فَجَاءُوا بِأَرْبَعَةٍ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا ذِكْرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمَكْحَلَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجْمِهِمَا .

صحیح

৪৪৫২। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদল ইয়াহুদী তাদের মধ্যকার যেনার অপরাধী পুরুষ-নারীকে নিয়ে নাবী (রা)-এর নিকট হাযির হলো। তিনি বলেন : তোমাদের মধ্যকার সবচাইতে বিজ্ঞ দু'জন লোক নিয়ে এসো। অতএব তারা 'সূরিয়্যার' দুই পুরুষকে তাঁর নিকট হাযির করলো। তিনি তাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে প্রশ্ন করেন : তোমরা এদের ব্যাপারে তাওরাতে কিরূপ বিধান দেখতে পাও? তারা বললো, আমরা তাওরাতে দেখতে পাই, চারজন সাক্ষী যদি সাক্ষ্য দেয় যে, তারা পুরুষটির গুণ্ডাঙ্গ স্ত্রীলোকটির গুণ্ডাঙ্গে এরূপভাবে ঢুকানো অবস্থায় দেখেছে, যে রূপ সুরমা শলাকা সুরমাদানীতে ঢুকানো হয়, তাহলে তাদের উভয়কে রজম করা হবে। তিনি প্রশ্ন করলেন : তাহলে কোন জিনিসটা তোমাদেরকে তাদেরকে রজম করতে বাধা দিচ্ছে? তারা উভয়ে বললো, আমাদের শাসন ক্ষমতা লোপ পেয়েছে। সুতরাং হত্যা করাকে আমরা অনুমোদন করি না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাক্ষীদের নিয়ে আসতে ডাকলেন। তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে এলো। তারা সাক্ষ্য দিলো যে, সুরমা শলাকা যেরূপে সুরমাদানীর ভেতরে ঢুকে যায়, ঠিক সেরূপেই তারা পুরুষটির গুণ্ডাঙ্গ স্ত্রীলোকটির গুণ্ডাঙ্গের মধ্যে ঢুকানো অবস্থায় দেখেছে। অতঃপর নাবী ﷺ তাদের রজম করার নির্দেশ দেন।^{৪৪৫১}

সহীহ।

৪৪৫৩ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرْ فَدَعَا بِالشُّهُودِ فَشَهِدُوا .

صحیح

৪৪৫৩। ইবরাহীম ও আশ-শাবী (রা) হতে নাবী ﷺ-এর সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত। তবে এতে “তিনি সাক্ষীদের হাযির করতে বললেন। অতএব তারা এসে সাক্ষ্য দিলো”-এ কথাটি উল্লেখ নেই।^{৪৪৫২}

সহীহ।

^{৪৪৫০} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এর সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক একজন মুদাল্লিস এবং তিনি এটি আন আন শব্দে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া সানাদে নাম উল্লেখহীন জনৈক ব্যক্তি রয়েছে।

^{৪৪৫১} ইবনু মাজাহ, দারাকুতনী।

^{৪৪৫২} এর পূর্বেরটি দেখুন।

৪৪৫৪ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ يَكِيَّةَ، عَنْ هُثَيْمٍ، عَنْ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، بِنَحْوِ مَنْهُ .

لم أجده في الصحيح ولا في الضعيف

৪৪৫৪। আশ-শা'বী (র) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত।^{৪৪৫৩}

আমি এটি সহীহ এবং যঈফেও পাইনি।

৪৪৫৫ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَسَنِ الْمِصْبِصِيِّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ رَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَةً زَيْنًا .

صحيح

৪৪৫৫। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একজোড়া ইয়াহুদী নারী-পুরুষ যেনা করলে নাবী ﷺ তাদের রজম করার নির্দেশ দেন।^{৪৪৫৪}

সহীহ।

২৭ - باب في الرجل يزني بحرمة

অনুচ্ছেদ-২৭ : যে ব্যক্তি মাহরাম নারীর সঙ্গে যেনা করে

৪৪৫৬ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ بَيْنَا أَنَا أَطُوفُ، عَلَى إِبِلٍ لِي ضَلَّتْ إِذْ أَقْبَلَ رَكْبٌ أَوْ فَوَارِسٌ مَعَهُمْ لَوَاءٌ فَحَقَلَ الْأَعْرَابُ يُطِيفُونَ بِي لِمَنْزِلَتِي مِنَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَتَوْا قُبَّةً فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهَا رَجُلًا فَضَرَبُوا عُنُقَهُ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَذَكَرُوا أَنَّهُ أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ .

صحيح

৪৪৫৬। আল-বারাআ ইবনু 'আযিব (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আমার একটি হারানো উট খোঁজ করতে বেরিয়েছি, এমন সময় একদল আরোহী অথবা অশ্বারোহী আমার সামনে এসে উপস্থিত হয়। তাদের নিকট একটি পতাকা ছিল। এই বেদুঈনরা নাবী ﷺ-এর প্রিয়পাত্র হিসেবে আমার চারদিকে ঘুরতে থাকে। যখন তারা একটি গম্বুজ সদৃশ স্থাপনার নিকট এসে এর ভেতর হতে একটি লোককে বের করে হত্যা করে তখন আমি তাদেরকে তার সম্পর্কে বললাম। তারা বললো, লোকটি তার পিতার স্ত্রীকে (সৎ মাকে) সঙ্গম করেছিল।^{৪৪৫৫}

সহীহ।

৪৪৫৭ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قُسَيْطٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَسَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَأْيَةٌ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَأَخَذَ مَالَهُ .

صحيح

^{৪৪৫৩} এর পূর্বেরটি দেখুন।

^{৪৪৫৪} মুসলিম, আহমাদ।

^{৪৪৫৫} আহমাদ।

৪৪৫৭। ইয়াযীদ ইবনুল বারীআ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার চাচার সঙ্গে সাক্ষাত করি। তখন তার সঙ্গে একটি ঝাঙা ছিল। আমি তাকে বলি, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এক ব্যক্তির নিকট পাঠিয়েছেন, যে তার পিতার স্ত্রীকে (সং মাকে) বিয়ে করেছে। তিনি আমাকে আদেশ দিয়েছেন তাকে হত্যা করতে এবং তার সম্পদ নিয়ে আসতে।^{৪৪৫৬}

সহীহ।

২৮ - باب في الرجل يزني بجارية امرأته

অনুচ্ছেদ-২৮ : যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর দাসীর সঙ্গে যেনা করে

৪৪৫৮ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْفُطَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، أَنَّ رَجُلًا، يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَرَفَعَ إِلَى الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْكُوفَةِ فَقَالَ لَأَفْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَتْ أَحْلَتْهَا لَكَ جَلْدُكَ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحْلَتْهَا لَكَ رَجْمُكَ بِالْحِجَارَةِ . فَوَجَدُوهُ قَدْ أَحْلَتْهَا لَهُ فَجَلَدُوهُ مِائَةً . قَالَ قَتَادَةُ كَتَبْتُ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ بِهَذَا .

ضعيف

৪৪৫৮। হাবীব ইবনু সালিম (র) সূত্রে বর্ণিত। ‘আবদুর রহমান ইবনু হনাইম নাম জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীর দাসীর সঙ্গে সঙ্গম করে। বিষয়টি কুফার গভর্ণর নু’মান ইবনু বাশীর (রা)-এর নিকট পেশ করা হলে তিনি বলেন, আমি অবশ্যই তোমার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফায়সালায় মতই ফায়সালা করবো। তোমার স্ত্রী যদি এ বাঁদীকে তোমার জন্য বৈধ করে দিয়ে থাকে, তবে আমি তোমাকে একশো বেত্রাঘাত করবো, আর যদি তোমার জন্য বৈধ না করে থাকে, তাহলে তোমাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করবো। পরে তারা খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে, তার স্ত্রী বাঁদীকে তার জন্য বৈধ করে দিয়েছে। কাজেই তিনি তাকে একশো বেত্রাঘাত করেন। ক্বাতাদাহ (র) বলেন, আমি হাবীব ইবনু সালিমের নিকট চিঠি লিখলে তিনি এ হাদীসটি লিখে পাঠান।^{৪৪৫৭}

দুর্বল।

৪৪৫৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْفُطَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ " إِنْ كَانَتْ أَحْلَتْهَا لَهُ جُلْدُ مِائَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحْلَتْهَا لَهُ رَجْمُهُ " .

ضعيف

^{৪৪৫৬} তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

^{৪৪৫৭} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : সানাদে উলটপালট হয়েছে। আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি, ক্বাতাদাহ হাদীসটি হাবীব ইবনু সালিম হতে শুনেছেন।

৪৪৫৯। নু'মান ইবনু বশীর (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : কোন ব্যক্তি তার দাসীর সঙ্গে সঙ্গম করলে, তার দাসী যদি তাকে তার জন্য বৈধ করে দিয়ে থাকে তবে একশো বেত্রাঘাতে করা হবে; আর যদি বৈধ করে না দিয়ে থাকে, তবে তাকে আমি রজম করবো।^{৪৪৫৮}

দুর্বল।

৪৪৬০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ فَيْصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فِي حُرَّةٍ وَعَلَيْهِ لِسِيدَتِهَا مِثْلُهَا فَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فِيهِ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسِيدَتِهَا مِثْلُهَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عُيَيْدٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَمَنْصُورُ بْنُ زَادَانَ وَسَلَامٌ عَنِ الْحَسَنِ هَذَا الْحَدِيثُ بِمَعْنَاهُ لَمْ يَذْكُرْ يُونُسُ وَمَنْصُورٌ فَيْصَةَ .

ضعيف

৪৪৬০। সালামাহ ইবনুল মুহাব্বিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি তার দাসীর সঙ্গে সঙ্গম করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ব্যাপারে ফায়সালা দিলেন, সে যদি তার সঙ্গে জোরপূর্বক একাজ করে থাকে, তাহলে দাসী আযাদ এবং তার কর্তব্য হলো, তার মতো একটি দাসী তার মনিবকে (দাসীকে) দেয়া। আর যদি আপসে তা হয়ে থাকে, তাহলে সে তার মালিকান্নয় চলে যাবে এবং দাসীর মনিবকে তার মতো একটি দাসী প্রদান করা স্বামীর কর্তব্য হবে। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, ইউনুস ইবনু 'উবাইদ, 'আমর ইবনু দীনার, মানসূর ইবনু যাযান ও সালাম (র) আল-হাসান সূত্রে এ হাদীস পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণনা করেন। ইউনুস ও মানসূর (র) কাবীসাহর (রা) উল্লেখ করেননি।^{৪৪৫৯}

দুর্বল।

৪৪৬১ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ النَّوْهِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فِي حُرَّةٍ وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ لِسِيدَتِهَا .

ضعيف

৪৪৬১। সালাম ইবনুল মুহাব্বিক (রা) নাবী ﷺ সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে এ হাদীসে তিনি বলেন : দাসী যদি একাজে সম্মতি দিয়ে থাকে, তবে সেও তার মতো আরো একটি দাসী নিজ মাল দ্বারা ক্রয় করে দাসীর মনিবকে প্রদান করবে।^{৪৪৬০}

দুর্বল।

২৭ - باب فِيمَنْ عَمِلَ قَوْمَ لُوطٍ

অনুচ্ছেদ-২৯ : কেউ কণ্ঠে লুতের অনুরূপ অপকর্ম করলে

^{৪৪৫৮} এর সানাদে দুর্বল। এর পূর্বের হাদীস দেখুন।

^{৪৪৫৯} নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। এর সানাদে কাবীসাহ বিন হুরাইস রয়েছে। ইমাম বুখারী বলেন : তার হাদীসে আপত্তি আছে। ইবনু কাত্তান বলেন : সে মাজহুল। ইমাম নাসায়ী বলেন : তার হাদীস সহীহ নয়।

^{৪৪৬০} নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। হাদীসের সানাদে হাসান ও সালামাহ বির মুহাব্বাক এর মাঝে ইনকিতা হয়েছে। তীর্হাড়া হাসান একজন মুদাল্লিস এবং তিনি এটি আনু আনু শব্দে বর্ণনা করেছেন।

১১৬২ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِيٍّ الثَّقَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ وَحَدَّثْتُمُوهُ يَعْمَلْ عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مِثْلَهُ وَرَوَاهُ عَبَادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ .

حسن صحيح

৪৪৬২। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কাউকে যদি লুত গোত্রের মতই কুকর্মে লিপ্ত দেখতে পাও তাহলে কর্তা ও যার সঙ্গে করা হয়েছে তাদের উভয়কে হত্যা করো।^{৪৪৬১}

হাসান সহীহ।

১১৬৩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عُثَيْمٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَمُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الْكُرِيِّ يُوحَدُّ عَلَى اللَّوْطِيَةِ قَالَ يُرْجَمُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ عَصِمٍ يَضَعُفُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو .

صحيح الإسناد موقوف

৪৪৬৩। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, অবিবাহিতদের লাওয়াতাতে (পায়ুকামে) লিপ্ত পাওয়া গেলে রজম করা হবে। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, 'আসিম (র) বর্ণিত হাদীস আমর ইবনু আবু 'আমরের হাদীসকে দুর্বল প্রমাণিত করে।^{৪৪৬২}

সানাদ সহীহ মাওকুফ।

৩০ - باب فِيمَنْ أَتَى بِهِمَّةً

অনুচ্ছেদ-৩০ : যে ব্যক্তি পশুর সঙ্গে সঙ্গম করে

১১৬৪ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَمْرِو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ أَتَى بِهِمَّةً فَأَقْتُلُوهُ وَأَقْتُلُوهَا مَعَهُ " . قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا شَأْنُ الْبِهِمَةِ قَالَ مَا أَرَاهُ إِلَّا قَالَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَقَدْ عَمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ هَذَا بِالْقَوِيِّ .

حسن صحيح

৪৪৬৪। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি পশুর সঙ্গে সঙ্গম করলে তাকে এবং পশুটিকেও তার সঙ্গে হত্যা করো। তিনি (ইকরিমা) বলেন, আমি তাকে (ইবনু আব্বাসকে) বললাম, পশুটির অন্যায় কি? তিনি বলেন, আমার মতে যে পশুর সঙ্গে সঙ্গম করা হয়েছে নিশ্চয়ই তিনি তার গোশত খাওয়া অপছন্দ করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, এটি তেমন শক্তিশালী হাদীস নয়।^{৪৪৬৩}

^{৪৪৬১} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ, হাকিম। ইমাম হাকিম ও যাহাবী বলেন : সানাদ সহীহ।

^{৪৪৬২} বায়হাকী।

^{৪৪৬৩} তিরমিযী, আহমাদ।

٤٦٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، أَنَّ شَرِيكًَا، وَأَبَا الْأَخْوَصِ، وَأَبَا، يَكْرِ بْنِ عَمَّاشٍ حَدَّثُوهُمْ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ حَدٌّ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا قَالَ عَطَاءٌ وَقَالَ الْحَكَمُ أَرَى أَنْ يُحْلَلَ وَلَا يُبْلَغَ بِهِ الْحَدُّ . وَقَالَ الْحَسَنُ هُوَ بِسَبْرَةِ الرَّائِي . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَ عَاصِمٌ يُضَعِّفُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو .

हजान ।

٤٤٦٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ عِثَامٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَأَقْرَعَ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاها لَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَتَتْهُ أَنْ تُكْفَرَنَّ أَنْ تُكُونَ زَنَتْ فَسَلَطَهُ الْحَدُّ وَتَرَكَهَا .

صحیح

৪৪৬৬। সাহল ইবনু সাদ (রা) নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণনা করেন : জনৈক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে স্বীকারোক্তি করলো যে, সে এক খ্রীলোকের সঙ্গে যেনা করেছে এবং সে তাঁর নামও বলেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকট লোক পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে সে যেনার কথা অস্বীকার করলো। কাজেই তিনি পুরুষটিকে বেদ্বাংসের শাস্তি দিলেন এবং খ্রীলোকটিকে মুক্তি দিলেন। ৪৪৬৭

जहीर ।

٤٤٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ الْبُرْدِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ قِيَاضِ الْأَنْبَاوِيِّ، عَنْ خَلَادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ هُبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا، مِنْ بَكْرِ بْنِ تَمِيمٍ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَقْرَأَهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَجَلَدَهُ مِائَةً وَكَانَ بِكَرًّا ثُمَّ سَأَلَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَتْ كَذَبَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَلَدَهُ حَدَّ الْفَرِيَةِ ثَمَانِينَ .

منكر ، المشكاة (٣٥٧٨)

৪৪৬৭। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। বাকর ইবনু লাইস গোত্রের জনৈক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর নিকট এসে চারবার স্বীকারোক্তি করলো যে, সে জনৈক স্ত্রীলোকের সঙ্গে যেনা করেছে। সে অবিবাহিত ছিল বিধায় তিনি তাকে একশো বেত্রাঘাত করেন। অপর তিনি স্ত্রীলোকটির বিরুদ্ধে পর্যাণ্ড সাক্ষী আনার জন্য তাকে আদেশ দেন। স্ত্রীলোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম! সে মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তিনি পুরুষটিকে যেনার মিথ্যা অপবাদ আরোপের অপরাধে আরো আশিটি বেত্রাঘাত করেন।^{৪৪৬৬}

মূলকায় : মিশকাত হা/৩৫৭৮।

৩২ - باب في الرجل يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ دُونَ الْجَمَاعِ فَيُتَوَبُّ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ الْإِمَامُ

অনুচ্ছেদ-৩২ : যে ব্যক্তি কোন মহিলার সাথে সঙ্গম ছাড়া অন্য সবকিছু করে এবং কর্তৃপক্ষের নিকট ধরা পড়ার পূর্বেই তাওবাহ করে নেয়

৪৪৬৮ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي عَالَجْتُ امْرَأَةً مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ فَأَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمْسُهَا فَأَنَا هَذَا فَأَقِمْ عَلَيَّ مَا شِئْتَ . فَقَالَ عُمَرُ قَدْ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْكَ لَوْ سَتَرْتَ عَلَى نَفْسِكَ . فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَاتَّبَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا فَدَعَاهُ فَلَا عَلَيْهِ { وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَهُ خَاصَّةٌ أَمْ لِلنَّاسِ كَافَّةٌ فَقَالَ " بَلٍ لِلنَّاسِ كَافَةٌ " .

حسن صحيح

৪৪৬৮। 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন, জনৈক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, আমি মাদীনাহর উপকণ্ঠে জনৈক নারীর সঙ্গে সঙ্গম ছাড়া সবকিছুই করেছি। এখন আমি এখানে উপস্থিত। আপনি যা ইচ্ছা আমাকে শাস্তি দিন। 'উমার (রা) বলেন, আল্লাহ তোমার এ অপরাধ গোপন রেখেছিলেন, তুমিও যদি তা তোমার নিকট গোপন রাখতে! নাবী ﷺ তার কথার কোন উত্তর দেননি। কাজেই লোকটি ফিরে গেলো। নাবী ﷺ তার পিছনে একজন লোক পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনলেন এবং এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন : "দিনের দু'প্রান্তে ও রাতের প্রথমাংশে তুমি সলাত ক্বায়িম করো, নিশ্চয়ই সংকাজসমূহ ও নাহসমূহকে মুছে দেয়। উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য এটা এক নসীহত" (সূরাহ হূদ : ১১৪)। উপস্থিত লোকদের মধ্য হতে এক লোক বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এ আয়াত কি শুধু তার জন্য নির্দিষ্ট, নাকি সবার জন্য? তিনি বললেন: বরং তা সকল মানুষের জন্য।^{৪৪৬৭}

হাসান সহীহ।

৩৩ - باب في الأمة تزني ولم تُخصَن

অনুচ্ছেদ-৩৩ : অবিবাহিত দাসী যেনা করলে

^{৪৪৬৬} নাসায়ীর সুনানুল কুবরা। সানাদে ক্বাসিম ইবনু ফাইয়াদ অজ্ঞাত। যেমন আত-তাক্বরীব গ্রন্থে রয়েছে।

^{৪৪৬৭} মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী সুনানুল কুবরা, আহমাদ।

صحیح

मशीन ।

صحیح

महीष्ट ।

صحیح

www.waytojannah.com

সহীহ।

৩৪ - باب في إمامة الحَدِّ عَلَى الْمَرِيضِ

আবু হুসেইন-৩৪ : রোগীর উপর হাদ্দ কার্যকর সম্পর্কে

৪৪৭২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ بْنُ حُنَيْفٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ اشْتَكَى رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى أَضْمِنِي فِعَادَ جِلْدَةٍ عَلَى عَظْمٍ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ جَارِيَةً لِبَعْضِهِمْ فَهَشَّ لَهَا فَوْقَ عَظْمِهَا فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ قَوْمِهِ يَعْرِضُونَهُ أَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ وَقَالَ اسْتَفْتُوا لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِنِّي قَدْ وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةٍ دَخَلْتُ عَلَى . فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالُوا مَا رَأَيْنَا بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مِنَ الضَّرِّ مِثْلَ الَّذِي هُوَ بِهِ لَوْ حَمَلْتَاهُ إِلَيْكَ لَنَفَسَخْتَ عِظَامَهُ مَا هُوَ إِلَّا جِلْدَةٌ عَلَى عَظْمٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْخُذُوا لَهُ مِائَةَ شِمْرَاخٍ فَيَضْرِبُوهُ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً .

صحیح

৪৪৭২। আবু উমামাহ ইবনু সাহল ইবনু হুনাইফ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কতক আনসারী সাহাবীর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তাদের একজন রোগে আক্রান্ত হয়ে হাড়ভঙ্গার হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তাদের কারো এক দাসী তার নিকট এলে সে শিহরিত হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গম করে। তার গোত্রের লোকজন তাকে দেখতে এলে, সে তাদেরকে তা অবহিত করে এবং বলে, তোমরা আমার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে এ বিষয়ে ফাভাওয়া চাইবে যে, আমার নিকট আগত দাসীর সঙ্গে আমি যেশা করেছি। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে এ ঘটনা জানালো এবং বললো, রোগে শুকিয়ে তার মতো হাড়ভঙ্গার হতে আমরা কোন লোককে দেখিনি। তাকে যদি আপনার নিকট বহম করে আনি তবে তার হাড়পোড় আলাদা হয়ে যাবে। তার হাড়ে চামড়া ছাড়া আর কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে আদেশ দিলেন : তারা যেন একশো পাতাবিশিষ্ট একটি ডাল নিয়ে ডাবরা তাকে একবার প্রহার করে।^{৪৪৭১}

সহীহ।

৪৪৭৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَجَرَّتْ جَارِيَةٌ لَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " يَا عَلِيُّ انْطَلِقْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ " . فَأَنْطَلَقْتُ فَإِذَا بِهَا دَمٌ يَسِيلُ لَمْ يَنْقَطِعْ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ " يَا عَلِيُّ أَفْرَغَتْ " . قُلْتُ أَتَيْتُهَا وَدَمُهَا يَسِيلُ . فَقَالَ " دَعَهَا حَتَّى يَنْقَطِعَ دَمُهَا ثُمَّ أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ وَأَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى فَقَالَ فِيهِ " لَا تَضْرِبُهَا حَتَّى تَضَعَ " . وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ .

صحیح

৪৪৭৩। 'আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবারের এক দাসী ব্যভিচার করলো। তখন তিনি 'আলী (রা)-কে ডেকে বললেন : হে আলী! তুমি তাকে নিয়ে যাও এবং

তার উপর হাদ্দ কার্যকর করো। আমি (‘আলী) তার নিকট গিয়ে দেখি, বিরামহীনভাবে তার রক্তক্ষরণ হচ্ছে। কাজেই আমি তাঁর কাছে ফিরে আসলাম। তিনি বললেন : হে ‘আলী! তুমি কি কাজ সেরে এসেছ? আমি বললাম, আমি তার নিকট গিয়ে দেখি, তার অবিরাম রক্তক্ষরণ হচ্ছে। তিনি বললেন : রক্ত বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তাকে রেখে দাও, অতঃপর তার উপর হাদ্দ কার্যকর করো। আর তোমাদের ডান হাতের মালিকানায় যারা আছে (দাস-দাসী) তাদের উপর হাদ্দ ক্বায়িম করো। ও’বাহ (র) ‘আবদুল ‘আলা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : প্রসব করার পূর্ব পর্যন্ত তাকে প্রহার করো না। তবে প্রথম বর্ণনাটি অধিক সহীহ।^{৪৪৭২}

সহীহ।

৩৫ - باب في حَدِّ الْقَذْفِ

অনুচ্ছেদ-৩৫ : ঘেনার মিথ্যা অপবাদ দাতার শাস্তি

৪৪৭৪ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ النَّخَعِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَسْمَعِيُّ، - وَهَذَا حَدِيثُهُ - أَنَّ ابْنَ أَبِي عَدِيٍّ، حَدَّثَهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا نَزَلَ عُنْزِي قَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمَنِيرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا - تَغْنِي الْقُرْآنَ - فَلَمَّا نَزَلَ مِنَ الْمَنِيرِ أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةِ فَضَرَبُوا حَدَّهُمْ.

حسن

৪৪৭৪। ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সমর্থনে যখন আয়াত অবতীর্ণ হলো, নাবী ﷺ মিথ্যারে দাঁড়িয়ে বিষয়টি উল্লেখ করেন এবং কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করেন। অতঃপর তিনি মিথ্যার থেকে নেমে এসে দু’জন পুরুষ ও একজন নারী সম্পর্কে নির্দেশ দিলে তাদের উপর হাদ্দ কার্যকর করা হয়।^{৪৪৭৩}

হাসান।

৪৪৭৫ - حَدَّثَنَا الثَّقَلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَذْكُرْ عَائِشَةَ قَالَ فَأَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ مِمَّنْ تَكَلَّمُ بِالْفَاحِشَةِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَمِسْطَحِ بْنِ أَنَاثَةَ. قَالَ الثَّقَلِيُّ وَيَقُولُونَ الْمَرْأَةُ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ.

حسن

৪৪৭৫। মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (র) সূত্রেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত। তবে তিনি ‘আয়িশাহ (রা)-এর নাম উল্লেখ করেননি। তিনি বলেছেন : যারা অশ্লীল কথা রটিয়েছিল, তিনি তাদের মধ্যে দু’জন পুরুষ ও একজন নারী সম্পর্কে আদেশ দেন। পুরুষ দু’জন হলো : হাসসান ইবনু সাবিত ও মিসত্বাহ ইবনু উসাসাহ। নুফাইলী বলেন, তারা বলতেন : মহিলাটি হলো হামনা বিনতু জাহ্শ।^{৪৪৭৪}

হাসান।

৩৬ - باب الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ

^{৪৪৭২} আহমাদ, বায়হাকী, তায়ালিসি।

^{৪৪৭৩} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

^{৪৪৭৪} এর পূর্বেরটি দেখুন।

অনুচ্ছেদ-৩৬ : মাদক সেবনের শাস্তি

৪৪৭৬ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، - وَهَذَا حَدِيثُهُ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَقْتِ فِي الْخَمْرِ حَدًّا . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكَرَ فَلَقِيَ يَمِيلُ فِي الْفَجِّ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا حَادَى بَدَارِ الْعَبَّاسِ انْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَضَحِكَ وَقَالَ " أَفْعَلَهَا " . وَلَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِشَيْءٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ هَذَا .

ضعيف ، المشكاة (٢٦٢٢)

৪৪৭৬। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ মাদক গ্রহণের শাস্তি স্বরূপ হাদ্দ নির্দিষ্ট করেননি। ইবনু 'আব্বাস (রা) বলেন, জনৈক ব্যক্তি মদ পান করে মাতাল হয়। এ সময় তাকে রাস্তায় দুলতে দেখে নাবী ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসা হয়। সে 'আব্বাস (রা)-এর ঘর বরাবর এলে জ্ঞান ফিরে পায় এবং 'আব্বাস (রা)-এর নিকট গিয়ে (শাস্তির ভয়ে) তাকে জড়িয়ে ধরে। নাবী ﷺ-এর নিকট এ ঘটনা বর্ণনা করা হলে তিনি হেসে বললেন : সে কি তাই করেছে? তিনি তার ব্যাপারে কোন আদেশ দেননি।^{৪৪৭৫}

দুর্বল : মিশকাত হা/৩৬২২।

৪৪৭৭ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَقَالَ " اضْرِبُوهُ " . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَمَتْنَا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِتَوْبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَخْرَاكَ اللَّهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا تَقُولُوا هَكَذَا لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ " .

صحیح

৪৪৭৭। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। জনৈক মাতাল ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আনা হলে তিনি বলেন : তোমরা একে প্রহার করো। আবু হুরাইরাহ (রা) বলেন, আমাদের মাঝ হতে কেউ তাকে হাত দিয়ে মেরেছে, কেউবা জুতাপেটা করেছে আর কেউবা কাপড় দিয়ে মেরেছে। অতঃপর সে চলে যাওয়ার সময় উপস্থিত লোকজনের কেউ বললো, আল্লাহ তোমাকে অপদস্থ করেছেন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা এভাবে বলো না, তার বিরুদ্ধে শয়তানকে সহযোগিতা করো না।^{৪৪৭৬}

সহীহ।

৪৪৭৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ أَبِي نَاحِيَةَ الإسْكَندَرَانِي، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَحَبِيبَةُ بْنُ شَرِيحٍ، وَابْنُ، لَهَيْعَةَ عَنْ ابْنِ الْهَادِ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فِيهِ بَعْدَ الضَّرْبِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ " بَكُّوهُ " .

৪৪৭৫ আহমাদ।

৪৪৭৬ বুখারী, আহমাদ।

فَاقْبَلُوا عَلَيْهِ يَقُولُونَ مَا أَتَيْتَ اللَّهَ مَا خَشِيتَ اللَّهَ وَمَا اسْتَحْيَيْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ وَقَالَ فِي آخِرِهِ " وَلَكِنْ قُولُوا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ " . وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ الْكَلِمَةَ وَيَخَوْفُهَا .

صحیح

৪৪৭৮। ইবনুল হাদ (র) সূত্রে অনুরূপ সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত। তিনি বলেন, তাকে প্রহারের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের বললেন : তোমরা তাকে মৌখিক ধমক দিয়ে নসীহত করো। সুতরাং তারা তার নিকট এসে বললেন, তুমি আল্লাহকে ভয় করোনি, তুমি আল্লাহকে ভয় করোনি এবং তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে লজ্জিত হওনি। অতঃপর তারা তাকে ছেড়ে দিলেন। হাদীসের শেষাংশে তিনি বলেন : বরং তোমরা বলো, হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দাও, হে আল্লাহ! তার উপর করুণা বর্ষণ করো।^{৪৪৭৭}

সহীহ।

٤٤٧٩ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، - الْمَعْنَى - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ فَلَمَّا وَلِيَ عَمْرٌ دَعَا النَّاسَ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ النَّاسَ قَدْ دَنَوْا مِنَ الرَّيْفِ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ مِنَ الْقُرَى وَالرَّيْفِ - فَمَا تَرَوْنَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ نَرَى أَنْ تَحْفَلَ كَأَخْفِ الْخُدُودِ . فَجَلَدَ فِيهِ ثَمَانِينَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ جَلَدَ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ أَرْبَعِينَ . وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ضَرَبَ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ الْأَرْبَعِينَ .

صحیح

৪৪৭৯। আনাস ইবনু মালিক (র) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ মাদক গ্রহণের অপরাধে (এ ব্যক্তিকে) খেজুরের ডাল ও জুতা দিয়ে আঘাত করেন। আর আবু বাকর (রা) চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেন। অতঃপর 'উম্মার (রা) যখন খলীফাহ হন, তিনি লোকদেরকে ডেকে বললেন, অনেক লোক পানির উৎসসমূহে ও গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। কাজেই এখন আপনারা মাদক গ্রহণের হাদ্দ প্রসঙ্গে কি বলেন? তখন 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (রা) বলেন, আমরা হাদ্দের আওতায় লঘু শাস্তি দেয়ার মত দিচ্ছি। সুতরাং তিনি এর শাস্তি হিসেবে আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারিত করেন। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, ইবনু আবু আক্কাবাহ ক্বাতাদাহর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নাবী ﷺ মদ্যপায়ীদের খেজুরের ডাল ও জুতা দিয়ে চল্লিশ ঘা প্রহার করেছেন। ও'বাহ (রা) ক্বাতাদাহ হতে আনাস (রা) সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করে বলেন, তিনি দু'টি খেজুরের ডাল দিয়ে প্রায় চল্লিশ ঘা প্রহার করেছেন।^{৪৪৭৮}

সহীহ।

٤٤٨٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسْرَهْدٍ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، - الْمَعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الدَّانَاجُ، حَدَّثَنِي حُضَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّرِ الرَّقَاشِيُّ، - هُوَ أَبُو سَاسَانَ - قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأَتَيْتُ بِالْوَلِيدِ بْنِ

^{৪৪৭৭} এর পূর্বেরটি দেখুন।

^{৪৪৭৮} বুখারী, মুসলিম।

عَفِيَّةٌ فَشَهِدَ عَلَيْهِ حُمْرَانُ وَرَجُلٌ آخَرُ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَأَاهُ شَرِبَهَا - يَغْنِي الْخَمْرَ - وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَأَاهُ يَتَقَيَّاهَا فَقَالَ عُمْرَانُ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّاهَا حَتَّى شَرِبَهَا . فَقَالَ لِعَلِّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَقِمَّ عَلَيْهِ الْحَدُّ . فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَسَنِ أَقِمَّ عَلَيْهِ الْحَدُّ . فَقَالَ الْحَسَنُ وَلََّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارِبًا . فَقَالَ عَلِيٌّ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَقِمَّ عَلَيْهِ الْحَدُّ . قَالَ فَأَخَذَ السُّوْطَ فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ قَالَ حَسْبُكَ جَلَدَ النَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعِينَ - أَحْسِبُهُ قَالَ - وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سَنَةٍ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ .

صحیح

৪৪৮০। হুসাইন ইবনুল মুনযির আর-রাব্বানী ওরফে আবু সাসান (র) বলেন, একদা আমি 'উসমান ইবনু 'আফফান (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন ওয়ালীদ ইবনু 'উক্বাহকে ধরে আনা হলো। হুমরান এবং অপর এক ব্যক্তিকে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলো। তাদের একজন সাক্ষ্য দিলো যে, সে তাকে মদ খেতে দেখেছে। অপর ব্যক্তি সাক্ষ্য দিলো যে, সে তাকে মদ বমি করে ফেলতে দেখেছে। 'উসমান (রা) বললেন, মদ পান না করলে তা বমি করতে পারে না। তাই তিনি 'আলী (রা)-কে তার উপর শাস্তি বাস্তবায়িত করতে নির্দেশ দিলেন। 'আলী (রা) হাসান (রা)-কে বললেন, তুমি তাকে শাস্তি দাও। হাসান (রা) বললেন, যিনি খিলাফাতের সুবিধা ভোগ করছেন তিনি তার বহন করবেন। অতঃপর 'আলী (রা) 'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফরকে বললেন, তুমি তার উপর হাদ্দ কার্যকর করো। অতএব তিনি একটি চাবুক নিয়ে তাকে প্রহার করতে শুরু করলেন। আর 'আলী (রা) তা গণনা করতে থাকলেন। যখন তিনি চল্লিশে পৌছলেন, 'আলী (রা) বললেন, থামো, যথেষ্ট হয়েছে। নাবী ﷺ চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন। আমি মনে করি, আবু বাকরও চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন, কিন্তু 'উমার আশিটি বেত্রাঘাত করেছেন। এর প্রতিটিই সুন্নাত। তবে আমি চল্লিশটি পছন্দ করি।^{৪৪৭৯}

সহীহ।

৪৪৮১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ ابْنِ أَبِي عُرُوبَةَ، عَنِ الدَّنَاجِ، عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَكَمَلَهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سَنَةٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ وَلََّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارِبًا وَلََّ شَدِيدُهَا مَنْ تَوَلَّى هَيْئَهَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا كَانَ سَيِّدَ قَوْمِهِ حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو سَاسَانَ .

صحیح

৪৪৮১। 'আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বাকর (রা) মদপানের অপরাধে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন, আর 'উমার (রা) তা আশিতে পূর্ণ করেছেন। এর প্রতিটিই সুন্নাত। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, আল-আসমাঈ "এর শীতলতা উপভোগকারী এর উত্তাপ সহ্য করবে" বাগধারার ব্যাখ্যায় বলেন, যিনি খিলাফাতের সুবিধা ভোগ করছেন তাকেই এর ভার বহন করতে হবে। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, আবু সাসান হুসাইন ইবনু মুনযির ছিলেন তার গোত্রের সর্দার।^{৪৪৮০}

সহীহ।

^{৪৪৭৯} মুসলিম, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

^{৪৪৮০} এর পূর্বের হাদীস দেখুন।

৩৭ - باب إِذَا تَتَابَعَ فِي شَرْبِ الْخَمْرِ

অনুচ্ছেদ-৩৭ : মাদক সেবনের পুনরাবৃত্তি করলে

৪৪৮২ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، ذَكَرَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ " .

حسن صحيح

৪৪৮২। মু'আবিয়াহ ইবনু আবু সুফিয়ান (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : লোকেরা মদ পান করলে, তাদের বেত্রাঘাত করো। পুনরায় পান করলে বেত্রাঘাত করো। আবারো পান করলে বেত্রাঘাত করো, পুনরায় পান করলে বেত্রাঘাত করো, আবারো পান করলে তাদের হত্যা করো।^{৪৪৮১}

হাসান সহীহ।

৪৪৮৩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بِهَذَا الْمَعْنَى قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِي الْخَامِسَةِ " إِنْ شَرِبَهَا فَاقْتُلُوهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذًا فِي حَدِيثِ أَبِي غُطَيْفٍ فِي الْخَامِسَةِ .

ضعيف الإسناد

৪৪৮৩। ইবনু উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ... উনয়ের হাদীসের সমার্থবোধক। এতে রয়েছে : আমার ধারণা, তিনি পঞ্চমবারে বলেছেন : আবারো যদি সে মদ পান করে তবে তাকে হত্যা করো। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, আবু শুতাইফ বর্ণিত হাদীসেরও পঞ্চমবারের কথা উল্লেখ আছে।^{৪৪৮২}

সানাদ দুর্বল।

৪৪৮৪ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا سَكَرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكَرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكَرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا حَدِيثُ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " إِنْ شَرِبُوا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُمْ " . وَكَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي نَعْمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَذَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالشَّرِيدِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِي حَدِيثِ الْحَذَلِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " فَإِنْ عَادَ فِي الثَّلَاثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ " .

حسن صحيح

৪৪৮৪। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ মাতাল হলে তাকে বেত্রাঘাত করো। আবার মাতাল হলে তাকে বেত্রাঘাত করো, আবারো মাতাল হলে বেত্রাঘাত

^{৪৪৮১} তিরমিযী, আহমাদ।

^{৪৪৮২} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সানাদে হুমাইদ ইবনু ইয়াযীদ রয়েছে। হাফিয আত-তাকুরীব গ্রন্থে বলেন : মাজহুলুল হাল।

করো, চতুর্থবারও যদি এর পুনরাবৃত্তি হয়, তবে তাকে হত্যা করো। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, 'উমার ইবনু আবু সালামাহ ও পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও আবু হুরাইরাহ সূত্রে নাবী ﷺ হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন : কেউ মদ পান করলে তাকে বেত্রাঘাত করো। চতুর্থবারও যদি এরূপ করে তবে তাকে হত্যা করো। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, অনুরূপভাবে সুহাইল পর্যায়ক্রমে আবু সাহিহ ও আবু হুরাইরাহ সূত্রে নাবী ﷺ হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন : চতুর্থবার যদি তারা মদ পান করে তাহলে তাদের হত্যা করো। একইভাবে ইবনু আবু নু'আইম ইবনু 'উমারের সূত্রে নাবী ﷺ হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন। আর 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রা) এবং আশ-শারীদ (রা) নাবী ﷺ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে আল-জাদলী মু'আবিয়াহ (রা)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : সে ঙ্ঠায়বার বা চতুর্থবার মদ পান করলে তাকে হত্যা করো।^{৪৪৮০}

হাসান সহীহ।

৪৪৮০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنَا عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الثَّلَاثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ". فَأَتَنِي بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أَتَنِي بِهِ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أَتَنِي بِهِ فَجَلَدَهُ وَرَفَعَ الْقَتْلَ فَكَانَتْ رُخْصَةً. قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَ الزُّهْرِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَعِنْدَهُ مَتَّصِرٌ بَيْنَ الْمُعْتَمِرِ وَمُخَوَّلٍ بَيْنَ رَاشِدٍ فَقَالَ لَهُمَا كُونَا وَافِدَيَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الشَّرِيدُ بْنُ سُوَيْدٍ وَشَرَحِيلُ بْنُ أَوْسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو غُطَيْفٍ الْكِنْدِيُّ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

ضعيف مرسل

৪৪৮৫। ক্বাবীসাহ ইবনু যুওয়াইব (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি মদ পান করে তাকে বেত্রাঘাত করো। আবারো পান করলে তাকে বেত্রাঘাত করো। আবারো পান করলে তাকে বেত্রাঘাত করো। তৃতীয় কিংবা চতুর্থবার যদি সে এরূপ করে তবে তাকে হত্যা করো। অতঃপর মদ পানের অপরাধে জনৈক ব্যক্তিকে ধরে আনা হলে তিনি তাকে বেত্রাঘাত করেন। পুনরায় তাকে এ অপরাধে নিয়ে আসা হলে তিনি তাকে বেত্রাঘাত করেন। অতঃপর একই অপরাধে তাকে নিয়ে আসা হলে তিনি বেত্রাঘাত করেন আর হত্যা পরিহার করেন। তা ছিল অবকাশ। সুফিয়ান বলেন, যুহরী (র) মানসুর ইবনুল মু'তামির ও মুখাওয়াল ইবনু রাশিদের উপস্থিতিতে এ হাদীস বর্ণনা করে বলেন, তোমরা দু'জন প্রতিনিধি হিসেবে ইরাকবাসীদের নিকট গিয়ে এ হাদীস বর্ণনা করো। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, আশ-শারীদ ইবনু সুওয়াইদ, গুরাহ্বীল ইবনু আওস, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার, আবু গুতাইফ আল-কিন্দী এবং আবু সালামাহ ইবনু 'আবদুর রহমান (রা) আবু হুরাইরাহ (রাবৎশূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।^{৪৪৮৪}

যঈফ মুরসাল।

৪৪৮৬ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا أَدِي - أَوْ مَا كُنْتُ لِأَدِي - مَنْ أَقْمَتُ عَلَيْهِ حَدًّا إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَسْنُ فِيهِ شَيْئًا إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ قُلْنَا نَحْنُ.

صحيح

৪৪৮৬। ‘আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কারো উপর হাদ্দ কার্যকর করলে এবং তাতে সে মারা গেলে আমি তার ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করবো না, মদ পানের অপরাধী ব্যতীত। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম দেননি। এর যা কিছু শাস্তি প্রচলিত আছে তা আমরা নিজেরা নির্ধারণ করেছি।^{৪৪৮৫}

সহীহ।

৪৪৮৭ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ الْمِصْرِيُّ ابْنُ أَخِي، رَشْدِينَ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ ابْنَ شَهَابٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ، قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْآنَ وَهُوَ فِي الرَّحَالِ يَلْتَمِسُ رَحْلَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَيَتِمَّا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَالَ لِلنَّاسِ "اضْرِبُوهُ" . فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْعَصَا وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْمِيتَةِ - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ الْجَرِيدَةُ الرُّطْبَةُ - ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَرَابًا مِنَ الْأَرْضِ فَرَمَى بِهِ فِي وَجْهِهِ .

حسن صحيح

৪৪৮৭। ‘আবদুর রহমান ইবনু আযহার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন এখনো দেখছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সৈন্যশিবিরের মধ্যে খালিদ ইবনুল ওয়ালাদদের শিবির খুঁজছেন। এমতাবস্থায় জনৈক মদ্যপায়ীকে ধরে আনা হলো। তিনি লোকদের বললেন : তোমরা একে প্রহার করো। অতএব তাদের কেউ জুতা দিয়ে, কেউবা লাঠি দিয়ে আর কেউবা ‘মিতাখাহ’ দিয়ে তাকে প্রহার করলো। ইবনু ওয়াহ্ব বলেন, ‘মিতাখাহ’ অর্থ খেজুরের কাঁচা ডাল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যমীন থেকে কিছু মাটি নিয়ে তার মুখমণ্ডলে ছুঁড়ে মারলেন।^{৪৪৮৬}

হাসান সহীহ।

৪৪৮৮ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، قَالَ وَحَدَّثَ فِي كِتَابِ خَالِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عُقَيْلِ بْنِ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَزْهَرِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِشَارِبٍ وَهُوَ يَحْتَنِي فَحَتَّى فِي وَجْهِهِ الثَّرَابُ ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَضَرَبُوهُ بِنَعَالِهِمْ وَمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ حَتَّى قَالَ لَهُمْ "ارْفَعُوا" . فَرَفَعُوا فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ ثُمَّ جَلَدَ عُمَرُ أَرْبَعِينَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ جَلَدَ ثَمَانِينَ فِي آخِرِ حِلَافَتِهِ ثُمَّ جَلَدَ عَثْمَانُ الْحَدِيثَيْنِ كُلِّهِمَا ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ ثُمَّ اثْبَتَ مُعَاوِيَةُ الْحَدِيثَيْنِ .

صحيح

৪৪৮৮। ‘আবদুর রহমান ইবনু আযহার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হনাইনে অবস্থানকালে জনৈক মাতালকে তাঁর নিকট আনা হলো। তিনি তার মুখমণ্ডলে মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং তাকে প্রহার করতে সাহাবীদের নির্দেশ দিলেন। তারা তাদের জুতা ও হাতে যা কিছু ছিল তা দিয়ে তাকে প্রহার করতে লাগলেন, যতক্ষণ না তিনি তাদের বললেন যে, থামো। অতঃপর তারা প্রহার বন্ধ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইত্তেকালের পর আবু বাকর (রা) মদ পানের জন্য চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেন। অতঃপর

^{৪৪৮৫} বুখারী, মুসলিম।

^{৪৪৮৬} আহমাদ, বায়হাকী।

‘উমারও তার খিলাফাতের প্রথম পর্যায়ে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে আশিটি বেত্রাঘাত করেন। অতঃপর ‘উসমান (রা) আশি এবং চল্লিশ দু ধরনের শাস্তিই প্রয়োগ করেন। অতঃপর মু‘আবিয়াহ (রা) মদ পানের শাস্তি আশি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করেন।^{৪৪৮৭}

সহীহ।

৪৪৮৭ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَدَاةَ الْفَتْحِ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأَتَانِي بِشَارِبٌ فَأَمَرَهُمْ فَضَرَبُوهُ بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالسَّوْطِ وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِعَصَا وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِنَعْلِهِ وَحَتَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّرَابَ فَلَمَّا كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَتَانِي بِشَارِبٍ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ضَرْبِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي ضَرَبَهُ فَحَزَرُوهُ أَرْبَعِينَ فَضَرَبَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ كَتَبَ إِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ انْهَمَكُوا فِي الشَّرْبِ وَتَحَاقَرُوا الْحَدَّ وَالْعُقُوبَةَ . قَالَ هُمْ عِنْدَكَ فَسَلُّهُمْ . وَعِنْدَهُ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ فَسَأَلَهُمْ فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ يَضْرِبَ ثَمَانِينَ . قَالَ وَقَالَ عَلِيٌّ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا شَرِبَ افْتَرَى فَأَرَى أَنْ يَجْعَلَهُ كَحَدِّ الْفَرَسِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَدْخَلَ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ بَيْنَ الزُّهْرِيِّ وَبَيْنَ ابْنِ الْأَزْهَرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَزْهَرِ عَنْ أَبِيهِ .

حسن

৪৪৮৯। ‘আবদুর রহমান ইবনু আযহার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মাক্কাহ বিজয়ের দিন সকালবেলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জনতার ভীড়ের মধ্যে পদব্রজে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের (রা) শিবিরের সন্ধান করতে দেখি। আমি তখন উঠতি বয়সের যুবক। তাঁর নিকট এক মদ্যপায়ীকে উপস্থিত করা হলে তাঁর নির্দেশে লোকজন তাকে তাদের হাতের নিকট সহজলভ্য জিনিস দ্বারা প্রহার করে। তাদের কেউ চাবুক দ্বারা, কেউ লাঠি দ্বারা এবং কেউবা নিজেদের জুতা দ্বারা তাকে প্রহার করে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার প্রতি ধূলা নিক্ষেপ করেন। আবু বাক্র (রা)-এর সময় এক মদ্যপায়ীকে উপস্থিত করা হলে তিনি লোকজনকে প্রশ্ন করেন যে, নাবী ﷺ উক্ত ব্যক্তিকে কয়টি বেত্রাঘাত করেছেন? তারা চল্লিশ বার বেত্রাঘাতের কথা উল্লেখ করে। অতএব আবু বাক্র (রা) চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেন। ‘উমার (রা) খলীফাহ হলে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) তাকে লিখে পাঠান যে, লোকজন মাদক গ্রহণের নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করছে এবং হাদ ও শাস্তির ভয়কে পরোয়া করছে না। ‘উমার (রা) বলেন, আপনার নিকট যারা আছে তাদের প্রশ্ন করুন। তার সঙ্গে ছিলেন সর্বাত্মে ইসলাম গ্রহণকারী মুহাজিরগণ। তিনি তাদের নিকট প্রশ্ন করলে তারা আশিটি বেত্রাঘাত সম্পর্কে ঐকমত্য হন। বর্ণনাকারী বলেন, ‘আলী (রা) বলেছেন, কোন ব্যক্তি মাদক গ্রহণ করলে সে মিথ্যা কথা বলে। অতএব আমি মনে করি, তাকে মিথ্যা বলার শাস্তির মতই শাস্তি দেয়া উচিত।^{৪৪৮৮}

হাসান।

৩৮ - باب في إقامة الحد في المسجد

অনুচ্ছেদ-৩৮ : মাসজিদে হাদ কার্যকর করা

৪৪৯০ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، - يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ - حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، عَنْ زُفَرِ بْنِ وَثِيئَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُسْتَفَادَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُشْنَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ .

حسن

৪৪৯০। হাকীম ইবনু হিয়াম (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদের ভিতরে কিসাস গ্রহণ করতে, কবিতা আবৃত্তি করতে এবং হাদ্দ কার্যকর করতে নিষেধ করেছেন।^{৪৪৮৯}

হাসান।

৩৭ - باب في التغزير

অনুচ্ছেদ-৩৯ : বিচারকের সুবিবেচনামূলক শাস্তি সম্পর্কে

৪৪৯১ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَّجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَا يُحْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ حَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " .

صحيح

৪৪৯১। আবু বুরদাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : আল্লাহর নির্ধারিত হাদ্দ ছাড়া কাউকে দশ বেত্রাঘাতের অধিক শাস্তি দেয়া যাবে না।^{৪৪৯০}

সহীহ।

৪৪৯২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو، أَنَّ بُكَيْرَ بْنِ الْأَشَّجِ، حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ .

لم أجده في الصحيح ولا في الضعيف

৪৪৯২। আল বুরদাহ আল-আনসারী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : ...অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস।^{৪৪৯১}

আমি এটি সহীহ এবং ষড়্জকেও পাইনি।

৪০ - باب في ضرب الوجه في الحد

অনুচ্ছেদ-৪০ : হাদ্দের ক্ষেত্রে চেহারায় আঘাত না করা

৪৪৯৩ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ، - يَغْنِي ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا ضُرِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ " .

صحيح

৪৪৯৩। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ প্রহার করার সময় যেন মুখমণ্ডল থেকে বিরত থাকে।^{৪৪৯২}

সহীহ।

^{৪৪৮৯} আহমাদ।

^{৪৪৯০} বুখারী, মুসলিম।

^{৪৪৯১} এটি পূর্বের হাদীসে গত হয়েছে।

^{৪৪৯২} মুসলিম।

৩৪ - كتاب الديات

অধ্যায়- ৩৪ : রক্তমূল্য

১ - باب النفس بالنفس

অনুচ্ছেদ-১ : হত্যার বদলে হত্যা

৪৪৭৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ مُوسَى - عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ قُرَيْظَةُ وَالتَّضْيِيرُ - وَكَانَ التَّضْيِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ - فَبَكَانَ إِذَا قُتِلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْظَةَ رَجُلًا مِنَ التَّضْيِيرِ قُتِلَ بِهِ وَإِذَا قُتِلَ رَجُلٌ مِنَ التَّضْيِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ فَوُدِيَ بِمِائَةِ وَسَنٍ مِنْ تَمْرِ فَلَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ التَّضْيِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ فَقَالُوا اذْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلَهُ . فَقَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَوْهُ فَتَزَلَّتْ { وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ } وَالْقِسْطُ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ثُمَّ تَزَلَّتْ { أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ } . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قُرَيْظَةُ وَالتَّضْيِيرُ جَمِيعًا مِنْ وَلَدِ هَارُونَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

صحیح

৪৪৯৪। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু কুরাইযাহ ও বনু নাযীর নামে দু'টি (ইয়াহুদী) গোত্র ছিল। নাযীর গোত্র কুরাইযার চেয়ে অধিক মর্যাদার দাবিদার ছিল। এজন্য যখন কুরাইযার কোন লোক নাযীর গোত্রের কোন লোককে হত্যা করতো যিনিময়ে তাকেও হত্যা করা হতো। কিন্তু যখন নাযীর গোত্রের কোন ব্যক্তি কুরাইযার কোন লোক হত্যা করতো তখন একশো ওয়াসাক খেজুরের মাধ্যমে মুক্তিপণ আদায় করা হতো। অতঃপর নাবী ﷺ যখন নবুওয়াত লাভ করলেন, তখন নাযীর গোত্রীয় এক ব্যক্তি কুরাইযার এক লোককে হত্যা করলে কুরাইযার লোকেরা বললো, হত্যাকারীকে আমাদের হাতে সমর্পণ করো; আমরা তাকে হত্যা করবো। কিন্তু পুরাতন প্রথানুযায়ী এ প্রস্তাবে বনী নাযীর অসম্মতি জানালে তারা বললো, আমাদের ও তোমাদের মাঝে নাবী ﷺ রয়েছেন। তারপর তারা তাঁর ﷺ নিকট উপস্থিত হলে এ আয়াত নাযিল হয় : “যদি তুমি তাদের মধ্যে ফায়সালা করো, তাহলে ইনসাফের সঙ্গে ফায়সালা করবে” (সূরাহ আল-মায়িদাহ : ৪২)। ইনসাফ হলো প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ। অতঃপর নাযিল হলো : “তবে কি তারা জাহিলী যুগের বিধিবিধান কামনা করে (সূরাহ আল-মায়িদাহ : ৫০)। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, বনু কুরাইযাহ ও বনু নাযীর সকলেই নাবী হারুন (আ)-এর বংশধর।^{৪৪৯০}

সহীহ।

২ - باب لا يؤخذ الرجل بجريمة أخيه أو أبيه

অনুচ্ছেদ-২ : কারো পিতা বা ভাইয়ের অপরাধে তাকে গ্রহণতার করা যাবে না

৪৪৯০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ إِيَادٍ - حَدَّثَنَا إِيَادٌ، عَنْ أَبِي رَمْثَةَ، قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِأَبِي "إِنَّكَ هَذَا". قَالَ إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ "حَقًّا". قَالَ أَشْهَدُ بِهِ. قَالَ فَتَسَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَاحِكًا مَنْ ثَبَّتَ شَبْهِي فِي أَبِي وَمِنْ خَلْفِ أَبِي عَلَيَّ. ثُمَّ قَالَ "أَمَّا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ". وَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى }

صحيح

৪৪৯৫। আবু রিমসাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সঙ্গে থাকা অবস্থায় নাবী ﷺ আমার পিতাকে প্রশ্ন করলেন : সে কি তোমার ছেলে? তিনি বললেন, হাঁ কা'বার যবের কসম! তিনি ﷺ বললেন: ঠিক বলেছো তো? তিনি বললেন, আমি এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি। বর্ণনাকারী বলেন, আমার পিতার সঙ্গে আমার সাদৃশ্য এবং আমার সম্পর্কে পিতার কসমকে কেন্দ্র করে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হেসে বললেন : “জেনে রাখো! তার কোন অপরাধ তোমাকে অভিযুক্ত করবে না এবং তোমার কোন অপরাধের জন্যও সে অভিযুক্ত হবে না।” অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তিলাওয়াত করলেন : “তোমাদের কলউকে অপরাধের পাপের বোঝা বহন করতে হবে না।” (সূরাহ আন'আম : ১৬৪) ^{৪৪৯৪}

সহীহ।

৩ - باب الإمام يأمر بالعمفو في الدم

অনুচ্ছেদ-৩ : শাসক বা বিচারক যদি খুনিকে ক্ষমা করার আদেশ দেন

৪৪৯৬ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ فَضِيلٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ، عَنْ أَبِي شَرِيحٍ الْخَزَاعِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلِ أَوْ خَبَلٍ فَإِنَّهُ يَخْتَارُ إِحْدَى ثَلَاثَ إِمَّا أَنْ يَفْتَضَّ وَإِمَّا أَنْ يَغْفُو وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ وَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ".

ضعيف

৪৪৯৬। আবু শুরাইহু আল-খাযাঈ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : যাকে হত্যা বা আহত করা হয়েছে তাকে অবশ্যই তিনটি বিকল্প ব্যবস্থার যে কোন একটি গ্রহণ করতে হবে। হয় সে কিসাস নিবে, অথবা ক্ষমা করবে, অথবা রক্তমূল্য গ্রহণ করবে। যদি সে চতুর্থ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চায় তাহলে তোমরা তার দু'হাত চেপে ধরো। যে ব্যক্তি এরপরও সীমালঙ্ঘন করবে তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। ^{৪৪৯৫}

দুর্বল।

^{৪৪৯৪} এটি গত হয়েছে হা/৪২০৮।

^{৪৪৯৫} আহমাদ, দারিমী, বায়হাকী।

৪৪৭৭ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ فِيهِ قِصَاصٌ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ .

صحیح

৪৪৯৭। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কোন কিসাসজনিত বিবাদ পেশ করা হলে তিনি ক্ষমা করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিতেন।^{৪৪৯৬}

সহীহ।

৪০৭৯ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَقَالَ الْقَاتِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ . قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْوَلِيِّ "أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ" . قَالَ فَخَلَى سَبِيلَهُ . قَالَ وَكَانَ مَكْنُوفًا بِنِسْفَةٍ فَخَرَجَ يَجْرُ نِسْفَتَهُ فَسُمِّيَ ذَا النَّسْفَةِ .

صحیح

৪৪৯৮। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর যুগে এক ব্যক্তি নিহত হলে ঘটনাটি নাবী ﷺ-এর নিকট পেশ করা হয়। তখন তিনি হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের নিকট সোপর্দ করলেন। হত্যাকারী বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম! তাকে হত্যা করার ইচ্ছা আমার ছিলো না। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিভাবককে বললেন, 'সাবধান! যদি তার কথায় সে সত্যবাদী হয় আর এরপরও তুমি তাকে হত্যা করো তাহলে তুমি জাহান্নামে যাবে। তিনি বলেন, অতঃপর তাকে ছেড়ে দেয়া হলো। বর্ণনাকারী বলেন, হত্যাকারীর দু'হাত পিছনের দিক হতে চামড়ার লম্বা রশি দিয়ে বাঁধা ছিল এবং সে চামড়ার রশিটি টানতে টানতে চলে গেলো। এজন্য তার নাম দেয়া হয় যুন-নিস'আহ (চামড়ার রশিধারী)।^{৪৪৯৭}

সহীহ।

৪০৭৭ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْحُشَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا حَمْرَةُ أَبُو عُمَرَ الْعَائِذِيُّ، حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَاثِلٍ، حَدَّثَنِي وَاثِلُ بْنُ حَجْرٍ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَ بِرَجُلٍ قَاتِلٍ فِي عُنُقِهِ النَّسْفَةُ قَالَ فَدَعَا وَلِيَّ الْمَقْتُولِ فَقَالَ "أَتَعْفُو" . قَالَ لَا . قَالَ "أَتَأْخُذُ الدِّيَةَ" . قَالَ لَا . قَالَ "أَقْتُلُ" . قَالَ نَعَمْ . قَالَ "أَذْهَبَ بِهِ" . فَلَمَّا وَلَّى قَالَ "أَتَعْفُو" . قَالَ لَا . قَالَ "أَتَأْخُذُ الدِّيَةَ" . قَالَ لَا . قَالَ "أَقْتُلُ" . قَالَ نَعَمْ . قَالَ "أَذْهَبَ بِهِ" . فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ "أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِهِ" . قَالَ فَقَفَا عَنْهُ . قَالَ فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجْرُ النَّسْفَةَ .

صحیح

^{৪৪৯৬} ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

^{৪৪৯৭} তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ।

৪৪৯৯। ওয়াইল ইবনু হুজর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম এমতাবস্থায় গলায় চামড়ার রশি বাঁধানো এক হত্যাকারীকে আনা হলো। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি ﷺ নিহত ব্যক্তির অভিভাবককে ডেকে বললেন, তুমি কি ক্ষমা করে দিবে? সে বললো, না। তিনি বললেন, তুমি কি দিয়াত নিবে? সে বললো, না। তিনি পুনরায় বললেন, তুমি কি হত্যা করবে? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি ﷺ নির্দেশ দিলেন, একে নিয়ে যাও। সে যখন যেতে উদ্যত হলো, তখন তিনি ﷺ পুনরায় বললেন, তুমি কি ক্ষমা করে দিবে? সে বললো, না। তিনি বললেন, তুমি কি রক্তপণ গ্রহণ করবে? সে বললো, না। তিনি প্রশ্ন করলেন, তাহলে তুমি কি হত্যা করবে? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, একে নিয়ে যাও। এভাবে চতুর্থবারে তিনি বললেন, জেনে রাখো, তুমি তাকে ক্ষমা করে দিলে সে নিজের ও তার সাথীর গুনাহ নিয়ে স্কিরতো। বর্ণনাকারী বলেন, অতএব সে তাকে ক্ষমা করে দিলো। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাকে (হত্যাকারীকে) চামড়ার রশি টেনে টেনে চলে যেতে দেখেছি।^{৪৪৯৮}

সহীহ।

৪৫০০ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ، حَدَّثَنِي عَقْمَةُ بْنُ وَائِلٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ .

لم أجده في الصحيح ولا في الضعيف

৪৫০০। ‘আলক্বামাহ ইবনু ওয়াইল (র) সূত্রে উপরোক্ত সানাদে অনুরূপ সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত।^{৪৪৯৯}

আমি এটি সহীহ এবং যঈফেও পাইনি।

৪৫০১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُلُوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَقْمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِحَبْشِيٍّ فَقَالَ إِنَّ هَذَا قَتَلَ ابْنَ أَخِي . قَالَ " كَيْفَ قَتَلْتَهُ " . قَالَ ضَرَبْتُ رَأْسَهُ بِالْفَأْسِ وَلَمْ أُرِدْ قَتْلَهُ . قَالَ " هَلْ لَكَ مَالٌ تُؤَدِّي دِيَّتَهُ " . قَالَ لَا . قَالَ " أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَرْسَلْتُكَ تَسْأَلُ النَّاسَ تَجْمَعُ دِيَّتَهُ " . قَالَ لَا . قَالَ " فَمَوَالِيكَ يُعْطُونَكَ دِيَّتَهُ " . قَالَ لَا . قَالَ لِلرَّجُلِ " خُذْهُ " . فَخَرَجَ بِهِ لِيَقْتُلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَمَا إِنَّهُ إِنْ قَتَلَهُ كَانَ مِثْلَهُ " . فَلَبَّغَ بِهِ الرَّجُلُ حَيْثُ يَسْمَعُ قَوْلَهُ فَقَالَ هُوَ ذَا فَمَرَّ فِيهِ مَا شِئْتَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَرْسَلْتَهُ - وَقَالَ مَرَّةً دَعْنَهُ - يَوْنُ بَيْنَهُمْ صَاحِبِهِ وَإِئِمِّهِ فَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ " . قَالَ فَأَرْسَلْتَهُ .

صحيح

৪৫০১। ‘আলক্বামাহ ইবনু ওয়াইল (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হাবশী এক লোককে নিয়ে নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, এ লোক আমার ভতিজাকে হত্যা করেছে। তিনি বললেন, তুমি তাকে কিভাবে হত্যা করেছো? সে বললো, আমি কুঠার দিয়ে তার মাথায় আঘাত করেছিলাম, তবে তাকে হত্যা করার ইচ্ছা আমার ছিল না। তিনি বললেন, তোমার কি সম্পদ আছে যা দিয়ে তুমি তার রক্তপণ শোধ করতে পারো? সে বললো, না। তিনি বললেন, তুমি কি মনে করো, যদি

^{৪৪৯৮} নাসায়ী।

^{৪৪৯৯} এর পূর্বের হাদীস দেখুন।

আমি তোমাকে ছেড়ে দেই তাহলে তুমি কি মানুষের নিকট ভিক্ষা করে তার দিয়াত সংগ্রহ করতে পারবে? সে বললো, না। তিনি বললেন, তোমার মনিব গোষ্ঠী কি তোমার পক্ষ হতে তার দিয়াত দিবে? সে বললো, না। তিনি বাদীকে বললেন, একে নিয়ে যাও। অতঃপর হত্যা করার জন্য সে তাকে নিয়ে রওয়ানা হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : “জেনে রাখো! যদি সে তাকে হত্যা করে, তাহলে সেও তার মতোই হবে”। কথাটি লোকটির কানে পৌছলো যেখান হতে সে তাঁর কথা শুনতে পাচ্ছিল। সে বললো, সে এখানে আছে; অতএর তার ব্যাপারে আপনার যা ইচ্ছা তাই হুকুম দিন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে ছেড়ে দাঁও। অপর বর্ণনায় আছে, তাকে ত্যাগ করো, সে তার ও তার সাথীর গুনাহ বহন করবে, ফলে সে জাহান্নামী হবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর সে তাকে ছেড়ে দিলো।^{৪৫০০}

সহীহ।

৪৫০২ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْضُورٌ فِي الدَّارِ وَكَانَ فِي الدَّارِ مَذْخَلٌ مِّنْ دَخَلِهِ سَمِعَ كَلَامَ مَنْ عَلَى الْبَلَّاطِ فَدَخَلَهُ عُثْمَانُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَهُوَ مُتَغَيِّرٌ لَوْنُهُ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونَنِي بِالْقَتْلِ أَنْفًا . قُلْنَا يَكْفِيكَهُمْ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . قَالَ وَلَمْ يَقْتُلُونَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ إِلَّا بِإِخْدَى ثَلَاثَ كُفْرٍ بَعْدَ إِسْلَامٍ أَوْ زَنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَتْلَ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ " . فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ قَطُّ وَلَا أَحْبَبْتُ أَنْ لِي بِيَدِي بَدَلًا مِّنْهُ هَدَانِي اللَّهُ وَلَا قَتَلْتُ نَفْسًا فِيمَ يَقْتُلُونَنِي قَالَ أَبُو دَاوُدَ عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَرَكََا الْخَمْرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ .

صحیح

৪৫০২। আবু উমামাহ ইবনু সাহল (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ‘উসমান (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম, যখন তিনি (বিদ্রোহীদের দ্বারা) একটি ঘরে আটক ছিলেন। ঐ ঘরের একটি প্রবেশদ্বার ছিল। কেউ ঐ প্রবেশদ্বারে প্রবেশ করলে আল-বালাত নামক স্থানের লোকের কথাবার্তা শুনতে পেতো। ‘উসমান (রা) ভীতে প্রবেশ করলেন এবং বিবর্ণ অবস্থায় আমাদের নিকট এসে বললেন, তারা এইমাত্র আমাকে হত্যার হুমকি দিয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহই তাদের বিরুদ্ধে আপনার জন্য যথেষ্ট। তিনি প্রশ্ন করলেন, তারা আমাকে হত্যা করবে কেন? আমি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : তিনটি অপরাধের কোন একটি ব্যতীত মুসলিম ব্যক্তির রক্তপাত করা হালাল নয় : (১) ইসলাম গ্রহণের পর পুনরায় কুফরীতে ফিরে যাওয়া, (২) বিবাহিত ব্যক্তির যেনায় লিপ্ত হওয়া এবং (৩) হত্যার অপরাধী না হওয়া সত্ত্বেও কোন ব্যক্তিকে হত্যা করলে। আল্লাহর কসম! আমি জাহিলী যুগে এবং ইসলামী যুগেও কখনো যেনা করিনি। আল্লাহ আমাকে হিদায়াত দান করার পর হতে আমি মোটেই অন্য ধর্ম গ্রহণ পছন্দ করি না এবং আমি কোন মানুষকে হত্যা করিনি। অতএব তারা কেন আমাকে হত্যা করবে? ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, ‘উসমান ও আবু বাকর (রা) উভয়ে জাহিলী যুগেই মাদক গ্রহণ পশ্চিভ্যাগ করেছেন।^{৪৫০১}

সহীহ।

^{৪৫০০} মুসলিম, নাসায়ী।

^{৪৫০১} তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৪০.৩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ ضُمَيْرَةَ الضَّمِرِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَّانٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرُّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ سَعْدِ بْنِ ضُمَيْرَةَ السَّلْمِيِّ، - وَهَذَا حَدِيثٌ وَهْبٍ وَهُوَ أَثَمٌ - يُحَدِّثُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ - قَالَ مُوسَى - وَجَدَهُ وَكَانَا شَهَدَاءَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى - ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى حَدِيثِ وَهْبٍ - أَنَّ مُحَلِّمَ بْنَ جَنَامَةَ اللَّيْثِيِّ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَشْجَعٍ فِي الْإِسْلَامِ وَذَلِكَ أَوَّلَ غَيْرِ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَكَلَّمَ عُيَيْنَةُ فِي قَتْلِ الْأَشْجَعِيِّ لَأَنَّهُ مِنْ غَطَفَانَ وَتَكَلَّمَ الْأَفْرَعُ بْنُ حَابِسٍ دُونَ مُحَلِّمٍ لَأَنَّهُ مِنْ خَنْدَفٍ فَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ وَكَثُرَتِ الْخُصُومَةُ وَاللَّعْطُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَا عُيَيْنَةُ أَلَا تَقْبَلُ الْغَيْرَ " . فَقَالَ عُيَيْنَةُ لَا وَاللَّهِ حَتَّى أَذْخَلَ عَلَى نِسَائِهِ مِنَ الْحَرْبِ وَالْحَزَنِ مَا أَذْخَلَ عَلَى نِسَائِي . قَالَ ثُمَّ ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ وَكَثُرَتِ الْخُصُومَةُ وَاللَّعْطُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَا عُيَيْنَةُ أَلَا تَقْبَلُ الْغَيْرَ " . فَقَالَ عُيَيْنَةُ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا إِلَى أَنَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ يُقَالُ لَهُ مُكَيْتِلٌ عَلَيْهِ شَكَّةٌ وَفِي يَدِهِ دَرَقَةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَجِدْ لِمَا فَعَلَ هَذَا فِي غَرَّةِ الْإِسْلَامِ مِثْلًا إِلَّا غَنَمًا وَرَدَّتْ فَرُمِي أَوَّلَهَا فَتَفَرَّ آخِرُهَا اسْتَنَ الْيَوْمَ وَغَيْرَ عَدَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " خَسَنُونَ فِي فُورِنَا هَذَا وَخَسَنُونَ إِذَا رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ " . وَذَلِكَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَمُحَلِّمٌ رَجُلٌ طَوِيلٌ آدَمٌ وَهُوَ فِي طَرَفِ النَّاسِ فَلَمْ يَزَالُوا حَتَّى تَخْلَصَ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَيْنَاهُ تَذَمُّعَانِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي بَلَغَكَ وَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَقْتَلْتَهُ بِسِلَاحِكَ فِي غَرَّةِ الْإِسْلَامِ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ لِمُحَلِّمٍ " . بِصَوْتٍ عَالٍ زَادَ أَبُو سَلَمَةَ فِقَامَ وَإِنَّهُ لَيَتَلَقَّى دُمُوعَهُ بِطَرَفِ رِدَائِهِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فَرَعَمَ قَوْمُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَغْفَرَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ النَّضَرُ بْنُ شَمِيلٍ الْغُبَرِيُّ الدَّبِيَّةُ .

ضعيف

৪৫০৩। মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফার ইবনু সা'দ ইবনু দুমাইরাহ (র) তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। লাইস গোত্রীয় মুহাল্লিম ইবনু জাসসামাহ আশজা' গোত্রের এক ব্যক্তিকে ইসলামের (প্রাথমিক) যুগে হত্যা করে। এটা ছিল সর্বপ্রথম হত্যাকাণ্ড যার বিচার রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছিলেন। এ ব্যাপারে 'উয়াইনাহ আল-আশজায়ী সম্পর্কে আলাপ করেন। কেননা তিনি গাতফান গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং আকরা' ইবনু হারিস (রা) মুহাল্লিমের পক্ষ হয়ে কথা বলেন, কেননা তিনি খিনদিফদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এতে কথা কাটাকাটি হতে হতে তা ঝগড়ায় রূপ নিলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রশ্ন করলেন, হে উয়াইনাহ! তুমি কি দিয়াত নিবে না? উয়াইনাহ বললেন, না, আল্লাহর কসম! যতক্ষণ তাদের নারীরা দুর্দশাগ্রস্ত না হবে, যেক্ষণ আমাদের নারীরা দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আবার বাকবিতণ্ডা চরম আকার ধারণ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ পুনরায় উয়াইনাহকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে উয়াইনাহ! তুমি কি দিয়াত নিবে না? উয়াইনাহ এবারও একই উত্তর দিলেন। এরপর মুকাইতিল নামক বনী লাইস গোত্রের এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো, যার সঙ্গে অস্ত্র ও হাতে ঢাল ছিল। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যক্তি (মুহাল্লিম) ইসলামের প্রথম যুগে যে কাজ করলো আমি তার এই উদাহরণ ছাড়া অন্য কিছু খুঁজে পাই না যে,

ছাগলের একটি পাল জলাশয়ে উপনীত হলে যেটি প্রথমে এলো তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করা হলে বাকিগুলো পলায়ন করলো, আজ একটি বিধান প্রণয়ন করুন এবং আগামীকাল তা পরিবর্তন করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এখনই নগদ পঞ্চাশটি এবং মাদীনাহয় ফিরে গিয়ে বাকি পঞ্চাশটি (উট) পাবে। ঘটনাটি তাঁর কোন এক সফরের সময় ঘটেছিল। মুহাল্লিম এক দীর্ঘকায় ও বাদামী রংবিশিষ্ট লোক ছিল। সে জনতার এক পাশে উপবিষ্ট ছিল। এমতাবস্থায় তাকে মুক্তি না দেয়া পর্যন্ত তারা তদবীর করতে থাকে। সে স্বস্থান ত্যাগ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে সামনা সামনি বসলো, তখন তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিলো। অতঃপর তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সম্পর্কে আপনার নিকট যে অভিযোগ এসেছে, সত্যিই আমি উক্ত দোষে দোষী। আর আমি এজন্য আল্লাহর নিকট তাওবাহ করছি, আপনিও আল্লাহর নিকট আমার অতীত কবুলের জন্য দু'আ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কি ইসলামের প্রথম যুগে তোমার অস্ত্রের মাধ্যমে তাকে হত্যা করেছো? তিনি উচ্চস্বরে বললেন, হে আল্লাহ! মুহাল্লিমকে ক্ষমা করো না। আবু সালামাহর বর্ণনায় আরো আছে : সে চাদরের আঁচল দিয়ে চোখের পানি মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়ালো। ইবনু ইসহাক বললেন, তার গোত্রের লোকদের ধারণা যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পরে মুহাল্লিমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।^{৪৫০২}

দুর্বল।

৪ - باب وَلِيَّ الْعَمْدِ يَأْخُذُ الدِّيَةَ

অনুচ্ছেদ-৪ : ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে অভিভাবক দিয়াত গ্রহণ করলে

৪৫০৪ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مَسْرُودٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا شَرِيحَةَ الْكُفَيْيَّ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَلَا إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ خَزَاةٍ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ وَإِنِّي عَاقِلُهُ فَمَنْ قَتَلَ لَهُ بَعْدَ مَقَاتِلِي هَذِهِ قَتِيلًا فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ أَنْ يَأْخُذُوا الْقَتْلَ أَوْ يَقْتُلُوا .

صحيح

৪৫০৪। সাঈদ ইবনু আবু সাঈদ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু শুরাইহ আল-কা'বী (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শোন হে খুযা'আহ গোত্রের লোকেরা! তোমরা হযাইল গোত্রের এ ব্যক্তিকে হত্যা করেছো। আর আমিই তার রক্তমূল্য পরিশোধ করবো। আমার একথার পর যাদের কোন লোককে হত্যা করা হবে তখন নিহতের পরিবার দু'টি বিকল্প ব্যবস্থার যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারবে। দিয়াত গ্রহণ করবে অথবা হত্যা করবে।^{৪৫০০}

সহীহ।

৪৫০৫ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدٍ، أَخْبَرَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي أَبُو ذَاوُدَ، حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا

^{৪৫০২} ইবনু মাজাহ। সানাদে রয়েছে যিয়াদ বিন সা'দ যুমাইর। ইমাম যাহাবী বলেন : তার মাঝে জাহালাত রয়েছে। গ্রহাড়া সানাদে আবদুর রহমান বিন হারিস সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন : মাতরকুল হাদীস। ইমাম নাসায়ী বলেন : তিনি শক্তিশালী নন।

^{৪৫০০} তিরমিযী, আহমাদ।

أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ لَمَّا فَتَحَتْ مَكَّةَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " مَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُودَى أَوْ يُقَادَ " .
فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُبْ لِي - قَالَ الْعَبَّاسُ اكْتُبُوا لِي - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
" اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ " . وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَحْمَدَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ اكْتُبُوا لِي يَعْنِي خُطْبَةَ النَّبِيِّ ﷺ .

صحیح

৪৫০৫। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাক্কাহ বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন, যার কোন লোককে হত্যা করা হয়েছে তার দু'টি বিকল্প ব্যবস্থার যে কোন একটি গ্রহণের স্বাধীনতা আছে। হয়তো তাকে রক্তমূল্য দেয়া হবে, অন্যথায় কিসাস কার্যকর হবে। তখন ইয়ামানের অধিবাসী আবু শাহ নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! (এ নির্দেশ) আমাদের জন্য লিখিয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : “আবু শাহ-এর জন্য লিখে দাও। হাদীসের এ শব্দ ইমাম আহমাদ (র)-এর। আর ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, “আমাদের জন্য লিখিয়ে দিন” অর্থাৎ নাবী ﷺ-এর খুত্বাবাহটি।^{৪৫০৪}

সহীহ।

৪৫০৬ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دَفَعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَّةَ " .

حسن صحيح

৪৫০৬। ‘আমর ইবনু শু’আইব (র) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : কাকির হত্যার দায়ে মুমিনকে হত্যা করা যাবে না। কেউ মুমিন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে তাকে নিহতের ওয়ারিসদের নিকট সোপর্দ করা হবে। তারা চাইলে তাকে হত্যা করবে অথবা দিয়াত গ্রহণ করবে।^{৪৫০৫}

হাসান সহীহ।

৫ - باب مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَّةِ

অনুচ্ছেদ-৫ : যে ব্যক্তি দিয়াত গ্রহণের পর হত্যা করলো

৪৫০৭ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا مَطَرُ الْوَرَّاقُ، - وَأَخْبَسُهُ - عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا أُغْفَى مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَّةَ " .
ضَعِيفٌ ، الْمَشْكَاةُ (٣٤٧٩) ، الضَّعِيفَةُ (٤٧٦٧)

^{৪৫০৪} বুখারী, মুসলিম।

^{৪৫০৫} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ।

৪৫০৭। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দিয়াত গ্রহণের পর হত্যা করলো, আমি তাকে ক্ষমা করবো না।^{৪৫০৬}

দুর্বল : মিশকাত হা/৩৪৭৯৮, যঈফাহ হা/৪৭৬৭।

৬ - باب فِيمَنْ سَقَى رَجُلًا سَمًا أَوْ أَطْعَمَهُ فَمَاتَ أَيْقَادُ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ-৬ : কাউকে বিষ খাইয়ে হত্যা করলে কি তাকেও হত্যা করা হবে?

৪৫০৮ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ امْرَأَةً، يَهُودِيَّةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ أَرَدْتُ لِأَفْتَلِكُ . فَقَالَ " مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسَلِّطَكَ عَلَى ذَلِكَ " . أَوْ قَالَ " عَلَى " . قَالَ فَقَالُوا أَلَا نَقْتُلُهَا قَالَ " لَا " . فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

صحيح

৪৫০৮। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা জনৈকা ইয়াহুদী নারী বিষ মিশ্রিত একটি ভুনা ছাগী নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে উপস্থিত হলে তিনি তা থেকে খেলেন। অতঃপর তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত করা হলে তিনি তাকে এজন্য প্রশ্ন করলেন। সে বললো, আমি আপনাকে হত্যা করার জন্যই এটা করেছি। তিনি বললেন, “এ ব্যাপারে আল্লাহ তোমাকে সফল হতে দেননি অথবা তিনি বলেছেন, আমার উপর তোমাকে সফল হতে দেননি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন সাহাবীগণ বললেন, একে আমরা হত্যা করবোই। তিনি বললেন, না। আনাস (রা) বলেন, আমি সর্বদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আলাজিভে তা (বিষের ক্ষত চিহ্ন) দেখতে পেতাম।^{৪৫০৭}

সহীহ।

৪৫০৯ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ، ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عُبَادُ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي، سَلَمَةَ - قَالَ هَارُونُ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، مِنَ الْيَهُودِ أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ شَاةً مَسْمُومَةً - قَالَ - فَمَا عَرَضَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذِهِ أُخْتُ مَرْحَبِ الْيَهُودِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ سَمَتِ النَّبِيَّ ﷺ .

ضعيف الإسناد

৪৫০৯। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। এক ইয়াহুদী মহিলা নাবী ﷺ-কে বিষ মিশ্রিত একটি ভুনা ছাগী উপহার দিয়েছিল। বর্ণনাকারী বলেন, কিন্তু নাবী ﷺ তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেননি। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, যে নারী নাবী ﷺ-কে বিষ প্রয়োগ করেছিল সে হলো মারহাব নামক ইয়াহুদীর বোন।^{৪৫০৮}

সানা দূর্বল।

^{৪৫০৬} আহমাদ, তায়ালিসি। সানাদে মাত্মার অররাবু সত্যবাদী কিন্তু তার ভুল প্রচুর। এছাড়া সানাদে হাসান একজন মুদাল্লিস। তিনি হাদীসটি জাবির হতে শুনেছেন।

^{৪৫০৭} বুখারী, মুসলিম।

^{৪৫০৮} বায়হাকী। সানাদে সুফিয়ান ইবনু হুসাইন যুহরী সূত্রে বর্ণনায় যঈফ।

১০১ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ كَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ يَهُودِيَّةً، مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ سَمَتْ شَاةَ مَصْلِيَّةٍ ثُمَّ أَهْدَتْهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الذَّرَاعَ فَأَكَلَ مِنْهَا وَأَكَلَ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ" . وَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ فَدَعَاَهَا فَقَالَ لَهَا "أَسَمَّيْتَ هَذِهِ الشَّاةَ" . قَالَتْ الْيَهُودِيَّةُ مِنْ أَخْبَرِكَ قَالَ "أَخْبَرْتَنِي هَبْهُ فِي يَدِي" . لِلذَّرْعِ . قَالَتْ نَعَمْ . قَالَ "فَمَا أَرَدْتَ إِلَى ذَلِكَ" . قَالَتْ قُلْتُ إِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَنْ يَصْرَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ اسْتَرَحْنَا مِنْهُ . فَعَمَّا عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يُعَاقِبْهَا وَتَوَفَّى بَعْضُ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ أَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَاسْتَحَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ أَجْلِ الَّذِي أَكَلَ مِنَ الشَّاةِ حَمَمَهُ أَبُو هِنْدٍ بِالْفَرْنِ وَالشَّفْرَةِ وَهُوَ مَوْلَى لَبْنِي بَيَاضَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ .

ضعيف

৪৫১০। ইবনু শিহাব (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) এ মর্মে হাদীস কর্তা করেছিলেন যে, খায়বারে অধিবাসী এক ইয়াহুদী মহিলা বিষ মিশিয়ে একটা ছাগী ভুনা করে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হাদিয়া দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি রান নিয়ে খাওয়া আরম্ভ করলেন এবং তাঁর কতিপয় সাহাবীও তাঁর সঙ্গে খেতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন, তোমরা হাত গুটিয়ে নাও। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ ইয়াহুদী মহিলাকে লোক মারফত ডেকে এনে বললেন, তুমি কি এ ছাগীর সঙ্গে বিষ মিশিয়েছ? সে বললো, আপনাকে কে সংবাদ দিয়েছে? তিনি বললেন, আমার হাতের এই রান আমাকে খবর দিয়েছে। সে বললো, হাঁ। তিনি বললেন, এরূপ করার উদ্দেশ্য কি? সে বললো, আমি ভেবেছি, যদি তিনি সত্যিই নাবী হন তাহলে বিষ তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি নাবী না হন তবে আমরা তার থেকে ঝামেলা মুক্ত হবো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কোন প্রকার শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করে দিলেন। যেসব সাহাবী তাঁর সঙ্গে ছাগীর গোশত খেয়েছেন তাদের কেউ কেউ মারা গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ছাগীর গোশত খাওয়ার প্রতিক্রিয়া প্রতিহত করার জন্য তাঁর বাহুদ্বয়ের মাঝখানে রক্তমোক্ষণ করালেন। বনী বায়াদার মুক্তদাস আবু হিন্দ আনসারী শিং ও বল্লমের ফলা দ্বারা তাঁর রক্তমোক্ষণ করিয়েছিলেন।^{৪৫০৯}

দূর্বল।

১০১ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهْدَتْ لَهُ يَهُودِيَّةٌ بِخَيْبَرَ شَاةَ مَصْلِيَّةٍ نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ فَمَاتَ بَشَرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيُّ فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ "مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ" . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَتَلَتْ وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الْحِمَامَةِ .

حسن صحيح

৪৫১১। জাবির (রা) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। নাবী ﷺ-কে খায়বারে এক ইয়াহুদী নারী একটা ভুনা ছাগী উপহার দিয়েছিল। বর্ণনাকারী বলেন, বিশ্র ইবনুল বারআ ইবনু মা'রুর আনসারী (বিষক্রিয়ায়) মৃত্যু বরণ করার তিনি ইয়াহুদী নারীকে ডেকে এনে বললেন,

^{৪৫০৯} দারিমী। এর সানাদ-মুনকাতি। সানাদে যুহরী হাদীসটি জাবির হতে শুনেছেন।

তুমি কেন এরূপ করলে? অতঃপর জাবির (রা) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। এতে আরো রয়েছে : অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে মহিলাটিকে হত্যার নির্দেশ দিলেন এবং তাকে হত্যা করা হলো। কিন্তু বর্ণনাকারী এ হাদীসে রক্তমোক্ষণের কথা উল্লেখ করেননি।^{৪৫১০}

হাসান সহীহ।

৪৫১২ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ، عَنْ خَالِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُ الْيَهُودِيَّةَ وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُ الْيَهُودِيَّةَ وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. زَادَ فَأَهْدَتْ لَهُ يَهُودِيَّةٌ بِخَيْرِ شَأْنٍ مَصْلِيَّةً سَمَّيْنَاهَا فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا وَأَكَلَ الْقَوْمُ فَقَالَ "ارْزُقُوا أَيْدِيَكُمْ فَإِنَّهَا أَخْبَرْتَنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ". فَمَاتَ بَشَرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَرْزُورٍ الْأَنْصَارِيُّ فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ "مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ". قَالَتْ "إِنْ كُنْتُ نَبِيًّا لَمْ يَصْرُكَ الَّذِي صَنَعْتَ وَإِنْ كُنْتُ مَلَكًا أَرَحْتَ النَّاسَ مِنْكَ". فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَتَلَتْ ثُمَّ قَالَ فِي وَجْهِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ "مَا زِلْتُ أَحِبُّ مِرَّ الْأَكْلَةِ الَّتِي أَكَلْتُ بِخَيْرٍ فَهَذَا أَوَانٌ قَطَعْتَ أَبْهَرِي".

حسن صحيح

৪৫১২। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদিয়া গ্রহণ করতেন কিন্তু সদাকাহ গ্রহণ করতেন না। বর্ণনাকারী বলেন, খায়বারে এক ইয়াহুদী মহিলা একটি ভূনা বকরীতে বিষ মিশিয়ে তাঁকে হাদিয়া দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা হতে আহার করেন এবং লোকজনও আহার করে। তিনি বললেন : তোমরা তোমাদের হাত গুটিয়ে নাও। কারণ এটি আমাকে অবহিত করেছে যে, এটি বিষযুক্ত। (বিষক্রিয়ার ফলে) বিষয় ইবনুল ঝারআ ইবনু মাক্কর আল-আনসারী (রা) মারা যান। তিনি ইয়াহুদী মহিলাকে ডেকে এনে প্রশ্ন করেন : তুমি যা করলে তা করতে তোমাকে কিসে প্ররোচিত করেছে? সে বললো, আপনি যদি সত্য নাবী হয়ে থাকেন তাহলে আমি যা করেছি তাতে আপনার ক্ষতি হবে না। আর যদি আপনি বাদশাহ হয়ে থাকেন তাহলে আমি আপনার থেকে মানুষকে শান্তি দিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিলে পরে তাকে হত্যা করা হলো। অতঃপর তিনি যে ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে ইনতিকাল করেন সেই সম্পর্কে বলেন : আমি সর্বদা সেই লোকমার ব্যথা অনুভব করছি যা আমি খায়বারে খেয়েছিলাম। এই সময়ে তা আমার প্রধান ধমনি কেটে দিচ্ছে।^{৪৫১১}

হাসান সহীহ।

৪৫১৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ابْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أُمَّ مُبَشَّرٍ، قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ مَا يُتَّهَمُ بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِّي لَا أَتُهُمْ بِأَنِّي شَيْئًا إِلَّا الشَّاةَ الْمَسْمُومَةَ الَّتِي أَكَلَ مَعَكَ بِخَيْرٍ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "وَأَنَا لَا أَتُهُمْ بِنَفْسِي إِلَّا ذَلِكَ فَهَذَا أَوَانٌ قَطَعْتَ أَبْهَرِي". قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَبَّمَا حَدَّثَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُرْسَلًا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَبَّمَا حَدَّثَ بِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ

৪৫১০ বায়হাকী।

৪৫১১ বুখারী, আহমাদ।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَّ مَعْمَرًا كَانَ يُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيثِ مَرَّةً مُرْسَلًا فَيَكْتُبُونَهُ وَيُحَدِّثُهُمْ مَرَّةً بِهِ فَيُسْنِدُهُ فَيَكْتُبُونَهُ وَكُلُّ صَحِيحٍ عِنْدَنَا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَلَمَّا قَدِمَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَلَى مَعْمَرٍ أَسْتَدَّ لَهُ مَعْمَرٌ أَحَادِيثَ كَانَ يُوقِفُهَا .

صحیح الإسناد

৪৫১৩। ইবনু কা'ব ইবনু মালিক (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ যখন মৃত্যুরোগে আক্রান্ত ছিলেন তখন উম্মু মুবাশশির (রা) তাঁকে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আপনার রোগ সম্পর্কে কি ভাবছেন? আর আমি আমার ছেলের রোগ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন নই সেই বিষ মেশানো স্বকরীর গোশত ব্যতীত যা সে খায়বারে আপনার সঙ্গে খেয়েছে। নাবী ﷺ বললেন : আমিও ঐ বিষ ছাড়া আমার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন নই। এ মুহূর্তে তা আমার প্রধান ধমনি কেটে দিচ্ছে।^{৪৫১২}

সানাদ সহীহ।

৪০১৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّ أُمَّ مَيْشَرٍ، - قَالَ أَبُو سَعِيدٍ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ كَذَا قَالَ عَنْ أُمِّهِ، وَالصُّوَابُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ مَيْشَرٍ، - دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مَخْلَدِ بْنِ خَالِدٍ نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ فَمَاتَ بَشَرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَرْوَرٍ فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ فَقَالَ " مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ " . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَتَلَتْ وَلَمْ يَذْكُرِ الْحِمَامَةُ .

صحیح الإسناد

৪৫১৪। উম্মু মুবাশশির (রা) বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর নিকট প্রবেশ করলাম। অতঃপর তিনি মাখলাদ ইবনু খালিদের হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণনা করেন জাবিরের (রা) হাদীসের মতই। বর্ণনাকারী বলেন, বিশর ইবনুল বারআ ইবনু মা'রুর (রা) মারা গেলে নাবী ﷺ ইয়াহুদী মহিলাকে ডেকে এনে প্রশ্ন করেন : তুমি যা করেছে তা করতে কিসে তোমাকে প্ররোচিত করেছে? অতঃপর জাবির (রা) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সম্পর্কে নির্দেশ দিলে পরে তাকে হত্যা করা হয়। বর্ণনাকারী এখানে রক্তমোক্ষণের কথা উল্লেখ করেননি।^{৪৫১৩}

সানাদ সহীহ।

৭ - بَابُ مَنْ قَتَلَ عَبْدَةً أَوْ مِثْلَ بِهٍ أَيْقَادُ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ-৭ : কেউ স্বীয় গোলামকে হত্যা বা অঙ্গহেদন করলে তাকেও কি অনুরূপ করা হবে?

৪০১০ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَجَفَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ لِحْسَنِ عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " مَنْ قَتَلَ عَبْدَةً قَتَلَنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ " .
ضعيف، المشكاة (٢٤٧٣)

^{৪৫১২} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

^{৪৫১৩} আহমাদ।

৪৫১৫। সামুরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি তার দাসকে হত্যা করবে আমরা তাকে হত্যা করবো এবং যে তার দাসের অঙ্গহানি করবে আমরাও তার মতই অঙ্গহানি করবো।^{৪৫১৪}

দূর্বল : যঈফাহ হা/৩৪৭৩।

৪৫১৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ خَصَصَ عَبْدَهُ خَصِيْنَاهُ " . ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَحَمَّادٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ هِشَامٍ مِثْلَ حَدِيثِ مُعَاذٍ .

ضعيف

৪৫১৬। ক্বাতাদাহ (র) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার গোলামকে নিষীর্ষ করবে (অণ্ডকোষ কাটবে) আমরাও তাকে নিষীর্ষ করবো। অতঃপর হাদীসের বাকি অংশ শু'বাহ ও হাম্মাদের হাদীসের মতই।^{৪৫১৫}

দূর্বল।

৪৫১৭ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُرْوَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِ شُعْبَةَ مِثْلَهُ زَادَ ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ فَكَانَ يَقُولُ " لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ " .

صحيح مقطوع

৪৫১৭। ক্বাতাদাহ (র) হতে শু'বাহ (র) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। এতে আরো রয়েছে : পরবর্তীতে আল-হাসান (র) হাদীসটি ভুলে যান। তাই তিনি বলতেন, গোলাম হত্যার অপরাধে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না।^{৪৫১৬}

সহীহ মাঝুত'।

৪৫১৮ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ لَا يُغَادُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ .

صحيح مقطوع

৪৫১৮। আল হাসান (র) বলেন, দাস হত্যার অপরাধে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না।^{৪৫১৭}

সহীহ মাঝুত'।

৪৫১৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيمٍ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا سَوَّارُ أَبُو حَمْرَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مُسْتَصْرِخٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ جَارِيَةٌ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ " وَيْحَكَ مَا لَكَ " . قَالَ شَرًّا أَبْصَرَ لِسَيِّدِهِ جَارِيَةٌ لَهُ فَغَارَ فَحَبَّ مَذَاكِرُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " عَلَى الرَّجُلِ " . فَطُلِبَ فَلَمْ يُقَدَّرْ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَذْهَبَ فَأُتِيَ حُرٌّ " . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَنْ تُصْرِتَنِي قَالَ " عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ " . أَوْ قَالَ " .

৪৫১৪ তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ।

৪৫১৫ নাসায়ী, আহমাদ।

৪৫১৬ নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ, দারিমী।

৪৫১৭ বায়হাকী।

كُلُّ مُسْلِمٍ " قَالَ أَبُو دَاوُدَ الَّذِي عُنِيَ كَانَ اسْمُهُ رُوْحُ بْنُ دِينَارٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الَّذِي جَبَهُ زَيْبَاعُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا زَيْبَاعُ أَبُو رُوْحٍ كَانَ مَوْلَى الْعَبْدِ .

حسن

৪৫১৯। 'আমর ইবনু শু'আইব (রা) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা এবং তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একটি লোক চিৎকার করতে করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! অমুকের দাসী! তিনি বললেন, দুর্ভাগা! তোমার কি হয়েছে বলো। সে বললো, আমার অনিষ্ট হয়েছে। সে তার মালিকের দাসীর প্রতি তাকানোর কারণে সে তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তার লিঙ্গ কেটে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : লোকটিকে আমার নিকট নিয়ে আসো। তাকে খুঁজে না পাওয়া গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি দাসত্বমুক্ত; তুমি চলে যাও। লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কে আমাকে সাহায্য করবে? তিনি বললেন, (তোমায় সাহায্য করা) প্রত্যেক মুসলিম বা মুমিনের দায়িত্ব। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, দাসত্বমুক্ত ব্যক্তির নাম ছিল রাওহ ইবনু দীনার। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, তার লিঙ্গ কর্তনকারীর নাম ছিল যিন্বা'। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, এই যিন্বা' আবু রাওহ ছিল দাসটির মনিব।^{৪৫১৮}

হাদিস।

৮ - باب القسامة

অনুচ্ছেদ-৮ : সম্মিলিত কসম সম্পর্কে

৪৫২০ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - الْمَعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنَسَةَ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ مُحَبِّصَةَ بِنْتُ مَسْعُودٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، انْطَلَقَا قَبْلَ خَيْرٍ فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقَتَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَأَتَاهُمَا الْيَهُودُ فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَابْنَا عَمِّهِ حَوِصَةُ وَمُحَبِّصَةُ فَأَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي أَمْرِ أُخِيهِ وَهُوَ أَصْغَرُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْكَبِيرُ الْكَبِيرُ " أَوْ قَالَ " لَيْدِ الْكَبِيرُ " . فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبَيْهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيَدْفَعُ بِرُمْتِهِ " . قَالُوا أَمَرْنَا نَشْهَدُهُ كَيْفَ تَحْلِفُ قَالَ " فَتَبَرُّكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ . قَالَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَبْلِهِ . قَالَ قَالَ سَهْلٌ دَخَلْتُ مَرَبَدًا لَهُمْ يَوْمًا فَكَضَخْتَنِي نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ رَكْضَةً بِرَجْلَيْهَا . قَالَ حَمَّادُ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ بَشِيرُ بْنُ الْمِفْضَلِ وَمَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ فِيهِ " أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ " وَلَمْ يَذْكُرْ بَشِيرٌ دَمًا وَقَالَ عَبْدُهُ عَنْ يَحْيَى كَمَا قَالَ حَمَّادُ وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى قَبْدًا بِقَوْلِهِ " تَبَرُّكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا يَحْلِفُونَ " . وَلَمْ يَذْكُرِ الْإِسْتِحْقَاقَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا وَهَمٌّ مِنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

صحيح

৪৫২০। সাহল ইবনু আবু হাসমা ও রাফি' ইবনু খাদীজা (রা) সূত্রে বর্ণিত। মুহাইয়াসা ইবনু মাস'উদ ও 'আবদুল্লাহ ইবনু সাহল (রা) দুজনেই খাম্বারে উপনীত হয়ে খেজুর বাগানের মধ্যে পৃথক হয়ে গেলেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু সাহল নিহত হলে তারা এজন্য ইয়াহুদী গোত্রকে দায়ী করলো। অতঃপর তার ভাই 'আবদুর রহমান ইবনু সাহল ও তার দু'জন চাচাতো ভাই হুওয়াইয়াসা ও মুহাইয়াসা একত্রে নাবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন এবং ভাইয়ের ব্যাপারে আলাপ শুরু করলো। বস্ত্রত সে তাদের মধ্যে বয়সে ছোট ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যে বড়ো, অর্থাৎ যে বয়সে বড়ো তাকে আগে কথা বলতে দাও। অথবা তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে যে বয়সে বড়ো তারই শুরু করা উচিত। অতঃপর তারা দু'জনে তাদের সাথীর (নিহতের) বিষয়ে আলাপ করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তির দায়ী হওয়ার ব্যাপারে তোমাদের মধ্য হতে পঞ্চাশজনকে কসম করতে হবে; অতঃপর কিসাস নেয়ার জন্য আসামীকে সোপর্দ করা হবে। তারা বললো, আমরা কি করে কসম করবো, আমরা তো উপস্থিত ছিলাম না! তিনি বললেন, তাহলে তাদের মধ্য হতে পঞ্চাশ ব্যক্তির কসম গ্রহণের মাধ্যমে ইয়াহুদীরা তোমাদের হতে অভিযোগমুক্ত হবে। তারা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এরা তো কাফির সম্প্রদায়ের। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পক্ষ থেকে দিয়াত পরিশোধ করলেন। সাহল (রা) বলেন, আমি একদিন তাদের উটের বাথানে গিয়েছিলাম, ঐ উটগুলোর মধ্যকার একটা মাদী উট আমাকে পা দিয়ে সজোরে লাগি মেরেছিল। হাম্মাদ (র)-ও একইরূপ বর্ণনা করেন। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীস বিশর ইবনু মুফাদ্দাল ও মালিক ইবনু ইয়াহয়া ইবনু সাঈদ হতে বর্ণনা করেছেন। সেখানে ক্ষয়েছে : তোমরা কি পঞ্চাশটি কসম খেয়ে তোমাদের হত্যাকারীর রক্তের অধিকারী হবে? কিন্তু বিশর (র) তার বর্ণনায় রক্ত শব্দটি বলেননি।^{৪৫১৯}

সহীহ।

৪৫২১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنْظَلَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هُوَ، وَرَجُلًا، مِنْ كِبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحِيصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ فَأَتَيْ مُحِيصَةَ فَأَخْبَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ أَتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ . قَالُوا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ . فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيْصَةَ - وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ - وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحِيصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " كَبُرَ كِبَرٌ " . يُرِيدُ السَّنَّ فَتَكَلَّمَ حُوَيْصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحِيصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِمَّا أَنْ يَذُوبَا صَاحِبَكُم وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ " . فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ فَكَتَبُوا إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحُوَيْصَةَ وَمُحِيصَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ " أَتُحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ " . قَالُوا لَا . قَالَ " فَتَحْلِفْ لَكُمْ يَهُودٌ " . قَالُوا لَيْسُوا مُسْلِمِينَ فَوَدَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أَذْخَلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ . قَالَ سَهْلٌ لَقَدْ رَكَضْتَنِي مِنْهَا نَاقَةٌ مَغْرَمَاءُ .

صحیح

৪৫২১। আবু লাইলাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুর রহমান (র) সূত্রে বর্ণিত। আবু হাস্‌মার পুত্র সাহ্ল (রা) বর্ণনা করেন, সে (সাহ্ল) ও তার গোত্রের কতিপয় গণ্যমান্য লোক তাকে সংবাদ দিয়েছে যে, 'আবদুল্লাহ ইবনু সাহ্ল ও মুহাইয়াসা উভয়ে দুর্ভিক্ষে পড়ে খায়বারে যায়। মুহাইয়াসা তাদের নিকট ফিরে এসে সংবাদ দিলেন যে, 'আবদুল্লাহ ইবনু সাহ্ল (রা)-কে হত্যা করে গর্তে বা কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তিনি ইয়াহুদীদের নিকট গিয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! তোমরাই তাকে মেরেছো। তারা বললো, আল্লাহর কসম! আমরা তাকে হত্যা করিনি। অতঃপর সে ফিরে এসে গোত্রের লোকজনকে ঘটনা জানালো। অতঃপর সে, তার ভাই হুওয়াইয়াসা এবং 'আবদুর রহমান ইবনু সাহ্ল এগিয়ে এলেন। মুহাইয়াসা কথা বলতে উদ্যোগী হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, যে বয়সে বড়ো তাকে সম্মান করো এবং কথা বলার জন্য প্রাধান্য দাও। অতঃপর পর্যায়ক্রমে হুওয়াইয়াসা ও মুহাইয়াসা আলাপ করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হয় তারা তোমাদের সাথীর দিয়াত দিবে, না হয় তাদেরকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনাবে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ একথা তাদেরকে লিখে জানালেন এবং তারাও উত্তরে লিখলো, আল্লাহর কসম! আমরা তাকে হত্যা করিনি। এবার রাসূলুল্লাহ ﷺ হুওয়াইয়াসা, মুহাইয়াসা ও 'আবদুর রহমানকে প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি কসম করে তোমাদের সাথীর দিয়াত নিতে পারবে? তারা বললেন, না। তিনি বললেন, তাহলে ইয়াহুদীরা তোমাদের জন্য কসম করবে? তারা বললেন, ওরা তো মুসলিম নয়। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পক্ষ হতে তার দিয়াত পরিশোধ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বাড়িতে একশো উট পাঠিয়ে দিলেন। সাহ্ল (রা) বলেন, ঐ উটগুলোর মধ্যকার একটি লাল রঙের মাদী উট আমাকে লাগি মেরেছিল।^{৪৫২০}

সহীহ।

৪৫২২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، وَكَثِيرُ بْنُ عُيَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَتَلَ بِالْقَسَامَةِ رَجُلًا مِنْ بَنِي نَضَرَ بْنِ مَالِكٍ بِيَحْرَةَ الرُّغَاءِ عَلَى شَطْرِ لِيَةِ الْبَحْرَةِ قَالَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ مِنْهُمْ . وَهَذَا لَفْظُ مُحَمَّدٍ بِيَحْرَةَ أَقَامَهُ مُحَمَّدٌ وَحَدَّهٗ عَلَى شَطْرِ لِيَةِ الْبَحْرَةِ .

ضعيف معضل

৪৫২২। 'আমর ইবনু শু'আইব (র) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কতিপয় ব্যক্তির সম্মিলিত শপথের ভিত্তিতে বাহরাতুল রুগাত নামক স্থানের বনী নাসর ইবনু মালিক গোত্রের এক ব্যক্তিকে বাহরার শহর হতে কিছু দূরে অবস্থিত লিয়া উপত্যকায় মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ে তাদের (নাসর গোত্রের) লোক ছিল।^{৪৫২১}

বইক মু'দাল।

^{৪৫২০} বুখারী, মুসলিম।

^{৪৫২১} বায়হাকী। সানাদে 'আমর ইবনু শু'আইব ও নাবী (সাঃ)-এর মাঝে তিন জন ব্যক্তি বাদ পড়েছে।

৯ - باب في ترك القود بالقسامة

অনুচ্ছেদ-৯ : কাসামার ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর না করা

৪০২৩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الصَّبَّاحِ الرَّغْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا، مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَنْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَيْلًا فَقَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عَنْدهُمْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا فَقَالُوا مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا . فَأَنْطَلَقْنَا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَقَالَ لَهُمْ " تَأْتُونِي بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ هَذَا " . قَالُوا مَا لَنَا بَيِّنَةٌ . قَالَ " فَيُخْلَفُونَ لَكُمْ " . قَالُوا لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ . فَكَرَهُ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبْطَلَ دَمُهُ فَوَدَّاهُ مِائَةَ مِنْ إِبِلٍ الصَّدَقَةِ .

صحیح

৪৫২৩। বাশীর ইবনু ইয়াসার (র) সূত্রে বর্ণিত। তার মতে, সাহল ইবনু আবু হাসমাহ (রা) নামক জনৈক আনসারী তাকে জানান যে, একটি ক্ষুদ্র দল খায়বারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে সেখানে পৌঁছে তারা পরস্পর পৃথক হয়ে যান। অতঃপর তারা তাদের একজনকে নিহত অবস্থায় পান। তখন তারা যাদের নিকট তাকে পেলেন, তাদেরকে অভিযুক্ত করে বললেন, তোমরা আমাদের সাথীকে হত্যা করেছো। তারা বললো, আমরা তাকে হত্যা করিনি এবং কে হত্যা করেছে তাও অবহিত নই। অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলাম। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি ﷺ তাদেরকে বললেন, হত্যাকারীর বিপক্ষে তোমরা প্রমাণ দাও। তারা বললেন, আমাদের নিকট কোন প্রমাণ নেই। তিনি বললেন, তাহলে ওরা তোমাদের জন্য কসম করবে। তারা বললেন, আমরা ইয়াহুদী জাতির শপথে সন্তুষ্ট নই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দিয়াতের দাবি বাতিল করাকে সমীচীন মনে না করে তার জন্য সদাকাহর একশো উট দিয়াত হিসেবে দান করলেন।^{৪৫২২}

সহীহ।

৪০২৪ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ رَاشِدٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ أَصْبَحَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مَقْتُولًا بِخَيْبَرَ فَأَنْطَلَقَ أَوْلِيَائُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " لَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَتْلِ صَاحِبِكُمْ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ ثُمَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا هُمْ يَهُودٌ وَقَدْ يَجْتَرِئُونَ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ هَذَا . قَالَ " فَاخْتَارُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ فَاسْتَحْلِفُوهُمْ " . فَأَبَوْا فَوَدَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ .

صحیح

৪৫২৪। রাফি' ইবনু খাদীজ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বললেন, আনসারদের এক ব্যক্তি খায়বারে নিহত হলে তার অভিভাবকগণ নাবী ﷺ-এর নিকট গিয়ে এ ঘটনা জানালেন। তিনি বললেন, তোমাদের কি এমন দু'জন সাক্ষী আছে, যারা তোমাদের সাথীর হত্যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে? তারা বললেন, হে আল্লাহ রাসূল! সেখানে কোন মুসলিম নেই। আর এরা হলো সেই ইয়াহুদী জাতি, যারা এর চেয়েও আরো জঘন্য অপকর্মের জন্য কুখ্যাত। তিনি বললেন, তাহলে তোমরা তাদের পঞ্চাশজন লোককে বাছাই করে নিয়ে

তাদের থেকে কসম নাও। তারা এতে রাজি না হওয়ায় নাবী ﷺ নিজের পক্ষ হতে তার দিয়াত দিয়ে দিলেন।^{৪৫২৩}

সহীহ।

৪৫২০ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، - يَغْنِي ابْنُ سَلَمَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُحَيْدٍ، قَالَ إِنَّ سَهْلًا وَاللَّهُ أَوْهَمَ الْحَدِيثِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى يَهُودَ "أَنَّهُ قَدْ وَجِدَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ قَتِيلَ فَدُوهُ". فَكَتَبُوا يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا قَتَلْنَاهُ وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا. قَالَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةُ نَاقَةٍ.

মনকর

৪৫২৫। আবদুর রহমান ইবনু বুজাইদ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই সাহল (র) এ হাদীসটি সন্দেহযুক্ত করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইয়াহুদী গোত্রের নিকট এই মর্মে পত্রটি লিখেন যে, যেহেতু তোমাদের এলাকায় নিহত ব্যক্তির লাশ পাওয়া গেছে, কাজেই তোমরা তার দিয়াত আদায় করো। তারা আল্লাহর নামে পঞ্চাশ বার কসম করে উত্তরে লিখে, আমরা তাকে হত্যা করিনি এবং কে হত্যা করেছে তাও অবহিত নই। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিজের পক্ষ হতে একশোটি উট তার দিয়াত হিসেবে পরিশোধ করলেন।^{৪৫২৪}

মুনকার।

৪৫২৬ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ، عَنْ رِجَالٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْيَهُودِ وَبَدَأَ بِهِمْ "يَخْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا". فَأَبَوْا فَقَالَ لِلْأَنْصَارِ "اسْتَحِقُّوا". قَالُوا نَخْلِفُ عَلَى الْغَيْبِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِيَّةً عَلَى يَهُودَ لِأَنَّهُ وَجِدَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ.

শায

৪৫২৬। কতিপয় আনসারী সাহাবী (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ প্রথমে ইয়াহুদীদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্য হতে পঞ্চাশ জন কসম করবে। তারা এতে সম্মত না হওয়ায় তিনি আনসারদের উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা (কসমের দ্বারা) দিয়াতের অধিকারী হও। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি অদৃশ্য বিষয়ে কসম করবো? এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ইয়াহুদীদের উপর দিয়াত আরোপ করলেন। কেননা নিহতকে তাদের এলাকায় পাওয়া গেছে।^{৪৫২৫}

শায।

৪৫২৩ বায়হাকী।

৪৫২৪ বায়হাকী।

৪৫২৫ বায়হাকী।

১০ - باب يُقَادُّ مِنَ الْقَاتِلِ

অনুচ্ছেদ-১০ : হত্যাকারী থেকে সমান প্রতিশোধ নেয়া

৪০২৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ جَارِيَةَ، وَجَدَتْ، قَدْ رَضَّ رَأْسَهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكَ هَذَا أَفْلَانٌ أَفْلَانٌ حَتَّى سَمِيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوَمَّتْ بِرَأْسِهَا فَأَخَذَ الْيَهُودِيُّ فَأَعْتَرَفَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ .

صحیح

৪৫২৭। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা একটি বালিকাকে দু'টি পাথরের মাঝখানে মাথা থেতলিয়ে দেয়া অবস্থায় পাওয়া গেলো। তাকে প্রশ্ন করা হলো, তোমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার কে করেছে; অমুকে না অমুকে? শেষে এক ইয়াহুদীর নাম নিলে সে মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ-সূচক ইঙ্গিত করলো। তখন ঐ ইয়াহুদীকে গ্রেপ্তার করে আনা হলে সে অপরাধ স্বীকার করলো। অতঃপর নাবী ﷺ পাথর দিয়ে তার মাথা থেতলিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন।^{৪৫২৬}

সহীহ।

৪০২৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي فُلَانَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ يَهُودِيًّا، قَتَلَ جَارِيَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيِّ لَهَا ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلْبٍ وَرَضَّ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأَخَذَ فَاتِي بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوبَ نَحْوَهُ .

صحیح

৪৫২৮। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা আনসার গোত্রের এক বালিকার অলঙ্কার ছিনতাই করার জন্য এক ইয়াহুদী তাকে হত্যা করে একটি কূপে নিক্ষেপ করে। সে তার মাথা পাথর দিয়ে থেতলিয়ে দিয়েছিল। তাকে গ্রেপ্তার করে নাবী ﷺ-এর নিকট আনা হলে তিনি তাকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হলো।^{৪৫২৭}

সহীহ।

৪০২৯ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ جَارِيَةَ، كَانَ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ لَهَا فَرَضَّ رَأْسَهَا يَهُودِيٌّ بِحَجَرٍ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ لَهَا " مَنْ قَتَلَكَ فُلَانٌ . قَتَلَكَ . " فَقَالَتْ لَا . بِرَأْسِهَا . قَالَ " مَنْ قَتَلَكَ فُلَانٌ قَتَلَكَ . " قَالَتْ لَا . بِرَأْسِهَا . قَالَ " فُلَانٌ قَتَلَكَ . " قَالَتْ نَعَمْ . بِرَأْسِهَا فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَتَلَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ .

صحیح

^{৪৫২৬} বুখারী, মুসলিম।^{৪৫২৭} মুসলিম, আহমাদ।

৪৫২৯। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। এক বালিকার অলঙ্কার ছিনতাই করার জন্য এক ইয়াহুদী তার মাথা পাথর দিয়ে খেতলিয়ে দিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সেখানে পৌঁছিলেন তখনও তার প্রাণস্পন্দন অবশিষ্ট ছিল। তিনি ﷺ তাকে বললেন, তোমাকে কে হত্যা করেছে? অমুক ব্যক্তি তোমাকে হত্যা করেছে? সে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করলো, না। তিনি বললেন, তোমাকে কে হত্যা করেছে? তোমাকে অমুক ব্যক্তি হত্যা করেছে? সে মাথার ইঙ্গিতে বললো, না। তিনি বললেন, অমুক ব্যক্তি কি তোমাকে হত্যা করেছে? সে মাথা নাড়িয়ে ইঙ্গিতে বললো, হ্যাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিলে তাকে দু'টি পাথরের মাঝে রেখে হত্যা করা হলো।^{৪৫২৮}

সহীহ।

১১ - باب أَيَقَادُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ

অনুচ্ছেদ-১১ : কাফির হত্যার দায়ে মুসলিমকে হত্যা করা হবে কিনা?

৪০৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ، إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقُلْنَا هَلْ عَهْدٌ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً قَالَ لَا إِلَّا مَا فِي كِتَابِي هَذَا - قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ - فَأَخْرَجَ كِتَابًا - وَقَالَ أَحْمَدُ كِتَابًا مِنْ قَرَابِ سَيْفِهِ - فَإِذَا فِيهِ " الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأَ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِدِمَتِهِمْ أَذْنَاهُمْ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ مَنْ أَخَذَتْ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَخَذَتْ حَدَثًا أَوْ أَوَى مُخْدِنًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ " . قَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ فَأَخْرَجَ كِتَابًا .

صحیح

৪৫৩০। ক্বাইস ইবনু 'আব্বাদ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ও আল-আশতার 'আলী (রা)-এর নিকট গিয়ে বলি, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি আপনাকে বিশেষ কোন উপদেশ দিয়েছেন যা সাধারণভাবে মানুষকে দেননি? তিনি বললেন, না; তবে শুধু এতটুকু যা আমার এ চিঠিতে আছে। অতঃপর তিনি তার তরবারির খাপ হতে একখানা পত্র বের করলেন। তাতে লেখা ছিল : সকল মুসলিমের জীবন সমমানের। অন্যদের বিরুদ্ধে তারা একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি। তাদের একজন সাধারণ ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত নিরাপত্তাই সকলের জন্য পালনীয়। সাবধান! কোন মুমিনকে কোন কাফির হত্যার অপরাধে হত্যা করা যাবে না। চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিককেও চুক্তি বলবৎ থাকাকালে হত্যা করা যাবে না। কেউ বিদআত চালু করলে তার দায় তার উপর বর্তাবে। কোন ব্যক্তি বিদআত চালু করলে বা বিদআতীকে মুক্তি দিলে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ এবং ফিরিশতা ও মানবকুলের অভিশাপ।^{৪৫২৯}

সহীহ।

^{৪৫২৮} বুখারী, মুসলিম।

^{৪৫২৯} নাসায়ী, আহমাদ।

৪৫৩১ - حَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثٍ عَلِيٍّ زَادَ فِيهِ " وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَيُرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ " .

حسن صحيح

৪৫৩১। 'আমর ইবনু শুআইব (র) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অতঃপর 'আলী (রা) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে এতে রয়েছে : তাদের দূর্বর্তীরাও তাদের পক্ষে নিরাপত্তা দিতে পারবে, উত্তম ও দুর্বল পশুর মালিকরা এবং পিছনে অবস্থানরত ও সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ সৈন্যগণও গণীমাতে সমান অংশ লাভ করবে।^{৪৫৩০}

হাসান সহীহ।

১২ - باب في مَنْ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا أَيْقَلْتُهُ

অনুচ্ছেদ-১২ : কেউ স্বীয় স্ত্রীর সঙ্গে অন্য লোককে দেখতে পেলে সে তাকে হত্যা করবে কি?

৪৫৩২ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الْوَهَّابُ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوَاطِي، - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَلْتُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا " . قَالَ سَعْدٌ بَلَى وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ . قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " اسْمَعُوا إِلَيَّ مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ " . قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ " إِلَيَّ مَا يَقُولُ سَعْدٌ " .

صحيح

৪৫৩২। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। সা'দ ইবনু 'উবাদাহ (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি কেউ স্বীয় স্ত্রীর সঙ্গে কোন পুরুষকে দেখতে পায় তাহলে কি সে তাকে হত্যা করবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : না। সা'দ (রা) বললেন, হাঁ; সেই আল্লাহর কসম যিনি আপনাকে সত্য দীন দিয়ে মর্যাদাবান করেছেন। নাবী ﷺ বললেন : তোমাদের নেতা সা'দ কি বলে তা শোনো!^{৪৫৩১}

সহীহ।

৪৫৩৩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أَمْنَهُلَهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَالَ " نَعَمْ " .

صحيح

৪৫৩৩। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। সা'দ ইবনু 'উবাদাহ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, যদি আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে কোন পুরুষকে দেখতে পাই তবে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করা পর্যন্ত কি তাকে অবকাশ দিবো? তিনি বললেন : হ্যাঁ।^{৪৫৩২}

সহীহ।

৪৫৩০ এটি গত হয়েছে হা/২৭৫১।

৪৫৩১ মুসলিম, ইবনু মাজাহ।

৪৫৩২ মুসলিম, আহমাদ।

১৩ - باب الْعَامِلِ يُصَابُ عَلَى يَدَيْهِ خَطَاً

অনুচ্ছেদ-১৩ : যাকাত আদায়কারীর দ্বারা ভুলবশত কেউ আহত হলে করণীয়

৪০৩৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سَفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ أَبَا جَهْمٍ بْنُ حَذِيفَةَ مُصَدِّقًا فَلَاجَهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ فَضْرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَحَّه فَأَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا الْقَوَدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لَكُمْ كَذَا وَكَذَا " . فَلَمْ يَرْضُوا فَقَالَ " لَكُمْ كَذَا وَكَذَا " . فَلَمْ يَرْضُوا فَقَالَ " لَكُمْ كَذَا وَكَذَا " . فَرَضُوا . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِنِّي خَاطَبْتُ الْعَشِيَّةَ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ " . فَقَالُوا نَعَمْ . فَخَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " إِنَّ هَؤُلَاءِ اللَّيْثِينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا أَرْضَيْتُمْ " . قَالُوا لَا . فَهُمْ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَكْفُوا عَنْهُمْ فَكَفُوا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ فَقَالَ " أَرْضَيْتُمْ " . فَقَالُوا نَعَمْ . قَالَ " إِنِّي خَاطَبْتُ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ " . قَالُوا نَعَمْ . فَخَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ " أَرْضَيْتُمْ " . قَالُوا نَعَمْ .

صحيح

৪৫৩৪। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ আবু জাহম ইবনু হুযাইফাহ (রা)-কে যাকাত আদায়ের উদ্দেশ্যে পাঠালেন। এক লোক তার যাকাত দেয়ার ব্যাপারে তার সঙ্গে সংঘাতে জড়ালো। আবু জাহম (রা) তাকে মারধর করলে তাতে তার মাথা ফেটে যায়। তারা নাবী ﷺ-এর নিকট এসে অভিযোগ করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কিসাস কার্যকর করুন। নাবী ﷺ বললেন : তোমাদেরকে এই এই পরিমাণ দেয়া হবে। কিন্তু এতেও তারা সন্তুষ্ট হলো না। পুনরায় তিনি বললেন, তোমাদেরকে এই এই পরিমাণ দেয়া হবে। এতে তারা সম্মত হলো। নাবী ﷺ বললেন : আমি আজ বিকেলে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবো আর তখন তাদেরকে তোমাদের সম্মতির ব্যাপারে জানাবো। তারা বললো, হাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ভাষণে বললেন, লাইস গোত্রের এসব লোক আমার নিকট এসে কিসাস চাইলে আমি তাদেরকে এই এই পরিমাণ সম্পদ দেয়ার প্রস্তাব করেছি এবং এতে তারা সম্মত হয়েছে। সুতরাং তোমরা কি রাযী আছো? তারা বললো, না। এতে মুহাজিরগণ তাদের উপর চড়াও হতে চাইলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে হস্তক্ষেপ করতে বারণ করলেন এবং তারাও বিরত রইলেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে ডেকে পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, তোমরা কি সম্মত আছো? তারা বললো, হাঁ। তিনি বললেন, আমি লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবো এবং তখন তোমাদের সম্মতির কথা তাদেরকে জানাবো। তারা বললো, হাঁ। এবার রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ভাষণে বললেন, তোমরা কি সম্মত আছো? তারা বললো, হাঁ।^{৪৫৩৩}

সহীহ।

১৫ - باب القَوَدِ بِغَيْرِ حَدِيدٍ

অনুচ্ছেদ-১৪ : অস্ত্র ছাড়া অন্য বস্তুর দ্বারা হত্যা করা হলে তার কিসাস সম্পর্কে

৪৫৩০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ جَارِيَةَ، وَجَدَتْ، قَدْ رُضَّ رَأْسُهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكَ هَذَا أَفْلَانُ أَفْلَانُ حَتَّى سَمِيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوَمَّتْ بِرَأْسِهَا فَأَخَذَ الْيَهُودِيُّ فَأَعْتَرَفَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ .

صحیح

৪৫৩০। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা একটি বালিকাকে তার মাতা দু'টি পাথরের মাঝে রেখে থেতলানো অবস্থায় পাওয়া গেলো। তাকে প্রশ্ন করা হলো, তোমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার কে করেছে? অমুক ব্যক্তি করেছে? অমুক ব্যক্তি করেছে? অবশেষে এক ইয়াহুদীর নাম বলা হলে সে তার মাথার ইস্তিতে বললো, হাঁ। অতঃপর সেই ইয়াহুদীকে গ্রেপ্তার করে আনা হলে সে তা স্বীকার করলো। তখন নাবী ﷺ তার মাথা পাথরে থেতলিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন।^{৪৫৩৪}

সহীহ।

১০ - باب القَوَدِ مِنَ الضَّرْبَةِ وَقَصِّ الْأَمِيرِ مِنْ نَفْسِهِ

অনুচ্ছেদ-১৫ : প্রহারের बदলা এবং শাসক তার নিজের উপর কিসাস গ্রহণের সুযোগ দেয়া

৪৫৩১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشْجِ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُسَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ يَتَنَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ قَسْمًا أَقْبَلَ رَجُلٌ فَأَكْبَ عَلَيْهِ فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعُرْجُونٍ كَانَ مَعَهُ فَجُرِحَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " تَعَالَ فَاسْتَقِدْ " . فَقَالَ بَلْ عَفَوْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ .

ضعيف

৪৫৩১। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু সম্পদ বন্টনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি এসে তাঁর উপর ঝুঁকে পড়লো। রাসূলুল্লাহ ﷺ খেজুরের লাঠি দিয়ে তাকে আঘাত করলেন এবং এতে তার চেহারায় দাগ পড়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তুমি এসে আমার থেকে কিসাস নাও। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! বরং আমি ক্ষমা করে দিলাম।^{৪৫৩৫}

দুর্বল।

৪৫৩৭ - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَرَارِيُّ، عَنِ الْحُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي فِرَاسٍ، قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ عُمَّالِي لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ وَلَا لِيَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ فَمَنْ فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ

^{৪৫৩৪} এটি গত হয়েছে হা/৪৫২৭।

^{৪৫৩৫} নাসায়ী, আহমাদ। এর সানাদে 'উবাইদাহ ইবনু মুসাফিহ মাজহুলুল হাল।

فَلْيَرْفَعَهُ إِلَى أَقْصَىٰ مِنْهُ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَذَبَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ أَتَقَصُّهُ مِنْهُ قَالَ إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَقْصَىٰ
وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْصَىٰ مِنْ نَفْسِهِ .

ضعيف

৪৫৩৭। আবুল ফিরাস (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আমাদের সম্মুখে ভাষণ দেয়ার সময় বলেন, আমি আমার কর্মচারীদেরকে এজন্য প্রেরণ করি না যে, তারা আপনাদের উপর শারীরিক নির্যাতন চালাবে এবং আপনাদের সম্পদ ছিনিয়ে নিবে। যদি কারো উপর এ ধরনের কোন কিছু করা হয়ে থাকে তাহলে সে যেন আমার নিকট অভিযোগ করে। আমি তার প্রতিশোধ নিবো। ‘আমর ইবনুল ‘আস (রা) বললেন, যদি কোন ব্যক্তি তার কোন নাগরিককে আদব শিখানোর জন্য শাস্তি দেয় তাহলে কি তার কিসাস নেয়া হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সেই পবিত্র সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন! জেনে রাখো! আমি তার কিসাস গ্রহণ করবো। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর নিজের বিরুদ্ধে কিসাস কার্যকর করতে দেখেছি।^{৪৫৩৬}

দুর্বল।

১৬ - باب عَفْوِ النِّسَاءِ عَنِ الدِّمِ

অনুচ্ছেদ-১৬ : নারীরাও কিসাস ক্ষমা করতে পারে

৪৫৩৮ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُسَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ حِصْنًا، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ، يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " عَلَى الْمُقْتَلِينَ أَنْ يَتَحَجَّرُوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ بَلَّغَنِي أَنَّ عَفْوَ النِّسَاءِ فِي الْقَتْلِ جَائِزٌ إِذَا كَانَتْ إِحْدَى الْأَوَّلِيَّاتِ وَبَلَّغَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ فِي قَوْلِهِ " يَتَحَجَّرُوا " . يَكْفُوا عَنْ الْقَوْدِ .

ضعيف

৪৫৩৮। ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : বিবাদমান পক্ষবন্দ যেন কিসাস গ্রহণ হতে বিরত থাকে। ঘনিষ্ঠতর ব্যক্তি কিসাস ক্ষমা করবে, অতঃপর পরবর্তী ঘনিষ্ঠতর ব্যক্তি, যদিও সে মহিলা হয়। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, ‘ইয়ানহাজিযু’ শব্দের অর্থ হলো, তারা কিসাস গ্রহণ হতে বিরত থাকবে। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, মহিলাদের জন্যও হত্যাকারীকে ক্ষমা করা বৈধ, যদি তিনি নিহতের ওয়ারিস হন।^{৪৫৩৭}

দুর্বল।

৪৫৩৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، - وَهَذَا حَدِيثُهُ - عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ مَنْ قُتِلَ . وَقَالَ ابْنُ عُيَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَا فِي رَمْيٍ يَكُونُ بَيْنَهُمْ

^{৪৫৩৬} নাসায়ী, আহমাদ। সানাদের আবু ফিরাস সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন : তাকে চেনা যায়নি।

^{৪৫৩৭} নাসায়ী। সানাদে হিস্ন সম্পর্কে হাফিয বলেন : মাক্‌বুল।

بِحَجَارَةٍ أَوْ ضَرْبٍ بِالسَّيَاطِ أَوْ ضَرْبٍ بَعْضًا فَهُوَ خَطَأٌ وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطِئِ وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوْدٌ " . وَقَالَ ابْنُ عُيَيْدٍ " قَوْدٌ يَدٌ " . ثُمَّ اتَّفَقَا " وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ " . وَحَدِيثُ سُفْيَانَ أَثَمٌ .
 صحيح بما بعده (৪০৪০)

৪৫৩৯। ইবনু 'উবাইদ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি অদৃশ্যভাবে নিহত হলো পাথর নিক্ষেপে, চাবুক কিংবা লাঠির আঘাতে নিহত হলে তা ভুলবশত হত্যা হিসেবে গণ্য হবে এবং এজন্য দিয়াত দিবে। আর যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হয়েছে তার কিসাস কার্যকর হবে। অতঃপর উভয় বর্ণনাকারী সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি কিসাস কার্যকর করতে বাধা দিবে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ ও ক্রোধ পতিত হবে এবং তার কোন ফরয বা নফল ইবাদত কবুল করা হবে না।^{৪৫৩৮}

সহীহ, পরবর্তী হাদীস দ্বারা।

৪০৪০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ .
 صحيح

৪৫৪০। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অতঃপর সুফিয়ান বর্ণিত হাদীসের অর্থানুরূপ হাদীস বর্ণিত।^{৪৫৩৯}

সহীহ।

১৮ - باب الدِّيَةِ كَمْ هِيَ

অনুচ্ছেদ-১৮ : দিয়াতের (ক্ষতিপূরণের) পরিমাণ কতো?

৪০৪১ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنْ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ بِنْتٍ مَخَاضٍ وَثَلَاثُونَ بِنْتٍ لَبُونٍ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَعَشْرَةٌ بَنِي لَبُونٍ ذَكَرٍ .
 حسن

৪৫৪১। 'আমর ইবনু শু'আইব (র) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা এবং দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, ভুলবশত হত্যার দিয়াত হবে একশো উট। এর মধ্যে ত্রিশটি হবে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, ত্রিশটি তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, ত্রিশটি চতুর্থ বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী এবং দশটি তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী উট।^{৪৫৪০}

হাসান।

৪৫৩৮ বায়হাকী।

৪৫৩৯ নাসায়ী, ইবনু মাজাহ।

৪৫৪০ এটি গত হয়েছে হা/৪৫০৬।

৪০৪২ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ كَانَتْ قِيَمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَمَانِيَةَ دِينَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ آلَافٍ دِرْهَمٍ وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى اسْتَخْلَفَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَامَ عَطِيًّا فَقَالَ أَلَا إِنَّ الْإِبِلَ قَدْ غَلَتْ . قَالَ فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرَقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْنِ بَقْرَةً وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفِي شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْنِ حُلَّةٍ . قَالَ وَتَرَكْتُ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْنَهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ .

حسن

৪৫৪২। ‘আমর ইবনু শু’আইব (র) হতে পরায়ক্রমে তার পিতা এবং তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে মুদ্রায় দিয়াত ছিল আটশো দীনার অথবা আট হাজার দিরহাম। সে সময় আহলে কিতাবদের জন্য ছিলো মুসলিমদের জন্য নির্ধারিত দিয়াতের অর্ধেক। বর্ণনাকারী বলেন, দিয়াতের এ পরিমাণ ‘উমার (র)-এর খলীফাহ নির্বাচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কার্যকর ছিলো। খলীফাহ হয়ে তিনি ভাষণদানকালে বলেন, উটের দাম বেড়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর ‘উমার (রা) দিয়াতের পরিমাণ স্বর্ণের মালিকদের জন্য এক হাজার দীনার, রৌপ্যের মালিকদের জন্য বারো হাজার দিরহাম, গাভীর মালিকদের জন্য দুইশো গাভী, ছাগলের মালিকদের জন্য দুই হাজার ছাগল ও কাপড়ের মালিক বা ব্যবসায়ীদের জন্য দুইশো জোড়া কাপড় ধার্য করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি যিম্মীদের দিয়াত বাদ রাখলেন অর্থাৎ দিয়াতের পরিমাণ বৃদ্ধিকালে তাদের জন্য নির্ধারিত পূর্বের পরিমাণে বৃদ্ধি করেননি।^{৪৫৪১}

হাসান।

৪০৪৩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْنِ بَقْرَةً وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفِي شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْنِ حُلَّةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْقَمَحِ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ مُحَمَّدٌ .

ضعيف، الإرواء (٢٢٤٤)

৪৫৪৩। ‘আত্বা ইবনু আবু রাবাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দিয়াত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, উটের মালিকরা একশো উট, গরুর মালিকরা দুইশো গরু, ছাগলের মালিকরা দুই হাজার ছাগল ও কাপড়ের মালিকরা দুইশো জোড়া কাপড় দিয়াত হিসেবে প্রদান করবে। আর গমের মালিককে যা দিতে হবে তার পরিমাণ বর্ণনাকারী স্মরণ রাখতে পারেননি।^{৪৫৪২}

দুর্বল : ইরওয়া হা/২২৪৪।

৪০৪৪ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَرَأْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ثُمَيْلَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ ذَكَرَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مُوسَى . قَالَ وَعَلَى أَهْلِ الطَّعَامِ شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ .

ضعيف

^{৪৫৪১} বায়হাকী।

^{৪৫৪২} বায়হাকী। সানাদে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক মুদাল্লিস। আর ‘আত্বা ইবনু আবু রাবাহ হাদীসটি মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন।

৪৫৪৪। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরয করেছেন: এর বাকী অংশ মূসা বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। অতঃপর তিনি বলেন, খাদদ্রব্যের মালিকদের জন্য যা (ফরয) করেছেন তা আমি স্মরণ রাখিনি।^{৪৫৪৩}

দুর্বল।

৪৫৪৫ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ خُشَيْفِ بْنِ مَالِكٍ الطَّائِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " فِي دِيَةِ الْخَطِيءِ عَشْرُونَ حَقَّةً وَعَشْرُونَ جَذْعَةً وَعَشْرُونَ بَنْتَ مَخَاضٍ وَعَشْرُونَ بَنْتَ لَبُونٍ وَعَشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ ذَكَرٌ " . وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ .

ضعيف

৪৫৪৫। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ভুলবশত হত্যার দিয়াত হলো বিশটি চতুর্থ বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, বিশটি পঞ্চম বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, বিশটি দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, বিশটি তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী এবং বিশটি দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী। এটি 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা)-এর নিজস্ব বক্তব্য।^{৪৫৪৪}

দুর্বল।

৪৫৪৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا، مِنْ بَنِي عَدِيٍّ قَتَلَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ عَبَّاسٍ .

ضعيف، الإرواء (٢٢٤٥)

৪৫৪৬। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। বনী 'আদীর এক ব্যক্তি নিহত হলে নাবী ﷺ তার দিয়াত নির্ধারণ করেন বারো হাজার দিরহাম।^{৪৫৪৫}

দুর্বল : ইরওয়া হা/২২৪৫।

১৭ - باب دِيَةِ الْخَطِيءِ شِبْهِ الْعَمْدِ

অনুচ্ছেদ-১৯ : ইচ্ছাকৃত হত্যার সদৃশ-এর দিয়াত

৪৫৪৭ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ، - الْمَعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ رِبْعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ " لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدُهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ " . إِلَى هَا هُنَا حَفِظْتُهُ عَنْ مُسَدَّدٍ ثُمَّ أَتَّفَقَا " أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْتَرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُذَكَّرُ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيْ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَائَةِ النَّبِيِّ " . ثُمَّ قَالَ "

^{৪৫৪৩} বায়হাক্বী। সানাদে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক মুদাল্লিস।

^{৪৫৪৪} তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ, দারিমী। সানাদে হাজ্জাজ বিন আরভাত একজন মুদাল্লিস এবং তিনি এটি আন আন শব্দে বর্ণনা করেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন : এই হাদীসটি যঈফ।

^{৪৫৪৫} তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু মাইমুন রয়েছে। তার সম্পর্কে হাফিয আত-তাকুরী ব গ্রন্থে বলেন : সত্যবাদী কিন্তু প্রায় ভুল করে থাকেন।

أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطِّئِ شَبِهُ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بَطْنِهَا أَوْلَادُهَا " . وَحَدِيثٌ مُسَدَّدٌ
أَتَمُّ .

حسن

৪৫৪৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মাক্কাহ বিজয়ের দিন ভাষণ দেয়ার সময় তিনবার আব্বাহ আকবার বলে তাকবীর দিলেন অতঃপর বললেন, “আব্বাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তিনি তাঁর অঙ্গীকার বাস্তবায়িত করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই কাফিরদের পরাজিত করেছেন”। আমি এ পর্যন্ত মুসাদ্দাদ হতে মুখস্ত করেছি। অতঃপর উভয়ের বর্ণনা একই। “জেনে রাখো! জাহিলী যুগে কিসাসের ব্যাপারে যেসব বংশীয় মর্যাদার দাবি করা হতো তা আমার দুই পদতলে প্রোথিত। কিন্তু হাজ্জীদের পানি পান করানো ও কা'বা ঘরের খেদমতের নিয়ম আগের মতো বহাল থাকবে।” অতঃপর তিনি বললেন, জেনে রাখো! ইচ্ছাকৃত হত্যার মতই ভুলবশত হত্যা যা চাবুক বা লাঠির আঘাতে হয়ে থাকে, এজন্য দিয়াত হিসেবে একশো উট দিবে, যার মধ্যে চল্লিশটি উষ্ট্রী হবে গর্ভবতী।^{৪৫৪৬}

হাসান।

৪৫৪৮ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَهْبٌ، عَنْ خَالِدٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ مَعْنَاهُ .

لم أجده في الصحيح ولا في الضعيف

৪৫৪৮। খালিদ (র) সূত্রে এ সানাদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণিত।^{৪৫৪৭}

আমি এটি সহীহ এবং যঈফেও পাইনি।

৪৫৪৯ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ أَوْ فَتَحَ مَكَّةَ عَلَى دَرَجَةِ الْبَيْتِ أَوْ الْكَعْبَةِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ أَيْضًا عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ أَيُّوبُ السَّخْنِيَانِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مِثْلَ حَدِيثِ خَالِدٍ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ السُّدُوسِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَوْلُ زَيْدٍ وَأَبِي مُوسَى مِثْلَ حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

ضعيف، الإرواء (٢٥٧ / ٧)

৪৫৪৯। ইবনু 'উমার (রা) হতে নাবী ﷺ সূত্রে অনুরূপ অর্থের হাদীস বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিজয়ের দিন বা মাক্কাহ বিজয়ের সময় কা'বার দরজায় বা কা'বার চত্বরে ভাষণ দিলেন।^{৪৫৪৮}

দূর্বল : ইরওয়া হা/৭/২৫৭।

^{৪৫৪৬} নাসায়ী, ইবনু মাজাহ।

^{৪৫৪৭} বায়হাকী।

^{৪৫৪৮} নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ, হুমাইদী। সানাদে 'আলী ইবনু যায়িদ বিন জুদ'আন দূর্বল। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। বিশেষ করে মতভেদের ক্ষেত্রে। তাছাড়া তিনি সানাদে উলটপালট করেছেন।

৪০০ - حَدَّثَنَا الثَّقَلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ قَضَى عُمَرُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثِينَ حَقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلْفَةً مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلٍ عَامِهَا .

ضعيف الإسناد موقوف

৪৫৫০। মুজাহিদ (র) সূত্রে বর্ণিত। ইচ্ছাকৃত হত্যার সদৃশ-এর দিয়াত সম্পর্কে ‘উমার (রা) সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, ত্রিশটি চতুর্থ বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, ত্রিশটি পঞ্চম বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী এবং চল্লিশটি এমন গর্ভবতী উষ্ট্রী যার বয়স ছয় হতে নয় এর মধ্যে রয়েছে।^{৪৫৪৯}

সানাদ দুর্বল মাঝতু’।

৪০০১ - حَدَّثَنَا هُتَادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ أَلَاثٌ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حَقَّةً وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلٍ عَامِهَا كُلُّهَا خَلْفَةً .

ضعيف الإسناد

৪৫৫১। ‘আসিম ইবনু দমরাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আলী (রা) বলেছেন, ভুলবশত হত্যার দিয়াত তিন ধরনের : তেত্রিশটি চার বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, তেত্রিশটি পাঁচ বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী এবং চৌত্রিশটি তিন বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, যা ছয় হতে নয় বছর বয়সী, দিয়াত হিসেবে ধার্য।^{৪৫৫০}

সানাদ দুর্বল।

৪০০২ - حَدَّثَنَا هُتَادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْخَطِّ أَرْبَاعًا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حَقَّةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ كُبُونٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ .

ضعيف

৪৫৫২। ‘আসিম ইবনু দামরাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আলী (রা) বলেছেন, ভুলবশত হত্যার দিয়াত চার ধরনের : চার বছরে পদার্পণকারী পঁচিশটি উষ্ট্রী, পাঁচ বছরে পদার্পণকারী পঁচিশটি উষ্ট্রী, তিন বছরে পদার্পণকারী পঁচিশটি উষ্ট্রী এবং দুই বছরে পদার্পণকারী পঁচিশটি উষ্ট্রী।^{৪৫৫১}

দুর্বল।

৪০০৩ - وَبِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حَقَّةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ كُبُونٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ .

ضعيف الإسناد

^{৪৫৪৯} এটি আবু দাউদ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সানাদে ইনকিতা হয়েছে। মুজাহিদ হাদীসটি ‘উমার (রাঃ) হতে শুনেছেন।

^{৪৫৫০} বায়হাকী। সানাদে ‘আসিম ইবনু দামরাহ রয়েছে। একাধিক ইমাম তার সমালোচনা করেছেন।

^{৪৫৫১} বায়হাকী সুনানুল কুবরা। সানাদের আবু ইসহাক হাদীসটি আলকামাহ হতে শুনেছেন। বরং শুনেছেন আসওয়াদ হতে।

৪৫৫৩। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা) বলেন, ইচ্ছাকৃত হত্যার সদৃশ (কতলে শিব্হে আম্দ)-এর দিয়াত হলো : পঁচিশটি চতুর্থ বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, পঁচিশটি পঞ্চম বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, পঁচিশটি তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী ও পঁচিশটি দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী।^{৪৫৫২}

সানাদ দুর্বল।

৪৫৫৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عِيَّاضٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فِي الْمَغْلَظَةِ أَرْبَعُونَ جَذْعَةً خَلْفَةً وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ بَنَاتٍ لَبُونٍ وَفِي الْخَطِّ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ بَنَاتٍ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ ذُكُورًا وَعِشْرُونَ بَنَاتٍ مَخَاضٍ.

صحیح

৪৫৫৪। 'উসমান ইবনু 'আফফান ও যাইদ ইবনু সাবিত (রা) সূত্রে বর্ণিত। তাদের মতে, কঠোর দিয়াত হচ্ছে : চল্লিশটি পঞ্চম বছরে পদার্পণকারী গর্ভবতী উষ্ট্রী, ত্রিশটি চতুর্থ বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী এবং ত্রিশটি তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী। আর ভুলবশত হত্যার দিয়াত হলো : ত্রিশটি চতুর্থ বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, ত্রিশটি তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, বিশটি তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী উট এবং বিশটি দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী।^{৪৫৫৩}

সহীহ।

৪৫৫৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فِي الدِّيَةِ الْمَغْلَظَةِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً.

صحیح الإسناد

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَعَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ إِذَا دَخَلَتِ النَّاقَةُ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ فَهُوَ حَقٌّ وَالْأُنْثَى حِقَّةً لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ وَيُرَكَّبَ فَإِذَا دَخَلَ فِي الْخَامِسَةِ فَهُوَ جَذَعٌ وَجَذْعَةٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّادِسَةِ وَالْقَى نَثِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِيٌّ وَنَثِيَّةٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّابِعَةِ فَهُوَ رَبَاعٌ وَرَبَاعِيَّةٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ وَالْقَى النِّسْرَ الَّذِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَّةِ فَهُوَ سَدِيسٌ وَسَدِسٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ وَفَطَرَ نَابَهُ وَطَلَعَ فَهُوَ بَازِلٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي الْعَاشِرَةِ فَهُوَ مُخْلَفٌ ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ وَلَكِنْ يُقَالُ بَازِلٌ عَامٍ وَبَازِلٌ عَامَتَيْنِ وَمُخْلَفٌ عَامٍ وَمُخْلَفٌ عَامَتَيْنِ إِلَى مَا زَادَ. وَقَالَ الثَّضَرُّ بْنُ شَمِيلٍ بِنْتُ مَخَاضٍ لِسَنَةِ وَبِنْتُ لَبُونٍ لِسَنَتَيْنِ وَحِقَّةٌ لثَلَاثَ وَجَذْعَةٌ لِأَرْبَعٍ وَالثَّنِيُّ لِخَمْسٍ وَرَبَاعٌ لِسِتٍّ وَسَدِيسٌ لِسَبْعٍ وَبَازِلٌ لثَمَانٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَالْأَصْمَعِيُّ وَالْحَدَّادُ وَقَتٌ وَلَيْسَ بِسَنٍ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَالَ بَعْضُهُمْ فَإِذَا أَلْقَى رَبَاعِيَّتَهُ فَهُوَ رَبَاعٌ وَإِذَا أَلْقَى نَثِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِيٌّ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ إِذَا أَلْفَحَتْ فَهِيَ خَلْفَةٌ فَلَا تَزَالُ خَلْفَةً إِلَى عَشْرَةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرَةَ أَشْهُرٍ فَهِيَ عَشْرَاءُ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ إِذَا أَلْقَى نَثِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِيٌّ وَإِذَا أَلْقَى رَبَاعِيَّتَهُ فَهُوَ رَبَاعٌ.

৪৫৫২ এর সানাদ গত গিয়েছে হা/৪৫৫১।

৪৫৫৩ বায়হাক্কী সুনানুল কুবরা।

৪৫৫৫। যায়িদ ইবনু সাবিত (রা) সূত্রে কঠোর দিয়াত সম্পর্কে বর্ণিত। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।^{৪৫৫৪}

সানাদ সহীহ।

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, আবু 'উবাইদ প্রমুখ বলেছেন, যখন কোন উষ্ট্রী চতুর্থ বছর বয়সে পদার্পণ করে তখন পুরুষ উটকে বলা হয় হিক্কুন এবং স্ত্রী উটকে বলা হয় হিক্কাতুন। কারণ, তখন ঐ উট বা উষ্ট্রী বাহনোপযোগী ও ভারবাহী পণ্ডতে পরিণত হয়। যখন তা পঞ্চম বছরে পদার্পণ করে তখন পুরুষটিকে জাযু'উন ও স্ত্রীটিকে জাযু'আতুন বলা হয়। যখন তা ষষ্ঠ বছরে পদার্পণ করে এবং তার উপর ও নীচের মাড়ির সামনের দিকে দু'টি করে মোট চারটি দাঁত পড়ে যায় তখন তাকে সানিয়ুন ও ছানিয়্যাতুন বলা হয়। যখন তা সপ্তম বছরে পদার্পণ করে তখন যথাক্রমে রাবাউন ও রাব'ইয়্যাহ বলা হয়। যখন তা অষ্টম বছরে পদার্পণ করে এবং সামনের চারটি দাঁতের পরবর্তী দাঁত পড়ে যায় তখন তাকে যথাক্রমে সাদীস ও সাদাস বলা হয়। যখন তা নবম বছরে পদার্পণ করে এবং তার দাঁত পুনরায় ওঠে তখন তাকে বাযিল বলা হয়। আর যখন দশম বছরে পদার্পণ করে তখন তাকে মুখলিফ বলা হয়। এরপর নির্ধারিত কোন নাম নেই বরং এক বছর বেশী হলে বাযিলে 'আম ও দু'বছরের বেশী হলে বাযিলে 'আমাইন বলা হয়। অতঃপর এক বছর হলে মিখলাফে 'আম ও দু'বছর হলে মিখলাফে 'আমাইন বলা হয়, অতঃপর এভাবে নামকরণ করা হয়।

নাদর ইবনু শুমাইল (র) বলেন, এক বছর হলে বিনতু মাখাদ, দুই বছর হলে বিনতু লাবুন, তিন বছর হলে হিক্কাহ, চার বছর হলে জাযা'আহ, পাঁচ বছর হলে সানিয়্যা, ছয় বছর হলে রাবা', সাত বছর হলে সাদীস, আট বছর হলে বাযিল বলা হয়। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, আবু হাতিম ও আল-আসমাঈ বলেন, জাযা'আহ হচ্ছে সময়, তা বয়স নয়। আবু হাতিম (র) বলেন, কতিপয় বিশেষজ্ঞ বলেন, সম্মুখের দাঁত পড়ে গেলে বলা হয় রাবা'উন। আর মাড়ির দাঁত পড়ে গেলে বলা হয় সানী। আবু 'উবাইদ (র) বলেন, উষ্ট্রী গর্ভবতী হলে খালিফাহ বলা হয়। অতঃপর দশ মাসের পূর্ব পর্যন্ত তাকে খালিফাহ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু যখন দশম মাসে পদার্পণ করে তখন তাকে 'উশারা বলা হয়। আবু হাতিম (র) বলেন, যখন উপর ও নীচের মাড়ির সামনের দু'টি করে দাঁত পড়ে যায় তখন তাকে সানিয়ুন বলা হয়। আর যখন চারটি দাঁত পড়ে যায় তখন তাকে বলা হয় রাবা'উন।

২০ - باب دِيَاتِ الْأَغْضَاءِ

অনুচ্ছেদ-২০ : অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিয়াত

৪০০৭ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ غَالِبِ الثَّمَارِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ " .

صحیح

৪৫৫৬। আবু মূসা (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : (দিয়াতের ব্যাপারে) আঙ্গুলগুলো সমান। প্রত্যেক আঙ্গুলের দিয়াত হবে দশটি করে উট।^{৪৫৫৬}

সহীহ।

৪৫৫৭ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ غَالِبِ التَّمَارِ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ " . قُلْتُ عَشْرٌ عَشْرٌ قَالَ " نَعَمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ غَالِبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوقَ بْنَ أَوْسٍ وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي غَالِبُ التَّمَارِ بِإِسْنَادِ أَبِي الْوَلِيدِ وَرَوَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي صَفِيَّةٍ عَنْ غَالِبٍ بِإِسْنَادِ إِسْمَاعِيلَ .

صحیح

৪৫৫৭। আল-আশ‘আরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন, দিয়াতের ক্ষেত্রে আঙ্গুলগুলো সমান। আমি বললাম, দশটি দশটি করে? তিনি বললেন, হ্যাঁ।^{৪৫৫৭}

সহীহ।

৪৫৫৮ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ " . قَالَ يَعْنِي الْإِبْهَامَ وَالْخَنْصَرَ .

صحیح

৪৫৫৮। ইবনু ‘আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এটা এবং ওটা সমান, অর্থাৎ বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠা আঙ্গুলের দিয়াত।^{৪৫৫৮}

সহীহ।

৪৫৫৯ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ وَالثَّنِيَّةُ وَالضَّرْسُ سَوَاءٌ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ الثَّعْلَبِيُّ عَنْ شُعْبَةَ بِمَعْنَى عَبْدِ الصَّمَدِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا الدَّارِمِيُّ عَنْ الثَّعْلَبِيِّ .

صحیح

৪৫৫৯। ইবনু ‘আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আঙ্গুল এবং দাঁতের (দিয়াত) সমান, সম্মুখের দাঁত ও চোয়ালের দাঁত সমান; এটাও ওটার সমান।^{৪৫৫৯}

সহীহ।

৪৫৫৬ নাসায়ী, ইবনু মাজাহ।

৪৫৫৬ নাসায়ী, আহমাদ, দারিমী।

৪৫৫৭ বুখারী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৪৫৫৮ ইবনু মাজাহ।

৪০৬০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْأَسْتَنَانُ سَوَاءٌ وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ " .
 صحيح

৪৫৬০। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দাঁতগুলো সমান এবং আঙ্গুলগুলোও সমান (পার্থক্য হবে না)।^{৪৫৫৯}

সহীহ।

৪০৬১ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو ثُمَيْلَةَ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءً .
 صحيح

৪৫৬১। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই হাত ও দুই পায়ের আঙ্গুল (এর দিয়াত) সমান হিসেবে ধার্য করেন।^{৪৫৬০}

সহীহ।

৪০৬২ - حَدَّثَنَا هُدَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَدَّةٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهَرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ " فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ " .
 حسن صحيح

৪৫৬২। 'আমর ইবনু শু'আইব (র) হতে পর্যায়েক্রমে তার পিতা এবং তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ কা'বার সঙ্গে পিঠ লাগিয়ে ভাষণদানকালে বলেন, আঙ্গুলগুলো দশটি দশটি করে (উট দিয়াত পাবে)।^{৪৫৬১}

হাসান সহীহ।

৪০৬৩ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَدَّةٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " فِي الْأَسْتَنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ " .
 حسن صحيح

৪৫৬৩। 'আমর ইবনু শু'আইব (র) হতে পর্যায়েক্রমে তার পিতা এবং তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন, প্রতিটি দাঁতের দিয়াত হলো পাঁচটি উট।^{৪৫৬২}

হাসান সহীহ।

৪৫৫৯ আহমাদ।

৪৫৬০ তিরমিযী, ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ ও গরীব।

৪৫৬১ নাসায়ী।

৪৫৬২ এটি গত হয়েছে হা/৩৫৪৭।

৪০৬৫ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَ فِي كِتَابِي عَنْ شَيْبَانَ، - وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ - فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ، - صَاحِبُ لَنَا ثِقَةً - قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ - عَنْ سُلَيْمَانَ، - يَعْنِي ابْنَ مُوسَى - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطِئِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الْوَرَقِ يُقَوِّمُهَا عَلَى ثَمَانِ الْإِبِلِ فَإِذَا غَلَّتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا هَاجَتْ رَخَصَهَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الْوَرَقِ ثَمَانِيَةَ آلَافٍ دِرْهَمٍ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتِي بَقْرَةٍ وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِي الشَّاءِ فَالْقَتْلُ شَاءَ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنْ الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ فَمَا فَضَّلَ فَلِلْعَصَبَةِ " . قَالَ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَإِنْ جُدِعَتْ تَذَوُّهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرَقِ أَوْ مِائَةُ بَقْرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ وَفِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ وَفِي الرَّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَثُلُثٌ أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرَقِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الشَّاءِ وَالْحَائِضَةُ مِثْلُ ذَلِكَ وَفِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ أَصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأَسْتَنَانِ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لَا يَرْتُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا مَا فَضَّلَ عَنْ وَرَثَتِهَا فَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا " . قَالَ مُحَمَّدٌ بْنُ رَاشِدٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ هَرَبَ إِلَى الْبَصْرَةِ مِنَ الْقَتْلِ .

حسن

৪৫৬৪। ‘আমর ইবনু শু’য়াইব (র) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা এবং তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ভুলবশত হত্যার অপরাধে গ্রামের অধিবাসীদের উপর চারশো দীনার অথবা এর সম-পরিমাণ আট হাজার রৌপ্য মুদ্রা ধার্য করতেন। আর তিনি মুদ্রার সংখ্যা নির্ধারিত করতেন উটের মূল্যকে ভিত্তি করে। অতএব উটের মূল্য বাড়লে দিয়াতের পরিমাণও বাড়বে আর দাম কমলে কিসাস বৃদ্ধি পেতো। আর উটের বাজার দর নিম্নগামী হলে দিয়াতের পরিমাণও কমে যেতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে তা বৃদ্ধি পেয়ে স্বর্ণমুদ্রা চারশো হতে আটশত পর্যন্ত উঠানামা করেছে এবং এর বিকল্প রৌপ্য মুদ্রা আট হাজার পর্যন্ত পৌছেছে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ গরুর মালিকদের জন্য দুইশো গরু এবং ছাগলের মালিকদের জন্য দুই হাজার ছাগল দিয়াত ধার্য করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিহত ব্যক্তির দিয়াত তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে মীরাস হিসেবে গণ্য বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এবং আত্মীয় সম্পর্কের ভিত্তিতে অর্থাৎ প্রথমে যাবিল ফুরুয ও তাদের নির্ধারিত অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট আসাবাগণ পাবেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন, নাকের দিয়াত হলো, তা সম্পূর্ণ কেটে বিচ্ছিন্ন করা হলে পূর্ণ দিয়াত, নাকের সম্মুখভাগ বা আংশিক কাটা হলে পূর্ণ দিয়াতের অর্ধেক পঞ্চাশটি উট বা তার মূল্য হিসেবে স্বর্ণমুদ্রা অথবা রৌপ্য মুদ্রা বা একশো গরু বা এক হাজার ছাগল। আর যদি হাত কেটে ফেলা হয় তাহলে পূর্ণ দিয়াতের অর্ধেক এবং পা কাটার জন্যও অনুরূপ অর্ধেক দিয়াত। আর আঘাত মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌছেলে এক-তৃতীয়াংশ দিয়াতস্বরূপ তেত্রিশটি উট এবং একটি উটের মূল্যে তিন ভাগের

একভাগ অথবা দিয়াতের বিনিময় মূল্য স্বর্ণ বা রৌপ্য বা গরু বা ছাগল দিয়ে আদায় করবে। আঘাত যদি পেটের ভেতরে পৌঁছে তাহলেও (এক-তৃতীয়াংশ) দিয়াত দিবে। প্রতিটি আঙ্গুলের দিয়াত দশটি উট এবং প্রতিটি দাঁতের দিয়াত পাঁচটি উট। রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ দিয়েছেন, মহিলাদের অপরাধের দিয়াত তার সেসব আসাবা দিবে যারা যাবিল ফুরুযের অংশ দেয়ার পর সম্পূর্ণ সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়, যেমন পুত্র, পিতা, চাচা, ভাই ইত্যাদি। আর যদি কোন মহিলা নিহত হয় তাহলে তার রক্ত মূল্য তার উত্তরাধিকারীগণ পাবে অথবা তারা তার হত্যাকারীকে হত্যা করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস হবে না। যদি তার কোন যাবিল ফুরুয উত্তরাধিকারী না থাকে তাহলে যারা আত্মীয় সম্পর্কের দিক হতে নিকটতর তারা উত্তরাধিকারী হবে।^{৪৫৬০}

হাসান।

৪৫৬০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ بْنُ بِلَالٍ الْعَمَلِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ - عَنْ سُلَيْمَانَ، - يَعْنِي ابْنَ مُوسَى - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "عَقْلُ شَيْهِ الْعَمْدِ مَغْلُظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ" . قَالَ وَزَادَنَا حَبْرٌ عَنْ ابْنِ رَاشِدٍ "وَذَلِكَ أَنْ يَتَزَوَّ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَتَكُونَ دِمَاءٌ فِي عَمِيٍّ فِي غَيْرِ ضَعِيفَةٍ وَلَا حَمَلٍ سِلَاحٍ" .

حسن

৪৫৬৫। 'আমর ইবনু ও'আইব (রা) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা এবং তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ-এর দিয়াত ইচ্ছাকৃত হত্যার মতোই কঠোর হবে; অবশ্য ঘাতককে হত্যা করা যাবে না। বর্ণনাকারী বলেন, খলীল আমাদেরকে ইবনু রাশিদ সূত্রে আরো বলেছেন : শয়তান মানুষের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ফলে অন্যের ক্ষতিসাধনের ইচ্ছা হয় এবং অস্ত্র ছাড়াই অসতর্কভাবে প্রাণহানি ঘটে।^{৪৫৬৪}

হাসান।

৪৫৬৮ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ، حَدَّثَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ، - يَعْنِي الْمُعَلَّمَ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "فِي الْمَوَاضِعِ خَمْسٌ" .

حسن صحيح

৪৫৬৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আঘাতের দরুন কোন অঙ্গের হাড় দৃশ্যমান হলে তার দিয়াত হবে পাঁচটি উট।^{৪৫৬৫}

হাসান সহীহ।

৪৫৬০ এটি গত হয়েছে হা/৪৫০৬।

৪৫৬৪ এটি গত হয়েছে হা/৪৫০৬।

৪৫৬৫ এটি গত হয়েছে হা/৩৫৪৭।

৪০৬৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، - يَغْنِي ابْنُ مُحَمَّدٍ - حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ السَّادَةَ لِمَكَانِهَا ثَلَاثُ الدِّيَةِ .

حسن

৪৫৬৭। 'আমর ইবনু শু'আইব (র) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিত্তা এবং তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন, যদি আঘাতের কারণে চক্ষু স্থানচ্যুত না হয়ে জ্যোতি নষ্ট হয় তাহলে পূর্ণ দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ দিতে হবে।^{৪৫৬৬}

হাসান।

২১ - باب دِيَةِ الْجَنِينِ

অনুচ্ছেদ-২১ : জ্ঞানের দিয়াত সম্পর্কে

৪০৬৮ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ التَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ هَذَلٍ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنَيْتَهَا فَاحْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ كَيْفَ نَدِي مَنْ لَا صَاحَ وَلَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا اسْتَهْلَ . فَقَالَ " أَسْنَعُ كَسْنَعِ الْأَعْرَابِ " . وَقَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ وَجَعَلَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ .

صحيح

৪৫৬৮। মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। হুয়াইল গোত্রের এক লোকের দু'টি স্ত্রী ছিল। তাদের একজন অপরজনকে তাঁবুর খুঁটি দিয়ে আঘাত করে তাকে ও তার গর্ভস্থ সন্তানকে হত্যা করে। বাদী-বিবাদী উভয়ে নাবী ﷺ-এর নিকট অভিযোগ পেশ করে। পক্ষদ্বয়ের একজন বললো, আমরা কি করে এমন ব্যক্তির দিয়াত আদায় করবো যে না চিৎকার করেছে, না খেয়েছে, না পান করেছে, আর না কেঁদেছে। তিনি বললেন, এ তো বেদুঈনদের গদ্য! তিনি গর্ভস্থ বাচ্চার দিয়াত হিসেবে একটি গোলাম দেয়ার জন্য আদেশ করেন এবং হত্যাকারী নারীর পিতৃ আত্মীয়দের উপর (দিয়াত) ধার্য করলেন।^{৪৫৬৭}

সহীহ।

৪০৬৯ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ . وَزَادَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحَكَمُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ .

صحيح

৪৫৬৯। মানসূর (র) সূত্রে এ সানাদে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণিত। তাতে আরো আছে : বর্ণনাকারী বলেছেন, নাবী ﷺ নিহত মহিলার দিয়াত হত্যাকারিনীর পিতৃপক্ষীয় আত্মীয়দের উপর ধার্য

করেছেন এবং নিহত মহিলার গর্ভে যে সন্তান ছিল তার দিয়াত হিসেবে একটি উত্তম দাস প্রদানের আদেশ দেন।^{৪৫৬৮}

সহীহ।

৪৫৬৯ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ الْأَزْدِيِّ، - الْمَعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمَسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ عُمَرَ، اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِيهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ . فَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مَعَكَ . فَأَتَاهُ بِمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمَةَ - زَادَ هَارُونُ - فَشَهِدَ لَهُ يَغْنِي ضَرْبَ الرَّجُلِ بَطْنِ امْرَأَتِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ بَلَّغْنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ إِنَّمَا سُمِّيَ إِمْلَاصًا لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَزَلُّقُهُ قَبْلَ وَقْتِ الْوِلَادَةِ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا زَلَقَ مِنَ الْيَدِ وَغَيْرِهِ فَقَدْ مِلَصَ .

صحیح ، دون زیادة هارون ، انظر ما قبله (٤٥٦٩)

৪৫৭০। আল-মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা উমার (রা) লোকদের কাছে মহিলাদের গর্ভপাত ঘটানোর অপরাধ সম্পর্কে পরামর্শ চাইলেন। তখন মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত থাকা অবস্থায় তিনি একটি দাস অথবা দাসী (দিয়াত) প্রদানের আদেশ দেন। উমার বললেন, আমার নিকট তোমার পক্ষে সাক্ষী দেয়ার মত একজন লোক নিয়ে এসে। অতঃপর তিনি মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রা)-কে আনলেন এবং তিনি তার পক্ষে সাক্ষী দিলেন। অর্থাৎ এক ব্যক্তি তার জ্বর পেটে আঘাত করেছিল। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, আবু 'উবাইদ সূত্রে আমি জানতে পেরেছি, এই গর্ভপাতকে এজন্য 'ইমলাস' বলা হয় যে, নারী গর্ভ খালাস হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের আগেই গর্ভপাত করে। একইভাবে হাত হতে কোন জিনিস পড়ে যাওয়াকেও ইমলাস বলা হয়।^{৪৫৬৯}

সহীহ, তবে হারুন উল্লেখ বাদে। এর পূর্বের হাদীস দেখুন।

৪৫৭১ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَهْبٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عُمَرَ، بِصَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ .

لم أجده في الصحيح ولا في الضعيف

৪৫৭২। উমার (রা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণিত। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, হাম্মাদ ইবনু যায়িদ ও হাম্মাদ ইবনু সালামাহ (র) হিশাম ইবনু উরওয়াহ হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, উমার (রা) বলেন।^{৪৫৭০}

আমি এটি সহীহ এবং যঈফেও পাইনি।

৪৫৭৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمِصْبِصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ قَضِيَّةٍ نَسِيَتْ، ﷺ فِي ذَلِكَ فَقَامَ إِلَيْهِ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ بْنِ النَّبَاةِ فَقَالَ

৪৫৬৮ মুসলিম, নাসায়ী।

৪৫৬৯ মুসলিম, আহমাদ।

৪৫৭০ বুখারী, আহমাদ।

كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبْتُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلْتُهَا وَجَنَيْتُهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنَيْتِهَا بِعُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ الْمَسْطَحُ هُوَ الصَّرِيحُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْمَسْطَحُ عُودٌ مِنْ أَغْوَادِ الْخَبَاءِ .

صحیح

৪৫৭২। 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ এর সিদ্ধান্ত জানতে চাইলেন। তখন হামাল ইবনু মালিক ইবনুন-নাবিগাহ (রা) দাঁড়িয়ে বলেন, একদা আমি দু'জন মহিলার নিকট উপস্থিত ছিলাম। তাদের একজন অপরজনকে তাঁবুর খুঁটি দিয়ে আঘাত করলে সে ও তার গর্ভস্থ শিশু মারা যায়। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার গর্ভস্থ সন্তানের বিনিময়ে একটি উৎকৃষ্ট গোলাম প্রদানের নির্দেশ দেন, যদিও হত্যাকারিণীকে হত্যা করা হয়।^{৪৫৭১}

সহীহ।

৪৫৭৩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ قَامَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمَبْرِ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ لَمْ يَذْكُرْ وَأَنْ تُقْتَلَ . زَادَ مِعْرَةَ عَبْدُ أَوْ أَمَّة . قَالَ فَقَالَ عُمَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَوْ لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا لَقَضَيْتَا بَعْضَ هَذَا .

ضعيف الإسناد

৪৫৭৩। তাউস (র) সূত্রে বর্ণিত। একদা 'উমার (রা) মিশরে দাঁড়ালেন.... অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণিত। তবে এতে "তাকে হত্যা করা হবে" কথাটি নেই। এরপর উৎকৃষ্ট গোলাম বা দাসীর কথা বলেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, 'উমার (রা) বললেন, আল্লাহু অক্ববার, আমি হাদীস না শুনলে তো ভিন্ন নির্দেশ দিয়ে ফেলতাম।^{৪৫৭২}

সানাদ দুর্বল।

৪৫৭৪ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّمَارِيُّ، أَنَّ عَمْرُو بْنَ طَلْحَةَ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ، عَنْ سَمَاقٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قِصَّةِ حَمَلِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَاسْتَقَطَتْ غُلَامًا قَدْ نَبَتْ شَعْرُهُ مَيْتًا وَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَضَى عَلَى الْعَاقِلَةِ الدِّيَّةَ . فَقَالَ عَمُّهَا إِنَّهَا قَدْ أَسْقَطَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ غُلَامًا قَدْ نَبَتْ شَعْرُهُ . فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ إِنَّهُ كَاذِبٌ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا اسْتَهْلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ فَمَثَلُهُ يُطَلُّ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَسْجَعُ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَهَانَتُهَا أَذٌ فِي الصَّبِيِّ غُرَّةٌ " . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ اسْمُ إِحْدَاهُمَا مُلَيْكَةَ وَالْأُخْرَى أُمُّ غُطَيْفٍ .

ضعيف

৪৫৭৪। হামাল ইবনু মালিকের কিসসা ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সে একটি মৃত ছেলে সন্তান জন্ম দিলো, যার (মাথায়) চুল ছিল। মহিলাটিও মারা যায়। নাবী ﷺ হত্যাকারিণীর পিতৃ পক্ষীয় আত্মীয়দেরকে দিয়াত দেয়ার আদেশ দেন। তার চাচা বললেন, হে আল্লাহর নাবী! সে এমন একটি ছেলে প্রসব করেছে যার মাথায় চুল গজিয়েছে মাত্র। আর হত্যাকারিণীর পিতা বললো, নিশ্চয়ই সে

^{৪৫৭১} নাসায়ী, আহমাদ, দারিমী। নাসায়ী।

^{৪৫৭২} এর সানাদ মুনকতি। তাউস হাদীসটি 'উমার (রাঃ) হতে শুনেনি।

মিথ্যা বলছে। আল্লাহর কসম! সে না চিৎকার করেছে, না আহ্বার করেছে। অতএব এ ধরনের হত্যায় জরিমানা হয় না। নাবী ﷺ বললেন : এটা কি জাহিলিয়াতের ছন্দোময় বক্তৃতা ও গণকের মন্তব্য? শিশুটির বিনিময়ে একটি গোলাম দাও। ইবনু 'আব্বাস (রা) বলেন, তাদের দু'জনের একজনের নাম ছিল মুলাইকাহ এবং অপরজনের নাম ছিল উম্মু ওতাইফ।^{৪৫৭০}

দুর্বল।

৪৫৭০ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الشُّعْبِيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، مِنْ هَذَيْلٍ قَتَلَتْ إِخْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ وَبِرَّاءِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهَا. قَالَ فَقَالَ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ مِيرَانَهَا لَنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا مِيرَانَهَا لَزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا"

صحیح

৪৫৭৫। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। হুযাইল গোত্রের দুই নারীর একজন অপরজনকে হত্যা করে, আর উভয়েরই স্বামী-সন্তান ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, নাবী ﷺ নিহত মহিলার দিয়াত হত্যাকারিনীর পিতৃপক্ষীয় আত্মীয়দের উপর সোপর্দ করেন এবং তার স্বামী ও সন্তানদেরকে দায়মুক্ত করেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর (কিসাসে) নিহত মহিলার আত্মীয়রা বললো, আমরা তার উত্তরাধিকার হবো। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : না, তার উত্তরাধিকারের অংশীদার হবে তার স্বামী ও সন্তান।^{৪৫৭৬}

সহীহ।

৪৫৭৬ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ يَمَانَ، وَأَبْنُ السَّرْحِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَتَيْتُ امْرَأَتَانِ مِنْ هَذَيْلٍ قَتَلَتْ إِخْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا فَاتَّخِصُّمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرِثَتِهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ بْنُ الثَّابِغَةِ الْهَذَلِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَعْرَمَ دِيَةَ مَنْ لَا شَرْبَ وَلَا أَكْلَ وَلَا نَطْقَ وَلَا اسْتَهْلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُفَّانِ" . مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ .

صحیح

৪৫৭৬। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযাইল গোত্রের দু'জন মহিলা পরস্পরে মারামারি কালে একজন অপরজনকে পাথর ছুঁড়ে মেরে হত্যা করে। অতঃপর উভয়ের অভিভাবক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বিচার প্রার্থনা করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার গর্ভস্থ শিশুর দিয়াত হিসেবে একটি মূল্যবান দাস বা দাসী প্রদানের নির্দেশ দিলেন এবং নিহত মহিলার দিয়াত হত্যাকারিনীর গোত্রের লোকজনের উপর ধার্য করে দেন এবং দিয়াতের উত্তরাধিকারী বানান নিহতের সন্তান ও তার সঙ্গের

^{৪৫৭০} বায়হাকী। সানাদে আসবাত বিন শামুর রয়েছে। আবু নু'আইম বলেন : তিনি যঈফ। ইমাম নাসায়ী বলেন : তিনি শক্তিশালী নন।

^{৪৫৭৬} ইবনু মাজাহ।

অন্যান্য অংশীদারকে। ফলে হুয়াইল গোত্রের হামাল ইবনু মালিক ইবনু নাবিগাহ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! পানাহার করেনি, কথাও বলেনি, চিৎকারও দেয়নি, এমন শিশুর দিয়াত কিভাবে আমরা পরিশোধ করবো। এরূপ ক্ষেত্রে জরিমানা বৃথা। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সে যেভাবে হন্দোবদ্ধ বক্তব্য রেখে যাচ্ছে মনে হচ্ছে সে গণকের ভাই।^{৪৫৭৫}

সহীহ।

৪৫৭৬ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا بِالْعُرَّةِ تَوَفِّيَتْ فَقَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَنْ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَىٰ عَصْبَتِهَا .

صحیح

৪৫৭৭। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে অনুরূপ ঘটনা বর্ণিত। তিনি বলেন, ঐ দণ্ডিত মহিলা, যার বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি দাস দিয়াত প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন সে মারা গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিলেন, দণ্ডিতার সন্তানরা তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হবে এবং তার দিয়াত আদায় করবে তার আত্মীয়রা।^{৪৫৭৬}

সহীহ।

৪৫৭৮ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً، حَدَفَتْ امْرَأَةً فَاسْتَقَطَتْ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ فِي وَلَدِهَا خَمْسَمِائَةَ شَاةٍ وَنَهَى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْحَدَفِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا الْحَدِيثُ خَمْسَمِائَةَ شَاةٍ . وَالصَّوَابُ مِائَةُ شَاةٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا قَالَ عَبَّاسٌ وَهُوَ وَهْمٌ .

ضعیف

৪৫৭৮। আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। একদা জনৈক মহিলা অপর এক মহিলার উপর পাথর ছুঁড়ে মারলে তার গর্ভপাত হয়ে যায়। ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পেশ করা হলে তিনি সন্তানের দিয়াত ধার্য করেন পাঁচশো ছাগল এবং ঐ দিনই পাথর নিক্ষেপ করেন। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, হাদীসটিতে পাঁচশো ছাগলের উল্লেখ আছে, কিন্তু সঠিক হলো একশো ছাগল। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, ‘আব্বাস এরূপই বলেছেন এবং এটা ভুল ধারণা মাত্র।^{৪৫৭৭}

দুর্বল।

৪৫৭৯ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدٍ، - يَغْنِي ابْنُ عَمْرٍو - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنَيْنِ بَغْرَةً عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ فَرَسٌ أَوْ بَغْلٌ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو لَمْ يَذْكُرَا أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ .

شاذ

৪৫৭৫ বুখারী, মুসলিম।

৪৫৭৬ বুখারী, মুসলিম।

৪৫৭৭ নাসায়ী। সানাদে আবদুল্লাহ বিন বুরাইদাহ হাদীসটি তার পিতা হতে শুনেছেন। যেমন তাহযীব গ্রন্থে রয়েছে।

৪৫৭৯। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ গর্ভস্থ ভ্রূণের ক্ষতিসাধনের জরিমানা ধার্য করেন একটি উত্তম দাস বা দাসী অথবা একটি ঘোড়া বা একটি খচ্চর। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীস মুহাম্মাদ ইবনু 'আমর (র) হতে হাম্মাদ ইবনু সালামাহ ও খালিদ ইবনু 'আবদুল্লাহ (র)-ও বর্ণনা করেছেন। তবে তারা ঘোড়া ও খচ্চরের কথা উল্লেখ করেননি।^{৪৫৭৮}

শায।

৪৫৮০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ الْقَوْفِيُّ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُعِيْرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ الْغُرَّةُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ رِبْعَةُ الْغُرَّةُ خَمْسُونَ دِينَارًا.

ضعيف الإسناد مقطوع

৪৫৮০। আশ-শা'বী (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-গুররাহ হলো পাঁচশো দিরহাম। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, রবী'আহ বলেছেন, গুররাহ হলো পঞ্চাশ দীনার।^{৪৫৭৯}

সানাদ দুর্বল মাকুতু'।

২২ - باب في دية المكاتب

অনুচ্ছেদ-২২ : চুক্তিবদ্ধ দাসের দিয়াত

৪৫৮১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ هِشَامٍ، وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ الصَّوْفِ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي دِيَةِ الْمَكَّاتِبِ يُقْتَلُ يَوْمَ مَا أَدَّى مِنْ مَكَّاتِبِهِ دِيَةِ الْحُرِّ وَمَا بَقِيَ دِيَةِ الْمَمْلُوكِ.

صحيح

৪৫৮১। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিহত মুকাতাব গোলামের দিয়াত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, মুকাতাব তার নির্ধারিত মুক্তিপণ হতে যে পরিমাণ অর্থ আদায় করেছে সে পরিমাণ স্বাধীন ব্যক্তির সমান দিয়াত হিসেবে আদায় করবে এবং বাকি অংশ গোলামের দিয়াতের পরিমাণে হবে।^{৪৫৮০}

সহীহ।

৪৫৮২ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا أَصَابَ الْمَكَّاتِبُ حَدًّا أَوْ وَرِثَ مِيرَاثًا يَرِثُ عَلَى قَدْرِ مَا عَقَّقَ مِنْهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ وَهْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَرْسَلَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَإِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَجَعَلَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنَ عُثَيْبٍ قَوْلَ عِكْرِمَةَ.

صحيح

^{৪৫৭৮} তিরমিযী, আহমাদ।

^{৪৫৭৯} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

^{৪৫৮০} নাসায়ী, আহমাদ।

৪৫৮২। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মুকাতাব গোলাম হাদ-এর অপরাধে অভিযুক্ত হলে বা মৃতের ওয়ারিস হলে সে তার মুক্ত হওয়ার অংশের অংশীদার হবে। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীস উহাইব (র) আইয়ুব হতে, তিনি ইকরিমা হতে, তিনি 'আলী হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অন্যদিকে হাম্মাদ ইবনু যায়িদ ও ইসমাঈল (র) আইয়ুব হতে, তিনি 'ইকরিমা হতে নাবী ﷺ সূত্রে মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন। ইসমাঈল ইবনু উলাইয়্যাহ একটিকে 'ইকরিমার (র) বক্তব্য গণ্য করেছেন।^{৪৫৮১}

সহীহ।

২৩ - باب في دية الذمي

অনুচ্ছেদ-২৩ : যিম্মীর দিয়াত

৪০৮৩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَسَمَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مِثْلَهُ .

حسن

৪৫৮৩। 'আমর ইবনু শু'আইব (র) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা এবং তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : যিম্মীর দিয়াত স্বাধীন ব্যক্তির দিয়াতের অর্ধেক।^{৪৫৮২}

হাসান।

২৪ - باب في الرجل يُقاتل الرجلَ فيدفعه عن نفسه

অনুচ্ছেদ-২৪ : কেউ কারো সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়ে তাকে প্রতিহত করলে

৪০৮৪ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَاتَلَ أَجِيرٌ لِي رَجُلًا فَغَضَّ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا فَتَدَرَّتْ ثَنِيَّتُهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَهْدَرَهَا وَقَالَ " أَتُرِيدُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ فِي فَيْكِ تَقْضِمُهَا كَالْفَحْلِ " . قَالَ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَهْدَرَهَا وَقَالَ بَعْدَتْ سِنُّهُ .

صحيح

৪৫৮৪। সাফওয়ান ইবনু ইয়া'লা (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার এক কর্মচারী এক লোকের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হলে লোকটি তার হাত কামড়িয়ে ধরে এবং সে টান দিয়ে তার হাত ছাড়িয়ে আনলে তার সামনের পাটির দাঁত পড়ে যায়। সে নাবী ﷺ-এর নিকট অভিযোগ নিয়ে এলে তিনি তার মামলা খারিজ করে দেন এবং বলেন : তুমি কি চাও যে, সে তার হাত তোমার মুখে পুড়ে রাখুক আর তুমি তা উঠের মতো চিবাতে থাকো? বর্ণনাকারী বলেন, ইবনু আবু মুলাইকাহ (র) তার দাদার

^{৪৫৮১} তিরমিযী, নাসায়ী, আহমাদ।

^{৪৫৮২} ইবনু মাজাহ।

সূত্রে আমাকে জানিয়েছেন, আবু বাকর (রা)-ও অনুরূপ ঘটনার দিয়াতের দাবি বাতিল করেছেন এবং বলেন, তার দাঁত পড়ে গেলে।^{৪৫৮৩}

সহীহ।

৪৫৮০ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، بِهَذَا زَادَ ثُمَّ قَالَ يَعْنِي النَّبِيُّ ﷺ لِلْعَاضِ " إِنْ شِئْتَ أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ يَدِكَ فَيَعْضَهَا ثُمَّ تَنْزِعَهَا مِنْ فِيهِ " . وَأَبْطَلَ دِيَةَ أَسْنَانِهِ .

صحيح الإسناد

৪৫৮৫। ইয়া'লা ইবনু উমাইয়্যাহ (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত। এতে আরো আছে : অতঃপর নাবী ﷺ বলেন, তোমার ইচ্ছে হলে তুমিও তার মুখে হাত দাও আর সে চিবাতে থাকুক। তারপর তুমি তার মুখ হতে তা বের করে আনো। অতঃপর তিনি তার দাঁতের দিয়াতের দাবি বাতিল করেন।^{৪৫৮৪}

সানাদ সহীহ।

২০ - باب فِيمَنْ تَطَبَّبَ وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طَبٌّ فَأَعْتَتْ

অনুচ্ছেদ-২৫ : অজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসায় রোগী ক্ষতিগ্রস্ত হলে

৪৫৮৬ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سَفْيَانَ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ تَطَبَّبَ وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طَبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ " . قَالَ نَصْرٌ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا لَمْ يَرَوْهُ إِلَّا الْوَلِيدُ لَا تَذَرِي هُوَ صَحِيحٌ أَمْ لَا .

حسن

৪৫৮৬। 'আমর ইবনু শু'আইব (র) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা এবং তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : চিকিৎসা বিদ্যাহীন ব্যক্তি চিকিৎসা করলে তাতে সে দায়ী হবে। নাদর (র) বলেন, ইবনু জুরাইজ (র) হাদীসটি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, হাদীসটি ওয়ালাদ একাই বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি সহীহ কিনা তা আমরা জানি না।^{৪৫৮৫}

হাসান।

৪৫৮৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنِي بَعْضُ الْوَفْدِ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى أَبِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَيُّمَا طَبِيبٍ تَطَبَّبَ عَلَى قَوْمٍ لَا يَعْرِفُ لَهُ تَطَبُّبٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَعْتَتْ فَهُوَ ضَامِنٌ " . قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالْبَاقِعِ إِنَّمَا هُوَ قَطْعُ الْعُرُوقِ وَالْبُطْ وَالْكَيُّ .

حسن

৪৫৮৭। 'আবদুল 'আযীয ইবনু 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয (র) বর্ণনা করেন, আমার পিতার নিকট যেসব প্রতিনিধি দল এসেছিল তাদের কেউ কেউ আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ

৪৫৮৩ বুখারী, মুসলিম।

৪৫৮৪ সানাদ সহীহ।

৪৫৮৫ নাসায়ী, ইবনু মাজাহ।

বলেছেন : যেসব ডাক্তার চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না, তারা যদি কোন গোত্রের চিকিৎসা করে এবং এর ফলে রোগীর ক্ষতি হয় তাহলে সে এজন্য দায়ী হবে। ‘আবদুল ‘আযীয (রা) বলেন, তবে সাধারণভাবে ডাক্তার দায়ী হবে না, বরং শিরা উন্মুক্ত করা, অস্ত্রপচার করা ও উত্তপ্ত লোহার সেক দেয়া ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে।^{৪৫৮৬}

হাসান।

২৬ - باب في دية الخطأ شبه العمد

অনুচ্ছেদ-২৬ : ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ হলো ভুলবশত হত্যার দিয়াত

৬০৮৮ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ، - الْمَعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ مُسَدَّدٌ - خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ - ثُمَّ اتَّفَقَا - فَقَالَ " أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْتِرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تُذَكَّرُ وَتُدْعَى تَحْتَ قَدَمَيَّ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَائَةِ الْبَيْتِ " . ثُمَّ قَالَ " أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطِئِ شِبْهُ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسُّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بَطُونِهَا أَوْلَادُهَا " .

حسن

৪৫৮৮। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মাক্কাহ বিজয়ের দিন ভাষণ দেয়ার সময় তিনবার ‘আল্লাহ আকবার’ বলার পর বলেন, “আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহা নেই, তিনি এক, তিনি তাঁর ওয়াদাকে বাস্তবায়িত করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই (কাফিরদের) দলগুলোকে পরাজিত করেছেন।” আমি এ পর্যন্ত মুসাদ্দাদ হতে মুখস্ত করেছি। অতঃপর উভয়ের বর্ণনা মিলে গেছে। “জেনে রাখো! অন্ধকার যুগে কিসাসের ব্যাপারে যেসব বংশীয় মর্যাদার দাবি করা হতো তা আমার দুই পদতলে প্রোথিত। কিন্তু হাজ্জীদের পানি পান করানো ও কা’বা ঘরের খেদমতের প্রথা আগের মতো বহাল থাকবে। অতঃপর তিনি বলেন, জেনে রাখো! ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ হলো ভুলবশত নরহত্যা যা চাবুক বা লাঠির আঘাতে হয়ে থাকে, এজন্য একশো উট দিয়াত দিতে হবে যার মধ্যে চল্লিশটি উষ্ট্রী হবে গর্ভবতী।^{৪৫৮৭}

হাসান।

৬০৮৯ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ مَعْنَاهُ .

لم أجد في الصحيح ولا في الضعيف

৪৫৮৯। খালিদ (র) সূত্রে এ সানাদে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ হাদীস বর্ণিত।^{৪৫৮৮}

আমি এটি সহীহ এবং যঈফেও পাইনি।

^{৪৫৮৬} এর পূর্বেরটি দেখুন।

^{৪৫৮৭} এটি গত হয়েছে হা/৪৫৪৭।

^{৪৫৮৮} এটি গত হয়েছে হা/৪৫৪৮।

২৭ - باب في جنابة العبد يكون للفقراء

অনুচ্ছেদ-২৭ : গরীব মালিকের ক্রীতদাসের অপরাধ

৪০৭০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ غُلَامًا، لَأَنَاسٍ فَقْرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لَأَنَاسٍ أَعْيَاءَ فَأَتَى أَهْلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَنَاسٌ فَقْرَاءٌ . فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئًا .

صحیح

৪৫৯০। 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রা) হতে বিবৃত। একদা এক দরিদ্র ব্যক্তির গোলাম অপর এক ধনী লোকের গোলামের কান কেটে ফেললো। অতঃপর তার পরিবারের লোকেরা নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো গরীব। অতএব তিনি তার উপর কোন কিছুই ধার্য করেননি।^{৪৫৮৯}

সহীহ।

২৮ - باب فيمن قتل في عميا بين قوم

অনুচ্ছেদ-২৮ : কওমের পারস্পরিক সংঘাতে কেউ নিহত হলে

৪০৭১ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ قَتَلَ فِي عَمِيٍّ أَوْ رَمِيٍّ يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ فَعَقَلَهُ عَقْلٌ حَطِيٍّ وَمِنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَوْدُ يَدَيْهِ فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ . "

صحیح

৪৫৯১। ইবনু আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি অজ্ঞাতভাবে নিহত হলে বা লোকজনের পাথর নিক্ষেপের সময় তার আঘাতে বা চাবুকের আঘাতে নিহত হলে ভুলক্রমে হত্যার দিয়াত প্রযোজ্য। আর যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হয়, তার হত্যার কিসাস কার্যকর হবে। কেউ এতে বাধা দিলে তার উপর আল্লাহ, ফিরিশতাকুল ও সকল মানুষের অভিশাপ।^{৪৫৯০}

সহীহ।

২৯ - باب في الدابة تنفح برجلها

অনুচ্ছেদ-২৯ : পশু যদি পা দিয়ে লাথি মারে

৪০৭২ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " الرَّجُلُ جُبَارٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الدَّابَّةُ تَضْرِبُ بِرِجْلِهَا وَهُوَ رَاكِبٌ .

ضعيف، الإرواء (١٥٢٦)

4589 হাদীস সহীহ।

৪৫৯০ হাদীস সহীহ।

৪৫৯২। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জীবজন্তুর আঘাত ক্ষমাযোগ্য। খনির দুর্ঘটনা বৃথা। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, পশুর পিঠে আরোহী অবস্থায় তা কাউকে পদাঘাত করলে (তা মাফ)।^{৪৫৯১}

দুর্বল : ইরওয়া হা/১৫২৬।

৩০ - باب الْعَجَمَاءِ وَالْمَعْدِنِ وَالْبُئْرِ جُبَارٍ

অনুচ্ছেদ-৩০ : নির্বাক জন্তু, খনি ও কূপ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা নিষ্ফল

৪০৭৩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " الْعَجَمَاءُ، حَرَّحَهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبُئْرُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْعَجَمَاءُ الْمُتَفَلَّتَةُ الَّتِي لَا يَكُونُ مَعَهَا أَحَدٌ وَتَكُونُ بِالنَّهَارِ وَلَا تَكُونُ بِاللَّيْلِ .

صحیح

৪৫৯৩। আবু হুরাইরাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ১৮তুস্পদ জন্তু আহত করলে তা কিসাসযোগ্য নয়, খনিতে চাপা পড়ে ও কূপের মধ্যে পড়ে মারা গেলে নিহত ব্যক্তির রক্তমূল্য ক্ষমা এবং মাটির নীচে প্রাপ্ত সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ (সরকারকে) দিতে হবে। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, জন্তু যদি দিবাভাগে মাঠে চরাকালে আহত করে এবং সঙ্গে রাখাল না থাকে তাহলে মাফ, কিন্তু এরূপ রাতেরবেলা সংঘটিত হলে এ হুকুম প্রযোজ্য নয়।^{৪৫৯২}

সহীহ।

৩১ - باب فِي النَّارِ تَعْدَى

অনুচ্ছেদ-৩১ : আগুন ছড়িয়ে পড়া সম্পর্কে

৪০৭৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْفَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التَّيْسِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الصَّنْعَانِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنْبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " النَّارُ جُبَارٌ " .

صحیح

৪৫৯৪। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আগুনে ক্ষতিপূরণ নেই (দুর্ঘটনাক্রমে আগুন ছড়িয়ে পড়লে)।^{৪৫৯৩}

সহীহ।

^{৪৫৯১} দারাকুতনী, বায়হাক্বী। সানাদে যুহরী সূত্রে সুফিয়ান যঈফ।

^{৪৫৯২} হাদীস সহীহ।

^{৪৫৯৩} হাদীস সহীহ।

৩২ - باب القصاص من السن

অনুচ্ছেদ-৩২ : দাঁতের কিসাস সম্পর্কে

৪০৭০ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَسَرَتِ الرَّبِيعُ أُخْتُ أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ ثَنِيَّةَ امْرَأَةٍ فَأَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فَقَضَى بِكِتَابِ اللَّهِ الْقِصَاصَ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا الْيَوْمَ . قَالَ " يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ " . فَرَضُوا بِأَرْشٍ أَخَذُوهُ فَعَجِبَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ " إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَةٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قِيلَ لَهُ كَيْفَ يُقْتَصُّ مِنَ السِّنِّ قَالَ تُبْرَدُ .

صحیح

৪৫৯৫। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আনাস ইবনুন নাদরের (রা) বোন রুবাই (রা) এক মহিলার সামনের একটি দাঁত ভেঙ্গে ফেলেন। তারা নাবী ﷺ এর নিকট এলে তিনি আল্লাহর কিতাব অনুসারে কিসাসের হুকুম দেন। আনাস ইবনুন নাদর (রা) বললেন, আপনাকে যে পবিত্র সত্তা সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন তাঁর কসম! আজ তার দাঁত উপড়ে ফেলবেন না। তিনি বললেন, হে আনাস! আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ হলো কিসাস। এরপর বিবাদী পক্ষ দিয়াত গ্রহণে রাযী হলো। নাবী ﷺ এতে অবাক হয়ে বললেন, “আল্লাহর কিছু বান্দা আছে, তারা আল্লাহর উপর কসম করলে আল্লাহ তাদের কসমকে পূর্ণ করেন।

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, আমি আহমাদ ইবনু হাম্বালের (র) নিকট শুনেছি, তাকে প্রশ্ন করা হলো, দাঁতের কিসাস সম্পর্কে। তিনি বলেন, এক ফালি কাঠ দ্বারা তা ভেঙ্গে দিতে হবে।^{৪৫৯৮}

সহীহ।

৩৫ - كتاب السنة

অধ্যায়- ৩৫ : সুন্নাহ

১ - باب شرح السنة

অনুচ্ছেদ-১ : সুন্নাহের ব্যাখ্যা সম্পর্কে

৪০৭৬ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ ثَنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ ثَنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفَتَّرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً " .

حسن صحيح

৪৫৯৬। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়াহুদীরা একাত্তর অথবা বাহাত্তর দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছে এবং খৃস্টানরাও একাত্তর অথবা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে, আর আমার উম্মাত হবে তিয়াত্তর দলে বিভক্ত।^{৪৫৯৫}

হাসান সহীহ।

৪০৭৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ، قَالَ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ، نَحْوَهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَّازِيُّ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهُوزَنِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ قَامَ فِينَا فَقَالَ أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِينَا فَقَالَ " أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثَنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ ثَنَّتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ " . زَادَ ابْنُ يَحْيَى وَعَمَرُو فِي حَدِيثِهِمَا " وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ لِصَاحِبِهِ " . وَقَالَ عَمْرُو " الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ " .

حسن

৪৫৯৭। মু'আবিয়াহ ইবনু আবু সুফিয়ান (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, জেনে রাখো! রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন, জেনে রাখো! তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাব বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে এবং এ উম্মাত অদূর ভবিষ্যতে তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। এর মধ্যে বাহাত্তর দল জাহান্নামে যাবে এবং একটি জান্নাতে যাবে। আর সে দল হচ্ছে আল-জামা'আত। ইবনু ইয়াহুয়া ও 'আমর (র) বলেন : “বিষয়টি হলো, আমার উম্মাতের মধ্যে এমন এমন দলের আবির্ভাব ঘটবে যাদের সর্বশরীরে (বিদ'আতের) প্রবৃত্তি এমনভাবে অনুপ্রবেশ করবে যেমন পাগলা কুকুর কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগীর সর্বশরীরে সঞ্চারিত হয়।^{৪৫৯৬}

হাসান।

^{৪৫৯৫} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{৪৫৯৬} আহমাদ, হাকিম, ইবনু আবু 'আসিম 'আস-সুন্নাহ'। ইমাম হাকিম ও যাহাবী বলেন : সহীহ।

২ - باب التَّهْنِي عَنْ الْجِدَالِ، وَاتِّبَاعِ، مُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ

অনুচ্ছেদ-২ : কুরআন নিয়ে ঝগড়া পরিহার এবং অস্পষ্ট আয়াতের অনুসরণ নিষিদ্ধ

৬৭৯ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ الْآيَةَ { هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ { إِلَى { أَوَّلِ الْأَنْبَابِ } قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ "

صحيح

৪৫৯৮। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াত পড়লেন : “তিনিই আপনার উপর কিতাব নাখিল করেছেন, যার কিছু সংখ্যক আয়াত মুহকাম.... হতে কিছু “জ্ঞানী ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না” (৩ : ৭ পর্যন্ত)। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : “যখন তোমরা দেখবে সেসব লোককে যারা মুতাশাবিহ আয়াতের অনুসরণ করছে, তখন মনে করবে, এরাই সেসব লোক আল্লাহ যাদের নাম নিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তাদের থেকে সতর্ক থাকবে।” ৪৫৯৭

সহীহ।

৩ - باب مُجَانِبَةِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَبُغْضِهِمْ

অনুচ্ছেদ-৩ : কুপ্রবৃত্তির অনুসারীদের থেকে দূরে থাকা ও তাদেরকে ঘৃণা করা

৬৭৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زَيَْادٍ، عَنْ مُحَاوِدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ "

ضعيف، الضعيفة (১৩১০)

৪৫৯৯। আবু যার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্যই বিদেষ পোষণ করা অতি উত্তম কাজ। ৪৫৯৮

দূর্বল : যঈফাহ হা/১৩১০।

৬৭০ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ، - وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ - قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، - وَذَكَرَ ابْنُ السَّرْحِ قِصَّةَ تَخْلُفِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ - قَالَ وَتَهَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَى تَسَوَّرَتُ جِدَارِ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ . ثُمَّ سَاقَ خَبَرَ تَنْزِيلِ نُؤْتِيهِ .

صحيح

৪৫৯৭ বুখারী, মুসলিম।

৪৫৯৮ আহমাদ। হাদীসের সানাদে নাম উল্লেখহীন অজ্ঞাত ব্যক্তি রয়েছে।

৪৬০০। ইবনু শিহাব (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে ‘আবদুর রহমান ইবনু ‘আবদুল্লাহ ইবনু কা’ব ইবনু মালিক জানিয়েছে যে, কা’ব ইবনু মালিক (রা)-এর পুত্র ‘আবদুল্লাহ (রা) যিনি তার নিজস্ব অক্ষ হয়ে যাওয়ার পর পুত্রদের মধ্য হতে তার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন, তিনি বলেন, আমি আমার পিতা কা’ব ইবনু মালিক (রা) হতে শুনেছি এবং বর্ণনাকারী ইবনুস সারহ তার তাবুকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে অংশগ্রহণ না করে পিছনে থেকে যাওয়ার ঘটনা উল্লেখ করেন। কা’ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ঐ তিনজনের সঙ্গে কথা বলতে মুসলিমদেরকে বারণ করলেন। এ অবস্থায় অনেক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আমি আমার চাচাতো ভাই আবু ক্বাতাদাহ (রা)-এর বাগানের দেয়ালে উঠে তাকে সালাম দিলাম। কিন্তু আব্দাহর কসম! তিনি আমার সালামের জবাব দেননি। অতঃপর বর্ণনাকারী তার তাওবাহ কবুল হওয়া সম্পর্কে আয়াত নাযিল হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেন।^{৪৫৯৯}

সহীহ।

৬ - باب تَرْكُ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الْأَهْوَاءِ

অনুচ্ছেদ-৪ : কুখবৃত্তির অনুসারীদের সালাম করা দেয়া

৬৭০১ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَطَاءُ الْخُرَّاسَانِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ فَخَلَقُونِي بِرِغْفَرَانٍ فَقَدَرْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَقَالَ " اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنكَ " .

حسن

৪৬০১। ‘আম্মার ইবনু ইয়াসির (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমার দুই হাত ফেটে গেলে আমি আমার পরিবার-পরিজনের নিকট আসি। তারা আমাকে (হাতকে) জাফরান দ্বারা রাঙিয়ে দিলো। পরবর্তী দিন আমি নাবী ﷺ-এর নিকট গিয়ে তাঁকে সালাম করলাম। কিন্তু তিনি আমার সালামের জবাব না দিয়ে বললেন : তুমি ফিরে গিয়ে তোমার হাতের রং ধুয়ে ফেলো।^{৪৬০০}

হাসান।

৬৭০২ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ سُمَيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا اَعْتَلَّ بَعِيرٌ لَصِيفِيَّةَ بِنْتِ حُجَيٍّْ وَعِنْدَ زَيْنَبَ فَضَّلَ ظَهَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَزَيْنَبَ " اَعْطِيهَا بَعِيرًا " . فَقَالَتْ أَنَا أُعْطِي تِلْكَ الْيَهُودِيَّةَ فَعَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهَجَرَهَا ذَا الْحِجَّةِ وَالْمَحْرَمِ وَبَعْضُ صَفَرٍ .

ضعيف غلبة المرام (٤١٠)

৪৬০২। ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। সাফিয়াহ বিনতু হুয়াই (রা)-এর উট রোগাক্রান্ত হলো এবং যাইনাবের (রা) নিকট তার অতিরিক্ত বাহন ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ যাইনাব (রা)-কে তার বাহনটি সাফিয়াহ (রা)-কে দিতে বললেন। যাইনাব (রা) বললেন, আমি কি ঐ ইয়াহুদীনীকে দিবো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাতে নারাজ হলেন এবং যিলহাজ্জ, মুহাররম ও সফর মাসের কিছু দিন তার সংশ্রব পরিহার করলেন।^{৪৬০১}

দুর্বল : গায়াতুল মারাম হা/৪১০।

৪৫৯৯ এটি গত হয়েছে হা/২৭৭৩।

৪৬০০ এটি গত হয়েছে হা/ ৪১৭৬।

৪৬০১ মিশকাত হা/১৪০৩।

০ - باب التَّهْنِي عَنْ الْجِدَالِ، فِي الْقُرْآنِ

অনুচ্ছেদ-৫ : কুরআন নিয়ে বিতর্ক করা নিবেথ

৬৬০৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَغْنِي ابْنُ هَارُونَ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ " .

حسن صحيح

৪৬০৩। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : কুরআন সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ কুফরী।^{৪৬০২}

হাসান সহীহ।

৬ - باب فِي لُزُومِ السُّنَّةِ

অনুচ্ছেদ-৬ : সুন্নাহের অনুসরণ আবশ্যক

৬৬০৪ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو بْنُ كَثِيرٍ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ، عَنِ الْمَقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَيْعَانٌ عَلَى أُرَيْكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحْلُوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبْعِ وَلَا لَقِطَةٌ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَعْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرَؤَهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرَؤَهُ فَلَهُ أَنْ يُعَقِّبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاءِهِ " .

صحيح

৪৬০৪। আল-মিকদাম ইবনু মা'দীকারিব (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জেনে রাখো! আমাকে কিতাব এবং তার সঙ্গে অনুরূপ কিছু দেয়া হয়েছে। জেনে রাখো! এমন এক সময় আসবে যখন কোন প্রাচুর্যবান লোক তার আসনে বসে বলবে, তোমরা শুধু এ কুরআনকেই গ্রহণ করো, তাতে যা হালাল পাবে তা হালাল এবং যা হারাম পাবে তা হারাম মেনে নিবে। নাবী ﷺ বলেন, জেনে রাখো! গৃহপালিত পশু আত্মাদের জন্য হালাল নয় এবং ছেঁদন দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র পশুও নয়। অনুরূপ সন্ধিবদ্ধ অমুসলিম পোত্রের হারানো রক্ত আত্মাদের জন্য হালাল নয়, অবশ্য যদি সে এর মুখাপেক্ষী না হয়। আর যখন কোন লোক কোন সম্প্রদায়ের নিকট আগন্তুক হিসেবে পৌঁছে তখন তাদের উচিত তার মেহমানদারী করা। যদি তারা তা না করে, তাহলে তাদেরকে কষ্ট দিয়ে হলেও তার মেহমানদারীর পরিমাণ জিনিস আদায় করার অধিকার তার আছে।^{৪৬০৩}

সহীহ।

৬১০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الثُّفَيْلِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي التَّضَرِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَا الْفَيْنُ أَحَدَكُمْ مَتَّكًا عَلَى أَرِيكَهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا نَذْرِي مَا وَحَدَّثَنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ " .

صحیح

৪৬০৫। 'উবাইদুল্লাহ ইবনু আবু রাফি' (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : অচিরেই তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি তার গদি আঁটা আসনে হেলান দিয়ে বসে থাকাবছায় তার নিকট আমার নির্দেশিত কোন কর্তব্য বা নিষেধাজ্ঞা পৌছবে, তখন সে বলবে, আমি অবহিত নই। আমরা যা আল্লাহর কিতাবে পাবো শুধু তারই অনুসরণ করবো।^{৪৬০৪}

সহীহ।

৬১০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخَرَمِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ أَخَذْتُ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ " . قَالَ ابْنُ عِيسَى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَى غَيْرِ أَمْرِنَا فَهُوَ رَدٌّ " .

صحیح

৪৬০৬। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের এই দীনের মধ্যে এমন কিছু প্রবর্তন করবে যা তাতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত। ইবনু ইসা (র) বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি আমাদের আচার-অনুষ্ঠানের বিপরীত কোন কিছু প্রবর্তন করলে তা বর্জনীয়।^{৪৬০৫}

সহীহ।

৬১০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو السُّلَمِيُّ، وَحُجْرُ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَتَيْتَا الْعَرَبِيَّاضَ بْنَ سَارِيَةَ وَهُوَ مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ { وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ } فَسَلَّمْنَا وَقُلْنَا أَتَيْتَاكَ زَائِرِينَ وَعَائِدِينَ وَمُقْتَسِبِينَ . فَقَالَ الْعَرَبِيَّاضُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً بَلِغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُودَّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا فَقَالَ " أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسِيرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالْوَاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَذْعَةٌ وَكُلُّ بَذْعَةٍ ضَلَالَةٌ " .

صحیح

^{৪৬০৪} তিরমিযী, হাকিম। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান সহীহ। ইমাম হাকিম ও যাহাবী একে শাইখাইনের শর্তে সহীহ বলেছেন।
^{৪৬০৫} বুখারী, মুসলিম।

৪৬০৭। 'আবদুল্লুর রহমান ইবনু 'আমর আস-সুলামী ও হুজর ইবনু হুজর (রা) বলেন, একদা আমরা আল-ইরবাদ ইবনু সারিয়াহ (রা)-এর নিকট আসলাম। যাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত : "তাদেরও কোন অপরাধ নেই যারা তোমার নিকট বাহনের জন্য এলে তুমি বলেছিলে : আমি তোমাদের জন্য কোন বাহনের ব্যবস্থা করতে পারছি না" (সূরাহ আত-তাওবাহ : ৯২)। আমরা সন্মত হয়ে বললাম, আমরা আপনাকে দেখতে, আপনার অনুস্থতার খবর নিতে এবং আপনার কাছ থেকে কিছু অর্জন করতে এলেছি। আল-ইরবাদ (রা) বললেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে সলাত আদায় করলেন, অতঃপর আমাদের দিকে ফিরে আমাদের উদ্দেশে জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন, ভাতে চোখগুলো অশ্রুসিক্ত হলো এবং অন্তরগুলো বিগলিত হলো। তখন এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ যেন কারো খিদায়ী ভাষণ! অতএব আপনি আমাদেরকে কি নির্দেশ দেন? তিনি বলেন : আমি তোমাদেরকে আল্লাহীতির, শ্রবণ ও আনুগত্যের উপদেশ দিচ্ছি, যদিও সে (আমীর) একজন হাবশী গোলাম হয়। কারণ তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে তারা অচিরেই প্রচুর মতবিরোধ দেখবে। তখন তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নাহ এবং আমার হিদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাহুগণের সুন্নাহ অনুসরণ করবে, তা দাঁত দিয়ে কামড়ে আঁকড়ে থাকবে। সাবধান! (ধর্ম) প্রতিটি নবাবিকার সম্পর্কে! কারণ প্রতিটি নবাবিকার হলো না বিদ'আত এবং প্রতিটি বিদ'আত হলো ভ্রষ্টতা।^{৪৬০৬}

সহীহ।

৪৬০৮ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ عَتِيقٍ - عَنْ طَلْحِ بْنِ حَيْبٍ، عَنِ الْأَحْمَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " أَلَا هَلْكَ الْمُتَنَطِّعُونَ " . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .
صحيح

৪৬০৮। 'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র) সূত্রে বর্ণিত। নাবী (রা) বলেন : সাবধান! চরমপন্থীরা ধ্বংস হয়েছে, তিনি এ কথা তিনবার বললেন।^{৪৬০৭}

সহীহ।

৭ - باب لزوم السنة

অনুচ্ছেদ-৭ : সুন্নাহ অনুসরণে আব্দান

৪৬০৯ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُبَيٍّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - قَالَ أَعْتَبَرَنِي الْعَلَاءُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا " .
صحيح

৪৬০৯। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি সৎপন্থের দিকে ডাকবে, সে তার অনুসারীর সমান সওয়াব পাবে, অথচ অনুসরণকারীর সওয়াব কমানো হবে না। অপরদিকে যে

৪৬০৬ ভিরমিষী, আহমাদ।

৪৬০৭ মুসলিম, আহমাদ।

ব্যক্তি ত্রুষ্ণতার দিকে ডাকবে সে তার অনুসারীর সমান পাপে জর্জরিত হবে, তার অনুসারীর পাপ মোটেও কমানো হবে না।^{৪৬০৮}

সহীহ।

৬১১ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنْ أَغْطَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مِنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرِ لَمْ يُحَرِّمْ فَحَرَّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ " .

صحيح

৪৬১০। ‘আমির ইবনু সা‘দ (রা) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে বস্তু হারাম না হওয়া সত্ত্বেও কোন মুসলিম ব্যক্তির প্রশ্ন করার কারণে হারাম হয়েছে, সে মুসলিমদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধী।^{৪৬০৯}

সহীহ।

৬১১ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ، عَائِدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عُمَيْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَخْبَرَهُ قَالَ كَانَ لَا يَجْلِسُ مَجْلِسًا لِلذِّكْرِ حِينَ يَجْلِسُ إِلَّا قَالَ اللَّهُ حَكَمَ قَسَطُ هَٰذَا الْمُرْتَابُونَ فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَوْمًا إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ فِتْنًا يَكْثُرُ فِيهَا الْمَالُ وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ حَتَّى يَأْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالْقَبِيضُ وَالْحُرُّ فَيُوشِكُ قَائِلٌ أَنْ يَقُولَ مَا لِلنَّاسِ لَا يَتَّبِعُونِي وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ مَا هُمْ بِمُتَّبِعِي حَتَّى أَتْبَدِعَ لَهُمْ غَيْرَهُ فَأَيَّاكُمْ وَمَا أَتْبَدِعَ فَإِنَّ مَا أَتْبَدِعَ ضَلَالَةٌ وَأَحْذَرُكُمْ زَيْغَةَ الْحَكِيمِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ عَلَى لِسَانِ الْحَكِيمِ وَقَدْ يَقُولُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةَ الْحَقِّ . قَالَ قُلْتُ لِمُعَاذٍ مَا يَذَرِينِي رَحِمَكَ اللَّهُ أَنْ الْحَكِيمَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ وَأَنْ الْمُنَافِقَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقِّ قَالَهُ يَلِيحُ اجْتِنِبْ مِنْ كَلَامِ الْحَكِيمِ الْمُشْتَبِهَاتِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا مَا هَذِهِ وَلَا يُفِيئُكَ ذَلِكَ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَ وَكَلَّمَ الْحَقُّ إِذَا سَمِعْتُهُ فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُورًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا وَلَا يُفِيئُكَ ذَلِكَ عَنْهُ مَكَانُ يُشِيئُكَ . وَقَالِي صَالِحٌ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْمُشْتَبِهَاتِ مَكَانَ الْمُشْتَبِهَاتِ وَقَالَ لَا يُفِيئُكَ كَمَا قَالَ عُقَيْلٌ . وَقَالِي ابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ بَلَى مَا تَشَابَهَ عَلَيْكَ مِنْ قَوْلِ الْحَكِيمِ حَتَّى تَقُولَ مَا أَرَادَ بِهِذِهِ الْكَلِمَةُ .

صحيح الإسناد موقوف

৪৬১১.ঃ ইবনু শিহাব (রা) সূত্রে বর্ণিত। আবু ইদরীস আল-খাওলানী ‘আযিযুল্লাহ (রা) তাকে জ্ঞানিয়েছে, মু‘আয ইবনু জাবাল (রা)-এর সহচর ইয়াযীদ ইবনু ‘আমীরাহ তাকে জানিয়েছে, তিনি বলেন মু‘আয (রা) কোম ওয়াহজে বসলেই বলতেন, আল্লাহ মহা ন্যায়বিচারক, সন্দেহকারীরা ধ্বংস হয়েছে। অতঃপর মু‘আয ইবনু জাবাল (রা) একদিন বলেন, তোমাদের পরবর্তী যুগে ফিতনাহ সৃষ্টি হবে, তখন প্রচুর সম্পদ থাকবে। মুমিন, মুনাফিক, পুরুষ-নারী, ছোট-বুড়ো, স্বাধীন-গোলাম সকলে কুরআন খুলে পাঠ করবে (কিন্তু অর্থ বুঝবে না)। অতঃপরই কেউ বলবে, লোকদের কি হলো, তারা কেন আমার অনুসরণ

^{৪৬০৮} মুসলিম, ডিরমিযী, ইবনু মাযাহ, আহমাদ।

^{৪৬০৯} বুখারী, মুসলিম।

করবে না যতোক্ষণ না আমি তাদের জন্য এছাড়া নতুন কিছু প্রবর্তন করতে পারি।” অতএব তোমরা তার এ বিদ’আত হতে বেঁচে থাকবে। কারণ দীনের মধ্যে যা নতুন প্রবর্তন করা হয় তা গোমরাহী। আমি তোমাদেরকে জ্ঞানী ব্যক্তিদের পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে সতর্ক করছি। কেননা শয়তান পণ্ডিতদের মুখ দিয়ে গোমরাহী কথা বলায়। আবার মুনাফিকরাও মাঝে মাঝে হক কথা বলে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি মু’আয (রা)-কে বললাম, আল্লাহ আপনার উপর সদয় হোন, জ্ঞানী ব্যক্তি যে পথভ্রষ্টতাপূর্ণ কথা বলে আর মুনাফিক সত্য কথা বলে এটা আমি কিভাবে বুঝবো? তিনি বললেন, হাঁ, জ্ঞানী ব্যক্তিদের সেসব ভ্রান্তিপূর্ণ কথা বর্জন করবে যা লোকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে এবং বলবে, এ আবার কেমন কথা। তবে এসব কথায় তোমরা জ্ঞানীদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করবে না। কেননা হয়ত জ্ঞানী ব্যক্তি এসব ভ্রান্তিপূর্ণ কথা থেকে ফিরে আসবে। আর তুমি হক কথা শুনামাত্র তা গ্রহণ করো, কেননা হকের মধ্যে নূর আছে। ইবনু ইসহাক (র) যুহরী (র) সূত্রে বলেন, মু’আয ইবনু জাবাল (রা) বলেন, হাঁ, তুমি যদি জ্ঞানী ব্যক্তির বক্তব্যে সন্দেহ করো, যতোক্ষণ না বলো, তিনি এর দ্বারা কি বুঝাচ্ছেন! ৪৬১০

সানাদ সহীহ মাওকুফ।

৬১২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْقَدَرِ، ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَدِّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ ذَكْوَانَ، قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، يُحَدِّثُنَا عَنِ النَّضْرِ، ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَحَاءٍ، عَنْ أَبِي الصَّلْتِ، - وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ كَثِيرٍ وَمَعْنَاهُمْ - قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْقَدَرِ فَكَتَبَ أَمَّا بَعْدُ أَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالْإِقْتِصَادِ فِي أَمْرِهِ وَاتَّبَاعِ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ وَتَرْكِ مَا أَخَذْتَ الْمُحَدِّثُونَ بَعْدَ مَا جَرَتْ بِهِ سُنَّتُهُ وَكَفُّوا مُؤْتَنَهُ فَعَلَيْكَ بِإِزْوَمِ السَّنَةِ فَإِنَّهَا لَكَ بِإِذْنِ اللَّهِ عِصْمَةٌ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَتَدَعِ النَّاسُ بِدَعَةً إِلَّا قَدْ مَضَى قَبْلَهَا مَا هُوَ دَلِيلٌ عَلَيْهَا أَوْ غَيْرُهُ فَيُفَانِ السَّنَةَ إِنَّمَا سَنَّهَا مَنْ قَدْ عَلِمَ مَا فِي خِلَافِهَا وَلَمْ يَقُلْ ابْنُ كَثِيرٍ مَنْ قَدْ عَلِمَ . مِنَ الْخَطَا وَالرُّكُلِ وَالْحُمُقِ وَالتَّعَمُّقِ فَارْضَ لِنَفْسِكَ مَا رَضِيَ بِهِ الْقَوْمُ لِأَنفُسِهِمْ فَإِنَّهُمْ عَلَى عِلْمٍ وَقَفُّوا وَبَصُرُوا نَافِذَ كَفُّوا وَلَهُمْ عَلَى كَشْفِ الْأُمُورِ كَانُوا أَقْوَى وَبِفَضْلِ مَا كَانُوا فِيهِ أَوْلَى فَإِنْ كَانَ الْهَدَى مَا أَتَيْتُمْ عَلَيْهِ لَقَدْ سَبَقْتُمُوهُمْ إِلَيْهِ وَلَكِنْ قُلْتُمْ إِنَّمَا حَدَّثَ بَعْدَهُمْ . مَا أَخَذْتُمْ إِلَّا مِنْ أَتْبَعٍ غَيْرِ سَبِيلِهِمْ وَرَغِبَ بِنَفْسِهِ عَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ هُمُ السَّابِقُونَ فَقَدْ تَكَلَّمُوا فِيهِ بِمَا يَكْفِي وَوَصَفُوا مِنْهُ مَا يَشْفِي فَمَا دُونَهُمْ مِنْ مَقْصَرٍ وَمَا فَوْقَهُمْ مِنْ مَحْصَرٍ وَقَدْ قَصَرَ قَوْمٌ دُونَهُمْ فَحَقُّوا وَطَمَحَ عَنْهُمْ أَقْوَامٌ فَعَلُّوا وَإِنَّهُمْ بَيْنَ ذَلِكَ لَعَلَى هَدَى مُسْتَقِيمٍ كَتَبْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْإِقْرَارِ بِالْقَدَرِ فَعَلَى الْخَيْرِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَعْتَ مَا أَعْلَمُ مَا أَخَذْتَ النَّاسُ مِنْ مُحَدِّثَةٍ وَلَا ابْتَدَعُوا مِنْ بِدْعَةٍ هِيَ أَتَيْنَ أَثَرًا وَلَا أَثَبَّتْ أَمْرًا مِنَ الْإِقْرَارِ بِالْقَدَرِ لَقَدْ كَانَ ذِكْرُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْجَهْلَاءِ يَتَكَلَّمُونَ بِهِ فِي كَلَامِهِمْ وَفِي شِعْرِهِمْ يُعْزَوْنَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ عَلَى مَا فَاتَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ بَعْدَ إِلَّا شِدَّةً وَلَقَدْ ذَكَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ وَلَا حَدِيثَيْنِ وَقَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ الْمُسْلِمُونَ فَتَكَلَّمُوا بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ يَقِينًا وَتَسْلِيمًا لِرَبِّهِمْ وَتَضَعِيفًا لَأَنْفُسِهِمْ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ لَمْ يُحِطْ بِهِ عِلْمُهُ وَلَمْ يُخَصِّصْ كِتَابُهُ وَلَمْ يَمُضْ فِيهِ قَدْرُهُ وَإِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ لَفِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ مِنْهُ اقْتَبَسُوهُ وَمِنْهُ تَعَلَّمُوهُ

وَلَقَدْ قُلْتُمْ لِمَ أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةً كَذًا وَلَمْ قَالَ كَذًا . لَقَدْ قَرَعُوا مِنْهُ مَا قَرَأْتُمْ وَعَلِمُوا مِنْ تَأْوِيلِهِ مَا جَهِلْتُمْ وَقَالُوا بَعْدَ ذَلِكَ كَلَّهِ
بِكِتَابٍ وَقَدَّرَ وَكُتِبَتِ الشَّقَاوَةُ وَمَا يُقَدَّرُ يَكُنْ وَمَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَلَا تَمْلِكُ لِأَنْفُسِنَا ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ثُمَّ
رَغَبُوا بَعْدَ ذَلِكَ وَرَمَوْا .

صحیح مقطوع

৪৬১২। আবুস সালত (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি ‘উম্মার ইবনু আবদুল
‘আযীয (র)-এর নিকট তাকদীর সম্পর্কে জানতে চেয়ে চিঠি লিখলো। উত্তরে তিনি লিখেন, অতঃপর
আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, আল্লাহকে ভয় করো, ভারসাম্যপূর্ণভাবে তাঁর হুকুম মেনে চলো, নাসী ~~ক~~
এর সুন্নাতের অনুসরণ করো, তাঁর আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভের ও সংরক্ষিত হওয়ার পর বিদ‘আতীদের
বিদ‘আত বর্জন করো। সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা তোমার কর্তব্য। কারণ এ সুন্নাত তোমাদের জন্য আল্লাহর
অনুমতিক্রমে রক্ষাকবজ। জেনে রাখো! মানুষ এমন কোন বিদ‘আত করেনি যার বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে কোন
প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি বা তার বিরুদ্ধে এমন কোন শিক্ষা নেই যা তার ভ্রান্তি প্রমাণ করে। কেননা
সুন্নাতকে এমন এক ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন, যিনি সুন্নাতের বিপরীত সম্বন্ধে অবগত। আর ইবনু ফাসির
তার বর্ণনায় “তিনি জানতেন ভুলত্রুটি, অজ্ঞতা ও গৌড়ামি সম্পর্কে” একথাগুলো উল্লেখ করেছেন।
কাজেই তুমি নিজের জন্য ঐ পথ বেছে নিবে যা তোমার পূর্ববর্তী মহাপুরুষগণ তাদের নিজেদের জন্য
অবলম্বন করেছেন। কারণ তারা যা জানতে পেরেছেন তার পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং তিফ্ক
দূরদর্শিতার সঙ্গে বিরত থেকেছেন এবং তারা দীন সম্পর্কে পারদর্শী ছিলেন, আর যা করতে তারা নিষেধ
করেছেন, তা জেনে-শুনেই নিষেধ করেছেন। তারা দীনের অর্থ উপলব্ধির ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে অনেক
জ্ঞানী ছিলেন। আর তোমাদের মতাদর্শ যদি সঠিক পথ হয় তাহলে তোমরা তাদেরকে ডিঙ্গিয়ে গেলে।
আর যদি তোমরা বলো যে, তারা দীনের মধ্যে নতুন কথা উদ্ভাবন করেছেন তবে বলো, পূর্ববর্তী
লোকেরাই উত্তম ছিলেন এবং তারা এদের তুলনায় অগ্রগামী ছিলেন। যতোটুকু বর্ণনা করার তা তারা
বর্ণনা করেছেন, আর যতোটুকু বলার প্রয়োজন তা তারা বলেছেন। এর অতিরিক্ত বা এর কমও বলার
নেই। আর এক গোত্র তাদেরকে উপেক্ষা করে কিছু কমিয়েছে, তারা সঠিক পথ হতে সরে গেছে, আর
যারা বাড়িয়েছে তারা সীমা লঙ্ঘন করেছে। আর পূর্ববর্তী মহাপুরুষগণ ছিলেন এর মাঝামাঝি সঠিক
পথের অনুসারী। পত্রে তুমি তাকদীরে বিশ্বাস সম্পর্কে জানতে চেয়ে লিখেছো। আল্লাহর অনুগ্রহে তুমি
এমন ব্যক্তির নিকট এ বিষয়ে জানতে চেয়েছো যিনি এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ। আমার জানা মতে, তাকদীরে
বিশ্বাসের উপর বিদ‘আতীদের নবতর মতবাদ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। এটা কোন নতুন বিষয় নয়;
জাহিলিয়াতের সময়ও এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। অজ্ঞ লোকেরা তখনও তাদের আলোচনা ও
কবিতায় এ বিষয়টি উল্লেখ করতো এবং তাদের ব্যর্থতার জন্য তাকদীরকে দায়ী করতো। ইসলাম এসে
এ ধারণাকে আরো বদ্ধমূল করেছে এবং এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ~~ক~~ অনেক হাদীস উল্লেখ করেছেন। আর
মুসলিমগণ তাঁর নিকট সরাসরি শুনেছে এবং তাঁর জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে পরস্পর আলোচনা করেছে।
তারা অন্তরে বিশ্বাস রেখে, তাদের রবের অনুগত হয়ে, নিজেদেরকে অক্ষম মনে করে এ বিশ্বাস স্থাপন
করেছে যে, এমন কোন বস্তু নেই যা আল্লাহর জ্ঞান, কিতাব ও তাকদীর বহির্ভূত। এছাড়া তা আল্লাহর
আমোঘ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। আর যদি তোমরা বলো, কেন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেছেন এবং

কেন একথা বলেছেন, তবে জেনে রাখো! তাসত্ত্বও কিতাবের ঐসব বিষয় পড়েছেন যা তোমরা পড়ছো; উপরন্তু তারা সেসব ব্যাখ্যা অবহিত ছিলেন যা তোমরা জানো না। এতদসত্ত্বেও তারা বলেছেন, সবকিছু আল্লাহর কিতাব ও তাকদীর অনুযায়ী সংঘটিত হয়ে থাকে। আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন তা অবশ্যই ঘটবে, আল্লাহ যা চান তাই হয় এবং যা চান না তা হয় না। ^{৪৬১১} ~~আল্লাহ বা ক্ষতি-কোন কিছুই~~ আমরা নিজেদের জন্য করতে সক্ষম নই। অতঃপর তারা তাদের কাজের প্রতি উৎসাহী ও খায়াপ কাজের ব্যাপারে সাবধান হয়েছেন। ^{৪৬১২}

সহীহ মাক্কুত।

৬১৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي أُيُوبَ - قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ كَانَ لِابْنِ عُمَرَ صَدِيقٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، يُكَاثِبُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَدَرِ فَإِنَّكَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيَّ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يُكَذِّبُونَ بِالْقَدَرِ " .

حسن

৪৬১৩। নাকি (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সিরিয়াতে আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা)-এর এক বন্ধু ছিলেন। তিনি তার সঙ্গে পত্র আদান প্রদান করতেন। একদা তিনি এই মর্মে চিঠি লিখে পাঠালেন, বিশ্বস্ত সূত্রে আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি তাকদীরের কোন বিষয়ে সমালোচনা করেছো। কাজেই এখন হতে তুমি আমাকে লিখবে না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : অচিরেই আমার উম্মাতের মধ্যে এমন এক গোত্রের আবির্ভাব হবে যারা তাকদীরকে অস্বীকার করবে। ^{৪৬১২}

হাসান।

৬১৪ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَرَّاحِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ يَا أَبَا سَعِيدٍ أَخْبِرْنِي عَنْ آدَمَ، لِلسَّمَاءِ خُلِقَ أَمْ لِلْأَرْضِ قَالَ لَا بَلْ لِلْأَرْضِ . قُلْتُ أَرَأَيْتَ لَوْ اعْتَصَمَ فَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الشَّجَرَةِ قَالَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهُ بُدٌّ . قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى { مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ * إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْحَجِيمِ } قَالَ إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا يَفْتِنُونَ بَضَائِلَهُمْ إِلَّا مَنْ أَوْحَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَجِيمَ .

حسن الإسناد مقطوع

৪৬১৪। খালিদ আল-হাযযা (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসান বাসরী (র)-কে বললাম, হে আবু সাঈদ! আদম (আ) সম্বন্ধে আমাকে বলুন, তাঁকে কি আকাশের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল, না পৃথিবীর জন্য? তিনি বলেন, বরং পৃথিবীর জন্য। আমি বললাম, আপনার কি মত, তিনি যদি নিষ্পাপ থাকতেন এবং নিষিদ্ধ গাছের ফল না খেতেন? আরো বলুন! যদি তিনি নিজেকে সংযত রাখতেন তাহলে কি বৃক্ষের ফল না খেয়ে পারতেন? তিনি বললেন, না খেয়ে তাঁর কোন উপায় ছিল না। আমি বললাম, আল্লাহর বাণী সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন: “তোমরা কেউ কাউকে আল্লাহ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করতে

^{৪৬১১} আজরী ‘আশ-শারী‘আহ’।

^{৪৬১২} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

পারবে না, কেবল জাহান্নামে প্রবেশকারীকে ব্যতীত” (সূরাহ আস-সাফফাত : ১৬২-৩)। তিনি (হাসান বাসরী) বলেন, আল্লাহ যাদের জন্য জাহান্নামে প্রবেশকে অবধারিত করে রেখেছেন, শয়তান কেবল তাদেরকেই জাহান্নামে নিতে পারবে।^{৪৬১০}

সানাদ হাসান মাক্কুত্‌।

৬১১০ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى { وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ } قَالَ خَلَقَ هَؤُلَاءِ لِهَذِهِ وَهَؤُلَاءِ لِهَذِهِ .

صحيح الإسناد مقطوع

৪৬১৫। হাসান বাসরী (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহর বাণী “এবং তিনি তাদেরকে এজন্য সৃষ্টি করেছেন” (সূরাহ হূদ : ১১৯)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তিনি (আল্লাহ) এদেরকে (মুমিনদের) এর (জান্নাতের) জন্য এবং এদেরকে (মুনাফিকদের) এজন্য (জাহান্নামের জন্য) সৃষ্টি করেছেন।^{৪৬১৪}

সানাদ সহীহ মাক্কুত্‌।

৬১১১ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ، قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ { مَا أَثْمٌ عَلَيْهِ بِفَاتِنٍ * إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْحَجِيمِ } قَالَ إِلَّا مَنْ أَوْحَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَنَّهُ يَصْلَى الْحَجِيمِ .

صحيح الإسناد مقطوع

৪৬১৬। খালিদ আল-হায্যা (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসান বাসরী (র)-কে “তোমরা কেউই কাউকে আল্লাহ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করতে পারবে না কেবল জাহান্নামে প্রবেশকারীকে ব্যতীত” এ আয়াতের অর্থ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, শুধু তাদেরকেই শয়তান পথভ্রষ্ট করতে পারবে যাদের জাহান্নামে প্রবেশ করাকে আল্লাহ অবধারিত করেছেন।^{৪৬১৫}

সানাদ সহীহ মাক্কুত্‌।

৬১১২ - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ بَشْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ، قَالَ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ لَأَنْ يُسْقَطَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَقُولَ الْأَمْرُ بِيَدِي .

صحيح الإسناد مقطوع

৪৬১৭। হুমাইদ (র) বলেন, হাসান বাসরী (র) বলতেন, তার আকাশ (জান্নাত) হতে ষমীনে পতিত হওয়া এ কথা বলা তার নিকট এটা কথা বলার চেয়ে উত্তম যে, ‘বিস্ময়টি আমারই কর্তৃত্বে’।^{৪৬১৬}

সানাদ সহীহ মাক্কুত্‌।

৬১১৪ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا الْحَسَنُ مَكَّةَ فَكَلَّمَنِي فُقَهَاءَ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ أَكَلِمَهُ فِي أَنْ يَجْلِسَ لَهُمْ يَوْمًا يَعِظُهُمْ فِيهِ . فَقَالَ نَعَمْ . فَاجْتَمَعُوا فَخَطَبَهُمْ فَمَا رَأَيْتُ أُخْطَبَ مِنْهُ فَقَالَ رَجُلٌ

^{৪৬১০} আজরী ‘আশ-মারী‘আহ’।

^{৪৬১৪} আজরী ‘আশ-শারী‘আহ’।

^{৪৬১৫} আজরী ‘আশ-শারী‘আহ’।

^{৪৬১৬} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

يَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْ خَلَقَ الشَّيْطَانَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ خَلَقَ اللَّهُ الشَّيْطَانَ وَخَلَقَ الْخَيْرَ وَخَلَقَ الشَّرَّ . قَالَ الرَّجُلُ فَأَتْلُهُمُ اللَّهُ كَيْفَ يَكْذِبُونَ عَلَى هَذَا الشَّيْخِ .

صحیح

৪৬১৮। হুমাইদ (র) বলেন, হাসান বাসরী (র) বাসরাহ থেকে মাক্কাহুয় আমাদের নিকট আগমন করলে মাক্কাহুর ফকীহগণ আমাকে তার সঙ্গে আলোচনার দায়িত্ব দিলেন যে, তিনি তাদের উদ্দেশ্যে এক সমাবেশে যেন ভাষণ দেন। তিনি তাতে সম্মত হলে তারা একত্র হলেন এবং তিনি তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। আমি তার চেয়ে উত্তম বক্তা আর দেখিনি। এক ব্যক্তি বললো, হে আবু সাঈদ! শয়তানকে কে সৃষ্টি করেছেন? তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ ছাড়া কি অন্য কোন সৃষ্টিকর্তা আছে? মহান আল্লাহ শয়তান, ভালো-মন্দ সবই সৃষ্টি করেছেন। লোকটি বললো, আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! কি করে তারা এ শাইখের উপর মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে।^{৪৬১৭}

সহীহ।

৪৬১৭ - حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدِ الدَّوْلِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، { كَذَلِكَ نَسْأَلُكَ فِي قُلُوبِ الْمُخْرِغِينَ } قَالَ الشُّرْكَ .

صحیح

৪৬১৯। হাসান বাসরী (র) সূত্রে বর্ণিত। আল্লাহর বাণী “এভাবে আমি পাপীদের অন্তরে তা সঞ্চর করি” (সূরাহ আল-হিজর : ১২)। এর অর্থ হচ্ছে, শিরক।^{৪৬১৮}

সহীহ।

৪৬২০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَجُلٍ، قَدْ سَمَّاهُ غَيْرِ ابْنِ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ الصِّدِّ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ } قَالَ يَتَنَهُمُ وَبَيْنَ الْإِيمَانِ .

ضعيف الإسناد مقطوع

৪৬২০। হাসান বাসরী (রা) মহান আল্লাহর এ বাণী “তাদের ও এদের বাসনার মধ্যে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হয়েছে” (সূরাহ সাবা : ৫৪)- সম্পর্কে বলেন, তাদের ও ঈমানের মধ্যে।^{৪৬১৯}

সানাদ সহীহ মাঈতু’।

৪৬২১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمٌ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ كُنْتُ أَسِيرُ بِالشَّامِ فَأَدَانِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي فَأَتَفْتُ فَإِذَا رَجَاءُ بْنُ حَبِوَةَ فَقَالَ يَا أَبَا عَوْنٍ مَا هَذَا الَّذِي يَذْكُرُونَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَكْذِبُونَ عَلَى الْحَسَنِ كَثِيرًا

صحیح الإسناد مقطوع

^{৪৬১৭} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

^{৪৬১৮} তাবারী আত-তাফসীর।

^{৪৬১৯} দুররে মানসূর।

৪৬২১। ইবনু 'আওন (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় সফর করছিলাম। তখন এক ব্যক্তি আমার পিছন হতে আমাকে ডাকলো। আমি তাকিয়ে দেখি, তিনি রাজা' ইবনু হাইওয়াহ। তিনি আমাকে বললেন, হে আবু 'আওন! তারা হাসান বাসরী (র) সম্পর্কে এসব কি বলছে! ইবনু 'আওন বলেন। আমি বললাম, তারা হাসান বাসরীর (র) উপর অনেক মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে।^{৪৬২০}

সানাদ সহীহ মাঝুত্।

৪৬২২ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ سَمِعْتُ أَيُّوبَ، يَقُولُ كَذَبَ عَلَى الْحَسَنِ ضَرَبَانِ مِنَ النَّاسِ قَوْمَ الْقَدَرِ رَأَيْهُمْ وَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَنْفَقُوا بِذَلِكَ رَأْيَهُمْ وَقَوْمٌ لَهُ فِي قُلُوبِهِمْ شَتَاءٌ وَبُغْضٌ يَقُولُونَ أَلَيْسَ مِنْ قَوْلِهِ كَذَابٌ أَلَيْسَ مِنْ قَوْلِهِ كَذَابٌ

صحیح

৪৬২২। হাম্মাদ (র) বলেন, আমি আইয়ুবকে বলতে শুনেছি, দু' ধরনের লোক হাসান বাসরীর (র)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে। এক. তাক্বদীর অস্বীকারকারীরা, তাদের এরূপ মিথ্যা বলার কারণ হলো তাদের ধারণা, এরূপ প্রচারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সন্দেহের মধ্যে ফেলা যাবে। দুই. যারা তার ব্যাপারে অন্তরে শত্রুতা ও হিংসা রাখে। তারা বলে থাকে, তিনি কি এই এই বলেননি?^{৪৬২১}

সহীহ।

৪৬২৩ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْثَى، أَنَّهُ يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَهُمْ قَالَ كَانَ قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ يَقُولُ لَنَا يَا فُتَيْانُ لَا تُغْلَبُوا عَلَى الْحَسَنِ فَإِنَّهُ كَانَ رَأْيَهُ السُّنَّةَ وَالصَّوَابَ .

صحیح

৪৬২৩। ইয়াহুইয়া ইবনু কাসীর আল-আসবারী (র) বলেন, কুররাহ ইবনু খালিদ (র) আমাদেরকে বলতেন, হে যুবক সমাজ! তোমরা হাসান বাসরী (র) সম্পর্কে এরূপ ধারণা করো না যে, তিনি তাক্বদীর বিরোধী ছিলেন। কারণ তার অভিমত ছিল সুন্নাহ মোতাবেক ও সঠিক।^{৪৬২২}

সহীহ।

৪৬২৪ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْثَى، وَابْنُ، بَشَّارٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ لَوْ عَلِمْنَا أَنَّ كَلِمَةَ، الْحَسَنِ تَبْلُغُ مَا بَلَّغَتْ لَكُنَّا بِرُجُوعِهِ كِتَابًا وَأَشْهَدُنَا عَلَيْهِ شُهُودًا وَلَكِنَّا قُلْنَا كَلِمَةً خَرَجَتْ لَا تُحْمَلُ .

صحیح

৪৬২৪। ইবনু 'আওন (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি আমরা জানতাম, হাসান বাসরীর (র) উক্তি এতোটা প্রসিদ্ধি লাভ করবে তাহলে অবশ্যই আমরা তার নিকট গিয়ে একটি কিতাব লিখতাম এবং লোকদেরকে সাক্ষী বানাতাম। কিন্তু আমরা একটি কথা বলেছি, এখন কে তা প্রসিদ্ধ করবে।^{৪৬২৩}

সহীহ।

৪৬২০ আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

৪৬২১ আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

৪৬২২ আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

৪৬২৩ আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

৬২০ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ قَالَ لِي الْحَسَنُ مَا أَنَا بِعَالِدٍ، إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ أَبَدًا .

صحيح

৪৬২৫। আইয়ুব (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান বাসরী (র) আমাকে বলেছেন, আমি আর কখনো এ ধরনের কথা বলবো না।^{৪৬২৪}

সহীহ।

৬২১ - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ بِشْرِ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ النَّبِيِّ، قَالَ مَا فَسَّرَ الْحَسَنُ آيَةَ قَطُّ إِلَّا عَلَى الْإِثْبَاتِ .

صحيح

৪৬২৬। উসমান আল-নাবী (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান বাসরী (র) যখন কোন আয়াতের ব্যাখ্যা করতেন, তখন তাকদীরকে প্রমাণ করতেন।^{৪৬২৫}

সহীহ।

৮- باب في التفضيل

অনুচ্ছেদ-৮ : সাহাবীগণের (রা) কাবীলাত সম্পর্কে

৬২২ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كُنَّا نَقُولُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَدًا ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ تَرَكْنَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَفَاضُلَ بَيْنَهُمْ .

صحيح

৪৬২৭। ইবনু উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী ﷺ-এর যুগে বলতাম, আমরা আবু বাকর (রা)-এর সমকক্ষ কাউকে গণ্য করবো না। অতঃপর উমার, এরপর উসমান, এরপর আমরা নাবী (রা)-এর সাহাবীগণের মধ্যে কোনরূপ মর্যাদার তারতম্য করবো না।^{৪৬২৬}

সহীহ।

৬২৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَثَمَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَيُّ أَفْضَلُ أُمَّةِ النَّبِيِّ ﷺ هَذِهِ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ .

صحيح

^{৪৬২৪} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

^{৪৬২৫} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

^{৪৬২৬} বুখারী, তিরমিযী।

৪৬২৮। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় বলতাম, নাবী (রা)-এর পরে তাঁর উম্মাতের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন আবু বাকর (রা), অতঃপর 'উমার (রা), অতঃপর 'উসমান (রা)।^{৪৬২৭}

সহীহ।

৪৬২৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ أَبِي رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو بَكْرٍ. قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ. قَالَ ثُمَّ خَشِيتُ أَنْ أَقُولَ ثُمَّ مَنْ فَيَقُولَ عُثْمَانُ فَقُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ يَا أَبُةَ قَالَ مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

صحیح

৪৬২৯। মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়াহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আমার পিতাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি বলেন, আবু বাকর (রা)। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বলেন, তারপর 'উমার (রা)। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর কে তা প্রশ্ন করতে শঙ্কিত হলাম। তিনি হয়ত বলতেন, 'উসমান (রা)। আমি বললাম, হে পিতা! তারপর আপনি? তিনি বলেন, আমি মুসলিমদেরই একজন।^{৪৬২৮}

সহীহ।

৪৬৩০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْكِينٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي الْفَرَّايَّيَ - قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ، يَقُولُ مَنْ زَعَمَ أَنْ عَلِيًّا، عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ أَحَقَّ بِالْوِلَايَةِ مِنْهُمَا فَقَدْ خَطَأَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ وَمَا أَرَاهُ يَرْتَفِعُ لَهُ مَعَ هَذَا عَمَلٌ إِلَى السَّاءِ.

صحیح الإسناد مقطوع

৪৬৩০। সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, 'আলী (রা) তাদের দু'জনের তুলনায় খিলাফতের অধিক হকদার ছিলেন, সে আবু বাকর (রা), 'উমার (রা), মুহাজিরগণ ও আনসারগণের ভুল নির্দেশ করলো। আর যে ব্যক্তি এরূপ মত পোষণ করে, তার কোন আমল আকাশে উঠবে বলে আমি মনে করি না।^{৪৬২৯}

সাবাদ সহীহ মাক্কুত্‌।

৪৬৩১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ السَّمَكَ، قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، يَقُولُ الْخُلَفَاءُ خَمْسَةٌ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

ضعيف الإسناد مقطوع

^{৪৬২৭} ত্বাবারানী।

^{৪৬২৮} বুখারী।

^{৪৬২৯} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

৪৬৩১। সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, খলীফাহুগণের সংখ্যা পাঁচজন : আবু বকর, 'উমার, উসমান, 'আলী ও 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)।^{৪৬৩০}

সানাদ যঈফ মাঝুত্ব।

৯-باب في الخلفاء

অনুচ্ছেদ-৯ : খলীফাহুগণ সম্পর্কে

৬৩২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - قَالَ مُحَمَّدٌ كَتَبْتُهُ مِنْ كِتَابِهِ - قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَرَى اللَّيْلَةَ ظِلَّةً يَنْطَفُ مِنْهَا السَّمْنُ وَالْعَسَلُ فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ بِأَيْدِيهِمْ فَالْمُسْتَكْبِرُ وَالْمُسْتَقْبَلُ وَأَرَى سَبِيًّا وَاصِلًا مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَأَرَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ بِهِ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا بِهِ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا بِهِ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ ثُمَّ وَصَلَ فَعَلَا بِهِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا أَيُّهَا لَتَدْعَنِي فَلَا أُعْبِرُهَا . فَقَالَ " اعْبُرْهَا " . قَالَ أَمَّا الظِّلَّةُ فَظِلَّةُ الْإِسْلَامِ وَأَمَّا مَا يَنْطَفُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ فَهُوَ الْقُرْآنُ لَيْتَهُ وَحَلَاوَتُهُ وَأَمَّا الْمُسْتَكْبِرُ وَالْمُسْتَقْبَلُ فَهُوَ الْمُسْتَكْبِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقْبَلُ مِنْهُ وَأَمَّا السَّبِيُّ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُ بِهِ فَيَعْلِيكَ اللَّهُ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ بَعْدَكَ رَجُلٌ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ ثُمَّ يُوَسِّلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ كَتَحَدَّثَنِي أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ . فَقَالَ " أَصَبْتُ بَعْضًا وَأَخْطَأْتُ بَعْضًا " . فَقَالَ أَقْسَنْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَتَحَدَّثَنِي مَا الَّذِي أَخْطَأْتُ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لَا تُقْسِمَ " .

صحیح

৪৬৩২। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরাইরাহ (রা) হাদীস বর্ণনা করতেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললো, আমি রাতে স্বপ্নে দেখছি, এক টুকরা মেঘ হতে মাখন ও মধু ঝরে পড়ছে এবং আমি আরো দেখলাম যে, লোকজন হাতের মুঠোয় করে তা তুলে নিচ্ছে; তাতে কেউ বেশী নিচ্ছে আবার কেউ কম নিচ্ছে। আর দেখতে পেলাম একখানা রশি আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। হে আল্লাহর রাসূল! আমি দেখলাম, সেটা ধরে আপনি উপরে উঠে গেলেন। অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি তা ধরে উপরের দিকে উঠে গেলেন। এরপর আরেক ব্যক্তি তা ধরে উঠতে লাগলে তা ছিড়ে যায়, তারপর পুনরায় তা জোড়া দেয়া হলে সেও তা দিয়ে উপরে উঠে যায়। আবু বাকর (রা) বললেন, আমার পিতা-মাতার কসম! আমাকে অনুমতি দিন আমিই এর ব্যাখ্যা করি। তিনি বললেন, ঠিক আছে, করুন। তিনি (আবু বাকর রা) বললেন, মেঘ হলো ইসলামের মেঘ, আর মেঘ হতে যে মধু ও মাখন ঝরে পড়ছে তা হলো কুরআনের মাধুর্যতা ও আশ্বাদ, আর কম-বেশী গ্রহণ হলো কুরআন হতে বেশী হিদায়াত গ্রহণ ও কম গ্রহণ করা। আর আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত ঝুলন্ত রশিটি হলো সেই সত্য যার উপর আপনি রয়েছেন এবং এটা ধরেই আল্লাহ আপনাকে উর্ধ্ব উঠাবেন। অতঃপর এক ব্যক্তি তা ধরে উপরে উঠবেন [তিনি হলেন, আবু বাকর (রা)]। তারপর এক ব্যক্তি তা ধরে উপরে দিকে

^{৪৬৩০} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

উঠতেই তা ছিড়ে যাবে, তারপর পুনরায় জুড়ে দেয়া হলে তা ধরে তিনিও উপরে উঠবেন (তিনি হলেন 'উসমান রা.)। হে আল্লাহর রাসূল! আমি ভুল বলেছি না ঠিক বলেছি বলে দিন। তিনি বললেন, কিছুটা ঠিক হয়েছে এবং কিছুটা ভুল হয়েছে। তিনি বললেন, আমি কসম করে বলছি! আমার যা ভুল হয়েছে তা হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অবশ্যই বলে দিন। এতে নাবী ﷺ বললেন : তুমি কসম করো না।^{৪৬৩১}

সহীহ।

৬১৩৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَأَيُّ أَنْ يُخْبِرَهُ .

ضعيف الإسناد

৪৬৩৩। ইবনু 'আব্বাস (রা) হতে নাবী ﷺ সূত্রে অনুরূপ ঘটনাটি বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি তাকে ভুল-ত্রুটি অবহিত করতে অসম্মতি জানান।^{৪৬৩২}

সানাদ দুর্বল।

৬১৩৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا " . فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَوَزَنَتْ أَنْتَ وَأَبُو بَكْرٍ فَرُجِحْتَ أَنْتَ بِأَبِي بَكْرٍ وَوَزَنَ عُمَرُ وَأَبُو بَكْرٍ فَرُجِحَ أَبُو بَكْرٍ وَوَزَنَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرُجِحَ عُمَرُ ثُمَّ رَفَعَ الْمِيزَانُ فَرَأَيْنَا الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

صحیح

৪৬৩৪। আবু বাকরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদিন নাবী ﷺ বললেন : তোমাদের মধ্যে কে স্বপ্ন দেখেছে? এক ব্যক্তি বললো, আমি দেখেছি যে, আসমান হতে যেন একটি দাড়িপাল্লা নেমে এলো। তাতে আপনাকে এবং আবু বাকর (রা)-কে ওজন করা হলো। এতে দেখা গেলো যে, আপনার ওজনই আবু বাকর (রা)-এর চেয়ে বেশী। অতঃপর আবু বাকর ও 'উমার (রা)-কে ওজন করা হলে দেখা গেলো, আবু বাকর (রা)-এর ওজন বেশী হয়েছে। তারপর 'উমার ও 'উসমান (রা)-কে ওজন করা হলে 'উমার (রা)-এর ওজন বেশী হলো। অতঃপর দাড়িপাল্লাটি উপরে তুলে নেয়া হলো। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারায়ে অসন্তুষ্টির ভাব দেখলাম।^{৪৬৩৩}

সহীহ।

৬১৩৫ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ " أَتَيْكُمْ رَأَى رُؤْيَا " . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْكَرَاهِيَةَ . قَالَ فَاسْتَأْذَنَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْني فَسَاءَهُ ذَلِكَ فَقَالَ " خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ " .

صحیح

৪৬৩১ বুখারী, মুসলিম।

৪৬৩২ এর পূর্বেরটি দেখুন।

৪৬৩৩ তিরমিযী।

৪৬৩৫। 'আবদুর রহমান ইবনু আবু বাকরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদিন নাবী ﷺ বললেন : তোমাদের মধ্যে কে স্বপ্ন দেখেছে? অতঃপর উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থে বর্ণিত। তবে অসত্যটির কথা উল্লেখ নেই। বরং বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, তুমি যা দেখেছো তার ব্যাখ্যা হলো, নবুওয়্যাতের প্রতিনিধিত্বের পর হলো রাজতন্ত্র; আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন।^{৪৬৩৪}

সহীহ।

৬১৩৬ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ عَمْرِو بْنِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " أُرَى اللَّيْلَةَ رَجُلٌ صَالِحٌ أَنْ أَبَا بَكْرٍ نِيْطَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنِيْطَ عُمَرُ بِأَبِي بَكْرٍ وَنِيْطَ عُثْمَانُ بِعُمَرَ " . قَالَ جَابِرٌ فَلَمَّا قُمْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا أَمَّا الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَّا تَنَوُّطُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فَهُمْ وَلَاءُ هَذَا الْأَمْرِ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ ﷺ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ يُونُسُ وَشُعَيْبٌ لَمْ يَذْكُرَا عَمْرًا .

ضعيف

৪৬৩৬। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমাকে স্বপ্নে এক পুণ্যবান ব্যক্তিকে দেখানো হয়েছে, আবু বাকর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছেন, 'উমার (রা), আবু বাকর (রা)-এর সঙ্গে এবং 'উসমান (রা) 'উমার (রা)-এর সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছেন। জাবির (রা) বলেন, যখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হতে উঠে দাঁড়ালাম তখন আমরা বললাম, সেই পুণ্যবান ব্যক্তি হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। আর একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত হলো, নাবী ﷺ-কে যে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন তাঁরা তারই অভিভাবক।^{৪৬৩৫}

দূর্বল।

৬১৩৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنِي عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ ذُلُومًا ذُلِي مِنَ السَّمَاءِ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ شَرِبًا ضَعِيفًا ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَانْتَشَطَتْ وَانْتَضَحَ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ .

ضعيف

৪৬৩৭। সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রা) সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি স্বপ্নে দেখলাম, একটি বালতি আকাশ হতে বুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। অতঃপর আবু বাকর (রা) এসে এর কাঠের হাতলের দুই প্রান্ত ধরে যৎসামান্য পান করলেন। অতঃপর 'উমার (রা) এসে বালতির কাঠের হাতলের দুই প্রান্ত ধরলেন এবং পেটভরে পান করলেন। তারপর 'উসমান (রা) আসলেন এবং এর কাঠের

^{৪৬৩৪} আহমাদ।

^{৪৬৩৫} আহমাদ, হাকিম। ইমাম হাকিম এর সানাদকে সহীহ বলেছেন। কিন্তু সানাদে 'আমর ইবনু আবান বিন 'উসমান রয়েছে। তার অবস্থা অজ্ঞাত। হাকিম বলেন : মাকবুল।

হাতলের দুই প্রান্ত ধরে পেটভরে পান করলেন। অতঃপর ‘আলী (রা) এসে তার কাঠের হাতলের দুই প্রান্ত ধরলে তা দোল খেতে থাকে এবং কিছু পানি তা হতে ছিটকে তার দেহে পড়ে যায়।^{৪৬৩৬}

দুর্বল।

৬৩৮ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ لَتَمَحْرُنَ الرُّومُ الشَّامَ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا لَا يَمْتَنِعُ مِنْهَا إِلَّا دِمَشْقُ وَعَمَّانُ .

ضعيف الإسناد مقطوع

৪৬৩৮। মাকহুল (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রোমীয়রা সিরিয়ায় প্রবেশ করে চল্লিশ দিন অবস্থান করবে এবং দামিষ্ক ও আশ্মান ব্যতীত কোন স্থানই তাদের থেকে নিরাপদ থাকবে না।^{৪৬৩৭}

সানাদ যঈফ মাক্বুত্।

৬৩৯ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ الْمُرِّيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْأَعْيَسِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ سَلْمَانَ، يَقُولُ سَيَأْتِي مَلِكٌ مِنْ مُلُوكِ الْعَجَمِ يَظْهَرُ عَلَى الْمَدَائِنِ كُلِّهَا إِلَّا دِمَشْقَ .

صحيح الإسناد مقطوع

৪৬৩৯। ‘আবদুল ‘আযীয ইবনুল ‘আলা (র) আবুল আ‘যাস ‘আবদুর রহমান ইবনু সালমান (র)-কে বলতে শুনেছেন, অচিরেই একজন বিদেশী বাদশাহ দামিষ্ক ছাড়া অন্যান্য সকল শহরের উপর বিজয়ী হবে।^{৪৬৩৮}

সানাদ সহীহ মাক্বুত্।

৬৪০ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا بُرَيْدُ أَبُو الْعَلَاءِ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "مَوْضِعُ فُسْطَاطِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمَلَا حِمٍ أَرْضٌ يُقَالُ لَهَا الْغُوطَةُ" .

صحيح

৪৬৪০। মাকহুল (র) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তুমুল যুদ্ধের সময় মুসলিমদের সমাবেশ স্থলের নাম হলো গুত্বাহ।^{৪৬৩৯}

সহীহ।

৬৪১ - حَدَّثَنَا أَبُو ظَفَرٍ عَبْدُ السَّلَامِ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ، عَنْ عَوْفٍ، قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ، يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ مَثَلَ عُثْمَانَ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ يَفْرَوْهَا وَيَفْسُرُهَا { إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنِي مَتُوفِكْ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا } يُشِيرُ إِلَيْنَا بِيَدِهِ وَإِلَى أَهْلِ الشَّامِ .

ضعيف مقطوع

^{৪৬৩৬} আহমাদ, ইবনু আবু ‘আসিম আস-সুন্নাহ। ইমাম যাহাবী বলেন : সানদে আশ‘আস এর অবস্থা অজ্ঞাত এবং তার পিতা ‘আবদুর রহমান আযদী সম্পর্কে হাফিয বলেন : মাক্বুল।

^{৪৬৩৭} সানাদ যঈফ মাক্বুত্।

^{৪৬৩৮} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

^{৪৬৩৯} আহমাদ।

৪৬৪১। ‘আওফ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজকে ভাষণ দানকালে বলতে শুনেছি : নিশ্চয়ই ‘উসমান (রা)-এর উদাহরণ মহান আল্লাহর নিকট মরিয়মের পুত্র ঈসা (আ)-এর মত। অতঃপর তিনি এ আয়াত পড়ে ব্যাখ্যা করলেন : “যখন আল্লাহ বলেছিলেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে ফিরিয়ে আনবো এবং তোমাকে আমার নিকট উঠিয়ে আনবো। তোমাকে যারা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তাদের সাহচাৰ্য থেকে তোমাকে পবিত্র করবো” (সূরাহ আল-ইমরান : ৫৫) এবং সে তার হাতের মাধ্যমে আমাদের সিরিয়াবাসীদের দিকে ইঙ্গিত করছিলো।^{৪৬৪০}

দুর্বল মাক্কুত্‌।

৪৬৪২ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّلَفَانِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ الْمُغِيرَةِ، عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ خَالِدِ الضَّبِّيِّ، قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ، يَخْطُبُ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ رَسُولُ أَحَدِكُمْ فِي حَاجَتِهِ أَكْرَمَ عَلَيْهِ أَمَ خَلِيفَتُهُ فِي أَهْلِهِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لِلَّهِ عَلَى أَلَا أَصْلَى خَلْفَكَ صَلَاةً أَبَدًا وَإِنْ وَحَدْتُ قَوْمًا يُجَاهِدُونَكَ لِأُجَاهِدَكَ مَعَهُمْ . زَادَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ فَقَاتَلَ فِي الْحِمَاكِمْ حَتَّى قُتِلَ .

ضعيف الإسناد مقطوع

৪৬৪২। রবী‘ ইবনু খালিদ আদ-দাক্বী (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজকে তার ভাষণে বলতে শুনেছি : তোমাদের কারো প্রয়োজনে প্রেরিত দূত তার নিকট বেশী সম্মানিত না তার পরিবারের মধ্যে তার প্রতিনিধি? একথা শুনে আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহর কসম! আমার এখন কর্তব্য হলো, তোমার পিছনে কখনো সলাত না পড়া। আর আমি যদি এমন কোন দল পাই যারা তোমার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে তবে আমিও তাদের সঙ্গী হয়ে তোমার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবো। ইসহাক্ব (র) তার হাদীসে বৃদ্ধি করেন যে, তিনি বলেন, জামাজিম যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি নিহত হন।^{৪৬৪১}

সানদ যঈফ মাক্কুত্‌।

৪৬৪৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ، وَهُوَ عَلَى الْمَنَبْرِ يَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ لَيْسَ فِيهَا مَثْنَوِيَّةٌ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا لَيْسَ فِيهَا مَثْنَوِيَّةٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدِ الْمَلِكِ وَاللَّهُ لَوْ أَمَرْتُ النَّاسَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَخَرَجُوا مِنْ بَابٍ آخَرَ لَحَلَّتْ لِي دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَاللَّهُ لَوْ أَخَذْتُ رِبْعَةَ بِمُضَرٍّ لَكَانَ ذَلِكَ لِي مِنَ اللَّهِ حَلَالًا وَيَا عَذِيرِي مِنْ عَبْدٍ هُدَيْلٍ يَزْعُمُ أَنْ قِرَاءَتُهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا هِيَ إِلَّا رَجَزٌ مِنْ رَجَزِ الْأَعْرَابِ مَا أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَذِيرِي مِنْ هَذِهِ الْحَمَرَاءِ يَزْعُمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَرْمِي بِالْحَجَرِ فَيَقُولُ إِلَى أَنْ يَقَعَ الْحَجَرُ قَدْ حَدَّثَ أَمْرٌ فَوَاللَّهِ لَأَدْعَنَّهُمْ كَالْأَمْسِ الدَّابِرِ . قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِلْأَعْمَشِ فَقَالَ أَنَا وَاللَّهِ سَمِعْتُهُ مِنْهُ .

صحيح الإسناد - إلى الحجاج و هو الظالم المبير

৪৬৪৩। ‘আসিম (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজকে মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি : তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করো, এতে কোন ব্যতিক্রম নেই। আর আমিরুল মু‘মিনীন

^{৪৬৪০} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

^{৪৬৪১} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

‘আবদুল মালিকের (আদেশ) শুনো এবং অনুসরণ করো, এতেও কোন ব্যতিক্রম নেই। আল্লাহ কসম! আমি লোকদেরকে যদি মাসজিদের এক দরজা দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেই এবং তারা অন্য দরজা দিয়ে বের হয়, তাহলে আমার জন্য তাদের রক্ত ও সম্পদ বৈধ। আল্লাহ কসম! যদি আমি রবী‘আহ গোত্রকে মুদার গোত্রের অপরাধের জন্য শাস্তি দেই এটাও আমার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে বৈধ। হুজাইল পুত্র মনে করে যে, সে যেভাবে কুরআন পড়ে তা আল্লাহর পক্ষ হতে। আল্লাহর কসম! তা তো বেদুঈনদের সঙ্গীতমালার মধ্যকার সঙ্গীতমাত্র। তা আল্লাহ তার নাবীর উপর নাযিল করেননি। অনারব লোকদের পক্ষ হতে কে আমার নিকট ওজনখাহি করবে। তাদের মধ্যকার কেউ পাথর নিক্ষেপ করে, অতঃপর বলে, দেখো! এই পাথর কতো দূর গিয়ে পৌঁছে। সে একটি নতুন ঘটনার জন্ম দিলো। আল্লাহ কসম! আমি তাদেরকে গতকালের ন্যায় নিশ্চিহ্ন করবো। বর্ণনাকারী বলেন, আমি কথাগুলো আল-আ‘মশ (র)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আমিও তাকে কথাগুলো বলতে শুনেছি।^{৪৬৪২}

সানাদ সহীহ - হাজ্জাজ পর্যন্ত।

৪৬৪৪ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ هَذِهِ الْحُمْرَاءُ هَبْرٌ هَبْرٌ أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَعْتُ عَصًا بَعْضًا لِأَدْرَتُهُمْ كَالْأَمْسِ الذَّاهِبِ يَغْنِي الْمَوَالِي .
صحيح

৪৬৪৪। আ‘মশ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজকে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, এসব অনারব আযাদকৃত গোলামদের বংশধর হত্যা ও টুকরা টুকরা করে দেয়ার যোগ্য। আল্লাহ কসম! আমি যদি চরম আঘাত হানি তাহলে তাদেরকে গতকালের মতো নিশ্চিহ্ন করে দিবো।^{৪৬৪৩}

সহীহ।

৪৬৪৫ - حَدَّثَنَا قُطَيْبُ بْنُ نُسَيْرٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى ابْنِ سُلَيْمَانَ، ح حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ شَرِيكَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، قَالَ جَمَعْتُ مَعَ الْحَجَّاجِ فَخَطَبَ فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عِيَّاشٍ قَالَ فِيهَا فَاسْمِعُوا وَأَطِيعُوا لِخَلِيفَةِ اللَّهِ وَصَفِيَّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ وَلَوْ أَخَذْتُ رِبْعَةَ بِمَضْرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ الْحُمْرَاءِ .
صحيح - إلى الحجّاج الظالم

৪৬৪৫। সুলাইমান আল-আ‘মশ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজের সঙ্গে জুমু‘আহর সলাত আদায় করলাম। তিনি ভাষণ দিলেন... অতঃপর বর্ণনাকারী আবু বাকর ইবনু আইয়াশের হাদীস উল্লেখ করেন। তিনি ভাষণে বলেন, তোমরা আল্লাহর প্রতিনিধি ও বন্ধু ‘আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের কথা শুনবে ও মেনে চলবে। অতঃপর হাদীসের বাকি অংশ উল্লেখ করেন। তিনি বললেন, আমি যদি রবী‘আহ গোত্রকে মুদার গোত্রের অপরাধে পাকড়াও করি। কিন্তু বর্ণনাকারী এখানে অনারবদের ঘটনাটি উল্লেখ করেননি।^{৪৬৪৪}

সহীহ- হাজ্জাজ পর্যন্ত।

^{৪৬৪২} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

^{৪৬৪৩} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

^{৪৬৪৪} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

৬৬৪৮ - حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " خِلَافَةُ النَّبِيِّ ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ - أَوْ مُلْكُهُ - مَنْ يَشَاءُ " . قَالَ سَعِيدٌ قَالَ لِي سَفِينَةُ أَمْسِكَ عَلَيْكَ أَبَا بَكْرٍ سِتِّينَ وَعُمَرَ عَشْرًا وَعُثْمَانَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَعَلِيٍّ كَذَا . قَالَ سَعِيدٌ قُلْتُ لِسَفِينَةَ إِنْ هَؤُلَاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكُنْ بِخَلِيفَةٍ . قَالَ كَذَبْتَ أَسْتَأْهِ بَنِي الزُّرْقَاءِ يَعْنِي بَنِي مَرْوَانَ .

حسن صحيح

৪৬৪৬। সাফীনাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নবুওয়্যাতের ভিত্তিতে পরিচালিত খিলাফত ত্রিশ বছর অব্যাহত থাকবে। অতঃপর আল্লাহর যাকে ইচ্ছা রাজত্ব বা তাঁর রাজত্ব দান করবেন। সাঈদ (র) বলেন, আমাকে সাফীনাহ (রা) বলেছেন, হিসেব করো, আবু বাকর (রা) দুই বছর, 'উমার (রা) দশ বছর, 'উসমান (রা) বারো বছর ও 'আলী (রা) এতো বছর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেছেন। সাঈদ (র) বলেন, আমি সাফীনাহ (রা)-কে বললাম, এরা ধারণা করে যে, 'আলী (রা) খলীফাহ ছিলেন না। তিনি বলেন, বনী যারকা অর্থাৎ মাওয়ানের বংশধরগণ মিথ্যা বলেছে।^{৪৬৪৫}

হাসান সহীহ।

৬৬৪৭ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " خِلَافَةُ النَّبِيِّ ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ - أَوْ مُلْكُهُ مَنْ يَشَاءُ - " .

حسن صحيح

৪৬৪৭। সাফীনাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নবুওয়্যাতী পছায় খিলাফত ত্রিশ বছর পরিচালিত হবে। অতঃপর যাকে ইচ্ছা আল্লাহ রাজত্ব বা তাঁর রাজত্ব দান করবেন।^{৪৬৪৬}

হাসান সহীহ।

৬৬৪৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ظَالِمٍ، وَسُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ظَالِمِ الْمَازِنِيِّ، قَالَ ذَكَرَ سُفْيَانُ رَجُلًا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ظَالِمِ الْمَازِنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ بْنَ عَمْرٍو بْنَ نَفِيلٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ فَلَانَ الْكُوفَةَ أَقَامَ فَلَانٌ حَاطِيًا فَأَخَذَ بِيَدِي سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ أَلَا تَرَى إِلَى هَذَا الظَّالِمِ فَأَشْهَدُ عَلَى التَّسْعَةِ أَنَّهُمْ فِي الْحَنَةِ وَلَوْ شَهِدْتُ عَلَى الْعَاشِرِ كَمْ يَنْتَمِ - قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ وَالْعَرَبُ يَقُولُ أَتَمَّ - قُلْتُ وَمَنْ التَّسْعَةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى حَرَاءٍ " أَتَيْتُ حَرَاءَ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صَدِيقٌ أَوْ شَهِيدٌ " . قُلْتُ وَمَنْ التَّسْعَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ . قُلْتُ وَمَنْ الْعَاشِرُ فَتَلَكَّا هُنَيْئَةً ثُمَّ قَالَ أَنَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ ابْنِ حَيَّانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ظَالِمٍ بِإِسْنَادِهِ .

صحيح

৪৬৪৮। ‘আবদুল্লাহ ইবনু যালিম আল-মায়িনী (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাঈদ ইবনু যায়িদ ইবনু ‘আমর ইবনু নুফাইল (রা) বলেছেন এবং আমি শুনেছি, অমুক লোক (মু‘আবিয়াহ) যখন কুফায় এলেন তখন অমুকে (মুগীরাহ ইবনু শু‘বাহ) ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন [ভাষণে ‘আলী (রা)-এর মর্যাদার পরিপন্থী কথা থাকায়] সাঈদ ইবনু যায়িদ (রা) আমার হাত ধরে বললেন, এ যালিম তার ভাষণে কি বলছে তুমি কি লক্ষ্য করছো না? তারপর তিনি নয় ব্যক্তির জান্নাতবাসী হওয়া সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিলেন এবং আরো বললেন, আমি যদি দশম ব্যক্তির নামও উল্লেখ করি তাতে আমি গুনাহগার হবো না। ‘আবদুল্লাহ ইবনু যালিম (র) বলেন, আমি বললাম, এই নয়জন কে কে? তিনি (সাঈদ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হেরা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে পাহাড়টিকে কাঁপতে দেখে বললেন, ওহে হেরা! স্থির হও। কেননা তোমার উপর একজন নাবী, একজন সিদ্দীক এবং একজন শহীদ অবস্থান করছেন। আমি পুনরায় বললাম, সেই নয়জন কে কে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আবু বাক্র, ‘উমার, ‘উসমান, ‘আলী, ত্বালহা, যুবাইর, সা‘দ ইবনু আবু ওয়াক্কাস ও ‘আবদুর রহমান ইবনু ‘আওফ (রা)। আমি আবার বললাম, দশম ব্যক্তি কে? তখন তিনি খানিক চুপ থেকে বললেন, আমি।^{৪৬৪৭}

সহীহ।

৪৬৪৭ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ التَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَخْنَسِ، أَنَّهُ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ رَجُلٌ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَامَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ "عَشْرَةٌ فِي الْجَنَّةِ النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ وَأَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ . وَلَوْ شِئْتُ لَسَمَّيْتُ الْعَاشِرَ . قَالَ فَقَالُوا مَنْ هُوَ فَسَكَتَ قَالَ فَقَالُوا مَنْ هُوَ فَقَالَ هُوَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ .

صحیح

৪৬৪৯। ‘আবদুর রহমান ইবনুল আখনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি মাসজিদে থাকাবস্থায় এক ব্যক্তি ‘আলী (রা)-এর সমালোচনা করলে সাঈদ ইবনু যায়িদ (রা) দাঁড়িয়ে বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দশ ব্যক্তির জান্নাতী : নাবী ﷺ জান্নাতী, আবু বাক্র (রা) জান্নাতী, ‘উমার (রা) জান্নাতী, ‘উসমান (রা) জান্নাতী, ‘আলী (রা) জান্নাতী, ত্বালহা (রা) জান্নাতী, যুবাইর ইবনুল ‘আওয়াম জান্নাতী, সা‘দ ইবনু মালিক (রা) জান্নাতী, ‘আবদুর রহমান ইবনু ‘আওফ জান্নাতী। আমি (সাঈদ ইবনু যায়িদ) ইচ্ছা করলে দশম ব্যক্তির নামও বলতে পারি। বর্ণনাকারী বলতে, তখন তারা বললেন, তিনি কে? তখন তিনি চুপ থাকলেন। বর্ণনাকারী বলেন, পুনরায় তারা বললেন, তিনি কে? বর্ণনাকারী বলেন, (আমি) সাঈদ ইবনু যায়িদ।^{৪৬৪৮}

সহীহ।

^{৪৬৪৭} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ।

^{৪৬৪৮} তিরমিযী, নাসায়ী, আহমাদ।

৬৫০ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْمُنْتَنَى النَّخَعِيُّ، حَدَّثَنِي جَدِّي، رِيَاخُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ فُلَانٍ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَعِنْدَهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ فَجَاءَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ بْنُ عَمْرٍو بْنُ نُفَيْلٍ فَرَحَّبَ بِهِ وَحَيَّاهُ وَأَقْعَدَهُ عِنْدَ رَجُلِهِ عَلَى السَّرِيرِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يُقَالُ لَهُ قَيْسُ بْنُ عُلْقَمَةَ فَاسْتَقْبَلَهُ فَسَبَّ وَسَبَّ فَقَالَ سَعِيدٌ مَنْ يَسُبُّ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ يَسُبُّ عَلِيًّا . قَالَ أَلَا أَرَى أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُسُبُّونَ عِنْدَكَ ثُمَّ لَا تُنْكِرُ وَلَا تُغَيِّرُ أَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَإِنِّي لَغَنِيٌّ أَنْ أَقُولَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْ فَيَسْأَلْنِي عَنْهُ غَدًا إِذَا لَقِيتُهُ " أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ " . وَسَأَقُ مَعَنَاهُ ثُمَّ قَالَ لَمْ شَهَدْ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَغْتَبِرُ فِيهِ وَجْهَهُ خَيْرٌ مِنْ عَمَلٍ أَحَدِكُمْ عَمَرَهُ وَلَوْ عَمَّرَ عُمَرُ نَوْحَ .

صحيح

৪৬৫০। রিয়াহ ইবনুল হারিস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি অমুক লোকের (মুগীরাহ ইবনু শু'বার) নিকট কুফার মাসজিদে বসা ছিলাম এবং তার নিকট কুফার লোকজনও উপস্থিত ছিল। এ সময় সাঈদ ইবনু যায়িদ 'আমর ইবনু নুফাইল (রা) এলে তিনি তাকে সাদর সম্ভাবষণ ও সালাম জানিয়ে খাটের উপর নিজের পায়ে কাছ বসালেন। অতঃপর ক্বাইস ইবনু 'আলক্বামাহ নামক জনৈক কুফাবাসী এলে তাকেও অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর সে গালাগালি করতে লাগলো। সাঈদ (রা) বললেন, এ ব্যক্তি কাকে গালি দিচ্ছে? তিনি বললেন, সে 'আলী (রা)-কে গালি দিচ্ছে। তিনি বললেন, আমি দেখতে পাচ্ছি, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীকে আপনার সম্মুখে গালি দিচ্ছে অথচ আপনি তাকে নিষেধ করছেন না আর থামাচ্ছেনও না! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: আমি তাঁর সম্পর্কে এমন উক্তি করা হতে মুক্ত যা তিনি বলেননি। অতঃপর ক্বিয়ামাতের দিন যখন তার সঙ্গে আমার সাক্ষাত হবে তখন এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। আবু বাক্র (রা) জান্নাতী, 'উমার (রা) জান্নাতী। বর্ণনাকারী অতঃপর অনুরূপ অর্থের বর্ণনা করলেন এবং তিনি বললেন, তাদের কোন একজনের রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ, যে সাহচর্যে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না তাও তোমাদের কোন ব্যক্তির সারা জীবনের আমলের চেয়ে উত্তম, যদিও সে নূহ (আ)-এর মতো দীর্ঘ আয়ু পায়।^{৪৬৪৯}

সহীহ।

৬৫১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - الْمَعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ صَعِدَ أَحَدًا فَتَبِعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَضَرَبَهُ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بِرِجْلِهِ وَقَالَ " أَتَيْتُ أَحَدُ نَبِيِّ وَصِدِّيقٍ وَشَهِيدَانِ " .

صحيح

৪৬৫১। ক্বাতাদাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। আনাস ইবনু মালিক (রা) তাদের নিকট বর্ণনা করেন, একদা নাবী ﷺ উহুদ পাহাড়ে উঠলেন। অতঃপর আবু বাক্র, 'উমার ও 'উসমান (রা) তাঁর অনুসরণ করলেন।

পাহাড় কাঁপতে থাকলে আল্লাহর নাবী (রা) একে পদাঘাত করে বললেন, “উহুদ স্থির হও! তোমার উপর একজন নাবী, একজন সিদ্দীক ও দু’জন শহীদ (‘উমার ও ‘উসমান) রয়েছেন।”^{৪৬৫০}

সহীহ।

৪৬৫১ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ، أَنَّ اللَّيْثَ، حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِّمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ " .

صحیح

৪৬৫২। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যারা গাছের নিচে বাই‘আত করেছে তাদের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।^{৪৬৫১}

সহীহ।

৪৬৫৩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَنَانَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ مُوسَى " فَلَعَلَّ اللَّهَ " . وَقَالَ ابْنُ سَنَانَ " أَطْلَعَ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ بَذْرِ فَقَالَ اْعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ " .

حسن صحيح

৪৬৫৩। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বর্ণনাকারী মূসার বর্ণনায় রয়েছে : “আশা করা যায়, মহান আল্লাহ” এবং বর্ণনাকারী ইবনু সিনান (র)-এর বর্ণনা রয়েছে : “আল্লাহ্ বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদেরকে অবহিত করে বলেন, তোমরা যা ইচ্ছা আমল করো, অবশ্যই আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।”^{৪৬৫২}

হাসান সহীহ।

৪৬৫৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ ثَوْرٍ، حَدَّثَهُمْ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمُسَوَّرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْيَةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . قَالَ فَأَتَاهُ - يَعْنِي عُرْوَةَ بْنُ مَسْعُودٍ - فَحَلَّلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ فَكَلَّمَا كَلَّمَهُ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ وَالْمُعِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمَغْفَرُ فَضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ وَقَالَ آخِرُ يَدِكَ عَنْ لِحْيَتِهِ . فَرَفَعَ عُرْوَةَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالُوا الْمُعِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ .

صحیح

৪৬৫৪। আল-মিসওয়ার ইবনু মাখরামা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ হৃদয়বিয়ার সময় রওয়ানা হলেন। অতঃপর বর্ণনাকারী হাদীসটি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, তখন ‘উরওয়াহ ইবনু মাস‘উদ এসে নাবী ﷺ-এর সঙ্গে আলাপ করতে লাগলো এবং সে বরাবর তাঁর দাড়ি মুবারকে হাত লাগালো। তখন মুগারাহ ইবনু শু‘বাহ (রা) নাবী ﷺ-এর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তার হাতে তরবারি ও

^{৪৬৫০} বুখারী, তিরমিযী, আহমাদ।

^{৪৬৫১} মিশকাত। সানাদে আবু খালিদ আদ-দালানী রয়েছে। হাফিয বলেন : তার ভুল প্রচুর এবং তিনি তাদলীস করতেন। এছাড়া সানাদে আবু খালিদ মাওলা জা‘দাহ অজ্ঞাত। যেমন রয়েছে আত-তাক্বরীব গ্রন্থে।

^{৪৬৫২} তিরমিযী, নাসায়ী, আহমাদ।

মাথায় শিরস্কাণ ছিল। তিনি তার হাতে তরবারির হাতল দিয়ে আঘাত করে বললেন, তোমার হাত তাঁর দাড়ি থেকে সরেও। 'উরওয়াহ মাথা তুলে বললো, ইনি কে? তারা বললেন, ইনি হলেন মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ (রা)।^{৪৬৫৩}

সহীহ।

৪৬৫০ - حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، مَوْلَى آلِ جَعْفَرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَتَانِي جَبْرِيلُ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَرَانِي بَابَ الْجَنَّةِ الَّذِي يَدْخُلُ مِنْهُ أُمَّتِي " . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مَعَكَ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَمَا إِنَّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي " .

ضعيف ، المشكاة (٦٠٢٤)

৪৬৫৫। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জিবরাঈল (আ) এসে আমার হাত ধরে আমার উম্মাত জান্নাতের যে দরজা দিয়ে তাতে প্রবেশ করবে তা দেখালেন। আবু বাক্র (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার একান্ত বাসনা যে, আমি তা দেখা পর্যন্ত আপনার সঙ্গে থাকি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আবু বাক্র! আমার উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে সে তুমিই।^{৪৬৫৪}

দুর্বল : মিশকাত হা/৬০২৪।

৪৬৫৬ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ إِيسَى الْجَرِيرِيَّ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعَمَلِيِّ، عَنِ الْأَقْرَعِ، مُؤَدَّنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ بَعَثَنِي عُمَرُ إِلَى الْأُسْفُفِ فَدَعَوْتُهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ وَهَلْ تَجِدُنِي فِي الْكِتَابِ قَالَ نَعَمْ . قَالَ كَيْفَ تَجِدُنِي قَالَ أَجِدُكَ قَرْنًا . فَرَفَعَ عَلَيْهِ الدَّرَّةَ فَقَالَ قَرْنٌ مَهْ فَقَالَ قَرْنٌ حَدِيدٌ أَمِينٌ شَدِيدٌ . قَالَ كَيْفَ تَجِدُ الَّذِي يَجِيءُ مِنْ بَعْدِي فَقَالَ أَجِدُهُ خَلِيفَةً صَالِحًا غَيْرَ أَنَّهُ يُؤَنِّرُ قَرَابَتَهُ . قَالَ عُمَرُ يَرْحَمُ اللَّهُ عُثْمَانَ ثَلَاثًا فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُ الَّذِي بَعْدَهُ قَالَ أَجِدُهُ صَدًّا حَدِيدٌ فَوَضَعَ عُمَرُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ يَا ذِفْرَاهُ يَا ذِفْرَاهُ . فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ خَلِيفَةٌ صَالِحٌ وَلَكِنَّهُ يُسْتَخْلَفُ حِينَ يُسْتَخْلَفُ وَالسَّيْفُ مَسْلُوبٌ وَالِدَمُّ مُهْرَاقٌ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الدَّفْرُ الثَّنُ .

ضعيف الإسناد

৪৬৫৬। 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর মুয়াযযিন আকরা' (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার (রা) আমাকে উশকুফ (খৃস্টানদের ধর্মগুরু)-এর নিকট প্রেরণ করলেন। আমি তাকে ডেকে আনলে 'উমার (রা) তাকে বললেন, তুমি আমার সম্পর্কে কোন কিছু কিতাবে দেখতে পাও কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমাকে কিভাবে পাও। তিনি বললেন, আমি আপনাকে দুর্গ হিসেবে পাই। বর্ণনাকারী বলেন, 'উমার (রা) তার উপর চাবুক তুলে বললেন, দুর্গ মানে? সে বললো, একটি লৌহ দুর্গ ও কঠোর

^{৪৬৫৩} এটি জিহাদ অধ্যায়ে গত হয়েছে।

^{৪৬৫৪} এটি জিহাদ অধ্যায়ে গত হয়েছে।

আস্থাভাজন ব্যক্তি। তিনি বলেন, আমার পরে যিনি আসবেন তাকে তুমি কেমন পাচ্ছে? তিনি বললেন, আমি তাকে পুণ্যবান খলীফাহ হিসেবে পাচ্ছি, তবে তিনি আত্মীয়দের দ্বারা প্রভাবিত হবেন। 'উমার (রা.) তিনবার বললেন, আল্লাহ্ 'উসমানের উপর দয়া করুন। 'উমার (রা) বললেন, তারপর যিনি আসবেন তাকে কেমন পাচ্ছে? উশকুফ বলেন, তাঁকে লোহার মরিচা হিসেবে পাচ্ছি। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর 'উমার (রা) তার হাত তার মাথায় রেখে বলেন, হে দুর্গন্ধ, হে দুর্গন্ধ! ধর্মগুরু বললো, হে আমীরুল মু'মিনীন! তিনি একজন সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ খলীফাহ, কিন্তু যখন তাকে নির্বাচন করা হবে তখন তারবারি কোষমুক্ত অবস্থায় থাকবে এবং হানাহানি চলবে।^{৪৬৫}

সানাদ দুর্বল।

১০ - باب في فضل أصحاب رسول الله ﷺ

অনুচ্ছেদ-১০ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণের ফাযীলাত

৬১০৭ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ أَتَيْنَا حَ، وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ بُعِثُوا فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ " . وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَذْكَرَ الثَّالِثِ أَمْ لَا " ثُمَّ يَظْهَرُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَتَذَرُونَ وَلَا يُوفُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَفْشَرُونَ فِيهِمُ السَّمَنُ " .

صحیح

৪৬৫৭। 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যে সর্বোত্তম হলো তারা যাদের মধ্যে আমি প্রেরিত হয়েছি। অতঃপর যারা তাদের সঙ্গে সংলগ্ন, আল্লাহই ভালো জানেন যে, তিনি তৃতীয় স্তরটি উল্লেখ করেছেন কিনা। তারপর এমন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা সাক্ষী হিসেবে তাদেরকে না ডাকা হলেও সাক্ষ্য দিবে। তার মান্নাত করে তা পূর্ণ করবে না, তারা আত্মসাৎ করবে এবং আমানতদার হবে না। আর তাদের মধ্যে মেদ-ভুঁড়ি প্রকাশ পাবে।^{৪৬৫৬}

সহীহ।

১১ - باب في التَّهْنِي عَنْ سَبِّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ-১১ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের গালি দেয়া নিষেধ

৬১০৮ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَإِنَّ الَّذِي يَفْعَلُ يَدِيهِ لَوْ أَتَفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أَحَدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ " .

صحیح

^{৪৬৫৫} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

^{৪৬৫৬} মুসলিম, তিরমিযী।

৪৬৫৮। আবু সাঈদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালি দিও না। যে মহান সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ (দান) ব্যয় করে তবে তা তাদের কোন একজনের এক মুদ বা অর্ধ মুদ ব্যয়ের সমানও হবে না।^{৪৬৫৭}

সহীহ।

৬০৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قَدَامَةَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ الْمَاصِرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قُرَّةٍ، قَالَ كَانَ حُدَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَكَانَ يَذْكُرُ أَشْيَاءَ قَالَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلنَّاسِ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي الْغَضَبِ فَيَنْطَلِقُ نَاسٌ مِمَّنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ حُدَيْفَةَ فَيَأْتُونَ سَلْمَانَ فَيَذْكُرُونَ لَهُ قَوْلَ حُدَيْفَةَ فَيَقُولُ سَلْمَانُ حُدَيْفَةُ أَعْلَمَ بِمَا يَقُولُ فَيَرْجِعُونَ إِلَى حُدَيْفَةَ فَيَقُولُونَ لَهُ قَدْ ذَكَّرْنَا قَوْلَكَ لِسَلْمَانَ فَمَا صَدَّقَكَ وَلَا كَذَّبَكَ . فَأَتَى حُدَيْفَةُ سَلْمَانَ وَهُوَ فِي مَبَقَلَةٍ فَقَالَ يَا سَلْمَانُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَدِّقَنِي بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ سَلْمَانُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْضَبُ فَيَقُولُ فِي الْغَضَبِ لِلنَّاسِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَيَرْضَى فَيَقُولُ فِي الرِّضَا لِلنَّاسِ مِنْ أَصْحَابِهِ أَمَا تَنْتَهِي حَتَّى تُورِثَ رِجَالًا حُبَّ رِجَالٍ وَرِجَالًا بُغْضَ رِجَالٍ وَحَتَّى تُوَفِّعَ اخْتِلَافًا وَفُرْقَةً وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ فَقَالَ " أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي سَبَّهْتُ سَبًّا أَوْ لَعَنْتُهُ لَعْنَةً فِي غَضَبِي - فَإِنَّمَا أَنَا مِنْ وَلَدِ آدَمَ أَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُونَ وَإِنَّمَا بَعْثَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ - فَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ صَلَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . وَاللَّهِ لَتَنْتَهِيَنَّ أَوْ لَا كُتِبَ إِلَيَّ عَمْرٌ .

সহীহ

৪৬৫৯। ‘আমর ইবনু আবু কুররা (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযাইফাহ (রা) মাদায়েনে অবস্থানকালে এমন কিছু কথা উল্লেখ করেন, যে কথাগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ অসন্তুষ্ট অবস্থায় কতিপয় সাহাবীকে বলেছিলেন। হুযাইফাহ (রা)-এর কথাগুলো যারা শুনেছিলেন, তাদের কতক এসে সালমান (রা)-এর নিকট হুযাইফাহর (রা) বক্তব্যে বর্ণনা দিলে সালমান (রা) বলেন, হুযাইফাহ (রা) যা বলেছেন, তা তিনিই ভালো জানেন। অতঃপর তারা হুযাইফাহর (রা) নিকট ফিরে এসে বললেন, আমরা সালমান (রা)-এর নিকট আপনার কথাগুলো বলেছি কিন্তু তিনি আপনার কথার সমর্থন বা অসমর্থন কোনোটাই দেননি। অতঃপর হুযাইফাহ (রা) সালমান (রা)-এর সঙ্গে সবজি বাগানে সাক্ষাত করে বলেন, হে সালমান! যে কথা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শুনেছি তার সমর্থন দিতে তোমাকে কিসে বিরত রেখেছে? সালমান (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অসন্তুষ্ট হলে তাঁর কিছু সাহাবীকে কিছু কথা বলতেন এবং তাঁর সাহাবীদের মধ্যে কারো উপর সন্তুষ্ট হয়ে সন্তোষসূচক কিছু কথা বলতেন। যদি তুমি এ বিষয়গুলোর উল্লেখ হতে বিরত না থাকো, তাহলে তুমি অনেক লোককে পরস্পর ভালোবাসা ও বন্ধুত্বে আবদ্ধ করবে আর এক দলকে পরস্পর মনমালিন্য ও অসন্তোষে ফেলবে, এতে দলাদলির সৃষ্টি হবে। তুমি জানো, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ভাষণে বলেছেন, আমার উম্মাতের যাকে আমি অসন্তুষ্ট অবস্থায় মন্দ বলি বা অভিশাপ দেই কেননা আদম সন্তান হিসেবে আমিও তাদের মতো অসন্তুষ্ট হয়ে থাকি। তিনি আমাকে সৃষ্টিকুলের জন্য করুণার আঁধার করে পাঠিয়েছেন। হে আল্লাহ! আমার গালি ও অভিশাপকে ক্বিয়ামাতের দিন তাদের

জন্য রহমতে পরিণত করো। আল্লাহর কসম! যদি তুমি বিরত না থাকো তাহলে আমি অবশ্যই ‘উমার (রা)-কে লিখে পাঠাবো। অতঃপর কিছু সংখ্যক লোকের দ্বারা তার উপর চাপ সৃষ্টি করা হলে তিনি তার কসম ভঙ্গের কাফ্যারাহ দিলেন, ‘উমার (রা)-কে চিঠি লিখেননি এবং কসম ভঙ্গের আগেই কাফ্যারাহ দিলেন। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, কসম ভঙ্গের (কাফ্যারাহ) আগে বা পরে দেয়া উভয়ই জাযিয়।^{৪৬৫৮}

সহীহ।

১২ - باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه

অনুচ্ছেদ-১২ : আবু বাকর (রা)-এর খিলাফাত সম্পর্কে

৬৬৬ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، قَالَ لَمَّا اسْتَعَزَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا عِنْدَهُ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ دَعَاهُ بِلَالٌ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ مَرُّوا مَنْ يُصَلِّي لِلنَّاسِ . فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَمْعَةَ فَإِذَا عُمَرُ فِي النَّاسِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ غَائِبًا فَقُلْتُ يَا عُمَرُ قُمْ فَصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَدَّمَ فَكَبَّرَ فَلَمَّا سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَوْتَهُ وَكَانَ عُمَرُ رَجُلًا مُخْهَرًا قَالَ " فَأَيْنَ أَبُو بَكْرٍ يَا أَيْيَ اللَّهِ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ يَا أَيْيَ اللَّهِ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ " . فَبَعَثَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَجَاءَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى عُمَرُ تِلْكَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ .

حسن صحيح

৪৬৬০। ‘আবদুল্লাহ ইবনু যাম‘আহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রোগ যখন মারাত্মক রূপ ধারণ করলো তখন আমি মুসলিমদের একটি দলের সঙ্গে তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলাম। বিলাল (রা) তাঁকে সলাতের জন্য ডাকলে তিনি বললেন, “লোকদের সলাত পড়াতে তোমরা কাউকে নির্দেশ দাও। অতঃপর ‘আবদুল্লাহ ইবনু যাম‘আহ (রা) বেরিয়ে এসে দেখলেন লোকদের মধ্যে ‘উমার (রা) উপস্থিত আছেন, কিন্তু আবু বাকর (রা) অনুপস্থিত। আমি বললাম, হে ‘উমার! আপনি দাঁড়িয়ে সলাত পড়ান। অতএব তিনি সামনে এসে তাকবীর তাহরীমা বললেন। ‘উমার (রা) উচ্চস্বরসম্পন্ন হওয়ায় যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার শব্দ শুনতে পেলেন তখন বললেন, আবু বাকর কোথায়? আল্লাহ এবং মুসলিমগণ এটা (আবু বাকর ছাড়া অন্য কারোর ইমামতি) অপছন্দ করেন। তিনি পুনরায় বললেন, আল্লাহ ও মুসলিমগণ এটা অপছন্দ করেন। অতএব আবু বাকর (রা)-এর নিকট লোক পাঠানো হলো, কিন্তু তিনি ‘উমার (রা)-এর ঐ ওয়াক্তের সলাত পড়ানোর পরে উপস্থিত হলেন এবং এরপর হতে তিনি লোকদের সলাতে ইমামতি করেন।^{৪৬৫৯}

হাসান সহীহ।

৬৬৬১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَمْعَةَ، أَخْبَرَهُ بِهَذَا الْخَبَرِ، قَالَ لَمَّا سَمِعَ

^{৪৬৫৮} আহমাদ।

^{৪৬৫৯} আহমাদ।

النَّبِيُّ ﷺ صَوَّتَ عُمَرَ قَالَ ابْنُ زَمْعَةَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَطْلَعَ رَأْسَهُ مِنْ حُجْرَتِهِ ثُمَّ قَالَ " لَا لَا لَا لِأَيُّسَ ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ " . يَقُولُ ذَلِكَ مُغَضَّبًا .

صحیح

৪৬৬১। 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উতবাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। এ হাদীস সম্পর্কে তাকে 'আবদুল্লাহ ইবনু যাম'আহ (রা) জানিয়েছেন। তিনি বলেন, নাবী ﷺ 'উমার (রা)-এর কণ্ঠস্বর শোনার সঙ্গে উঠে এসে তাঁর ঘর থেকে মাথা বের করে ত্রোদধের সঙ্গে বললেন, না, না, না; আবু কুহাফার পুত্র যেন লোকদের সলাতে ইমামতি করে।^{৪৬৬০}

সহীহ।

১৩ - باب مَا يَذُلُّ عَلَى تَرْكِ الْكَلَامِ فِي الْفِتْنَةِ

অনুচ্ছেদ-১২ : ফিত্বনাহু চলাকালে বাকসংযমী হওয়া

৪৬৬২ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَمُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي الْأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ " إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُصْلِحَ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ مِنْ أُمَّتِي " . وَقَالَ فِي حَدِيثِ حَمَّادٍ " وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَظِيمَتَيْنِ " .

صحیح

৪৬৬২। আবু বাক্রাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসান ইবনু 'আলী (রা) সম্পর্কে বললেন, আমার এ ছেলে (নাতি) নেতা হবে। আর আমি কামনা করি, আল্লাহ তার মাধ্যমে আমার উম্মাতের দু'টি দলের মধ্যে সমঝোতা করাবেন। হাম্মাদ (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে : তিনি বলেন, আশা করি আল্লাহ তার মাধ্যমে মুসলিমদের বৃহৎ দু'টি দলের মধ্যে সমঝোতা করাবেন।^{৪৬৬১}

সহীহ।

৪৬৬৩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ حُذَيْفَةُ مَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ تُدْرِكُهُ الْفِتْنَةُ إِلَّا أَنَا أَخَافُهَا عَلَيْهِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمَةَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لَا تَضْرُكُ الْفِتْنَةُ " .

صحیح

৪৬৬৩। মুহাম্মাদ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযাইফাহ (রা) বলেছেন, মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রা) ছাড়া অন্য সবার ব্যাপারেই হাঙ্গামার শিকার হওয়ার আশঙ্কা করেছি। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, হাঙ্গামা তোমার (মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহর) কোন ক্ষতি করতে পারবে না।^{৪৬৬২}

সহীহ।

৪৬৬০ ইবনু আবু 'আসিম 'আস-সুন্নাহ'।

৪৬৬১ বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী।

৪৬৬২ মিশকাত।

৬৬৬ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ ضُبَيْعَةَ، قَالَ دَخَلْنَا عَلَى حَذِيفَةَ فَقَالَ إِنِّي لَأَعْرِفُ رَجُلًا لَا تَضُرُّهُ الْفِتَنُ شَيْئًا . قَالَ فَخَرَجْنَا فَإِذَا فُسْطَاطٌ مَضْرُوبٌ فَدَخَلْنَا فَإِذَا فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا أُرِيدُ أَنْ يَشْتَمَلَ عَلَيَّ شَيْءٌ مِنْ أَمْصَارِكُمْ حَتَّى تَنْجَلِي عَمَّا انْجَلَتْ .

صحیح

৪৬৬৪। সা'লাবাহ ইবনু দুবাই'আহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা হুযাইফাহর (রা) নিকট গেলে তিনি বলবেন, আমি এমন একজনকে চিনি, সংঘাত যার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আমরা রওয়ানা হয়ে একটি তাঁবু খাটানো দেখতে পেয়ে তাতে ঢুকে মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহর সাক্ষাত পেলাম। আমরা তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি চাই না যে, দাঙ্গা-হাঙ্গামার অবসান না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের কোন এক শহর আমাকে ঘিরে ধরুক (আমি বসবাস করি)।^{৪৬৬৩}

সহীহ।

৬৬৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ، عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ ضُبَيْعَةَ بْنِ حُصَيْنٍ الثَّغَلِيِّ، بِمَعْنَاهُ .

لم أجده في الصحيح ولا في الضعيف

৪৬৬৫। দুবাই'আহ ইবনু হুসাইন আস-সা'লাবী (র) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণিত।^{৪৬৬৪}

আমি এটি সহীহ এবং যঈফে পাইনি।

৬৬৮ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهَذَلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَنَا عَنْ مَسِيرِكَ هَذَا أَعْهَدَ عَهْدَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْ رَأَى رَأْيَهُ فَقَالَ مَا عَهْدٌ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَيْءٍ وَلَكِنَّهُ رَأَى رَأْيَهُ .

صحیح الإسناد

৪৬৬৬। ক্বাইস ইবনু 'উবাদ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আলী (রা)-কে বললাম, আপনার এ সফলতা কি আপনার প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ মোতাবেক, নাকি আপনার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার প্রতি এরকম কোন নির্দেশ দেননি, বরং এটা আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত।^{৪৬৬৫}

সানাদ সহীহ।

৬৬৯ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " تَمْرُقٌ مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ " .

صحیح

^{৪৬৬৩} যুবাইদী আল-ইতিহাফ।

^{৪৬৬৪} এর পূর্বের হাদীস দেখুন।

^{৪৬৬৫} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

৪৬৬৭। আবু সাঈদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুসলিমদের মধ্যে গোলযোগ চলাকালে একটি দল আত্মপ্রকাশ করবে। যারা সত্যের নিকটবর্তী তারা ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।^{৪৬৬৬}

সহীহ।

১৪ - باب في التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

অনুচ্ছেদ-১৪ : নাবীগণের (আ) মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য করা সম্পর্কে

৪৬৬৮ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو، - يَعْنِي ابْنَ يَحْيَى - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ " .

صحیح

৪৬৬৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা নাবীগণের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য করো না।^{৪৬৬৭}

সহীহ।

৪৬৬৯ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى . فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيِّ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يُصَعَّقُونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفَيْقُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ فِي جَانِبِ الْعَرْشِ فَلَا أَذْرِي أَكَانَ مِنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِنْ اسْتَنْتَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ ابْنِ يَحْيَى أَثَمٌ .

صحیح

৪৬৬৯। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ইয়াহুদী বললো, সেই মহান সত্তার কসম! যিনি মূসা (আ)-কে মনোনীত করেছেন। তখন এক মুসলিম ইয়াহুদী লোকটির চেহারা যথাস্থির মারলো। ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা আমাকে মূসা (আ)-এর উপর অধিক মর্যাদা দিও না। কেননা (ক্বিয়ামাতের দিন) সব মানুষ মূর্ছা যাবে। সর্বপ্রথম আমিই হুঁশ ফিরে পাবো। আর তখন মূসা (আ) আরশের একপাশ ধরে থাকবেন। আমি অবহিত নই যে, মূসা (আ) মূর্ছা গিয়ে আমার আগে হুঁশ ফিরে পাবে, না তিনি মূর্ছা যাবেন না অর্থাৎ যাদেরকে আল্লাহ ব্যতিক্রম করবেন তিনি তাদের একজন কিনা।^{৪৬৬৮}

সহীহ।

৪৬৬৬ মুসলিম, আহমাদ।

৪৬৬৭ বুখারী, মুসলিম।

৪৬৬৮ বুখারী, মুসলিম।

৬৭০ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرْوَحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَنَا سَيِّدُ آدَمَ وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ" .

صحیح

৪৬৭০। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি আদম সন্তানের নেতা এবং আমাকেই সর্বপ্রথম কবর হতে উঠানো হবে এবং আমিই সর্বপ্রথম সুপারিশকারী হবো এবং সর্বপ্রথম আমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।^{৪৬৬৯}

সহীহ।

৬৭১ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَا يَنْتَبِغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى" .

صحیح

৪৬৭১। ইবনু আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : কারো একথা বলা উচিত নয় যে, আমি ইউনুস ইবনু মাত্তার (আ) চেয়ে উত্তম।^{৪৬৭০}

সহীহ।

৬৭২ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "مَا يَنْتَبِغِي لِنَبِيِّ أَنْ يَقُولَ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى" .

صحیح

৪৬৭২। আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : কোন নাবীর একথা বলা উচিত নয় যে, আমি ইউনুস ইবনু মাত্তার (আ) চেয়ে উত্তম।^{৪৬৭১}

সহীহ।

৬৭৩ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِيوبَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، يَذْكُرُ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ" .

صحیح

৪৬৭৩। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললো, ওহে সৃষ্টিকূলের সর্বোত্তম ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তিনি তো ইবরাহীম (আ)।^{৪৬৭২}

সহীহ।

৪৬৬৯ আহমাদ।

৪৬৭০ বুখারী, মুসলিম।

৪৬৭১ মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ।

৪৬৭২ মুসলিম।

৬৭৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ، وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّعِيرِيُّ، - الْمَعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا أَذْرِي أَتَّبِعُ لَعِينٌ هُوَ أَمْ لَا وَمَا أَذْرِي أَعَزُّ رَبِّي هُوَ أَمْ لَا " .

صحیح

৪৬৭৪। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি অবহিত নই যে, তুঝা' অভিশপ্ত কিনা এবং আমার জানা নেই যে, উযাইর নাবী কি না।^{৪৬৭৩}

সহীহ।

৬৭৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " أَنَا أَوَّلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ الْأَنْبِيَاءِ أَوْلَادُ عِلَاتٍ وَلَيْسَ بَنِي وَبَيْتُهُ نَبِيٌّ " .

صحیح

৪৬৭৫। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমি আত্মীয়তায় মারইয়াম (আ)-এর পুত্র ঈসা (আ)-এর নিকটতর। নাবীগণ পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই। আমার ও তাঁর মাঝখানে কোন নাবী নেই।^{৪৬৭৪}

সহীহ।

১০ - باب في رد الإرجاء

অনুচ্ছেদ-১৫ : মুরজিয়া সম্প্রদায় প্রত্যাখ্যাত

৬৭৬ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدَّتْهَا إِمَاطَةُ الْعُظْمِ عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ " .

صحیح

৪৬৭৬। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঈমানের সত্তরটিরও বেশী শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বভোম হলো এ সাক্ষ্য দেয়া যে, “আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই”। আর সর্বনিম্ন হলো রাস্তা থেকে হাড় অপসারণ করা এবং লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা।^{৪৬৭৫}

সহীহ।

^{৪৬৭৩} হাকিম। ইমাম হাকিম ও যাহাবী বলেন : বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ।

^{৪৬৭৪} বুখারী, মুসলিম।

^{৪৬৭৫} বুখারী, মুসলিম।

৬৭৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ قَالَ " أَتَذَرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ " . قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ " شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا الْخُمْسَ مِنَ الْمَغْنَمِ " .

সহীহ

৪৬৭৭। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা 'আবদুল ক্বাইস গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলে তিনি তাদেরকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দেন। তিনি বললেন, তোমরা কি জানো এক আল্লাহর উপর ঈমান আনা কী? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই বেশী জানেন। তিনি বললেন, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল-এর সাক্ষ্য দেয়া, সলাত ক্বায়িম করা, যাকাত দেয়া এবং রমযান মাসের সিয়াম পালন করা। এছাড়া তোমরা গণীমাতের এক-পঞ্চমাংশ জমা দিবে।^{৪৬৭৬}

সহীহ।

৬৭৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ " .

সহীহ

৪৬৭৮। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বান্দা ও কুফর এর মধ্যে পার্থক্য হলো সলাত ছেড়ে দেওয়া।^{৪৬৭৭}

সহীহ।

১৬ - باب الدَّلِيلِ عَلَى زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَتَقْصَانِهِ

অনুচ্ছেদ-১৬ : ঈমান বৃদ্ধি ও হ্রাসের দলীল

৬৮২৭৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، - الْمَعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمَّا تَوَجَّهَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْكَعْبَةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ } .

সহীহ

৪৬৭৯। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ কা'বার দিকে নিবিষ্ট হলে সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যারা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে সলাত পড়া অবস্থায় মারা

৪৬৭৬ বুখারী, মুসলিম।

৪৬৭৭ মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ।

গেছে তাদের কি হবে? তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন, “আল্লাহ তোমাদের ঈমান (সলাত) বিনষ্ট করবেন না” (সূরাহ বাকারা : ১৪৩)।^{৪৬৭৮}

সহীহ।

৪৬৮০ - حَدَّثَنَا مُؤْمِلُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ شَابُورٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ " .

صحیح

৪৬৮০। আবু উমামাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তির ভালোবাসা ও শত্রুতা, দান করা ও না করা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য হয়ে থাকে সে ব্যক্তিই পূর্ণ ঈমানদার।^{৪৬৭৯}

সহীহ।

৪৬৮১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنْ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَلَا دِينٍ أَغْلَبَ لَدَيْ لُبٍّ مِنْكَ " . قَالَتْ وَمَا نَقِصَانُ الْعَقْلِ وَالَّذِينَ قَالَ " أَمَا نَقِصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَأَمَّا نَقِصَانُ الدِّينِ فَإِنْ إِحْدَاكُنَّ نَفِطِرُ رَمَضَانَ وَتُقِيمُ أَيَّامًا لَا تُصَلِّي " .

صحیح

৪৬৮১। আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : বুদ্ধি ও দীনদারীতে অপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধিমান পুরুষকে হতভম্ব করে দেয়ার ক্ষেত্রে তোমাদের (মহিলাদের) কোন একজনের চেয়ে অধিক পারদর্শী আর কাউকে আমি দেখিনি। এক মহিলা বললেন, বুদ্ধি ও দীনের ক্ষেত্রে অপূর্ণতা কি? তিনি বললেন, বুদ্ধির অপূর্ণতা হলো, দু'জন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। আর দীনের অপূর্ণতা হলো, তোমাদের কেউ কেউ রমযানের সওম ভঙ্গ করে থাকে আর একাধারে কিছুদিন সলাত পড়া হতে বিরত থাকে।^{৪৬৮০}

সহীহ।

৪৬৮২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا " .

حسن صحيح

৪৬৮২। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঐ মু'মিন ঈমানে পরিপূর্ণ যার চরিত্র সর্বোৎকৃষ্ট।^{৪৬৮১}

হাসান সহীহ।

৪৬৭৮ মুসলিম, ইবনু মাজাহ।

৪৬৭৯ তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাসান সহীহ।

৪৬৮০ আবু বারানী।

৪৬৮১ তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাসান সহীহ।

৬৮৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُورٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ وَأَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا وَلَمْ يُعْطَ رَجُلًا مِنْهُمْ شَيْئًا فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا وَلَمْ تُعْطِ فُلَانًا شَيْئًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَوْ مُسْلِمٌ ". حَتَّى أَعَادَهَا سَعْدٌ ثَلَاثًا وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ " أَوْ مُسْلِمٌ ". ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِنِّي أَعْطِي رَجُلًا وَأَدْعُ مَنْ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُمْ لَا أُعْطِيهِ شَيْئًا مَخَافَةَ أَنْ يُكْبُوا فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ".

صحیح

৪৬৮৩। 'আমির ইবনু সা'দ (রা) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ কিছু মালামাল বন্টন করছিলেন। আমি তাঁর নিকট অনুরোধ করলাম যে, অমুক ব্যক্তিকে দিন, কেননা সে মু'মিন। তিনি বললেন, অথবা মুসলিম। আমি ঐ ব্যক্তিকে কোন অনুদান দেয়ার চেয়ে সেই সব লোকদেরকে দেয়া পছন্দ করি যাদেরকে না দিলে (মুরতাদ হয়ে যাবে) পরিণামে তাকে মুখের উপর হেঁচড়িয়ে টেনে নেয়া হবে (জাহান্নামে যাবে)।^{৪৬৮২}

সহীহ।

৬৮৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، - الْمَعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ قَسْمًا فَقُلْتُ أَعْطِ فُلَانًا فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ. قَالَ " أَوْ مُسْلِمٌ إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ الْعَطَاءَ وَغَيْرَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ مَخَافَةَ أَنْ يُكَبَّ عَلَى وَجْهِهِ ".

صحیح

৪৬৮৪। 'আমির ইবনু সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাস (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাবী ﷺ কিছু সংখ্যক লোককে দিলেন এবং কিছু সংখ্যক লোককে কিছুই দিলেন না। সা'দ (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অমুক অমুককে দিলেন অথচ অমুক অমুককে মু'মিন হওয়া সত্ত্বেও দিলেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : অথবা মুসলিম। এভাবে সা'দ (রা) তিনবার বললেন। আর নাবী ﷺ-ও বলতে থাকলেন : অথবা মুসলিম। অতঃপর তিনি বলেন : আমি এমন সব লোককে দিয়ে থাকি এবং তাদের চেয়ে আমার নিকট অধিক প্রিয় লোকদেরকে বঞ্চিত করে থাকি এ ভয়ে যে, যদি না দেয়া হয় তাহলে তাদেরকে (দীন ত্যাগের কারণে) অধঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।^{৪৬৮৩}

সহীহ

৬৮৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُورٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ { قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا } قَالَ تَرَى أَنَّ الْإِسْلَامَ الْكَلِمَةُ وَالْإِيمَانُ الْعَمَلُ.

صحیح الإسناد مقطوع

^{৪৬৮২} বুখারী।

^{৪৬৮৩} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

৪৬৮৫। মা'মার (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুহরী (রা) বলেছেন, আল্লাহর বাণী : “(হে নাবী!) আপনি বলুন, তোমরা ঈমান আনোনি, বরং তোমরা বলো, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি” (সূরাহ হুজুরাত : ১৪)। এর তাৎপর্য আমরা বুঝেছি ইসলাম হলো কালেমা শাহাদাত আর ঈমান হলো ‘আমল করা’।^{৪৬৮৪}

সানাদ সহীহ মাক্কুহ।

৪৬৮৬ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ وَقَدْ بَنَى عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ " .

صحیح

৪৬৮৬। ওয়াক্বিদ ইবনু ‘আবদুল্লাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি ইবনু ‘উমার (রা)-কে নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন : আমার পরে তোমরা মারামারিতে লিপ্ত হয়ে পুনরায় কাফির হয়ে যেও না।^{৪৬৮৫}

সহীহ।

৪৬৮৭ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ فَضِيلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْفَرَ رَجُلًا مُسْلِمًا فَإِنْ كَانَ كَافِرًا وَإِلَّا كَانَ هُوَ الْكَافِرُ " .

صحیح

৪৬৮৭। ইবনু ‘উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে মুসলিম ব্যক্তি অন্য মুসলিমকে কাফির বলে, সে যদি কাফির না হয় তাহলে সে-ই কাফির।^{৪৬৮৬}

সহীহ।

৪৬৮৮ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُتَافِقٌ خَالِصٌ وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْهُمْ كَانَ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدْعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ " .

صحیح

৪৬৮৮। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : চারটি স্বভাব যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে এ চারটি স্বভাবের কোনটি পাওয়া যায়, বর্জন করা পর্যন্ত তার ভেতরে মুনাফিকের একটি স্বভাব রয়েছে। তা হলো, যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে, প্রতিজ্ঞা করলে প্রতারণা করে এবং ঝগড়ার সময় অশ্লীল কথা বলে।^{৪৬৮৭}

সহীহ।

৪৬৮৪ বুখারী, মুসলিম।

৪৬৮৫ বুখারী, মুসলিম।

৪৬৮৬ বুখারী, মুসলিম।

৪৬৮৭ বুখারী, মুসলিম।

৬৮৯ - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْأَنْطَاكِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَرَارِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدَ " .

صحیح

৪৬৮৯। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ব্যভিচারী ব্যভিচারে লিপ্ত অবস্থায় ঈমানদার থাকে না। চোর চুরি করাকালে ঈমানদার থাকে না। মদ্যপায়ী তা পানরত অবস্থায় ঈমানদার থাকতে পারে না। এরপরও তাওবাহর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।^{৪৬৮৮}

সহীহ।

৬৯০ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْقُبَيْرِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَانَ عَلَيْهِ كَالظِّلَّةِ فَإِذَا انْقَلَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ " .

صحیح

৪৬৯০। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কেউ ব্যভিচার করতে থাকে তখন তার থেকে ঈমান বের হয়ে যায় (মাথার) উপর ছায়ার ন্যায় অবস্থান করতে থাকে। অতঃপর যখন সে অবসর হয় তখন ঈমান তার নিকট ফিরে আসে।^{৪৬৮৯}

সহীহ।

১৭ - باب في القدر

অনুচ্ছেদ-১৭ : তাক্বদীর সম্পর্কে

৬৯১ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي بِمَنْى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الْقَدَرِيَّةُ مَجْهُوسٌ هَذِهِ الْأُمَّةُ إِنْ مَرَضُوا فَلَا تُعَوِّدُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تُشْهَدُوهُمْ " .

حسن

৪৬৯১। ইবনু উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : কাদরিয়াগণ হচ্ছে এ উম্মাতের অগ্নিপূজক। সুতরাং তারা রোগাক্রান্ত হলে তোমরা তাদেরকে দেখতে যাবে না এবং তারা মারা গেলে তাদের জানাযায় উপস্থিত হবে না।^{৪৬৯০}

হাসান।

৪৬৮৮ বুখারী, মুসলিম।

৪৬৮৯ বায়হাক্বী, হাকিম।

৪৬৯০ তাবারানী।

৬৭২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ، مَوْلَى غُفْرَةَ عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ حَدِيثَةٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لِكُلِّ أُمَّةٍ مَحْجُوسٌ وَمَحْجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا قَدَرَ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَلَا تَشْهَدُوا جَنَازَتَهُ وَمَنْ مَرَضَ مِنْهُمْ فَلَا تَعُودُوهُمْ وَهُمْ شِيعَةُ الدَّجَالِ وَحَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُلْحِقَهُمُ بِالْدَّجَالِ " .
ضعيف، الضعيفة (٥٧٤)

৪৬৯২। হুয়াইফাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক উম্মাতে অগ্নিপূজক রয়েছে। এ উম্মাতের অগ্নিপূজক হলো যারা বলে, তাক্বদীর বলতে কিছু নেই। তাদের মধ্যকার কেউ মারা গেলে তোমরা তার জানাযায় উপস্থিত হবে না এবং তাদের কেউ অসুস্থ হলে তোমরা তাদেরকে দেখতে যাবে না। তারা হচ্ছে দাজ্জালের অনুসারী এবং আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে দাজ্জালের সঙ্গে মিলিত করবেন।^{৪৬৯১}

দুর্বল : যঈফাহ হা/৫৭১৪।

৬৭৩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَانَاهُمْ قَالَا، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، قَالَ حَدَّثَنَا قَسَامَةُ بْنُ زُهَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبْضُهَا مِنْ حَمِيمِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدَرِ الْأَرْضِ جَاءَ مِنْهُمْ الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْحَزَنُ وَالْخَيْثُ وَالطَّيْبُ " .
زَادَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى " وَبَيْنَ ذَلِكَ " . وَالْإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ .

صحيح

৪৬৯৩। আবু মুসা আল-আশ'আরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ আদম (আ)-কে একমুঠো মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যা তিনি সমগ্র পৃথিবী থেকে নিয়েছিলেন। তাই আদম সন্তান মাটির বিভিন্ন বর্ণ ও প্রকৃতি অনুসারে হয়েছে। এদের মধ্যে কেউ লোহিত, কেউবা সাদা, কেউ কালো এবং কেউবা এসবের মধ্যবর্তী বর্ণের হয়েছে। এরূপে কেউ কোমল, কেউ কঠোর এবং কেউ অসং এবং কেউ সং হয়েছে।^{৪৬৯২}

সহীহ।

৬৭৪ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسْرَمِدٍ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ مَنصُورَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةِ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِبَيْعِ الْعَرْقَدِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَلَسَ وَمَعَهُ مَخْضَرَةٌ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِالْمَخْضَرَةِ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنفُوسَةٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ مَكَانَهَا مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةٌ أَوْ سَعِيدَةٌ " . قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَفَلَا نَمُكُّ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدْعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ لِيَكُونُوا إِلَى السَّعَادَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقْوَةِ لِيَكُونُوا إِلَى الشَّقْوَةِ قَالَ " اْعْمَلُوا فَكُلُّ مَيْسَرٍ أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيسَّرُونَ لِلْسَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقْوَةِ فَيُيسَّرُونَ

^{৪৬৯১} আহমাদ, আবরানী। সানাদে নাম উল্লেখহীন জনৈক ব্যক্তি রয়েছে। এছাড়া সানাদে 'আমর মাওলা ওফরা দুর্বল।

^{৪৬৯২} তিরমিযী, আহমাদ।

لَشَقْوَةٍ . ثُمَّ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ " { فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَى } " .

صحيح

৪৬৯৪ । ‘আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমরা বাকী’ আল-গারকাদে এক জানাযায় ছিলাম । সেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও উপস্থিত ছিলেন । রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে বসলেন এবং তাঁর সঙ্গের লাঠি দিয়ে মাটির উপর আঁচড় দিতে লাগলেন । অতঃপর তিনি মাথা তুলে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, এমন কোন নিঃশ্বাসধারী নেই যার জাহান্নামে বা জান্নাতে নেককার ও বদকার হিসেবে ঠিকানা লিখে রাখা হয়নি । ‘আলী (রা) বলেন, উপস্থিত জনতার মধ্য হতে একজন বললো, হে আল্লাহর নবী! তাহলে আমরা কি আমাদের ঐ লেখার উপর নির্ভর করে আমল ছেড়ে দিবো না? তারপর যার নাম সৌভাগ্যবান হিসেবে লেখা আছে সে ভালো কাজেই অগ্রসর হবে, আর আমাদের মধ্যে যার নাম হতভাগা ও পাপিষ্ঠ হিসেবে আছে সে পাপ কাজেই অগ্রসর হবে । নাবী ﷺ বললেন, তোমরা আমল করতে থাকো । কেননা প্রত্যেকের জন্য সেটাই সহজ করা হয়েছে যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে । যে ভাগ্যবান সৎকর্ম তার জন্য সহজ হয়, আর যে পাপিষ্ঠ তার জন্য পাপ কাজ সহজ হয় । অতঃপর আল্লাহর নাবী (রা) কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন : “সুতরাং দান করলে, মুত্তাকী হলে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে, আমি তার জন্য সুগম করে দিবো সহজ পথ । আর কেউ কৃপণতা করলে এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে, আর যা উত্তম তা বর্জন করলে আমি তার জন্য সুগম করে দিবো কঠোর পরিণতির পথ” (সূরাহ আল-লাইল : ৫-১০) ।^{৪৬৯৩}

সহীহ ।

৬৭৯ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرٍ، قَالَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْقَدْرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبُدُ الْجُهَنِيِّ فَأُتِلَتْ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمَيْرِيُّ حَاجِّينَ أَوْ مُعْتَمِرِينَ فَقُلْنَا لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَؤُلَاءِ فِي الْقَدْرِ . فَوَقَّفَ اللَّهُ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ دَاخِلًا فِي الْمَسْجِدِ فَاسْتَفْتَيْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلَامَ إِلَيَّ فَقُلْتُ أبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قَبْلَنَا نَاسٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَفَقَّرُونَ الْعِلْمَ يَزْعُمُونَ أَنَّ لَا قَدَرَ وَالْأَمْرُ أَتَى . فَقَالَ إِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ وَهُمْ بُرَاءٌ مِنِّي وَالَّذِي يَخْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ مِثْلُ أَحَدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا نَعْرِفُهُ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَدْرَكَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَحْدَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

وَتَقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعَتْ إِلَيْهِ سَبِيلًا " . قَالَ صَدَقْتَ . قَالَ فَعَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ . قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ . قَالَ " أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ " . قَالَ صَدَقْتَ . قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ قَالَ " أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ " . قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ . قَالَ " مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ " . قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا . قَالَ " أَنْ تُلِدَ الْأُمَةُ رَجُلًا وَتَلِدَ الْأُمَةُ رَجُلًا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّيْءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُيُوتِ " . قَالَ ثُمَّ أَنْطَلَقَ فَلَبِثْتُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ " يَا عُمَرُ هَلْ تَدْرِي مِنَ السَّائِلِ " . قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ " فَإِنَّهُ جَبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ " .

صحیح

৪৬৯৫। ইয়াহুইয়া ইবনু ইয়া'মার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাসরাহতে সর্বপ্রথম তাক্বদীর সম্বন্ধে বিতর্ক সৃষ্টি করে মা'বাদ আল-জুহানী। আমি ও হুমাঈদ ইবনু 'আবদুর রহমান আল-হিমাইয়ারী হাজ্জ অথবা 'উমরাহ করতে গেলাম। আমরা বললাম, যদি আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ কোন সাহাবীর সাক্ষাৎ পাই তাহলে আমরা এসব লোক তাক্বদীর সম্পর্কে যা বলে সে সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করবো। অতঃপর আল্লাহ আমাদেরকে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা)-এর সাক্ষাৎ লাভে সাহায্য করলেন, যিনি মাসজিদে প্রবেশ করছিলেন। আমি ও আমার সাথী তাকে ঘিরে বসলাম। আমি চিন্তা করলাম যে, আমার সাথী কথা বলার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করবেন। আমি বললাম, হে 'আবদুর রহমানের পিতা! আমাদের এখানে কিছু সংখ্যক লোকের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে যারা কুরআন পড়ে, জ্ঞানচর্চা ও বিতর্কও করে এবং মত পোষণ করে যে, তাক্বদীর বলতে কিছু নেই এবং প্রতিটি বিষয় পূর্ব সিদ্ধান্ত ছাড়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটছে। তিনি বললেন, তুমি এসব লোকের সাক্ষাত পেলে তাদেরকে সংবাদ দিবে যে, আমি তাদের সঙ্গে সম্পর্কহীন আর তারাও আমার হতে বিচ্ছিন্ন। বিশেষ করে 'আবদুল্লাহ কসম করে বলেন, "তাদের কারো যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকে এবং তা দান করে দেয়, তবুও তাকদীরের উপর ঈমান আনার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ তাদের এ দান কবুল করবেন না"।

অতঃপর তিনি বলেন, 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন ধবধবে সাদা কাপড় পরিহিত ও মিশমিশে কালো চুলধারী এক ব্যক্তি আমাদের নিকট আসলেন। তার মধ্যে ভ্রমণের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছিলো না, আবার আমাদের মধ্যকার কেউ তাকে চিনতেও পারছে না। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বসলেন। অতঃপর তাঁর (নাবী ﷺ) দুই হাঁটুর সঙ্গে নিজের দুই হাঁটু মিশিয়ে এবং নিজের দু'হাত তাঁর দুই উরুর উপর রেখে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম সম্বন্ধে বলুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইসলাম হলো এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রাসূল, সলাত ক্বায়িম করবে, যাকাত দিবে, রমযানের সিয়াম পালন করবে এবং বাইতুল্লাহর হাজ্জ করবে যদি সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য থাকে। তিনি বললেন, ঠিক বলেছেন। তিনি ('উমার) বলেন, তাঁর আচরণে আমরা বিস্মিত হলাম, কারণ তিনি প্রশ্ন করছেন আবার নিজেই তার সমর্থন করছেন। পুনরায় তিনি বলেন, আমাকে বলুন ঈমান কি? তিনি বললেন, আপনি আল্লাহর উপর, ফিরিশতাগণ, কিতাবসমূহে, তাঁর রাসূলগণ, পরকাল ও তাক্বদীরের ভাল-

মন্দের উপর বিশ্বাস করবেন। তিনি বললেন, হাঁ, ঠিক বলেছেন। এবার আমাকে বলুন ইহসান কি? তিনি বললেন, “আল্লাহর ইবাদত এরূপ নিষ্ঠার সঙ্গে করবেন যেন আপনি তাঁকে দেখছেন। আর যদি আপনি তাঁকে দেখতে নাও পান তবুও মনে করবেন যে, তিনি আপনাকে দেখছেন। অতঃপর তিনি বললেন, ক্বিয়ামাত কবে হবে তা আমাকে বলুন। তিনি বললেন : এ বিষয়ে যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি প্রশ্নকারীর চেয়ে অধিক জানেন না। তিনি এবার বললেন, তাহলে ক্বিয়ামতের নিদর্শনসমূহ বলুন। তিনি বললেন, দাসী আপন মনিবকে জন্ম দিবে এবং নাজা পা ওয়ালা বস্ত্রহীন দেহ গরীব মেঘ চালকদেরকে দালানকোঠা নিয়ে গর্ব করতে দেখবে। তিনি (উমর) বলেন, তারপর লোকটি চলে গেলেন এবং এরপর আমি তিন দিন কাটলাম। তৎপর তিনি নাবী ﷺ আমাকে বললেন, হে ‘উমার! তুমি কি জানো, প্রশ্নকারী কে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বলেন, তিনি হচ্ছেন জিবরীল (আ), তোমাদেরকে তোমাদের দীন শিখানোর জন্য তোমাদের নিকট এসেছিলেন।^{৪৬৯৪}

সহীহ।

৬৭৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ لَقِينَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَذَكَرْنَا لَهُ الْقَدَرَ وَمَا يَقُولُونَ فِيهِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ زَادَ قَالَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ أَوْ جُهَيْنَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِيمَا نَعْمَلُ أَفِي شَيْءٍ قَدْ خَلَا أَوْ مَضَى أَوْ شَيْءٍ يُسْتَأْتَفُ الْآنَ قَالَ " فِي شَيْءٍ قَدْ خَلَا وَمَضَى " . فَقَالَ الرَّجُلُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ فَنِيمَ الْعَمَلُ قَالَ " إِنَّ أَهْلَ الْحَنَةِ يُسَرُّونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الْحَنَةِ وَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ يُسَرُّونَ لِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ " .

صحيح

৪৬৯৬। ইয়াহুইয়া ইবনু ইয়া‘মুর ও হুমাঈদ ইবনু আবদুর রহমান (র) সূত্রে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, একদা আমরা আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে তাকে তাক্বদীর ও এ বিষয়ে সমালোচনাকারীদের বক্তব্যও তুলে ধরি। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। এতে আরো রয়েছে : তিনি বলেন, মুয়াইনাহ বা জুহাইনাহ গোত্রের এক ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যা করি তা কি পূর্ব নির্ধারিত অনুযায়ী করি, না স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে থাকে? তিনি ﷺ বললেন, আমাদের আমল পূর্ব-নির্ধারিত। তখন লোকটি বা উপস্থিত লোকদের কেউ বললো, তাহলে আমাদের আমলের মূল্য কি? তিনি ﷺ বললেন : জান্নাতীদের জন্য জান্নাতের উপযোগী আমল করা সহজ করে দেয়া হয় এবং জাহান্নামীদের জন্য জাহান্নামের উপযোগী আমল সহজ করে দেয়া হয়।^{৪৬৯৫}

সহীহ।

^{৪৬৯৪} মুসলিম, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ।

^{৪৬৯৫} মুসলিম।

৬৭৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْفَرَّايِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ ابْنِ يَعْفَرٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ قَالَ فَمَا الْإِسْلَامُ قَالَ " إِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحُجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَالْإِغْتِسَالُ مِنَ الْحَنَابَةِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ عُلْقَمَةُ مُرْجِيٌّ .

صحیح

৪৬৯৭। ইবনু ইয়া'মুর (রা) সূত্রে এ হাদীস কিছু কম-বেশি বক্তব্যসহ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বললেন, ইসলাম কি? তিনি (রা) বললেন, সলাত ক্বায়ম করা, যাকাত দেয়া, বায়তুল্লাহর হাজ্জ করা, রমযান মাসের সওম রাখা এবং জানাবাতের গোসল করা। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, 'আলক্বামাহ ইবনু মারসাদ হলেন মুরজিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত।^{৪৬৯৬}

সহীহ।

৬৭৮ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْلِسُ بَيْنَ ظَهْرَيْنِ أَصْحَابِهِ فَيُحْيِي الْغَرِيبَ فَلَا يَذَرِي أَهْلَهُمْ هُوَ حَتَّى يَسْأَلَ فَطَلَبْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَجْعَلَ لَهُ مَجْلِسًا يَعْرِفُهُ الْغَرِيبُ إِذَا أَتَاهُ - قَالَ - فَبَيْنَمَا لَهُ دُكَّانٌ مِنْ طِينٍ فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَكُنَّا نَجْلِسُ بِحَبْتَيْهِ وَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ فَذَكَرَ هَيْئَتَهُ حَتَّى سَلَّمَ مِنْ طَرَفِ السَّمَاطِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ . قَالَ فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ .

صحیح

৪৬৯৮। আবু যার ও আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে সাধারণত সাহাবীদের মধ্যেই বসতেন। ফলে কোন পরিচিত ব্যক্তি আসলে প্রশ্ন না করা পর্যন্ত বলতে পারতেন না যে, কোন ব্যক্তিটি নাবী ﷺ। অতএব আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আবেদন করলাম যে, আমরা তাঁর জন্য একটা বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট করবো যেন আগন্তুকরা দেখেই তাঁকে চিনতে পারে। বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং আমরা তাঁর জন্য মাটি দিয়ে একটি বসার স্থান বানালাম এবং তিনি তার উপর বসলেন আর আমরা তাঁর নিকটে বসলাম। অতঃপর বর্ণনাকারী অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হলো। বর্ণনাকারী তার দৈহিক গঠনেরও বর্ণনা দিলেন। সে উপস্থিত জনতার এক প্রান্ত হতে সালাম দিলো। সে বললো, হে মুহাম্মাদ! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। বর্ণনাকারী বলেন, নাবী ﷺ তার সালামের জবাব দিলেন।^{৪৬৯৭}

সহীহ।

৬৭৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ خَالِدٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ، قَالَ أَتَيْتُ أَبَا بَنٍ كَعْبٍ فَقُلْتُ لَهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْقَدَرِ فَحَدَّثْنِي بِشَيْءٍ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُذْهِبَهُ مِنْ قَلْبِي . فَقَالَ لَوْ أَنَّ

اللَّهُ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَذَابَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبِكَ وَلَوْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ . قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ - قَالَ - ثُمَّ أَتَيْتُ حَدِيفَةَ بْنَ الْيَمَانِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ - قَالَ - ثُمَّ أَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَحَدَّثَنِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ .

صحیح

৪৬৯৯। আবু 'আবদুল্লাহ ইবনুল দায়লামী (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উবাই ইবনু কা'ব (রা)-এর নিকট এসে তাকে বললাম, তাক্বদীর সম্পর্কে আমার মনে একটা দ্বিধার উদ্বেক হয়েছে। তাই আপনি আমাকে এমন কিছু বলুন যার বিনিময়ে আশাকরি মহান আল্লাহ আমার মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করবেন। তিনি বললেন, মহান আল্লাহ তাঁর আসমান ও পৃথিবীবাসী সকলকে শাস্তি দিতে পারেন। তারপরও তিনি তাদের প্রতি অন্যায়কারী সাব্যস্ত হবেন না। পক্ষান্তরে তিনি যদি তাদের সকলকে দয়া করেন তাহলে তাঁর এ দয়া তাদের জন্য তাদের নেক আমল হতে উত্তম হবে। সুতরাং যদি তুমি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর পথে দান করো আর তাক্বদীরে বিশ্বাস না রাখো, তবে তা গ্রহণ করা হবে না যতোক্ষণ না তুমি পুনরায় তাক্বদীরে বিশ্বাস করবে এবং উপলব্ধি করবে যে, যা তোমার ঘটেছে তা ভুলেও তোমাকে এড়িয়ে যাওয়ার ছিল না। পক্ষান্তরে, যা এগিয়ে গেছে তা বাক্যনো ভুলেও তোমার স্বেলায় ঘটবার ছিল না। আর এ বিশ্বাস ছাড়া তুমি মারা গেলে জাহান্নামে যাবে। ইবনুদ দায়লামী বলেন, অতঃপর আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা)-এর নিকট গিয়ে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি নাবী ﷺ-এর উদ্ধৃতি দিয়ে একই কথা বলেন।^{৪৬৯৮}

সহীহ।

৪৭০০ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ الْهَذَلِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ رَبَاحٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عُبَيْلَةَ، عَنْ أَبِي حَفْصَةَ، قَالَ قَالَ نُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ لِابْنِهِ يَا بُنَى إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِنْ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ . قَالَ رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ " . يَا بُنَى إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِّي " .

صحیح

৪৭০০। আবু হাফসাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা 'উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা) তার ছেলেকে বললেন, হে আমার প্রিয় পুত্র! তুমি ততোক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ঈমানের স্বাদ পাবে না যতোক্ষণ না তুমি জানতে পারবে "যা তোমার উপর ঘটেছে তা ভুলেও এড়িয়ে যাওয়ার ছিল না। পক্ষান্তরে, যা এড়িয়ে গেছে তা তোমার উপর ভুলেও ঘটবার ছিল না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : মহান আল্লাহ

সর্বপ্রথম যে বস্তু সৃষ্টি করেছেন তা হচ্ছে কলম। অতঃপর তিনি তাকে বললেন, লিখো! কলম বললো, হে রব! কি লিখবো? তিনি বললেন, কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক বস্তুর তাকদীর লিখো। হে আমার প্রিয় পুত্র! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি এরূপ বিশ্বাস ছাড়া মারা যায় সে আমার (উম্মাতের) নয়।^{৪৬৯৯}

সহীহ।

৪৭০১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، - الْمَعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " اِحْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُوْنَا حَيَّتِنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ . فَقَالَ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ وَخَطَّ لَكَ الثَّوْرَةَ بِيَدِهِ تَلُومُنِي عَلَى أَمْرِ قَدْرَهُ عَلَى قَبْلِ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى " . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوُسٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ .

صحیح

৪৭০১। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন, আদম (আ) ও মূসা (আ) পরস্পর বিতর্কে প্রবৃত্ত হলেন। মূসা (আ) বললেন, হে আদম! আপনি আমাদের পিতা, আপনি আমাদেরকে জান্নাত হতে বঞ্চিত ও বিতাড়িত করেছেন। আদম (আ) বললেন, তুমি তো সেই মূসা, আল্লাহ তোমাকে তাঁর কালামের জন্য মনোনীত করেছেন এবং নিজ হাতে তোমার জন্য তাওরাত লিখে দিয়েছেন। তুমি আমাকে এমন একটি কাজের জন্য তিরস্কার করছো যা আমি করবো বলে আমার সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বে তিনি সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন। অতএব এ বিতর্কে আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর বিজয়ী হলেন।^{৪৭০০}

সহীহ।

৪৭০২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ مُوسَى قَالَ يَا رَبِّ أَرِنَا الَّذِي أَخْرَجَنَا وَنَفْسَهُ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَرَاهُ اللَّهُ آدَمَ فَقَالَ أَنْتَ أَبُوْنَا آدَمُ فَقَالَ لَهُ آدَمُ نَعَمْ . قَالَ أَنْتَ الَّذِي نَفَخَ اللَّهُ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَعَلَّمَكَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَمَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ أَخْرَجْتَنَا وَنَفْسَكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ وَمَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا مُوسَى . قَالَ أَنْتَ نَبِيُّ بَنِي إِسْرَائِيلَ الَّذِي كُلِّكَ اللَّهُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ رَسُولًا مِنْ خَلْقِهِ قَالَ نَعَمْ . قَالَ أَمَّا وَجَدْتَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَفِيمَ تَلُومُنِي فِي شَيْءٍ سَبَقَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ الْقَضَاءُ قَبْلِي " . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ " فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى " .

حسن

৪৭০২। 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মূসা (আ) বললেন, হে রব! যে আদম (আ) আমাদেরকে ও তাঁর নিজেকে জান্নাত হতে বিতাড়িত করেছেন, তাঁকে আমি দেখতে চাই।

অতঃপর মহান আল্লাহ তাঁকে আদম (আ)-কে দেখালেন। তিনি বললেন, আপনিই আমাদের পিতা আদম (আ)? আদম (আ) তাকে বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি বললেন, আপনি সেই মহান ব্যক্তি যার মধ্যে মহান আল্লাহর তাঁর পক্ষ হতে রূহ সঞ্চার করেছেন এবং আপনাকে সকল কিছুর নাম শিখিয়েছেন, আর ফিরিশতাদেরকে হুকুম দিলে তারা আপনাকে সাজদাহ্ করেছেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি পুনরায় বললেন, আমাদেরকে ও আপনার নিজেকে জান্নাত হতে বহিষ্কার করার জন্য আপনাকে কোন বস্তু উদ্ধৃদ্ধ করেছিল? এবার তাঁকে আদম (আ) বললেন, তুমি কে? তিনি বললেন, আমি মূসা (আ)। তিনি বললেন, তুমি বনী ইসরাঈলের এমন একজন নাবী যার সাথে আল্লাহ পর্দার অন্তরাল হতে সরাসরি কথা বলেছেন এবং তোমার ও তাঁর মাঝে সৃষ্টি জগতের কাউকে বার্তাবাহক হিসেবে গ্রহণ করেননি। তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি কি আল্লাহর কিতাবে দেখতে পাওনি যে, সেটি নির্ধারিত ছিল আমাকে সৃষ্টি করার পূর্বেই? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, যে বিষয়ে মহান আল্লাহর সিদ্ধান্ত আমার পূর্ব হতেই লিপিবদ্ধ সে ব্যাপারে আমাকে কেন অভিযুক্ত করছো? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সুতরাং এ বিতর্কে আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর জয়ী হলেন।^{৪৭০৩}

হাসান।

৪৭০৩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَفْعَقِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَيُّسَةَ، أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، أَخْبَرَهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ، { وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ } قَالَ قَرَأَ الْقَعْنَبِي الْآيَةَ . فَقَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَيَعْمَلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلنَّارِ وَيَعْمَلُ أَهْلُ النَّارِ يَعْمَلُونَ " . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنِيمَ الْعَمَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلْهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلْهُ بِهِ النَّارَ " .

صحيح ، إلا مسح الظهر

৪৭০৩। মুসলিম ইবনু ইয়াসার আল-জুহানী (র) সূত্রে বর্ণিত। একদা ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে এ আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো : “যখন তোমার রব আদম সন্তানের পিঠ হতে তাদের সমস্ত সন্তানদেরকে বের করলেন...” (সূরাহ আল-আ‘রাফ : ১৭২)। বর্ণনাকারী বলেন, আল-কা‘নাবী এ আয়াত পড়েছিলেন। ‘উমার (রা) বলেন, আমি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রশ্ন করতে শুনেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মহান আল্লাহ আদম (আ)-কে সৃষ্টি করার পর স্বীয় ডান হাতে তাঁর পিঠ বুলিয়ে তা থেকে তাঁর একদল সন্তান বের করে বললেন, আমি এদেরকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এরা জান্নাতবাসীর উপযোগী কাজই করবে। অতঃপর আবার তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে একদল সন্তান বেরিয়ে এনে বললেন, এদেরকে আমি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এরা জাহান্নামীদের উপযোগী কাজই

^{৪৭০৩} আবু ‘আসিম ‘আস-সুন্নাহ’।

করবে। একথা শুনে এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমলো কি মূল্য রইলো? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মহান আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন তখন তার দ্বারা জান্নাতীদের কাজই করিয়ে নেন। শেষে সে জান্নাতীদের কাজ করেই মারা যায়। আর আল্লাহ এর বিনিময়ে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। আর যখন তিনি কোন বান্দাকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তার দ্বারা জাহান্নামীদের কাজ করিয়ে নেন। অবশেষে সে জাহান্নামীদের কাজ করে মারা যায়। অতঃপর এজন্য তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করান।^{৪৭০২}

সহীহ, পিঠ বুলানো কথাটি বাদে।

৪৭০৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، حَدَّثَنَا بَقِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ جُعْتُمٍ الْقُرَشِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أَنَسَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ نَعِيمِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ مَالِكٍ أَثْمُ.

لم أجده في الصحيح ولا في الضعيف

৪৭০৮। নু'আইম ইবনু রবী'আহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। অতঃপর অনুরূপ হাদীস বর্ণিত। তবে ইমাম মালিক (র) বর্ণিত হাদীস অধিক পূর্ণাঙ্গ।^{৪৭০৩}

আমি এটি সহীহ এবং যঈফে পাইনি।

৪৭০৫ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَصْقَلَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْغُلَامُ الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ طَبَعَ كَافِرًا وَلَوْ عَاشَ لَأَرْهَقَ أَبُوَيْهِ طُعْيَانًا وَكَفْرًا ".

صحيح

৪৭০৫। উবাই ইবনু কা'ব (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ছেলেটিকে খাদির (খিযির) হত্যা করেছিলেন, তাকে কাফির হিসেবেই সীলমোহর করা হয়েছিল। সে বেঁচে থাকলে তার পিতা-মাতাকে সীমালঙ্ঘন ও কুফরীর দ্বারা বিব্রত করতো।^{৪৭০৪}

সহীহ।

৪৭০৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْفَرِّيَّابِيُّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي بِنِ كَعْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ { وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبُوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ } " وَكَانَ طَبَعَ يَوْمَ طَبَعَ كَافِرًا ".

صحيح

^{৪৭০২} তিরমিযী, নাসায়ী, আহমাদ। সানাদে মুসলিম ইবনু ইয়াসার এবং 'উমার (রাঃ)-এর মাঝখানে বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে (ইনকিতা হয়েছে)। আর উভয়ের মাঝে জনৈক ব্যক্তি রয়েছে যাকে নু'আইম ইবনু রবী'আহ বলা হয়। তিনি অজ্ঞাত।

^{৪৭০৩} তিরমিযী।

^{৪৭০৪} মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ।

৪৭০৬। উবাই ইবনু কা'ব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহর এ বাণী সম্পর্কে বলতে শুনেছি : “আর কিশোরটি, যার মাতা-পিতা ছিল মু'মিন” (সূরাহ কাহ্ফ : ৮০), যেদিন মোহর মারা হয়েছিল সেদিন তাকে কাফির হিসেবেই সীলমোহর মারা হয়েছিল।^{৪৭০৫}

সহীহ।

৪৭০৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي أَبِي بْنُ كَعْبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " أَبْصَرَ الْخَضِرُ غُلَامًا يَلْعَبُ مَعَ الصَّبْيَانِ فَتَنَازَلَ رَأْسَهُ فَقَلَعَهُ فَقَالَ مُوسَى { أَقَلَّتْ نَفْسًا زَكِيَّةً } " . الآية .

صحیح

৪৭০৭। উবাই ইবনু কা'ব (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : খালিদ (খিযির) একটি কিশোরকে বালকদের সঙ্গে খেলাধুলারত দেখতে পেলেন। অতঃপর তিনি তার মাথা ধরে কাবু করে তাকে হত্যা করলেন। তখন মূসা (আ) বললেন : ‘আপনি এক নিষ্পাপ জীবন হত্যা করলেন....’ (সূরাহ কাহ্ফ : ৭৪)।^{৪৭০৬}

সহীহ।

৪৭০৮ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ التَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، - الْمَعْنَى وَاحِدٌ وَالْإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ - عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ " إِنْ خَلَقَ أَحَدُكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عِلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنْ أَحَدُكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ أَوْ قِيدُ ذِرَاعٍ فَيَسْقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنْ أَحَدُكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ أَوْ قِيدُ ذِرَاعٍ فَيَسْقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا " .

صحیح

৪৭০৮। ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস’উদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট বর্ণনা করেন: তিনি তো ছিলেন সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে স্বীকৃত। তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি চল্লিশ দিন তার মায়ের গর্ভে শুক্ররূপে থাকে, অতঃপর চল্লিশ দিন রক্তপিণ্ডরূপে বিরাজ করে; তারপর চল্লিশ দিনে মাংসপিণ্ডরূপ ধারণ করে। অতঃপর মহান আল্লাহ তার নিকট একজন ফিরিশতা প্রেরণ করেন এবং তাকে চারটি বিষয়ে নির্দেশ দেয়া হয়। তখন সে তার রিযিক, মৃত্যু, আমল এবং সে নেককার নাকি বদকার তাও লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর তার মধ্যে রুহ প্রবেশ করানো হয়। বস্তুত তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ জান্নাতের উপযোগী কাজ করতে থাকে। এমনকি তার ও জান্নাতের মধ্যে মাত্র এক হাত বা এক হাত পরিমাণ দূরত্ব থাকে, এমন

^{৪৭০৫} মুসলিম।

^{৪৭০৬} বুখারী, মুসলিম।

সময় তার সামনে তার তাক্বদীরের লেখা অগ্রবর্তী হয়, তখন সে জাহান্নামীদের কাজ করে, ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। আবার তোমাদের কেউ জাহান্নামীদের কাজ করতে থাকে, এমনকি তারও জাহান্নামের মধ্যে মাত্র এক হাত বা এক হাত পরিমাণ দূরত্ব থাকে। এমন সময় তার সামনে সে লেখা অগ্রবর্তী হয় এবং সে জান্নাতীদের আমল করে, ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে।^{৪৭০৭}

সহীহ।

৪৭০৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَزِيدَ الرَّشَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْلِمُ أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَالَ " نَعَمْ " . قَالَ فَفِيمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ قَالَ " كُلُّ مُيسَّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ " .

صحیح

৪৭০৯। ইমরান ইবনু হুসাইন (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহ রাসূল! কে জান্নাতবাসী আর কে জাহান্নামবাসী তা কি জানা গেছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। প্রশ্নকারী বললো, তাহলে কিসের জন্য আমলকারীরা আমল করবে? তিনি (রা) বললেন, প্রত্যেকের জন্য তাই সহজতর যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।^{৪৭০৮}

সহীহ।

৪৭১০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقَرِّيُّ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ شَرِيكَ الْهَذَلِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَيْمُونٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ الْجَرَشِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْقَدْرِ وَلَا تُفَاتِحُوهُمْ " .

ضعيف ، المشكاة (١٠٨)

৪৭১০। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : যারা তাক্বদীরে বিশ্বাস করে না তোমরা তাদের সঙ্গে ওঠা-বসা করো না এবং তোমাদেরকে সম্বোধন করার আগে তাদেরকে সম্বোধন করো না।^{৪৭০৯}

দুর্বল : মিশকাত হা/১০৮।

১৮ - باب في ذراري المشركين

অনুচ্ছেদ-১৮ : মুশরিকদের শিশু সন্তান সম্পর্কে

৪৭১১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ " اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ " .

صحیح

^{৪৭০৭} বুখারী, মুসলিম।

^{৪৭০৮} বুখারী, মুসলিম।

^{৪৭০৯} আহমাদ, হাকিম।

৪৭১১। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা নাবী ﷺ-কে মুশরিকদের (নাবালগ) শিশু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন : আল্লাহই অধিক জ্ঞাত, তারা (বেঁচে থাকলে) কিরূপ আমল করতো।^{৪৭১০}

সহীহ।

৪৭১২ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَعْدَةَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْزُوقٍ الرَّقْمِيُّ، وَكَثِيرُ بْنُ عَبْدِ الْمَذْحِجِيِّ، قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، - الْمَعْنَى - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَرَارِيُّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ " هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ " . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَا عَمَلٍ قَالَ " اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَرَارِيُّ الْمُشْرِكِينَ قَالَ " مِنْ آبَائِهِمْ " . قُلْتُ بَلَا عَمَلٍ قَالَ " اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ

صحیح الإسناد

৪৭১২। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মুমিনদের শিশু সন্তানদের কি হবে? তিনি বললেন, তারা তাদের পিতাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতঃপর বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন নেক আমল ছাড়াই? তিনি বললেন, আল্লাহই অধিক জ্ঞাত, তারা কি আমল করতো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মুশরিকদের সন্তানদের কি হবে? তিনি বললেন, তারাও তাদের পিতাদের অন্তর্গত হবে। আমি বললাম, কোন আমল ছাড়াই? তিনি বললেন, আল্লাহই অধিক জ্ঞাত, তারা (বেঁচে থাকলে) কিরূপ আমল করতো।^{৪৭১১}

সানাদ সহীহ।

৪৭১৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ أَنِّي النَّبِيُّ ﷺ بِصَبِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ يُصَلِّي عَلَيْهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَوَّيْتُ لِهَذَا لَمْ يَغْمَلْ شَرًّا وَلَمْ يَذِرْ بِهِ . فَقَالَ " أَوْغَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْحَنَّةَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلًا وَخَلَقَهَا لَهُمْ وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ وَخَلَقَ النَّارَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلًا وَخَلَقَهَا لَهُمْ وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ " .

صحیح

৪৭১৩। উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাবী ﷺ-এর নিকট জানাযার সলাতের জন্য এক আনসারী বালকের লাশ আনা হলো। 'আয়িশাহ (রা) বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এর কি সৌভাগ্য সে কোন গুনাহ করেনি এবং তার বয়সও পায়নি। তিনি বললেন, হে 'আয়িশাহ! এর বিপরীত কি হতে পারে না? মহান আল্লাহ জান্নাত ও তার অধিবাসীদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা যখন তাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তখন তারা তাদের পিতাদের মেরুদণ্ডে ছিল।

^{৪৭১০} বুখারী, মুসলিম।

^{৪৭১১} এ সূত্রে আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আহমাদ।

আবার তিনি জাহান্নাম ও তার জন্য একদল ভুক্তভোগী সৃষ্টি করেছেন এবং তা তাদের জন্য যখন তিনি সৃষ্টি করেছেন তখন তারা তাদের পিতাদের মেরুদণ্ডে ছিল।^{৪৭১২}

সহীহ।

৪৭১৪ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَنُصْرَانِهِ كَمَا تَنَاتُجُ الْإِبِلُ مِنَ الْبَيْمَةِ جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّ مِنْ جَدْعَاءَ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ " اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ " .

صحیح

৪৭১৪। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রতিটি সন্তানই ফিতরাতে উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতামাতা তাদেরকে ইয়াহুদী বা খৃস্টান বানায়। যেভাবে উট পূর্ণাঙ্গ পশুই জন্ম দেয়, তাতে তোমরা কোন কান কাঁটা দেখো কি? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অপ্রাপ্ত বয়সে মারা যায় এমন নিশু সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বলেন, আল্লাহই ভালো জানেন, তারা কিরূপ আমল করতো।^{৪৭১৩}

সহীহ।

৪৭১৫ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينَ وَأَنَا أَسْمَعُ، أَخْبَرَكَ يُونُسُ بْنُ عَمْرٍو، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَاً، قِيلَ لَهُ إِنَّ أَهْلَ الْأَهْوَاءِ يَحْتَجُونَ عَلَيْنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ مَالِكٌ احْتَجَّ عَلَيْهِمْ بِآخِرِهِ . قَالُوا أَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ " اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ " .

صحیح الإسناد مقطوع

৪৭১৫। ইবনু ওয়াহ্ব (র) বলেন, আমি ইমাম মালিক (র)-এর নিকট বলতে শুনেছি প্রবৃন্তির পূজারীরা আমাদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করে থাকে। তারা বলে যে, নাবালগ অবস্থায় মারা গেছে এমন সন্তান সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তিনি বলেন : তারা কিরূপ আমল করতো তা আল্লাহই ভালো জানেন।^{৪৭১৪}

সানাদ সহীহ মাক্কুত।

৪৭১৬ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمُنْهَالِ، قَالَ سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ، يُفَسِّرُ حَدِيثَ " كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ " . قَالَ هَذَا عِنْدَنَا حَيْثُ أَخَذَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ حَيْثُ قَالَ { أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى } .

صحیح الإسناد مقطوع

^{৪৭১২} মুসলিম, নাসায়ী, আহমাদ।

^{৪৭১৩} বুখারী, মুসলিম।

^{৪৭১৪} এর পূর্বেরটি দেখুন।

৪৭১৬। হাজ্জাজ ইবনুল মিনহাল (র) বলেন, আমি হাম্মাদ ইবনু সালাম (রা)-কে “প্রত্যেক সন্তান ফিতরাতে (সত্য ধর্মের) উপর জন্মগ্রহণ করে”-এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলতে শুনেছি : এটা আমাদের নিকট সেই ওয়াদা যা পিতার মেরুদণ্ডে অবস্থানকালে আল্লাহ তাদের কাছ থেকে ওয়াদা গ্রহণকালে বলেছিলেন : আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলেছিল, হ্যাঁ।^{৪৭১৫}

সানাদ সহীহ মাক্কুত।

৪৭১৭ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ غَامِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "الرَّائِدَةُ وَالْمَوْعُودَةُ فِي النَّارِ". قَالَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ أَبِي فَحَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ أَنَّ غَامِرًا حَدَّثَهُ بِذَلِكَ عَنْ عُلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

صحیح

৪৭১৭। ‘আমির (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে মহিলা তার কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবরস্থ করেছে এবং যে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করা হয়েছে তারা উভয়ে জাহান্নামী।^{৪৭১৬}

সহীহ।

৪৭১৮ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ أَبِي قَالَ "أَبُوكَ فِي النَّارِ". فَلَمَّا قَفَى قَالَ "إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ".

صحیح

৪৭১৮। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা কোথায়? তিনি বললেন, তোমার পিতা জাহান্নামে। অতঃপর যখন সে পিঠ ফিরিয়ে চলে যেতে লাগলো তখন তিনি বললেন, তোমার পিতা ও আমার পিতা জাহান্নামে।^{৪৭১৭}

সহীহ।

৪৭১৯ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَحْرَى الدَّمِ".

صحیح

৪৭১৯। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শয়তান আদম সন্তানের শিরা-উপশিরায় রক্তের ন্যায় প্রবাহিত হয়।^{৪৭১৮}

সহীহ।

৪৭১৫ বায়হাক্বী।

৪৭১৬ আহমাদ।

৪৭১৭ মুসলিম।

৪৭১৮ মুসলিম।

৪৭২০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيْعَةَ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ شَرِيكَ الْهَذَلِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْقَدْرِ وَلَا تُفَاتِحُوهُمْ الْحَدِيثَ " .

ضعيف

৪৭২০। 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : যারা তাক্বদীরে বিশ্বাস করে না তোমরা তাদের সঙ্গে ওঠা-বসা করবে না এবং তোমাদেরকে সম্বোধন করার আগে তাদেরকে সম্বোধন করবে না।^{৪৭১৯}

দুর্বল।

১৭ - باب في الجهمية

অনুচ্ছেদ-১৯ : জাহমিয়াহ সম্প্রদায় সম্পর্কে

৪৭২১ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هَذَا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ " .

صحيح

৪৭২১। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষ পরস্পর প্রশ্ন করতে থাকে, এমনকি শেষ পর্যন্ত বলে ফেলে যে, আল্লাহ তো সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? যখনই কেউ এরূপ কিছু অনুভব করবে তখন সে যেন বলে, আমি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি।^{৪৭২০}

সহীহ।

৪৭২২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، - يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ - قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ - قَالَ حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، مَوْلَى بَنِي تَيْمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ " فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقُولُوا { اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ } ثُمَّ لِيَتَقُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ مِنَ الشَّيْطَانِ " .

حسن

৪৭২২। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। অতঃপর উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তিনি বলেন, যখন তারা এরূপ কথা বলবে তখন তোমরা বলো, আল্লাহ একক, আল্লাহ অভাবমুক্ত, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তিনি কারো সন্তান নন। আর কেউই

^{৪৭১৯} এটি গত হয়েছে হা/৪৭১০।

^{৪৭২০} বুখারী, মুসলিম।

তার সঙ্গে তুলনাযোগ্য নয়। অতঃপর যেন বামদিকে তিনবার থুথু ফেলে এবং শয়তানের (কুমন্ত্রণা) থেকে আশ্রয় চায়।^{৪৭২১}

হাসান।

৪৭২৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي نَوْرٍ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنْ الْأَخْتَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ كُنْتُ فِي الْبَطْحَاءِ فِي عَصَابَةٍ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَرَّتْ بِهِمْ سَحَابَةٌ فَظَنَرُ إِلَيْهَا فَقَالَ " مَا تُسَمُّونَ هَذِهِ " . قَالُوا السَّحَابَ . قَالَ " وَالْمُزْنَ " . قَالُوا وَالْمُزْنَ . قَالَ " وَالْعَنَانُ " . قَالُوا وَالْعَنَانُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ أَتَغْنِ الْعَنَانَ حَيْثَا قَالَ " هَلْ تَذَرُونَ مَا بَعْدَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ " . قَالُوا لَا نَذَرِي . قَالَ " إِنَّ بَعْدَ مَا بَيْنَهُمَا إِمَّا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً ثُمَّ السَّمَاءُ فَوْقَهَا كَذَلِكَ " . حَتَّى عَدَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ثُمَّ فَوْقَ السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْعَالٍ بَيْنَ أَظْلَانِهِمْ وَرُكْبِهِمْ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ عَلَى ظُهُورِهِمُ الْعَرْشُ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ " .

ضعيف

৪৭২৩। ‘আবদুল মুস্তালিবের পুত্র ‘আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদল লোকের সঙ্গে আল্-বাতহা উপত্যকায় ছিলাম, সেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও ছিলেন। তাদের মাথার উপর দিয়ে একখণ্ড মেঘ উড়ে গেলো। তিনি ﷺ সেটির দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা একে কি বলো? সাহাবীগণ বললেন, মেঘ (সাহাব)। তিনি বললেন, ‘আল্-মুয্ন’? তারা বললেন, এবং মুয্নও (সাদা মেঘ)। তিনি বললেন, আল ‘আল্-আনান’? তারা বললেন, আল্-আনানও। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, ‘আনান’ শব্দটি আমি ভালোভাবে মুখস্থ করতে পারিনি। তিনি (রা) বললেন, তোমরা কি জানো, আসমান ও যমীনের মাঝে কতটুকু দূরত্ব? তারা বললেন, না। তিনি বললেন, উভয়ের মধ্যকার দূরত্বের পরিমাণ হলো একান্তর বা বায়াস্তর বা তিয়াস্তর বছরের সমান। তারপর এর মতই দূরত্বে প্রথম আসমান, এভাবে পরপর সাতটি আসমানের দূরত্ব নির্দেশ করলেন। অতঃপর সপ্তম আসমানের উপরে একটি সমুদ্র রয়েছে যার উপর ও নীচের মধ্যকার গভীরতা আসমান ও যমীনের মধ্যকার দূরত্বের সমান। এর উপরে আটটি পাহাড়ী ছাগল রয়েছে যার ক্ষুর ও হাঁটুর মধ্যকার দূরত্ব আসমান ও যমীনের মধ্যকার দূরত্বের সমান। তারপর এদের পিঠের উপরে রয়েছে মহান আরশ যার উপর ও নীচের মধ্যকার দূরত্বও আসমান ও যমীনের মধ্যকার দূরত্বের সমান। অতঃপর এর উপরে রয়েছেন বরকতময় মহান আল্লাহ।^{৪৭২২}

দুর্বল।

^{৪৭২১} মুসলিম, নাসায়ী, আহমাদ।

^{৪৭২২} ইবনু মাজাহ, আহমাদ। আহমাদ শাকির বলেন : এর সানাদ খুবই দুর্বল। সানাদে রয়েছে ইয়াহইয়া ইবনুল ‘আলা। হাফিয বলেন : তার ওপর হাদীস জাল করার আরোপ আছে।

৪৭২৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ سِمَاكٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ .

৪৭২৪। সিমাক (র) সূত্রে এ সানাদে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণিত।^{৪৭২৩}

৪৭২৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ .

৪৭২৫। সিমাক (র) সূত্রে এ সানাদে উপরোক্ত দীর্ঘ হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণিত।^{৪৭২৪}

৪৭২৬ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الرَّبَاطِيُّ، قَالُوا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، - قَالَ أَحْمَدُ كَتَبَنَاهُ مِنْ نُسَخَتِهِ وَهَذَا لَفْظُهُ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُثْبَةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَغْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جُهِدْتَ الْأَنْفُسَ وَضَاعَتِ الْعِيَالُ وَتَهَكَّتِ الْأَمْوَالُ وَهَلَكْتَ الْأَنْعَامُ فَاسْتَسْقِ اللَّهَ لَنَا فَإِنَّا نَسْتَشْفَعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ وَنَسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " وَنَحْكَ أَنْتَ دَرِي مَا تَقُولُ " وَسَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عَرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ " وَنَحْكَ إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ شَأْنُ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَنَحْكَ أَنْتَ دَرِي مَا اللَّهُ إِنْ عَرْشُهُ عَلَى سَمَوَاتِهِ لَهَكَذَا " . وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ مِثْلَ الْقَبَةِ عَلَيْهِ " وَإِنَّهُ لَيَطِئُ بِهِ أَطِيطَ الرَّحْلِ بِالرَّأِكِبِ " . قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ " إِنَّ اللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ وَعَرْشُهُ فَوْقَ سَمَوَاتِهِ " . وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى وَابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُثْبَةَ وَجُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَدِيثُ بِإِسْنَادِ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ هُوَ الصَّحِيحُ وَأَفْقَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ يَحْتَسِبُ بْنُ مَعِينٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ كَمَا قَالَ أَحْمَدُ أَيْضًا وَكَانَ سَمَاعُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ مِنْ نُسَخَةٍ وَاحِدَةٍ فِيمَا بَلَغَنِي .

ضعيف، المشكاة (٥٧٢٧)

৪৭২৬। জুবাইর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু জুবাইর ইবনু মুত্তাঈম তার পিতা হতে তার দাদা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! লোকজন খুবই কষ্টে করছে, পরিবার-পরিজন, ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, ধন-সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে এবং জীবজন্তু মরে যাচ্ছে। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য মহান আল্লাহর নিকট বৃষ্টি প্রার্থনা করুন। কেননা আমরা আপনার সুপারিশ নিয়ে আল্লাহর নিকট যাই এবং আল্লাহর সুপারিশ নিয়ে আপনার নিকট আসি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার জন্য দুঃখ হয়! তুমি কি জানো! তুমি কি বলছো? অতঃপর তিনি তাসবীহ পড়তে থাকলেন, এমনকি তাঁর সাহাবীদের মধ্যেও এর (অসন্তুষ্টি) চিহ্ন পরিলক্ষিত হলো। তিনি আবার বললেন, তোমার জন্য দুঃখ হয়। আল্লাহর সুপারিশ নিয়ে তাঁর কোন সৃষ্টির নিকট যাওয়া যায় না। আল্লাহর মর্যাদা এর চেয়ে অনেক উর্ধে, অনেক মহান। তোমার জন্য দুঃখ হয়! তুমি কি জানো আল্লাহ কে? তাঁর আরশ

৪৭২৩ এর পূর্বেরটি দেখুন।

৪৭২৪ এর পূর্বেরটি দেখুন।

আসমানের উপরে এভাবে আছে। তিনি আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে বললেন, তার উপর রয়েছে গম্বুজ সদৃশ ছাদ। তা সত্ত্বেও তা (আরশ) তাঁকে নিয়ে গোঙ্গানীর মতো শব্দ করে, যেমনটি করে আরোহীর কারণে জিনপোষ। ইবনু বাশ্শার তার হাদীসে বলেন, মহান আল্লাহ তাঁর আরশের উপরে এবং তার আরশ আসমানসমূহের উপরে। অতঃপর হাদীসটি এভাবেই বর্ণিত হয়েছে।^{৪৭২৫}

দুর্বল : মিশকাত হা/৫৭২৭।

৪৭২৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُتَكِدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "أَذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلِكٍ مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبْعِمِائَةِ عَامٍ" .

صحیح

৪৭২৭। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহর যে সকল ফিরিশতা আরশ বহন করেন তাদের একজনের সঙ্গে আলাপ করার জন্য আমাকে অনুমতি দেয়া হয়েছিল। তার কানের লতি হতে কাঁধ পর্যন্ত স্থানের দূরত্ব হলো সাতশো বছরের দূরত্বের সমান।^{৪৭২৬}

সহীহ।

৪৭২৮ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ النَّسَائِيُّ، - الْمَعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، - يَعْنِي ابْنَ عَمْرَانَ - حَدَّثَنِي أَبُو يُوسُفَ، سُلَيْمُ بْنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا } إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى { سَمِيعًا بَصِيرًا } قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ إِبْهَامَهُ عَلَى أُذُنِهِ وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَى عَيْنِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ . رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرُؤُهَا وَيَضَعُ إِبْصِعَهُ قَالَ ابْنُ يُوسُفَ قَالَ الْمُقْرِئُ يَعْنِي { إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ } يَعْنِي أَنَّ لِلَّهِ سَمْعًا وَبَصَرًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا رَدٌّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ .

صحیح الإسناد

৪৭২৮। আবু হুরাইরাহ (রা)-এর মুক্তদাস আবু ইউনুস সুলাইম ইবনু জুবাইর (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরাহ (রা)-কে এ আয়াতটি পড়তে শুনেছি : “নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আমানতসমূহ তার প্রাপকের নিকট পৌঁছিয়ে দিতে আদেশ করছেন, ... আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা” (সূরাহ আন-নিসা : ৫৮) পর্যন্ত। আবু হুরাইরাহ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর বৃদ্ধা আঙ্গুলকে কানে এবং তর্জনীকে দুই চোখের উপর রাখতে দেখেছি। আবু হুরাইরাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ (আয়াতটি) পড়তে দেখেছি এবং তার আঙ্গুল দুটি রাখতে দেখেছি। ইবনু ইউনুস বলেন, আল-মুকরী বলেছেন, অর্থাৎ “আল্লাহ নিশ্চয়ই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা”- এর অর্থ হলো আল্লাহর শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তি আছে। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, এতে জাহমিয়াদের মতবাদ বাতিল হয়ে যায়।^{৪৭২৭}

সানাদ সহীহ।

^{৪৭২৫} ইবনু আবু আসিম ‘আস-সুন্নাহ’ এবং ইবনু খুযাইমাহ আত-তাওহীদ।

^{৪৭২৬} ত্বাবারানী।

^{৪৭২৭} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

২০ - باب في الرؤية

অনুচ্ছেদ-২০ : আল্লাহর দর্শন লাভ

৪৭২৭ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، وَوَكَيْعٌ، وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جُلُوسًا فَنَظَرُ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْلَةَ أَرْبَعِ عَشْرَةَ فَقَالَ "إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلِبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا". ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ { فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا }

صحیح

৪৭২৯। জারীর ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি চৌদ্দ তারিখের রাতে পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, অচিরেই তোমরা তোমাদের রবকে দেখতে পাবে যেমন তোমরা এ চাঁদকে দেখছো, আর একে দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না। যদি তোমরা সূর্যোদয়ের ও সূর্যাস্তের পূর্বে সলাত আদায়ে পরাভূত না হও তাহলে তা আদায় করে নাও। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন : “সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ করো”।^{৪৭২৮}

সহীহ।

৪৭৩০ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ نَاسٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ "هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظُّهْرِ لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ". قَالُوا لَا. قَالَ "هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ فِي سَحَابَةٍ". قَالُوا لَا. قَالَ "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَيْهِ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيِي أَحَدِهِمَا".

صحیح

৪৭৩০। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহকে দেখতে পাবো? তিনি বললেন, মেঘহীন দুপুরে তোমাদের কি সূর্য দেখতে কষ্ট হয়? সাহাবীগণ বললেন, না। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, মেঘহীন নির্মল আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? তারা বললেন, না। তিনি (রা) বললেন, সেই, মহান সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন! তোমরা এর একটি (চাঁদ বা সূর্য) যেভাবে নির্বিঘ্নে দেখতে পাও সেভাবে তাঁকেও তোমরা দেখবে।^{৪৭২৯}

সহীহ।

৪৭৩১ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، - الْمَعْنَى - عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكَيْعٍ، - قَالَ مُوسَى - ابْنُ عُدُسٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ، - قَالَ مُوسَى الْمُعْتَلِيُّ - قَالَ قُلْتُ

^{৪৭২৮} বুখারী, মুসলিম।^{৪৭২৯} মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ।

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُلْنَا يَرَى رَبُّهُ قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ مُخْلِيًا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ قَالَ " يَا أَبَا رَزِينِ أَلَيْسَ كُلُّكُمْ يَرَى الْقَمَرَ " . قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ " لَيْلَةُ الْبَدْرِ مُخْلِيًا بِهِ " . ثُمَّ اتَّفَقَا قُلْتُ بَلَى . قَالَ " فَاللَّهُ أَعْظَمُ " . قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ قَالَ " فَإِنَّمَا هُوَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فَاللَّهُ أَجَلٌ وَأَعْظَمُ "

حسن

৪৭৩১। আবু রাযীন (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের প্রত্যেকেই কি ক্বিয়ামাতের দিন তার রবকে দেখতে পাবে? তাঁর সৃষ্টির মাঝে এর কোন নিদর্শন আছে কি? তিনি বললেন, হে আবু রাযীন! তোমাদের প্রত্যেকে কি পূর্ণিমা রাতের চাঁদ দেখে না (অর্থাৎ চৌদ্দ তারিখে নির্মল আকাশে)? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে আল্লাহ তো মহান। ইবনু মু'আস বলেন, তিনি ﷺ বললেন, তা (চাঁদ) তো আল্লাহর সৃষ্টিকুলের মধ্যকার একটি সৃষ্টি। আর আল্লাহ তো মহিমান্বিত ও সুমহান।^{৪৭৩০}

হাসান।

২১ - باب في الردِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ

অনুচ্ছেদ-২১ : জাহ্মিয়াহ মতবাদ প্রত্যাখ্যাত

৪৭৩২ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَنَّ أَبَا أَسَامَةَ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ، قَالَ قَالَ سَلَّمَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَطْوِي اللَّهُ السَّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيَمْنَى ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ ثُمَّ يَطْوِي الْأَرْضِينَ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ " . قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ " بِيَدِهِ الْأُخْرَى ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ " .

صحيح

৪৭৩২। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ ক্বিয়ামাতের দিন আসমানসমূহকে গুটিয়ে তাঁর ডান হাতে নিয়ে বলবেন, আমিই সর্বময় কর্তা ও মালিক, স্বৈরাচারীরা ও অহংকারকারীরা কোথায়? অতঃপর পৃথিবীসমূহকে গুটিয়ে অপর হাতে নিয়ে বলবেন, আমিই মালিক স্বৈরাচারীরা ও অহংকারীরা কোথায়?^{৪৭৩১}

সহীহ।

৪৭৩৩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ " .

صحيح

৪৭৩০ ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৪৭৩১ মুসলিম।

৪৭৩৩। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রাতের এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে আমাদের মহান রব দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে এসে বলতে থাকেন : ওহে কে আছে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দিবো, কে আছে আমার নিকট কিছু চাইবে, আমি তাকে তা দিবো, কে আছে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো।^{৪৭৩২}

সহীহ।

২২ - باب في القرآن

অনুচ্ছেদ-২২ : আল-কুরআন সম্পর্কে

৪৭৩৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْزِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ فِي الْمَوْقِفِ فَقَالَ " أَلَا رَجُلٌ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ فَإِنْ فَرِيشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي " .

صحیح

৪৭৩৪। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষ একত্রিত হওয়ার স্থানে (আরাফাহ ময়দানে) রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের সামনে নিজেকে পেশ করে বলতেন : এমন কোন ব্যক্তি আছে কি যে আমাকে তার গোত্রের কাছে নিয়ে যাবে? কেননা কুরাইশ গোত্রের লোকেরা আমাকে আমার রবের বাণী পৌঁছিয়ে দিতে বাধার সৃষ্টি করছে।^{৪৭৩৩}

সহীহ।

৪৭৩৫ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ غَامِرٍ، - يَعْنِي الشَّعْبِيَّ - عَنْ غَامِرِ بْنِ شَهْرٍ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّحَّاشِيِّ فَقَرَأَ ابْنُ لَهُ آيَةً مِنَ الْإِنْجِيلِ فَضَحِكَ فَقَالَ : أَتَضْحَكُ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ

صحیح

৪৭৩৫। 'আমির ইবনু শাহর (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাজ্জাশীর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তার এক ছেলে ইনজীলের একটি আয়াত পড়লে আমি হাসলাম। তিনি বললেন, তুমি কি মহান আল্লাহর বাণী শুনে হাসছো!^{৪৭৩৪}

সহীহ।

৪৭৩৬ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَبِّبِ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ، وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَكُلِّ حَدِيثِي طَائِفَةٍ مِنَ الْحَدِيثِ قَالَتْ وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحَقَرَمِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِي بَأْمَرٍ يُتْلَى .

صحیح

^{৪৭৩২} এটি গত হয়েছে।

^{৪৭৩৩} বুখারী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ।

^{৪৭৩৪} বুখারী, মুসলিম।

৪৭৩৬। ইবনু শিহাব (রা) বর্ণনা করেন, আমাকে ‘উরওয়াহ ইবনু যুবাইর, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, ‘আলকামাহ ইবনু ওয়াক্কাস ও ‘উবাইদুল্লাহ ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রা) ‘আরিশাহ (রা)-এর হাদীস সম্পর্কে জানিয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আমি নিজেকে এই পর্যায়ে মনে করতাম না যে, মহান আল্লাহ আমার সম্পর্কে এমন কথা বলবেন যা তিলাওয়াত করা হবে।^{৪৭৩৫}

সহীহ।

৬৭৩৭ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ : " أَعِذْكُمْ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّامَةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَةٍ " . ثُمَّ يَقُولُ : " كَانَ أَبُوكُمْ يُعَوِّذُ بِهِمَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ .

সহীহ

৪৭৩৭। ইবনু ‘আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ হাসান ও হুসাইন (রা)-এর জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এভাবে : “আমি তোমাদের দু’জনের জন্য আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ কালেমাসমূহের মাধ্যমে প্রত্যেক শয়তান ও বিষাক্ত প্রাণী হতে এবং সকল প্রকার বদনজর হতে মুক্তি চাইছি”। অতঃপর তিনি বলতেন, তোমাদের পিতা (ইবরাহীম আ.)-ও ইসমাইল এবং ইসহাক (আ) উভয়ের জন্য এ দু’আ পড়ে আশ্রয় চাইতেন। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, এতে প্রমাণিত হয় যে, আল-কুরআন মাখলুক নয়।^{৪৭৩৬}

সহীহ।

৬৭৩৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ لِلْسَّمَاءِ صَلَصلةً كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصِّفَا فَيُصْعَقُونَ، فَلَا يَرَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ جِبْرِيلُ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ جِبْرِيلُ فَرَّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ " . قَالَ : " فَيَقُولُونَ : يَا جِبْرِيلُ مَاذَا قَالَ رَبُّكَ فَيَقُولُ : الْحَقُّ فَيَقُولُونَ : الْحَقُّ الْحَقُّ " .

সহীহ

৪৭৩৮। ‘আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন মহান আল্লাহ ওয়াহী প্রেরণের কথা বলেন, তখন এক আকাশের অধিবাসীগণ অন্য আকাশ হতে সাফা পর্বতের উপর দিয়ে শিকল টানার শব্দের মতই শব্দ শুনতে পায়। আর আওয়াজ শুনে তারা বেহুঁশ হয়ে যায় এবং জিবরীল (আ) তাদের নিকট উপস্থিত হলে তাদের অন্তর হতে ভয় বিদূরিত হয়ে তারা হুঁশ ফিরে পায়। অতঃপর তারা বলে, হে জিবরীল! আপনার রব কী বলেছেন? তিনি বলেন, যা সত্য তাই বলেছেন। তখন তারা বলে, সত্যই বলেছেন, সত্যই বলেছেন।^{৪৭৩৭}

সহীহ।

৪৭৩৫ আহমাদ।

৪৭৩৬ বুখারী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ।

৪৭৩৭ বুখারী।

২৩ - باب في الشفاعة

অনুচ্ছেদ-২৩ : শাফা'আত সম্পর্কে

৪৭৩৭ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا بِسْطَامُ بْنُ حُرَيْثٍ، عَنْ أَشْعَثِ الْحُدَّانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي " .

صحیح

৪৭৩৯। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন, আমার উম্মাতের কবীরাহ গুনাহগারদের জন্য আমার শাফা'আত।^{৪৭৩৮}

সহীহ।

৪৭৪০ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ فَيَدْخُلُونَ الْحِجَّةَ وَيُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّينَ " .

صحیح

৪৭৪০। ইমরান ইবনু হুসাইন (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : আমার উম্মাতের একটি গোত্র আমার শাফা'আত পেয়ে জাহান্নাম হতে মুক্তি লাভ করে বেরিয়ে আসবে, অতঃপর তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর তাদেরকে জাহান্নামের অধিবাসী নামেই আখ্যায়িত করা হবে।^{৪৭৩৯}

সহীহ।

৪৭৪১ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: " إِنَّ أَهْلَ الْحِجَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ " .

صحیح

৪৭৪১। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : জান্নাতের অধিবাসীরা সেখানে পানাহার করবে।^{৪৭৪০}

সহীহ।

২৪ - باب في ذكر البعث والصُّور.

অনুচ্ছেদ-২৪ : পুনরুত্থান ও শিঙ্গায় ফুৎকারের বর্ণনা

৪৭৪২ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَسْلَمٌ عَنْ بَشْرِ بْنِ شَعَفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ: « الصُّورُ قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ » .

৪৭৩৮ মুসলিম, আহমাদ।

৪৭৩৯ তিরমিযী, হাকিম।

৪৭৪০ বুখারী, মুসলিম।

৪৭৪২। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন, সূর একটি শিং-এর ন্যায়, তাতে ফুঁ দেয়া হবে।^{৪৭৪১}

সহীহ।

৪৭৪৩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : " كُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُ الْأَرْضُ إِلَّا عَجَبَ الذَّنْبِ، مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُرَكَّبُ " .

صحیح

৪৭৪৩। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রতিটি আদম সন্তানকে মাটি খেয়ে ফেলবে, শুধু মেরুদণ্ডের নীচের হাঁড়টুকু বাকী থাকবে। এ হতেই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এ হতেই তাকে পুনর্গঠন করা হবে।^{৪৭৪২}

সহীহ।

২০ - باب في خلق الجنة والنار

অনুচ্ছেদ-২৫ : জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি সম্পর্কে

৪৭৪৪ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : " لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِجِبْرِيلَ : اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا . فَذَهَبَ فَانْظُرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : أَيُّ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا ثُمَّ حَفَّهَا بِالْمَكَارِهِ ثُمَّ قَالَ : يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَانْظُرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : أَيُّ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ " . قَالَ : " فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ قَالَ : يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا . فَذَهَبَ فَانْظُرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : أَيُّ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا فَحَفَّهَا بِالشَّهَوَاتِ ثُمَّ قَالَ : يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا . فَذَهَبَ فَانْظُرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : أَيُّ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا " .

حسن صحيح

৪৭৪৪। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মহান আল্লাহ জান্নাত তৈরি করে জিবরীল (আ)-কে আদেশ দিলেন, তুমি গিয়ে তা দেখে এসো। অতএব তিনি সেখানে গিয়ে তা দেখে এসে বললেন, হে রব! আপনার ইজ্জতের কসম! এটি সম্পর্কে যে-ই শুনবে সে তাতে প্রবেশ না করে ছাড়বে না। তারপর তিনি (আল্লাহ) তাকে কষ্টসাধ্য বিষয়সমূহ দ্বারা বেষ্টিত করে পুনরায় বললেন, হে জিবরীল! এবার আবার গিয়ে তা দেখে আসো। অতএব তিনি আবার গিয়ে দেখে এসে বললেন, হে রব, আপনার মর্যাদার কসম! আমার অত্যন্ত ভয় হচ্ছে যে, কেউই তাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তিনি (রা) বললেন, অতঃপর মহান আল্লাহ জাহান্নাম তৈরি করে বললেন, হে জিবরীল! তুমি গিয়ে তা দেখে এসো। অতএব তিনি তা দেখে এসে বললেন, হে আমার রব! আপনার ইজ্জতের কসম! কেউই তাতে প্রবেশ

^{৪৭৪১} আহমাদ।

^{৪৭৪২} বুখারী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ।

করতে চাইবে না। তারপর আল্লাহ একে লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা ইত্যাদি আকর্ষণে আচ্ছাদিত করে পুনরায় জিবরীল (আ)-কে বললেন, যাও তা দেখে এসো! তিনি সেখানে গিয়ে তা দেখে এসে বললেন, হে রব! আপনার মর্যাদার কসম! আমার ভয় হচ্ছে যে, কেউই অবশিষ্ট থাকবে না, সকলেই তাতে প্রবেশ করবে।^{৪৭৪৩}

হাসান সহীহ।

২৬ - باب في الحوض

অনুচ্ছেদ-২৬ : হাওযে কাওসার ব সম্পর্কে

৪৭৪৫ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " إِنْ أَمَّاكُمْ حَوْضًا مَا بَيْنَ نَاحِيَّتَيْهِ كَمَا بَيْنَ جَرَبَاءَ وَأَذْرَحَ " .

صحیح

৪৭৪৫। ইবনু 'উমার (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই তোমাদের সামনে যে হাওয রয়েছে তার বিস্তৃতি জারবাহ ও আযরুহ-এর মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্বের সমান।^{৪৭৪৪}

সহীহ।

৪৭৪৬ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَزَلْنَا مَتَزِلًا فَقَالَ : " مَا أَتَمُّ جُزْءٍ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ جُزْءٍ مِمَّنْ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ " . قَالَ قُلْتُ : كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ : سَبْعِمِائَةٍ أَوْ ثَمَانِمِائَةٍ .

صحیح

৪৭৪৬। যাইদ ইবনু আরক্বাম (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সফরকালে এক জায়গায় যাত্রাবিরতি করলে তিনি বলেন : হাওযে কাওসারে যেসব লোক আমার নিকট উপস্থিত হবে, তাদের তুলনায় তোমরা তাদের এক লাখ ভাগের এক ভাগ মাত্র। তিনি (বর্ণনাকারী আবু হামযাহ) বললেন, আমি (যাইদ ইবনু আরক্বামকে) বললাম, আপনারা সেখানে তখন কতজন ছিলেন? তিনি বললেন, সাতশো অথবা আটশো।^{৪৭৪৫}

সহীহ।

৪৭৪৭ - حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ الْمُخْتَارِ بْنِ قُلْفُلٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ : أَغْفَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِغْفَاءً فَرَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا، فِيمَا قَالَ لَهُمْ وَإِنَّمَا قَالُوا لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ ضَحَكْتَ فَقَالَ : " إِنَّهُ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَةُ سُورَةِ " . فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ { إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ } حَتَّى خَتَمَهَا فَلَمَّا قَرَأَهَا قَالَ : " هَلْ تَذَرُونَ مَا الْكَوْثَرُ " . قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : " فَإِنَّهُ نَهَرٌ وَعَدْنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ عَلَيْهِ حَوْضٌ تَرْدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ آيَتُهُ عَدَدُ الْكَوَاكِبِ " .

حسن

৪৭৪৩ তিরমিযী, নাসায়ী।

৪৭৪৪ বুখারী, মুসলিম।

৪৭৪৫ আহমাদ।

৪৭৪৭। আল-মুখতার ইবনু ফুলফুল (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন। অতঃপর মুচকি হেসে মাথা তুলে তিনি তাদেরকে অথবা তাঁকে তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন হাসলেন? তিনি বললেন, এইমাত্র আমার উপর একটি সূরাহ নাখিল হয়েছে। অতঃপর তিনি পড়লেন, পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে। “নিশ্চয়ই আমি আপনাকে আল-কাওসার দান করেছি”। এভাবে তিনি সূরাটি পাঠ শেষ করে বললেন, তোমরা কি জানো কাওসার কী? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বলেন, তা এমন একটি পানির বর্ণা যা আমার রব জান্নাতে সৃষ্টি করে রেখেছেন। তাতে অসংখ্য কল্যাণ বিদ্যমান। তাতে হাওয ও কাওসারও রয়েছে। আমার উম্মাতগণ কিয়ামাতের দিন সেখানে উপস্থিত হবে। এর পানপাত্রের সংখ্যা হবে (আকাশের) তারকার সমপরিমাণ।^{৪৭৪৬}

হাসান।

৪৭৪৮ - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : لَمَّا عُرِجَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي الْحَنَةِ - أَوْ كَمَا قَالَ - عُرِضَ لَهُ نَهْرٌ حَافَتَاهُ الْيَاقُوتُ الْمُجَبِّ أَوْ قَالَ الْمُخَوَّفُ، فَضَرَبَ الْمَلِكُ الَّذِي مَعَهُ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِسْكَاً فَقَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ لِلْمَلِكِ الَّذِي مَعَهُ : " مَا هَذَا " . قَالَ : هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

صحیح

৪৭৪৮। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মি'রাজের রাতে নাবী ﷺ-কে জান্নাতে পরিভ্রমণ করানো হয়। এ সময় তাঁর সামনে একটি নহর উপস্থিত করা হয় যার উভয় তীর খাঁটি নীলকান্ত মণি দ্বারা সুশোভিত ছিল। যে ফিরিশতা তাঁর সাথে ছিলেন, তার হাতে আঘাত করলে কস্তুরী বেরিয়ে আসে। অতঃপর মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর সফরসঙ্গী ফিরিশতাকে প্রশ্ন করলেন, এটা কি? তিনি বললেন, এ হলো সেই কাওসার যা মহামহিমাবিত আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন।^{৪৭৪৭}

সহীহ।

৪৭৪৯ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ أَبُو طَالُوتَ، قَالَ شَهِدْتُ أَبَا بَرَزَةَ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ فَحَدَّثَنِي فَلَانٌ، سَمَاءُ مُسْلِمٍ وَكَانَ فِي السَّمَاطِ فَلَمَّا رَأَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ : إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَكَ هَذَا الدُّخْدَاحُ، فَفَهَمَهَا الشَّيْخُ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَحْسِبُ أَنِّي أَبْقَى فِي قَوْمٍ يَعْبُرُونِي بِصُحْبَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَالَ لَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ إِنَّ صُحْبَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَكَ زَيْنٌ غَيْرُ شَيْنٍ ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا بُعِثْتَ إِلَيْكَ لِأَسْأَلَكَ عَنِ الْخَوْضِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ فِيهِ شَيْئاً فَقَالَ أَبُو بَرَزَةَ : نَعَمْ لَا مَرَّةً وَلَا ثَنَيْنِ وَلَا ثَلَاثًا وَلَا أَرْبَعًا وَلَا خَمْسًا، فَمَنْ كَذَبَ بِهِ فَلَا سَقَاةَ اللَّهُ مِنْهُ ثُمَّ خَرَجَ مُغَضَّبًا .

صحیح

৪৭৪৯। ‘আবদুস সালাম ইবনু আবু হাযিম আবু তালূত (র) বলেন, আমি আবু বারযাহ (রা)-কে দেখেছি, তিনি ‘উবাইদুল্লাহ ইবনু যিয়াদের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। সেখানে লোকজনের সাথে উপস্থিত

^{৪৭৪৬} মুসলিম, নাসায়ী।

^{৪৭৪৭} তিরমিযী।

মুসলিম নামীয় এক ব্যক্তি আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করে বলেন, ‘উবাইদুল্লাহ তাঁকে দেখে বললো, তোমাদের এই বেঁটে ও মাংসল মুহাম্মাদী। শায়খ (আবু বারযাহ) কথাটি বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন, মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহচর্য লাভকারী আমার মতো ব্যক্তি এসব লোকের মাঝে অবস্থান করা উচিৎ নয় যারা আমাকে (তাঁর সাহাবী হওয়ায়) দোষারোপ করে। ‘উবাইদুল্লাহ তাকে বললো, মুহাম্মাদ (রা)-এর সাহচর্য লাভ তো আপনার জন্য গৌরবের বিষয়, দোষের বিষয় নয়। পুনরায় সে বললো, আমি আপনার নিকট হাওয়া কাওসার সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ বিষয়ে কিছু বলতে শুনেছেন? আবু বারযাহ (রা) বলেন, হ্যাঁ, একবার নয়, দু’বার নয়, তিনবার নয়, চারবার নয়, পাঁচবার নয় (অনেকবার শুনেছি)। যে ব্যক্তি তা মিথ্যা জানবে তাকে আল্লাহ তা হতে পান করাবেন না। অতঃপর তিনি রাগান্বিত অবস্থায় চলে গেলেন।^{৪৭৪৮}

সহীহ।

২৭ - باب في المسألة في القبر وعذاب القبر

অনুচ্ছেদ-২৭ : কবরের জিজ্ঞাসাবাদ এবং শাস্তি প্রসঙ্গে

৪৭৫০ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُيَيْدَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : " إِنْ الْمُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ فَشَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { يَثْبُتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ } .

صحیح

৪৭৫০। আল-বারাআ ইবনু ‘আযিব (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই মুসলিম ব্যক্তিকে যখন কবরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তখন সে এ সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (রা) আল্লাহর রাসূল। এ হচ্ছে আল্লাহর এ কালামের অর্থ : “যারা শাস্তত বাণীর উপর ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন....” (সূরাহ ইবরাহীম : ২৭)।^{৪৭৪৯}

সহীহ।

৪৭৫১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ الْخَفَّافُ أَبُو نَصْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : إِنْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ تَحْتَ لَبْنِي النَّجَّارِ فَسَمِعَ صَوْتًا فَفَرَّعَ فَقَالَ : " مَنْ أَصْحَابُ هَذِهِ الْقُبُورِ " . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ نَاسٌ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ . فَقَالَ : " تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ " . قَالُوا : وَمِمَّ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : " إِنْ الْمُؤْمِنُ إِذَا وَضِعَ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكٌ فَيَقُولُ لَهُ : مَا كُنْتَ تَعْبُدُ فَإِنَّ اللَّهَ هَذَا قَالَ : كُنْتُ أَعْبُدُ اللَّهَ . فَيَقَالُ لَهُ : مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ : هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَمَا يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ غَيْرَهَا فَيُطْلَقُ بِهِ إِلَى بَيْتٍ كَانَ لَهُ فِي النَّارِ، فَيَقَالُ لَهُ : هَذَا يَبْتَئُكَ كَانَ لَكَ فِي النَّارِ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَصَمَكَ وَرَحِمَكَ فَأَبْدَلَكَ بِهِ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ : دَعُونِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأُبَشِّرَ أَهْلِي . فَيَقَالُ لَهُ : اسْكُنْ . وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا وَضِعَ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكٌ

৪৭৪৮ আহমাদ।

৪৭৪৯ বুখারী, মুসলিম।

فَيَقُولُ لَهُ : مَا كُنْتَ تَعْبُدُ فَيَقُولُ : لَا أَدْرِي . فَيَقَالُ لَهُ : لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ . فَيَقَالُ لَهُ : فَمَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ : كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ . فَيَضْرِبُهُ بِمِطْرَاقٍ مِنْ حَدِيدٍ بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا الْخَلْقُ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ " .

صحیح

৪৭৫১। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বনী নাজ্জার গোত্রের একটি খেলার বাগানে প্রবেশ করে একটা শব্দ শুনে শক্তিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, এ কবরগুলো কাদের? তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এরা সেসব লোক যারা জাহিলী যুগে মারা গেছে। তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহর নিকট জাহান্নামের আখাব হতে ও দাজ্জাল স্ট্র বিপর্যয় হতে আশ্রয় চাও। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তা কেন? তিনি বললেন, যখন কোন মু'মিন ব্যক্তিকে তার কবরে রাখা হয় তখন তার নিকট একজন ফিরিশতা এসে তাকে বলে, তুমি কার ইবাদত করতে? যদি আল্লাহ তাকে পথ দেখান তাহলে সে বলে, আমি আল্লাহর ইবাদত করতাম। অতঃপর তাকে প্রশ্ন করা হয়, তুমি এ ব্যক্তি (মুহাম্মাদ স.) সম্বন্ধে কি বলতে? সে বলে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল! এরপর তাকে অন্য প্রশ্ন না করে তাকে নিয়ে এমন একটি ঘরে যাওয়া হয় যা তার জন্য জাহান্নামে (তৈরি করা) ছিল। অতঃপর তাকে বলা হয়, এটা তোমার ঘর যা জাহান্নামে তোমার জন্য ছিল। কিন্তু আল্লাহ তোমাকে এ হতে রক্ষা করেছেন এবং দয়া করে এর পরিবর্তে তোমার জন্য জান্নাতে একটি ঘরের ব্যবস্থা করেছেন। তখন সে বলে, আমাকে একটু ছেড়ে দিন, আমি আমার পরিবার-পরিজনকে এ সুসংবাদটি দিয়ে আসি। তাকে বলা হবে, তুমি এখানেই বসবাস করো। পক্ষান্তরে, যখন কোন কাফির ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় তখন তার নিকট একজন ফিরিশতা এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে বলে, তুমি কার ইবাদত করতে? সে বলে, আমি জানি না। অতঃপর তাকে বলা হয়, তুমি জানতে চাওনি এবং অনুসরণও করোনি। অতঃপর প্রশ্ন করা হয়, এ ব্যক্তি (মুহাম্মাদ সা.) সম্বন্ধে তুমি কি বলতে? সে বলবে, অন্যান্য লোক যা বলতো আমিও তাই বলতাম। তখন তার দুই কানের মধ্যস্থলে লোহার হাতুড়ী দিয়ে সজোরে আঘাত করা হয়। এতে সে এমন জোরে চিৎকার করে যে, মানুষ ও জিন জাতি ছাড়া অন্য সকল সৃষ্টিজীব তা শুনে পায়।^{৪৭৫০}

সহীহ।

৪৭৫২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، بِمَثَلِ هَذَا الْإِسْتِادِ نَحْوَهُ قَالَ : " إِنْ الْعَبْدَ إِذَا وَضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نَعَالِهِمْ، فَإِنِّي مَلَكٌ فَيَقُولَانِ لَهُ " . فَذَكَرَ قَرِيبًا مِنْ حَدِيثِ الْأَوَّلِ قَالَ فِيهِ : " وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ فَيَقُولَانِ لَهُ " . زَادَ : " الْمُنَافِقُ " . وَقَالَ : " يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ " .

صحیح

৪৭৫২। আবদুল ওয়াহ্‌হাব (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কোন লোককে কবরে রেখে তার সঙ্গীরা এতটুকু দূরে চলে যায় যেখান হতে সে তাদের জুতার শব্দ শুনে পায় তখন তার নিকট দু'জন ফিরিশতা এসে বলে... অতঃপর প্রথমোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এতে কাফিরের

সঙ্গে মুশাক্কিকের কথাও রয়েছে এবং বলা হয়েছে : আর কাফির ও মুশাক্কিককে প্রমাণ করা হবে। তিনি বলেন, মানুষ ও জিন ছাড়া যারা কবরের নিকট থাকে সকলেই চিৎকার শুনতে পায়।^{৪৭৫১}

সবীহ।

৪৭৫২ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، - وَهَذَا لَفْظُ هِشَامٍ - عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ زَادَانَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَاتَّهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَخَطَبَنَا حَوْلَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرُ، وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ : " اسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ " . مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ هَذَا - وَقَالَ : " وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفَقَ نَعَالِهِمْ إِذَا وَلَوْ مُذِيرِينَ حِينَ يُقَالُ لَهُ : يَا هَذَا مِنْ رَبِّكَ وَمَا دِيْنُكَ وَمَنْ يُبَلِّغُكَ " . قَالَ هِشَامٌ قَالَ : " وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُخَلِّسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ : مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ : رَبِّي اللَّهُ . فَيَقُولَانِ لَهُ : مَا دِيْنُكَ فَيَقُولُ : دِيْنِي الْإِسْلَامُ . فَيَقُولَانِ لَهُ : مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ قَالَ فَيَقُولُ : هُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . فَيَقُولَانِ : وَمَا يُبَلِّغُكَ فَقَالَ : قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَأَمْسَيْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ " . زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ : " فَدَلَّيْتُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { يُبْعَثُ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ آمَنُوا } " . الْآيَةُ . ثُمَّ أَتَمَّ قَالَ : " فَيَنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : أَنْ قَدْ صَدَّقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْحَنَةِ، وَانْقُصُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْحَنَةِ وَالْبُسُوفِ مِنَ الْحَنَةِ " . قَالَ : " فَيَأْتِيهِ مِنْ رُوحِهَا وَطِيْبُهَا " . قَالَ : " وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ " . قَالَ : " وَإِنَّ الْكَافِرَ " . فَذَكَرَ مَوْتَهُ قَالَ : " وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُخَلِّسَانِهِ فَيَقُولَانِ : مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ : هَذِهِ هَذِهِ لَا أَدْرِي . فَيَقُولَانِ لَهُ : مَا دِيْنُكَ فَيَقُولُ : هَذِهِ هَذِهِ لَا أَدْرِي . فَيَقُولَانِ : مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ : هَذِهِ هَذِهِ لَا أَدْرِي . فَيَنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : أَنْ كَذَبَ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَالْبُسُوفِ مِنَ النَّارِ، وَانْقُصُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ " . قَالَ : " فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا " . قَالَ : " وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ " . زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ قَالَ : " ثُمَّ يُقَيِّضُ لَهُ أَعْمَى أَبْكُمْ مَعَهُ مَرْزُوقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ، لَوْ ضَرَبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا " . قَالَ : " فَيَضْرِبُ بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا لَثَقَتَيْنِ فَيَصِيرُ تُرَابًا " . قَالَ : " ثُمَّ تُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ " .

صحیح

৪৭৫৩। আল-বাহাঈ ইবনু 'আযিয (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আনসারি গোত্রের এক ব্যক্তির জান্নামায় শরীক হওয়ার জন্য রওয়ানা হয়ে কবরের নিকট গেলাম। কিন্তু তখনও কবর খনন শেষ হয়নি। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন এবং আমরাও তাঁর চারিদিকে নীরবে তাঁকে ঘিরে বসে পড়লাম, যেন আমাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে। তখন তাঁর হাতে ছিল একখানা লাঠি, তা দিয়ে তিনি মাটিতে আঁচড় কাটছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা তুলে দুই বা তিনবার বললেন, তোমরা আল্লাহর নিকট কবরের আযাব হতে আশ্রয় চাও। বর্ণনাকারী জারীর তার আরো উল্লেখ করেন, তিনি (রা) বলেন, মৃত ব্যক্তি তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায় যখন তারা ফিরে যেতে থাকে, আর তখনই তাকে বলা হয়, হে অম্মুক! তোমার রব কে? তোমার দীন কি এবং তোমার নাবী কে? হান্নাদ (র) বলেন, তিনি ﷺ

বলেছেন, অতঃপর আর নিশ্চয় দু'জন ফিরিশতা এসে তাকে বসিয়ে উভয়ে প্রশ্ন করে, তোমার রব কে? তখন সে বলে, আমার রব আল্লাহ। তাঁরা উভয়ে তাকে প্রশ্ন করে, তোমার দীন কি? সে বলে, আমার দীন হলো ইসলাম। তারা প্রশ্ন করে, এ লোকটি জোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে? তিনি বলেন, সে বলে, তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ। তারপর তারা উভয়ে আশ্রয় বলে, তুমি কি করে জানতে পারলে? সে বলে, আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি এবং তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং সত্য বলে স্বীকার করেছি। জারীর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে : এটাই হলো আল্লাহর এ বাণীর অর্থ : “যারা এ শাস্ত বাণীতে ঈমান এনেছে তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন” (সুন্নাহ ইবনে হীম : ২৭)। এরপর বর্ণনাকারী জারীর ও হাদীস উভয়ে একইরূপ বর্ণনা করেন। নাবী ﷺ বলেছেন : অতঃপর আকাশ হতে একজন বোম্বক ঘোষণা করেন, আল্লাহর বাস্তু বখাবথ বলেছে। সুতরাং তার জন্য জাহান্নামের একটি বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দাও। এছাড়া তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটা দরজা খুলে দাও। তিনি ﷺ বলেন, সুতরাং তার দিকে জাহান্নামের স্নানকর হাওয়া ও তার সুগন্ধি কবুতে থাকুক। তিনি আরো বলেন, এই দরজা তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করা হয়।

অতঃপর নাবী ﷺ কাফিরদের মৃত্যু প্রসঙ্গে বলেন, তার রূহকে তার শরীরে ফিরিয়ে আনা হয় এবং দু'জন ফিরিশতা এসে তাকে বসিয়ে প্রশ্ন করে, তোমার রব কে? সে উত্তর দেয়, হায়! আমি কিছুই জানি না। তারপর এ তারা প্রশ্ন করেন, তোমার দীন কি? সে বলে, হায়! আমি কিছুই জানি না। তারা প্রশ্ন করে, এ লোকটি জোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? সে বলে, হায়! আমি তো জানি না। তখন আকাশের দিক হতে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন, সে মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তার জন্য জাহান্নামের একটি বিছানা এনে বিছিয়ে দাও এবং তাকে জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দাও, আর তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটা দরজা খুলে দাও। তিনি বলেন, অতঃপর তার দিকে জাহান্নামের উত্তম বাতাস আসতে থাকে। এছাড়া তার জন্য তার কবরকে সংকীর্ণ করে দেয়া হয়, ফলে তার এক দিকের পাঁজর অপর দিকের পাঁজরের মধ্যে ঢুকে যায়। বর্ণনাকারী জারীর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে : তিনি ﷺ বলেন, অতঃপর তার জন্য এক অন্ধ ও বধির ফিরিশতাকে নিযুক্ত করা হয়, যার সঙ্গে একটি লোহার হাতুড়ী থাকবে, যদি এ দ্বারা পাহাড়কে আঘাত করা হয় তাহলে তা ধূলায় পরিণত হয়ে যাবে। নাবী ﷺ বলেন, তারপর সে তাকে হাতুড়ী দিয়ে সজোরে আঘাত করতে থাকে, এতে সে বিকট শব্দে চিৎকার করতে থাকে যা মানুষ ও জিন ছাড়া পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত সকল সৃষ্টি জীবই শুনে পায়। আঘাতের ফলে সে মাটিতে মিশে যায়। তিনি বলেন, অতঃপর (শাস্তি অব্যাহত রাখার জন্য) পুনরায় তাতে রূহ ফেরত দেয়া হয়।^{৪৭৫২}

সহীহ।

৪৭৫৪ - حَدَّثَنَا هُثَايُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ، عَنْ أَبِي عُمَرَ : زَادَ أَنْ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

لم أجده في الصحيح ولا في الضعيف

৪৭৫৪। আল-বারাআ (রা) হতে নাবী ﷺ-এর সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।^{৪৭৫৩}

আমি এটি সহীহ এবং যঈফ পাইনি।

২৮ - باب في ذكر الميزان

অনুচ্ছেদ-২৮ : মীযান প্রসঙ্গ

৪৭৫৫ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، : أَنَّهَا ذَكَرَتْ النَّارَ فَبَكَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " مَا يُبْكِيكِ " . قَالَتْ : ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيتُ، فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " أُمَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فَلَا يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا : عِنْدَ الْمِيزَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَيَحْفُ مِيزَانُهُ أَوْ يَنْقُلُ، وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِينَ يُقَالُ { هَاؤُمْ اقْرَعُوا كِتَابِيهِ } حَتَّى يَعْلَمَ أَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ أَفِي يَمِينِهِ أَمْ فِي شِمَالِهِ أَمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ، وَعِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا وَضِعَ بَيْنَ ظَهْرَيْنِ جَهَنَّمَ " . قَالَ يَحْيَى : عَنْ يُونُسَ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِهِ .
(ضعيف، المشكاة (٥٥٦٠))

৪৭৫৫। ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা তিনি জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কাঁদলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কাঁদছে কেন? তিনি বললেন, জাহান্নামের কথা স্মরণ হওয়ায় কাঁদছি। আপনি কি ক্রিয়ামাতের দিন আপনার পরিবারের কথা মনে রাখবেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : অবশ্য তিনটি স্থান যেখানে কেউ কারো কথা স্মরণ রাখবে না। মীযানের নিকট, যতোক্ষণ পর্যন্ত না সে জানতে পারবে তার আমলের পরিমাণ কম হবে নাকি বেশী; আমলনামা প্রাপ্তির স্থান, যখন বলা হবে, “তোমার আমলনামা পাঠ করো” (সূরাহ আল-হাক্কাহ : ১৯); কেননা তখন সবাই পেরেশান থাকবে যে, তার আমলনামা ডান হাতে পাচ্ছে নাকি বাম হাতে পাচ্ছে নাকি পিছন দিক হতে পাচ্ছে; আর পুলসিরাতের নিকট, যখন তা জাহান্নামের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হবে।^{৪৭৫৪}

দুর্বল : মিশকাত হা/৫৫৬০।

২৯ - باب في الدجال

অনুচ্ছেদ-২৯ : দাজ্জালের বর্ণনা

৪৭৫৬ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : " إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ بَعْدَ نُوحٍ إِلَّا وَقَدْ أُنْذِرَ الدَّجَالُ قَوْمَهُ، وَإِنِّي أُنْذِرُكُمْوه " . فَوَصَفَهُ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ : " لَعَلَّهُ سَيُذْرِكُهُ مَنْ قَدْ رَأَى وَسَمِعَ كَلَامِي " . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَئِذٍ أَمْثَلُهَا الْيَوْمَ قَالَ : " أَوْ خَيْرٌ " .
(ضعيف)

৪৭৫৬। আবু ‘উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, নূহ (আ)-এর পর য়ারাই নাবী হিসেবে এসেছেন তাদের প্রত্যেকেই তাঁর কণ্ঠকে দাজ্জাল

^{৪৭৫৩} এর পূর্বেরটি দেখুন।

^{৪৭৫৪} আহমাদ। বর্ণনাকারী হাসান হাদীসটি ‘আয়িশাহ হতে শুনেছেন। কাজেই তা মুরসাল।

সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। আর আমিও তোমাদেরকে তার ব্যাপারে সাবধান করছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার বর্ণনা দিয়ে বললেন, যে ব্যক্তি আমাকে দেখেছে এবং আমার কথা শুনেছে হয়তো সেও তার সাক্ষাত পেতে পারে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! বর্তমানে আমাদের যেরকম মানসিকতা আছে তখনও কি এরকম থাকবে? তিনি বললেন, হয়ত আরো ভাল থাকবে।^{৪৭৫৫}

দুর্বল।

৪৭৫৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِي النَّاسِ فَأَتَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، فَذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ : " إِنِّي لَأُنْذِرُكُمْوَهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أُنْذِرُهُ قَوْمَهُ، لَقَدْ أُنْذِرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ : إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرُ " .

صحیح

৪৭৫৭। সালিম (রা) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জনসম্মুখে মহান আল্লাহর যথাযথ প্রশংসার পরে দাজ্জালের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : প্রত্যেক নাবীই স্বীয় সম্প্রদায়কে দাজ্জাল সম্বন্ধে সতর্ক করেছেন। নূহ (আ)-ও তাঁর কওমকে এ সম্পর্কে সাবধান করেছেন। কিন্তু আমি দাজ্জাল সম্পর্কে তোমাদেরকে এমন কথা বলবো যা অন্য কোন নাবী তাঁর কওমকে বলেননি। তা হলো, সে হবে কানা; আর নিশ্চয়ই আল্লাহ কানা নন।^{৪৭৫৬}

সহীহ।

৩০ - باب في قتل الخوارج

অনুচ্ছেদ-৩০ : খারিজীদের সম্পর্কে

৪৭৫৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَمَنْدَلٌ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي جَهْمٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ وَهْبَانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شَيْئًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ " .

صحیح

৪৭৫৮। আবু যার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি (মুসলিম) জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক বিচ্ছিন্ন পরিমাণ দূরে সরে গেলো, সে ইসলামের রজ্জু তাঁর গর্দান হতে খুলে ফেললো।^{৪৭৫৭}

সহীহ।

৪৭৬১৫৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ بْنُ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِي جَهْمٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ وَهْبَانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " كَيْفَ أَنتُمْ وَأَئِمَّةٌ مِنْ بَعْدِي يَسْتَأْذِنُونَ بِهَذَا الْفَيْءِ " . قُلْتُ : إِذَا

^{৪৭৫৫} তিরমিযী, আহমাদ। সানাদ মুনকাতি। 'আবদুল্লাহ বিন সুরাক্বাহ হাদীসটি 'উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ হতে শুনেছেন।

^{৪৭৫৬} বুখারী, মুসলিম।

^{৪৭৫৭} আহমাদ, হাকিম।

وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ أَضْعُ سِتْفِي عَلَى عَاتِقِي، ثُمَّ أَضْرِبْ بِهِ حَتَّى أَلْقَاكَ أَوْ أَلْحَقَكَ . قَالَ : " أَوْ لَا أَذُكُّكَ عَلَى غَيْرِ مِنْ ذَلِكَ تَضِيرُ حَتَّى تُلْقَانِي " .
 ضَعِيفٌ ، الْمَشْكُوكَةُ (٢٧١٠)

৪৭৫৯। আবু যার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার পরে শাসকগণ এসব ফাঁদে নিজেনের জন্য আত্মসাৎ করলে তাদের ব্যাপারে তোমাদের করণীয় কি হবে? আমি বললাম, সেই মহান আল্লাহ কসম, যিনি আপনাকে সত্য দীনদার পাঠিয়েছেন! আমি আমার তরবারি আমার কাঁধে রাখবো এবং তা দিয়ে আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করে যাবো। তিনি ﷺ বলেন : আমি কি তোমাকে এর চেয়ে ভাল পথ বলে দিবো না? তা হচ্ছে, আমার সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত তুমি ধৈর্য ধরবে।^{৪৭৫৮}

দূর্বল : মিশকাত হা/৩৭১০।

٤٧٦٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسَلَمَانُ بْنُ دَاوُدَ، - الْمُعْتَنَى - قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ زَيْدٍ، وَهَيْشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ضَبَّةَ بْنِ مِخْصَنٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَّةٌ تَعْرِفُونَ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ أَنْكَرَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ هَيْشَامُ : " بِلِسَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ " . فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تَقْطَعُهُمْ قَالَ ابْنُ دَاوُدَ : " أَفَلَا تَقَاتِلُهُمْ " . قَالَ : " لَا مَا صَلَّوْا " .

صحيح

৪৭৬০। নাবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অচিরেই তোমাদের জন্য এমন নতুন নেতা নিযুক্ত হবে যাদের কিছু কার্যকলাপ তোমাদের পছন্দ হবে এবং কিছু কার্যকলাপ অপছন্দ হবে। তখন যে ব্যক্তি তার মুখ দিয়ে অস্বীকার করবে সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি তার অন্তরে দিয়ে ঘৃণা করুক সে মুক্ত থাকুক। কিন্তু যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট মনে তা অনুকরণ করবে সে তার দীনকে ধ্বংস করবে। অন্তঃকরে কী হচ্ছিল, হে আল্লাহর রাসূল! আত্মরক্ষা কি তাদের ইচ্ছা করবো না? ইবনু দাউদ বলেন, আমরা কি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো না? তিনি (রা) বলেন : না; যতোকণ তারা সলাত আদায় করবে।^{৪৭৫৯}

সহীহ।

٤٧٦١ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِخْصَنٍ الْعَنْزِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ : " فَمَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ " . قَالَ قَتَادَةُ : يَعْنِي مَنْ أَنْكَرَ بِقَلْبِهِ، وَمَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ .

صحيح

৪৭৫৮ আহমাদ। সানাদে খালিদ ইবনু ওহার সম্পর্কে হাকিম বলেন : মাজহুল।

৪৭৫৯ মুসলিম, আহমাদ।

৪৭৬১। উম্মু সালামাহ (রা) হতে নাবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি তা ঘৃণা করলো সে দায়িত্বমুক্ত হলো। যে ব্যক্তি তা অপছন্দ করলো সে মুক্ত হলো। ক্বাতাদাহ (র) বলেন, অর্থাৎ যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে ঘৃণা করলো এবং যে ব্যক্তি তার অন্তর দিয়ে অপছন্দ করলো।^{৪৭৬০}

সহীহ।

৪৭৬২ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَرْفَجَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " سَتَكُونُ فِي أُمَّتِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضْرِبْهُ بِالسَّيْفِ كَانَتْهُ مَن كَانَ " .

صحيح

৪৭৬২। ‘আরফাজাহ্ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : এটিয়েই আমার উম্মাতের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী দুর্বলতা ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হবে। মুসলিমগণ ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি তাদের কাছে বাধা দিবে সে যে-ই হোক, তোমরা তাকে ভরবারি দিয়ে হত্যা করো।^{৪৭৬১}

সহীহ।

৩১ - باب في قتال الخوارج অনুচ্ছেদ-৩১ : খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা

৪৭৬৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، - الْمَعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، : أَنَّ عَلِيًّا، ذَكَرَ أَهْلَ التَّهْرَوَانِ فَقَالَ : هَيْهَمَ رَجُلٌ مُودِنُ الْيَدِ أَوْ مُخْذَجُ الْيَدِ، أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا لَنَبَأْتَكُمْ مَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ . قَالَ قُلْتُ : أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْهُ قَالَ : إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ .

صحيح

৪৭৬৩। ‘উবাইদাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা ‘আলী (রা) নাহরাওয়ানের অধিবাসীদের সম্পর্কে বলেন, তাদের মধ্যে ত্রুটিপূর্ণ বা খাটো হাত্তবিশিষ্ট এক ব্যক্তি রয়েছে, যদি তোমরা আনন্দে আত্মহারা না হও তাহলে আমি তোমাদেরকে মহান আল্লাহর সেই অঙ্গীকার সম্বন্ধে জানানবো যা মুহাম্মাদ ﷺ-এর মুখ নিঃসৃত ভাষায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীদের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ‘উবাইদাহ (রা) বলেন, আমি বললাম, আপনি কি একথা তাঁর কাছে শুনেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, কা’বার রবের কসম!^{৪৭৬২}

সহীহ।

^{৪৭৬০} মুসলিম, আহমাদ।

^{৪৭৬১} মুসলিম, নাসায়ী, আহমাদ।

^{৪৭৬২} মুসলিম, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৪৭৬৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : بَعَثَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِذَهَبِيَّةٍ فِي ثَرْبَتِهَا، فَفَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ بَيْنَ : الْأَفْرَعُ بْنُ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيُّ ثُمَّ الْمُجَاشِعِيُّ، وَبَيْنَ عَيْشَةَ بْنِ بَدْرِ الْفَزَارِيِّ وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِي ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَهْشَانَ وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عَلَاتَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ قَالَ فَفَضِبْتُ قُرَيْشَ وَالْأَنْصَارَ وَقَالَتْ : يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدْعُنَا . فَقَالَ : " إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ " . قَالَ : فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْهَتَيْنِ نَاتِي الْحَبِيبِ كَثُّ الْحَبِيَةِ مَحْلُوقٌ قَالَ : اتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ . فَقَالَ : " مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتَهُ أَيَأْمَنُنِي اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِي " . قَالَ : فَسَأَلَ رَجُلٌ قَتْلَهُ أَحْسَبُهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ - قَالَ - فَمَنْعَهُ . قَالَ : فَلَمَّا وَلَّى قَالَ : " إِنْ مِنْ ضَيْضِي هَذَا أَوْ فِي عَقَبِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْتَانِ لَيْنَ أَنَا أَذْرُكُهُمْ فَتَلْتُهُمْ قَتْلَ عَادٍ " .

صحيح

৪৭৬৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আলী (রা) নাবী ﷺ-এর নিকট কিছু অপরিশোধিত স্বর্ণ পাঠালে তিনি তার চারজন ব্যক্তি, যথা আকরা ইবনু হাবিস আল-হানযলী আল-মুজাশিঈ, ‘উয়াইনাহ ইবনু বাদর আল-ফাযারী, যায়িদ আল-খাইল আত-তাঈ, অতঃপর নাবহান গোত্রের এক ব্যক্তি, এছাড়া ‘আলক্বামাহ ইবনু উলাসাহ আল-‘আমিরী এবং বনী কিলাবের এক ব্যক্তির মধ্যে ভাগ করে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এতে কুরাইশ ও আনসারগণ অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, নাজদের অধিবাসীদের নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে দেয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে দেয়া হলো না। তিনি ﷺ বললেন, আমি তাদেরকে (ইসলামের) অনুরাগী করার জন্য দিয়েছি। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর কোটরাগত চোখ, উদ্যত চিবুক, ঘন দাড়ি ও নেড়া মাথাবিশিষ্ট এক ব্যক্তি এসে বললো, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহকে ভয় করো। তিনি ﷺ বললেন, আমিই যদি অবাধ্য হই তাহলে কে আর আল্লাহর আনুগত্য করবে? আল্লাহ আমাকে পৃথিবীবাসীর জন্য বিশ্বস্ত লোক হিসেবে নিয়োগ করেছেন; আর তোমরা আমাকে বিশ্বাস করছো না! আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, অতঃপর এক ব্যক্তি তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন, আমার মতে, তিনি খালিদ ইবনু ওয়ালাদ (রা)। তিনি বলেন, তিনি ﷺ তাকে বারণ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি চলে গেলে তিনি ﷺ বলেন, তার বংশধর হতে এমন এক গোত্রের আবির্ভাব হবে, যারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তীর যে গতিতে শিকারের দিকে ছুটে যায় তারাও ঠিক সেইভাবে ইসলাম হতে বেরিয়ে যাবে, তারা ইসলামের অনুসারীদেরকে হত্যা করবে এবং পৌত্তলিকদেরকে নিরাপদ রাখবে। যদি আমি তাদের সময় পর্যন্ত জীবিত থাকি তাহলে তাদেরকে হত্যা করবো যেভাবে হত্যা করা হয়েছে ‘আদ জাতিতে।^{৪৭৬৯}

সহীহ।

৪৭৬৯ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، وَمُبَشَّرٌ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَمْرٍو، قَالَ - يَعْنِي الْوَلِيدُ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

قَالَ : " سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ، قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ وَيُسَيِّئُونَ الْفَعْلَ وَيَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَعْرِفُونَ مِنَ الدِّينِ مَرْوَقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَةِ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرْتَدَّ عَلَى فَوْقِهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ طَوْبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتْلُوهُ، يَذْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ، مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللَّهِ مِنْهُمْ " . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا سَيَمَاهُمْ قَالَ : " التَّحْلِيْقُ " .

صحیح

৪৭৬৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী ও আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : অচিরেই আমার উম্মাতের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হবে। তারা উত্তম কথা বলবে, আর নিকৃষ্ট কাজ করবে। তারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের গলার হাড় অতিক্রম করবে না। তারা দীন হতে এমনভাবে খারিজ হবে যেমন তীর ধনুক হতে ছুটে যায়, তারা আর ফিরে আসবে না। তারা সৃষ্টি জগতে নিকৃষ্টতম। ঐ ব্যক্তি ভাগ্যবান যে তাদেরকে হত্যা করলো এবং তারা তাকে হত্যা করলো। তারা আল্লাহর কিতাবের দিকে ডাকে কিন্তু নিজেরা তার অনুসরণ করে না। যে ব্যক্তি তাদেরকে হত্যা করবে সে-ই হবে আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের আলামত কি? তিনি বললেন, নেড়া মাথা ওয়ালা গোষ্ঠী।^{৪৭৬৪}

সহীহ।

৪৭৬৬ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَحَرَهُ قَالَ : " سَيَمَاهُمُ التَّحْلِيْقُ وَالتَّسْيِيْدُ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَأَيِّمُوهُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : التَّسْيِيْدُ اسْتِصْالُ الشَّعْرِ .

صحیح

৪৭৬৬। আনাস (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত। তিনি বলেন, তাদের আলামত হচ্ছে, তারা মাথা মুড়ানো ও টাকপড়া হবে। অতঃপর তোমরা তাদেরকে দেখলে হত্যা করবে। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, আত-তাসবীদ অর্থ হলো চুল উপড়ে ফেলা।^{৪৭৬৫}

সহীহ।

৪৭৬৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ قَالَ عَلِيٌّ : إِذَا حَدَّثَكُمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا فَلَا أَنْ أَحَرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَّثَكُمُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّمَا الْحَرْبُ خُدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : " يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حَدَثَاءُ الْأَسْتَانِ سَفَهَاءُ الْأَخْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَتَا جِرَهُمْ، فَأَيِّمُوا لَقِيْتُمُوهُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ، فَإِنْ قَتَلْتُمُ أَحْرًا لِمَنْ قَتَلْتُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

صحیح

^{৪৭৬৪} হাকিম, বায়হাকী।

^{৪৭৬৫} ইবনু মাজাহ, হাকিম।

৪৭৬৭। সুওয়াইদ ইবনু গাফালাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আলী (রা) বলেন, যখন আমি তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করি, তখন তাঁর উপর মিথ্যা আরোপ করার চেয়ে আমার আকাশ থেকে পড়ে যাওয়া অধিক পছন্দনীয়। আর যখন আমি আমার ও তোমাদের মধ্যকার বিষয়ে আলাপ করি তখন “যুদ্ধ হলো কৌশল”। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: শেষ যুগে এমন লোকদের আত্মপ্রকাশ ঘটবে যারা হবে বয়সে নবীন এবং প্রতিজ্ঞাহীন বোকা। তারা সমগ্র সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বোত্তম কথা বলবে, তীর যেভাবে ধনুক হতে বেরিয়ে যায় তারাও সেভাবে দ্বীন হতে বেরিয়ে যাবে, তাদের ঈমান কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তোমরা যেখানেই এ ধরনের লোকের দেখা পাবে সেখানেই তাদেরকে হত্যা করবে। কারণ যারা এদেরকে হত্যা করবে কিয়ামাতের দিন তারা সওয়াব লাভ করবে। ৪৭৬৬

সহীহ।

৪৭৬৮ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ وَهَبٍ الْكُهْنِيُّ، : أَنَّهُ كَانَ فِي الْحَيْشِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْخَوَارِجِ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : " يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَيْسَتْ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ شَيْئًا وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ شَيْئًا وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ شَيْئًا، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَحْسِبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ، لَا تُحَاوِرُ صَلَاتُهُمْ تَرَاهُمْ يَقْرَءُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَوْ يَعْلَمُ الْحَيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ مَا قَضَى لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ ﷺ لَنَكَلُوا عَلَى الْعَمَلِ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا لَهُ عَضُدٌ وَلَيْسَتْ لَهُ ذِرَاعٌ، عَلَى عَضُدِهِ مِثْلُ حَلْمَةِ الثَّدْيِ عَلَيْهِ شَعْرَاتٌ بَيْضٌ " . أَفْتَذْهَبُونَ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَأَهْلِ الشَّامِ وَتَتْرَكُونَ هَؤُلَاءِ يَخْلِفُونَكُمْ فِي ذَرَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ، وَأَغَارُوا فِي سَرْحِ النَّاسِ فَسِيرُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ . قَالَ : سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ : فَتَرَكَنِي زَيْدُ بْنُ وَهَبٍ مَنَزِلًا مَنَزِلًا حَتَّى مَرَّ بِنَا عَلَى قَنْطَرَةٍ قَالَ فَلَمَّا تَقَيَّنَا وَعَلَى الْخَوَارِجِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ الرَّاسِبِيُّ فَقَالَ لَهُمْ : أَلْقُوا الرِّمَاحَ وَسَلُّوا السُّيُوفَ مِنْ جُفُونِهَا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَنَاشِدُوكُمْ كَمَا نَاشَدُوكُمْ يَوْمَ حُرُورَاءَ قَالَ : فَوَحَّشُوا بِرِمَاحِهِمْ وَاسْتَلُّوا السُّيُوفَ وَشَحَرَهُمُ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ - قَالَ - وَقَتَلُوا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِهِمْ . قَالَ : وَمَا أَصِيبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ إِلَّا رَجُلَانِ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : التَّمِسُوا فِيهِمُ الْمُحْدَجَ فَلَمْ يَجِدُوا قَالَ : فَقَامَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِنَفْسِهِ حَتَّى أَتَى نَاسًا قَدْ قُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ : أَخْرِجُوهُمْ فَوَجَدُوهُ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ فَكَبَّرَ وَقَالَ : صَدَقَ اللَّهُ وَبَلَغَ رَسُولُهُ . فَقَامَ إِلَيْهِ عُبَيْدَةُ السَّلْمَانِيُّ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : إِي وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ حَتَّى اسْتَحْلَفَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ يَخْلِفُ .

صحیح

৪৭৬৮। সালামাহ ইবনু কুহাইল (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়িদ ইবনু ওয়াহুব আল-জুহানী (র) জানিয়েছেন যে, তিনি 'আলী (রা)-এর সঙ্গে সেই সৈন্যদলের সঙ্গে ছিলেন, যারা খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। 'আলী (রা) বলেন, হে জনতা! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আমার উম্মাতের মধ্য হতে এমন একটি গোত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটবে যাদের কুরআন পাঠের সামনে তোমাদের তিলাওয়াত কিছুই নয়, তোমাদের সলাত তাদের সলাতের তুলনায় কিছুই নয় এবং তোমাদের সিয়াম তাদের সিয়ামের তুলনায় কিছুই নয়। তারা কুরআন পড়বে নেকী লাভের আশায়, কিন্তু পরিণতি হবে তার বিপরীত। তাদের সলাত তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তীর যেভাবে ধনুক হতে বেরিয়ে যায়, তারাও ঠিক সেভাবে ইসলাম হতে দূরে সরে যাবে। যেসব সৈন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তারা যদি সেই সওয়াবের কথা জানতে পারে যা তাদের নাবী ﷺ নিজ মুখে তাদের জন্য বলেছেন, তাহলে তারা অন্যান্য আমল করা ছেড়ে দিবে এবং এরই উপর নির্ভর করে বসে থাকবে। এ দলের নিদর্শন হলো, তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি থাকবে যার বাহু থাকবে কিন্তু হাত থাকবে না এবং তার বাহুর উপর স্তনের বোঁটার ন্যায় একটি বোঁটা থাকবে এবং তার উপর সাদা লোম থাকবে। তোমরা কি তোমাদের ছেলেমেয়ে ও ধন-সম্পদ এদের আয়ত্তে রেখে মু'আরিযাহ ও সিরিয়াবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যেতে চাও? আল্লাহর কসম! আমার ধারণা যে, এরাই সেই গোত্রের। কেননা এরা হারামভাবে রক্ত প্রবাহিত করছে এবং চারণভূমি হতে মানুষের পশু লুট করছে। অতএব তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে বের হও।

সালামাহ ইবনু কুহাইল (র) বলেন, আমার কাছে যায়িদ ইবনু ওয়াহুব খারিজীদের নিকট পশ্বনের ঘটনা পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করে বলেন, অবশেষে আমরা একটি পুল অতিক্রম করে যখন দুই দল মুখামুখী হলাম, আর খারিজীদের সেনাপ্রধান ছিল 'আবদুল্লাহ ইবনু ওয়াহুব আর-রাসিবী। সে তাদেরকে বললো, তোমরা বল্লম ছুঁড়ে এবং খাপ থেকে তরবারি বের করো। এমন যেন না হয় যে, তারা তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়ে বলবে যেমন হারুরার দিবসে তারা ওয়াদা দিয়েছিল। তিনি বলেন, অতঃপর তারা বল্লম নিক্ষেপ করতে লাগলো ও খাপ হতে তরবারি বের করলো এবং মুসলিমরা বল্লম ছুঁড়ে তাদেরকে প্রতিরোধ করলো এবং একের পর এক তারা নিহত হতে থাকলো। তিনি বলেন, ঐদিন 'আলী (রা)-এর পক্ষের দুই ব্যক্তি শহীদ হলো। 'আলী (রা) বলেন, তোমরা নিহতদের মাধ্যমে ছোট হাতবিশিষ্ট ব্যক্তিকে খোঁজ করো; কিন্তু তারা তাকে পেলো না। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর 'আলী (রা) নিজে উঠে পরস্পরের উপর পড়ে থাকা লাশের নিকট এসে বললেন, এদেরকে বের করো। তারা তাকে ভুলুঠিত অবস্থায় পেয়ে গেলে তিনি আল্লাহ্ আকবার উচ্চারণ করে বললেন, আল্লাহ সত্য বলেছেন এবং তাঁর রাসূলও। এরপর 'উবাইদাহ আস-সালমানী তাঁর নিকট দাঁড়িয়ে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! সেই আল্লাহর কসম যিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই! আপনি কি একথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, সেই আল্লাহর কসম! যিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। 'উবাইদাহ তিনবার কসম করে তার নিকট প্রশ্ন করলে তিনিও তিনবার কসম করে একই জবাব দেন।^{৪৭৬৭}

সহীহ।

৪৭৬৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَضِيِّ، قَالَ قَالَ عَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: اَطْلُبُوا الْمُخْدَجَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَاسْتَخْرَجُوهُ مِنْ تَحْتِ الْقَتْلِ فِي طِينٍ، قَالَ أَبُو الْوَضِيِّ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حَبْشِي عَلَيْهِ قُرَيْطُقُ لَهُ إِخْذَى يَذْنِي مِثْلُ نَذَى الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا شُعَيْرَاتٌ مِثْلُ شُعَيْرَاتِ النَّبِيِّ تَكُونُ عَلَى ذَنْبِ الْيَرْبُوعِ.

صحيح الإسناد

৪৭৬৯। আবুল ওয়াদী (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা 'আলী (রা) বললেন, তোমরা মুখদাজকে (ছোট হাতবিশিষ্ট ব্যক্তিকে) খুঁজে বের করো। অতঃপর পূর্বের হাদীসের অনুরূপ। এরপর তারা তাকে ভুলুষ্ঠিত লাশগুলোর নীচ হতে বের করলো। আবুল ওয়াদী আরো বলেন, তাকে দেখে আমার মনে হলো সে যেন হাবসী লোক, তার পরিধানে জুব্বা ছিল। আর এক হাতের উপর মেয়েলোকের স্তনের বোঁটার মত একটি বোঁটা ছিল এবং তাতে ইয়ারবু'র লেজের লোমের ন্যায় লোম ছিল।^{৪৭৬৮}

সানাদ সহীহ।

৪৭৭০ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: إِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمُخْدَجُ لَمَعَنَا يَوْمَئِذٍ فِي الْمَسْجِدِ نُحَالِسُهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَكَانَ فَقِيرًا وَرَأَيْتُهُ مَعَ الْمَسَاكِينِ يَشْهَدُ طَعَامَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ النَّاسِ وَقَدْ كَسَوْتُهُ بُرْتُسًا لِي. قَالَ أَبُو مَرْيَمَ: وَكَانَ الْمُخْدَجُ يُسَمَّى نَافِعًا ذَا الْبُذْيَةِ، وَكَانَ فِي يَدِهِ مِثْلُ نَذَى الْمَرْأَةِ عَلَى رَأْسِهِ حَلْمَةٌ مِثْلُ حَلْمَةِ الثَّدْيِ عَلَيْهِ شُعَيْرَاتٌ مِثْلُ سِبَالَةِ السُّنُورِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ عِنْدَ النَّاسِ اسْمُهُ حَرْفُوسُ.

ضعيف الإسناد

৪৭৭০। আবু মারইয়াম (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঐ (মুখদাজ) খোঁড়া হাতবিশিষ্ট সে সময় আমাদের সঙ্গে মাসজিদে দিনরাত উঠা-বসা করতো এবং সে ছিল ফকীর। আমি তাকে লোকদের সঙ্গে 'আলী (রা)-এর আহারে অংশগ্রহণ করতে দেখেছি। আমি তাকে আমার একটি আলখাল্লা দান করেছিলাম। আবু মারইয়াম বলেন, মুখদাজকে নাফি' বোঁটাধারী নামে ডাকা হতো। আর তার হাতে নারীর স্তনের বোঁটার মত একটি বোঁটা ছিল এবং বিড়ালের লোমের মত লোম ছিল।^{৪৭৬৯}

সানাদ দুর্বল।

৩২ - باب في قتال اللصوص

অনুচ্ছেদ-৩২: চোরের মোকাবিলা করা

৪৭৭৩১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي، إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَرِيدَ مَالَهُ بِبَيْعٍ حَقٌّ فَقَاتِلْ فَقَاتِلْ فَهُوَ شَهِيدٌ".

صحيح

৪৭৭১। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উপক্রম হলে এবং সে তা প্রতিরোধ করতে গিয়ে হত্যা হলে সে শহীদ বলে গণ্য হবে।^{৪৭৭০}

সহীহ।

৪৭৭২ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَسَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ، - يَعْنِي أَبَا أَيُّوبَ الْهَاشِمِيَّ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " مَنْ قَتَلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قَتَلَ دُونَ أَهْلِهِ أَوْ دُونَ دَمِهِ أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ " .

صحیح

৪৭৭২। সাঈদ ইবনু যায়িদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হলে সে শহীদ। একইভাবে কেউ তার পরিবার-পরিজন ও জীবন অথবা ধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হলে সেও শহীদ।^{৪৭৭১}

সহীহ।

^{৪৭৭০} তিরমিযী, নাসায়ী, আহমাদ।

^{৪৭৭১} তিরমিযী, নাসায়ী, আহমাদ।

৩৬-কিতাব অদব

শিষ্টাচার : ৩৬-অধ্যায়

১ - باب في الحلم وأخلاق النبي ﷺ

অনুচ্ছেদ-১ : নাবী ﷺ-এর সহনশীলতা ও চরিত্র সম্পর্কে

৪৭৭৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّعْبِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، - يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ - قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ - قَالَ قَالَ أَنَسٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا فَأَرْسَلَنِي يَوْمًا لِحَاجَةٍ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَذْهَبُ . وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمَرَنِي بِهِ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ . قَالَ فَخَرَجْتُ حَتَّى أَمُرَّ عَلَى صَبِيَّانٍ وَهُمَا يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَابِضٌ بِقَفَايَ مِنْ وَرَائِي فَتَنَظَّرْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ " يَا أَنَسُ أَذْهَبُ حَيْثُ أَمَرْتُكَ " . قُلْتُ نَعَمْ أَنَا أَذْهَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ أَنَسٌ وَاللَّهِ لَقَدْ خَدَمْتُهُ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ تِسْعَ سِنِينَ مَا عَلِمْتُ قَبْلَ لَشَيْءٍ صَنَعْتُ لَمْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا . وَلَا لَشَيْءٍ تَرَكْتُ هَذَا فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا .

حسن

৪৭৭৩। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চরিত্রের দিক হতে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন। একদিন তিনি আমাকে কোন দরকারে পাঠালেন। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি যাবো না। কিন্তু আমার অন্তরে ছিল যে, নাবী ﷺ আমাকে যে প্রয়োজনে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন সেখানে যাবো। আনাস (রা) বলেন, অতঃপর আমি রওয়ানা হয়ে বাজারে খেলাধুলারত বালকদের কাছ দিয়ে যেতে খেলায় লিপ্ত হলাম। হঠাৎ পিছন দিক হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে আমার ঘাড় ধরলেন। পিছন দিকে ফিরে দেখি তিনি হাসছেন। তিনি বললেন, হে উনাইস! আমি তোমাকে যেখানে যেতে বলেছি তুমি সেখানে যাও। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! হাঁ, এইতো যাচ্ছি। আনাস (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি সাত বছর অথবা নয় বছর তাঁর খেদমত করেছি; কিন্তু আমার মনে পড়ছে না যে, তিনি আমার কোন কাজের জন্য আমাকে বলেছেন : তুমি এটা কেন করলে? অথবা কোন কাজ না করলে তিনি আমার কৈফিয়ত তালিশ করেননি, এ কাজ কেন করলে না।^{৪৭৭২}

হাসান।

৪৭৭৪ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ - عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ بِالْمَدِينَةِ وَأَنَا غُلَامٌ لَيْسَ كُلُّ أَمْرِي كَمَا يَشْتَهِي صَاحِبِي أَنْ أَكُونَ عَلَيْهِ مَا قَالَ لِي فِيهَا أَفٍ قَطُّ وَمَا قَالَ لِي لَمْ فَعَلْتُ هَذَا أَوْ أَلَا فَعَلْتُ هَذَا .

صحيح

৪৭৭৪। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাদীনাহুয় আমি দশ বছর যাপদ নাবী ﷺ-এর খেদমত করেছি। তখন আমি বালক ছিলাম। সব কাজ আমার মালিক যেভাবে করাতো চেয়েছেন সেভাবে করতে পারিনি। সেজন্য তিনি আমার প্রতি কখনো মনক্ষুন্নতা প্রকাশ করেননি এবং কখনো আমাকে বলেননি, তুমি এটা কেন করলে অথবা এটা কেন করলে না।^{৪৭৭৩}

সহীহ।

৪৭৭৫ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ، سَمِعَ أَبَاهُ، يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَهُوَ يُحَدِّثُنَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَجْلِسِ يُحَدِّثُنَا فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضُ بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ فَحَدَّثَنَا يَوْمًا فَقُمْنَا حِينَ قَامَ فَظَرَفْنَا إِلَى أَعْرَابِيٍّ قَدْ أَذْرَكَهُ فَجَبَدَهُ بِرِدَائِهِ فَحَمَرَ رَقَبَتَهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَكَانَ رَدَاءً خَشِنًا فَاتَّفَتَ فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ احْمِلْ لِي عَلَى بَعِيرِي هَذَيْنِ فَإِنَّكَ لَا تَحْمِلُ لِي مِنْ مَالِكَ وَلَا مِنْ مَالِ أَبِيكَ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَا أَحْمِلُ لَكَ حَتَّى تُقِيدَنِي مِنْ جَبَدِكَ الَّتِي جَبَدْتَنِي " . فَكَرَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ وَاللَّهِ لَا أَقِيدُكَهَا . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ ثُمَّ دَعَا رَجُلًا فَقَالَ لَهُ " احْمِلْ لَهُ عَلَى بَعِيرِي هَذَيْنِ عَلَى بَعِيرٍ شَعِيرًا وَعَلَى الْآخَرِ ثَمْرًا " . ثُمَّ اتَّفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ " انصَرِفُوا عَلَى بَرَكََةِ اللَّهِ تَعَالَى " .

ضعيف

৪৭৭৫। আবু হুরাইরাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সঙ্গে মাসজিদে বসে কথাবার্তা বলতেন। অতঃপর তিনি উঠে গেলে আমরাও দাঁড়াইতাম এবং তিনি তাঁর কোন জ্বীর ঘরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতাম। একদিন তিনি আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন এবং তিনি দাঁড়ালে আমরাও তাঁর সঙ্গে দাঁড়াইতাম। দেখলাম যে, জনৈক বেদুঈন তাঁকে নাগালে পেয়ে তাঁর চাদর ধরে এমন জোরে টান দিলো যে, তাঁর ঘাড় লাল হয়ে গেলো। আবু হুরাইরাহ (রা) বলেন, তাঁর চাদরটা ছিল খসখসে। তিনি ফিরে তাকালেন। বেদুঈন তাঁকে বললো, এ দুই উটের বোঝা পরিমাণ খাদ্য আমাকে দাও। কারণ তুমি তো তোমার নিজের সম্পদ হতেও দিচ্ছে না আর তোমার বাবার সম্পদ হতেও দিচ্ছে না। নাবী ﷺ বললেন : না, আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি; না, আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি; না, আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। তুমি আমাকে যে জোরে টান দিয়েছো তুমি তোমার উপর আমাকে তার প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ না দেয়া পর্যন্ত আমি তোমাকে কিছুই দিবো না। বেদুঈনও বারবার বলছিল, আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে তার প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ দিবো না। অতঃপর বর্ণনাকারী এ হাদীস বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি একটি লোককে ডেকে এনে বললেন : তার এ দুই উটের একটিতে যব এবং অপরটিতে খেজুর বোঝাই করে দিয়ে দাও। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহর কল্যাণ নিয়ে প্রত্যাবর্তন করো।^{৪৭৭৪}

দুর্বল।

^{৪৭৭৩} বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, আহমাদ।

^{৪৭৭৪} নাসায়ী। সানাদে হিলাল ইবনু আবু হিলাল রয়েছে। ইমাম যাহাবী বলেন : তাকে চেনা যায়নি।

২ - باب في الوَقَار

অনুচ্ছেদ-২ : আত্মমর্যাদাবোধ

৪৭৭৬ - حَدَّثَنَا الثَّقَلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا قَابُوسُ بْنُ أَبِي طَيَّانٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِنَّ الْهَذْيَ الصَّالِحَ وَالسُّنْتَ الصَّالِحَ وَالْاِقْتِصَادَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةِ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ " .

حسن

৪৭৭৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : উত্তম পথ, গাভীর্যপূর্ণ উত্তম আচরণ এবং পরিমিতিবোধ নবুওয়্যাতের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ।^{৪৭৭৬}

হাসান।

৩ - باب من كَظَمَ غَيْظًا

অনুচ্ছেদ-৩ : যে ব্যক্তি রাগ সংবরণ করে

৪৭৭৭ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ - عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مَعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ كَظَمَ غَيْظًا - وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ - دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُعُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ مَا شَاءَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ اسْمُ أَبِي مَرْحُومٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْمُونٍ .

حسن

৪৭৭৭। সাহল ইবনু মু'আয (রা) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার রাগ প্রয়োগের ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও সংযত থাকে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাকে সকল সৃষ্টিকুলের মধ্য হতে ডেকে নিবেন এবং তাকে হুরদের মধ্য হতে তার পছন্দমত যে কোন একজনকে বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দিবেন।^{৪৭৭৬}

হাসান।

৪৭৭৮ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - عَنْ بَشْرِ، - يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَتْبَاءِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ أَبِيهِ قَالَ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَحْوَهُ قَالَ " مَلَأَ اللَّهُ أُمَّتًا وَإِيمَانًا " . لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ " دَعَا اللَّهَ " . زَادَ " وَمَنْ تَرَكَ لُبْسَ ثَوْبٍ جَمَالٍ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ " . قَالَ بَشْرٌ أَحْسَنُهُ قَالَ " تَوَاضَعَا كِسَاةُ اللَّهِ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ وَمَنْ زَوَّجَ لِلَّهِ تَعَالَى تَوَجَّهَ اللَّهُ تَاجَ الْمُلْكِ " .

ضعيف : المشكاة (৫০৮৭)

৪৭৭৮। নাবী ﷺ-এর জনৈক সাহাবীর পুত্র হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন.... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তারপর আখিরাতে আল্লাহ তাকে ডাকবেন, এর স্থানে বলেন, আল্লাহ তাকে শান্তি ও ঈমানের দ্বারা পরিপূর্ণ করবেন। তারপর বলেন, যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও

সৌন্দর্যবর্ধক পোশাক পরা হতে বিরত থাকে এবং বর্ণনাকারী বিশ্ব বলেন, আমার ধারণা তিনি নম্রতা পরিত্যাগের কথা বলেছেন, আল্লাহ তাকে সম্মানের পোশাক পরিধান করাবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিবাহ করবে আল্লাহ তাকে রাজ-মুকুট পরিধান করাবেন।^{৪৭৭}

দুর্বল : মিশকাত হা/৫০৮৯।

৪৭৭ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا تَعْدُونَ الصَّرْعَةَ فِيكُمْ " . قَالُوا الَّذِي لَا يَصْرَعُهُ الرَّجُلُ . قَالَ " لَا وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ " .

صحیح

৪৭৭৯। ‘আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তিকে তোমরা বড় বীর মনে করো? সাহাবীগণ বললেন, যাকে কেউ যুদ্ধে হারাতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : না, বরং প্রকৃত বীর হলো সেই ব্যক্তি যে রাগের সময় নিজেকে সংযত রাখতে পারে।^{৪৭৭৮}

সহীহ।

৪ - باب مَا يُقَالُ عِنْدَ الْغَضَبِ

অনুচ্ছেদ-৪ : ক্রোধের সময় যা বলতে হয়

৪৭৮০ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ اسْتَبْرَأَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَضِبَ أَحَدُهُمَا غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى خِيلَ إِلَى أَنْ أَنْفَهُ يَتَمَزَّعُ مِنْ شِدَّةِ غَضَبِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُهُ مِنَ الْغَضَبِ " . فَقَالَ مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ " . قَالَ فَفَعَلَ مُعَاذٌ بِأَمْرِهِ فَأَبَى وَمَحَكَ وَجَعَلَ يَزْدَادُ غَضَبًا .

ضعيف

৪৭৮০। মু‘আয ইবনু জাবাল (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে পরস্পরকে গালি দিতে লাগলো। তাদের একজন এতোটা রাগান্বিত হলো যে, মনে হচ্ছিল, রাগের প্রচণ্ডতায় তার নাক ফেটে যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি এমন একটি বাক্য জানি যা বললে রাগের প্রতিক্রিয়া চলে যাবে। তখন মু‘আয (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তা কি? তিনি বললেন, সে বলবে : “হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট অভিশপ্ত শয়তান হতে আশ্রয় চাইছি”। ‘আবদুর রহমান বলেন,

^{৪৭৭৭} মিশকাত। সানাদে সুওয়াইদ ইবনু ওহাব রয়েছে। তার অবস্থা অজ্ঞাত। এছাড়া কোন এক সাহাবীর জনৈক সন্তান রয়েছে। যার পরিচয় অস্পষ্ট।

^{৪৭৭৮} মুসলিম।

তখন মু'আয (রা) তাকে তা পড়ার তাকিদ দিতে থাকলেন। কিন্তু সে তা পড়তে সম্মত হলো না এবং ঝগড়া করতে থাকলো এবং তার রাগ আরো বৃদ্ধি পেলো।^{৪৭৭৯}

দুর্বল।

৪৭৮১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا تَحْمُرُ عَيْنَاهُ وَتَتَفَعَّحُ أَوْدَاجَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِنِّي لَأَعْرِفُ كَلِمَةَ لَوْ قَالَهَا هَذَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ أُعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" . فَقَالَ الرَّجُلُ هَلْ تَرَى بِي مِنْ جُنُونٍ

صحیح

৪৭৮১। সুলাইমান ইবনু সুরাদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে দুই ব্যক্তি পরস্পরকে গালি দিতে লাগলো। তখন তাদের একজনের চোখ লাল হতে থাকে ও ঘাড়ের রং মোটা হতে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি অবশ্যই এমন একটি বাক্য জানি এ ব্যক্তি তা বললে নিশ্চয়ই তার রাগ চলে যাবে। তা হলো : অভিশপ্ত শয়তান হতে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইছি। লোকটি বললো, আপনি কি আমার পাগল ভাব দেখছেন!^{৪৭৮০}

সহীহ।

৪৭৮২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبٍ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَنَا "إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ" .

صحیح

৪৭৮২। আবু যার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কারোর যদি দাঁড়ানো অবস্থায় রাগের উদ্বেক হয় তাহলে সে যেন বসে পড়ে। এতে যদি তার রাগ দূর হয় তো ভালো, অন্যথায় সে যেন শুয়ে পড়ে।^{৪৭৮১}

সহীহ।

৪৭৮৩ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ يَكِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ بَكْرِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ أَبَا ذَرٍّ بِهَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا أَصَحُّ الْحَدِيثَيْنِ .

صحیح

৪৭৮৩। বাকর (র) সূত্রে বর্ণিত। একদা নাবী ﷺ আবু যার (রা)-কে পাঠালেন... অতঃপর উপরোক্ত হাদীস। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, দু'টি হাদীসের মধ্যে এটি অধিক সহীহ।^{৪৭৮২}

সহীহ।

^{৪৭৭৯} তিরমিযী, আহমাদ। সানাদ মুনকাতি। 'আবদুর রহমান বিন আবু লাইলাহ হাদীসটি মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) হতে শুনেছেন।

^{৪৭৮০} বুখারী, মুসলিম।

^{৪৭৮১} আহমাদ।

^{৪৭৮২} এর পূর্বেরটি দেখুন।

৪৭৮৪ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، - الْمَعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو وَائِلٍ الْقَاصُّ، قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ السَّعْدِيِّ فَكَلَّمَهُ رَجُلٌ فَأَغْضَبَهُ فَقَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ تَوَضَّأَ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ حَدِّي عَطِيَّةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنْ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خَلِقَ مِنَ النَّارِ وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالنَّارِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ " .

ضعيف

৪৭৮৪। আবু ওয়াইল আল-ক্বাস (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা ‘উরওয়াহ ইবনু মুহাম্মাদ আস-সা-দীর নিকট গেলাম। তখন এক ব্যক্তি তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে তাকে রাগিয়ে দিলো। অতএব তিনি দাঁড়ালেন এবং উয়ু করলেন। অতঃপর বললেন, আমার পিতা আমার দাদা ‘আতিয়্যাহ (র) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রাগ হচ্ছে শয়তানী প্রভাবের ফল। শয়তানকে আগুন হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আগুন পানি দিয়ে নিভানো যায়। অতএব তোমাদের কারো রাগ হলে সে যেন উয়ু করে নেয়।^{৪৭৮৩}

দুর্বল।

৫ - باب في العفو والتجاوز في الأمر

অনুচ্ছেদ-৫ : ক্ষমা করা ও অপরাধ উপেক্ষা করা

৪৭৮৫ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ مَا خَيْرٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِنَّمَا فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا اتَّقَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُتْهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى فَيَنْتَقِمَ اللَّهُ بِهَا .

صحيح

৪৭৮৫। ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দু’টি কাজের যে কোন একটি গ্রহণের স্বাধীনতা দেয়া হতো তখন তিনি দু’টির মধ্যে সহজতরটি গ্রহণ করতেন, যদি না তা পাপ কাজ হতো। আর যদি তা পাপ কাজ হতো তবে তিনি তা হতে অন্যদের তুলনায় সবচেয়ে বেশি দূরে থাকতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনো প্রতিশোধ নেন নি। কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত সীমারেখা বা নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে তিনি আল্লাহর জন্য অবশ্যই তার প্রতিশোধ নিতেন।^{৪৭৮৪}

সহীহ।

৪৭৮৬ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَلَيْهَا السَّلَامُ قَالَتْ مَا خَرَّبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَادِمًا وَلَا امْرَأَةً قَطُّ .

صحيح

^{৪৭৮৩} আহমাদ। সানাদের ‘উরওয়াহ ইবনু মুহাম্মাদ সম্পর্কে হাফিয বলেন : মাক্বুল।

^{৪৭৮৪} বুখারী, মুসলিম।

৪৭৮৬। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কোন খাদেমকে এবং কোন মহিলাকে মারধর করেননি।^{৪৭৮৫}

সহীহ।

৪৭৮৭ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّفَاوِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ - فِي قَوْلِهِ { خُذِ الْعَفْوَ } قَالَ أَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ .

صحیح

৪৭৮৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা) মহান আল্লাহর এ বাণী "তুমি ক্ষমার নীতি অবলম্বন করো" (সূরাহ আল-আ'রাফ : ১৯৯)- সম্পর্কে বলেন, নাবী ﷺ -কে মানুষের চারিত্রিক দুর্বলতা ক্ষমা করার আদেশ দেয়া হয়েছে।^{৪৭৮৬}

সহীহ।

৬ - باب فِي حُسْنِ الْعِشْرَةِ

অনুচ্ছেদ-৬ : লোকজনের সঙ্গে উত্তমরূপে বসবাস করা

৪৭৮৮ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، - يَعْنِي الْحِمْيَانِيَّ - حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا بَلَغَهُ عَنِ الرَّجُلِ الشَّيْءَ لَمْ يَقُلْ مَا بَالَ فُلَانٍ يَقُولُ وَلَكِنْ يَقُولُ "مَا بَالَ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا" .

صحیح

৪৭৮৮। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-কে কোন ব্যক্তির কোন বিষয়ে জানানো হলে তিনি এভাবে বলতেন না : তার কি হলো যে, সে একথা বলে? বরং তিনি বলতেন, লোকজনের কি হলো যে, তারা এই এই বলে।^{৪৭৮৭}

সহীহ।

৪৭৮৯ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ الْغَلَوِيُّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ - وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَلَمًا يُوَاجِهَ رَجُلًا فِي وَجْهِهِ شَيْءٌ يَكْرَهُهُ - فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ "لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا أَنْ يَغْسِلَ ذَا عَنَتِهِ" . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَلَمَةُ لَيْسَ هُوَ غَلَوِيًّا كَانَ يَنْصِرُ فِي التُّحُومِ وَشَهِدَ عِنْدَ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةٍ عَلَى رُؤْيَةِ الْهَلَالِ فَلَمْ يُحِزْ شَهَادَتَهُ .

ضعيف

৪৭৮৯। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলো, তখন তার শরীরে হলুদ রং-এর আলামত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ কারো মুখের উপর তার দোষ-ত্রুটি নির্দেশ করতে

^{৪৭৮৫} ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

^{৪৭৮৬} বুখারী।

^{৪৭৮৭} বায়হাকী।

সংকোচবোধ করতেন। তাই লোকটি যখন চলে যেতে লাগলো তখন তিনি বললেন, তোমরা যদি এ ব্যক্তিকে তার চেহারার ঐ রং ধুয়ে ফেলতে বলতে। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, সাল্ম 'আলী (রা) বংশীয় নন। তিনি জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা করতেন। তিনি 'আদী ইবনু আরভাত (রা)-এর সামনে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিলে তিনি তার সাক্ষ্য গ্রহণ করেননি।^{৪৭৮৮}

দুর্বল।

৪৭৭৯ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ فَرَاصَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ جَمِيعًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْمُؤْمِنُ غَيْرُ كَرِيمٍ وَالْفَاجِرُ خِبٌ لَيْمٌ " .
حسن

৪৭৯০। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুমিন ব্যক্তি সরল ও ভদ্র প্রকৃতির হয়ে থাকে, কিন্তু পাপিষ্ঠ ব্যক্তি ধোকাবাজ ও নির্লজ্জ হয়।^{৪৭৮৯}

হাসান।

৪৭৭৯ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ " بَيْسَ ابْنِ الْعَشِيرَةِ " . أَوْ " بَيْسَ رَجُلٍ الْعَشِيرَةِ " . ثُمَّ قَالَ " ائْذِنُوا لَهُ " . فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْقَوْلَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ وَقَدْ قُلْتَ لَهُ مَا قُلْتَ . قَالَ " إِنْ شَرُّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَّعَهُ -- أَوْ تَرَكَهُ - النَّاسُ لِاتِّقَاءِ فُحْشِهِ " .

صحیح

৪৭৯১। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর নিকট আসার জন্য অনুমতি চাইলে তিনি বললেন, গোত্রের কতই না খারাপ লোক। অতঃপর তিনি বললেন, আসতে দাও। যখন সে ভিতরে এলো তার সঙ্গে তিনি নম্রভাবে কথা বললেন। (সে চলে গেলে) 'আয়িশাহ (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এ ব্যক্তির সঙ্গে নম্রভাবে কথা বললেন, অথচ ইতিপূর্বে আপনি তার সম্পর্কে অন্য রকম মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বললেন, ক্রিয়ামাতের দিন আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তিই সবচেয়ে খারাপ, যাকে মানুষ তার অশালীন কথার ভয়ে ত্যাগ করেছে।^{৪৭৯০}

সহীহ।

৪৭৭২ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ غَامِرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَتْ فَقَالَ تَعْنِي النَّبِيُّ ﷺ " يَا عَائِشَةُ إِنْ مِنْ شَرَّارِ النَّاسِ الَّذِينَ يُكْرَمُونَ اتِّقَاءَ أَلْسِنَتِهِمْ " .
ضعيف الإسناد

৪৭৮৮ এটি গত হয়েছে হা/৪১৮২।

৪৭৮৯ বুখারী, তিরমিযী।

৪৭৯০ বুখারী, মুসলিম।

৪৭৯২। 'আয়িশাহ (রা) এ ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, নাবী ﷺ বললেন : হে 'আয়িশাহ! সবচেয়ে খারাপ মানুষ তারাই যাদেরকে মানুষ তাদের জিহবার অনিষ্ট হতে আত্মরক্ষার জন্য সম্মান করে।^{৪৭৯১}

সানাদ দুর্বল।

৪৭৯৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ، أَخْبَرَنَا مُبَارَكٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ مَا رَأَيْتُ رَجُلًا اتَّقَمَ أَذْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَنْحِي رَأْسَهُ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَنْحِي رَأْسَهُ وَمَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَخَذَ بِيَدِهِ فَتَرَكَ يَدَهُ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَدْعُ يَدَهُ .

حسن

৪৭৯৩। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর নিকট কোন ব্যক্তি এসে কানে কানে কথা বললে সে তার কান না সরানোর পূর্বে তাঁকে কখনো নিজের কান সরিয়ে নিতে দেখিনি। আর কোন ব্যক্তি তার হাত ধরলে যতোকক্ষণ সে হাত না ছাড়তো ততোকক্ষণ তিনি ﷺ তাঁর হাত সরাতেন না।^{৪৭৯২}

হাসান।

৪৭৯৪ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا، اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " بَشْ أَخُو الْعَشِيرَةِ " . فَلَمَّا دَخَلَ اتَّبَسَّطَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَلَّمَهُ فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمَّا اسْتَأْذَنَ قُلْتُ " بَشْ أَخُو الْعَشِيرَةِ " . فَلَمَّا دَخَلَ اتَّبَسَّطْتَ إِلَيْهِ . فَقَالَ " يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ " .

حسن صحيح

৪৭৯৪। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর নিকট আসার অনুমতি চাইলে নাবী ﷺ বললেন : গোত্রের নিকৃষ্ট ভাই। অতঃপর লোকটি প্রবেশ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বললেন। লোকটি চলে গেলে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! লোকটি যখন প্রবেশের জন্য আপনার অনুমতি চেয়েছিল আপনি তখন তার সম্পর্কে বলেছিলেন, গোত্রের নিকৃষ্ট ভাই; কিন্তু প্রবেশ করলে আপনি তার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে 'আয়িশাহ! মহান আল্লাহ অশালীন ভাষীকে ভালবাসেন না।

হাসান সহীহ।

৭ - باب في الحياء

অনুচ্ছেদ-৭ : লজ্জাশীলতা

৪৭৯৫ - حَدَّثَنَا الْقَعْتَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعْظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " دَعُهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ " .

صحيح

^{৪৭৯১} বুখারীর 'আদাবুল মুফরাদ'। 'আবদুল্লাহ আল-ক্বায়ী হাফিয আত-তারক্বীর গ্রন্থে বলেন : সত্যবাদী, কিন্তু প্রচুর ভুল করতেন। পরবর্তীতে তার স্মরণশক্তি বিকৃত হয়ে গিয়েছিল।

^{৪৭৯২} আহমাদ। সানাদের শারীক হলো ইবনু

৪৭৯৫। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ আনসার গোত্রের এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি তার ভাইকে লজ্জাশীলতার কারণে তিরস্কার করছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : একে ছেড়ে দাও; কেননা লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি অঙ্গ।^{৪৭৯০}

সহীহ।

৪৭৭৬ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ كُنَّا مَعَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَنَحْنُ بِبُشَيْرٍ بَنٍ كُتِبَ فَمَدَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلَّهُ " . أَوْ قَالَ " الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ " . فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كُتِبَ إِنَّا نَحْدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَنَّ مِنْهُ سَكِينَةٌ وَوَقَارًا وَمِنْهُ ضَعْفٌ . فَأَعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيثَ وَأَعَادَ بُشَيْرٌ الْكَلَامَ قَالَ فَغَضِبَ عِمْرَانُ حَتَّى اخْمَرْتُ عَيْنَاهُ وَقَالَ أَلَا أَرَانِي أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتُحَدِّثُنِي عَنْ كُتُبِكَ . قَالَ قُلْنَا يَا أَبَا نُحَيْدٍ إِيهِ إِيهِ .

صحیح

৪৭৯৬। 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'লজ্জার সবটুকুই কল্যাণকর'। অধঃস্তন বর্ণনাকারী বুশাইর ইবনু কা'ব বলেন, আমরা কতিপয় গ্রন্থে দেখতে পাই যে, লজ্জা দ্বারা প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য অর্জন হয় এবং তাতে দুর্বলতাও সৃষ্টি হয়। 'ইমরান (রা) হাদীসটি পুনরায় বললেন। বুশাইরও তার কথার পুনরোক্তি করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এতে 'ইমরান (রা) রাগান্বিত হলেন, ফলে তার দুই চোখ লাল হয়ে গেলো। তিনি বলেন, আমি তোমার নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস বলছি আর তুমি এর বিপরীতে তোমার কিতাবের কথা উল্লেখ করছো। আবু ক্বাতাদাহ (র) বলেন, আমরা বললাম, হে আবু নুজাইদ! থামো থামো।^{৪৭৯৪}

সহীহ।

৪৭৭৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَبِيعٍ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنْ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأَوَّلَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْ فَأَفْعَلْ مَا شِئْتَ " .

صحیح

৪৭৯৭। আবু মাস'উদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পূর্বযুগের নাবীগণের যে কথাটি মানুষের নিকট পৌঁছেছে তা হলো : যখন তুমি নির্লজ্জ হবে তখন যা ইচ্ছা তাই করতে পারো।^{৪৭৯৫}

সহীহ।

^{৪৭৯০} বুখারী, মুসলিম।

^{৪৭৯৪} মুসলিম, আহমাদ।

^{৪৭৯৫} বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, ইবনু মাজাহ।

৮ - باب في حُسن الخُلُق

অনুচ্ছেদ-৮ : উত্তম চরিত্র সম্পর্কে

৪৮৯৮ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَمْرِو، عَنْ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَحِمَهَا اللَّهُ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَذُرُكَ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ " .

صحیح

৪৮৯৮। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : নিশ্চয়ই মুমিন ব্যক্তি তার ভাল চরিত্রের মাধ্যমে (দিনের) সওম পালনকারী ও (রাতের) তাহাজ্জুদগুজারীর সমান মর্যাদা লাভ করতে পারে।^{৪৮৯৬}

সহীহ।

৪৮৯৯ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّلِيسِيُّ، وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَا حَدَّثَنَا ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَرَّةٍ، عَنْ عَطَاءِ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلَ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ " . قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ الْكِنْدِيِّ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ عَطَاءُ بْنُ يَحْيَى وَهُوَ خَالَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ يُقَالُ كِنْدِيُّ وَكَوْخَارِيُّ .

صحیح

৪৮৯৯। আবু দারদা (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : মীযানের পাল্লায় সচরিত্রের চেয়ে অধিক ভারী আর কিছুই নেই।^{৪৮৯৭}

সহীহ।

৪৯০০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدَّمَشْقِيُّ أَبُو الْحَمَاهِرِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كَثَبٍ، أَبُو بَرَّةٍ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّعْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ جَبْرِ الْمُحَارَبِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَنَا زَعِيمٌ بَيْنَ فِي رِضِّ الْحَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبَيْنَ فِي وَسْطِ الْحَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَارِحًا وَبَيْنَ فِي أَعْلَى الْحَنَّةِ لِمَنْ حَسَنَ خُلُقَهُ " .

حسن

৪৯০০। আবু উমামাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ন্যায়সঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া পরিহার করবে আমি তার জন্য জান্নাতের বেটনীর মধ্যে একটি ঘরের জিম্মাদার; আর যে ব্যক্তি তামাশার ছলেও মিথ্যা বলে না আমি তার জন্য জান্নাতের মাঝখানে একটি ঘরের জিম্মাদার আর যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে আমি তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত একটি ঘরের জিম্মাদার।^{৪৯০৮}

হাসান।

^{৪৮৯৬} আহমাদ।^{৪৮৯৭} বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, তিরমিযী, আহমাদ।^{৪৮৯৮} বায়হাকী।

৪৮০১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، وَعُثْمَانُ، ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا يَدْخُلُ الْحَنَّةَ الْحَوَاطُ وَلَا الْجَعْفَرِيُّ " . قَالَ وَالْحَوَاطُ الْفَلِيطُ الْفَطُ .

صحیح

৪৮০১। হারিসাহ ইবনু ওয়াহ্ব (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জাওয়ায ও জা'যারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তিনি বলেন, জাওয়ায অর্থ অসভ্য।^{৪৮০১}

সহীহ।

৯ - باب في كراهية الرفعة في الأمور

অনুচ্ছেদ-৯ : কাজে-কর্মে অহংকার দেখানো অপছন্দনীয়

৪৮০২ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَتْ الْعُضْبَاءُ لَا تُسَبِّقُ فَحَاءَ أَعْرَابِيٍّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَابَقَهَا فَسَبَقَهَا الْأَعْرَابِيُّ فَكَانَ ذَلِكَ شَقًّا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ " .

صحیح

৪৮০২। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আদবাকে (নবীজীর উষ্ট্রীকে) পরাজিত করা যেতো না। একদা এক বেদুঈন তার একটি মাদী উষ্ট্রী নিয়ে এসে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তাতে বিজয়ী হলে রাসূলুল্লাহর ﷺ-এর সাহাবীগণ মনঃক্ষুব্ধ হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কোন কিছুই চরম উন্নতি অর্জনের পর আবার অবনতির দিকে প্রত্যাবর্তিত করা আল্লাহর চিরন্তন নীতি।^{৪৮০২}

সহীহ।

৪৮০৩ - حَدَّثَنَا الثُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، بِهَذِهِ الْقِصَّةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِنْ حَقَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ " .

صحیح

৪৮০৩। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন, পৃথিবীর কোন বস্তু উন্নতির শিখরে পৌছার পর সেটিকে অবনত করা মহান আল্লাহর বিধান।^{৪৮০৩}

সহীহ।

^{৪৮০১} মিশকাত, তারগীব।

^{৪৮০২} বুখারী।

^{৪৮০৩} বুখারী, নাসায়ী।

১০ - باب في كراهية التماذج

অনুচ্ছেদ-১০ : চাটুকারিতা নিন্দনীয়

৪৮০৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَأَتَى عَلَى غُثْمَانَ فِي وَجْهِهِ فَأَخَذَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ ثُرَابًا فَحَنَّا فِي وَجْهِهِ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا لَقِيتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَأَخْشُوا فِي وَجْهِهِمُ الثَّرَابَ " .

صحیح

৪৮০৪। হাম্মাম (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি এসে ‘উসমান (রা)-এর সামনে তার প্রশংসা শুরু করলে মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা) মাটি তুলে নিয়ে তার মুখমণ্ডলে ছুরে মারলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা চাটুকারদের সাক্ষাৎ পেলে তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করবে।^{৪৮০২}

সহীহ।

৪৮০৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا، أَتَى عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ " قَطَعْتَ عُنُقَ أَحَبِّكَ " . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ " إِذَا مَدَحَ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ إِنِّي أَحْسِبُهُ كَمَا يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ وَلَا أَزْكِيهِ عَلَى اللَّهِ " .

صحیح

৪৮০৫। আবদুর রহমান ইবনু আবু বাকরাহ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর সামনে অন্য এক লোকের প্রশংসা করলে তিনি লোকটিকে তিনবার বলেন, তুমি তো তোমার সঙ্গীর গলা কেটে দিলে। অতঃপর তিনি বললেন, যদি তোমাদের কেউ একান্তই তার সঙ্গীর প্রশংসা করতে চায়, তাহলে সে যেন বলে, আমি তাকে এরূপ মনে করি, তবে আল্লাহর নিকট তাকে নির্দোষ মনে করি না।^{৪৮০৩}

সহীহ।

৪৮০৬ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ - حَدَّثَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ، سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ قَالَ أَبِي انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا أَنْتَ سَيِّدُنَا . فَقَالَ " السَّيِّدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى " . قُلْنَا وَأَفْضَلُنَا فَضْلًا وَأَعْظَمُنَا طَوْلًا . فَقَالَ " قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضُ قَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَحْرِيتُكُمُ الشَّيْطَانُ " .

صحیح

৪৮০৬। মুত্তাররিফ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি বনী ‘আমিরের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকট গেলাম। আমরা বললাম, আপনি আমাদের নেতা। তিনি বললেন, প্রকৃত নেতা হলেন বরকতময় মহিয়ান আল্লাহ। আমরা বললাম, আপনি মর্যাদার দিক হতে আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং

^{৪৮০২} মুসলিম, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।^{৪৮০৩} বুখারী, মুসলিম।

দানের বিশালতায় আপনি মহান। তিনি বললেন, তোমাদের একথা তোমরা বলতে পারো, অথবা তোমাদের এরূপ কিছু বলায় কোন সমস্যা নেই। তবে শয়তান যেন তোমাদেরকে তার প্রতিনিধি না বানায়।^{৪৮০৪}

সহীহ।

১১ - باب في الرِّفْقِ

অনুচ্ছেদ-১১ : বিনয় ও নম্রতা সম্পর্কে

৪৮০৭ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يُونُسَ، وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُقْفَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنفِ".

صحیح

৪৮০৭। ‘আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফ্ফাল (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ নম্র, তিনি নম্রতা পছন্দ করেন। তিনি নম্র স্বভাবের লোককে যা দান করেন তা কঠিন স্বভাবের লোককে দান করেন না।^{৪৮০৫}

সহীহ।

৪৮১০ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، وَأَبُو بَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبِرَّازُ قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ الْمَقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْبِدَاوَةِ، فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَدَوُّ إِلَى هَذِهِ التَّلَاعِ وَإِنَّهُ أَرَادَ الْبِدَاوَةَ مَرَّةً فَأَرْسَلَ إِلَيَّ نَاقَةً مُحَرَّمَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِي "يَا عَائِشَةُ ارْفُقِي فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ وَلَا تُزِعْ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ". قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ فِي حَدِيثِهِ مُحَرَّمَةً يَعْنِي لَمْ تُرْكَبْ.

صحیح

৪৮০৮। আল-মিকদাম ইবনু শুরাইহ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ‘আয়িশাহ (রা)-কে মরুভূমিতে বসবাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মরুভূমিতে এ ঋণার দিকে যেতেন। তিনি একদা মরুভূমিতে সফরের সিদ্ধান্ত নেন এবং আমার নিকট বাহন হিসেবে তখনও অব্যবহৃত যাকাতের একটি উষ্ট্রী পাঠালেন। তিনি আমাকে বললেন, হে ‘আয়িশাহ! (উষ্ট্রীর সাথে) নম্র আচরণ করো। কারণ কোন কিছুর মধ্যে নম্রতা বিদ্যমান থাকলে তা সেটিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। আর কোন কিছুর হতে তা অপসারণ করা হলে তা সেটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।^{৪৮০৬}

সহীহ।

৪৮০৯ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكَيْعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ يُحْرِمَ الرِّفْقَ يُحْرِمِ الْخَيْرَ كُلَّهُ".

صحیح

৪৮০৪ বুখারী।

৪৮০৫ বুখারী, আহমাদ।

৪৮০৬ এটি গত হয়েছে হা/২৪৭৮।

৪৮০৯। জারীর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যাকে নম্রতা হতে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাকে সকল প্রকার কল্যাণ হতে বঞ্চিত করা হয়েছে।^{৪৮০৭}

সহীহ।

৪৮১০ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، - قَالَ الْأَعْمَشُ وَقَدْ سَمِعْتُهُمْ يَذْكُرُونَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ الْأَعْمَشُ - وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " التَّوَدُّةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ " .

صحیح

৪৮১০। মুস'আর ইবনু সা'দ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন, আখিরাতের আমল ছাড়া পার্থিব সকল ব্যাপারেই তাড়াহুড়া পরিহার করতে হবে।^{৪৮০৮}

সহীহ।

১২ - باب في شكر المعروف

অনুচ্ছেদ-১২ : অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

৪৮১১ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ " .

صحیح

৪৮১১। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। অথবা যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি অকৃতজ্ঞ নয়, সে আল্লাহর প্রতিও অকৃতজ্ঞ।^{৪৮০৯}

সহীহ।

৪৮১২ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ الْأَنْصَارُ بِالْأَجْرِ كُلِّهِ . قَالَ " لَا مَا دَعَوْتُمُ اللَّهَ لَهُمْ وَأَنْتُمْ عَلَيْهِمْ " .

صحیح

৪৮১২। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা মুহাজিরগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আনসারগণ তো সব নেকী নিলেন। তিনি বললেন : না, যতোক্ষণ তোমরা আল্লাহর নিকট তাদের জন্য দু'আ করবে ও তাদের প্রশংসা করবে।^{৪৮১০}

সহীহ।

৪৮০৭ বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, মুসলিম, ইবনু মাজাহ।

৪৮০৮ বায়হাকী, হাকিম।

৪৮০৯ বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, আহমাদ।

৪৮১০ বায়হাকী, হাকিম।

৪৮১৩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةٍ، قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مِنْ قَوْمِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَخْزِ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُشِنْ بِهِ فَمَنْ أَتَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كَفَرَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ عَنْ جَابِرٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ شُرَحْبِيلُ يَغْنِي رَجُلًا مِنْ قَوْمِي كَأَنَّهُمْ كَرِهُوا فَلَمْ يُسْمُوهُ .

حسن

৪৮১৩। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কাউকে কিছু দান করা হলে সে যেন সামর্থ্য থাকলে তার প্রতিদান দেয়। যদি সেই সামর্থ্য না থাকে তবে সে যেন তার প্রশংসা করে। সে তার প্রশংসা করলে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করলো। আর যে ব্যক্তি তা গোপন রাখলো সে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো।^{৪৮১৩}

হাসান।

৪৮১৪ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَرَّاجِ، حَدَّثَنَا حَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ أَهْلَى بَلَاءٍ فَذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ وَإِنْ كَفَرَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ " .

صحيح

৪৮১৪। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি অনুদান পেয়ে দানকারীর প্রশংসা করলো সে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো আর যে ব্যক্তি অনুদান গোপন করলো সে তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা দেখালো।^{৪৮১৪}

সহীহ।

১৩ - باب في الجلوس في الطرقات

অনুচ্ছেদ-১৩ : রাস্তার পাশে বসা সম্পর্কে

৪৮১৫ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَغْنِي ابْنُ مُحَمَّدٍ - عَنْ زَيْدٍ، - يَغْنِي ابْنُ أَسْلَمَ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطَّرِيقَاتِ " . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بُدِّ لَنَا مِنْ مَخَالِسِنَا تَتَحَدَّثُ فِيهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنْ أَتَيْتُمْ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ " . قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ " .

صحيح

৪৮১৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা রাস্তার মাঝে বসা সম্পর্কে সতর্ক হও। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাতে না বসে তো আমাদের উপায় নেই। আমরা তথায় (বসে) আলোচনা করে থাকি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যদি তোমাদের একান্তই বসতে

^{৪৮১৩} তিরমিযী।

^{৪৮১২} আবু নু'আইম 'আখবারু আসবাহান'।

হয় তাহলে তোমরা রাস্তার হক আদায় করবে। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! রাস্তার হক কি? তিনি বললেন, দৃষ্টি সংযত রাখা, কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেয়া, সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎ কাজ নিষেধ করা।^{৪৮১৩}

সহীহ।

৪৮১৬ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبِرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ " وَإِرْشَادُ السَّبِيلِ " .

حسن صحيح

৪৮১৬। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, এবং (রাস্তার হক হলো পথ হারাকে) পথ দেখানো।^{৪৮১৪}

হাসান সহীহ।

৪৮১৭ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى التَّيْسَابُورِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ ابْنِ حُجَيْرٍ الْعَدَوِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ " وَتُعِيشُوا الْمَلْهُوفَ وَتَهْدُوا الضَّالَّ " .

صحيح

৪৮১৭। জারীর ইবনু হাযেম (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে নাবী ﷺ হতে উল্লেখিত হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে আরো বলতে শুনেছি; বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করবে এবং পথহারাকে পথ দেখাবে।^{৪৮১৫}

সহীহ।

৪৮১৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، - قَالَ ابْنُ عِيسَى قَالَ - حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً . فَقَالَ لَهَا " يَا أُمَّ فَلَانِ اجْلِسِي فِي أَى نَوَاحِي السُّكَّكِ شِفَتْ حَتَّى أَجْلِسَ إِلَيْكَ " . قَالَ فَجَلَسْتُ فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهَا حَتَّى قَضَتْ حَاجَتَهَا . وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ عِيسَى حَتَّى قَضَتْ حَاجَتَهَا . وَقَالَ كَثِيرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ .

صحيح

৪৮১৮। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার নিকট একটি প্রয়োজনে এসেছি। তিনি বললেন, হে অমুকের মা! তোমার সুবিধা মতো রাস্তার যে কোন গলিপথে বসো এবং আমি তোমার নিকট বসে তোমার দরকার পূরণ

^{৪৮১৩} বুখারী, মুসলিম।

^{৪৮১৪} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

^{৪৮১৫} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

করবো। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর মহিলাটি বসলো এবং নাবী ﷺ বসে থাকলেন যাবত না তার প্রয়োজন পূরণ হলো।^{৪৮১৬}

সহীহ।

৪৮১৭ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ امْرَأَةً، كَانَتْ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ بِمَعْنَاهُ .

صحیح

৪৮১৯। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। এক নারীর বুদ্ধিতে কিছুটা জড়তা ছিল। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণিত।^{৪৮১৭}

সহীহ।

১৪ - باب فِي سَعَةِ الْمَجْلِسِ

অনুচ্ছেদ-১৪ : মাজলিসে বসার আয়গা প্রশস্ত করা

৪৮২০ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " خَيْرُ الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ .

صحیح

৪৮২০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, বসার জন্য উত্তম হলো চওড়া স্থান।^{৪৮১৮}

সহীহ।

১৫ - باب فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ الظَّلِّ وَالشَّمْسِ

অনুচ্ছেদ-১৫ : রোদ ও ছায়ার মাঝামাঝি বসা সম্পর্কে

৪৮২১ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنِّكِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الشَّمْسِ " . وَقَالَ مَخْلَدٌ " فِي الْفَيْءِ " . " فَقَلَّصْ عَنْهُ الظِّلَّ وَصَارَ بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ فِي الظِّلِّ فَلْيَقُمْ " .

صحیح

^{৪৮১৬} তিরমিযী, আহমাদ।

^{৪৮১৭} মুসলিম, আহমাদ।

^{৪৮১৮} বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, আহমাদ, হাকিম।

৪৮২১। আবু হুরাইরাহ (রা) বলেন, আবুল ক্বাসিম ؓ বলেছেন : তোমাদের কেউ রোদে বসা অবস্থায় সেখানে ছায়া এলে তার দেহের কিছু অংশ রোদে এবং কিছু অংশ ছায়ায় পড়ে গেলে সে যেন সেখান হতে উঠে যায়।^{৪৮১৯}

সহীহ।

৪৮২২ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ فَقَامَ فِي الشَّمْسِ فَأَمَرَ بِهِ فَحَوَّلَ إِلَى الظِّلِّ .

صحیح

৪৮২২। ক্বাইস (রা) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ؓ-এর খুত্ববাহ দেয়া অবস্থায় রোদে এসে দাঁড়ালেন। তখন তিনি তাকে আদেশ দিলে তাকে ছায়ায় আনা হয়।^{৪৮২০}

সহীহ।

১৬ - باب في التحلق

অনুচ্ছেদ-১৬ : গোল হয়ে বসা সম্পর্কে

৪৮২৩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ الْأَعْمَشِ، قَالَ حَدَّثَنِي الْمُسَيَّبُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرْفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسْجِدَ وَهُمْ حُلِقٌ فَقَالَ " مَا لِي أَرَاكُمْ عَزِينَ " .

صحیح

৪৮২৩। জাবির ইবনু সামুরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ বিক্ষিপ্তভাবে এক এক স্থানে কয়েকজন করে মাসজিদের মধ্যে গোলাকার হয়ে বসা ছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ؓ মাসজিদে প্রবেশ করে বললেন, আবার কি হলো, আমি যে তোমাদেরকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি!^{৪৮২১}

সহীহ।

৪৮২৪ - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ ابْنِ فَضِيلٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا قَالَ كَأَنَّهُ يُحِبُّ الْجَمَاعَةَ .

صحیح

৪৮২৪। আ'মশ (র) সূত্রে বর্ণিত। উপরোক্ত হাদীসের বর্ণনায় তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ؓ যেন তাদের ঐক্যবদ্ধভাবে বসাকে পছন্দ করেছেন।^{৪৮২২}

সহীহ।

৪৮২৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرَّكَانِيُّ، وَهَذَا، أَنَّ شَرِيكَاً، أَخْبَرَهُمْ عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي .

صحیح

৪৮১৯ আহমাদ, হমাইদী।

৪৮২০ বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ।

৪৮২১ মুসলিম, নাসায়ীর সুনানুল কুবরা, আহমাদ।

৪৮২২ এর পূর্বেরটি দেখুন।

৪৮২৫। জাবির ইবনু সামুরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন নাবী ﷺ-এর নিকট আসতাম, তখন আমাদের যে কোন ব্যক্তি সভার প্রান্তের খালি জায়গায় বসতো।^{৪৮২৩}

সহীহ।

১৭ - باب الجُلوسِ وَسَطَ الْحَلْفَةِ

অনুচ্ছেদ-১৭ : বৃত্তের মাঝখানে বসা

৪৮২৬ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مِخْلَزٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسَطَ الْحَلْفَةِ .

ضعيف

৪৮২৬। হুযাইফাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃত্তের মাঝখানে গিয়ে উপবেশনকারীকে অভিশাপ দিয়েছেন।^{৪৮২৮}

দুর্বল।

১৮ - باب فِي الرَّجُلِ يَقُومُ لِلرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ

অনুচ্ছেদ-১৮ : অন্যকে বসতে দেয়ার জন্য নিজের স্থান হতে উঠে যাওয়া

৪৮২৭ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى آلِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ جَاءَنَا أَبُو بَكْرَةَ فِي شَهَادَةٍ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ وَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ذَا وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبٍ مَنْ لَمْ يَكُنْهُ .

ضعيف، المشكاة (٤٧٠١)

৪৮২৭। সাঈদ ইবনু আবুল হাসান (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাক্ষী দেয়ার জন্য আবু বাকরাহ (রা) আমাদের নিকট আসলেন। তখন তার জন্য জনৈক ব্যক্তি তার স্থান ছেড়ে দাঁড়ালো। কিন্তু তিনি সেখানে বসতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, নাবী ﷺ এরূপ করতে নিষেধ করেছেন এবং নাবী ﷺ নিষেধ করেছেন, কোন লোক যেন তার হাত এমন কাপড়ে না মোছে যা তাকে দেয়া হয়নি।^{৪৮২৫}

দুর্বল : মিশকাত হা/৪৭০১।

^{৪৮২৩} বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, তিরমিযী, আহমাদ।

^{৪৮২৮} তিরমিযী, আহমাদ, হাকিম। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাসান সহীহ। ইমাম হাকিম ও যাহাবী বলেন : মুসলিমের শর্তে সহীহ। কিন্তু এটা তাদের ধারণা মাত্র। কেননা হাদীসের সানাদে বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে। বর্ণনাকারীর মিজলায ও হুযাইফার মাঝে ইনকিতা হয়েছে। মিজলায হাদীসটি হুযাইফাহ হতে শুনেছেন।

^{৪৮২৫} আহমাদ। সানাদে আবু হুরাইরার মুজদাস আবু আবদুল্লাহ রয়েছে। হাকিম বলেন : তিনি মাজহুল (অজ্ঞাত)।

৪৮২৮ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْخَصِيبِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَذَهَبَ لِيَجْلِسَ فِيهِ فَتَنَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْخَصِيبِ اسْمُهُ زِيَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ .

حسن

৪৮২৮। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর নিকট এলে অন্য লোক তার জন্য তার স্থান হতে উঠে দাঁড়ালো। সে সেখানে বসার জন্য যেতে থাকলে নাবী ﷺ তাকে বারণ করলেন।^{৪৮২৬}

হাসান।

১৭ - باب مَنْ يُؤْمَرُ أَنْ يُجَالِسَ

অনুচ্ছেদ-১৯ : যার সংস্পর্শে বসা উচিত

৪৮২৯ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأُتْرَجَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الثَّمَرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلَا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْخَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمَسْكِ إِنْ لَمْ يُصْبِكَ مِنْهُ شَيْءٌ أَصَابَكَ مِنْ رِيحِهِ وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكَبِيرِ إِنْ لَمْ يُصْبِكَ مِنْ سَوَادِهِ أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ .

صحيح

৪৮২৯। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে মুমিন কুরআন পড়ে তার উদাহরণ হলো কমলা-লেবু, যার ঘ্রাণ স্নিগ্ধ এবং স্বাদ উত্তম। আর যে মুমিন কুরআন পড়ে না তার উদাহরণ হলো খেজুর, যা সুস্বাদু কিন্তু ঘ্রাণহীন। আর যে গুনাহগার ব্যক্তি কুরআন পড়ে তার উদাহরণ লতাগুল্ম, যার ঘ্রাণ স্নিগ্ধ কিন্তু স্বাদ তিক্ত।^{৪৮২৭} পক্ষান্তরে, যে গুনাহগার ব্যক্তি কুরআন পড়ে না তার উদাহরণ হানযালা বৃক্ষের ফল, যার স্বাদ তিক্ত কিন্তু গন্ধ নেই। আর সৎলোকের সংসর্গ হলো কস্তুরী বিক্রেতার সদৃশ, তুমি কস্তুরী না পেলেও তার সুবাস পাবে এবং অসৎ লোকের সংসর্গ হলো কামারের সদৃশ। যদিও কালি ও ময়লা না লাগে, তবে ধূমা হতে রক্ষা পাবে না।^{৪৮২৭}

সহীহ।

৪৮৩০ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - الْمَعْنَى - ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْكَلَامِ الْأَوَّلِ إِلَى قَوْلِهِ " وَطَعْمُهَا مُرٌّ " . وَزَادَ ابْنُ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ أَنَسٌ وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ مَثَلَ جَلِيسِ الصَّالِحِ وَسَاقَ بَقِيَّةِ الْحَدِيثِ .

صحيح

৪৮৩০। আনাস (রা), আবু মূসা (রা) হতে নাবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের শুরু হতে 'তার স্বাদ তিক্ত' পর্যন্ত বর্ণিত। বর্ণনাকারী ইবনু মু'আযের অতিরিক্ত বর্ণনায় রয়েছে : আনাস (রা) বলেন, আমরা পরস্পর আলোচনা করতাম, সৎ লোকের সংসর্গ হলো... অতঃপর হাদীসের বাকী অংশ বর্ণিত।^{৪৮২৮}

সহীহ।

৪৮৩১ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شَيْبِلِ بْنِ عَزْرَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ " . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

صحیح

৪৮৩১। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : সৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হলো... অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।^{৪৮২৯}

সহীহ।

৪৮৩২ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيَّوَةَ بْنِ شَرِيحٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ غِيْلَانَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَوْ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيًّا " .

حسن

৪৮৩২। আবু সাঈদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : তুমি মুমিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো সঙ্গী হবে না এবং তোমার খাদ্য যেন পরহেযগার লোকে খায়।^{৪৮৩০}

হাসান।

৪৮৩৩ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، وَأَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدَكُمْ مَنْ يُخَالِلُ " .

حسن

৪৮৩৩। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : মানুষ তার বন্ধুর রীতিনীতির অনুসারী হয়। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেই যেন লক্ষ্য করে, সে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে।^{৪৮৩১}

হাসান।

৪৮৩৪ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَبِي الزُّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، - يَعْنِي ابْنَ بُرْقَانَ - عَنْ زَيْدٍ، - يَعْنِي ابْنَ الْأَصَمِّ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ قَالَ " الْأُرَوَاحُ جُنُودٌ مُحَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَافَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ " .

صحیح

৪৮২৮ এর পূর্বেরটি দেখুন।

৪৮২৯ হাকিম।

৪৮৩০ তিরমিযী, আহমাদ।

৪৮৩১ তিরমিযী, আহমাদ।

৪৮৩৪। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে মারফুভাবে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আত্মাসমূহ দলবদ্ধ ছিল। যার সঙ্গে পরিচয় ছিল তার সঙ্গে তার বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয় এবং যাদের মধ্যে পরিচয় ছিল না তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকে।^{৪৮৩২}

সহীহ।

২০ - باب في كراهية المرء

অনুচ্ছেদ-২০ : ঝগড়া করা নিন্দনীয়

৪৮৩৫ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ "بَشِّرُوا وَلَا تُنْفَرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا"

صحیح

৪৮৩৫। আবু মুসা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁর কোন সাহাবীকে কোন কাজে প্রেরণ করতেন তখন তাকে নির্দেশ দিতেন : তোমরা লোকদেরকে সুসংবাদ দিবে, দূরে ঠেলে দিবে না, আর সহজ করবে, কঠিন করবে না।^{৪৮৩৩}

সহীহ।

৪৮৩৬ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ قَائِدِ السَّائِبِ، عَنِ السَّائِبِ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَجَعَلُوا يُثْنُونَ عَلَيَّ وَيَذْكُرُونِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَنَا أَعْلَمُكُمْ". يَعْني به . قُلْتُ صَدَقْتَ بِأَبِي أُنْتُ وَأُمِّي كُنْتُ شَرِيكِي فَنِعِمَّ الشَّرِيكُ كُنْتُ لَا تُدَارِي وَلَا تُمَارِي .

صحیح

৪৮৩৬। আস-সায়িব (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নাবী ﷺ-এর নিকট আসলাম। তখন সাহাবীরা আমার প্রশংসা করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি তার সম্বন্ধে তোমাদের চেয়ে বেশি জ্ঞাত। আমি বললাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! আপনি সত্য বলেছেন, আপনি আমার (সফর) সঙ্গী ছিলেন। আপনি কতো উত্তম সঙ্গী! আপনি না আমার বিরোধিতা করেছেন; আর না আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছেন।^{৪৮৩৪}

সহীহ।

^{৪৮৩২} বুখারী, মুসলিম।

^{৪৮৩৩} বুখারী, মুসলিম।

^{৪৮৩৪} ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

২১ - باب الهذی فی الکلام

অনুচ্ছেদ-২১ : কথা বলার আদব-কায়দা

৪৮৩৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُثْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ يَتَحَدَّثُ يُكْثِرُ أَنْ يَرْفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ .

ضعيف ، الضعيفة (১৭৬৮)

৪৮৩৭। ইউসুফ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আলাপকালে প্রায়ই চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকাতেন।^{৪৮৩৭}

দূর্বল : যঈফাহ হা/১৭৬৮।

৪৮৩৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا، فِي الْمَسْجِدِ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ كَانَ فِي كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَرْئِيلٌ أَوْ تَرْسِيلٌ .

صحیح

৪৮৩৮। মিস'আর (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একজন শাইখকে মাসজিদের মধ্যে বলতে শুনেছি, আমি জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্য ছিল স্পষ্ট ও ধীর গতিসম্পন্ন।^{৪৮৩৮}

সহীহ।

৪৮৩৯ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، وَأَبُو بَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَحِمَهَا اللَّهُ قَالَتْ كَانَ كَلَامُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَلَامًا فَصْلًا يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ .

حسن

৪৮৩৯। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্য ছিল সুস্পষ্ট, প্রত্যেক শ্রোতাই তাঁর বক্তব্য বুঝতে পারতো।^{৪৮৩৯}

হাসান।

৪৮৪০ - حَدَّثَنَا أَبُو ثَوْبَةَ، قَالَ زَعَمَ الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ قُرَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِـ الْحَمْدِ لِلَّهِ فَهُوَ أَجْذَمٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ يُونُسُ وَعَقِيلٌ وَشُعَيْبٌ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا .

ضعيف، الإرواء (২)

^{৪৮৩৭} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এর দোষ হলো সানাদের মুহাম্মাদ বিন ইসহাক।

^{৪৮৩৮} বায়হাকী।

^{৪৮৩৯} তিরমিযী, আহমাদ।

৪৮৪০। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যেসব বক্তব্য আল্লাহর প্রশংসার সঙ্গে শুরু করা হয় না তা হয় পঙ্গু। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, হাদীসটি ইউনুস... যুহুরী (র) হতে নাবী (রা) সূত্রে মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন।^{৪৮৩৮}

দুর্বল : ইরওয়া হা/২।

২২ - باب في الخطبة

অনুচ্ছেদ-২২ : খুত্ববাহ সম্পর্কে

৪৮৪১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُثَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشْهَدُ فِيهَا كَالْيَدِ الْحَذْمَاءُ " .

صحيح

৪৮৪১। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : যে বক্তৃতায় আল্লাহর একত্ব ও রিসালাতের সাক্ষ্য থাকে না তা পঙ্গু হাতের ন্যায়।^{৪৮৩৯}

সহীহ।

২৩ - باب في تنزيل الناس منازلهم

অনুচ্ছেদ-২৩ : লোকদের সাথে পদমর্যাদা অনুযায়ী আচরণ করা

৪৮৪২ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ الْيَمَانِ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَيْبٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، عَلَيْهَا السَّلَامُ مَرَّ بِهَا سَائِلٌ فَأَعْطَتْهُ كِسْرَةً وَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَهَيْئَةٌ فَأَقْعَدَتْهُ فَأَكَلَ فَقِيلَ لَهَا فِي ذَلِكَ فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ يَحْيَى مُخْتَصَرٌ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ مَيْمُونٌ لَمْ يُذَكِّرْ عَائِشَةَ .

ضعيف، الضعيفة (١٨٩٤)

৪৮৪২। মাইমুন ইবনু আবু শাবীব (র) সূত্রে বর্ণিত। একদা এক ভিক্ষুক 'আয়িশাহুর (রা) নিকট এলে তিনি তাকে এক টুকরা রুটি দিলেন এবং পোশাক পরিহিত সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট আরেক ব্যক্তি এলে তিনি তাকে বসালেন এবং খেতে দিলেন। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা মানুষের সঙ্গে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী আচরণ করো। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, মাইমুন (র) 'আয়িশাহ (রা)-এর সাক্ষাৎ পাননি।^{৪৮৪০}

দুর্বল : যঈফাহ হা/১৮৯৪।

^{৪৮৩৮} নাসায়ীর 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, আহমাদ, ইবনু হিব্বান। বর্ণনাটি মুরসাল। যেমন ইমাম আবু দাউদ বলেছেন।

^{৪৮৩৯} তিরমিযী, আহমাদ, বায়হাকী।

^{৪৮৪০} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সানাদের মাইমুন হাদীসটি 'আয়িশাহ হতে শুনেছেন। সুতরাং সানাদ মুনকাতি।

৪৮৪৩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ، أَخْبَرَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي حَمِيلَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مَخْرَاقٍ، عَنْ أَبِي كَثَّانَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنْ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْعَالِي فِيهِ وَالْحَافِي عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ " .

حسن صحيح

৪৮৪৩। আবু মুসা আল-আশ'আরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই বৃদ্ধ মুসলিমকে সম্মান করা, কুরআনের ধারক-বাহক ও ন্যায়পরায়ণ শাসকের প্রতি সম্মান দেখানো মহান আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত।^{৪৮৪৩}

হাসান সহীহ।

২৪ - باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما

অনুচ্ছেদ-২৪ : দুই ব্যক্তির মাঝে তাদের অনুমতি ছাড়া বসা সম্পর্কে

৪৮৪৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ، - الْمَعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا عَامِرُ الْأَخْوَلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، - قَالَ ابْنُ عَبْدِ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَا يُجْلِسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا " .

حسن

৪৮৪৪। 'আমর ইবনু শু'আইব (র) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা এবং তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উভয়ের অনুমতি ছাড়া কেউ দু' ব্যক্তির মাঝখানে বসবে না।^{৪৮৪২}

হাসান।

৪৮৪৫ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا " .

حسن صحيح

৪৮৪৫। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : উভয়ের অনুমতি ছাড়া (একত্রে বসা) দুই ব্যক্তিকে পৃথক করা কারোর জন্য বৈধ নয়।^{৪৮৪৩}

হাসান সহীহ।

৪৮৪১ বায়হাক্বী।

৪৮৪২ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব।

৪৮৪৩ বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, তিরমিযী, আহমাদ।

২৫ - باب في جلوس الرجل

অনুচ্ছেদ-২৫ : কিভাবে বসা উচিত

৪৮৪৬ - حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ رَجُلٍ
 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ احْتَبَى بِيَدِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ
 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ شَيْخٌ مُتَكَرِّرُ الْحَدِيثِ .

صحیح

৪৮৪৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাঁটুদ্বয় খাড়া করে তা স্বীয়
 হাত দ্বারা পেঁচিয়ে ধরে বসতেন। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু ইবরাহীম হাদীস
 শাস্ত্রে প্রত্যাখ্যাত।^{৪৮৪৬}

সহীহ।

৪৮৪৭ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَّانَ الْعَبْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي
 جَدَّتَانِي، صَفِيَّةٌ وَذُحْيَةُ ابْنَتَا عَلِيَّةَ - قَالَ مُوسَى بِنْتُ حَرْمَلَةَ - وَكَانَتَا رَبِيبَتَي قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ وَكَانَتْ جَدَّةُ أَبِيهِمَا أَهْلًا
 أَخْبَرْتُهُمَا أَنَّهَا رَأَتْ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ قَاعِدُ الْقُرْفُصَاءِ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْمُخْتَشِعَ - وَقَالَ مُوسَى الْمُخْتَشِعُ فِي
 الْجَلْسَةِ - أُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرْقِ .

حسن

৪৮৪৭। ক্বাইলাহ বিনতু মাখরামাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ-কে তাঁর হাঁটুদ্বয় খাড়া করে তা
 দুই হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে বসতে দেখেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিনীতভাবে বসা
 দেখে ভয়ে শিউরে উঠি।^{৪৮৪৭}

হাসান।

২৬ - باب في الجلسة المكروهة

অনুচ্ছেদ-২৬ : দৃষ্টিকটুভাবে বসা

৪৮৪৮ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
 الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا جَالِسٌ هَكَذَا وَقَدْ وَضَعْتُ يَدَيَّ الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي
 وَاتَّكَأْتُ عَلَى أَلْيَةِ يَدِي فَقَالَ " أَتَقْعُدُ فَعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ " .

صحیح

^{৪৮৪৮} বায়হাকী, ইবনু 'আদীর কামিল।
^{৪৮৪৯} বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, তিরমিযী।

৪৮৪৮। 'আমর ইবনুস শারীদ (র) হতে তার পিতা শারীদ ইবনু সুওয়াইন (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন আমি আমার বাম হাত পিঠে নিয়ে তার পাতার উপর বসেছিলাম। তিনি ﷺ বললেন, তুমি কি তাদের মতো বসছো, যারা অভিশপ্ত।^{৪৮৪৬}

সহীহ।

২৭ - باب التَّهْنِي عَنِ السَّمْرِ، بَعْدَ الْعِشَاءِ

অনুচ্ছেদ-২৭ : ইশার সলাতের পর আলোচনা সম্পর্কে

৪৮৪৯ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَوْفٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا.

صحیح

৪৮৪৯। আবু বারযাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশার সলাতের পূর্বে ঘুমাতে ও সলাতের পরে কথাবার্তা বলতে বারণ করতেন।^{৪৮৪৭}

সহীহ।

২৮ - باب فِي الرَّجُلِ يَجْلِسُ مُتَرَبِّعًا

অনুচ্ছেদ-২৮ : যে ব্যক্তি চার হাঁটু হয়ে বসে

৪৮৫০ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنَاءَ.

صحیح

৪৮৫০। জাবির ইবনু সামুরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাজ্রের সলাত শেষ করে চার জানু হয়ে সস্থানে বসে থাকতেন সূর্য সম্পূর্ণরূপে উদিত হওয়া পর্যন্ত।^{৪৮৪৮}

সহীহ।

২৯ - باب فِي التَّاجِي

অনুচ্ছেদ-২৯ : কানায়ুবা করা

৪৮৫১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - عَنِ الْأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا يَتَنَجَّى اثنانِ دُونَ الثَّالِثِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُخْزِيهِ ".

صحیح

৪৮৪৬ আহমাদ, বায়হাকী।

৪৮৪৭ বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী, আহমাদ।

৪৮৪৮ এটি গত হয়েছে হা/১২৯৪৭।

৪৮৫১। আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুই ব্যক্তি যেন তাদের অপর (তৃতীয়) সঙ্গীকে (একা) রেখে চুপি চুপি কথা না বলে। কারণ তা তাকে দুঃশক্তিতে ফেলতে পারে।^{৪৮৪৯}

সহীহ।

৪৮৫২ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو صَالِحٍ فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ فَرَبْعَةٌ قَالَ لَا يَضُرُّكَ .

صحیح

৪৮৫২। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন উপরের হাদীসের অনুরূপ। আবু সালিহ (র) বলেন, আমি ইবনু 'উমার (রা)-কে বললাম, চার ব্যক্তি হলে? তিনি বললেন, তবে তোমার কোন ক্ষতি নেই।^{৪৮৫০}

সহীহ।

৩ - باب إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسٍ ثُمَّ رَجَعَ

অনুচ্ছেদ-৩০ : কেউ স্বীয় বসার স্থান হতে উঠে গিয়ে পুনরায় ফিরে এলে

৪৮৫৩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَالَسًا وَعِنْدَهُ غُلَامٌ فَقَامَ ثُمَّ رَجَعَ فَحَدَّثْتُ أَبِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

صحیح

৪৮৫৩। সুহাইল ইবনু আবু সালিহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার নিকট বসা ছিলাম, তখন তার নিকট একটি বালকও ছিল। অতঃপর সে সেখান হতে চলে গিয়ে আবার ফিরে এলো। আমার পিতা আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি কোন ব্যক্তি বৈঠক হতে চলে যাওয়ার পর প্রত্যাবর্তন করে তাহলে সে পূর্বের স্থানে বসার অধিক হকদার।^{৪৮৫১}

সহীহ।

৪৮৫৪ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا مُبَشَّرُ الْحَلَبِيِّ، عَنْ ثَمَامِ بْنِ نَحِيحٍ، عَنْ كَعْبِ الْإِبَادِيِّ، قَالَ كُنْتُ أَتَخَلَّفُ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَامَ فَأَرَادَ الرَّجُوعَ نَزَعَ نَعْلَيْهِ أَوْ بَعْضَ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ فَيَعْرِفُ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ فَيُثَبِّتُونَ .

ضعيف، المشكاة (٤٧٠٢)

^{৪৮৪৯} বুখারী, মুসলিম।

^{৪৮৫০} বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, মুসলিম, আহমাদ।

^{৪৮৫১} বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, মুসলিম, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৪৮৫৪। কা'ব আল-ইয়াদী (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু দারদা (রা)-এর সাক্ষাতে যেতাম। আবু দারদা (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কোথাও বসতেন এবং আমরাও তাঁর চারপাশে বসতাম। অতঃপর তিনি বৈঠক হতে উঠে গেলে এবং পুনরায় প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা থাকলে তাঁর জুতা জোড়া বা অন্য কিছু রেখে যেতেন। এর দ্বারা তাঁর সাহাবীগণ তাঁর ফিরে আসার ইচ্ছা জানতে পারতেন এবং বৈঠকে বসে অপেক্ষায় থাকতেন।^{৪৮৫২}

দুর্বল : মিশকাত হা/৪৭০২।

৩১ - باب كَرَاهِيَةِ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَلَا يَذْكُرَ اللَّهَ

অনুচ্ছেদ-৩১ : আল্লাহর যিকির না করেই কারো মাজলিস হতে উঠে যাওয়ার অপছন্দনীয়

৪৮৫৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةٌ " .

صحیح

৪৮৫৫। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন কওমের লোকেরা কোন সমাবেশে একত্রিত হওয়ার পর চলে যাবার সময় তাতে আল্লাহকে স্মরণ না করেই চলে গেলে তা যেন গাধার শবদেহ। তা তাদের জন্য পরিতাপের কারণ হবে।^{৪৮৫৩}

সহীহ।

৪৮৫৬ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَرَةً وَمَنْ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَرَةٌ " .

حسن صحيح

৪৮৫৬। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন স্থানে বসলো অথচ আল্লাহকে স্মরণ করলো না, তার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে লাঞ্ছনা। আর যে ব্যক্তি কোথাও শয়ন করার পর আল্লাহর নাম নিলো না তার জন্যও আল্লাহর পক্ষ হতে লাঞ্ছনা।^{৪৮৫৪}

হাসান সহীহ।

^{৪৮৫২} বায়হাকী। সানাদে মুবশ্শির বিন ইসমাঈল রয়েছে। তাকে ইবনু মাজিন ও অন্যান্য সিকাহ বলেছেন। আর ইমাম বুখারী ও অন্যান্য তাকে দুর্বল বলেছেন।

^{৪৮৫৩} নাসায়ীর আমালুল ইয়ামি ওয়াল লাইলাহ, আহমাদ, হাকিম।

^{৪৮৫৪} হমাইদীর মুসনাদ, নাসায়ীর আমালুল ইয়ামি ওয়াল লাইলাহ।

৩২ - باب في كفارة المجلس

অনুচ্ছেদ-৩২ : মাজলিসের কাফ্যারাহ সম্পর্কে

৪৮০৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ كَلِمَاتٌ لَا يَتَكَلَّمُ بِهِنَّ أَحَدٌ فِي مَجْلِسِهِ عِنْدَ قِيَامِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَّا كُفِّرَ بِهِ عَنْهُ وَلَا يَقُولُهُنَّ فِي مَجْلِسٍ خَيْرٍ وَمَجْلِسٍ ذَكَرَ إِلَّا خُتِمَ لَهُ بِهِنَّ عَلَيْهِ كَمَا يُخْتَمُ بِالْحَاتَمِ عَلَى الصَّحِيفَةِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .
 صحيح ، دون قوله : " ثلاث مرات "

৪৮৫৭ : 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আ'মর ইবনুল 'আস (রা) সূত্রে বর্ণিত । তিনি বলেন, কিছু বাক্য যা কোন ব্যক্তি মাজলিস হতে উঠার সময় তিনবার উচ্চারণ করলে তা তার ঐ মাজলিসের কাফ্যারাহ হবে । আর যদি উক্ত বাক্যগুলো কোন উত্তম মাজলিসে ও যিকিরের মাজলিসে পাঠ করে তাহলে পুস্তিকায় সীল মোহর করার মতই তা তার জন্য স্থায়িত্ব লাভ করে । বাক্যগুলো হলো : “সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা” । “হে আল্লাহ! মহিমা আপনার, আমি আপনার প্রশংসা সহকারে শুরু করছি । আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই । আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাই এবং অনুতাপ হয়ে আপনার নিকট ফিরে আসছি” ।^{৪৮৫৫}

সহীহ । তবে “তিনবার” কথাটি বাদে ।

৪৮০৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ قَالَ عَمْرُو وَحَدَّثَنِي بَنُحُو، ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

صحيح

৪৮৫৮ । আবু হুরাইরাহ (রা) হতে নাবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত ।^{৪৮৫৬}

সহীহ ।

৪৮০৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْجَرَجَرِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، - الْمَائِتَى - أَنَّ عَبْدَةَ بْنَ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِأَخْرَةٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ الْمَجْلِسِ " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ " . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتَقُولُ قَوْلًا مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فِيمَا مَضَى . قَالَ " كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ " .

حسن صحيح

৪৮৫৯ । আবু বারযাহ আল-আসলামী (রা) সূত্রে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন বৈঠক শেষ করে চলে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন বলতেন : “সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা” । এক ব্যক্তি বললো, হে

^{৪৮৫৫} ইবনু কাসীরের আত-তাফসীর ।

^{৪৮৫৬} এর পূর্বেরটি দেখুন ।

আল্লাহর রাসূল! এখন আপনি যে বাক্য পড়লেন তা তো ইতোপূর্বে আপনি পাঠ করেননি? তিনি বললেন, মাজলিসে যা কিছু (ভুলত্রুটি) হয়ে থাকে একথাগুলো তার কাফফারাহ গণ্য হবে।^{৪৮৫৭}

হাসান সহীহ।

৩৩ - باب في رفع الحديث من المجلس

অনুচ্ছেদ-৩৩ : মাজলিসে কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ

৪৮৬০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا الْفَرَيَابِيُّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الْوَلِيدِ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَتَسْبَهُ لَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - عَنْ جُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ - قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ - عَنْ زَيْدِ بْنِ زَائِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا يُبْلَغُنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا فَإِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ " .

ضعيف، المشكاة (٤٨٥٢ / التحقيق الثاني)

৪৮৬০। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমরা সাহাবীগণের কেউ যেন অপর সাহাবী সম্পর্কে আমার নিকট কোন অভিযোগ না করে। কারণ আমি তোমাদের নিকট প্রশান্ত অন্তরে আসতে পছন্দ করি।^{৪৮৫৮}

দুর্বল : মিশকাত হা/৪৮৫২।

৩৪ - باب في الحذر من الناس

অনুচ্ছেদ-৩৪ : মানুষ সম্পর্কে সাবধানতা

৪৮৬১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سَيَّارِ الْمُؤَدَّبِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عِيسَى بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْقَعْوَاءِ الْخَزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَنِي بِمَالٍ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ يَفْسِمُهُ فِي قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْفَتْحِ فَقَالَ " التَّمَسَّ صَاحِبًا " . قَالَ فَجَاءَنِي عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ فَقَالَ بَلِّغْنِي أَلَّاكَ تُرِيدُ الْخُرُوجَ وَتَلْتَمِسُ صَاحِبًا . قَالَ قُلْتُ أَجَلْ . قَالَ فَأَنَا لَكَ صَاحِبٌ . قَالَ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ قَدْ وَجَدْتُ صَاحِبًا . قَالَ فَقَالَ " مَنْ " . قُلْتُ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ . قَالَ " إِذَا هَبَطْتَ بِلَادَ قَوْمِهِ فَاحْذَرَهُ فَإِنَّهُ قَدْ قَالَ الْقَائِلُ أَخُوكَ الْبَكْرِيُّ وَلَا تَأْمَنَّهُ " . فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالْأَنْبَاءِ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ حَاجَةً إِلَى قَوْمِي بَوْدَانَ فَتَلَبَّثْ لِي قُلْتُ رَاشِدًا فَلَمَّا وَلَّى ذَكَرْتُ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَدَدْتُ عَلَى بَعِيرِي حَتَّى خَرَجْتُ أَوْضَعُهُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالْأَصَافِرِ إِذَا هُوَ يُعَارِضُنِي فِي رَهْطٍ قَالَ وَأَوْضَعْتُ فَسَبَقْتُهُ فَلَمَّا رَأَيْتِي قَدْ قُتِيَ انْصَرَفُوا وَجَاءَنِي فَقَالَ كَأَنَّكَ لِي إِلَى قَوْمِي حَاجَةٌ . قَالَ قُلْتُ أَجَلْ وَمَضَيْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَدَفَعْتُ الْمَالَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ .

ضعيف، الضعيفة (١٢٠٥)

^{৪৮৫৭} নাসায়ীর আমাল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, দারিমী, আহমাদ, হাকিম।

^{৪৮৫৮} তিরমিযী।

৪৮৬১। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর ইবনু ফাগওয়া আল-খুযাই (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডাকলেন। তিনি মাঝে বিজয়ের পর কুরাইশদের মধ্যে কিছু সম্পদ বন্টনের জন্য আমাকে আবু সুফিয়ানের (রা) নিকট প্রেরণের ইচ্ছা করলেন। তিনি বললেন, তুমি একজন সঙ্গী যোগাড় করো। বর্ণনাকারী বলেন, ‘আমর ইবনু উমাইয়াহ আদ-দামরী আমার নিকট এসে বললেন, অবগত হলাম, আপনি সফরে যেতে চান এবং একজন সাথী খুঁজছেন। তিনি বলেছেন, আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমিই সঙ্গী। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে জানালাম, আমি একজন সাথী পেয়েছি। তিনি তার পরিচয় জানতে চাইলে আমি বললাম, ‘আমর ইবনু উমাইয়াহ আদ-দামরী। তিনি বললেন, তুমি যখন তার গোত্রের এলাকায় পৌছবে তখন তার ব্যাপারে খুব সাবধানতা অবলম্বন করবে। কেননা প্রবাদ আছে : “আপন ভাইকেও নিজের জন্য নিরাপদ ভেবো না”। অতঃপর আমরা যাত্রা করে আল-আবওয়া নামক স্থানে পৌছলে ‘আমর ইবনু উমাইয়াহ বললো, আমি আমার গোত্রের নিকট এক দরকারে যাচ্ছি। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করো। আমি বললাম, আপনি যান, কিন্তু যেন রাস্তা ভুলে না যান। তিনি চলে যাবার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাবধানবাণী মনে পড়ে গেলো, তখনই আমি আমার হাওদা উটের উপর শক্ত করে বেঁধে তাড়াহুড়া করে দ্রুত আল-আসাফ নামক স্থানে পৌছলে তিনিও দলবল নিয়ে আমার পিছু নিলেন। আমি অতি দ্রুত অগ্রসর হয়ে তাদেরকে পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে গেলাম। ফলে তারা ফিরে গেলো। ‘আমর ইবনু উমাইয়াহ আমার নিকট এসে বললো, গোত্রের লোকদের নিকট আমার দরকারী কাজ ছিল। আমি বললাম, হ্যাঁ। এরপর আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে মাঝাহুয় পৌছলাম এবং আবু সুফিয়ানের নিকট মালগুলো হস্তান্তর করলাম।^{৪৮৫৯}

দুর্বল : যঈফাহ হা/১২০৫।

৪৮৬২ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ " .

صحیح

৪৮৬২। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : মু‘মিন ব্যক্তি একই গর্তে দুইবার দংশিত হয় না।^{৪৮৬০}

সহীহ।

৩০ - باب في هذِي الرُّجُلِ

অনুচ্ছেদ-৩৫ : হাঁটার নিয়ম

৪৮৬৩ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا مَشَى كَأَنَّهُ يَتَوَكَّأُ .

صحیح الإسناد

^{৪৮৫৯} আহমাদ। সানাদে ‘আবদুল্লাহ বিন ‘আমর বিন ফাগওয়া খুযাই রয়েছে। ইমাম যাহাবী মায়ান গ্রন্থে বলেন : তাকে চেনা যায়নি। হাফিয আত-তাকুরীব গ্রন্থে বলেন : মাসতুর (লুপ্ত)।
^{৪৮৬০} বুখারী, মুসলিম।

৪৮৬৩। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ যখন পথ চলতেন তখন মনে হতো তিনি যেন সামনে ঝুঁকে হাঁটছেন।^{৪৮৬৩}

সহীহ।

৪৮৬৪ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذٍ بْنِ خُلَيْفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْحُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . قُلْتُ كَيْفَ رَأَيْتَهُ قَالَ كَانَ أَبْيَضَ مَلِيحًا إِذَا مَشَى كَأَنَّمَا يَهْوِي فِي صُوبٍ .

صحیح

৪৮৬৪। আবুত তুফাইল (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি দেখেছি। আমি বললাম, কেমন দেখেছেন? তিনি বললেন, সাদা রং মিশ্রিত ও সুদর্শন। আর তিনি যখন হাঁটতেন তখন মনে হতো, তিনি যেন নীচু স্থানে নামছেন।^{৪৮৬২}

সহীহ।

৩৬ - باب فِي الرَّجُلِ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى

অনুচ্ছেদ-৩৬ : এক পায়ের উপর অপর পা রাখা

৪৮৬৫ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَضَعَ - وَقَالَ قُتَيْبَةُ يَرْفَعُ الرَّجُلُ إِحْدَى - رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى - زَادَ قُتَيْبَةُ - وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ .

صحیح

৪৮৬৫। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক পায়ের উপর অন্য পা রাখতে বারণ করেছেন। কুতাইবাহুর (রা) বর্ণনায় রয়েছে : কোন ব্যক্তি যেন তার এক পায়ের উপর অপর পা না উঠায়। কুতাইবাহুর (র) বর্ণনায় আরো রয়েছে : অর্থাৎ চিৎ হয়ে শোয়া অবস্থায়।^{৪৮৬০}

সহীহ।

৪৮৬৬ - حَدَّثَنَا الثُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا - قَالَ الْقَعْنَبِيُّ - فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى .

صحیح

৪৮৬৬। আব্বাস ইবনু তামীম (র) হতে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাসজিদে তাঁর এক পায়ের উপর অপর পা রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছেন।^{৪৮৬৪}

সহীহ।

৪৮৬১ হাকিম।

৪৮৬২ মুসলিম, বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, তিরমিযীর শামায়িল, আহমাদ।

৪৮৬৩ এটি গত হয়েছে হা/৪০৮১।

৪৮৬৪ বুখারী, মুসলিম।

৪৮৬৭ - حَدَّثَنَا الْقَعْبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ .

صحيح الإسناد عن عثمان

৪৮৬৭। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (রা) সূত্রে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব ও 'উসমান ইবনু 'আফফান (রা) উভয়েই তা করতেন।^{৪৮৬৭}

সানাদ সহীহ 'উসমান সূত্রে।

৩৭ - باب في نقل الحديث

অনুচ্ছেদ-৩৭ : কথাও এক ধরনের আমানত

৬৮ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ ثُمَّ انْتَفَتَ فِيهِ أَمَانَةٌ " .

حسن

৪৮৬৮। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি কোন কথা বলার পর মুখ ঘুরালে (কেউ শুনেছে কিনা তা দেখলে) তা আমানতস্বরূপ।^{৪৮৬৮}

হাসান।

৪৮৬৯ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ ابْنِ أَخِي، جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْمَحَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلَّا ثَلَاثَةً مَحَالِسَ سَفْكَ دَمٍ حَرَامٍ أَوْ فَرْجٍ حَرَامٍ أَوْ اقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ " .

ضعيف، الضعيفة (١٩٠٩)

৪৮৬৯। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সকল মাজলিস আমানতস্বরূপ, তবে তিনটি মাজলিস ব্যতীত। (১) অবৈধভাবে হত্যা করার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত মাজলিস অথবা (২) যেনার মাজলিস অথবা (৩) অন্যায়ভাবে সম্পদ আত্মসাত করার মাজলিস।^{৪৮৬৯}

দুর্বল : যঈফাহ হা/১৯০৯।

৪৮৭০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُمَرَ، - قَالَ إِبْرَاهِيمُ هُوَ عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَمَرِيُّ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنْ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى أَمْرَاتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا " .

ضعيف

^{৪৮৬৭} মুয়াত্তা মালিক।

^{৪৮৬৮} তিরমিযী, আহমাদ।

^{৪৮৬৯} আহমাদ। সানাদে জাবিরের ভাতিজার জাহালাতের কারণে এর সানাদ দুর্বল।

৪৮৭০। 'আবদুল্লহ রহমান ইবনু সা'দ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন মহান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় আমানত হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর যৌন সম্প্রোগ সম্পর্কিত বিষয়। যে গোপনীয় বিষয় স্বামী প্রকাশ করে দিলো।^{৪৮৬৮}

দুর্বল।

৩৮ - باب في الفئات

অনুচ্ছেদ-৩৮ : চোগলখোর

৪৮৭১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ خُذَيْفَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَنَاتٌ " .

صحیح

৪৮৭১। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।^{৪৮৬৯}

সহীহ।

৩৯ - باب في ذي الوجهين

অনুচ্ছেদ-৩৯ : দ্বিমুখী চরিত্রের লোক সম্পর্কে

৪৮৭২ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِرَجْهِ وَهَؤُلَاءِ بِرَجْهِ " .

صحیح

৪৮৭২। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ হলো দ্বিমুখী চরিত্রের লোক। তারা এক দলের নিকট এক চেহারা নিয়ে এবং অপর দলের নিকট অন্য চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।^{৪৮৭০}

সহীহ।

৪৮৭৩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ عَمَّارٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ " .

صحیح

৪৮৭৩। 'আম্মার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুনিয়াতে দ্বিমুখী স্বভাবের লোকের ক্বিয়ামাতের দিন আশুনের দু'টি জিহ্বা হবে।^{৪৮৭১}

সহীহ।

^{৪৮৬৮} আহমাদ। সানাদের 'আমর ইবনু হামযাহ সম্পর্কে হাফয আত-তাকুরীব গ্রন্থে বলেন : দুর্বল।

^{৪৮৬৯} বুখারী, মুসলিম।

^{৪৮৭০} মুসলিম, আহমাদ।

^{৪৮৭১} বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, দারিমী।

৪০ - باب في النِّبَةِ

অনুচ্ছেদ-৪০ : গীবত সম্পর্কে

৪৮৭৪ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا النِّبَةُ قَالَ " ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ " . قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ " إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهْتُهُ " .

صحیح

৪৮৭৪। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো, গীবত কী? তিনি বললেন, তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে তোমার এমন কিছু বলা যা শুনলে সে অসন্তুষ্ট হয়। পুনরায় প্রশ্ন করা হলো, আমি যা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে বর্তমান থাকে? তিনি বললেন, তুমি যা বলো তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলেই তুমি তার গীবত করলে। আর তুমি যা বলো তা যদি তার মধ্যে না থাকে তবে তুমি তাকে মিথ্যা অপবাদ দিলে।^{৪৮৭২}

সহীহ।

৪৮৭৫ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي حُدَيْفَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ غَيْرُ مُسَدَّدٍ تَعْنِي قَصِيرَةً . فَقَالَ " لَقَدْ قُلْتَ كَلِمَةً لَوْ مَرَجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَرَجَتْهُ " . قَالَتْ وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا فَقَالَ " مَا أَحَبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنْ لِي كَذَا وَكَذَا " .

صحیح

৪৮৭৫। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে বললাম, সাফিয়াহ (রা)-এর ব্যাপারে আপনার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে এরূপ অর্থাৎ তিনি খাটো। তিনি বললেন : তুমি এমন একটি কথা বলেছ, যা সমুদ্রে মিশিয়ে দিলে তাতে সমুদ্রের পানি রং পাল্টে যাবে। 'আয়িশাহ (রা) বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে নকল করলাম। তিনি বললেন, আমাকে এতো এতো সম্পদ দেয়া হলেও আমি কারো অনুকরণ পছন্দ করবো না।^{৪৮৭৩}

সহীহ।

৪৮৭৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، حَدَّثَنَا نَوْفَلُ بْنُ مُسَاحِقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِنْ مِنْ أَرَبَى الرَّبَا الْإِسْطِطَالَةَ فِي عَرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ " .

صحیح

৪৮৭৬। সাঈদ ইবনু যায়িদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন, অন্যায়ভাবে কোন মুসলিমের মানসম্মানে হস্তক্ষেপ করা ব্যাপকতর সুদের অন্তর্ভুক্ত (মহাপাপ)।^{৪৮৭৪}

সহীহ।

৪৮৭২ মুসলিম, দারিমী।

৪৮৭৩ তিরমিযী, আহমাদ।

৪৮৭৪ আহমাদ।

৪৮৭৭ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الْغَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنْ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ اسْتِطَالَةَ الْمَرْءِ فِي عِرْضِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ وَمِنْ الْكِبَائِرِ السِّبْتَانِ بِالسَّبَّةِ " .

ضعيف

৪৮৭৭। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অন্যায়ভাবে কোন মুসলিমের মানসম্মানে আঘাত হানা কবীরাহ গুনাহের অন্তর্ভুক্ত এবং একবার গালি দেয়ার পরিবর্তে দুইবার গালি দেয়াও কবীরাহ গুনাহর অন্তর্ভুক্ত।^{৪৮৭৫}

দূর্বল।

৪৮৭৮ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى، حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ، وَأَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَطْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وَجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقْعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بَقِيَّةٍ لَيْسَ فِيهِ أَنَسٌ .

صحيح

৪৮৭৮। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মিরাজের রাতে আমি এমন এক কওমের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম যাদের নখগুলো আমার তৈরী এবং তা দিয়ে তারা অনবরত তাদের মুখমণ্ডলে ও বুকে আচড় মারছে। আমি বললাম, হে জিবরীল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা সেসব লোক যারা মানুষের গোশত খেতো (গীবত করতো) এবং তাদের মানসম্মানে আঘাত হানতো।^{৪৮৭৬}

সহীহ।

৪৮৭৯ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى السَّيْلَحِينِيُّ، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ، كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُصَفَّى .

لم أجده في الصحيح ولا في الضعيف

৪৮৭৯। আবুল মুগীরাহ (র) সূত্রে ইবনুল মুসাফফা (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।^{৪৮৭৭}

আমি এটি সহীহ এবং যঈফে পাইনি।

৪৮৮০ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ لَا تَعْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ " .

حسن صحيح

^{৪৮৭৫} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

^{৪৮৭৬} আহমাদ।

^{৪৮৭৭} এর পূর্বেরটি দেখুন।

৪৮৮০। আবু বারযাহ আল-আসলামী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে সেসব লোক! যারা কেবল মুখেই ঈমান এনেছে কিন্তু ঈমান অন্তরে প্রবেশ করেনি! তোমরা মুসলিমদের গীবত করবে না ও দোষত্রুটি তালাশ করবে না। কারণ যারা তাদের দোষত্রুটি খুঁজে বেড়াবে আল্লাহও তাদের দোষত্রুটি খুঁজবেন। আর আল্লাহ কারো দোষত্রুটি তালাশ করলে তাকে তার ঘরের মধ্যেই অপদস্থ করে ছাড়বেন।^{৪৮৭৮}

হাসান সহীহ।

৪৮৮১ - حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شَرِيحٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ، عَنْ ابْنِ نَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَقَاصٍ بْنِ رَيْعَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكَلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ كَسَى نَوْبًا بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَلَمَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

صحیح

৪৮৮১। আল-মুসতাওরিদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি অপর মুসলিমের গীবত করে এক লোকমা ভক্ষন করবে আল্লাহ তাকে এজন্য জাহান্নাম হতে সমপরিমাণ ভক্ষন করাবেন। আর যে ব্যক্তি অপর মুসলিমের দোষত্রুটি বর্ণনার পোশাক পরবে আল্লাহ তাকে অনুরূপ জাহান্নামের পোশাক পরাবেন। আর যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তির (কুৎসা) রটিয়ে খ্যাতি ও প্রদর্শনীর স্তরে পৌছবে, মহান আল্লাহ কিয়ামাতের দিন তাকে ঐ খ্যাতি ও প্রদর্শনীর জায়গাতেই (জাহান্নামে) স্থান দিবেন।^{৪৮৭৯}

সহীহ।

৪৮৮২ - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ مَالُهُ وَعِرْضُهُ وَدَمُهُ حَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ " .

صحیح

৪৮৮২। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একজন মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের সম্পদ, সম্মান ও জীবনে হস্তক্ষেপ করা হারাম। কোন ব্যক্তির নিকৃষ্ট প্রমাণিত হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ মনে করে।^{৪৮৮০}

সহীহ।

৪৮৭৮ আহমাদ।

৪৮৭৯ বুখারীর আদাবুল মুফরাদ।

৪৮৮০ তিরমিযী।

৪১ - باب مَنْ رَدَّ عَنْ مُسْلِمٍ، غِيَّةً

অনুচ্ছেদ-৪১ : যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মান রক্ষার্থে তার পক্ষ নেয়

৪৮৮৩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى الْمَعَاوِرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ " . أَرَاهُ قَالَ " بَعَثَ اللَّهُ مَلَكًا يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللَّهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ " .

حسن

৪৮৮৩। সাহল ইবনু মু'আয ইবনু আনাস আল-জুহানী (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে মুনাফিক হতে রক্ষা করবে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তার শরীর জাহান্নাম হতে রক্ষার জন্য একজন ফিরিশতা প্রেরণ করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে অপমান করার উদ্দেশ্যে তাকে দোষারোপ করবে তাকে মহান আল্লাহ জাহান্নামের সেতুর উপর প্রতিরোধ ব্যবস্থা করবেন যতক্ষণ না তার কৃতকর্মের ক্ষতিপূরণ হয়।^{৪৮৮৩}

হাসান।

৪৮৮৪ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ إِسْمَاعِيلَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبَا، طَلْحَةَ بْنَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا مِنْ أَمْرٍ يَخْذُلُ أَمْرًا مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عَرَضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نَصْرَتَهُ وَمَا مِنْ أَمْرٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عَرَضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ نَصْرَتَهُ " . قَالَ يَحْيَى وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعُقْبَةُ بْنُ شَدَادٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ هَذَا هُوَ ابْنُ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ بَشِيرٍ مَوْلَى بَنِي مَعَالَةَ وَقَدْ قِيلَ عُتْبَةُ بْنُ شَدَادٍ مَوْضِعُ عُقْبَةَ .
ضعيف المشكاة (٤٩٨٣)

৪৮৮৪। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ ও আবু ত্বালহা ইবনু সাহল আল-আনসারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি অপর মুসলিমের মান-ইজ্জত নষ্ট হওয়ার স্থানে তাকে ত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে এমন স্থানে সাহায্য করা হতে বিমূখ থাকবেন যেখানে সে তাঁর সাহায্য কামনা করে। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের মান-ইজ্জত নষ্ট হওয়ার স্থানে তাকে সাহায্য করে আল্লাহ তাকে এমন স্থানে সাহায্য করবেন যেখানে সে তাঁর সাহায্য প্রত্যাশা করে।^{৪৮৮২}

দূর্বল : মিশকাত হা/৪৯৮৮৩।

^{৪৮৮১} আহমাদ।

^{৪৮৮২} আহমাদ, আব্বারানী। সানাদে ইয়াহইয়া ইবনু সুলাইম এবং ইসমাঈল ইবনু বাশীর উভয়ে অজ্ঞাত।

৪২ - باب مَنْ لَيْسَتْ لَهُ غِيَّةٌ

অনুচ্ছেদ-৪২ : যে ব্যক্তির দোষ চর্চা গীবত নয়

عَبْدُ اللَّهِ الْحُشَمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا جُنْدُبٌ، قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَتَانَا رَاحِلَتُهُ ثُمَّ عَقَلَهَا ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَى رَاحِلَتَهُ فَأَطْلَقَهَا ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ نَادَى اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تُشْرِكْ فِي رَحْمَتِنَا أَحَدًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَتَقُولُونَ هُوَ أَضَلُّ أَمْ بَعِيرُهُ أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى مَا قَالَ " . قَالُوا بَلَى .
ضعيف بزيادة : " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " و هو صحيح بدونها و بزيادة أخرى ،

৪৮৮৫। জুনদুব (রা) বলেন, একদা এক বেদুইন আসলো এবং তার উট বসিয়ে তা রশি দিয়ে বেঁধে মাসজিদে প্রবেশ করলো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে সলাত আদায় করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরালে সে তার উটের নিকট এসে তার বাঁধন খুলে তাতে আরোহণ করলো, অতঃপর উচ্চ আওয়াজে বললো, হে আল্লাহ! আমাকে ও মুহাম্মাদ ﷺ-কে দয়া করুন এবং আমাদের দয়ার সঙ্গে কাউকে শরীক করবেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : বলো দেখি, সে বেশি মুর্থ নাকি তার উট? সে কি বলেছে তোমরা কি তা শুনোনি? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ, শুনেছি।^{৪৮৮৩}

দূর্বল, এ অংশ অতিরিক্ত যোগে : “রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : বলো দেখি, সে বেশি মুর্থ না তার উট?..।” এ অংশটি বাদে বর্ণনাটি সহীহ।

৪৩ - باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ الرَّجُلَ قَدْ اغْتَابَهُ

অনুচ্ছেদ-৪৩ : কেউ কাউকে অপবাদ দিলে সে তার জন্য বৈধ

৪৮৮৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثَيْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ نَوْزٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ أَيْعِزُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ، مِثْلَ أَبِي صَيْغَمٍ - أَوْ ضَمُضٍ شَكَّ ابْنُ عُثَيْدٍ - كَانَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي عَلَى عِبَادِكَ .
صحيح مقطوع

৪৮৮৬। ক্বাতাদাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ কি আবু দায়গাম বা আবু দামদাম-এর অনুরূপ হতে অপারগ? তিনি প্রত্যেক দিনের শুরুতে বলতেন : হে আল্লাহ! আমি আমার মান-সম্মানকে তোমার বান্দাদের জন্য সদাকাহ করলাম।^{৪৮৮৪}

সহীহ মাক্কুত।

৪৮৮৭ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَحْلَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَيْعِزُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ أَبِي ضَمُضٍ " . قَالُوا وَمَنْ أَبُو ضَمُضٍ قَالَ " رَجُلٌ فِيمَنْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ " . بِمَعْنَاهُ قَالَ " عِرْضِي لِمَنْ شَتَمَنِي " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَمِّيِّ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ حَمَّادٍ أَصَحُّ .
ضعيف ، الإرواء (٢٣٦٦)

^{৪৮৮৩} আহমাদ। বর্ণনাকারী জুরাইরী শাইখ অজ্ঞাত।

^{৪৮৮৪} ইরওয়াউল গালীল।

৪৮৮৭। 'আবদুর রহমান ইবনু 'আজলান (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ কি আবু দামদামের অনুরূপ হতে অক্ষম? লোকেরা প্রশ্ন করলো, আবু দামদাম কে? তিনি বলেন, তোমাদের আগেকার জাতির এক ব্যক্তি.... পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ। সে বললো, যে ব্যক্তি আমাকে মন্দ করে তার জন্য আমার মান-ইজ্জত উৎসর্গিত।^{৪৮৮৫}

যঈফ : ইরওয়া হা/২৩৬৬।

৪৪ - باب في النهي عن التجسس

অনুচ্ছেদ-৪৪ : ছিদ্রায়েগ নিষেধ

৪৮৮৮ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ، وَابْنُ عَوْفٍ - وَهَذَا لَفْظُهُ - قَالَ حَدَّثَنَا الْفَرِّايِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِنَّكَ إِنْ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كَذَبْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ ". فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً سَمِعَهَا مُعَاوِيَةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا .

صحیح

৪৮৮৮। মু'আবিয়াহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : তুমি যদি মানুষের গোপন দোষ তালাশ করো তাহলে তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে বা ক্ষতির সীমানায় পৌছে দিবে। অতঃপর আবু দারদা (রা) বললেন, একথা মু'আবিয়াহ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে শুনেছেন, মহান আল্লাহ তাকে এর মাধ্যমে লাভবান করুন।^{৪৮৮৬}

সহীহ।

৪৮৮৯ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، حَدَّثَنَا ضَمْضَمُ بْنُ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، وَكَثِيرِ بْنِ مَرْثَةَ، وَعَمْرِو بْنِ الْأَسْوَدِ، وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، وَأَبِي، أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِنْ الْأَمِيرُ إِذَا اتَّبَعَ الرَّيَّةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ ".

صحیح

৪৮৮৯। জুবাইর ইবনু নুফাইর, কাসীর ইবনু মুররাহ, 'আমর ইবনুল আসওয়াদ, আল-মিকদাম ইবনু মা'দীকারিব ও আবু উমামাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন, শাসক জনগণকে অপরাধী সন্দেহ করলে তাদেরকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে ফেলবে।^{৪৮৮৭}

সহীহ।

৪৮৯০ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ أُنِّي ابْنُ مَسْعُودٍ فَقِيلَ هَذَا فَلَانَ تَقَطَّرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ قَدْ نُهِنَّا عَنِ التَّجَسُّسِ وَلَكِنْ إِنْ يَظْهَرُ لَنَا شَيْءٌ نَأْخُذُ بِهِ .

صحیح الإسناد

^{৪৮৮৫} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সানাদে তাবেঈ 'আবদুর রহমান ইবনু 'আজলান এর অবস্থা অজ্ঞাত।

যেমন হাফিয আত-তাক্বরীব গ্রন্থে বলেছেন।

^{৪৮৮৬} বায়হাকীর দালায়িল, ইবমু হিব্বানের আল-মাওয়ারিদ।

^{৪৮৮৭} আহমাদ, হাকিম।

৪৮৯০। যায়িদ ইবনু ওয়াহ্ব (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এ ব্যক্তিকে ইবনু মাস'উদের (রা) নিকট এমে বলা হলো, এ সেই লোক যার লাড়ি থেকে মদ ঠপকে পড়ছে। 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমাদের জন্য গোয়েন্দাগিরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু যদি প্রকাশ্যে কোন অন্যায় আমাদের সামনে ধরা পড়ে তাহলে এজন্য আমরা তাকে ধরবো।^{৪৮৮৮}

সানাদ সহীহ।

৪০ - باب في السُّتْرِ عَنِ الْمُسْلِمِ

অনুচ্ছেদ-৪৫ : মুসলিমের দোষ গোপন রাখা

৪৮৯১ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَسِيطٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ رَأَى عَوْرَةَ فَسْتَرَهَا كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مَوْعُودَةً " .
ضعيف، الضعيف (١٢٦٥)

৪৮৯১। 'উক্বাহ ইবনু 'আমির (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি (কারোর)) গোপনীয় দোষ দেখতে পেয়েও তা গোপন করলো সে যেন জীবন্ত কবরস্থ কন্যাকে জীবন দিলো।^{৪৮৮৯}

দুর্বল : যঈফাহ হা/১২৬৫।

৪৮৯২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَسِيطٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُلْقَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْهَيْثَمِ، يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ دُحَيْتًا، كَاتِبَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَ لَنَا جِرَانٌ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ فَهَيَّيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا فَقُلْتُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ إِنَّ جِرَانَنَا هَؤُلَاءِ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَإِنِّي نَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا فَأَنَا دَاعٍ لَهُمُ الشَّرْطُ . فَقَالَ دَعُهُمْ . ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى عُقْبَةَ مَرَّةً أُخْرَى فَقُلْتُ إِنَّ جِرَانَنَا قَدْ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنْ شَرْبِ الْخَمْرِ وَأَنَا دَاعٍ لَهُمُ الشَّرْطُ . قَالَ وَيَحْكُ دَعُهُمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مُسْلِمٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ لَيْثٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ عِظْهُمْ وَتَهَذِّبْهُمْ .
ضعيف

৪৮৯২। কা'ব ইবনু 'আলক্বামাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি আবুল হাইসাম (রা)-কে উল্লেখ করতে শুনেছেন যে, তিনি 'উক্বাহ ইবনু 'আমিরের (রা) সচিব দুখাইনাকে বলতে শুনেছেন, আমাদের এক প্রতিবেশী পরিবার মদপান করতো। আমি তাদেরকে বারণ করার পরও তারা বিরত হয়নি। আমি 'উক্বাহ ইবনু 'আমির (রা)-কে বললাম, আমাদের এসব প্রতিবেশী পরিবার মদপান করে। আমি তাদেরকে নিষেধ করেছি কিন্তু তারা বিরত হয়নি। তাই আমি এখন পুলিশ আনতে যাচ্ছি। তিনি বলেন, তাদেরকে ছেড়ে দাও। আমি পুনরায় 'উক্বাহ (রা)-এর নিকট গিয়ে অভিযোগ করলাম, আমাদের সেই প্রতিবেশীরা মদপান পরিহারে অস্বীকার করেছে। আমি পুলিশ আনতে যাচ্ছি। তিনি এবার বলেন,

^{৪৮৮৮} বায়হাক্কী।

^{৪৮৮৯} বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, তায়ালিসি।

তোমার জন্য দুঃখ! তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি... অতঃপর মুসলিম ইবনু ইবরাহীম বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, লাইস বলেন, বরং তাদেরকে উপদেশ দাও এবং ধমকাও।^{৪৮৯০}

দুর্বল।

৬ - باب المؤاخاة

অনুচ্ছেদ-৪৬ : ভ্রাতৃত্ব

৪৮৯৩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

صحيح

৪৮৯৩। সালিম (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। কাজেই সে তার উপর নির্যাতন করবে না এবং তাকে অসহায় অবস্থায়ও ছেড়ে যাবে না। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন মিটাবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন মিটিবেন। একইভাবে যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের বিপদ দূর করবে, আল্লাহ ক্বিয়ামাতের দিনে তার বিপদ দূর করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ গোপন রাখবে, ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখবেন।^{৪৮৯১}

সহীহ।

৭ - باب المُسْتَبَانِ

অনুচ্ছেদ-৪৭ : যারা পরস্পরকে গালি দেয়

৪৮৯৪ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " الْمُسْتَبَانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِي مِنْهُمَا مَا لَمْ يَتَّعِدِ الْمَظْلُومُ "

صحيح

৪৮৯৪। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পরস্পর তিরস্কারকারীর মধ্যে যে প্রথমে আরম্ভ করে উভয়ের দোষ তার উপর বর্তাবে, যতক্ষণ না অপরজন সীমালংঘন করে।^{৪৮৯২}

সহীহ।

^{৪৮৯০} আহমাদ।

^{৪৮৯১} বুখারী, মুসলিম।

^{৪৮৯২} বুখারীর আবাবুল মুফরাদ, মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ।

৪৮ - باب في التواضع

অনুচ্ছেদ-৪৮ : বিনয় ও নম্রতা

৪৮৭০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ قَادَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ، أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنْ اللَّهُ أَوْجَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ " .

صحیح

৪৮৯৫। ইয়াদ ইবনু হিমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মহান আল্লাহ আমার নিকট (এ মর্মে) ওয়াহী পাঠিয়েছেন যে, তোমরা বিনয়ী হও, যতোক্ষণ না একে অপরের উপর যুলুম করে এবং অহংকার করে।^{৪৮৯০}

সহীহ।

৪৯ - باب في الإتيان

অনুচ্ছেদ-৪৯ : প্রতিশোধ গ্রহণ

৪৮৯৬ - حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُحَرَّرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ وَقَعَ رَجُلٌ بِأَبِي بَكْرٍ فَأَذَاهُ فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ أَذَاهُ الثَّانِيَةَ فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ أَذَاهُ الثَّالِثَةَ فَانْتَصَرَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ انْتَصَرَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَوْجَدْتُ عَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " نَزَلَ مَلَكَ مِنَ السَّمَاءِ يُكَذِّبُهُ بِمَا قَالَ لَكَ فَلَمَّا انْتَصَرْتَ وَقَعَ الشَّيْطَانُ فَلَمْ أَكُنْ لِأَجْلَسَ إِذْ وَقَعَ الشَّيْطَانُ " .

حسن

৪৮৯৬। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে বসা ছিলেন। এ সময় এক লোক আবু বাকর (রা)-কে গালি দিলো এবং কষ্ট দিলো, কিন্তু আবু বাকর (রা) কোন জবাব না দিয়ে চুপ রইলেন। অতঃপর পুনরায় সে আবু বাকর (রা)-কে গালি দিলো এবং কষ্ট দিলো, কিন্তু তিনি কোন জবাব না দিয়ে চুপ রইলেন। তৃতীয়বার সে আবু বাকর (রা)-কে গালি ও কষ্ট দিলে এবার তিনি তার প্রতিশোধ নিলেন। আবু বাকর (রা) যখন প্রতিশোধ নিলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে দাঁড়ালেন। আবু বাকর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমার উপর রাগ করেছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আসমান হতে একজন ফিরিশতা নেমে ছিলেন এবং তোমার পক্ষ হয়ে জবাব দিচ্ছিলেন। কিন্তু যখন তুমি তার প্রতিশোধ নিলে তখন শয়তান এখানে উপস্থিত হয়েছে। শয়তান এখানে উপস্থিত হওয়ায় আমি আর বসতে পারি না।^{৪৮৯৪}

হাসান।

^{৪৮৯০} মুসলিম।^{৪৮৯৪} আহমাদ, দ্বাবারানী।

১৪৭৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ جَمَادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ عُثْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا، كَانَ يَسُبُّ أَبَا بَكْرٍ وَسَاقَ لَحْوَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ ابْنِ عُثْلَانَ، كَمَا قَالَ سُفْيَانُ .

حسن

৪৮৯৭। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আবু বাকর (রা)-কে গালি দিচ্ছিল....
অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।^{৪৮৯৫}

হাসান।

১৭৭৮ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، - الْمَعْتَى وَاحِدٌ - قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ، قَالَ كُنْتُ أَسْأَلُ عَنْ الْإِنْتِصَارِ، { وَلَمَنْ اتَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ } فَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ بْنُ جُدْعَانَ عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ أُمِّهِ قَالَ ابْنُ عُثْمَانَ وَزَعَمُوا أَنَّهَا كَانَتْ تَدْخُلُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَنَا زَيْتُ بِنْتُ جَحْشٍ فَجَعَلَ يَصْنَعُ شَيْئًا بِيَدِهِ فَقُلْتُ بِيَدِهِ حَتَّى فَطَّمَتْ لَهَا فَأَمْسَكَ وَأَقْبَلْتُ زَيْتُ بِنْتُ لَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَتَهَاها فَأَبَتْ أَنْ تَنْتَهِيَ فَقَالَ لَعَائِشَةُ " سَبِّهَا " فَسَبَّيْتُهَا فَغَلَبَتْهَا فَانْطَلَقَتْ زَيْتُ بِنْتُ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَتْ إِنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَقَعَتْ بِكُمْ وَفَعَلْتُ . فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَقَالَ لَهَا " إِنَّهَا حَبِيبَةُ أَبِيكَ وَرَبُّ الْكُتُبَةِ " . فَانْصَرَفَتْ فَقَالَتْ لَهُمْ إِنِّي قُلْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لِي كَذَا وَكَذَا . قَالَ وَجَاءَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَكَلَّمَهُ فِي ذَلِكَ .

ضعيف الإسناد

৪৮৯৮। ইবনু 'আওন (র) বলেন, আমি প্রতিশোধ গ্রহণ ও আল্লাহর বাণী সম্পর্কে প্রশ্ন করতাম, "তবে নির্যাতিত হওয়ার পর যারা প্রতিশোধ নেয় তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হবে না" (সূরাহ শূরা : ৪১)। 'আলী ইবনু যায়িদ ইবনু জুদ'আন তার বিমাতা উম্মু মুহাম্মাদ সূত্রে আমার নিকট বর্ণনা করেন, ইবনু 'আওন বলেন, তাদের বর্ণনানুযায়ী তার বিমাতা উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশাহ (রা)-এর নিকট যাতায়াত করতেন। মুহাম্মাদ বলেন, উম্মুল মুমিনীন বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট আসলেন, তখন আমার নিকট যাইনাব বিনতু জাহশ (রা) উপস্থিত ছিলেন। তিনি ﷺ হাত দিয়ে কিছু করতে (আমাকে স্পর্শ করতে) চাইলেন। আমি হাতের ইশারায় যাইনাবের উপস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে জানালাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেমে গেলেন। এরপর যাইনাব (রা) অগ্রসর হয়ে 'আয়িশাহ (রা)-কে গালি দিতে লাগলেন। তখন নাবী ﷺ তাকে গালি দিতে বাধা করলেন কিন্তু তিনি বিরত হলেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আয়িশাহ (রা)-কে বললেন, তুমিও তাকে গালি দাও। তারপর 'আয়িশাহ (রা)-ও তাকে গালি দিলেন এবং তাকে পরাভূত করলেন। অতঃপর যাইনাব (রা) 'আলী (রা)-এর নিকট গিয়ে অভিযোগ করলেন যে, 'আয়িশাহ (রা) তোমাদের গালি দিয়েছে এবং এ কাজ করেছে। অতঃপর ফাতিমাহ ফিরে গিয়ে তাদেরকে

বললেন, আমি তাঁকে (আব্বাকে) এই এই কথা বলেছি এবং এর উত্তরে তিনি এই এই কথা বলেছেন।
বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর 'আলী (রা) নাবী ﷺ-এর নিকট এসে এ বিষয়ে আলোচনা করলেন।^{৪৮৯৬}

সানাদ দুর্বল।

৫০ - باب في التَّهْيِ عَنْ سَبِّ الْمَوْتَى

অনুচ্ছেদ-৫০ : মৃত ব্যক্তিকে গালি দেয়া নিষেধ

৪৯৯৭ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ لَا تَقْعُوا فِيهِ " .

صحیح

৪৮৯৯। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কোন সঙ্গী মারা গেলে তাকে ছেড়ে দাও এবং তার সম্পর্কে কটুক্তি করো না।^{৪৮৯৭}

সহীহ।

৪৯০০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَنَسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ " .
ضعيف المشكاة (১৬৭৮)

৪৯০০। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের ভাল দিকগুলো আলোচনা করো এবং তাদের দোষচর্চা পরিহার করো।^{৪৮৯৮}

দুর্বল : যঈফাহ হা/১৬৭৮।

৫১ - باب في التَّهْيِ عَنْ الْبَلَى

অনুচ্ছেদ-৫১ : বিদ্রোহ নিষিদ্ধ

৪৯০১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنِي ضَمْنَمُ بْنُ جَوْسٍ، قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " كَانَ رَجُلَانِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَاخِضَيْنِ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ وَالْآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُولُ أَقْصِرْ . فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُ أَقْصِرْ فَقَالَ خَلَنِي وَرَبِّي أَهْمَنَتْ عَلَى رَقِيبًا فَقَالَ وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ أَوْ لَا يَدْخُلُكَ اللَّهُ الْحَنَّةُ . فَقَبِضَ أَرْوَاحَهُمَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدُ أَكُنْتُ بِي عَالِمًا أَوْ كُنْتُ عَلَى مَا فِي يَدَي قَادِرًا . وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْحَنَّةَ بِرَحْمَتِي وَقَالَ لِلْآخَرِ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ " . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْ بَقِيَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتُهُ .

صحیح

^{৪৮৯৬} আহমাদ। সানাদে 'আলী ইবনু য়াসিদ দুর্বল।

^{৪৮৯৭} তিরমিযী, ইবনু হিব্বানের মাওয়ারিদ, দারিমী।

^{৪৮৯৮} তিরমিযী, ইবনু হিব্বানের মাওয়ারিদ, বায়হাকী। সানাদের 'ইমরান ইবনু আনাস সম্পর্কে হাফিয বলেন : দুর্বল।

৪৯০১। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : বনী ইসরাইলের মধ্যে দু' ব্যক্তি ছিল। তাদের একজন পাপ কাজ করতো এবং অন্যজন সর্বদা 'ইবাদতে লিপ্ত থাকতো। যখনই 'ইবাদতেরত ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে দেখতো তখনই তাকে খারাপ কাজ পরিহার করতে বলতো। একদিন সে তাকে পাপ কাজে লিপ্ত দেখে বললো, তুমি এমন কাজ হতে বিরক্ত থাকো। সে বললো, আমাকে আমার রবের উপর ছেড়ে দাও। তোমাকে কি আমার উপর পাহারাদার করে পাঠানো হয়েছে? সে বললো, আল্লাহ কসম! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না অথবা তোমাকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। অতঃপর দু'জনকেই মৃত্যু দিয়ে আল্লাহর নিকট উপস্থিত করা হলে তিনি 'ইবাদতগুজারী ব্যক্তিকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি আমার সম্পর্কে জানতে? অথবা তুমি কি আমার হাতে যা আছে তার উপর ক্ষমতাবান ছিলে? এবং পাপীকে বললেন, তুমি চলে যাও এবং আমার রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করো। আর অপর ব্যক্তির ক্যাপায়ে তিনি বললেন, তোমরা একে জাহান্নামে নিয়ে যাও। আবু হুরাইরাহ (রা) বলেন, সেই মহান সন্তার কসম যার হাতে আমার জীবন! সে এমন উক্তি করেছে যার ফলে তার দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই বরবাদ হয়ে গেছে।^{৪৮৯৯}

সহীহ।

৪৯০২ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُكَيْفٍ، عَنْ عَثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا مِنْ ذَنْبٍ أَحَدَرُ أَنْ يُعْطَلَ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةُ فِي الدُّنْيَا - مَعَ مَا يَنْجُرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ - مِثْلُ الْبُغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ " .

صحیح

৪৯০২। আবু বাকরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মহান আল্লাহ বিদ্রোহী ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর মত অন্য কাউকে দুনিয়াতে অভিস্রুত আযাব দেয়ার পরও আখিরাতের আযাবও তার জন্য জমা করে রাখেননি।^{৪৯০০}

সহীহ।

৫২ - باب في الحسد

অনুচ্ছেদ-৫২ : হিংসা-বিষেব

৪৯০০ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، - يَعْنِي عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَمْرِو - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ " . أَوْ قَالَ " الْمُغْتَشَبُ " .

ضعيف، الضعيفة (١٩٠٢)

^{৪৮৯৯} আহমাদ।

^{৪৯০০} বুখারীর আদাযুল মুকরাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৪৯০৩। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা অবশ্যই হিংসা পরিহার করবে। কারণ আগুন যেভাবে কাঠকে বা ঘাসকে খেয়ে ফেলে, তেমনি হিংসাও মানুষের নেক আমলকে খেয়ে ফেলে।^{৪৯০৩}

দূর্বল : যঈফাহ হা/১৯০২।

৪৯০৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الْعَمِيَاءِ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي أُمَامَةَ، حَدَّثَهُ اللَّهُ، دَخَلَ هُوَ وَأَبُوهُ عَلَى أَسْرِ بْنِ مَالِكٍ بِالْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فَإِذَا هُوَ يُصَلِّي صَلَاةَ خَفِيفَةٍ دَقِيقَةٍ كَأَنَّهَا صَلَاةُ مُسَافِرٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ أَبِي يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَرَأَيْتَ هَذِهِ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ أَوْ شَيْءٌ تَنَفَّلْتَهُ قَالَ إِيَّهَا الْمَكْتُوبَةُ وَإِنَّهَا لَصَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا أَخْطَأْتُ إِلَّا شَيْئًا سَهَوْتُ عَنْهُ - فَقَالَ - إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ " لَا تُشَدُّوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَيُشَدَّ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ قَوْمًا شَدُّوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَتَلَكَ بَقَايَاهُمْ فِي الصُّوَامِعِ وَالْدِّيَارِ { رَهْبَانِيَّةٍ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ } " . ثُمَّ غَدَا مِنَ الْغَدِ فَقَالَ أَلَا تَرَكِبُ لِنَتَظَرُ وَلِتَعْتَبِرَ قَالَ نَعَمْ فَارْكَبُوا جَمِيعًا فَإِذَا هُمْ بِدِيَارٍ بَادٍ أَهْلِهَا وَالْقُصُورَ وَفَرَا حَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا فَقَالَ " أَتَعْرِفُ هَذِهِ الدِّيَارَ " . فَقُلْتُ مَا أَعْرِفُنِي بِهَا وَبِأَهْلِهَا هَذِهِ دِيَارُ قَوْمٍ أَهْلَكَهُمُ الْبَغْيُ وَالْحَسَدُ إِنَّ الْحَسَدَ يُطْفِئُ نُورَ الْحَسَنَاتِ وَالْبَغْيُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يَكْذِبُهُ .
(الضعيفة (٢٤٦٨)

৪৯০৪। সাহল ইবনু আবু উমামাহ (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি ও তার পিতা 'উমার ইবনু আবদুল আযীযের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি খুবই সংক্ষেপে সলাত আদায় করলেন, যেন তা মুসাফিরের সলাত বা প্রায় অনুরূপ। তিনি সালাম ফিরানোর পর আমার পিতা প্রশ্ন করলেন, আল্লাহ আপনার প্রতি সদয় হোন! আমাকে বলুন, এটা কি ফরয সলাত না নফল সলাত? তিনি বলেন, এটা ফরয সলাত এবং তা অবশ্যই রাসূলুল্লাহর ﷺ সলাত। আমি ভুল করিনি, তবে তার যতোটুকু বিস্মৃত হয়েছি। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বলতেন : তোমরা নিজেদের উপর কঠিন করো না; ফলে তোমাদের উপর কঠোরতা চাপিয়ে দেয়া হবে। অতীতে এক সম্প্রদায় নিজেদের জন্য কঠোরতা অবলম্বন করেছিল, ফলে আল্লাহও তাদের উপর কঠোর বিধান চাপিয়ে দেন। অতঃপর তাদের শেষ উত্তরসূরি দৃষ্টিগোচর হয় মাঠে ও নির্জন ঘরে। "কিন্তু সন্ন্যাসবাদ, তারা নিজেরাই তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অবলম্বন করেছিল। আমি তাদেরকে এ বিধান দেইনি" (সূরাহ হাদীদ : ২৭)। পরবর্তী দিন সকালে তিনি গিয়ে বললেন, উপদেশ গ্রহণ করতে পারো? অতএব তারা সদলবলে সফর করলেন এবং একটি এলাকায় পৌছলেন যার অধিবাসীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, অতীতের মধ্যে বিলীন হয়েছে এবং বাসস্থানের ছাদসহ ধ্বংসস্বূপে পরিণত হয়েছে। তিনি প্রশ্ন করলেন, তুমি কি এ জনপদ চিনতে পেরেছো? তিনি বলেন, এ হলো সেই জাতির জনপদ যাদের স্বৈরাচারীতা ও হিংসা-বিদ্বেষ তাদের ধ্বংস করেছে। নিশ্চয়ই হিংসা নেক কাজের নুরকে

^{৪৯০৩} বুখারীর 'আত-তারীক', আবদুল ইবনু হুমাইদ আল-মুনতাজাব মিনাল মুসনাদ, ইবনু আবদুল বার আত-তামহীদ। ইমাম বুখারী বলেন : বর্ণনটি সহীহ নয়। সানাদে ইবরাহীমের দাঁদ অজ্ঞাত। কেননা তার নাম উল্লেখ করা হয়নি।

নিভিয়ে দেয় এবং শৈরাচার তাকে সত্য বা মিথ্যায় পরিশ্রুত করে। চোখ যেনা করে এবং হাত-পা, শরীর, জবান ও লজ্জাহান তাকে বাস্তবায়িত করে অথবা ত্যাগ করে।^{৪৯০২}

দুর্বল : যঈফাহ হা/৩৪৬৮।

৫৩ - باب في اللغو

অনুচ্ছেদ-৫৩ : অভিশাপ দেয়া সম্পর্কে

৪৯০৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ رَبَاحٍ، قَالَ سَمِعْتُ نَفْرَانَ، يَذْكُرُ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنْ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتْ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُونَهَا ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاعًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لَعَنَ فَإِنْ كَانَ لَذَلِكَ أَغْلًا وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ رَبَاحُ بْنُ الْوَلِيدِ سَمِعَ مِنْهُ وَذَكَرَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ حَسَّانَ وَهَمَ فِيهِ .

حسن

৪৯০৫। আবু দারদা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কোন বান্দা কোন বস্তুকে অভিশাপ দেয় তখন ঐ অভিশাপ আকাশের দিকে অগ্রসর হয়। অতঃপর সেই অভিশাপ আকাশে উঠার পথকে বন্ধ করে দেয়া হয়। তখন তা পুনরায় দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তনের জন্য রওয়ানা হয়, কিন্তু দুনিয়াতে আসার পথও বন্ধ করে দেয়ায় সে ডানে বামে যাওয়ার চেষ্টা করে। অবশেষে অন্য কোন পথ না পেয়ে যাকে অভিশাপ করা হয়েছে তার নিকট ফিরে আসে। তখন সেই বস্তু যদি ঐ অভিশাপের যোগ্য হয়, তাহলে তার উপর ঐ অভিশাপ পতিত হয়, অন্যথায় অভিশাপকারীর উপরই তা পতিত হয়।^{৪৯০৬}

হাসান।

৪৯০৬ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِیْهِمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سُمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَا تَلَاغَتْهُمَا بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَلَا بِقَضَبِ اللَّهِ وَلَا بِالْأَثَرِ " .

حسن

৪৯০৬। সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : তোমরা আল্লাহর অভিশাপ, আল্লাহর গযব বা জাহান্নাম দ্বারা অভিশাপ দিও না।^{৪৯০৮}

হাসান।

৪৯০৭ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الرَّزْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، أَنَّ أُمَّ الدَّرْدَاءِ، قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لَا يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شَفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ " .

صحيح

^{৪৯০২} সানাদের সাঈদ সম্পর্কে হাফিয বলেন : মাক্বূল।

^{৪৯০৬} আত-ভারগীব ওয়াত ভারহীব।

^{৪৯০৮} বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, তিরমিযী, আহমাদ।

৪৯০৭। আবু দারদা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : অভিশাপাতকারীরা (কিয়ামাতে) সুপারিশকারী হতে পারবে না এবং সাক্ষীদাতাও হতে পারবে না।^{৪৯০৫}

সহীহ।

৪৯০৮ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، ح وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِي، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْقَطَارُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، - قَالَ زَيْدٌ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا، لَعَنَ الرِّيحَ - وَقَالَ مُسْلِمٌ إِنَّ رَجُلًا نَازَعَتْهُ الرِّيحُ رِفَاءَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَعَنَهَا - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لَا تَلْعَنُهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ " .

صحیح

৪৯০৮। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বাতাসকে অভিশাপ দিলো। মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে : নাবী ﷺ-এর যুগে এক ব্যক্তির চান্দর বাতাসে গুলটপালট হয়ে গেলে সে বাতাসকে অভিশাপ দিলো। নাবী ﷺ বললেন : তুমি বাতাসকে জানত করো না, কেননা সে নির্দেশপ্রাপ্ত। যা অভিশাপযোগ্য নয় কেউ তাকে অভিশাপ দিলে তা অভিশাপকারীর উপরই পতিত হয়।^{৪৯০৬}

সহীহ।

৫৪ - باب فِيمَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظَلَمَ

অনুচ্ছেদ-৫৪ : যে ব্যক্তি অত্যাচারীকে বলদু'আ করে

৪৯০৯ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سَعْيَانُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سُرِقَ لَهَا شَيْءٌ فَحَقَعَتْ تَدْعُو عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا تُسَبِّحِي عَنْهُ " .

ضعیف

৪৯০৯। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার কিছু জিনিস চুরি হওয়ায় তিনি চোরকে লানত দিতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : তুমি চোরের আযাব কম করো না।^{৪৯০৭}

দুর্বল।

৫৫ - باب فِيمَنْ يَهْجُرُ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ

অনুচ্ছেদ-৫৫ : কেউ তার মুসলিম ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলে

৪৯১০ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " لَا تَبَاغُضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَذَاهَبُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ " .

صحیح

৪৯০৫ বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, মুসলিম, আহমাদ।

৪৯০৬ তিরমিযী।

৪৯০৭ এটি গত হয়েছে হা/১৪৯৭।

৪৯১০। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা পরস্পরকে ঘৃণা করো না, পরস্পর হিংসা করো না, একে অপরের গোয়েন্দাগিরি করো না, বরং আল্লাহর বান্দারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। যে কোন মুসলিমের জন্য তার কোন ভাইয়ের সঙ্গে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক বিচ্ছেদ করা জাযিয় নয়।^{৪৯০৮}

সহীহ।

৪৯১১ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَعْرِضُ هَذَا وَيَعْرِضُ هَذَا وَغَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ " .

صحیح

৪৯১১। আবু আইয়ুব আল-আনসারী (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন মুসলিমের জন্য তার কোন ভাইয়ের সঙ্গে (ঝগড়া করে) তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকা বৈধ নয়। দু'জন পশ্চিমদিক মুখোমুখি হলে একজন এদিকে এবং অপরজন অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এ দু'জনের মধ্যে যে প্রথমে সালাম দেয় সে-ই উত্তম।^{৪৯০৯}

সহীহ।

৪৯১২ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ السَّرْحَسِيُّ، أَنَّ أَبَا عَامِرٍ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثِ فَيَنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدْ اشْتَرَكَا فِي الْآخِرِ وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِنِّمِ " . زَادَ أَحْمَدُ " وَخَرَجَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْهَجْرَةِ " .

ضعيف غاية المرام (٤٠٥) ، الإرواء (٢٠٢٩)

৪৯১২। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : কোন ঈমানদারের জন্য বৈধ নয়, সে কোন ঈমানদারের সঙ্গে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন রাখবে। অতঃপর তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর উভয়ের দেখা হলে একজন সালাম দিলে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি তার সালামের উত্তর দিলে উভয়ই সালামের সওয়াব পাবে। আর দ্বিতীয়জন সালামের উত্তর না দিলে গুনাহগার হবে। ইমাম আহমাদ (র)-এর বর্ণনায় রয়েছে : সালামদাতা সম্পর্কচ্ছেদের গুনাহ হতে মুক্ত হবে।^{৪৯১০}

দূর্বল : গায়াতুল মারাম হা/৪০৫, ইয়ওয়া হা/২০২৯।

^{৪৯০৮} বুখারী, মুসলিম।

^{৪৯০৯} বুখারী, মুসলিম।

^{৪৯১০} বায়হাকী। সানাদে হিলাল অজ্ঞাত।

৪৯১৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ عَثْمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُنِيبِ، - يَعْنِي الْمَدَنِيَّ - قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَا يَكُونُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثَةٍ فَإِذَا لَفِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّارٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهِ " .

حسن

৪৯১৩। ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের তিন দিনের অধিক সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকা উচিত নয়। অতঃপর সে তার দেখা পেয়ে তাকে তিনবার সালাম দিলে সে যদি একবারও উত্তর না দেয় তবে সে তার গুনাহসহ প্রত্যাবর্তন করলো।^{৪৯১৩}

হাসান।

৪৯১৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبِرَّازُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ " .

صحيح

৪৯১৪। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন মুসলিমের জন্য তার অপর ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তিন দিনের বেশী থাকা হালাল নয়। অতঃপর সে ব্যক্তি তিন দিনের বেশী সময় সম্পর্ক ছিন্ন রাখা অবস্থায় মারা গেলো, সে জাহান্নামে প্রবেশ করলো।^{৪৯১৪}

সহীহ।

৪৯১৫ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَبِيبَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِي خِرَاشٍ السُّلَمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفَكَ دَمَهُ " .

صحيح

৪৯১৫। আবু খিরাশ আস-সুলামী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : যে তার ভাইয়ের সঙ্গে এক বছর সম্পর্ক ছিন্ন রাখলো সে যেন তাকে হত্যা করলো।^{৪৯১৫}

সহীহ।

৪৯১৬ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " تُمْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ كُلُّ يَوْمٍ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيُغْفَرُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمَيْنِ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيَقَالُ أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ النَّسَائِيُّ ﷺ هَجَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَابْنُ عُمَرَ هَجَرَ ابْنًا

^{৪৯১১} আবু দাউদ এ সূত্রে এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

^{৪৯১২} আহমাদ।

^{৪৯১৩} বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, আহমাদ।

لَهُ إِلَى أَنْ مَاتَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِذَا كَانَتِ الْهَجْرَةُ لِلَّهِ فَلَيْسَ مِنْ هَذَا بَشْيٌ وَإِنْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ غَطَى وَجْهَهُ عَنْ رَجُلٍ

صحیح

৪৯১৬। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা হয়। অতঃপর ঐদিন আল্লাহর সাথে শিরককারী ও দুই ভাইয়ে শত্রুতা পোষণকারীরা ছাড়া সকলকেই ক্ষমা করা হয়। বলা হয়, তোমরা এ দু'জনকে শত্রুতা ত্যাগ করার সুযোগ দাও। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, নাবী ﷺ চল্লিশ দিন যাবত তাঁর কোন এক স্ত্রী হতে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। ইবনু 'উমার (রা) আমৃত্যু তার এক পুত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত্ন অবস্থায় ছিলেন। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, সম্পর্কচ্ছেদ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকলে তাতে গুনাহ নেই। 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয (র) এক ব্যক্তি হতে তার চেহারা আঁড়াল করে রেখেছেন।^{৪৯১৪}

সহীহ।

৫৬ - باب في الظن

অনুচ্ছেদ-৫৬ : সন্দেহ করা সম্পর্কে

৪৯১৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحْسَسُوا وَلَا تَحْبَسُوا " .

صحیح

৪৯১৭। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সাবধান! তোমরা সন্দেহ করা হতে মুক্ত থাকো। কারণ সন্দেহ করা হচ্ছে সবচেয়ে বড় মিথ্যাচার। পরস্পরের বিরুদ্ধে তথ্যা তালাশ করো না এবং গোয়েন্দাগিরি করো না।^{৪৯১৫}

সহীহ।

৫৭ - باب في التَّصَبُّعِ وَالْحِيَاظَةِ

অনুচ্ছেদ-৫৭ : আন্তরিকতা ও নিরাপত্তা সম্পর্কে

৪৯১৮ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَدَّنُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، - يَعْنِي ابْنَ بَلَّالٍ - عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " الْمُؤْمِنُ مِرَاةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ يَكْفُ عَلَيْهِ ضِيَعَتُهُ وَيَحْوَطُهُ مِنْ وَرَائِهِ " .

حسن

^{৪৯১৪} বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ।

^{৪৯১৫} বুখারী, মুসলিম।

৪৯১৮। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য আয়নাশরূপ এবং এক মু'মিন অপর মু'মিনের ভাই। তারা একে অপরকে ক্ষতি হতে রক্ষা করে এবং তার অনুপস্থিতিতে তাকে রক্ষা করে।^{৪৯১৮}

হাসান।

৫৮ - باب في إصلاح ذات البين

অনুচ্ছেদ-৫৮ : পরস্পরের মধ্যে মিমাংসা করা সম্পর্কে

৪৯১৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصَّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ " . قَالُوا بَلَى . قَالَ " إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ " .

صحیح

৪৯১৯। আবু দারদা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি কি তোমাদেরকে সিয়াম, সলাত ও সদাকাহর চেয়েও ফাযীলাতপূর্ণ কাজের কথা বলবো না? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : পরস্পরের মধ্যে মিমাংসা করা। আর পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বাধানো ধ্বংসের কারণ।^{৪৯১৯}

সহীহ।

৪৯২০ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ شَيْبَةَ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " لَمْ يَكْذِبْ مَنْ نَمَى بَيْنَ اثْنَيْنِ لِيُصْلِحَ " . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُسَدَّدٌ " لَيْسَ بِالْكَاذِبِ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا " .

صحیح

৪৯২০। হুমাইদ ইবনু আবদুর রহমান (র) হতে তার মায়ের সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সে মিথ্যাবাদী নয় যে দু'জনের মধ্যে মিমাংসার জন্য কিছু কথা বাড়িয়ে বলে। আহমাদ ও মুসা'আদ (র)-এর বর্ণনায় রয়েছে : যে ব্যক্তি লোকদের মধ্যে মিমাংসার জন্য কিছু উত্তম কথা বলে এবং কিছু বাড়িয়ে বলে, সে মিথ্যাক নয়।^{৪৯২০}

সহীহ।

৪৯২১ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحِزْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ نَافِعٍ، - يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ - عَنْ ابْنِ الْهَادِ، أَنَّ عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ أَمْ كَثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ، قَالَتْ مَا

^{৪৯১৮} বুখারীর আদাবুল মুফরাদ।

^{৪৯১৭} বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, তিরমিযী, আহমাদ।

^{৪৯১৮} বুখারী, মুসলিম।

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَذِبِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لَا أَعْدُهُ كَاذِبًا الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ يَقُولُ الْقَوْلَ وَلَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا الْإِصْلَاحَ وَالرَّجُلُ يَقُولُ فِي الْحَرْبِ وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ أَمْرًا وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا " .

صحیح

৪৯২১। উম্মু কুলসুম বিনতু ‘উক্বাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, শুধু তিনটি ক্ষেত্রে ব্যতীত অন্য কোথাও মিথ্যা বলার অনুমতি দিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি গুনিনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : যে ব্যক্তি সম্পর্ক স্থাপনের জন্য যেসব কথা বলে থাকে সে কারোকে সে আমি মিথ্যাবাদী মনে করি না। অনুরূপভাবে যুদ্ধের সময় কৌশল হিসেবে যেসব কথা বলা হয় এবং স্বামী স্ত্রীকে যা বলে এবং স্ত্রী স্বামীকে যা বলে।^{৪৯২১}

সহীহ।

৫৯ - باب في النهي عن الغناء

অসুহেল-৫৯ : গান পাওয়া নিষেধ হওয়া সম্পর্কে

৪৯২২ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُعَوَّذٍ بْنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَعَلَ عَلَيَّ صَبِيحَةَ بَنِي بِي فَجَلَسَ عَلَيَّ فَرَأَيْتُ كَمْ حَلَسِكَ مِنِّي فَحَمَلْتُ خَوَافَاتٍ يَضْرِبْنَ بِدِفْ لَهْنٍ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ إِلَى أَنْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ . فَقَالَ " دَعِي هَذِهِ وَقُولِي الَّذِي كُنْتَ تَقُولِينَ " .

صحیح

৪৯২২। মু‘আবিয ইবনু ‘আফরা (রা)-এর কন্যা রুবাঈ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বাসর রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে আমার বিছানায় এমনভাবে বসলেন, যেমনটি তুমি (খালিদ) কসে আছো। অতঃপর কয়েকটি বালিকা তাদের দফ বাজিয়ে বদর যুদ্ধে শহীদ আমার পিতা ও চাচার সুনাম করছিল। এক পর্যায়ে একটি বালিকা বললো, “আমাদের মাঝে এমন একজন নাবী রয়েছেন, যিনি জানেন আমাদের আশা-কামনা কি হবে”। একথা শুনে তিনি বললেন : এটা বর্জন করো, কারণ আগে যা বলছিলে তাই বলা।^{৪৯২০}

সহীহ।

৪৯২৩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ لَعِبَتِ الْحَبَشَةُ لِقْدُومِهِ فَرَحًا بِذَلِكَ لَعِبُوا بِحِرَابِهِمْ .

صحیح الإسناد

^{৪৯২১} আহমাদ।

^{৪৯২০} বুখারী, তিরমিযী।

৪৯২৩। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মাদীনাহুয় আসলেন তখন আবিসিনিয়রা তাঁর আগমন উল্লাসে বল্লম খেলা প্রদর্শন করেছে।^{৪৯২৩}

সানাদ সহীহ।

৬০ - باب كَرَاهِيَةِ الْغَنَاءِ وَالزَّمْرِ

অনুচ্ছেদ-৬০ : সঙ্গীত ও বাঁশী বাজানো নিন্দনীয়

৪৯২৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمِيْدٍ اللّٰهُ الْغَدَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، مَزْمَارًا - قَالَ - فَوَضَعَ أَصْبَعَهُ عَلَى أُذُنِهِ وَتَأَى عَنِ الطَّرِيقِ وَقَالَ لِي يَا نَافِعُ هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا قَالَ فَقُلْتُ لَا . قَالَ فَرَفَعَ أَصْبَعَهُ مِنْ أُذُنِهِ وَقَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَمِعَ مِثْلَ هَذَا فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا . قَالَ أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ .

صحيح

৪৯২৪। নাকি (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ইবনু 'উমার (রা) বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনতে পেয়ে উভয় কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে রাস্তা হতে সরে গিয়ে আমাকে বললেন, হে নাকি! তুমি কি কিছু শুনতে পাচ্ছেছো? বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, না। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি কান হতে হাত তুলে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ সঙ্গে ছিলাম। তখন তিনি এ ধরনের শব্দ শুনে একরূপ করেছিলেন। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীসটি মুনকার।^{৪৯২২}

সহীহ।

৪৯২৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُطْعِمُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ، قَالَ كُنْتُ رِذْفَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ مَرَّ بِرَأْعٍ يَزْمُرُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَدْخَلَ بَيْنَ مُطْعِمٍ وَنَافِعٍ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى .

حسن صحيح الإسناد

৪৯২৫। নাকি (রা) বলেন, আমি বাহনে ইবনু 'উমারের (রা) পিছনে বসা ছিলাম। তিনি এক রাখালকে অতিক্রম করলেন যে বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছিল.... অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।^{৪৯২৩}

সানাদ হাসান সহীহ।

৪৯২৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ، عَنْ مَيْمُونٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَمِعَ صَوْتَ زَامِرٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا أَنْكَرُهَا .

صحيح الإسناد

৪৯২১ আহমাদ, বায়হাকী।

৪৯২২ আহমাদ, বায়হাকী।

৪৯২৩ বায়হাকী।

৪৯২৬। নারফি' (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা ইবনু 'উমারের (রা) সঙ্গে ছিলাম। তিনি বাদ্যযন্ত্রীর আওয়াজ শুনতে পেলেন.... অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, এটি অধিকতর মুনকার।^{৪৯২৪}

সানাদ সহীহ।

৪৯২৭ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا سَلَامٌ بْنُ مِسْكِينٍ، عَنْ شَيْخٍ، شَهِدَ أَبَا وَائِلٍ فِي وَلِيمَةٍ فَجَعَلُوا يَلْعَبُونَ يَتَلَعَّبُونَ يُغْتَوْنَ فَحَلَّ أَبُو وَائِلٍ حَبْوَتَهُ وَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "الْغَنَاءُ يَنْبِتُ التَّفَاقَ فِي الْقَلْبِ".

ضعيف، المشكاة (٤٨١٠)، الضعيفة (٢٤٣٠)

৪৯২৭। সালাম ইবনু মিসকীন (র) এক শাইখের সূত্রে বর্ণনা করেন যিনি আবু ওয়াইল (র)-এর সঙ্গে এক বৌ-ভাত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তখন লোকেরা খেলাধুলা ও আনন্দ আর সঙ্গীতে মত্ত হলো। আবু ওয়াইল (র) তার হাত দিয়ে নিজ হাঁটুয় পের্চিয়ে ধরে বললেন, আমি 'আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : নিশ্চয়ই সঙ্গীত অন্তরে কপটতা সৃষ্টি করে।^{৪৯২৫}

দূর্বল : মিশকাত হা/৪৮১০, যঈফ হা/২৪৩০।

৬১ - باب في الحكم في المُنْعَتِينَ

অনুচ্ছেদ-৬১ : হিজড়া সম্পর্কে বিধান.

৪৯২৮ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَنَّ أَبَا أُسَامَةَ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ أَبِي يَسَارٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِمُنْحَثٍ قَدْ خَضَبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحَنَاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " مَا بَالُ هَذَا ". فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ . فَأَمَرَ بِهِ فَتُفِيَ إِلَى التَّقْيِيعِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَقْتُلُهُ فَقَالَ " إِنِّي نَهَيْتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ ". قَالَ أَبُو أُسَامَةَ وَالتَّقْيِيعُ نَاحِيَةٌ عَنِ الْمَدِينَةِ وَلَيْسَ بِالتَّقْيِيعِ .

صحيح

৪৯২৮। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। কোন একদিন এক হিজড়াকে নাবী ﷺ-এর নিকট আনা হলো। তার হাত-পা মেহেদী দ্বারা রাঙানো ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এর এ অবস্থা কেনো? বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! সে নারীর বেশ ধরেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে আন-নকী' নামক স্থানে নির্বাসন দেয়ার নির্দেশ দিলেন। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাকে হত্যা করবো না? তিনি বললেন, সলাত আদায়কারীদের হত্যা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। আবু উসামাহ (র) বলেন, আন-নারফী' হলো মাদীনাহর প্রান্তবর্তী একটি জনপদ, এটা বাকী' নয়।^{৪৯২৬}

সহীহ।

৪৯২৪ বায়হাকী।

৪৯২৫ বায়হাকী। সামাদে একজন অজ্ঞাত শাইখ রয়েছেন।

৪৯২৬ দারাকুতনী।

৪৭২৭ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، - يَغْنِي ابْنُ عَزْوَةَ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْتَبِ بْنِتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا مَخْنَتٌ وَهُوَ يَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ أُخِيهَا إِنْ يَفْتَحِ اللَّهُ الطَّائِفَ غَدًا ذَلِكَ عَلَى امْرَأَةٍ ثَقِيلُ بَارْتِعٍ وَثَدِيرُ بِشْمَانٍ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْمَرْأَةُ كَانَ لَهَا أَرْبَعُ عُنَيْنٍ فِي بَطْنِهَا .

صحیح

৪৯২৯। উম্মু সালামাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা নাবী ﷺ তার নিকট এলেন, তখন তার নিকট এক হিজড়া উপস্থিত ছিল। সে তার ভাই আবদুল্লাহ (রা)-কে বলছিল, আল্লাহ আগামীতে তায়েফ বিজয় দান করলে আমি আপনাকে অবশ্যই এমন এক মহিলাকে দেখাবো, যে চার ভাঁজে সামনে আসে এবং আট ভাঁজে পিছনে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তোমরা এদেরকে তোমাদের ঘর থেকে তাড়িয়ে দাও। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, ঐ নারীর পেটে চার ভাঁজ ছিল।^{৪৯২৭}

সহীহ।

৪৭৩০ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَعَ الْمُعْتَنِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُعْتَنِيَّاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ " أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ وَأَخْرِجُوا فُلَانًا وَفُلَانًا " . يَغْنِي الْمُعْتَنِينَ .

صحیح

৪৯৩০। ইবনু আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ অভিশাপ দিয়েছেন পুরুষ ও নারী হিজড়াকে যারা পুরুষ সাজে। তিনি ﷺ বলেছেন: তোমরা এদেরকে তোমাদের বাড়ি-ঘর হতে বের করে দাও এবং অমুক অমুক হিজড়াকেও বের করো।^{৪৯২৮}

সহীহ।

৭২ - بَابُ فِي اللَّعِبِ بِالْبَنَاتِ

অনুচ্ছেদ-৬২ : পুতুল দ্বারা খেলা করা

৪৭৩১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَزْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فَرُبَّمَا دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدِي الْخَوَارِيزُ فَإِذَا دَخَلَ خَرَجَنَ وَإِذَا خَرَجَ دَخَلَنَ .

صحیح

৪৯৩১। আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অন্যান্য বালিকাদের সঙ্গে নিয়ে পুতুল খেলা করতাম। কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ এ অবস্থায় আমার ঘরে আসতেন। তিনি প্রবেশ করলে বালিকারা বেরিয়ে যেতো এবং তিনি চলে গেলে তারা পুনরায় প্রবেশ করতো।^{৪৯২৯}

সহীহ।

৪৯২৭ বুখারী, মুসলিম।

৪৯২৮ এটি গত হয়েছে হা/৪০৯৭।

৪৯২৯ বুখারী, মুসলিম।

৪৭৩২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ ثُبُوكَ أَوْ خَيْبَرَ وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ فَهَبَتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السَّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لَعِبَ فَقَالَ " مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ " قَالَتْ بَنَاتِي . وَرَأَى بَنَاتُهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ فَقَالَ " مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسَطُهُنَّ " . قَالَتْ فَرَسٌ . قَالَ " وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ " . قَالَتْ جَنَاحَانِ . قَالَ " فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ " . قَالَتْ أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنَحَةٌ قَالَتْ فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ .

সহিহ

৪৯৩২। ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবুক অথবা খায়বারের যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন করলেন। ঘরের তাকের উপর পর্দা ঝুলানো ছিল। বায়ু প্রবাহের ফলে তার এক পাশ সরে যায় যাতে তার খেলার পুতুলগুলো দৃশ্যমান হয়ে পড়ে। তিনি ﷺ পুতুলগুলো দেখে বললেন, হে ‘আয়িশাহ! এগুলো কি? উত্তরে তিনি বললেন, এগুলো আমার মেয়ে। আর তিনি এগুলোর মধ্যে কাপড়ের তৈরী দুই ডানাবিশিষ্ট একটি ঘোড়াও দেখতে পেলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন : এগুলোর মধ্যে গুটা কি দেখতে পাচ্ছি? তিনি বললেন, ঘোড়া। তিনি ﷺ বললেন, তার উপর আবার গুটা কি? তিনি বললেন, দু’টো পাখা। তিনি বললেন, এ আবার কেমন ঘোড়া, যার পাখা আছে! আমি বললাম, আপনি কি গুণেননি যে, সুলাইমান (আ)-এর ঘোড়ার কয়েকটি পাখা ছিল! ‘আয়িশাহ (রা) বলেন, একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে দিলেন, যাতে আমি তাঁর সামনের সারির দাঁত দেখতে পেলাম।^{৪৯৩০}

সহীহ।

৭৩ - باب في الأرجوحة

অনুচ্ছেদ-৬৩ : দোলনা সম্বন্ধে

৪৭৩৩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ غُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَنِي وَأَنَا بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْنِ نِسْوَةَ - وَقَالَ بِشْرٌ فَأَتَنِي أُمُّ رُومَانَ - وَأَنَا عَلَى أَرْجُوحةٍ فَذَهَبَنِي بِي وَهَيَّأَنِي وَصَنَعَنِي فَأَتَى بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَنِي بِي وَأَنَا ابْنَةُ سَبْعٍ فَوَقَفْتُ بِي عَلَى الْبَابِ فَقُلْتُ هِيَ هِيَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَيْ تَنَفَّسَتْ - فَأَدْخَلْتُ يَتِيمًا فَإِذَا فِيهِ نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ . دَخَلَ حَدِيثُ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ .

সহিহ

৪৯৩৩। ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ছয় অথবা সাত বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বিয়ে করেন। আমরা মাদীনায় আগমন করলে একদল মহিলা আসলেন। বর্ণনাকারী বিশরের বর্ণনায় রয়েছে : আমার নিকট (আমার মা) উম্মু রুমান (রা) আসলেন, তখন আমি দোলনায়

দোল খাচ্ছিলাম। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন, আমাকে প্রস্তুত করলেন এবং পোশাক পরিয়ে সাজালেন। অতঃপর আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পেশ করা হলো। তিনি আমার সঙ্গে বাসর যাপন করলেন, তখন আমার বয়স নয় বছর। মা আমাকে ঘরের দরজায় দাঁড় করালেন এবং আমি উচ্চহাসি দিলাম। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, অর্থাৎ আমার মাসিক ঋতু হয়েছে। আমাকে একটি ঘরে প্রবেশ করানো হলো। তাতে আনসার গোত্রের একদল মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তারা আমার জন্য কল্যাণ ও বরকত কামনা করলেন।^{৪৯৩১}

সহীহ।

৪৯৩১ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، مِثْلَهُ قَالَ عَلَى خَيْرِ طَائِفٍ فَسَلَّمْتَنِي إِلَيْهِمْ فَفَسَلَنَ رَأْسِي وَأَصْلَحْتَنِي فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَحَى فَاسَلَمْتَنِي إِلَيْهِ .

صحیح

৪৯৩৪। আবু উসামাহ (র) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। এতে রয়েছে : তারা আমার সৌভাগ্য কামনা করলেন। তিনি ﷺ আমাকে আনসার মহিলাদের নিকট সোপর্দ করলেন। তারা আমার মাথা ধৌত করলেন এবং আমাকে পরিপাটি করলেন। পূর্বাহ্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত কেউই আমার নিকট আসেনি। অতএব তারা আমাকে তাঁর নিকট সোপর্দ করলেন।^{৪৯৩২}

সহীহ।

৪৯৩৫ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَلَيْهَا السَّلَامُ قَالَتْ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ جَاءَنِي نِسْوَةٌ وَأَنَا أَلْعَبُ عَلَى أَرْجُوْحَةٍ وَأَنَا مُحَمَّمَةٌ فَذَهَبَنِي بِي فَهَيَّأَنِي وَصَنَعَنِي ثُمَّ أَتَيْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَتْنِي بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعٍ سِنِينَ .

صحیح الإسناد

৪৯৩৫। ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা মাদীনাহুয় আসলাম তখন মহিলারা আমার নিকট এলো, এ সময় আমি দোলনায় খেলছিলাম। আমার মাথায় ঘন কালো ও লম্বা চুল ছিল। তারা আমাকে নিয়ে গিয়ে সাজিয়ে প্রস্তুত করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে এলো। তিনি আমার সঙ্গে বাসর যাপন করেন। তখন আমার বয়স ছিল নয় বছর।^{৪৯৩৩}

সানাদ সহীহ।

৪৯৩৬ - حَدَّثَنَا بَشَرُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَتْ وَأَنَا عَلَى الْأَرْجُوْحَةِ، وَمَعِيَ، صَوَاحِبَاتِي فَأَذْخَلَنِي بَيْتًا فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ .

صحیح

^{৪৯৩১} বুখারী, মুসলিম।

^{৪৯৩২} বুখারী, মুসলিম।

^{৪৯৩৩} এটি পূর্বের হাদীসে গত হয়েছে।

৪৯৩৬। হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ (র) তার সানাদে এ বর্ণনা করেন। 'আয়িশাহ (র) বলেন, আমি আমার বাস্কবীকে নিয়ে দোলনায় ছিলাম। অতঃপর আমাকে এক ঘরে প্রবেশ করানো হলো, সেখানে আনসারদের মহিলারা উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর তারা আমাকে কল্যাণ ও বরকতের শুভেচ্ছা জানানেন।^{৪৯৩৪}

সহীহ।

৪৯৩৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو - عَنْ يَحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ - قَالَ قَالَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَتَزَلْنَا فِي بَيْتِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ - قَالَتْ - فَوَاللَّهِ إِنِّي لَعَلِّي أَرْجُو حَةَ بَيْنَ عَذَقَيْنِ فَجَاءَنِي أُمِّي فَأَنْزَلَتْنِي وَلِي جُمَيْمَةَ . وَسَأَقِ الْحَدِيثَ .

حسن صحيح

৪৯৩৭। ইয়াহুয়া ইবনু 'আবদুর রহমান ইবনু হাতিব (র) সূত্রে বর্ণিত। 'আয়িশাহ (রা) বলেন, আমরা মাদীনাহুয় আগমন করে হারিস ইবনুল খায়রায গোত্রে আসি। তিনি বলেন, আল্লাহ কসম! আমি দু'টি খেজুর গাছের মধ্যে দোলনার উপর ছিলাম, আমার মাথায় ঘন ও লম্বা চুল ছিল। তারপর আমার মা এসে আমাকে নামালেন।^{৪৯৩৫}

হাসান সহীহ।

৭৬ - باب في التَّهْنِئَةِ عَنِ اللَّعِبِ، بِالْثَّرْدِ

অনুচ্ছেদ-৬৪ : পাশা খেলা নিষেধ

৪৯৩৮ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ لَعِبَ بِالْثَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ " .

حسن

৪৯৩৮। আবু মুসা আল-আশ'আরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি পাশা খেললো সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করলো।^{৪৯৩৬}

হাসান।

৪৯৩৯ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ لَعِبَ بِالْثَّرْدِ شَبَّ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خَنْزِيرٍ وَدَمِهِ " .

صحيح

^{৪৯৩৪} বুখারী, মুসলিম।

^{৪৯৩৫} আহমাদ।

^{৪৯৩৬} বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, মুয়াত্তা মালিক, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৪৯৩৯। সুলাইমান ইবনু বুরাইদাহ (রা) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি পাশা খেললো সে যেন শূকরের মাংস ও রক্তের মধ্যে তার হাত ডুবালো।^{৪৯৩৭}

সহীহ।

৬৫ - باب في اللعب بالحمّام

অনুচ্ছেদ-৬৫ : কবুতর নিয়ে খেলা করা সম্পর্কে

৪৯৪০ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَتَّبِعُ حَمَامَةً فَقَالَ " شَيْطَانٌ يَتَّبِعُ شَيْطَانَةً " .

حسن صحيح

৪৯৪০। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে একটি কবুতরের পিছু ধাওয়া করতে দেখে বললেন : এক শয়তান আরেক শয়তানীর অনুকরণ করছে।^{৪৯৩৮}

হাসান সহীহ।

৬৬ - باب في الرّحمة

অনুচ্ছেদ-৬৬ : করুণা সম্পর্কে

৪৯৪১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُسَدَّدٌ، - الْمَعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي قَابُوسَ، مَوْلَى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، يَتْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ " الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مِّنْ فِي السَّمَاءِ " . لَمْ يَقُلْ مُسَدَّدٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ .

حسن صحيح

৪৯৪১। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : দয়াশীলদের উপর করুণাময় আল্লাহ দয়া করেন। তোমরা দুনিয়াবাসীকে দয়া করো, তাহলে যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদেরকে দয়া করবেন।^{৪৯৩৯}

সহীহ।

৪৯৪২ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ حَدَّثَنَا ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ مَنْصُورٌ - قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي حَدِيثِهِ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ أَقُولُ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ فَقَالَ إِذَا قَرَأْتَهُ عَلَى فَقَدْ حَدَّثَكَ بِهِ ثُمَّ أَتَّفَقَا - عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ ﷺ صَاحِبَ هَذِهِ الْحَجَرَةِ يَقُولُ " لَا تَنْزِعُ الرَّحْمَةَ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ " .

حسن

^{৪৯৩৭} বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

^{৪৯৩৮} ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

^{৪৯৩৯} তিরমিযী, আহমাদ।

৪৯৪২। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে স্বীকৃত এই হাজার মালিক আবুল কাসিম রাঃ কে বলতে শুনেছি : হতভাগা ছাড়া অন্য কারো থেকে দয়ামায়া উঠিয়ে নেয়া হয় না।^{৪৯৪০}

হাসান।

৪৯৪৩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ السَّرْحِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ ابْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، يَرْوِيهِ - قَالَ ابْنُ السَّرْحِ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا "

صحیح

৪৯৪৩। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দেরকে সম্মান করে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।^{৪৯৪১}

সহীহ।

৬৭ - باب في النصيحة

অনুচ্ছেদ-৬৭ : নসীহত সম্পর্কে

৪৯৪৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ " . قَالُوا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " لِلَّهِ وَكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَأَئِمَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَامَّتِهِمْ وَأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ " .

صحیح

৪৯৪৪। তামীম আদ-দারী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দীন হলো কল্যাণ কামনা, উত্তম উপদেশ ও সুপরামর্শ; দীন হলো কল্যাণ কামনা, উত্তম উপদেশ ও সুপরামর্শ; দীন হলো কল্যাণ কামনা, উত্তম উপদেশ ও সুপরামর্শ। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কার জন্য? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল, মু'মিন বা মুসলিম নেতাগণ এবং সর্বসাধারণের জন্য।^{৪৯৪২}

সহীহ।

৪৯৪৫ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَرِيرٍ، عَنْ حَرِيرٍ، قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَأَنْ أَصَحَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ - قَالَ - وَكَانَ إِذَا بَاعَ الشَّيْءَ أَوْ اشْتَرَاهُ قَالَ " أَمَا إِنَّ الَّذِي أَخَذْنَا مِنْكَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا أَعْطَيْتَكَ فَاخْتَرْ " .

صحیح الإسناد

^{৪৯৪০} বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, তিরমিযী, আহমাদ।

^{৪৯৪১} বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, হুমাইদীর মুসনাদ, আহমাদ।

^{৪৯৪২} মুসলিম, নাসায়ী, আহমাদ।

৪৯৪৫। জারীর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শ্রবণ, অনুসরণ ও প্রত্যেক মুসলিমের কল্যাণ কামনার জন্য বাইআত গ্রহণ করেছি। বর্ণনাকারী বলেন, জারীর (রা) কোন কিছু বিক্রি করলে বা কিনলে বলতেন, আমি যা আপনার কাছ হতে কিনেছি তা আমার নিকট আপনাকে যা দিয়েছি তার চেয়ে অধিক পছন্দনীয়। সুতরাং আপনার স্বাধীনতা থাকলো।^{৪৯৪৩}

সানাদ সহীহ।

৬৮ - باب في المَعُونَةِ لِلْمُسْلِمِ

অনুচ্ছেদ-৬৮ : মুসলিমকে সাহায্য করা

৪৯৪৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، وَعُثْمَانُ، ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ - الْمَعْنَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ عُثْمَانُ وَجَرِيرُ الرَّازِي ح وَحَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، - وَقَالَ وَاصِلٌ قَالَ حَدَّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، ثُمَّ اتَّفَقُوا - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ - وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُغْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ " وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُغْسِرٍ " .

صحیح

৪৯৪৬। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে দুনিয়ার বিপদসমূহের মধ্যকার কোন বিপদ হতে রক্ষা করবে, এর প্রতিদানে আল্লাহ ক্বিয়ামাতের দিনের বিপদসমূহের কোন বিপদ হতে তাকে রক্ষা করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন গরীব লোকের সঙ্গে (পাওনা আদায়ে) নম্র ব্যবহার করবে, আল্লাহ তার সঙ্গে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানে নম্র ব্যবহার করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষত্রুটি গোপন করে রাখবে আল্লাহও তার দোষত্রুটি দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানে গোপন রাখবেন। বান্দা যতোক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্য করে, আল্লাহও ততোক্ষণ তাঁর বান্দার সাহায্য করেন। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, 'উসমান (র) আবু মু'আবিয়াহ (র) সূত্রে "যে ব্যক্তি গরীব ব্যক্তির সঙ্গে নম্র ব্যবহার করবে..." এ কথাটুকু উল্লেখ করেননি।^{৪৯৪৮}

সহীহ।

৪৯৪৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ خَدِيفَةَ، قَالَ قَالَ نَبِيُّكُمْ ﷺ " كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ " .

صحیح

৪৯৪৩ নাসায়ী, আহমাদ।

৪৯৪৮ এটি গত হয়েছে হা/১৪৫৫।

৪৯৪৭। হযাইফাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের নাবী ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক ভাল কাজই একটি সদাকাহ।^{৪৯৪৫}

সহীহ।

৬৭ - باب في تغيير الأسماء

অনুচ্ছেদ-৬৯ : নাম পরিবর্তন করা

৪৯৪৮ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا ح، وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَاءَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنْكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَخْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ ابْنُ أَبِي زَكَرِيَاءَ لَمْ يُدْرِكْ أَبَا الدَّرْدَاءِ .
ضعيف ، المشكاة (٤٧٦٨) ، الضعيفة (٥٤٦٠)

৪৯৪৮। আবু দারদা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন তোমাদেরকে, তোমাদের ও তোমাদের পিতাদের নাম ধরে ডাকা হবে। তাই তোমরা তোমাদের সুন্দর নামকরণ করো। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, বর্ণনাকারী ইবনু আবু যাকারিয়া (র) আবু দারদার (রা) সাক্ষাৎ পাননি।^{৪৯৪৬}

দূর্বল : মিশকাত হা/৪৭৬৮, যঈফাহ হা/৫৪৬০।

৪৯৪৯ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ، سَلَانٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ " .

صحیح

৪৯৪৯। ইবনু উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মহামহিম আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় নাম হলো 'আবদুল্লাহ এবং 'আবদুর রহমান'।^{৪৯৪৭}

সহীহ।

৪৯৫০ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّائِفَانِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَقِيلُ بْنُ شَيْبٍ، عَنْ أَبِي وَهَبٍ الْحُسَيْنِيِّ، وَكَانَتْ، لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " تَسْمَوُا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَامٌ وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَامْرَأَةٌ " .
صحیح ، دون قوله : " تسموا بأسماء الأنبياء "

৪৯৫০। আবু ওয়াহ্ব আল-জিশামী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা নবী-রাসূলগণের নামে নামকরণ করো। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় নাম হলো 'আবদুল্লাহ

^{৪৯৪৫} বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, মুসলিম, আহমাদ।

^{৪৯৪৬} দারিমী, আহমাদ। এর সানাদে বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে।

^{৪৯৪৭} মুসলিম, তিরমিযী।

ও 'আবদুর রহমান। নামের মাঝে হারিস ও হাম্মাম হলো বিশ্বস্ত নাম এবং হারব ও মুররাহ হলো সবচেয়ে নিকট নাম।^{৪৯৪৮}

সহীহ, তার এ কথাটি বাদে : "তোমরা নবী-রাসূলগণের নামে নামকরণ করো।"

৪৯০১ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حِينَ وُلِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي عِبَاءَةٍ يَهْتَأُ بِعِيرًا لَهُ قَالَ " هَلْ مَعَكَ ثَمَرٌ " . قُلْتُ نَعَمْ - قَالَ - فَتَأَوَّلْتُ ثَمَرَاتٍ فَأَلْفَاهُنَّ فِي فِيهِ فَلَاكُهُنَّ ثُمَّ فَعَرَ فَاهُ فَأَوْجَرَهُنَّ إِيَّاهُ فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " حَبُّ الْأَنْصَارِ الثَّمَرُ " . وَسَمَّاهُ عَبْدُ اللَّهِ .

صحیح

৪৯৫১। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু ত্বালহার (রা) পুত্র 'আবদুল্লাহকে তার জন্মগ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে যাই। তখন নাবী ﷺ একটি উলের আলখাল্লা পরা ছিলেন এবং তাঁর উটের গায়ে তৈল মালিশ করছিলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, তোমার সঙ্গে কি খেজুর আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি তাঁকে কয়েকটি খেজুর দিলাম। তিনি ঐ খেজুরগুলো তাঁর মুখে দিয়ে চিবালেন এবং তার মুখ হতে শিশুর মুখ খুলে তাতে দিলেন। তখন শিশুটি তার মুখ নাড়তে শুরু করে এবং খাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে থাকে। অতঃপর নাবী ﷺ বলেন : আনসারদের পছন্দনীয় খাদ্য হলো খেজুর এবং শিশুটির নাম রাখলেন 'আবদুল্লাহ'।^{৪৯৪৯}

সহীহ।

৭০ - باب فِي تَغْيِيرِ الْأَسْمِ الْقَبِيحِ

অনুচ্ছেদ-৭০ : মন্দ নাম পরিবর্তন করা

৪৯০২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُثَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ وَقَالَ " أَنْتِ حَمِيلَةُ " .

صحیح

৪৯৫২। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ 'উমার (রা)-এর কন্যা আসিয়ার নাম পরিবর্তন করে বলেন, তোমার নাম হলো জামীলাহ।^{৪৯৫০}

সহীহ।

৪৯০৩ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، سَأَلَتْهُ مَا سَمَّيْتَ ابْنَتَكَ قَالَ سَمَّيْتُهَا بَرَّةً فَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ

৪৯৪৮ বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, নাসায়ী, আহমাদ।

৪৯৪৯ মুসলিম, আহমাদ।

৪৯৫০ মুসলিম, আহমাদ।

هَذَا الْإِسْمُ سُمِّيَتْ بِرَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبَيْتِ مِنْكُمْ " . فَقَالَ مَا تُسَمِّيَهَا قَالَ " سَمَّيْتُهَا زَيْنَبَ " .

حسن صحيح

৪৯৫৩। মুহাম্মাদ ইবনু 'আমর ইবনু 'আত্বা (র) সূত্রে বর্ণিত। যাইনাব বিনতু আবু সালামাহ (রা) তাকে প্রশ্ন করেন, তোমার মেয়ের কি নাম রেখেছো? তিনি বললেন, আমি, তার নাম রেখেছি বাররা (পুণ্যবতী)। অতঃপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ধরনের নাম রাখতে বারণ করেছেন। আমার নামও বাররা রাখা হয়েছিল। নাবী ﷺ বললেন : “তোমরা নিজেদের পরিশুদ্ধ দাবি করো না। কেননা আল্লাহই ভালো জানেন, তোমাদের মধ্যে কে পুণ্যবান”। অতঃপর তিনি বললেন, আমি এর কি নাম রাখবো? নাবী ﷺ বললেন, এর নাম রাখো যাইনাব।^{৪৯৫৩}

হাসান সহীহ।

٤٩٥٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - يَحْيَى بْنُ الْمُفَضَّلِ - قَالَ حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَسْلَمَةَ بْنِ أَخْدَرٍ أَن رَجُلًا، يُقَالُ لَهُ أَصْرَمُ كَانَ فِي الثَّقَفِ الَّذِينَ اتُّوا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا اسْمُكَ " . قَالَ أَنَا أَصْرَمُ . قَالَ " بَلْ أَنْتَ زُرْعَةُ " .

صحيح

৪৯৫৪। উসামাহ ইবনু আখদারী (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগত প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এক লোকের নাম ছিল আসরাম (কর্কশ)। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রশ্ন করলেন, তোমার নাম কি? তিনি বললেন, আমি আসরাম। তিনি বললেন: না, এ নাম ঠিক নয়, বরং তুমি যুর'আহ (শস্যদানা)।^{৪৯৫২}

সহীহ।

٤٩٥٥ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ يَزِيدَ، - يَحْيَى بْنُ الْمُفَضَّلِ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، شَرِيحٍ عَنْ أَبِيهِ، هَانِيٍّ أَنَّهُ لَمَّا وَقَفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يَكُونُونَ بِأَبِي الْحَكَمِ فَذَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلَمْ تُكْنِ أَبَا الْحَكَمِ " . فَقَالَ إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِي كِلَا الْفَرِيقَيْنِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا أَحْسَنَ هَذَا فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ " . قَالَ لِي شَرِيحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللَّهِ . قَالَ " فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ " . قُلْتُ شَرِيحٌ قَالَ " فَأَنْتَ أَبُو شَرِيحٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ شَرِيحٌ هَذَا هُوَ الَّذِي كَسَرَ السُّلْسِلَةَ وَهُوَ مِمَّنْ دَخَلَ نُسْتَرَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَبَلَّغَنِي أَنَّ شَرِيحًا كَسَرَ بَابَ نُسْتَرٍ وَذَلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ مِنْ سِرْبٍ .

صحيح

৪৯৫৫। হানী' (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি যখন তার গোত্রের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলেন, তখন তিনি ﷺ তার গোত্রের লোকদেরকে তাকে আবুল হাকাম উপনামে ডাকতে শুনে তাকে ডেকে বললেন, আল্লাহই হলেন হাকাম এবং তাঁর নিকটই ন্যায়বিচার ও নির্দেশ। তোমার উপনাম

^{৪৯৫১} মুসলিম, বুখারীর আদাবুল মুফরাদ।

^{৪৯৫২} হাকিম। ইমাম হাকিম ও যাহাবী বলেন : সানাদ সহীহ।

কি করে আবুল হাকাম হলো? তিনি বললেন, আমার গোত্রের লোকজনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হলে তারা মীমাংসার জন্য আমার নিকট আসে। আমি যে সিদ্ধান্ত দেই তাতে তারা উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এটাতো খুবই উত্তম কাজ! তোমার কি কোন সন্তান আছে? হানী' (রা) বললেন, গুরাইহ, মুসলিম ও 'আবদুল্লাহ নামে আমার তিনটি ছেলে আছে। তিনি বললেন, এদের মধ্যে বড় কে? আমি বললাম, গুরাইহ। তিনি বললেন, তাহলে তুমি আবু গুরাইহ। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, ইনি হলেন সেই গুরাইহ (রা) যিনি শিকল ভেঙেছিলেন এবং তুসতার (দুর্গে) প্রবেশ করেছিলেন। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, গুরাইহ (রা) তুসতার দুর্গের প্রবেশ পথ ভেঙে ফেলেন এবং একটি সুড়ঙ্গ পথে তাতে প্রবেশ করেন।^{৪৯৫৩}

সহীহ।

৪৯৫৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ " مَا اسْمُكَ " . قَالَ حَزْنٌ . قَالَ " أَنْتَ سَهْلٌ " . قَالَ لَا السَّهْلُ يُوطَأُ وَيَمْتَحَنُ . قَالَ سَعِيدٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُصِيبُنَا بَعْدَهُ حُزُونَةٌ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُ النَّبِيِّ ﷺ اسْمُ الْغَاصِ وَغَزِيرٍ وَعَتَلَةٌ وَشَيْطَانٍ وَالْحَكَمُ وَغَرَابٌ وَحَبَابٌ وَشِهَابٌ فَسَمَّاهُ هِشَامًا وَسَمَّى حَرْبًا سَلْمًا وَسَمَّى الْمُضْطَجِعَ الْمُتَبِعَ وَأَرْضًا تُسَمَّى عَفْرَةً سَمَّاهَا خَضِرَةً وَشَجَبَ الضَّلَالَةَ سَمَّاهُ شَجَبَ الْهُدَى وَبَنُو الزُّبَيْدَةِ سَمَّاهُمْ بَنِي الرَّشْدَةِ وَسَمَّى بَنِي مُعْرِوَةَ بَنِي رِشْدَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ تَرَكْتُ أَسَانِيدَهَا لِلِإِخْتِصَارِ .

صحيح

৪৯৫৬। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র) হতে তার পিতা এবং তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে প্রশ্ন করলেন, তোমার নাম কি? তিনি বললেন, হাযন (কর্কশ)। তিনি ﷺ বললেন : তোমার নাম সাহল (সহজ)। তিনি বললেন, না, কারণ সহজ-সরলকে পদদলিত করা হয়, অপমান করা হয়। কর্কশকারী সাঈদ (রা) বলেন, আমি ধারণা করলাম যে, অচিরেই আমাদের উপর বিপদ বা কঠোরতা নেমে আসতে পারে। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, নাবী ﷺ 'আস (অবাধ্য), 'আযীয (পরাক্রমশালী), আতলাহ (কর্কশ), শয়তান, হাকাম (বিচারক), গুরাব (কাক), হুবাব (সাপ) ও শিহাব (উজ্জ্বল) নামকে পরিবর্তন করে রেখেছেন হিশাম (বিধবস্তকারী)। তিনি হারব (যুদ্ধ)-এর পরিবর্তে সালাম (শান্তি), মুনবাইস (শয়নকারী)-কে মুদতাদি (জাগরিত), 'আফিরাহ (অনুর্বর) নামক এলাকাকে খাদিরাহ (সবুজ), আদ-দালালাহ (বিপথ) উপত্যকাকে আল-হুদা (হিদায়াতের পথ), বনু যানিয়াহ (জারজ সন্তান)-এর নাম বনুর-রিশদাহ (নির্মল সন্তান) এবং বনু মুগবিয়াহ (বিপদগামী নারীর সন্তান)-এর বনু রিশদা (হিদায়াতপ্রাপ্ত নারীর সন্তান) নামকরণ করেছেন।^{৪৯৫৮}

সহীহ।

^{৪৯৫৩} বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, নাসায়ী।

^{৪৯৫৮} বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, আহমাদ।

৪৯৬০। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইনশাআল্লাহ যদি আমি জীবিত থাকি তবে আমার উম্মাতকে নাফি', আফলাহ, বারকাত এরূপ নামকরণ করতে বারণ করবো। আ'মাশ (র) বলেন, আমি অবহিত নই যে, তিনি নাফি' নামটি উল্লেখ করেছেন কিনা। কারণ কোন লোক এসে যখন প্রশ্ন করে, বরকত এখানে আছে কি? লোকে বলে, না। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, আবু যুবাইর (র) জাবির (রা) হতে নাবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন, তবে তাতে 'বারাকাত' নাম উল্লেখ করেননি।^{৪৯৫৮}

সহীহ।

৪৯৬১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ، يَنْبُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ " أَخْتَعُ اسْمَ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ تَسْمَى مَلِكَ الْأَمْثَلِكِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ " أَخْتَى اسْمٌ " .

صحیح

৪৯৬১। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : ক্বিয়ামাতের দিন মহান আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তির নামই সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে যার নাম রাখা হয় মালিকুল আমলাক (রাজাধিরাজ)।^{৪৯৫৯}

সহীহ।

৭১ - باب في الألقاب

অনুচ্ছেদ-৭১ : উপনাম সম্পর্কে

৪৯৬২ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَهْبٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَبِيْرَةَ بْنُ الصَّحْحَاكِ، قَالَ فِينَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي بَنِي سَلَمَةَ { وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ } قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَيْسَ مِنَّا رَجُلٌ إِلَّا وَهُوَ اسْمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ " يَا فُلَانُ " . فَيَقُولُونَ مَهْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَقْضَى مِنْ هَذَا الْإِسْمِ فَأَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ } .

صحیح

৪৯৬২। আবু হুরাইরাহ ইবনুদ দাহ্বাক (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের বনী সালিমাহ সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় : “তোমরা একে অপরকে মন্দ উপাধিতে ডেকো না। কারণ ঈমানের পর মন্দ নামে ডাকা পাপাচারের অন্তর্ভুক্ত” (সূরাহ আল-হুজুরাত : ১১)। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আমাদের মাঝে আগমন করেন তখন আমাদের প্রত্যেকেরই দুই-তিনটা করে নাম ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ “হে অমুক” এভাবে ডাকলে তারা বলতেন, হে আল্লাহর রাসূল! থামুন, সে ব্যক্তি এ নামে ডাকলে অসন্তুষ্ট হবে। অতঃপর এ আয়াত নাযিল হলো : “তোমরা একে অন্যকে মন্দ উপাধিতে ডেকো না।”^{৪৯৬০}

সহীহ।

^{৪৯৫৮} বুখারীর আদাবুল মুফরাদ।

^{৪৯৫৯} বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, মুসলিম।

^{৪৯৬০} তিরমিযী, নাসায়ীর সুনানুল কুবরা, তিরমিযী, আহমাদ।

৭২ - باب فيمن يتكئ بأبي عيسى

অনুচ্ছেদ-৭২ : আবু ইসা উপনাম রাখা

৪৭৬৩ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَبِي الرُّقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ضَرَبَ ابْنًا لَهُ تَكْنَى أَبَا عَيْسَى وَأَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ تَكْنَى بِأَبِي عَيْسَى فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَكْنَى بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُنَانِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَإِنَّا فِي جَلَلَتْنَا فَلَمْ يَزَلْ يَكْنَى بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ حَتَّى هَلَكَ .

حسن صحيح

৪৯৬৩। যায়িদ ইবনু আসলাম (রা) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। 'উমার (রা) তার এক ছেলে আবু ইসা উপনাম করায় তাকে প্রহার করেন। মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ (রা)-এর উপনাম ছিল আবু ইসা। 'উমার (রা) তাকে বললেন, তোমার উপনাম পালটে আবু 'আবদুল্লাহ রাখলে কি যথেষ্ট নয়? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এ উপনাম দিয়েছেন। 'উমার (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পূর্বাপরের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। আর আমরা তো উম্মির আছি। এরপর হতে মৃত্যু পর্যন্ত তার পদবী আবু 'আবদুল্লাহ ছিল।^{৪৯৬৩}

হাসান সহীহ।

৭৩ - باب في الرجل يقول لابن غيره يا بني

অনুচ্ছেদ-৭৩ : অন্যের পুত্রকে 'হে আমার পুত্র' বলা সম্পর্কে

৪৭৬৪ - حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا ح، وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، - وَسَمَاءُ ابْنِ مَحْبُوبٍ الْحَقْدَ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ " يَا بُنَيَّ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ لَحْظِي بَيْنَ مَعِينِ بُنَيَّ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَيَقُولُ كَقَوْلِ الْحَدِيثِ .

حسن صحيح

৪৯৬৪। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ তাকে 'হে আমার পুত্র' বলে সম্বোধন করেছেন।^{৪৯৬৪}

সহীহ।

৭৪ - باب في الرجل يتكئ بأبي القاسم

অনুচ্ছেদ-৭৪ : কারো আবুল কাসিম উপনাম রাখা সম্পর্কে

৪৭৬৫ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتْيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " تَسْمَوْا بِأَسْمِي وَلَا تَكْتُمُوا بِكُنْيَتِي " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو صَالِحٍ عَنْ

^{৪৯৬৫} বায়হাকী।^{৪৯৬৫} মুসলিম, আহমাদ।

أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ وَسَالِمٍ بْنِ أَبِي الْحَفَظِ عَنْ جَابِرٍ وَمُسْلِمَانَ الْيَشْكُرِيَّ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُمْ وَأَنْسَ بْنَ مَالِكٍ .

صحيح

৪৯৬৫। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার নামে নাম রাখো কিন্তু আমার উপনামে উপনাম রেখো না।^{৪৯৬০}

সহীহ।

৭০ - باب مَنْ رَأَى أَنْ لَا يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا

অনুচ্ছেদ-৭৫ : কারো একই সঙ্গে নামী ও উপনাম গ্রহণ ঠিক নয়

৪৯৬৬ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي فَلَا يَكُنِّي بِكُنْيَتِي وَمَنْ تَكُنِّي بِكُنْيَتِي فَلَا يَتَسَمَّى بِاسْمِي " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى بِهَذَا الْمَعْنَى ابْنُ عَسْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَى عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُعْتَلِفًا عَلَى الرَّوَاتِبِينَ وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اخْتَلَفَ فِيهِ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَلَى مَا قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ وَرَوَاهُ مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَاخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا عَلَى الْقَوْلَيْنِ اخْتَلَفَ فِيهِ حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ .

منكر

৪৯৬৬। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। নামী ও উপনাম গ্রহণ ঠিক নয় : যে ব্যক্তি আমার নামানুসারে তার নাম রাখবে সে যেন আমার উপনামে তার উপনাম না রাখে। আর যে ব্যক্তি আমার উপনামে উপনাম গ্রহণ করবে সে যেন আমার নামে তার নাম না রাখে।^{৪৯৬৮}

মুনকার।

৭১ - باب فِي الرُّحْمَةِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا

অনুচ্ছেদ-৭৬ : নাম ও উপনাম উভয়টি একত্রে গ্রহণের অনুমতি প্রদান

৪৯৬৭ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، وَأَبُو بَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ فِطْرِ، عَنْ مُنْذِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَفَظِ، قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ وَلَدًا لِي مِنْ بَعْدِكَ وَلَدَ اسْمُهُ بِاسْمِكَ وَأَكْنِيهِ بِكُنْيَتِكَ قَالَ " نَعَمْ " . وَلَمْ يَقُلْ أَبُو بَكْرٍ قُلْتُ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلنَّبِيِّ ﷺ .

صحيح

৪৯৬৭। মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়া (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আলী (রা) বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার ইস্তিকালের পরে আমার যদি কোন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে

তাহলে আমি কি তার নাম ও উপনাম আপনার নাম ও উপনামে রাখবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বর্ণনাকারী আবু বাকর (র)-এর বর্ণনায় 'আমি বললাম' কথাটি নেই, রয়েছে 'আলী (রা) নাবী ﷺ-কে বললেন।^{৪৯৬৫}

সহীহ।

৪৯৬৮ - حَدَّثَنَا الثَّقَلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الْحَجَبِيُّ، عَنْ جَدِّهِ، صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَلَدْتُ غُلَامًا فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا وَكُنَّيْتُه أبا الْقَاسِمِ فَذَكَرَ لِي أَنَّكَ تَكْرَهُ ذَلِكَ فَقَالَ " مَا الَّذِي أَحَلَّ اسْمِي وَحَرَّمَ كُنِّيَّتِي " . أَوْ " مَا الَّذِي حَرَّمَ كُنِّيَّتِي وَأَحَلَّ اسْمِي " .

ضعيف

৪৯৬৮। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক মহিলা নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিয়েছি এবং তার নাম রেখেছি মুহাম্মাদ আর উপনাম রেখেছি আবুল কাসিম। আমাকে বলা হয়েছে, আপনি এরূপ পছন্দ করেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কোন জিনিস আমার নামে নাম রাখাকে হালাল করবে এবং উপনামকে হালাল করবে অথবা কোন জিনিস আমার উপনামে উপনাম দেয়াকে হালাল করে এবং আমার নামে নাম রাখাকে হালাল করবে!^{৪৯৬৬}

দুর্বল।

৭৭ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَكْنَى وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ

অধ্যায়-৭৭ : সন্তানহীন ব্যক্তির উপনাম

৪৯৬৯ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَلِيَّ أَخٍ صَغِيرٍ يُكْنَى أَبُو عَمِيرٍ وَكَانَ لَهُ نَعْرَةٌ يَلْبَسُ بِهَا فَمَاتَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَرَأَاهُ حَزِينًا فَقَالَ " مَا شَأْنُكَ " . قَالُوا مَاتَ نَعْرَتُهُ فَقَالَ " يَا أَبَا عَمِيرٍ مَا فَعَلَ النُّعْمَرُ " .

صحيح

৪৯৬৯। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে আসতেন। আর আমার একটি ছোট ভাই ছিল তার উপনাম ছিল আবু উমাইর এবং তার একটি ছোট পাখি (নুগার) ছিল। একে নিয়ে সে খেলতো। নুগার মারা গেলে একদিন নাবী ﷺ তার নিকট এসে তাকে মর্মান্বিত দেখে বললেন : তার কি হয়েছে? তারা বললেন, তার নুগার (পাখিটি) মারা গেছে। নাবী ﷺ বললেন : ওহে আবু উমাইর! কি হয়েছে তোমার নুগাইর?^{৪৯৬৭}

সহীহ।

^{৪৯৬৫} বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, তিরমিযী, আহমাদ।

^{৪৯৬৬} আহমাদ, বায়হাকী, ত্বাবারানী। সানাদের মুহাম্মাদ বিন ইমরান সম্পর্কে হাফিয বলেন : মাসতূর। ইমাম যাহাবী বলেন : তার মুন্কার হাদীস রয়েছে।

^{৪৯৬৭} বুখারী, মুসলিম।

৭৮ - باب في المرأة تُكْنَى

অনুচ্ছেদ-৭৮ : নারীদের উপনাম গ্রহণ

৪৭৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ، - الْمَعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ غُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ صَوَاحِبِي لَهُنَّ كُنًى . قَالَ " فَكُنْتِي بِابْنِكَ عَبْدُ اللَّهِ " . يَعْنِي ابْنَ أُخْتِهَا قَالَ مُسَدَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ فَكَانَتْ تُكْنَى بِأُمِّ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَكَذَا قَالَ قُرَّانُ بْنُ تَمَّامٍ وَمَعْمَرُ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ نَحْوَهُ وَرَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ بْنِ عُبَادٍ بْنِ حَمْزَةَ وَكَذَلِكَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَمُسْلِمَةُ بْنُ قَعْنَبٍ عَنْ هِشَامٍ كَمَا قَالَ أَبُو أُسَامَةَ .

صحيح

৪৯৭০। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আব্বাহর রাসূল! আমার প্রত্যেক বান্ধবীর ডাকনাম আছে। আপনি আমার একটি ডাকনাম ঠিক করে দিন। তিনি বললেন : তুমি তোমার (বোনের) ছেলে 'আবদুল্লাহর নামানুসারে উপনাম গ্রহণ করো। মুসাদ্দাদ (র) বলেন, যুবাইর (রা)-র পুত্র 'আবদুল্লাহ। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি উম্মু 'আবদুল্লাহ উপনাম গ্রহণ করলেন।^{৪৯৬৮}

সহীহ।

৭৯ - باب في المطاريض

অনুচ্ছেদ-৭৯ : পরোক্ষ মিথ্যাচার

৪৭৭১ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ شَرِيحٍ الْحَضْرَمِيُّ، - إِمَامٌ مَسْنُودٌ حَنِصٌ - حَدَّثَنَا بِقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ ضَبَّارَةَ بْنِ مَالِكٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أُسَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " كَبُرَتْ خِيَانَةٌ أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِمُصَدِّقٍ وَأَنْتَ لَهُ بِكَاذِبٍ " .

ضعيف، الضعيفة (١٢٥١)

৪৯৭১। সুফিয়ান ইবনু আসীদ আল-হাদরামী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা হলো, তুমি তোমার কোন ভাইকে কোন কথা বলেছো এবং সে তোমার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করে নিয়েছে, অথচ তুমি যা বলেছো তা ছিল মিথ্যা।^{৪৯৬৯}

দুর্বল : যঈফাহ হা/১২৫১।

৪৯৬৮ আহমাদ।

৪৯৬৯ বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, বায়হাক্বী। সানানে যুবাইরাহ বিন মালিক রয়েছে। তিনি অজ্ঞাত। যেমন বলেছেন যাহাবী মীযান গ্রন্থে এবং হাফিয আত-তাক্বীর গ্রন্থে।

৮০ - باب قول الرجل زعموا

অনুচ্ছেদ-৮০ : কোন ব্যক্তির “যা’আমু” শব্দ ব্যবহার করা সম্পর্কে

৪৭৭২ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، قَالَ أَبُو مَنْشُودٍ لَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَأَبِي مَنْشُودٍ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي " زَعَمُوا " . قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " بَشَسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ زَعَمُوا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا خُذِيفَةٌ .

صحیح

৪৯৭২। আবু ক্বিলাবাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবু মাস’উদ (রা) আবু ‘আবদুল্লাহ (রা)-কে অথবা আবু ‘আবদুল্লাহ (রা) আবু মাস’উদ (রা)-কে প্রশ্ন করলেন, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ‘যা’আমু’ শব্দ সম্পর্কে কী বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : “যা’আমু’ শব্দটি কোন ব্যক্তির নিকট ভারবাহী পশুর ন্যায়।”^{৪৯৭০}

সহীহ।

৮১ - باب في الرجل يقول في خطبته " أما بعد "

অনুচ্ছেদ-৮১ : বক্তব্যে ‘আম্মা বা’দ শব্দের ব্যবহার

৪৭৭৩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضْلٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْزَمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَهُمْ فَقَالَ " أَمَّا بَعْدُ " .

صحیح

৪৯৭৩। যায়িদ ইবনু আরক্বাম (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন এবং শুরুতে বললেন, আম্মা বা’দ (অতঃপর)।^{৪৯৭১}

সহীহ।

৮২ - باب في الكرم وحفظ المنطق

অনুচ্ছেদ-৮২ : আনুয়কে কারুণ্য বলা এবং বাকসংযত হওয়া

৪৭৭৪ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ الْكَرَمَ فَإِنَّ الْكَرَمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ وَلَكِنْ قُولُوا حَدَائِقُ الْأَعْتَابِ " .

صحیح

^{৪৯৭০} বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, আহমাদ।

^{৪৯৭১} মুসলিম, দারিমী, আহমাদ।

৪৯৭৪। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন (আজুরকে) কারাম না বলে। কারণ মুসলিমই হলো কারাম (সম্মান)। কিন্তু তোমরা 'হাদাইকুল আ'নাব' (আজুরের বাগান) বলবে।^{৪৯৭২}

সহীহ।

৮৩ - باب لَا يَقُولُ الْمَمْلُوكُ " رَبِّي وَرَبِّي

অনুচ্ছেদ-৮৩ : দাস/সেবক তার মালিককে 'আমার রব' বলবে না

৪৯৭৫ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَحَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، وَهَشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَا يَقُولُنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي وَلَا يَقُولَنَّ الْمَمْلُوكُ رَبِّي وَرَبَّتِي وَلَيَقُلَّ الْمَالِكُ قَتَايَ وَقَتَايَ وَلَيَقُلَّ الْمَمْلُوكُ سَيِّدِي وَسَيِّدَتِي فَإِنَّكُمْ الْمَمْلُوكُونَ وَالرَّبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " .

صحیح

৪৯৭৫। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন 'আমার দাস ও আমার দাসী' না বলে এবং অধীনস্থরাও যেন 'আমার রব, আমার রাব্বাতী' না বলে। বরং মনিব তার দাসকে বলবে, ফাতায়া ও ফাতাতী (আমার যুবক ও আমার যুবতী)। আর অধীনস্থ লোকেরাও বলবে, আমার সাইয়িদ আমার সাইয়িদাহ (আমার নেতা ও আমার নেত্রী)। কেননা তোমরা সবাই গোলাম। মহান আল্লাহই হলেন একমাত্র রব।^{৪৯৭০}

সহীহ।

৪৯৭৬ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا يُونُسَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي هَذَا الْخَبَرِ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " وَلَيَقُلَّ سَيِّدِي وَمَوْلَايَ " .

صحیح

৪৯৭৬। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে উপরোক্ত হাদীস ভিন্ন সানাদে বর্ণিত। বর্ণনাকারী এতে নাবী ﷺ এর উল্লেখ করেননি। এতে রয়েছে : সে যেন বলে, আমার নেতা, আমার নেত্রী।^{৪৯৭৪}

সহীহ।

৪৯৭৭ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا تَقُولُوا لِلْمَنَاقِفِ سَيِّدٌ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ " .

صحیح

^{৪৯৭২} বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, মুসলিম।

^{৪৯৭৩} বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, আহমাদ।

^{৪৯৭৪} বুখারী, মুসলিম।

৪৯৭৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ (রা) হতে ভায় পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা মুনাফিককে নেতা বলবে না। কেননা সে যদি নেতা হয় তাহলে তোমরা তোমাদের মহামহিম আল্লাহকে রাগান্বিত করলে।^{৪৯৭৫}

সহীহ।

৪ - ৮৮ - باب لا يُقالُ خُبْتُ نفسي

অনুচ্ছেদ-৮৮ : আমার আত্মা কলুষিত হয়ে গেছে এরূপ না বলা

৪৯৭৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنْظَلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خُبْتُ نَفْسِي وَلَيْقُلْ لَقِستُ نَفْسِي " .

صحیح

৪৯৭৮। সাহল ইবনু হুলাইফ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন না বলে, 'আমার আত্মা কলুষিত' হয়ে গেছে। বরং বলবে : আমার আত্মা অস্থির হয়ে পড়েছে।^{৪৯৭৬}

সহীহ।

৪৯৭৭ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ غَرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَاشَتْ نَفْسِي وَلَكِنْ لَيْقُلْ لَقِستُ نَفْسِي " .

صحیح

৪৯৭৯। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ যেন না বলে, আমার আত্মা বিকল হয়ে গেছে। বরং বলবে : আমার আত্মা বিতুল হয়ে গেছে।^{৪৯৭৭}

সহীহ।

৪৯৮০ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّلَبِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ " .

صحیح

৪৯৮০। হুয়াইফাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : তোমরা বলো না যে, আল্লাহ যা চান এবং অমুক লোক যা চায়। সুতরাং তোমরা বলো আল্লাহ যা চান, অতঃপর অমুকে যা চায়।^{৪৯৭৮}

সহীহ।

৪৯৭৫ নাসায়ীর 'আমালুল ইয়াওমি ওয়ালা লাইলাহ, আহমাদ।

৪৯৭৬ বুখারী, মুসলিম।

৪৯৭৭ বুখারী, মুসলিম।

৪৯৭৮ আহমাদ।

অনুচ্ছেদ- ৮৫

৪৯৮১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ الطَّائِي، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّ خَطِيبًا، خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا . فَقَالَ " قُمْ " .
أَوْ قَالَ " اذْهَبْ فَبَسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ " .

صحیح

৪৯৮১। ‘আদী ইবনু হাতিম (রা) সূত্রে বর্ণিত। এক বক্তা নাবী ﷺ-এর উপস্থিতিতে বক্তৃতা করতে গিয়ে বললো : “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করলো সে সঠিক পথ পেলো আর যে তাঁদের আদেশ অমান্য করলো- এ পর্যন্ত বলার পর তিনি ﷺ বললেন, ওঠো! অথবা তিনি বললেন, চলে যাও! কারণ তুমি কতই না খারাপ বক্তা।”^{৪৯৭৯}

সহীহ।

৪৯৮২ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ، عَنْ خَالِدٍ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ خَالِدٍ، - يَعْنِي الْحَذَاءَ - عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ فَعَزَّزْتُ دَابَّتَهُ فَقُلْتُ تَعَسَ الشَّيْطَانُ . فَقَالَ " لَا تَقُلْ تَعَسَ الشَّيْطَانُ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَعَاظَمَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْبَيْتِ وَيَقُولُ بِقُوَّتِي وَلَكِنْ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الذُّبَابِ " .

صحیح

৪৯৮২। আবুল মালীহ (র) হতে এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জন্তুয়ানে নাবী ﷺ-এর পিছনে বসা ছিলাম। হঠাৎ তাঁর সাওয়ারী হেঁচট খেলে আমি বললাম, শয়তান ধ্বংস হয়েছে। তিনি বললেন, একথা বলো যে, না শয়তান ধ্বংস হয়েছে। কেননা তুমি একথা বললে সে অহংকারে ঘরের মতো বড় আকৃতির হয়ে যাবে এবং সে বলবে, আমার ক্ষমতায় হয়েছে। অতএব বলো, আল্লাহর নামে। যখন তুমি ‘আল্লাহ নামে’ বলবে তখন শয়তান হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে মাছির মত হয়ে যাবে।^{৪৯৮০}

সহীহ।

৪৯৮৩ - حَدَّثَنَا الْقَعْقَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا سَمِعْتَ " . وَقَالَ مُوسَى " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلُكُهُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَالِكٌ إِذَا قَالَ ذَلِكَ تَحَرُّنَا لِمَا يَرَى فِي النَّاسِ - يَعْنِي فِي أَمْرِ دِينِهِمْ - فَلَا أَرَى بِهِ بَأْسًا وَإِذَا قَالَ ذَلِكَ عُجِبًا بِنَفْسِهِ وَتَصَاغَرًا لِلنَّاسِ فَهُوَ الْمَكْرُوهُ الَّذِي نُهَى عَنْهُ .

صحیح

৪৯৮৩। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে বলতে শুনেবে, সকল লোক ধ্বংস হয়েছে, তখন সে-ই তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ধ্বংসের কবলে পড়বে। অথবা সে যেন তাদেরকে ধ্বংস করলো। বর্ণনাকারী মূসা (রা) শুনেছিলেন পরিবর্তে বলেছেন উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, মালিক (র) বলেছেন, সে যদি ধর্মীয় বিষয়ে মানুষের অবনতি লক্ষ্য করে দুঃখে একথা বলে তাহলে আমার মতে তা দূষণীয় নয়। কিন্তু সে আত্মগর্বি হয়ে এবং লোকজনকে তুচ্ছজ্ঞান করে একথা বললে তা হবে জঘন্য আচরণ, যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।^{৪৯৮৩}

সহীহ।

১৬ - باب في صلاة العتمة

অনুচ্ছেদ-৮৬ : 'আতামার সলাত

৪৯৮৪ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَا تَغْلِبُكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ إِلَّا وَإِنَّهَا الْعِشَاءُ وَلَكِنَّهُمْ يُغْتَمُونَ بِالْإِبِلِ " .

صحيح

৪৯৮৪। আবু সালামাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু 'উমার (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেন : বেদুঈনরা যেন সলাতের ওয়াক্তের নামকরণের ক্ষেত্রে তোমাদেরকে পরাভূত করতে না পারে। জেনে রাখো, সেটি হলো 'ইশার সলাত। কিন্তু তারা রাতের অন্ধকার আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করে উটের দুধ দোহন করে।^{৪৯৮৪}

সহীহ।

৪৯৮৫ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مِسْقَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْحَقْدِ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ - قَالَ مِسْقَرٌ أَرَاهُ مِنْ خِرَاعَةٍ - لَيْتَنِي صَلَّيْتُ فَاسْتَرَحْتُ فَكَأَنَّهُمْ غَابُوا عَلَيْهِ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " يَا بِلَالُ أَقِمِ الصَّلَاةَ أَرِحْنَا بِهَا " .

صحيح

৪৯৮৫। সালিম ইবনু আবুল জা'দ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলেন, মিস'আর বলেছেন, আমার ধারণা, সে ব্যক্তি খুযাআ গোত্রীয়, যদি আমি সলাত পড়তাম তাহলে প্রশান্তি পেতাম। উপস্থিত লোকজন নারাজ হলো। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : হে বিলাল! সলাত ক্বায়িম করো। আমরা এর মাধ্যমে স্বস্তি লাভ করতে পারবো।^{৪৯৮৫}

সহীহ।

৪৯৮১ মুসলিম, আহমাদ।

৪৯৮২ মুসলিম, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৪৯৮৩ আহমাদ।

৪৯৮৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْحَجْدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ، قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبِي، إِلَى صَهْرٍ لَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ نُعَوِّدُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَالَ لِبَعْضِ أَهْلِهِ يَا جَارِيَةُ اثْنُونِي بِوُضْوءٍ لَعَلِّي أَصَلِّي فَأَسْتَرِيحَ - قَالَ - فَأَنكَرْنَا ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " قُمْ يَا بِلَالُ أَقُمْ فَأَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ " .

صحیح

৪৯৮৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়া (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে আমি ও আমার পিতা আনসার গোত্রীয় আমার শ্বশুরবাড়ি গেলাম। তখন সলাতের ওয়াক্ত হলে তিনি তার পরিবারের একজনকে ডেকে বললেন, এই যে মেয়ে! উয়র জন্যে পানি আনো, যাতে আমি সলাত পড়ে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। বর্ণনাকারী বলেন, তার একথায় আমরা নারাজ হলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : হে বিলাল! আযান দাও, আমরা সলাতের মাধ্যমে প্রশান্তি লাভ করবো।^{৪৯৮৮}

সহীহ।

৪৯৮৭ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَلَيْهَا السَّلَامُ قَالَتْ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَسَبَّأُ أَحَدًا إِلَّا إِلَى الدِّينِ .

ضعيف الإسناد

৪৯৮৭। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দ্বীনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা ছাড়া অন্যভাবে কারো পরিচয় দিতে শুনি নি।^{৪৯৮৫}

সানাদ দুর্বল।

৮৭ - بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّرْخِصِ، فِي ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ-৮৭ : পরিচিতির ব্যাপারে বিকল্প ব্যবস্থা অনুমোদিত

৪৯৮৮ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ فِرْعَ بِالْمَدِينَةِ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ فَقَالَ " مَا رَأَيْنَا شَيْئًا " . أَوْ " مَا رَأَيْنَا مِنْ فِرْعٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا " .

صحیح

৪৯৮৮। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মাদীনাহুয় লোকেরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। নাবী ﷺ আবু ত্বালহার (রা) ঘোড়ায় চড়ে অনুসন্ধান করে এসে বললেন : আমি তো ভীতিজনক কোন কিছুই দেখলাম না। আমি ঘোড়াটিকে সমুদ্রের ন্যায় (দ্রুতগতির) পেয়েছি।^{৪৯৮৬}

সহীহ।

৪৯৮৮ আহমাদ।

৪৯৮৫ আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সানাদের যায়িদ বিন আসলাম হাদীসটি 'আয়িশাহ হতে শুনে নি। সুত্তরাং সানাদ মুনকাতি। এছাড়া সানাদে হিশাম ইবনু সাঈদ সম্পর্কে ইবনু মাজিন বলেন : তিনি তেমন শক্তিশালী নন।

৪৯৮৬ বুখারী, মুসলিম।

www.waytojannah.com

৪৯৯১। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ঘরে বসা অবস্থায় আমার মা আমাকে ডেকে বললেন, এই যে, এসো! তোমাকে দিবো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে প্রশ্ন করলেন : তাকে কি দেয়ার ইচ্ছা করেছে? তিনি বললেন, খেজুর। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : যদি তুমি তাকে কিছু না দিতে তাহলে এ কারনে তোমার আমলনামায় একটি মিথ্যার পাপ লিপিবদ্ধ হতো।^{৪৯৮৯}

হাসান।

৪৯৯২ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غَاصِمٍ، - قَالَ ابْنُ حُسَيْنٍ فِي حَدِيثِهِ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَذْكُرْ حَفْصُ أَبَا هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يُسْنِدْهُ إِلَّا هَذَا الشَّيْخُ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ حَفْصٍ الْمَدَائِنِيُّ .

صحیح

৪৯৯২। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী সাভ্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে কোন কথা শোনাযাত্রই (যাচাই না করে) বলে বেড়ায়।^{৪৯৯০}

সহীহ।

৪৯ - باب في حسن الظن

অনুচ্ছেদ-৮৯ : সুখারণা পোষণ

৪৯৯৩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مُهَنَّأِ بْنِ شَيْبَةَ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ أَفْهَمْ مِنْهُ جَيِّدًا - عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، - قَالَ نَصْرُ : ابْنُ نَهَارٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - قَالَ نَصْرُ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ مُهَنَّأُ ثِقَةٌ بَصْرِيٌّ .

ضعيف، الضعيفة (৩১০০)

৪৯৯৩। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : উত্তম ধারণা পোষণ উত্তম ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।^{৪৯৯১}

দূর্বল : যঈফাহ হা/৩১৫০।

৪৯৯৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْزُوقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُعْتَكِفًا فَأَتَتْهُ أَزْوَرُهُ لَيْلًا فَحَدَّثَتْهُ وَقَمْتُ فَأَنْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِيَ لَيْلَتَيْنِ - وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ ﷺ أَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " عَلَى رِسْلِكُمَا إِنِّهَا

৪৯৮৯ আহমাদ।

৪৯৯০ মুসলিম, হাকিম।

৪৯৯১ আহমাদ, ইবনু হিব্বান।

صَفِيَّةُ بِنْتُ حُجٍّ " . فَلَا سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ فَخَشِيتُ أَنْ يَفْذِفَ فِي قُلُوبِكُمْ شَيْئًا " . أَوْ قَالَ " شَرًّا " .

صحیح

৪৯৯৪ । উম্মুল মু'মিনীন সাফিয়াহ (রা) সূত্রে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ই'তিকাহ অবস্থায় ছিলেন । এক রাতে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে তাঁর নিকট গেলাম । কথাবার্তা শেষ করে আমি ফিরে আসার জন্য দাঁড়ালে তিনিও আমাকে এগিয়ে দিতে দাঁড়ালেন । তার (সাফিয়া (রা.) বসবাসের স্থান ছিল উসামা ইবনু যায়িদ (রা)-এর ঘর (সংলগ্ন) । এ সময় আনসার গোত্রের দুই ব্যক্তি যাচ্ছিলেন । তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখে দ্রুত চলে যাচ্ছিলেন । রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা থামো! ইনি (আমার স্ত্রী) সাফিয়াহ বিনতু হুয়াই । তারা দু'জনে বললেন, "সুবহানাল্লাহ! হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : শয়তান মানুষের মধ্যে রক্তের মত চলাচল করে । তাই আমার ভয় হচ্ছিল যে, সে তোমাদের দু'জনের মনে মন্দ কিছু নিক্ষেপ করবে ।^{৪৯৯২}

সহীহ ।

৯০ - باب في العدة

অনুচ্ছেদ-৯০ : ওয়াদা পালন

৪৯৯০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي الثَّعْمَانِ، عَنْ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ - وَمِنْ نَيْتِهِ أَنْ يَقِي لَهُ - فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِئْ لِلْمِيعَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ " .

ضعیف

৪৯৯৫ । যায়িদ ইবনু আরক্বাম (রা) সূত্রে বর্ণিত । নাবী ﷺ বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের সঙ্গে ওয়াদা পূর্ণ করার নিয়্যাতে অঙ্গীকার করে এবং কোন কারণে উক্ত অঙ্গীকার পূরণ করতে না পারে এবং ওয়াদা পূরণের নির্দিষ্ট সময়ও না আসে তাহলে তার পাপ হবে না ।^{৪৯৯০}

দূর্বল ।

৪৯৯৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ التَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ بَدِيلٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْحَمْسَاءِ، قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَيْعَ قَبْلِ أَنْ يَبْعَثَ وَيَقِيَتْ لَهُ بَقِيَّةُ فَوْعَدَتِهِ أَنْ آتِيَهُ بِهَا فِي مَكَانِهِ فَتَسِيَتْ ثُمَّ ذَكَرْتُ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَجِئْتُ فَإِذَا هُوَ فِي مَكَانِهِ فَقَالَ " يَا فَتَى لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ أَنَا هَا هُنَا مُنْذُ ثَلَاثٍ أَتَنْتَظِرُكَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى هَذَا عِنْدَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

^{৪৯৯২} এটি গত হয়েছে হা/২৪৭০ ।

^{৪৯৯৩} তিরমিযী । ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি গরীব । এর সানাদ মজবুত নয় । সানাদে আবু নু'মান এবং আবু ওয়াক্কাস উভয়ে অজ্ঞাত ।

بْنِ شَقِيقٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا بَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ بَلَغَنِي أَنَّ بَشَرَ بْنَ السَّرِيِّ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ .

ضعيف الإسناد

৪৯৯৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু আবু হামসাআ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর নবুওয়াত লাভের আগের ঘটনা। আমি তাঁর নিকট হতে একটা জিনিস কিনে কিছু দাম বাকি রেখে এই বলে চলে গেলাম যে, আমি অবশিষ্ট মূল্য নিয়ে এখানে এসে পৌঁছিয়ে দিবো। পরে আমি অঙ্গীকার ভুলে গেলাম। তিনদিন পর আমার এ ওয়াদার কথা মনে পড়লো। আমি অবশিষ্ট মূল্য নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলাম, তিনি সেখানেই আছেন। তিনি বললেন, ওহে যুবক! তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছ। আমি তিনদিন যাবত এখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।^{৪৯৯৪}

সানাদ দুর্বল।

৯১ - باب في المتشيع بما لم يُعط

অনুচ্ছেদ-৯১ : না পেয়েও ভুঁতির ভান করা

৪৯৯৭ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ غُرُورٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُثَنَّرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ امْرَأَةً، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَةً - تُعْنِي ضُرَّةٌ - هَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ لَهَا بِمَا لَمْ يُعْطَ رَوْحِي قَالَ "الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ نَوْتِي زُورٍ" .

صحیح

৪৯৯৭। আসমা বিনতু আবু বাকর (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা এক মহিলা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার একজন সতীন আছে। আমি কি তাকে এরূপ বলতে পারি যে, আমার স্বামী আমাকে এই বস্ত্র দিয়েছে, অথচ বাস্তবে তা দেয়নি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : না পেয়ে পাওয়ার ভানকারী মিথ্যাচারের দু'টি পোশাক পরিধানকারীর মতই।^{৪৯৯৫}

সহীহ।

৯২ - باب ما جاء في المزاح

অনুচ্ছেদ-৯২ : রসিকতা সম্পর্কে

৫০৯৮ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا، أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اخْمَلْنِي . قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "إِنَّا حَامِلُونَكَ عَلَى وَلَدٍ نَاقَةٍ" . قَالَ وَمَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا الْتُرُقُ" .

صحیح

^{৪৯৯৪} বায়হাক্বী। ইবনুল জাওযী বলেন : বর্ণনাটি সহীহ নয়। সানাদে রয়েছে আবদুল কাব্বীম। আইয়ুব সাখতায়ানী তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেন : তিনি কিছুই না। হাফিয বলেন : যঈফ। ইমাম নাসায়ী ও দারাকুতনী বলেন : মাতরুক। ইবনু হিব্বান বলেন : তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না।
^{৪৯৯৫} বুখারী, মুসলিম।

৪৯৯৮। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা এক লোক নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে একটা আরোহীর ব্যবস্থা করে দিন। নাবী ﷺ বললেন : আমি তোমাকে আরোহণের জন্য একটা উষ্ট্রীয় বাচ্চা দিবো। লোকটি বললো, উষ্ট্রীয় বাচ্চা দিয়ে আমি কি করবো? নাবী ﷺ বললেন : উটকে তো উষ্ট্রীই জন্ম দেয়।^{৪৯৯৬}

সহীহ।

৫০৭৭ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْعِزَّارِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ عَالِيًا فَلَمَّا دَخَلَ تَنَاولَهَا لِيَلْطِمَهَا وَقَالَ لَا أَرَاكَ تَرْفَعِينَ صَوْتَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَحْجُزُهُ وَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُغْضِبًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ "كَيْفَ رَأَيْتَنِي أَتَقْدُتُكَ مِنَ الرَّجُلِ". قَالَ فَمَكَتْ أَبُو بَكْرٍ أَيَّامًا ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدَهُمَا قَدْ اضْطَلَحَا فَقَالَ لَهُمَا أَذْخِلَانِي فِي سِلْمِكُمَا كَمَا أَذْخَلْتُمَانِي فِي حَرْبِكُمَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "قَدْ فَعَلْنَا قَدْ فَعَلْنَا".

ضعيف الإسناد

৪৯৯৯। নু'মান ইবনু বাশীর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবু বাকর (রা) নাবী ﷺ-এর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তখন তিনি 'আয়িশাহর (রা) উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। আবু বাকর (রা) ভেতরে ঢুকে 'আয়িশাহ (রা)-কে দুর্বল করার জন্য চড় মারতে প্রস্তুত হলেন এবং বললেন, আমি কি লক্ষ্য করিনি যে, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে উচ্চস্বরে কথা বলছো? রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বাকর (রা)-কে বারণ করলেন। আবু বাকর (রা) রাগান্বিত অবস্থায় বেরিয়ে গেলেন। আবু বাকর (রা) চলে যাওয়ার পর নাবী ﷺ 'আয়িশাহ (রা)-কে (কৌতুকের ছলে) বললেন, দেখলে তো, আমি তোমাকে কিভাবে ঐ লোকটার হাত হতে বাঁচলাম! বর্ণনাকারী বলেন, এরপর কয়েক দিন আবু বাকর (রা) তাঁর নিকট আসলেন না। অতঃপর একদিন এসে ভেতরে আসার অনুমতি চাইলেন এবং ভিতরে ঢুকে উভয়কে সন্তুষ্ট অবস্থায় দেখতে পেয়ে বললেন, আমাকেও তোমাদের শান্তির অংশীদার বানাও যেমনটি তোমরা আমাকে অংশীদার বানিয়েছিলে তোমাদের কলহে। নাবী ﷺ বলেন : আমরা তাই করলাম।^{৪৯৯৭}

সানা দূর্বল।

৫০০০ - حَدَّثَنَا مُؤَمِّلُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ بُسَيْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ ثُبُوكَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ وَقَالَ "ادْخُلْ". فَقُلْتُ أَكُلِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "كُلْكَ". فَدَخَلْتُ.

صحيح

৫০০০। 'আওফ ইবনু মালিক আল-আশজাজী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবুক যুদ্ধের সময় আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকট গেলাম। তখন তিনি চামড়ার তৈরী তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। আমি তাঁকে

৪৯৯৬ তিরমিযী, আহমাদ।

৪৯৯৭ আহমাদ।

সালাম দিলে তিনি সালামের জবাব দিয়ে ভেতরে ঢুকতে বললেন। আমি (কৌতুকের ছলে) বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পুরো শরীরসহ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, পুরো শরীরসহ এসো। অতঃপর আমি ঢুকলাম।^{৪৯৯৮}

সহীহ।

৫০০১ - حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ، قَالَ إِنَّمَا قَالَ أَذْخُلُ كُلِّي . مِنْ

صَغِيرِ الْقَبَةِ .

ضعيف الإسناد مقطوع

৫০০১। ‘উসমান ইবনু আবুল আতিকাহ (রা) বলেন, তাঁবুর পরিধি সংকীর্ণ হওয়ায় ‘আওফ (রা) কৌতুক করে বলেছিলেন, আমার পুরো শরীরসহ প্রবেশ করবো?^{৪৯৯৯}

সানাদ যঈফ মাকতূ’।

৫০০২ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَا ذَا

الْأَذْنَيْنِ " .

صحيح

৫০০২। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ (কৌতুক করে) আমাকে বললেন, ওহে দুই কানওয়ালা!^{৫০০০}

সহীহ।

৯৩ - باب مَنْ يَأْخُذُ الشَّيْءَ عَلَى الْمِزَاحِ

অনুচ্ছেদ-৯৩ : কেউ ঠাট্টাচ্লে কিছু গ্রহণ করলে

৫০০৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشَقِيُّ،

حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لَا يَأْخُذْنَ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا " . وَقَالَ سُلَيْمَانُ " لَعِبًا وَلَا جِدًّا " . " وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيُرُدَّهَا " . لَمْ يَقُلْ ابْنُ بَشَّارٍ ابْنُ يَزِيدَ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

حسن

৫০০৩। ‘আবদুল্লাহ ইবনুস সাযিব ইবনু ইয়াযীদ (র) তার পিতা হতে তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের কোন জিনিস না নেয়,

^{৪৯৯৮} বুখারী, ইবনু মাজাহ।

^{৪৯৯৯} বায়হাকী। মুনিযিরী বলেন : সানাদের ‘উসমান বিন আবুল আতিকাহ সমালোচিত।

^{৫০০০} তিরমিযী, আহমাদ।

খেলাচ্ছিলেই হোক কিংবা বাস্তবিকই হোক। আর কেউ তার কোন ভাইয়ের লাঠি নিয়ে থাকলে তা যেন ফিরিয়ে দেয়।^{৫০০১}

হাসান।

৫০০৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأُبَّارِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ ثُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا أَصْحَابُ، مُحَمَّدٍ ﷺ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَأَنْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ فَفَزِعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا " .

صحیح

৫০০৪। ‘আবদুর রহমান ইবনু আবু লাইলাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে মুহাম্মাদ ﷺ -এর সাহাবীগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, একদা তারা নাবী ﷺ-এর সঙ্গে সফরে ছিলেন। তাদের এক ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়লে তাদের মধ্যকার কেউ গিয়ে (মজার ছলে) তার সঙ্গে রশি নিয়ে আসলো। তাতে সে ভয় পেয়ে গেলো। নাবী ﷺ বললেন : কোন মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমকে ভয় দেখানো বৈধ নয়।^{৫০০২}

সহীহ।

৯৬ - باب مَا جَاءَ فِي الْمُتَشَدِّقِ فِي الْكَلَامِ

অনুচ্ছেদ-৯৬ : বাকপটুতা সম্পর্কে

৫০০৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَاهِلِيُّ، - وَكَانَ يَنْزِلُ الْعَوْقَةَ - حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ بَشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنْ اللَّهَ عَزَّ وَحَلَّ يُغِضُّ الْبَلِغُ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ تَخَلَّلَ الْبَاقِرَةَ بِلِسَانِهَا " .

صحیح

৫০০৫। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ সেসব লোককে ঘৃণা করেন যারা বাকপটুত্ব প্রদর্শনের জন্য জিহ্বাকে দাঁতের সঙ্গে লাগিয়ে বিকট শব্দ করে, গরু তার জিহ্বা নেড়ে যেমন করে থাকে।^{৫০০৩}

সহীহ।

৫০০৬ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا وَهْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ شَرْحِبِيلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ تَعَلَّمَ صَرْفَ الْكَلَامِ لَيْسَنِي بِهِ قُلُوبُ الرِّجَالِ أَوْ النَّاسِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَذْلًا " .

ضعيف ، المشكاة (٤٨٠٢)

^{৫০০১} বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, তিরমিযী।

^{৫০০২} আহমাদ।

^{৫০০৩} তিরমিযী, আহমাদ।

৫০০৬। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মানুষের অন্তরকে আকৃষ্ট করার জন্য চিত্তাকর্ষক কথাবার্তা শিখে, আল্লাহ কিয়ামাতের দিন তার কোন তাওবাহ ও ফিদইয়া (অথবা ফরয ও নফল 'ইবাদত) গ্রহণ করবেন না।^{৫০০৮}

দুর্বল : মিশকাত হা/৪৮০২।

৫০০৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ - يَعْنِي لِبَيَانِهِمَا - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنْ مِنْ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ " .. أَوْ " إِنْ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ " .

صحیح

৫০০৭। আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা প্রাচ্য হতে দু'ব্যক্তি এসে বক্তৃতা করলো এবং উভয়ের বক্তৃতা শুনে লোকেরা বিস্মিত হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোন কোন বক্তৃতায় যাদুর প্রভাব আছে।^{৫০০৫}

সহীহ।

৫০০৮ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَهْرَانِيُّ، أَنَّهُ قَرَأَ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيَّاشٍ وَحَدَّثَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ابْنُهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ضَمْضَمٌ عَنْ شَرِيحِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ظَبْيَةَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ يَوْمًا وَقَامَ رَجُلٌ فَأَكْثَرَ الْقَوْلَ فَقَالَ عَمْرُو لَوْ قَصَدَ فِي قَوْلِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لَقَدْ رَأَيْتُ أَوْ أَمَرْتُ أَنْ أَتَحَوَّزَ فِي الْقَوْلِ فَإِنَّ الْحَوَّازَ هُوَ خَيْرٌ " .

حسن الإسناد

৫০০৮। 'আমর ইবনুল 'আস (রা) একদিন বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিল। 'আমর (রা) বললেন, যদি সে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতো তবে তার জন্য ভালো হতো। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আমার নিকট উপযুক্ত মনে হয়েছে অথবা আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে ভাষণ সংক্ষিপ্ত করতে। কেননা সংক্ষিপ্ত আলোচনা উত্তম।^{৫০০৬}

সানাদ হাসান।

৯০ - باب مَا جَاءَ فِي الشَّعْرِ

অনুচ্ছেদ-৯৫: কবিতা

৫০০৭ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَأَنْ يَمْتَلِيَّ جَوْفُ أَحَدِكُمْ فَيَحَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيَّ شِعْرًا " . قَالَ أَبُو عَلِيٍّ بَلَّغَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ وَجْهَهُ أَنْ يَمْتَلِيَّ قَلْبُهُ حَتَّى يَشْعَلَهُ عَنِ الْقُرْآنِ وَذَكَرِ اللَّهِ فَإِذَا كَانَ الْقُرْآنُ وَالْعِلْمُ الْغَالِبَ فَلَيْسَ جَوْفُ هَذَا عِنْدَنَا مُمْتَلِئًا مِنَ الشَّعْرِ

^{৫০০৮} মিশকাত। এর সানাদ মুনকাতি।

^{৫০০৫} বুখারী, আহমাদ।

^{৫০০৬} বায়হাকী। সানাদে মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল তার পিতার সূত্রে বর্ণনায় সমালোচিত।

وَإِنْ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا . قَالَ كَانَ الْمَعْنَى أَنْ يَتْلُغَ مِنْ بَيَانِهِ أَنْ يَمْدَحَ الْإِنْسَانَ فَيَصْدُقَ فِيهِ حَتَّى يَصْرِفَ الْقُلُوبَ إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ يَذْمُهُ فَيَصْدُقَ فِيهِ حَتَّى يَصْرِفَ الْقُلُوبَ إِلَى قَوْلِهِ الْآخِرِ فَكَأَنَّهُ سَحَرَّ السَّامِعِينَ بِذَلِكَ .

صحیح

৫০০৯। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কবিতা দিয়ে পেট ভরার চেয়ে তোমাদের জন্য পূজ দিয়ে পেট ভর্তি করা উত্তম। আবু 'আলী (রা) বলেন, আবু 'উবাইদ সম্পর্কে আমি জানতে পেরেছি যে, তিনি এ হাদীসের তাৎপর্য সম্পর্কে বলেন, কবিতায় তার কলব ভর্তি হয়ে যাওয়ায় সে কুরআন তিলাওয়াত এবং আল্লাহর যিকির হতে বঞ্চিত হবে। কিন্তু কুরআন ও ইলম চর্চার প্রাধান্য থাকলে আমরা বলবো না যে, তার পেট কবিতায় ভরা। 'কোন কোন ভাষণে অবশ্যই যাদুর প্রভাব রয়েছে' অর্থাৎ সে কোন মানুষের প্রশংসায় সীমালঙ্ঘন করবে এবং এতো উত্তেজক বক্তব্য রাখবে যে, মানুষের মন তার ভাষণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। আবার সে তার কুৎসা করলে এমনভাবে করবে যে, মানুষ তা বিশ্বাস করবে। ফলে তাদের অন্তর তার ভাষণের প্রতি আকৃষ্ট হবে। মনে হবে, সে যেন তার ভাষণের দ্বারা শ্রোতাদের উপর যাদু করেছে।^{৫০০৭}

সহীহ।

৫০১০ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَعْنُوثَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " إِنْ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةٌ " .

صحیح

৫০১০। উবাই ইবনু কা'ব (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : কোন কোন কবিতা প্রজ্ঞাপূর্ণ।^{৫০০৮}

সহীহ।

৫০১১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَحَمَلَ بِتَكَلُّمٍ بِكَلَامٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنْ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا وَإِنْ مِنَ الشَّعْرِ حُكْمًا " .

صحیح

৫০১১। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক বেদুঈন এসে কথা বলা শুরু করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কোন কোন আলোচনা যাদুর মত হৃদয়গ্রাহী; আর কোন কোন কবিতা হিকমাতপূর্ণ।^{৫০০৯}

সহীহ।

^{৫০০৭} বুখারী, মুসলিম।

^{৫০০৮} বুখারী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

^{৫০০৯} বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, আহমাদ।

৫০১২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو ثُمَيْلَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ التَّخَوِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ حَدَّثَنِي صَخْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِنْ مِنْ الْبَيَانِ سِحْرًا وَإِنْ مِنْ الْعِلْمِ جَهْلًا وَإِنْ مِنْ الشَّعْرِ حُكْمًا وَإِنْ مِنَ الْقَوْلِ عِيَالًا " . فَقَالَ صَعَصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ صَدَقَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَمَّا قَوْلُهُ " إِنْ مِنْ الْبَيَانِ سِحْرًا " . فَالرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَهُوَ الْخَنُ بِالْحُجَجِ مِنْ صَاحِبِ الْحَقِّ فَيَسْحَرُ الْقَوْمَ بَيَانِهِ فَيَذْهَبُ بِالْحَقِّ وَأَمَّا قَوْلُهُ " إِنْ مِنْ الْعِلْمِ جَهْلًا " . فَيَتَكَلَّفُ الْعَالَمُ إِلَى عِلْمِهِ مَا لَا يَعْلَمُ فَيَجْهَلُهُ ذَلِكَ وَأَمَّا قَوْلُهُ " إِنْ مِنْ الشَّعْرِ حُكْمًا " . فَهِيَ هَذِهِ الْمَوَاعِظُ وَالْأَنْثَالُ الَّتِي يَتَعَطَّى بِهَا النَّاسُ وَأَمَّا قَوْلُهُ " إِنْ مِنَ الْقَوْلِ عِيَالًا " . فَمَرَضُكَ كَلَامُكَ وَحَدِيثُكَ عَلَى مَنْ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ وَلَا يُرِيدُهُ .

ضعيف، المشكاة (٤٨٠٤)

৫০১২। সাখর ইবনু ‘আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ (র) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : কোন কোন বর্ণনা যাদুর মত হৃদয়গ্রাহী হয়, কোন কোন ইল্ম অজ্ঞতাপূর্ণ হয়, কোন কোন কবিতা হিকমাতপূর্ণ হয় এবং কোন কোন কথা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। সা’সাআহ ইবনু সুহান বলেন, আল্লাহর নাবী ﷺ সঠিক বলেছেন। প্রথমত, রাসূলুল্লাহর ﷺ-এর বাণী “কোন কোন বর্ণনায় যাদুর মত হৃদয়গ্রাহী হয়”- প্রায় দেখা যায়, কোন ব্যক্তির নিকট অপরের হক থাকে কিন্তু সে হকদারের সঙ্গে এমন সুন্দরভাবে যুক্তিপূর্ণ কথা বলে যাতে পাওনাদারের দেনা পরিশোধ করতে হয় না। আর ‘ইলম অজ্ঞতা হয়ে থাকে’, এর অর্থ হলো, ‘আলিম ব্যক্তি না জেনেও জানার ভান করে, ফলে এটাই অজ্ঞতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর কবিতাকে হিকমাত বলার কারণ হচ্ছে, কোন কোন কবিতায় এমন নসীহতপূর্ণ থাকে যা মানুষ গ্রহণ করে থাকে। আর কোন কোন কথা বোঝাম্বরূপ হওয়ার অর্থ হলো, অনুপযুক্ত ব্যক্তির কাছে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা, যা সে তা শুনতে চায় না।^{৫০১০}

দূর্বল : মিশকাত হা/৪৮০৪।

৫০১৩ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلْفٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، - الْمَعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ مَرَّ عُمَرُ بِحَسَّانَ وَهُوَ يُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَحَظَ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أَتَشَدُّ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ .

صحيح

৫০১৩। সাঈদ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হাসান (রা) মাসজিদে কবিতা পাঠ করছিলেন এবং ‘উমার (রা) তখন সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। ‘উমার (রা) তার দিকে বক্র দৃষ্টিতে তাকালেন। তিনি বললেন, আমি মাসজিদে তখনও কবিতা পড়েছি যখন সেখানে তোমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তিটি হাজির ছিলেন।^{৫০১১}

সহীহ।

^{৫০১০} ইবনু ‘আবদুল বার ‘আত-তামহীদ’। হাফিয ইরাকী বলেন : এর সানাদে অজ্ঞাত বর্ণনাকারী আছে।

^{৫০১১} বুখারী, মুসলিম।

৫০১৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمَعْنَاهُ زَادَ فَحَشِيَ أَنْ يَرْمِيَهُ، بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَجَارَهُ .

সহিহ

৫০১৪। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত। তবে এতে রয়েছে : ‘উমার (রা) আশঙ্কা করলেন, তিনি যদি হাস্‌সান (রা)-কে বারণ করেন তবে তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ চুপ থাকাকে দলীল বানাবেন। তাই তিনি তাকে অনুমতি দিলেন।’^{৫০১২}

সহীহ।

৫০১৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ، لَوْثٌ حَدَّثَنَا أَبُو أَبِي الزُّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ، وَهَيْثَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ لِحْسَانَ مَتَبْرًا فِي الْمَسْجِدِ فَيَقُومُ عَلَيْهِ يَهْجُو مَنْ قَالَ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ مَعَ حَسَّانٍ مَا نَافَعَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ" .

حسن

৫০১৫। ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাস্‌সান (রা)-এর জন্য মাসজিদে একটি মিম্বার স্থাপন করতেন। তিনি তাতে দাঁড়িয়ে কাফিরদের মধ্যে যারা রাসূলুল্লাহর ﷺ শানে অবাস্তিত কথা বলতো তিনি কবিতায় তার প্রতিবাদ করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হাস্‌সান (রা) যতোক্ষণ রাসূলুল্লাহর ﷺ পক্ষ হতে প্রতিবাদ করতে থাকে ততোক্ষণ জিবরাঈল (আ) তার সঙ্গে থাকেন।’^{৫০১৩}

হাসান।

৫০১৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّخَوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ { وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ } فَنَسَخَ مِنْ ذَلِكَ وَاسْتَشْنَى فَقَالَ { إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا } .

حسن الإسناد

৫০১৬। ইবনু ‘আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, “পথভ্রষ্ট লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে” (সূরাহ শু‘আরা : ২২৪)। এ আয়াতটি আল্লাহ রহিত করেছেন এবং ব্যতিক্রম করেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন : “কিন্তু তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ রাখে” (সূরাহ শু‘আরা : ২২৭)।’^{৫০১৪}

সানাদ হাসান।

৫০১২ মুসলিম, বায়হাকী।
৫০১৩ তিরমিযী, আহমাদ।
৫০১৪ বায়হাকী।

৭৬ - باب في الرؤيا

অনুচ্ছেদ-৯৬ : স্বপ্ন সম্পর্কে

৫০১৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ زُفَرٍ بْنِ صَفْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْعَدَاةِ يَقُولُ " هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا وَيَقُولُ " إِنَّهُ لَيْسَ يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ " .

صحیح الإسناد

৫০১৭। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সলাত শেষে (লোকদের দিকে) মুখ করে বলতেন : আজ রাতে তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছে কি? অতঃপর তিনি বলতেন, আমার পরে কেবল সত্য স্বপ্ন ছাড়া নবুওয়্যাতের ধারা অবশিষ্ট থাকবে না।^{৫০১৫}

সানাদ সহীহ।

৫০১৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سُنَّتِهِ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ " .

৫০১৮। 'উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : মু'মিন ব্যক্তির স্বপ্ন নবুওয়্যাতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।^{৫০১৬}

৫০১৯ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهْمَانِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكُذْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ أَنْ تَكْذِبَ وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا وَالرُّؤْيَا ثَلَاثٌ فَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ وَالرُّؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدَّثُ بِهِ الْمَرْءُ نَفْسَهُ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيَصِلْ وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ " . قَالَ " وَأَحِبُّ الْقَيْدِ وَأَكْرَهُ الْغُلِّ وَالْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ " إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ " . يَعْنِي إِذَا اقْتَرَبَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ يَعْنِي يَسْتَوِيَانِ .

صحیح

৫০১৯। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : সময় যখন কাছাকাছি হবে তখন মুসলিমের স্বপ্ন মিথ্যা হবে না এবং যে যতো সত্যবাদী হবে তার স্বপ্নও ততো সত্য হবে। স্বপ্ন তিন প্রকার, (১) উত্তম স্বপ্ন যা আল্লাহর পক্ষ হতে সুসংবাদ, (খ) ভীতিপ্রদ স্বপ্ন যা শয়তানের পক্ষ হতে হয়ে থাকে (গ) যা মানুষ চিন্তা-ভাবনা ও ধারণা অনুপাতে দেখে থাকে। যে ব্যক্তি কোন খারাপ স্বপ্ন দেখবে, তার উচিত ঘুম হতে জেগে সলাত আদায় করা এবং ঐ স্বপ্ন সম্বন্ধে কারো সঙ্গে আলাপ না করা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমি স্বপ্নে পায়ে শিকল লাগানো দেখতে পাওয়াকে পছন্দ করি তবে

৫০১৫ আহমাদ।

৫০১৬ বুখারী, মুসলিম।

গলায় শিকল লাগানো দেখাকে অপছন্দ করি। স্বপ্নে শিকল দেখার তাৎপর্য হলো, দীনের উপর অবিচল থাকা। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, “সময় যখন কাছাকাছি হবে” অর্থাৎ যখন রাত ও দিনের দৈর্ঘ্য সমান হবে।^{৫০১৭}

সহীহ।

৫০২০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَظَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ عُلَيْسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "الرُّؤْيَا عَلَى رَجُلٍ طَائِرٌ مَا لَمْ تُعْبَرْ فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ" . قَالَ وَأَخْبَسَهُ قَالَ " وَلَا يَقْصُهَا إِلَّا عَلَى وَادٍ أَوْ ذِي رَأْيٍ " .

صحیح

৫০২০। আবু রায়ীন (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার পূর্ব পর্যন্ত তা একটি পাখির পায়ের সঙ্গে ঝুলন্ত থাকে। অতঃপর ব্যাখ্যা করা হলে তা কার্যকর হয়। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন : “বন্ধু ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে স্বপ্নের কথা বলবে না।^{৫০১৮}

সহীহ।

৫০২১ - حَدَّثَنَا الثَّقَلِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ زُهَيْرًا، يَقُولُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُتْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ لْيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ" .

صحیح

৫০২১। আবু ক্বাতাদাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ হতে এবং খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ হতে হয়ে থাকে। তোমাদের কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখলে তার উচিৎ তার বাম দিকে তিনবার থুথু মারা। অতঃপর ঐ স্বপ্নের খারাবী হতে আশ্রয় চাওয়া। তাহলে ঐ স্বপ্নে তার কোন ক্ষতি হবে না।^{৫০১৯}

সহীহ।

৫০২২ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَنْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ " .

صحیح

^{৫০১৭} বুখারী, মুসলিম।

^{৫০১৮} তিরমিযী, আহমাদ।

^{৫০১৯} বুখারী, মুসলিম।

৫০২২। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখলে সে যেন তার বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করে, মহান আল্লাহর নিকট শয়তান হতে তিনবার আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করে ঘুমায়।^{৫০২০}

সহীহ।

৫০২৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَسِيرَانِي فِي الْيَقْظَةِ " . أَوْ " لَكَأَنَّمَا رَأَى فِي الْيَقْظَةِ وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي " .

صحیح

৫০২৩। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখলো সে অতিশীঘ্রই জাগ্রত অবস্থায় আমাকে দেখতে পাবে অথবা সে যেন আমাকে জাগ্রত অবস্থায়ই দেখলো। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।^{৫০২১}

সহীহ।

৫০২৪ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " مَنْ صَوَّرَ صُورَةَ عَبْدِهِ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ وَمَنْ نَحَلَّمَ كَلْفٌ أَنْ يَعْقِدَ شَعِيرَةً وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثٍ قَوْمٍ يَفْرُونَ بِهِ مِنْهُ صَبٌّ فِي أُذُنِهِ الْآنَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

صحیح

৫০২৪। ইবনু আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন প্রাণীর ছবি আঁকবে কিয়ামাতের দিন সে তাতে প্রাণ সঞ্চার না করা পর্যন্ত তার শাস্তি হতে থাকবে। অথচ তার পক্ষে তাতে প্রাণ দেয়া অসম্ভব। আর যে ব্যক্তি মিথ্যা স্বপ্ন বলবে তাকে যবের দানায় গিঠ দিতে বলা হবে। আর যে ব্যক্তি এমন কওমের কথা কান লাগিয়ে শুনবে যারা তার থেকে ঐ কথা গোপন রাখতে চায়, কিয়ামাতের দিন তার কানে উত্তপ্ত সিসা ঢালা হবে।^{৫০২২}

সহীহ।

৫০২৫ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ كَأَنَّ فِي دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ وَأَتَيْنَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ فَأَوَّلْتُ أَنْ الرُّقْمَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةُ فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ دِينَنَا قَدْ طَابَ " .

صحیح

^{৫০২০} মুসলিম, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

^{৫০২১} বুখারী, মুসলিম।

^{৫০২২} বুখারী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৫০২৫। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি রাতে স্বপ্নে দেখেছি, আমরা যেন 'উক্বাহ ইবনু রাফি'র (রা) ঘরে বসে আছি এবং আমাদের সামনে "রুত্বাবে ইবনু ত্বাব" নামক টাটকা খেজুর পরিবেশন করা হয়েছে। আমি এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছি যে, দুনিয়াতে আমাদের বিপুল উন্নতি ও মর্যাদা লাভ হবে এবং আখিরাতেও কল্যাণ লাভ হবে, আর আমাদের দীনও উত্তম।^{৫০২৩}

সহীহ।

৭৭ - باب مَا جَاءَ فِي التَّائِبِ

অনুচ্ছেদ-৯৭ : হাই তোলা

৫০২৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ " .

صحیح

৫০২৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কোন ব্যক্তির হাই আসলে সে যেন তাঁর মুখ বন্ধ করে দেয়। কেননা শয়তান ভিতরে ঢুকে।^{৫০২৪}

সহীহ।

৫০২৭ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلٍ، نَحْوَهُ قَالَ " فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ " .

صحیح

৫০২৭। সুহাইল (র) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : সলাতরত অবস্থায় হাই উঠলে যথাসাধ্য তা বন্ধ রাখবে।^{৫০২৫}

সহীহ।

৫০২৮ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنْ اللَّهُ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّائِبَ فَإِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُرِدْهُ مَا اسْتَطَاعَ وَلَا يَقُلْ هَا هَا فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَضْحَكُ مِنْهُ " .

صحیح

৫০২৮। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মহান আল্লাহ হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই অপছন্দ করেন। সুতরাং যখনই তোমাদের কারো হাই আসে সে যেন যথাসাধ্য তা প্রতিরোধ করে এবং হাহ্ হাহ্ ইত্যাদি শব্দ না করে। কারণ হাই তোলা শয়তানের কাজ, এতে শয়তান হাসে।^{৫০২৬}

সহীহ।

৫০২৩ মুসলিম, আহমাদ।

৫০২৪ মুসলিম, বায়হাকী।

৫০২৫ মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ।

৫০২৬ বুখারী, তিরমিযী, আহমাদ।

৭৮ - باب في الغطاس

অনুচ্ছেদ-৯৮ : হাঁচি দেয়া প্রসঙ্গে

৫০২৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُمَى، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيهِ وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ بِهَا صَوْتَهُ . شَكَ يَحْيَى .

حسن صحيح

৫০২৯। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহর ﷺ যখন হাঁচি আসতো তখন তিনি হাত বা কাপড় দিয়ে মুখ বন্ধরা খতেন এবং হাঁচির শব্দ নীচু করতেন।^{৫০২৭}

হাসান সহীহ।

৫০৩০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سَفْيَانَ، وَخُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ، قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ رَدُّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتُ الْغَاطِسِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَازَةِ " .

صحيح

৫০৩০। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক মুসলিমের উপর তার মুসলিম ভাইদের পাঁচটি অবশ্য করণীয় রয়েছে। সালামের জবাব দেয়া, হাঁচি শুনে জবাব দেয়া, দাওয়াত কবুল করা, অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া এবং জানাযা ও দাফনে অংশগ্রহণ করা।^{৫০২৮}

সহীহ।

৭৯ - باب كيف تشميت الغاطس

অনুচ্ছেদ-৯৯ : হাঁচির জবাব দেয়া

৫০৩১ - حَدَّثَنَا غُثَمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ . فَقَالَ سَالِمٌ وَعَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّكَ . ثُمَّ قَالَ بَعْدَ لَعْلِكَ وَحَدَّثَ مِمَّا قُلْتَ لَكَ قَالَ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ لَمْ تَذْكُرْ أُمِّي بِخَيْرٍ وَلَا بَشَرٌ قَالَ إِنَّمَا قُلْتَ لَكَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " وَعَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّكَ " . ثُمَّ قَالَ " إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيُحَمِّدِ اللَّهَ " . قَالَ فَذَكَرَ بَعْضُ الْمَحَامِدِ " وَلَيَقُلْ لَهُ مَنْ عِنْدَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَلْيُرِدْ - يَغْنِي عَنْهُمْ - يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ " .

ضعيف

৫০৩১। হিলাল ইবনু ইয়াসাফ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি সালিম ইবনু 'উবাইদ (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন কওমের এক লোক হাঁচি দিয়ে বললো, 'আসসালামু 'আলাইকুম। সালিম (রা) বললেন, তোমার এবং তোমার মাতার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। সালিম (রা) বললেন, মনে হয় ভূমি আমার উত্তরে বিব্রতবোধ করছে। লোকটি বললো, ভালো-মন্দ কোন প্রসঙ্গে আপনি আমার মায়ের উল্লেখ করবেন তা আমি আশা করি না। সালিম (রা) বললেন, আমি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মতই বলেছি। একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। লোকদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে বললো, আসসালামু 'আলাইকুম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : 'ওয়া 'আলাইকা ওয়া 'আলা উম্মিকা'। তারপর বললেন: তোমাদের কেউ হাঁচি দিলে তার উচ্চিৎ "আল্‌হামদু লিল্লাহ" বলা। অতঃপর তিনি কিছু হামদ উল্লেখ করলেন, এবং তার নিকট যারা থাকবে তাদের উচ্চিৎ "ইয়ারহামুকাল্লাহ" (আল্লাহ তোমাকে দয়া করুন) বলা; এবং হাঁচি দানকারীর উচ্চিৎ উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে 'ইয়াগফিরুল্লাহ লানা ওয়ালাকুম' (আল্লাহ আপনাদেরকে ও আমাদেরকে ক্ষমা করুন) বলা।^{৫০২৯}

দূর্বল।

৫০৩২। সালিম ইবনু 'উবাইদ আল-আশজাজি (রা) হতে নাবী ﷺ-এর সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।^{৫০৩০}

হালাল بن يساف، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرَفَجَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الْأَشْجَعِيِّ، بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
لَمْ أَجِدْهُ فِي الصَّحِيحِ وَلَا فِي الضَّعِيفِ

৫০৩৩। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : যদি কেউ হাঁচি দেয় তাহলে সে বলবে : 'আল্‌হামদু লিল্লাহি 'আলা কুল্লি হাল' (সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)। আর তার ভাই অথবা সাথী বলবে : 'ইয়ারহামুকাল্লাহ'। আর হাঁচিদাতা বলবে : 'ইয়াহুদীকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহ 'আলাকুম' (আল্লাহ তোমাদের সঠিক পথ দেখান এবং তোমাদের সংশোধন করুন)।^{৫০৩১}

আমি এটি সহীহ এবং যঈফে পাইনি।

৫০৩৩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلْيَقُلْ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَيَقُولَ هُوَ يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ " .

صحيح

৫০৩৩। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : যদি কেউ হাঁচি দেয় তাহলে সে বলবে : 'আল্‌হামদু লিল্লাহি 'আলা কুল্লি হাল' (সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)। আর তার ভাই অথবা সাথী বলবে : 'ইয়ারহামুকাল্লাহ'। আর হাঁচিদাতা বলবে : 'ইয়াহুদীকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহ 'আলাকুম' (আল্লাহ তোমাদের সঠিক পথ দেখান এবং তোমাদের সংশোধন করুন)।^{৫০৩১}

সহীহ।

^{৫০২৯} তিরমিযী, নাসায়ীর আমালুল ইয়াওমি, ইবনু হিব্বানের মাওয়ারিদ, আহমাদ, হাকিম। হাকিম বলেন : সানাদের হিলাল ইবনু ইয়াসাফ সালিম বিন উবাইদাকে পাননি এবং তাকে দেখেননি। বরং উভয়ের মাঝে একজন অজ্ঞাত লোক রয়েছে।

^{৫০৩০} আহমাদ। সানাদে খালিদ বিন আরফাজাহ অজ্ঞাত। আবু হাতিম রাযী বলেন : আশি তাকে চিনি না।

^{৫০৩১} বুখারী, আহমাদ।

১০০ - باب كم مرة يشمت العاطس

অনুচ্ছেদ-১০০ : হাঁচির জবাব কতবার দিবে?

৫০৩৪ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ شَمْتُ أَخَاكَ ثَلَاثًا فَمَا زَادَ فَهُوَ زَكَاةٌ .

حسن موقوف و مرفوع

৫০৩৪। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমার ভাইয়ের হাঁচির উত্তর তিনবার দিবে। এরপরও হাঁচি দিতে থাকলে তবে তার মস্তিষ্কে ঠাণ্ডা লেগেছে (তাই আর জবাব দিতে হবে না)। ৫০৩২

হাসান মাওকুফ ও মারফু।

৫০৩৫ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنَّهُ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

حسن

৫০৩৫। আবু হুরাইরাহ (রা) হতে নাবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণিত। ৫০৩৩

হাসান।

৫০৩৬ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّهِ، حُمَيْدَةَ أَوْ عُبَيْدَةَ بِنْتُ عُبَيْدٍ بِنْتُ رِفَاعَةَ الزُّرْقِيِّ عَنْ أَبِيهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " تُشَمْتُ الْعَاطِسَ ثَلَاثًا فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُشَمَّتْ فَشَمَّتْهُ وَإِنْ شِئْتَ فَكَفَّ " .

ضعيف

৫০৩৬। 'উবাইদ ইবনু রিফা'আহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : হাঁচিদাতার উত্তর তিনবার দাও। এরপরও যদি সে হাঁচি দিতে থাকে তবে তোমার ইচ্ছা উত্তর দিতেও পারো আবার নাও দিতে পারো। ৫০৩৪

দুর্বল।

৫০৩৭ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا، عَطَسَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ " يَرْحَمُكَ اللَّهُ " . ثُمَّ عَطَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " الرَّجُلُ مَرْكُومٌ " .

صحيح

৫০৩২ বুখারীর আদাবুল মুফরাদ।

৫০৩৩ ইবনুস সুন্নী।

৫০৩৪ তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন : 'এই হাদীসটি গরীব এবং সানা দ মাজহুল।' এছাড়াও বর্ণনাটি মুরসাল।

৫০৩৭। সালামাহ ইবনুল আকওয়া' (রা) সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর নিকট বসে হাঁচি দিলে তিনি 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বললেন। লোকটি আবার হাঁচি দিলে নাবী ﷺ বললেন : লোকটির ঠাণ্ডা লেগেছে।^{৫০৩৫}

সহীহ।

১০১ - باب كيف يشمت الذمي

অনুচ্ছেদ-১০১ : যিম্মীর হাঁচির জবাব কিভাবে দিবে?

৫০৩৮ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ الدَّيْلَمِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَتْ الْيَهُودُ تَغَاطِسُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجَاءً أَنْ يَقُولَ لَهَا يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ فَكَانَ يَقُولُ "يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ" .

صحيح

৫০৩৮। আবু বুরদাহ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহুদীরা নাবী ﷺ-এর নিকট এসে এই আশায় ইচ্ছাকৃতভাবেই হাঁচি দিতো যে, তিনি তাদের হাঁচির জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবেন। কিন্তু তিনি বলতেন: 'ইয়াহুদীকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহ বালাকুম'^{৫০৩৬}

সহীহ।

১০২ - باب فيمن يَغَطِسُ وَلَا يَحْمَدُ اللَّهَ

অনুচ্ছেদ-১০২ : যে ব্যক্তি হাঁচি দেয়ার পর আলহামদু লিল্লাহ বলে না

৫০৩৯ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، - الْمَعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ غَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَمَتُ أَحَدَهُمَا وَتَرَكَ الْآخَرَ قَالَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلَانِ غَطَسَا فَشَمَتُ أَحَدَهُمَا - قَالَ أَحْمَدُ أَوْ فَشَمَتُ أَحَدَهُمَا - وَتَرَكَ الْآخَرَ . فَقَالَ " إِنْ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ وَإِنْ هَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ " .

صحيح

৫০৩৯। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে হাঁচি দিলে তিনি এক ব্যক্তির হাঁচির উত্তর দিলেন এবং অপর ব্যক্তির হাঁচির উত্তর হতে বিরত থাকলেন। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সামনে তো দুই ব্যক্তি হাঁচি দিয়েছে। আপনি একজনেরটা উত্তর দিলেন, আর অন্যজনেরটা উত্তর দানে বিরত থাকলেন? তিনি বললেন : এই ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রশংসা করেছে আর এ ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করেনি।^{৫০৩৭}

সহীহ।

^{৫০৩৫} বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, তিরমিযী, আহমাদ।

^{৫০৩৬} বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, নাসারী।

^{৫০৩৭} বুখারী, মুসলিম।

১০৩ - باب في الرجل يتبطح على بطنه

অনুচ্ছেদ-১০৩ : উপুড় হয়ে শোয়া

০.৫১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ طَخْفَةَ بْنِ قَيْسٍ الْفَخَارِيِّ، قَالَ كَانَ أَبِي مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "انْطَلِقُوا بَنَّا إِلَى بَيْتِ عَائِشَةَ". فَأَنْطَلَقْنَا فَقَالَ "يَا عَائِشَةُ أَطْعِمِينَا". فَجَاءَتْ بِحَشِيشَةٍ فَأَكَلْنَا ثُمَّ قَالَ "يَا عَائِشَةُ أَطْعِمِينَا". فَجَاءَتْ بِحَشِيشَةٍ مِثْلِ الْقَطَاةِ فَأَكَلْنَا ثُمَّ قَالَ "يَا عَائِشَةُ اسْقِينَا". فَجَاءَتْ بِعُسٍّ مِنْ لَبَنٍ فَشَرَبْنَا ثُمَّ قَالَ "يَا عَائِشَةُ اسْقِينَا". فَجَاءَتْ بِقَدَحٍ صَغِيرٍ فَشَرَبْنَا ثُمَّ قَالَ "إِنْ شِئْتُمْ بِشْمٍ وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْطَلِقْتُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ". قَالَ فَيَتِمَّا أَنَا مُضْطَجِعٌ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ السَّحَرِ عَلَى بَطْنِي إِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِي بِرِجْلِهِ فَقَالَ "إِنْ هَذِهِ ضِجَّةٌ يُغَضِّهَا اللَّهُ". قَالَ فَتَطَرْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

ضعيف مضطرب، غير أن الاضطجاع على البطن منه صحيح ابن ماجه (٧٥٢ و ٣٧٢٣)

৫০৪০। ইয়াঈশ ইবনু তিখফাহ ইবনু ক্বাইস আল-গিফারী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আস্হাবে সুফ্যার সদস্য ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে 'আয়িশাহ (রা)-এর ঘরে যেতে বললেন। আমরা সেখানে গেলে তিনি বললেন, হে 'আয়িশাহ! আমাদের আহারের ব্যবস্থা করো। তিনি হাশীশা পরিবেশন করলেন এবং আমরা খেলাম। তারপর তিনি বললেন : হে 'আয়িশাহ! আমাদেরকে আরো খাবার দাও। এবার তিনি কবুতরের মতো সামান্য হায়সা নিয়ে আসলেন এবং আমরা খেয়ে নিলাম। তারপর তিনি বললেন, হে 'আয়িশাহ! আমাদেরকে পান করাও। অতঃপর তিনি এক গামলা দুধ আনলেন এবং আমরা পান করলাম। পুনরায় তিনি 'আয়িশাহ (রা)-এর নিকট পানীয় চাইলে তিনি ছোট এক পেয়ালা পরিবেশন করলেন এবং আমরা তা পান করলাম। এবার তিনি বললেন : ইচ্ছা করলে তোমরা এখানে ঘুমাতে পারো নতুবা মাসজিদে চলে যাও। আমার পিতা বলেন, আমার বৃকের ব্যথার কারণে আমি মাসজিদে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকলাম। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি আমাকে তাঁর পা দিয়ে নাড়া দিয়ে বললেন, এভাবে শোয়া আল্লাহ ঘৃণা করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি চোখ তুলে দেখলাম যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ।^{৫০৩৮}

যঈফ মুযতারিব।

১০৪ - باب في التَّوَمِّ عَلَى سَطْحٍ غَيْرِ مُحَجَّرٍ

অনুচ্ছেদ-১০৪ : দেয়ালবিহীন ছাদে ঘুমানো সম্পর্কে

০.৫১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سَالِمٌ، - يَعْنِي ابْنَ نُوحٍ - عَنْ عُمَرَ بْنِ جَابِرٍ الْحَنْفِيِّ، عَنْ وَعْلَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيٍّ، - يَعْنِي ابْنَ شَيْبَانَ - عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ حِجَارٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ".

صحيح

^{৫০৩৮} ইবনু মাজাহ, নাসায়ীর সুনানুল কুবরা, আহমাদ। সানাদের ত্বাখফাকে চেনা যায়নি।

৫০৪১। 'আবদুর রহমান ইবনু ইয়া'লা ইবনু শাইবান (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি দেয়ালবিহীন ছাদে রাত কাটালে তার নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকে না।^{৫০৩৯}

সহীহ।

১০০ - باب في النوم على طهارة

অনুচ্ছেদ-১০৫ : পবিত্র অবস্থায় ঘুমানো সম্পর্কে

৫০৪২ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَا مِنْ مُسْلِمٍ بَيَّتَ عَلَى ذِكْرِ طَاهِرٍ فَتَبَعَارُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ " . قَالَ ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو ظَبْيَةَ فَحَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَابِتٌ قَالَ فَلَانَ لَقَدْ جَهَّدْتُ أَنْ أَقُولَهَا حِينَ أَتَيْتُ فَمَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا .

صحیح

৫০৪২। মু'আয ইবনু জাবাল (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : যে মুসলিম ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় ও মহান আল্লাহকে স্মরণ করে রাত কাটায় (ঘুমায়) এবং রাতে জেগে আল্লাহর নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভের দু'আ করে, আল্লাহ তাকে তা দান করেন। সাবিত আল-বুনানী (র) বলেন, আবু যাবইয়ান (র) আমাদের এখানে এসে আমাদের নিকট মু'আয ইবনু জাবাল সূত্রে (রা)-নাবী ﷺ এর এ হাদীস বর্ণনা করেন। সাবিত (র) বলেন, অমুক ব্যক্তি বলেছেন, আমি ঘুম থেকে জেগে তা পড়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি।^{৫০৪০}

সহীহ।

৫০৪৩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي بَالَ .

صحیح

৫০৪৩। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে ঘুম হতে জেগে তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে উভয় হাত ও মুখ ধুয়ে পুনরায় ঘুমালেন। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, অর্থাৎ তিনি পেশাব করেছিলেন।^{৫০৪১}

সহীহ।

^{৫০৩৯} বুখারীর আদাবুল মুফরাদ।

^{৫০৪০} ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

^{৫০৪১} বুখারী, মুসলিম।

১০৬ - باب كَيْفَ يَتَوَجَّه

অনুচ্ছেদ-১০৬ : কোন দিকে মুখ করে ঘুমাবে?

০০৪৪ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ بَعْضِ آلِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ فِرَاشُ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوًا مِمَّا يُوضَعُ الْإِنْسَانُ فِي قَبْرِهِ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عِنْدَ رَأْسِهِ .
ضعيف ، المشكاة (٤٧١٧)

৫০৪৪। উম্মু সালামাহর (রা) কোন আত্মীয় সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাধারণত মৃত ব্যক্তিকে কবরে যেভাবে রাখা হয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিছানা সেই পদ্ধতিতে বিছানো ছিল এবং তাঁর মাথার দিকে মাসজিদ ছিল।^{৫০৪২}

দূর্বল : মিশকাত হা/৪৭১৭।

১০৭ - باب مَا يُقَالُ عِنْدَ التَّوَمِّ

অনুচ্ছেদ-১০৭ : ঘুমের সময় যা বলতে হয়

০০৪০ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَصِمٌ، عَنْ مَعْبُدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَوَاءٍ، عَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الَّتِي تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ "اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ" . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .
صحيح ، دون قوله : " ثلاث مرار "

৫০৪৫। নাবী ﷺ-এর স্ত্রী হাফসাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ যখন শয়ন করতেন তখন তাঁর ডান হাত গালের নীচে রেখে তিনবার বলতেন : “আল্লাহুমা কিনী ‘আযাবাকা ইয়াওমা তাব’আসু ইবাদাকা” (অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি যেদিন আপনার বান্দাদেরকে কবর হতে উঠাবেন, সেদিন আমাকে আপনার ‘আযাব হতে রক্ষা করবেন)।^{৫০৪০}

সহীহ। তবে “তিনবার” কথাটি বাদে।

০০৪৬ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا، يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ وَقُلِ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْحَاقَاتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْحَأَ وَلَا مَنَحَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ " . قَالَ " فَإِنْ مِتُّ مِتُّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ " .
قَالَ الْبَرَاءُ فَقُلْتُ أَسْتَذْكِرُهُنَّ فَقُلْتُ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ . قَالَ " لَا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ " .

صحيح

^{৫০৪২} সানাদে নাম উল্লেখহীন অজ্ঞাত ব্যক্তি রয়েছে।^{৫০৪০} আহমাদ।

৫০৪৬। আল-বারাআ ইবনু 'আযিব (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : যখন রাতে ঘুমানোর প্রস্তুতি নিবে তখন সলাতের উয়ুর ন্যায় উয়ু করে ডান কাতে শুয়ে বলবে : “হে আল্লাহ! আমি নিজেকে আপনার নিকট সমর্পণ করলাম ও আপনার অনুগত হলাম, আমার কাজ আপনার উপর ন্যাস্ত করলাম, আমার পিঠ আপনার নিকট সোপর্দ করলাম এবং আপনার সাহায্যের প্রতি আমি ভরসা করলাম আপনার প্রতি আশ্রহে ও ভয়ে। আপনি ছাড়া অন্য কোথাও মুক্তি ও নিরাপত্তার স্থান নেই। আমি আপনার সেই কিতাবে বিশ্বাস করি যা আপনি আপনার প্রেরিত নাবীর উপর অবতীর্ণ করেছেন।” অতঃপর নাবী ﷺ বলেন : অতঃপর (ঐ রাতে) যদি তোমার মৃত্যু হয় তাহলে তুমি ইসলামের উপরেই মারা গেলে। এটাই হবে তোমার সর্বশেষ কথা। আল-বারাআ (রা) বলেন, আমি বললাম, এটি আওড়াতে গিয়ে আমার মুখে ‘ওয়া বিরাসূলিকাল্লাযী আরসালতা’ এসে গেলে তিনি ﷺ বললেন: না, বরং ‘ওয়া বিনাবিয়্যিকাল্লাযী আরসালতা’।^{৫০৪৬}

সহীহ।

৫০৪৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ، قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ، قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ وَأَنْتَ طَاهِرٌ فَتَوَسَّدْ يَمِينَكَ " . ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ .

صحیح

৫০৪৭। আল-বারাআ ইবনু 'আযিব (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন : যখন তুমি পবিত্র হয়ে বিছানায় বিশ্রাম নিবে তখন তোমার ডান হাত মাথার নীচে রাখবে। অতঃপর উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।^{৫০৪৭}

সহীহ।

৫০৪৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْغَزَالِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " بِهَذَا قَالَ سُفْيَانُ قَالَ أَحَدُهُمَا " إِذَا أَتَيْتَ فِرَاشَكَ طَاهِرًا " . وَقَالَ الْآخَرُ " تَوَضَّأَ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ " . وَسَأَقُ مَعْنَى مُعْتَمِرٍ .

صحیح

৫০৪৮। আল-বারাআ (রা) হতে নাবী ﷺ সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত। সুফিয়ান (র) বলেন, একজন বর্ণনাকারী বলেন, ‘তুমি পবিত্র হয়ে যখন তোমার বিছানায় আসো’। অপর বর্ণনাকারী বলেন, ‘তুমি তোমার সলাতের উয়ুর মত উয়ু করো’। এভাবে হাদীসের বাকী বর্ণনা মু'তামির বর্ণিত হাদীসের অর্থানুরূপ।^{৫০৪৮}

সহীহ।

^{৫০৪৬} বুখারী, মুসলিম।

^{৫০৪৭} নাসায়ীর ‘আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, আহমাদ।

^{৫০৪৮} এটি গত হয়েছে হা/৫০৪৬।

৫০৪৭ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنْ خُذَيْفَةَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَأَمَّ قَالَ "اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا وَأَمُوتُ" . وَإِذَا اسْتَقْبَلَ قَالَ "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ" .

صحیح

৫০৪৯। হুযাইফাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ যুমানোর সময় বলতেন : “আল্লাহুমা বিইসমিকা আহুইয়া ওয়া আমূতু” (অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নামে মরি ও বাঁচি)। আবার তিনি যখন জাগতেন তখন বলতেন : “আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহুইয়ানা বা‘দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন্-নুশূর” (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করবেন)।^{৫০৪৭}

সহীহ।

৫০৫০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاحِلَةِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلْفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ لِيَقُلْ بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتَ جَنِّي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلَتْهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ" .

صحیح

৫০৫০। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ তার বিছানায় বিশ্রাম নেয়, সে যেন তার পরিধেয় বস্ত্রের (লুঙ্গির) ভেতরের দিক দিয়ে বিছানা ঝেঁড়ে নেয়। কেননা সে জানে না তার চলে যাওয়ার পর বিছানায় কি এসেছে। অতঃপর সে যেন তার ডান কাতে গুয়ে বলে : হে রব! আপনার নামে আমার দেহ রাখলাম এবং আপনার নামে তা উঠাবো। যদি আপনি আমার আত্মাকে রেখে দেন তবে তার প্রতি দয়া করবেন, আর যদি ফিরিয়ে দেন, তবে তার নিরাপত্তা দিবেন, যেভাবে আপনি আপনার নেক বান্দাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে থাকেন।^{৫০৪৮}

সহীহ।

৫০৫১ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَهْبٌ، ح وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، نَحْوَهُ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ "اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى مُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ" . زَادَ وَهْبٌ فِي حَدِيثِهِ "اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ" .

صحیح

৫০৪৭ বুখারী, তিরমিযী।

৫০৪৮ বুখারী, মুসলিম।

৫০৫১। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বিছানায় বিশ্রাম নেয়ার সময় বলতেন : হে আল্লাহ! আসমান-যমীনের তথা প্রত্যেক বস্তুর রব; শস্যবীজ অঙ্কুরিতকারী, তাওরাত, ইনজিল ও কুরআন অবতীর্ণকারী। হে রব! আমি আপনার নিকট আপনার অধীনস্থ ও আয়ত্তাধীন সকল অনিষ্টকারীর অনিষ্ট হতে মুক্তি চাই। আপনিই প্রথম, আপনার পূর্বে কিছুই ছিল না, আপনিই অনন্ত, আপনার পরে কেউ থাকবে না, আপনি প্রকাশ্য এবং আপনার উপরে কিছু নেই। আপনিই গোপন, আপনি ছাড়া কিছুই নেই। বর্ণনাকারী ওয়াহুব (র) তার হাদীসের আরো উল্লেখ করেন, আপনি আমার ঋণ পরিশোধ করে দিন এবং অভাব থেকে মুক্তি দিন।^{৫০৪৯}

সহীহ।

৫০৫২ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَتَبِيُّ، حَدَّثَنَا الْأَخْوَصُ، - يَعْنِي ابْنَ جَوَّابٍ - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْحَارِثِ، وَأَبِي، مَيْسَرَةَ عَنْ عَلِيٍّ، رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ مَضَجِهِ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَكَلِمَاتِكَ الثَّامَةِ مِنْ شَرِّ مَا أَتَتْ أَخَذَ بِنَاصِيئِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَأْتَمَ اللَّهُمَّ لَا يُهْزَمُ جُنْدُكَ وَلَا يُخْلَفُ وَعَدُكَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ " .
(ضعيف، المشكاة (٢٤٠٣))

৫০৫২। 'আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বিছানায় শোয়ার সময় বলতেন : “হে আল্লাহ! আমি আপনার মহান সন্তা ও পূর্ণ কালেমার মুক্তি কামনা করছি, যা আপনার অধীনে রয়েছে তার অকল্যাণ হতে। হে আল্লাহ! আপনিই ঋণ ও পাপের বোঝা দূরীভূত হলো। হে আল্লাহ! আপনার সৈন্যবাহিনী বা আপনার দলকে কখনো পরাভূত করা যায় না এবং আপনার ওয়াদার কখনো ভঙ্গ হয় না। সম্পদশালীর সম্পদ তাকে আপনার হাত হতে রক্ষা করতে পারে না। আপনার পবিত্রতা আপনার প্রশংসার সঙ্গে।”^{৫০৫০}

দুর্বল : মিশকাত হা/২৪০৩।

৫০৫৩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَّلَنَا وَآوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُتَوَيِّ " .

صحيح

৫০৫৩। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ তাঁর বিছানায় বিশ্রাম নেয়ার সময় বলতেন : প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা সেই মহান রবের জন্য যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন, পান করালেন, আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করলেন এবং আমাদের মুক্তি দিলেন, অথচ এমন বহু লোক আছে যাদের না আছে প্রয়োজন পূর্ণকারী আর না আছে আশ্রয়দাতা।^{৫০৫১}

সহীহ।

^{৫০৪৯} বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, মুসলিম, তিরমিযী।

^{৫০৫০} নাসায়ীর 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ', ত্বাবারানী। সানাদে হারিস আল-আ'ওয়ার দুর্বল।

^{৫০৫১} মুসলিম, তিরমিযী।

০০.০৫ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التَّنِيسِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ نَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي الْأَزْهَرِ الْأَنْمَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ " بِسْمِ اللَّهِ وَضَعْتُ جَنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَأَخْسِ شَيْطَانِي وَفُكِّ رَهَانِي وَاجْعَلْنِي فِي النَّدَى الْأَعْلَى " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَبُو هَمَّامٍ الْأَهْوَازِيُّ عَنْ نَوْرٍ قَالَ أَبُو زُهَيْرٍ الْأَنْمَارِيُّ .

صحیح

৫০৫৪। আবুল আযহার আল-আনমারী (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে শোয়ার সময় বলতেন : আল্লাহর নামে আমার দেহ রাখলাম। হে আল্লাহ! আমার গুনাহ ক্ষমা করুন, আমার থেকে শয়তানকে তাড়িয়ে দিন, আমার ঘাড়কে মুক্ত করুন এবং আমাকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্নদের কাতারে স্থান দিন।^{৫০৫২}

সহীহ।

০০.০৬ - حَدَّثَنَا الثُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِنَوْفَلٍ " اقْرَأْ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } ثُمَّ تَمَّ عَلَى خَاتَمَتِهَا فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشَّرِكِ " .

صحیح

৫০৫৫। ফারওয়াহ ইবনু নাওফাল (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ নাওফাল (রা)-কে বলেন : তুমি “কুল ইয়া আয্যাহাল কাফিরুন” সূরাটি পড়ে ঘুমাবে। কেননা তা শিরক হতে মুক্তকারী।^{৫০৫৩}

সহীহ।

০০.০৭ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ مَرْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ، فَلَا حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ، - يَغْنِيَانِ ابْنِ فَضَالَةَ - عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلِّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا وَقَرَأَ فِيهِمَا { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } وَ { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ } وَ { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

صحیح

৫০৫৬। ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ প্রতি রাতে শোয়ার জন্য তাঁর বিছানায় এসে দুই হাত একত্র করে ‘কুল হওয়াল্লাহু আহদ’, ‘কুল আ’উযুবিরক্বিল ফালাক্’ ও ‘কুল আ’উযুবিরক্বিন্ নাস’ সূরাহ তিনটি পড়ে (হাতে) ফুঁক দিতেন, অতঃপর সেই হাত দু’টো দিয়ে যতদূর সম্ভব তাঁর শরীর মাসেহ করতেন এবং মাথা হতে মাসেহ শুরু করতেন, তারপর মুখমণ্ডল, শরীরের সম্মুখ ভাগ, অতঃপর শরীরের যেখানে যেখানে হাত পৌঁছানো সম্ভব। তিনি এরূপ তিনবার করতেন।^{৫০৫৪}

সহীহ।

^{৫০৫২} হাকিম। ইমাম হাকিম ও যাহাবী বলেন : সানাদ সহীহ।

^{৫০৫৩} তিরমিযী, আহমাদ।

^{৫০৫৪} বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, তিরমিযী, আহমাদ।

৫০৫৭ - حَدَّثَنَا مُؤْمَلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ، عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ ابْنِ أَبِي بِلَالٍ، عَنْ عَرَبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ أَنْ يَرُقُدَ وَقَالَ " إِنْ فِيهِنَّ آيَةٌ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ آيَةٍ " .

ضعيف

৫০৫৭। 'ইরবাদ ইবনু সারিয়াহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ শোয়ার পূর্বে যেসব সূরার শুরুতে 'সাব্বাহা' বা 'ইউসাব্বিহু' আছে সেগুলো পড়তেন। তিনি বলেছেন, এ সূরাহগুলোর মধ্যে এমন একটি আয়াত রয়েছে যা হাজার আয়াতের চেয়েও উত্তম।^{৫০৫৫}

দুর্বল।

৫০৬০৮ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانِي وَأَوَانِي وَأَطْعَمَنِي وَسَقَانِي وَالَّذِي مَنَّ عَلَيَّ فَأَفْضَلَ وَالَّذِي أَعْطَانِي فَأَجْزَلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ اللَّهُمَّ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِكُهُ وَإِلَهُ كُلِّ شَيْءٍ أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ " .

صحيح الإسناد

৫০৫৮। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রাতে শোয়ার জন্য যেতেন তখন বলতেন : সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি আমার প্রয়োজন পূরা করলেন, আমাকে মুক্তি দিলেন, আমাকে পানাহার করালেন, যিনি আমার প্রতি অসীম দয়াবান এবং আমাকে দান করলেন। সুতরাং সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা। হে আল্লাহ! প্রত্যেক বস্তুর রব ও অধিকারী এবং প্রত্যেক জিনিসের ইলাহ! আমি আপনার নিকট জাহান্নামের শাস্তি হতে আশ্রয় চাই।^{৫০৫৬}

সানাদ সহীহ।

৫০৫৯ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ الْمُقْبِرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تَرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تَرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

حسن

৫০৫৯। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি শোয়ার সময় আল্লাহকে স্মরণ করলো না, সে কিয়ামাতের দিন বঞ্চিত হবে। আর যে ব্যক্তি কোন আসনে বসলো অথচ সেখানে সে মহামহিমাবিত আল্লাহকে স্মরণ করলো না, কিয়ামাতের দিন সে বঞ্চিত হবে।^{৫০৫৭}

হাসান।

^{৫০৫৫} তিরমিযী, নাসায়ী সুনানুল কুবরা, আহমাদ। সানাদে বাকিয়্যাহ বিন ওয়ালীদ একজন মুদাল্লিস এবং তিনি এটি আনু আনু শব্দে বর্ণনা করেছেন।

^{৫০৫৬} আহমাদ, ইবনু হিব্বান আল-মাওয়ারিদ।

^{৫০৫৭} নাসায়ীর 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, হুমাইদীর মুসনাদ।

১০৮ - باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا تَعَارَى مِنَ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ-১০৮ : রাতে ঘুম থেকে সজাগ হলে যা বলতে হয়

৫০৬০ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ تَعَارَى مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ حِينَ يَسْتَقِظُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ دَعَا رَبَّ اغْفِرْ لِي " . قَالَ الْوَلِيدُ أَوْ قَالَ " دَعَا اسْتَجِيبَ لَهُ فَإِنْ قَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى قَبِلَتْ صَلَاتُهُ " .

صحیح

৫০৬০। ‘উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রাতে ঘুম হতে জেগে বলে : “আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, সার্বভৌমত্ব, প্রভুত্ব, রাজত্ব ও প্রশংসা সবই তাঁর, তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী; সকল প্রশংসা ও পবিত্রতা আল্লাহর জন্য, আল্লাহর সাহায্য ও ক্ষমতা ছাড়া কারো কোন উপায় নেই”; অতঃপর এ দু’আ করে : “হে আমার রব! আমায় মাফ করুন; “বর্ণনাকারী ওয়ালীদ বলেন : দু’আ করে। অর্থাৎ তাঁর বর্ণনায় “রব্বিগফিরলী” উল্লেখ নেই এবং এ দু’আ কবুল করা হয়। অতঃপর সে যদি উঠে উষু করে সলাত আদায় করে তাহলে তার সলাত কবুল করা হয়। ৫০৬৮

সহীহ।

৫০৬১ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، - يَغْنِي ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ - قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَقِظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ " لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ أَسْتَغْفِرُكَ لِذُنُوبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَا تُرْغِ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ " .

ضعيف، المشكاة (١٢١٤)

৫০৬১। ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে সজাগ হলে বলতেন : হে আল্লাহ! আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আমার গুনাহের জন্য ক্ষমা ও রহমত কামনা করছি। হে আল্লাহ! আমার ইল্ম বাড়িয়ে দিন এবং হিদায়াত দানের পর আমার অন্তরকে বাঁকা করবেন না এবং আমার জন্য আপনার পক্ষ হতে রহমত দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি মহাদানকারী। ৫০৬৯

দূর্বল : মিশকাত হা/১২১৪।

৫০৬৮ বুখারী, তিরমিযী।

৫০৬৯ হাকিম, ইবনু হিব্বান আল-মাওয়ারিদ। হাকিম ও যাহাবী একে সহীহ বলেছেন। কিন্তু সানাদের ‘আবদুল্লাহ বিন ওয়ালীদ সম্পর্কে হাকিম বলেন : হাদীস বর্ণনায় শিথিল।

১০৭ - باب في التَّسْبِيحِ عِنْدَ النَّوْمِ

অনুচ্ছেদ-১০৯ : ঘুমানোর সময় তাসবীহ পাঠ সম্পর্কে

৫০৬২ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، - الْمَعْنَى - عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، - قَالَ مُسَدَّدٌ - قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ، قَالَ شَكَتْ فَاطِمَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَا تَلَقَى فِي يَدَيْهَا مِنَ الرَّحَى فَأَتَيْتُ بِسِتِي فَأَتَتْهُ تَسْأَلُهُ فَلَمْ تَرَهُ فَأَخْبِرَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ فَأَتَانَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ فَقَالَ " عَلَى مَكَانِكُمَا " . فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي فَقَالَ " أَلَا أَذْلُكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ "

صحیح

৫০৬২। 'আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যাঁতা ঘুরাতে ঘুরাতে ফাতিমাহ (রা)-এর হাতে ফোসকা পড়ে যাওয়ায় তিনি একদা নাবী ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করেন। কিছু সংখ্যক যুদ্ধবন্দী থেকে ফাতিমাহ (রা) একটি খাদেম চাওয়ার জন্য নাবী ﷺ-এর নিকট আসলেন, কিন্তু তাঁর দেখা না পেয়ে তিনি এ বিষয়ে 'আয়িশাহ (রা)-কে জানিয়ে চলে গেলেন। নাবী ﷺ ফিরে আসলে তিনি তাঁকে বিষয়টি জানালেন। তিনি ﷺ এমন সময় আমাদের নিকট উপস্থিত হলেন যখন আমরা ঘুমাতে যাচ্ছিলাম। তাঁর আগমনে আমরা বিছানা হতে উঠতে উদ্যত হলে তিনি বললেন : তোমরা স্বস্থানে থাকো। তিনি এসে আমাদের দু'জনের মাঝখানে বসলেন। এমনকি আমি তাঁর পায়ে শীতল পরশ আমার বুকে অনুভব করছিলাম। তিনি বললেন : আমি কি তোমাদের দু'জনকে এমন একটি উত্তম পথ দেখাবো না যা তোমাদের পার্থিত্য জিনিসের চেয়ে উত্তম হবে? তা হলো, তোমরা শোয়ার সময় তেত্রিশ বার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশ বার আল্‌হামদু লিল্লাহ ও চৌত্রিশ বার আল্লাহু আকবার বলবে। আর এটা তোমাদের উভয়ের জন্য একটি খাদেমের চেয়ে অধিক উত্তম হবে। ৫০৬০

সহীহ।

৫০৬৩ - حَدَّثَنَا مُؤْمَلُ بْنُ هِشَامٍ الْيَشْكُرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ بْنِ ثُمَامَةَ، قَالَ قَالَ عَلِيُّ لَابْنِ أَبِي عُبَيْدٍ أَلَا أُحَدِّثُكَ عَنِّي وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَأَنَّ أَحَبَّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ وَكَأَنَّ عِنْدِي فَحَرْتُ بِالرَّحَى حَتَّى أَثَرْتُ يَدَيْهَا وَاسْتَقَفْتُ بِالْقِرْبَةِ حَتَّى أَثَرْتُ فِي نَحْرِهَا وَقَعَتِ الْبَيْتُ حَتَّى اغْبَرَّتْ ثِيَابُهَا وَأَوْقَدَتِ الْقَدْرَ حَتَّى ذَكَّتْ ثِيَابُهَا وَأَصَابَهَا مِنْ ذَلِكَ ضَرْفٌ فَسَمِعْنَا أَنْ رَقِيقًا أَتَى بِهِمْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ لَوْ أَتَيْتُ أَبَاكَ فَسَأَلْتِيهِ خَادِمًا يَكْفِيكَ . فَأَتَتْهُ فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ حَدَانًا فَاسْتَحْيَتْ فَارْجَعَتْ فَقَدَا عَلَيْنَا وَنَحْنُ فِي لِفَاعِنَا فَحَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهَا فَادْخَلَتْ رَأْسَهَا فِي اللَّفَاعِ حَيَاءً مِنْ أَبِيهَا فَقَالَ " مَا كَانَ حَاجَتِكَ أَمْسٍ إِلَى آلِ مُحَمَّدٍ " . فَسَكَتَتْ مَرَّتَيْنِ فَقُلْتُ أَنَا وَاللَّهِ أُحَدِّثُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ هَذِهِ جَرَّتْ عِنْدِي بِالرَّحَى حَتَّى أَثَرْتُ فِي يَدَيْهَا وَاسْتَقَفْتُ بِالْقِرْبَةِ حَتَّى أَثَرْتُ فِي نَحْرِهَا وَكَسَحَتِ الْبَيْتُ حَتَّى اغْبَرَّتْ

ثِيَابَهَا وَأَوْقَدَتِ الْقِدْرَ حَتَّى دَكَّتْ ثِيَابَهَا وَبَلَّغْنَا اللَّهَ قَدْ أَتَاكَ رَقِيقٌ أَوْ خَدَمٌ فَقُلْتُ لَهَا سَلِيهِ خَادِمًا . فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ الْحَكَمِ وَأَتَمَّ .

ضعيف

৫০৬৩। আবুল ওয়ারদ ইবনু সুমামাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ‘আলী (রা) ইবনু আ‘বাদকে বলেন, আমি আমার স্ত্রী ও রাসূলুল্লাহর ﷺ কন্যা ফাতিমাহর ঘটনা কি তোমাকে বর্ণনা করবো না? তিনি ছিলেন তাঁর নিকট তাঁর পরিবারের সর্বাধিক প্রিয় এবং তাকে আমি বিয়ে করেছি। যাতা ঘুরাতে ঘুরাতে তার হাতে এবং পানির মশক বহন করায় তার কাঁধে দাগ পড়ে যায়; ঘর ঝাড়ু দেয়ায় ও রান্না ঘর পরিষ্কার করায় তার কাপড়ে ময়লা লেগে যায়; এতে ফাতিমাহর খুব কষ্ট হয়। আমরা শুনতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকট যুদ্ধবন্দী এসেছে। তাই আমি তাকে বললাম, তুমি যদি তোমার পিতার নিকট গিয়ে একটি খাদেম চেয়ে আনতে তাহলে তোমার জন্য যথেষ্ট উপকার হতো। তারপর তিনি নাবী ﷺ-এর নিকট যান, খেখানে কতক লোক তাঁর সঙ্গে আলোচনারত থাকায় তিনি লজ্জায় না বলে ফিরে আসেন। পরের দিন ভোরে তিনি আমাদের ঘরে আসলেন, এ সময় আমরা লেপের ভিতরে ছিলাম। তিনি ফাতিমাহর মাথার নিকট বসলেন। ফাতিমাহ লজ্জায় মাথা লেপের ভিতরে লুকালো। তিনি প্রশ্ন করলেন : গতকাল মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবারে তোমার কি দরকার ছিল? এভাবে তিনি দু’বার প্রশ্ন করলেও তিনি চুপ থাকেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ কসম! আমি বলছি। সে আমার এখানে যাতা ঘুরানোর কারণে তার হাতে দাগ পড়েছে, পানির মশক টানতে টানতে কাঁধে দাগ পড়েছে, ঘর ঝাড়ু দেয়া ও রান্না করায় তার কাপড়গুলো কালো হয়ে গেছে। আমি খবর পেয়েছিলাম যে, আপনার নিকট যুদ্ধবন্দী এসেছে। আমি আপনার নিকট একজন খাদেম চাওয়ার জন্য তাকে বলেছিলাম। অতঃপর হাকাম বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।^{৫০৬১}

দুর্বল।

০.৬১ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَتَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرْظِيِّ، عَنْ شَبَّثِ بْنِ رَبِيعٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فِيهِ قَالَ عَلِيٌّ فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مِنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا لَيْلَةً صَفِيْنٍ فَإِنِّي ذَكَرْتُهَا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَقُلْتُهَا .

ضعيف

৫০৬৪। ‘আলী (রা) হতে নাবী ﷺ-এর সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত। বর্ণনাকারী বলেন, ‘আলী (রা) বললেন, আমি সিয়ফীন যুদ্ধের রাত ব্যাতিত এ তাসবীহগুলোর পড়া কখনো ছাড়িনি : যখন হতে আমি তা রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকট শুনেছি। অবশ্য ঐ রাতের শেষ প্রহরে আমার তা স্মরণ হলে আমি তাসবীহগুলো আদায় করেছি।^{৫০৬২}

দুর্বল।

৫০৬১ এটি গত হয়েছে হা/২৯৮৮।

৫০৬২ নাসায়ী ‘আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ। সানাদ মুনকাতি। ইমাম বুখারী বলেন : মুহাম্মাদ ইবনু কা‘ব হাদীসটি শাবাস হতে শুনেছেন কিনা তা জানা যায়নি।

৫০৬৫ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " خَصَلَتَانِ أَوْ خَلَتَانِ لَا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْحَنَّةَ هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ يُسَبِّحُ فِي ذِكْرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُ عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمِائَةً بِاللِّسَانِ وَالْفَتْ وَخَمْسُمِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَيَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَذَلِكَ مِائَةً بِاللِّسَانِ وَالْفَتْ فِي الْمِيزَانِ ". فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهَا بِيَدِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ قَالَ " يَأْتِي أَحَدَكُمُ - يَعْنِي الشَّيْطَانُ - فِي مَتَامِهِ فَيَتَوَمَّمُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهُ وَيَأْتِيهِ فِي صَلَاتِهِ فَيَذْكُرُهُ حَاجَةً قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا " .

صحیح

৫০৬৫। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দু’টি বিষয় বা দু’টি অভ্যাসের প্রতি যে মুসলিম খেয়াল রাখবে সে নিশ্চয়ই জান্নাতে যাবে। অভ্যাস দু’টি সহজ কিন্তু তা আমলকারীর সংখ্যা কম। তা হলো (১) প্রত্যেক সলাতের পর দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আলহামদু লিল্লাহ ও দশবার আল্লাহ আকবার বলবে। মুখে (পাঁচ ওয়াজে) এর সংখ্যা একশো পঞ্চাশ, কিন্তু মীযানে তা এক হাজার পাঁচশো। (২) যখন শয্যায যাবে চৌত্রিশ বার আল্লাহ আকবার, তেত্রিশ বার আলহামদু লিল্লাহ ও তেত্রিশ বার সুবহানাল্লাহ বলবে। তা মুখে একশো কিন্তু মীযানে এক হাজার। ‘আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তা হাতের আঙ্গুলে গণনা করতে দেখেছি। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অভ্যাস দু’টো সহজ হওয়া সত্ত্বেও এর আমলকারীর সংখ্যা কম কেন? তিনি বললেন : তোমরা বিছানায় ঘুমাতে গেলে শয়তান তোমাদের কোন লোককে তা বলার আগেই ঘুম পাড়িয়ে দেয়। আর সলাতের মধ্যে শয়তান এসে তার বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সে ঐগুলো বলার আগেই প্রয়োজনের দিকে চলে যায়। ৫০৬৬

সহীহ।

৫০৬৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عِيَّاشُ بْنُ عُقْبَةَ الْحَضْرَمِيُّ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ حَسَنِ الضَّمْرِيِّ، أَنَّ ابْنَ أُمِّ الْحَكَمِ، أَوْ ضَبَاعَةَ ابْنَتِي الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ إِخْدَاهُمَا، أَنَّهَا قَالَتْ أَصَابَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَبِيًّا فَذَهَبْتُ أَنَا وَأَخْتِي وَنَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَحْنُ فِيهِ وَسَلَّاتَهُ أَنْ يَأْمُرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِنَ السَّبْيِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " سَبَّكُنَّ يَتَامَى بَذَرٍ " . ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ التَّنْبِيحِ قَالَ عَلَى أَثَرِ كُلِّ صَلَاةٍ لَمْ يَذْكُرِ التَّوَمُّ .

صحیح

৫০৬৬। উম্মুল হাকাম বা দুবা‘আহ বিনতু যুবাইর (রা) উভয়ের একজন অপরজন হতে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু সংখ্যক যুদ্ধবন্দী পেলেন। আমি, আমার বোন এবং নাবী ﷺ-এর কন্যা ফাতিমাহ (রা) নাবী ﷺ-এর নিকট গিয়ে আমাদের সমস্যার কথা জানিয়ে আমাদেরকে বন্দী থেকে

(খাদেম) দেয়ার নির্দেশ দিতে আবেদন করলাম। নাবী ﷺ বললেন : তোমাদের আগে বদরের যুদ্ধে শহীদদের ইয়াতীম সন্তানরা অগ্রগামী হয়ে গেছে। অতঃপর বর্ণনাকারী তাসবীহ পাঠের কথা উল্লেখ করেন। বর্ণনাকারী বলেন, প্রত্যেক সলাতের পর, কিন্তু তিনি ঘুমের কথা উল্লেখ করেননি।^{৫০৬৪}

সহীহ।

১১০ - باب مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ

অনুচ্ছেদ-১১০ : সকালে ঘুম থেকে উঠে যা বলতে হয়

৫০৬৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ . قَالَ " قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِكُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّهِ . " قَالَ " قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ " .

صحيح

৫০৬৭। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। আবু বাকর সিদ্দীক (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কিছু কালেমা শিখিয়ে দিন যা আমি সকাল-সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলবো। তিনি বলেন : তুমি বলো, “হে আল্লাহ! আপনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা, প্রত্যেক বস্তুর রব ও মালিক! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আমার মনের কু-প্রবৃত্তি, শয়তানের খারাবী ও তার শিরকী হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাইছি।” তিনি বলেন: হে আবু বাকর! তুমি এ কথাগুলো ভোরে, সন্ধ্যায় ও শোয়ার সময় বলবে।^{৫০৬৫}

সহীহ।

৫০৬৮ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَهْبٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ " اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ " . وَإِذَا أَمْسَى قَالَ " اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ " .

صحيح

৫০৬৮। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ ভোরে উপনীত হয়ে বলতেন : “হে আল্লাহ! আপনার অনুগ্রহে আমরা ভোরে উপনীত হই, সন্ধ্যায় উপনীত হই এবং বাঁচি ও মরি। আর আপনার দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।” আর তিনি যখন সন্ধ্যায় উপনীত হতেন তখন বলতেন : “হে আল্লাহ! আপনারই সাহায্যে আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হই এবং সকালে উপনীত হই, আপনার নামেই আমরা বাঁচি ও মরি এবং আপনারই দিকে আমাদের আমাদের প্রত্যাবর্তন”।^{৫০৬৬}

সহীহ।

৫০৬৪ এটি গত হয়েছে হা/২৯৮৭।

৫০৬৫ তিরমিযী, নাসায়ী সুনানুল কুবরা।

৫০৬৬ তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৫০৬৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَارِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ مَكْحُولِ الدَّمَشَقِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ أَوْ يُمَسِّي اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أَشْهَدُكَ وَأَشْهَدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أَعْتَقَ اللَّهُ رُبْعَهُ مِنَ النَّارِ فَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ اللَّهُ نِصْفَهُ وَمَنْ قَالَهَا ثَلَاثًا أَعْتَقَ اللَّهُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ فَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعًا أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ " .

ضعيف

৫০৬৯। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সকালে বা সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলবে : “হে আল্লাহ! আমি সকালে উপনীত হয়েছি এবং সাক্ষী রাখি আপনাকে ও আপনার আরশ বহনকারীদেরকে, আপনার ফিরিশতাদেরকে, আপনার সমস্ত সৃষ্টিকে, নিশ্চয়ই আপনি একমাত্র আল্লাহ, আপনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আপনার বান্দা ও রাসূল”- আল্লাহ তার এক-চতুর্থাংশ দেহ জাহান্নামের শাস্তি হতে মুক্তি দিবেন। আর যে ব্যক্তি তা দুইবার বলবে, আল্লাহ তার শরীরের অর্ধেক জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি দিবেন। আর যে ব্যক্তি তিনবার বলবে আল্লাহ তার শরীরের তিন-চতুর্থাংশ এবং চারবার বললে তার সমস্ত শরীর জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি দিবেন।^{৫০৬৭}

দুর্বল।

৫০৭০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الطَّائِي، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ أَوْ حِينَ يُمَسِّي اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ . فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ " .

صحيح

৫০৭০। বুরাইদা (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সকালে বা সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলে : “হে আল্লাহ! আপনি আমার রব, আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন, আমি আপনারই বান্দা। আমি যথাসাধ্য আপনার সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবো। আমি আমার নিকৃষ্ট আমল থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই, আপনার যে অসংখ্য নেয়ামত ভোগ করছি এজন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। আমি আমার কৃত অপরাধ স্বীকার করছি। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। বস্তুর্ত আপনি ছাড়া অপরাধ ক্ষমা করার কেউ নেই”- এ দু’আ পড়ার পর সে যদি ঐ দিন বা রাতে মারা যায় তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।^{৫০৬৮}

সহীহ।

^{৫০৬৭} সানাদে ‘আবদুর রহমান বিন ‘আবদুল মাজীদ রয়েছে। হাফিয় বলেন : মাজহুল। ইমাম যাহাবী বলেন : তাকে চেনা যায়নি। এছাড়া মাকহুল দামেস্কী হাদীসটি আনাস হতে শনার ব্যাপারে মতভেদ করেছেন।

^{৫০৬৮} ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৫০৭১ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ، عَنْ خَالِدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُثَيْدٍ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا أُمْسَى " أُمْسَيْنَا وَالْمَلِكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ " . زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ وَأَمَّا زَيْدٌ كَانَ يَقُولُ كَانَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ يَقُولُ " لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبُّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا رَبُّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَمِنْ سُوءِ الْكِبَرِ أَوْ الْكُفْرِ رَبُّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ " . وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا " أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ " مِنْ سُوءِ الْكِبَرِ " . وَلَمْ يَذْكُرْ سُوءَ الْكُفْرِ .

صحیح

৫০৭১। ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস’উদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলতেন : অর্থ “আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি এবং রাজ্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে সন্ধ্যায় প্রবেশ করেছে, সকল প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই।” জারীর (রা) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে : “আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই জন্য সাম্রাজ্য, সকল প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। হে আমার রব! আমি আপনার নিকট এ রাতের কল্যাণ চাইছি এবং রাতের পরবর্তী কল্যাণও কামনা করছি। আর এ রাতের সকল প্রকার অমঙ্গল হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং তারপরে যা আছে তার অমঙ্গল হতেও মুক্তি চাইছি। হে আমার রব! আমি আপনার নিকট অলসতা, গর্ব-অহংকারের অনিষ্ট ও কুফরীর অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাইছি। হে রব! আমি আপনার নিকট জাহান্নামের শাস্তি ও কবরের শাস্তি হতে আশ্রয় চাইছি।” করছি। আর তিনি ভোরে উপনীত হয়েও এরূপ বলতেন : আমরা ভোরে উপনীত হলাম এবং ভোরে উপনীত হলো রাজ্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে...। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, শু’বাহ হাদীসটি সালামাহ ইবনু কুহাইল হতে ইবরাহীম ইবনু সুয়াইদ (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ‘বার্ধক্যের অনিষ্ট হতে’ এবং তিনি ‘কুফরীর অনিষ্ট হতে’ উল্লেখ করেননি। ৫০৬৯

সহীহ।

৫০৭২ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَقِيلٍ، عَنْ سَابِقِ بْنِ نَاجِيَةَ، عَنْ أَبِي سَلَامٍ، أَنَّهُ كَانَ فِي مَسْجِدِ حِمَاصٍ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَقَالُوا هَذَا خَلِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَامَ إِلَيْهِ فَقَالَ حَدَّثَنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَتَذَوَّلْهُ يَتَنَكَّرُ وَيَتَنَكَّرُ الرَّجُلُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أُمْسَى رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ " .

ضعيف

৫০৭২। আবু সালাম (র) সূত্রে বর্ণিত। একদা তিনি হিমসের মাসজিদে ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি সেখান দিয়ে অতিক্রম করলে লোকেরা বললো, ইনি নাবী ﷺ-এর খেদমত করেছিলেন। অতএব আবু সালাম (র) তার নিকট গিয়ে বললেন, আপনি আমাকে একটি হাদীস বলুন যা আপনি অন্য কারো মাধ্যমে ছাড়াই সরাসরি রাসূলুল্লাহর ﷺ মুখে শুনেছেন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি সকালে বা সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলে : ‘আমি আল্লাহকে রব, ইসলামকে ধীন এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে রাসূল হিসেবে সন্তুষ্ট চিন্তে মেনে নিয়েছি’, এর বিনিময়ে আল্লাহ তাকে খুশি করবেন।^{৫০৭০}

দুর্বল।

৫০৭৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، وَإِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ رِبْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَثَامٍ الْبَيَّاضِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحَدِّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَلكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ . فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ يَوْمِهِ وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ يُنْسِي فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ لَيْلِهِ . "

ضعيف

৫০৭৩। আবদুল্লাহ ইবনু গান্নাম আল-বায়াদী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সকালে উপনীত হয়ে বলেন : “হে আল্লাহ! সকালে আমার প্রতি যে নেয়ামত পৌঁছেছে তা একমাত্র আপনার পক্ষ থেকেই পৌঁছলো, আপনি একক, আপনার কোন শরীক নেই, সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আপনারই প্রাপ্য”- সে তার ঐ দিনের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে এরূপ বললো সে তার ঐ রাতের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলো।^{৫০৭১}

দুর্বল।

৫০৭৪ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، - الْمَعْنَى - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبَادَةُ بْنُ مُسْلِمٍ الْفَزَارِيُّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُ هَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ حِينَ يُنْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتَزِ عَوْرَتِي " . وَقَالَ عُثْمَانُ " عَوْرَاتِي وَأَمِنْ رَوْعَاتِي اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِي " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي الْخَفِيفَ .

صحيح

৫০৭৪। জুবাইর ইবনু আবু সলাইমান, ইবনু জুবাইর ইবনু যুত্বাইম (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু ‘উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ সকাল ও সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে এ দু’আগুলো পড়া ছেড়ে দিতেন না : “হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা চাই। হে

^{৫০৭০} আহমাদ, হাকিম।

^{৫০৭১} নাসায়ী ‘আমালুল ইয়াওমি ওয়ালা লাইলাহ। সানাদের ‘আবদুল্লাহ বিন ‘উতবাহ সম্পর্কে যাহাবী বলেন : তাকে চেনা যায়নি।

আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা এবং আমার দীন, দুনিয়া, পরিবার ও সম্পদের নিরাপত্তা চাই। হে আল্লাহ! আপনি আমার দোষত্রুটিগুলো ঢেকে রাখুন এবং ভীতিপ্রদ বিষয়সমূহ হতে আমাকে নিরাপদ রাখুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হিফাযাত করুন আমার সম্মুখ হতে, আমার পিছন দিক হতে, আমার ডান দিক হতে, আমার বাম দিক হতে এবং আমার উপর দিক হতে। হে আল্লাহ! আমি আপনার মর্যাদার ওয়াসিলায় মাটিতে ধ্বসে যাওয়া হতে আপনার কাছে আশ্রয় চাইছি।^{৫০৭২}

সহীহ।

৫০৭০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو، أَنَّ سَالِمَ الْفَرَاءَ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّهُ حَدَّثَتْهُ وَكَانَتْ، تَخْدُمُ بَعْضَ بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْلَمُهَا فَيَقُولُ "قَوْلِي حِينَ تُصْبِحِينَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ أَغْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُصْبِحُ حَفِظَ حَتَّى يُمْسِيَ وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُمْسِي حَفِظَ حَتَّى يُصْبِحَ" .
ضعيف، المشكاة (٢٣٩٢)

৫০৭৫। বনু হাশিমের আযাদকৃত গোলাম ‘আবদুল হামীদ (র) বর্ণনা করেন, তার মা নাবী ﷺ-এর কন্যাদের কারো একজনের খেদমত করতেন, মা তাকে বলেছেন, নাবী ﷺ-এর কন্যা তার নিকট বর্ণনা করেছেন, নাবী ﷺ তাদেরকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বলতেন : তুমি সকালে উঠে বলবে : “আল্লাহর পবিত্রতা তাঁর প্রশংসার সঙ্গে; কারো কোন শক্তি নেই আল্লাহর শক্তি ব্যতীত; আল্লাহ যা চান তাই হয়, যা চান না তা হয় না। আমি জানি, আল্লাহ সমস্ত কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আর আল্লাহ সকল বস্তুকে জ্ঞানের আওতায় ঘিরে রেখেছেন’। অতঃপর যে ব্যক্তি সকালে উঠে তা বলবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে। আর যে সন্ধ্যায় বলবে সে ভোর উপনীত হওয়া পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে।^{৫০৭৩}

দুর্বল : মিশকাত হা/২৩৯৩।

৫০৭৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا ح، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بِشِيرٍ الثَّعَالِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، - قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ "مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ { فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ * وَهُوَ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ } إِلَى { وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ } أَذْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُمْسِي أَذْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي لَيْلَتِهِ" . قَالَ الرَّبِيعُ عَنْ اللَّيْثِ .
ضعيف جدا، المشكاة (٢٣٩٤)

৫০৭৬। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সকালে উঠে (এই আযাত) বলবে : “সুতরাং তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করো যখন সন্ধ্যায় উপনীত হও

^{৫০৭২} নাসারী, আহমাদ।

^{৫০৭৩} সানাদের উম্মু ‘আবদুল হামীদ সম্পর্কে মুনিযীরী বলেন : আমি তাকে চিনি না। হাফিয আত-তাক্বীরি গ্রন্থে বলেন : মাকবুল। অর্থাৎ তার অবস্থা অজ্ঞাত (মাজহুল হাল)।

এবং যখন সকালে উপনীত হও, আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তো তাঁরই... তোমাদেরকে উদ্ভিত করা হবে” (সূরাহ রুম : ১৭-১৯) পর্যন্ত। তার ঐ দিনে যেসব (কল্যাণ) ছুটে গেলে, সে তা লাভ করবে। আর যে তা সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে পড়বে সে লাভ করবে ঐ রাতে যেসব (কল্যাণ) তার হাতছাড়া হয়েছে।^{৫০৭৪}

খুবই দুর্বল : মিশকাত হা/২৩৯৪।

৫০৭৭ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، وَوُهَيْبٌ، نَحْوَهُ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَائِشٍ، - وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ أَبِي عَائِشٍ، - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ لَهُ عِدْلُ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمِيتَ وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أُنْسِيَ كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ " . قَالَ فِي حَدِيثِ حَمَّادٍ فَرَأَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِيمَا يَرَى النَّاسُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا عَائِشٍ يُحَدِّثُ عَنْكَ بِكَذَا وَكَذَا قَالَ " صَدَقَ أَبُو عَائِشٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَمُوسَى الرَّزْمِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي عَائِشٍ .

صحيح

৫০৭৭। আবু আয়্যাশ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ‘যে ব্যক্তি সকালে উপনীত হয়ে বলে : “আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান”- এটা তার জন্য ইসমাইল (আ) বংশীয় একটি গোলাম আবাদ করার সমান হবে, তার জন্য দশটি পুণ্য লেখা হবে ও দশটি পাপ মোচন করা হবে এবং তার দশটি মর্যাদা বুলন্দ করা হবে এবং শয়তান হতে নিরাপদ থাকবে যতোক্ষণ না সন্ধ্যা হয়। আর যদি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে তা বলে, তাহলে ভোর পর্যন্ত অনুরূপ ফায়ীলাত পাবে। বর্ণনাকারী হাম্মাদের (র) বর্ণনায় রয়েছে : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্বপ্নে দেখে প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আবু আয়্যাশ (রা) আপনার নামে এই এই বলেছে। তিনি ﷺ বললেন, আবু আয়্যাশ সত্যিই বলেছে।^{৫০৭৫}

সহীহ।

৫০৭৮ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ، عَنْ مُسْلِمٍ، - يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ - قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أَشْهَدُكَ وَأَشْهَدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا أَصَابَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ مِنْ ذَنْبٍ وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمِيتُ غُفِرَ لَهُ مَا أَصَابَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ " .

ضعيف

^{৫০৭৪} সানাদের সাঈদ ইবনু বাশীর সম্পর্কে হাফিয বলেন : মাজহুল। এছাড়া সানাদের মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান দুর্বল।
^{৫০৭৫} ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৫০৭৮। আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সকালে উপনীত হয়ে বলে : “হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি সকালে উপনীত হয়েছি, আমি আপনাকে সাক্ষী রাখছি এবং সাক্ষী রাখছি আপনার আরশ বহনকারীগণকে, আপনার ফিরিশতাগণকে এবং আপনার সৃষ্টিকুলকে যে, আপনি একমাত্র আল্লাহ, আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আপনি একক, আপনার কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আপনার বান্দা ও রাসূল”- তাহলে তার ঐ দিনের কৃত সমস্ত গুনাহ ক্ষমা হবে। আর সে যদি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে ঐ বাক্যসমূহ বলে তাহলে ঐ রাতে কৃত তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা হবে।^{৫০৭৬}

দূর্বল।

৫০৭৭ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو الثُّغَرِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْفَلَسْطِينِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ، مُسْلِمِ بْنِ الْحَارِثِ الثَّمِيمِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَسْرَ إِلَيْهِ فَقَالَ " إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلِ اللَّهُمَّ أَجْرَنِي مِنَ النَّارِ . سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ ثُمَّ مِتَّ فِي لَيْلَتِكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا وَإِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ كَذَلِكَ فَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ فِي يَوْمِكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا " أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ عَنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ قَالَ أَسْرَهَا إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَخَنُ نَخْصُ بِهَا إِخْوَانَنَا .

ضعيف

৫০৭৯। আল-হারিস ইবনু মুসলিম আত্-তামীমী (রা) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নাবী ﷺ তাকে চুপে চুপে বলেন, যখন তুমি মাগরিবের সলাত হতে অবসর হয়ে সাতবার বলবে : (আল্লাহুমা আযিরনী মিনান্-নার) “হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করো। তুমি তা বলার পর ঐ রাতে মারা গেলে তোমার জন্য জাহান্নাম হতে মুক্তি লেখা হবে। আর যখন তুমি ফাজ্রের সলাত শেষ করবে তখনও অনুরূপ বলবে, অতঃপর তুমি যদি ঐ দিন মারা যাও তাহলে তোমার জন্য জাহান্নাম হতে মুক্তি লেখা হবে। মুহাম্মাদ ইবনু শু‘আইব (র) বলেন, আবু সাকিদ (র) আমাকে আল-হারিস (রা) সূত্রে জানিয়েছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তা চুপে চুপে বলেছেন, যাতে আমি আমার ভাইদের নিকট তা বিশেষভাবে প্রচার করি।^{৫০৭৭}

দূর্বল।

৫০৮০ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمَصِيُّ، وَمُؤْمَلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمَصِيُّ، قَالُوا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَسَّانَ الْكِنَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِمٍ الثَّمِيمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ " جِوَارٌ مِنْهَا " . إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِيهِمَا " قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَ أَحَدًا " . قَالَ عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ فِيهِ إِنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ وَقَالَ عَلِيُّ وَابْنُ الْمُصَفَّى بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَرِيَةٍ فَلَمَّا بَلَّغْنَا الْمَقَارَ اسْتَحْتَشْتُ فَرَسِي فَسَبَّتُ أَصْحَابِي وَتَلَقَّانِي النِّعَى بِالرَّيَيْنِ فَقُلْتُ لَهُمْ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُحْزَرُوا فَقَالُوا فَلَا مَنِي أَصْحَابِي وَقَالُوا حَرَمَتْنَا

^{৫০৭৬} তিরমিযী, নাসায়ীরা ‘আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি গরীব। হাদীসের সানাদে রয়েছে বাঈযিয়াহ। তিনি একজন মুদাল্লিস এবং তিনি এটি আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া সানাদের মুসলিম ইবনু যিয়াদ সম্পর্কে ইবনু কাস্তান বলেন : মাজহুল।

^{৫০৭৭} আহমাদ, ইবনু হিব্বান।

الْعَبِيَّةَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اخْتَبَرُوهُ بِاللَّيِّ صَنَعْتُ فَدَعَانِي فَحَسَنَ لِي مَا صَنَعْتُ وَقَالَ "أَمَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ لَكَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ كَذًا وَكَذًا". قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَنَا نَسِيتُ الثَّوَابَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَمَا إِنِّي سَأَكْتُبُ لَكَ بِالْوَصَاةِ بَعْدِي". قَالَ فَفَعَلَ وَخَتَمَ عَلَيْهِ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ لِي ثُمَّ ذَكَرَ مَعَانِهِمْ وَقَالَ ابْنُ الْمُصَفَّى قَالَ سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ مُسْلِمٍ ابْنَ الْحَارِثِ التَّمِيمِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ .

ضعيف

৫০৮০। মুসলিম ইবনুল হারিস ইবনু মুসলিম আত-তামীমী (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : “জাহান্নাম হতে নিরাপত্তা” পর্যন্ত পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এতে রয়েছে : “কারো সঙ্গে তোমার কথা বলার পূর্বে।” এতে ‘আলী ইবনু সাহল বলেন, তার পিতা তার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর ‘আলী ও ইবনুল মুসাফ্ফা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে একটি ক্ষুদ্র অভিযানে প্রেরণ করলেন। আমরা আক্রমণের স্থানে পৌঁছলে আমি আমার ঘোড়াকে উত্তেজিত করে আমার সঙ্গীদেরকে পিছনে ফেলে সামনে অগ্রসর হই। তখন সেখানকার লোকেরা হৈচৈ করে আমার সঙ্গে দেখা করলো। আমি বললাম, তোমরা বলো : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, তাহলে নিরাপত্তা লাভ করবে। অতএব তারা কালেমা পড়লো। এতে আমার সঙ্গীরা আমাকে তিরস্কার করে বললো, তুমি আমাদেরকে গনীমাত থেকে বঞ্চিত করেছো। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ফিরে এসে আমি যা করেছি তা তাঁকে জানালো। তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে আমার কাজের জন্য ধন্যবাদ জানালেন এবং বললেন : জেনে রাখো! তোমার এ কাজের জন্যই মহান আল্লাহ তাদের প্রত্যেক ব্যক্তির বিনিময়ে তোমার জন্য এই এই নেকী নির্ধারণ করেছেন। বর্ণনাকারী ‘আবদুর রহমান বলেন, এর বিনিময়ে যে সওয়াবের কথা তিনি বলেছেন তা আমি ভুলে গেছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : জেনে রাখো! আমি তোমার জন্য একটি ওয়াসিয়াতনামা লিখে দিবো। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তাই করেছিলেন এবং তাতে তাঁর সীলমোহর লাগিয়ে দিয়েছিলেন এবং আমাকে হস্তান্তর করেছিলেন। অতঃপর বর্ণনাকারী তাদের বর্ণিত হাদীসের অর্থের অনুরূপ হাদীস আমাকে বর্ণনা করেছেন। ইবনুল মুসাফ্ফা (র) বলেন, আমি আল-হারিস ইবনু মুসলিম ইবনুল হারিস আত-তামীমী (র)-কে তার পিতার সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি।^{৫০৭৮}

দুর্বল।

৫০৮১ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ مُسْلِمٍ الدَّمَشْقِيُّ، - وَكَانَ مِنْ ثِقَاتِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمُتَعَبِّدِينَ - قَالَ حَدَّثَنَا مُنْذِرُ بْنُ سَعْدٍ - قَالَ يَزِيدُ شَيْخٌ ثِقَةٌ - عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حُلَيْسٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ كَفَاهُ اللَّهُ مَا أَمَّهُ صَادِقًا كَانَ بِهَا أَوْ كَاذِبًا .

موضوع ، الضعيفة (৫২৮৬)

৫০৮১। আবু দারদা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে সাতবার বলে : ‘আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আমি তাঁর উপর ভরসা করি এবং তিনি

মহান আরশের রব'- আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হবেন যা তাকে দৃষ্টিশ্রুত করে তার বিরুদ্ধে, চাই যেস সত্যিকারভাবে অথবা কৃত্রিমভাবে বলুক না কেন।^{৫০৭৯}

বানোয়াট : যঈফাহ হা/৫২৮৬।

০০৮২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُدَيْكٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ الْبُرَادِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ خَرَجْنَا فِي لَيْلَةٍ مَطَرٍ وَظُلُمَةٌ شَدِيدَةٌ نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ لَنَا فَأَذْرَكْنَاهُ فَقَالَ "أَصَلَيْتُمْ" . فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا فَقَالَ "قُلْ" . فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ "قُلْ" . فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ "قُلْ" . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَقُولُ قَالَ " { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } وَالْمُعَوَّذَتَيْنِ حِينَ تُنْسَى وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ " .
حسن

৫০৮২। মু'আয ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু খুবাইব (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বর্ষমুখর খুবই অন্ধকার কালো রাতে আমাদের সলাত পড়বার জন্য আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খুঁজছিলাম। আমরা তাঁকে পেয়ে গেলাম। তিনি বললেন : বলো। আমি কিছুই বললাম না। পুনরায় তিনি বললেন, বলো। আমি কিছুই বললাম না। তিনি আবার বললেন : বলো। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কি বলবো? তিনি বললেন : তুমি সন্ধ্যায় ও সকালে উপনীত হয়ে তিনবার সূরাহ কুল ছায়ালাহ (সূরা ইখলাস), সূরাহ নাস ও ফালাক পড়বে; এতে তুমি যাবতীয় অনিষ্ট হতে রক্ষা পাবে।^{৫০৮০}

হাসান।

০০৮৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، - قَالَ ابْنُ عَوْفٍ وَرَأَيْتُهُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ - قَالَ حَدَّثَنِي ضَمْضَمٌ، عَنْ شَرِيحٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدَّثْنَا بِكَلِمَةٍ، تَقُولُهَا إِذَا أَصْبَحْنَا وَأَمْسَيْنَا وَاضْطَحَعْنَا فَأَمْرَهُمْ أَنْ يَقُولُوا : اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ أَنَّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَإِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَشَرِّهِ وَأَنْ نَقْتَرِفَ سُوءًا عَلَى أَنْفُسِنَا أَوْ نُخْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ .
ضعيف ، الضعيفة (٥٦٠٦)

৫০৮৩। আবু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে এমন কিছু বলুন যা আমরা সকাল-সন্ধ্যায় ও শোয়ার সময় পড়বো। তিনি তাদেরকে আদেশ দিলেন তারা যেন বলে : 'হে আল্লাহ, আকাশ-যমীনের সৃষ্টিকারী, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা! আপনি প্রত্যেক বস্তুর রব। ফিরিশতারা সাক্ষ্য দিচ্ছে, আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। অতএব আমরা আমাদের কু-প্রবৃত্তির অনিষ্ট হতে এবং অভিশপ্ত শয়তানের অনিষ্ট ও শিরুক হতে আপনার কাছে আশ্রয় চাইছি এবং

আমাদের অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়া বা কোন মুসলিমকে অপরাধের দিকে ধাবিত করা হতে আশ্রয় চাইছি।”^{৫০৮১}

দুর্বল : যঈফাহ হা/৫৬০৬।

৫০৮৪ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ فَتَحَهُ وَنَصْرَهُ وَثَوْرَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهَذَاهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ ثُمَّ إِذَا أَمْسَى فَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ " .

ضعيف ، الضعيفة (৫৬০৬)

৫০৮৪। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, এ সানাদে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ ভোরে উপনীত হলে যেন বলে : “আমরা ভোরে উপনীত হলাম এবং জগতসমূহের রব আল্লাহর রাজ্যও ভোরে উপনীত হলো। হে আল্লাহ! আমি আজকের দিনের কল্যাণ, বিজয়, সাহায্য, আলো, বরকত ও হিদায়াত কামনা করছি। আর আজকের দিনের অমঙ্গল ও তার পরের অমঙ্গল হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাইছি।” যখন সন্ধ্যায় উপনীত হবে তখনও তাই বলবে।^{৫০৮২}

দুর্বল : যঈফাহ হা/৫৬০৬।

৫০৮৫ - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ جُعْتَمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي الْأَزْهَرِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَازِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي شَرِيقُ الْهَوَزَنِيِّ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَسَأَلْتُهَا بِمَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْتَتِحُ إِذَا هَبَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَتْ لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ كَانَ إِذَا هَبَّ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ عَشْرًا وَحَمِدَ عَشْرًا وَقَالَ " سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ " . عَشْرًا وَقَالَ " سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ " . عَشْرًا وَاسْتَغْفَرَ عَشْرًا وَهَلَّلَ عَشْرًا ثُمَّ قَالَ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَيْقِ الدُّنْيَا وَضَيْقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ " . عَشْرًا ثُمَّ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ .

حسن صحيح

৫০৮৫। শারীক আল-হাওয়ানী (র) বলেন, একদা আমি ‘আয়িশাহর (রা) নিকট গিয়ে বলি, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে জেগে সর্বপ্রথম কোন দু’আ পড়ার মাধ্যমে শুরু করতেন। তিনি বললেন, তুমি আমাকে এমন একটি বিষয়ে প্রশ্ন করেছে, তোমার পূর্বে কেউই এ ব্যাপারে আমার নিকট জানতে চায়নি। তিনি যখন রাতে জাগতেন তখন দশবার আল্লাহ আকবার ও দশবার আল্‌হামদুলিল্লাহ বলতেন। আর সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি দশবার ও সুবহানাল মালিকুল কুদ্দুস দশবার এবং আস্তাগফিরুল্লাহ ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দশবার বলতেন। অতঃপর তিনি বলতেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় অভাব, সংকীর্ণতা ও বিপদগ্রস্ততা হতে আশ্রয় চাইছি। এরপর তিনি সলাত শুরু করতেন।^{৫০৮৩}

হাসান সহীহ।

^{৫০৮১} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

^{৫০৮২} এর পূর্বেরটি দেখুন।

^{৫০৮৩} নাসায়ী, ইবনু মাজাহ।

৫০৮৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَلِيمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَاسْتَحَرَّ يَقُولُ " سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ وَحَسَنِ بَلَاءِهِ عَلَيْنَا اللَّهُمَّ صَاحِبِنَا فَافْضِلْ عَلَيْنَا " . عَائِدًا بِاللَّهِ مِنَ الثَّارِ .

صحیح

৫০৮৬। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফর করতেন তখন ভোর রাতে উপনীত হয়ে বলতেন : শ্রবণকারী শ্রবণ করুন, আল্লাহর প্রশংসা করছি আমাদের প্রতি তাঁর নেয়ামতসমূহ ও আশির্বাদসহ। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সাথী হও এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করো। আর আমরা আল্লাহর নিকট জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি চাই।^{৫০৮৮}

সহীহ।

৫০৮৭ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ كَانَ أَبُو ذَرٍّ يَقُولُ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ اللَّهُمَّ مَا خَلَفْتُ مِنْ خَلْفٍ أَوْ قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ فَمَشَيْتُكَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ كُلِّهِ مَا شِئْتُ كَانَ وَمَا لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَتَحَاوَزْ لِي عَنْهُ اللَّهُمَّ فَمَنْ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ صَلَاتِي وَمَنْ لَعَنْتُ فَعَلَيْهِ لَعْنَتِي كَانَ فِي اسْتِئْثَاءِ يَوْمِهِ ذَلِكَ أَوْ قَالَ ذَلِكَ الْيَوْمِ .

ضعيف الإسناد موقوف

৫০৮৭। আবু যার (রা) বলতেন, যে ব্যক্তি সকালে ঘুম থেকে উঠে বলবে : “হে আল্লাহ! আমি যে কসমই করি, যে কথাই বলি, আর যে মাল্লতই মানি, এসব কার্যকর হওয়ার জন্য রয়েছে তোমার ইচ্ছা। তুমি যা চাও তাই হয়, তুমি যা চাও না তা হয় না। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার এগুলো আগ্রহ্য করো। হে আল্লাহ! যার প্রতি তুমি দয়া করো তার প্রতি আমারও দু’আ। তুমি যাকে অভিশাপ দাও তার প্রতি আমারও অভিশাপ”- এসব অকল্যাণ হতে ঐ দিনের জন্য তাকে মুক্তি দেয়া হয়।^{৫০৮৫}

সানাদ যঈফ মাওকুফ।

৫০৮৮ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مَوْدُودٍ، عَنْ سَمْعٍ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، يَقُولُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ، - يَعْنِي ابْنَ عُفَانَ - يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَحَاةٌ بَلَاءٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَحَاةٌ بَلَاءٍ حَتَّى يُمَسِّي " . قَالَ فَاصَابَ أَبَانَ بْنُ عُثْمَانَ الْفَالَجُ فَمَجَّلَ الرَّجُلُ الَّذِي سَمِعَ مِنْهُ الْحَدِيثَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ مَا لَكَ تَنْظُرُ إِلَيَّ قَوْلَ اللَّهِ مَا كَذَبْتُ عَلَى عُثْمَانَ وَلَا كَذَبَ عُثْمَانُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلَكِنَّ الْيَوْمَ الَّذِي أَصَابَنِي فِيهِ مَا أَصَابَنِي غَضِبْتُ فَتَسَبَّيْتُ أَنْ أَقُولَهَا .

صحیح

^{৫০৮৮} মুসলিম, ইবনু খুযাইমাহ।

^{৫০৮৫} বায়হাকী। এর সানাদ মুনকাতি। ক্বাসিম ইবনু আবদুর রহমান হাদীসটি আবু যার হতে শুনেছেন। যেমন রয়েছে তাহযীব গ্রন্থে।

৫০৮৮। আবান ইবনু ‘উসমান (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি এবং তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তিনবার বলবে : “আল্লাহর নামে যার নামের বরকতে আসমান ও যমীনের কোন বস্তুই ক্ষতি করতে পারে না, তিনি সর্বশোতা ও মহাজ্ঞানী।” সকাল হওয়া পর্যন্ত তার প্রতি কোন হঠাৎ বিপদ আসবে না। আর যে তা সকালে তিনবার বলবে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার উপর কোন হঠাৎ বিপদ আসবে না। আবান (রা) পক্ষাঘাতগ্রস্ত হলে যে লোকটি তার থেকে হাদীস শুনেছিল, তার দিকে তাকাচ্ছিল। তখন আবান তাকে বললেন, তোমার কি হয়েছে! তুমি আমার দিকে তাকাচ্ছে কেনো? বিশ্বাস করো, আল্লাহর কসম! আমি ‘উসমান (রা)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করিনি আর ‘উসমান (রা)-ও নাবী ﷺ-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেননি। তবে যেদিন আমি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছি সেদিন আমি রাগের বশে তা বলতে ভুলে গিয়েছি।^{৫০৮৬}

সহীহ।

৫০৮৯ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مَوْدُودٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ الْفَالَجِ .

لم أجده في الصحيح ولا في الضعيف

৫০৮৯। ‘উসমান (রা) হতে নাবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাকারী এতে পক্ষাঘাতের ঘটনা উল্লেখ করেননি।^{৫০৮৭}

আমি এটি সহীহ এবং যঈফে পাইনি।

৫০৯০ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْحَلِيلِ بْنِ عَطِيَّةٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي أَسْتَعُكَ تَدْعُو كُلَّ غَدَاةٍ اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تُعِيدُهَا ثَلَاثًا حِينَ تُصْبِحُ وَثَلَاثًا حِينَ تُمَسِّي . فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو بِهِمْ فَأَنَا أَحِبُّ أَنْ أَسْتَنْ بِسُنَّتِهِ . قَالَ عَبَّاسٌ فِيهِ وَقَوْلُ اللَّهِ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تُعِيدُهَا ثَلَاثًا حِينَ تُصْبِحُ وَثَلَاثًا حِينَ تُمَسِّي فَتَدْعُو بِهِمْ فَأَحِبُّ أَنْ أَسْتَنْ بِسُنَّتِهِ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ " . وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى صَاحِبِهِ .

حسن

৫০৯০। ‘আবদুর রহমান ইবনু আবু বাকর (রা) বলেন, আমি আমার পিতাকে বললাম, হে আব্বাজান! আমি আপনাকে প্রতিদিন ভোরে ও সন্ধ্যায় তিনবার বলতে শুনি : “হে আল্লাহ! আমার দেহ সুস্থ রাখুন। হে আল্লাহ! আমাকে সুস্থ রাখুন আমার শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে। হে আল্লাহ! আমাকে সুস্থ রাখুন আমার দৃষ্টিশক্তিতে। আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।” তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ বাক্যগুলো দ্বারা দু’আ করতে শুনেছি। সেজন্য আমিও তার নিয়ম অনুসরণ করতে ভালোবাসি। ‘আব্বাস (রা)-এর বর্ণনায়

৫০৮৬ তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৫০৮৭ আহমাদ।

হাসান ।

صحیح

મહીશ ।

١١١ - بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى الْهَلَالَ.

অনুচ্ছেদ-১১১ : নতুন চাঁদ দেখে যে দু'আ পড়তে হয়

ضعيف الاسناد

ਸਾਨਾਦ ਦੁਰਬਲ ।

৫০৯০ 'আবদুর রায়খান। এর সানাদ মুনকাতি।

৫০৭৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ حُبَابٍ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْهَلَالَ صَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ مُسْتَدَّ صَحِيحٌ .

ضعيف الإسناد

৫০৭৩। ক্বাতাদাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নতুন চাঁদ দেখে তাঁর মুখমণ্ডল (চাঁদ) হতে অন্যত্র ঘুরাতেন। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, চাঁদের উদয় সংক্রান্ত অনুচ্ছেদে নাবী ﷺ-এর কোন বিস্ময়কর হাদীস নেই।^{৫০৭৩}

সানাদ দুর্বল।

১১২ - بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ

অনুচ্ছেদ-১১২ : ঘর হতে বের হওয়ার সময় যা বলবে

৫০৭৪ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ مَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا رَفَعَ طَرَفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أَضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزِلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ " .

صحيح

৫০৭৪। উম্মু সালামাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই আমার ঘর হতে বের হতেন, তখন আকাশের দিকে মাথা তুলে বলতেন : “হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পথভ্রষ্ট হওয়া বা পথভ্রষ্ট করা, গুনাহ করা বা গুনাহের দিকে ধাবিত করা, উৎপীড়ন করা বা উৎপীড়িত হওয়া, অজ্ঞতা প্রকাশ করা বা অজ্ঞতা প্রকাশের পাত্র হওয়া হতে আশ্রয় চাইছি।^{৫০৭৪}

সহীহ।

৫০৭৫ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَنْعَمِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ " . قَالَ " يُقَالُ حِينَئِذٍ هُدَيْتَ وَكُفِّيتَ وَوَقَّيْتُ فَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ يَقُولُ لَهُ شَيْطَانُ آخَرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِّي وَوَقِّي " .

صحيح

৫০৭৫। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তি তার ঘর হতে বের হওয়ার সময় বলবে : “বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু ‘আল্লাহু, ওয়া লা হাওয়ালা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহু”- তখন তাকে বলা হয়, তুমি হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছো, রক্ষা পেয়েছো ও নিরাপত্তা লাভ

^{৫০৭৩} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

^{৫০৭২} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

করেছে। সুতরাং শয়তানরা তার থেকে দূর হয়ে যায় এবং অন্য এক শয়তান বলে, তুমি ঐ ব্যক্তিকে কি করতে পারবে যাকে পথ দেখানো হয়েছে, নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে এবং রক্ষা করা হয়েছে! ৫০৯০

সহীহ।

১১৩ - باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ

অনুচ্ছেদ-১১৩ : কেউ নিজ ঘরে প্রবেশকালে কি বলবে?

১. ৯৬ - حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، - قَالَ ابْنُ عَوْفٍ وَرَأَيْتُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ - قَالَ حَدَّثَنِي ضَمَضَمٌ، عَنْ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا وَلَجَ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبُّنَا تَوَكَّلْنَا ثُمَّ لِيُسَلِّمْ عَلَيَّ أَهْلِهِ " .

ضعيف

৫০৯৬। আবু মালিক আল-আশ'আরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কেউ নিজ ঘরে প্রবেশ করবে তখন সে যেন বলে : (অর্থ) “হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আগমন ও প্রস্থানের কল্যাণ চাই। আপনার নামে আমি প্রবেশ করি ও বের হই এবং আমাদের রব আল্লাহর উপর ভরসা করি”। অতঃপর সে যেন তার পরিবারের লোকদের সালাম দেয়। ৫০৯৮

দুর্বল।

১১৪ - باب مَا يَقُولُ إِذَا هَاجَتِ الرِّيحُ

অনুচ্ছেদ-১১৪ : প্রবলবেগে বায়ু প্রবাহের সময় যা বলবে

৫. ৯৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَوَزِيُّ، وَسَلَمَةُ، - يَعْنِي ابْنَ شَيْبٍ - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ " . قَالَ سَلَمَةُ فَرَوْحُ اللَّهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسُبُّوهَا وَسَلُّوْا اللَّهَ خَيْرَهَا وَاسْتَعِذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا " .

صحيح

৫০৯৭। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : বায়ু আল্লাহর অন্যতম রহমাত। তা কখনো শাস্তি বয়ে আনে আবার কখনো আযাব নিয়ে আসে। সুতরাং বাতাস প্রবাহিত হতে দেখলে তোমরা তাকে গালাগালি দিবে না, বরং আল্লাহর নিকট এর কল্যাণ চাইবে এবং তার খারাবী হতে আল্লাহর নিকট মুক্তি প্রার্থনা করবে। ৫০৯৫

সহীহ।

৫০৯৩ তিরমিযী।

৫০৯৪ আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

৫০৯৫ ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৫১৭৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو، أَنَّ أَبَا التَّضَرِّ، حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطُّ مُسْتَجِمِعًا ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أَوْ رِيحًا عَرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْعَيْمَ فَرَحُوا وَرَجَاءُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَطَرُ وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عُرِفَتْ فِي وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةُ فَقَالَ " يَا عَائِشَةُ مَا يُؤْمِنُنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ فَذُ عَذَبَ قَوْمٌ بِالرِّيحِ وَقَدْ رَأَى قَوْمَ الْعَذَابِ فَقَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُنْطَرُنَا " .

সহীহ

৫০৯৮। নাবী ﷺ-এর স্ত্রী ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোন দিন এরূপ মুখ খুলে হাসতে দেখিনি যাতে তাঁর আলজিভ দেখা যায়, বরং তিনি সর্বদাই মুচকি হাসতেন। আর তিনি যখন আকাশে মেঘ বা প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হতে দেখতেন তখন তাঁর চেহারায় এর ভীতি পরিলক্ষিত হতো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষ সাধারণত আকাশে মেঘ দেখলে বৃষ্টির আশায় আনন্দিত হয়। আর আপনি যখন মেঘ দেখেন তখন আপনার চেহারায় আমার নিকট আপনার অসন্তুষ্টির ভাব ধরা পড়ে; এর কারণ কি? তিনি বললেন: হে ‘আয়িশাহ! তা শান্তি বয়ে আনছে কিনা এর নিরাপত্তা আমাকে কে দিবে? এক কণ্ঠকে বায়ুর মাধ্যমে শান্তি দেয়া হয়েছে (যেমন আদ ও হুদ)। আরেক কণ্ঠ মেঘ দেখে বলেছিল, “এটা তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দিবে” (সূরাহ আহকাফ : ২৪) ৫০৯৬

সহীহ।

৫১৭৭ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شَرِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى نَاشِئًا فِي أَفْقِ السَّمَاءِ تَرَكَ الْعَمَلَ وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ ثُمَّ يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا " . فَإِنْ مَطَرَ قَالَ " اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا " .

সহীহ

৫০৯৯। ‘আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ আকাশের প্রান্তে মেঘ উঠতে দেখলে যাবতীয় (নাফল) ‘ইবাদত ছেড়ে দিতেন, এমনকি তিনি সলাতে থাকলেও। অতঃপর তিনি বলতেন : “হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এর খারাবী থেকে আশ্রয় চাইছি”। যদি বর্ষা হতো তাহলে বলতেন : “হে আল্লাহ! বরকতপূর্ণ ও সুমিষ্ট পানি দান করো” ৫০৯৭

সহীহ।

৫০৯৬ বুখারী, মুসলিম।

৫০৯৭ বুখারী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

১১৫ - باب مَا جَاءَ فِي الْمَطَرِ

অনুচ্ছেদ-১১৫ : বৃষ্টি এসে

৫১০০ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُسَدَّدٌ، - الْمَعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ أَصَابَنَا وَتَحَنُّنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَطَرٌ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَسَرَ نَوْبَهُ عَنْهُ حَتَّى أَصَابَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا قَالَ " لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ " .

صحیح

৫১০০। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ সঙ্গে ছিলাম। আমাদের উপর বৃষ্টি আরম্ভ হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়লেন এবং শরীর থেকে জামা খুলে ফেললেন, যাতে তাঁর শরীরে বৃষ্টি পৌঁছে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এটা করলেন কেনো? তিনি বললেন : এ বৃষ্টি তার রবের পক্ষ হতে বর্ষিত হচ্ছে।^{৫০৯৮}

সহীহ।

১১৬ - باب مَا جَاءَ فِي الذِّكِّ وَالْبَهَائِمِ

অনুচ্ছেদ-১১৬ : মোরগ ও চতুষ্পদ প্রাণী সম্বন্ধে

৫১০১ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُثَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا تَسْبُوا الذِّكَّ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ " .

صحیح

৫১০১। যায়িদ ইবনু খালিদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা মোরগকে গালি দিও না। কারণ সে সলাতের জন্য জাগায়।^{৫০৯৯}

সহীহ।

৫১০২ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الذِّبْيَةِ فَاسْلُؤُوا اللَّهَ تَعَالَى مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهْيَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا " .

صحیح

৫১০২। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনতে পাবে তখন আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ চাইবে, কেননা মোরগ একজন ফিরিশতাকে দেখেছে। আর যখন তোমরা গাধার চিংকার শুনবে তখন শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে। কেননা সে একটা শয়তানকে দেখেছে।^{৫১০০}

সহীহ।

৫০৯৮ মুসলিম, আহমাদ।

৫০৯৯ আহমাদ।

৫১০০ বুখারী, মুসলিম।

৫১০৩ - حَدَّثَنَا هُثَّاءُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلَابِ وَنَهْيَ الْحُمْرِ بِاللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لَا تَرَوْنَ " .

সহীহ

৫১০৩। জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা রাতে কুকুরের যেউ যেউ শব্দ ও গাধার ডাক শুনতে পেলে “আউযুবিল্লাহ” বলবে। কেননা তারা (কুকুর ও গাধা) যা দেখতে পায় তোমরা তা দেখতে পাও না।^{৫১০৩}

সহীহ।

৫১০৪ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْوَانَ الدَّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَغَيْرِهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ " أَقْلُوا الْخُرُوجَ بَعْدَ هَذِهِ الرَّجُلِ فَإِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى دَوَابَّ يَيْثُنُّ فِي الْأَرْضِ " . قَالَ ابْنُ مَرْوَانَ " فِي تِلْكَ السَّاعَةِ " . وَقَالَ " فَإِنَّ لِلَّهِ خَلْقًا " . ثُمَّ ذَكَرَ نُبَاحَ الْكَلْبِ وَالْحُمْرِ نَحْوَهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِهِ قَالَ ابْنُ الْهَادِ وَحَدَّثَنِي شَرَحِبِيلُ الْحَاجِبُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ .

সহীহ

৫১০৪। জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রা) ও ‘আলী ইবনু ‘উমার ইবনু হুসাইন ইবনু ‘আলী (র) সূত্রে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে তোমরা বাইরে কম যাবে। কেননা মহান আল্লাহর এমন কিছু জীবজন্তু আছে, যাদেরকে এ সময়ে তিনি বিক্ষিপ্তভাবে যমীনে ছেড়ে দেন। তাতে আরো আছে : কারণ আল্লাহর কিছু সৃষ্টি আছে। অতঃপর তিনি গাধা ও কুকুরের শব্দের অনুরূপ উল্লেখ করেন।^{৫১০৪}

সহীহ।

১১৭ - باب في الصَّيِّ يُؤَلَّدُ فَيُؤَدَّنُ فِي أُذُنِهِ

অনুচ্ছেদ-১১৭ : সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার কানে আযান দেয়া

৫১০৫ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ - بِالصَّلَاةِ .

حسن

^{৫১০১} আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ।

^{৫১০২} বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, নাসায়ীর ‘আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ।

৫১০৫। 'উবাইদুল্লাহ ইবনু আবু রাফি' (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমাহ (রা) যখন 'আলী (রা)-এর পুত্র হাসান (রা)-কে প্রসব করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কানে সলাতের আযানের ন্যায় আযান দিয়েছিলেন।^{৫১০৩}

হাদীস হাসান।

৫১০৬। - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤْتِي بِالصَّبِيَّانِ فَيَدْعُو لَهُمَا بِالْبِرْكََةِ - زَادَ يُوسُفُ - وَيُحْكِكُهُمَا وَلَمْ يَذْكُرْ بِالْبِرْكََةِ .

صحیح

৫১০৬। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বাচ্চাদেরকে আনা হলে তিনি তাদের জন্য বরকতের দু'আ করতেন। ইউসুফের বর্ণনায় রয়েছে : তিনি ﷺ খেজুর চিবিয়ে তাদের মুখে দিতেন। এতে 'বরকতের জন্য' কথাটি উল্লেখ নেই।^{৫১০৪}

সহীহ।

৫১০৭। - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ حُمَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " هَلْ رَأَيْتَ - أَوْ كَلِمَةً غَيْرَهَا - فَيَكُمُّ الْمُعْرَبُونَ " . قُلْتُ وَمَا الْمُعْرَبُونَ قَالَ " الَّذِينَ يَشْتَرِكُ فِيهِمُ الْجَنُّ " .

ضعيف الإسناد

৫১০৭। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে প্রশ্ন করলেন : তোমাদের মধ্যে মুগাররিবুন দেখা গেছে কি? আমি বললাম, মুগাররিবুন কারা? তিনি বললেন: যাদের মধ্যে জিনের একটি অংশ আছে।^{৫১০৫}

সানাদ দুর্বল।

১১৮ - باب في الرجل يستعيز من الرجل

অনুচ্ছেদ-১১৮ : কেউ কারোর (অনিষ্ট) হতে আশ্রয় প্রার্থনা

৫১০৮। - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْحُسَيْنِيُّ، قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، - قَالَ نَصْرُ ابْنُ أَبِي عُرْوَةَ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَهْيكٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ وَمَنْ سَأَلَكُمْ بَوَاحُ اللَّهِ فَأَعْطُوهُ " . قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ " مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ " .

حسن صحيح

^{৫১০৩} তিরমিযী, আহমাদ। সানাদ দুর্বল। তবে হাদীসটি হাসান পর্যায়ের।

^{৫১০৪} মুসলিম, আহমাদ, হুমাইদী।

^{৫১০৫} সানাদের উম্মু হুমাইদ সম্পর্কে হাফিয বলেন : তার অবস্থা জানা যায়নি।

৫১০৮। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তোমাদের নিকট মহান আল্লাহর নামে আশ্রয় চায় তোমরা তাকে আশ্রয় দাও। আর যে তোমাদের নিকট আল্লাহর নামে কিছু চায় তোমরা তাকে তা দান করো।^{৫১০৬}

হাসান সহীহ।

৫১০৯ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، - الْمَعْنَى - عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ " . وَقَالَ سَهْلٌ وَعُثْمَانُ " وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ " . ثُمَّ اتَّفَقُوا " وَمَنْ آتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافُوهُ " . قَالَ مُسَدَّدٌ وَعُثْمَانُ " فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا اللَّهَ لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ " .

صحیح

৫১০৯। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ তোমাদের নিকট আল্লাহর নামে আশ্রয় চাইলে তোমরা তাকে আশ্রয় দিবে। কেউ আল্লাহর নামে তোমাদের নিকট কিছু চাইলে তোমরা তাকে দাও। বর্ণনাকারী সাহল ও 'উসমান আরো বলেন, যে তোমাদেরকে দাওয়াত দেয় তোমরা তাতে সাড়া দাও। অতঃপর বর্ণনাকারীগণ বলেন, আর যে ব্যক্তি তোমাদের প্রতি উত্তম আচরণ করবে তোমরা তার প্রতিদান দাও। যদি তাকে দেয়ার মতো কিছু না পাও তবে তার জন্য দু'আ করতে থাকো- যখন বুঝতে পারো তোমরা তার প্রতিদান দিয়েছো।^{৫১০৭}

সহীহ।

১১৭ - باب فِي رَدِّ الْوَسْوَسةِ

অনুচ্ছেদ-১১৯ : প্ররোচনা প্রতিহত করা সম্পর্কে

৫১১০ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، - يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ مَا شَيْءٌ أَجِدُهُ فِي صَدْرِي قَالَ مَا هُوَ قُلْتُ وَاللَّهِ مَا أَتَكَلَّمُ بِهِ . قَالَ فَقَالَ لِي أَشْيَاءُ مِنْ شَيْءٍ قَالَ وَضَحَكَ . قَالَ مَا نَجَا مِنْ ذَلِكَ أَحَدٌ - قَالَ - حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ } الْآيَةَ قَالَ فَقَالَ لِي إِذَا وَجَدْتَ فِي نَفْسِكَ شَيْئًا فَقُلْ { هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }

حسن الإسناد

৫১১০। আবু যুমাইল (র) বলেন, একদা আমি ইবনু 'আব্বাস (রা)-কে বললাম, আমি আমার অন্তরে যেসব বিষয় অনুভব করি এগুলো কি? তিনি বললেন, তা কি? আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি সে বিষয়ে মুখ খুলবো না। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি আমাকে বললেন, সন্দেহমূলক কিছু? বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি হাসলেন এবং বললেন, এর থেকে কেউই রেহাই পায়নি, এমনকি মহান আল্লাহ নাযিল

৫১০৬ আহমাদ।

৫১০৭ এটি গত হয়েছে হা/১৬৭২।

৫ম-আবু দাউদ-৭৭

করেন : “আমি আপনার উপর যা নাযিল করেছি এ ব্যাপারে আপনি যদি সন্দেহে থাকেন, তাহলে যারা কিতাব পড়ে তাদেরকে প্রশ্ন করুন...” (সূরাহ ইউনুস : ৯৪)। বর্ণনাকারী বলেন, ইবনু ‘আব্বাস (রা) আমাকে বললেন, যখন তুমি মনের মধ্যে এ ধরনের কিছু উদ্বেক হতে দেখবে, তখন তুমি পাঠ করবে : “তিনিই আদি, তিনিই অনন্ত, তিনিই প্রকাশ্য, তিনি গুপ্ত এবং তিনি সব বিষয়ে সম্যক অবহিত” (সূরাহ হাদীদ : ৩)।^{৫১০৮}

সানাদ হাসান।

৫১১১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا الشَّيْءَ نُعْظِمُ أَنْ تَتَكَلَّمَ بِهِ أَوْ الْكَلَامَ بِهِ مَا نَحِبُّ أَنْ لَنَا وَأَنَا نَتَكَلَّمُ بِهِ . قَالَ " أَوْقَدْ وَحَدَّثْتُمُوهُ " . قَالُوا نَعَمْ . قَالَ " ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ " .

صحیح

৫১১১। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকট তাঁর কতিপয় সাহাবী (রা) এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আমাদের অন্তরে এমন কিছু অনুভব করি যা ব্যক্ত করাকে বা যা মুখে বলাকে আমরা গুরুতর মনে করি! আমরা এ ধরনের কথা মনে আসা অথবা পরস্পর সমালোচনা করাকে পছন্দ করি না। তিনি বললেন : তোমরা কি এরূপ অনুভব করো? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন : এটা স্পষ্ট ঈমানের লক্ষণ।^{৫১০৯}

সহীহ।

৫১১২ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ، قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَنَا يَجِدُ فِي نَفْسِهِ - يُعْرَضُ بِالشَّيْءِ - لَأَنْ يَكُونَ حُمَةً أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ فَقَالَ " اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ كَيْدَهُ إِلَى الْوَسْوَسةِ " . قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ " رَدَّ أَمْرَهُ " . مَكَانَ " رَدَّ كَيْدَهُ " .

صحیح

৫১১২। ইবনু ‘আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো মনের মধ্যে এমন কিছু উদয় হয় যা মুখে ব্যক্ত করার চেয়ে সে জ্বলে-পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাওয়াকে উত্তম মনে করে। তিনি ﷺ বললেন : আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা যিনি শয়তানের এ ধোঁকাকে কল্পনা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রেখেছেন।^{৫১১০}

সহীহ।

^{৫১০৮} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

^{৫১০৯} মুসলিম, ইবনু আবু ‘আসিম আস-সুন্নাহ।

^{৫১১০} আহমাদ।

১২০ - باب في الرجل ينتمي إلى غير موالیه

অনুচ্ছেদ-১২০ : যে দাস নিজ মনিবের পরিবর্তে অন্যের পরিচয় দেয়

৫১১৩ - حَدَّثَنَا الثَّقَلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ سَمِعْتُهُ أَذُنَايَ، وَوَعَاةُ، قَلْبِي مِنْ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ " مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْحَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ " . قَالَ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ سَمِعْتُهُ أَذُنَايَ وَوَعَاةُ قَلْبِي مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ . قَالَ عَاصِمٌ فَقُلْتُ يَا أَبَا عُثْمَانَ لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلَانِ أَيْمًا رَجُلَيْنِ . فَقَالَ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَأَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ فِي الْإِسْلَامِ يَغْنِي سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَالْآخَرُ قَدَمٌ مِنَ الطَّائِفِ فِي بَضْعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ فَذَكَرَ فَضْلًا . قَالَ أَبُو عَلِيٍّ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ قَالَ قَالَ الثَّقَلِيُّ حَيْثُ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَاللَّهُ إِنَّهُ عِنْدِي أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ يَغْنِي قَوْلُهُ حَدَّثَنَا وَحَدَّثَنِي قَالَ أَبُو عَلِيٍّ وَسَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ لَيْسَ لِحَدِيثِ أَهْلِ الْكُوفَةِ نُوْرٌ - قَالَ - وَمَا رَأَيْتُ مِثْلَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ كَانُوا تَعْلَمُوهُ مِنْ شُعْبَةٍ .

صحیح

৫১১৩। সা'দ ইবনু মালিক (রা) বলেন, আমি এ হাদীসটি আমার নিজ কানে শুনেছি স্বয়ং মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকট হতে এবং আমার অন্তর তা হিফাযাত করেছে। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি স্বীয় পিতাকে ভিন্ন বংশের বলে দাবি করলো অথচ সে জানে যে, তার পিতা কে, তার জন্য জান্নাত হারাম। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি আবু বাক্রাহ (রা)-এর সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি তার নিকট উত্থাপন করলে তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ﷺ থেকে এ হাদীস আমার কান শুনেছে এবং আমার স্মৃতিশক্তি তা হিফাযাত করেছে। 'আসিম (র) বলেন, আমি বললাম, হে আবু 'উসমান! আপনার নিকট দু'জন লোক সাক্ষ্য দিয়েছে, তারা কে? তিনি বলেন, তাদের একজন হলেন, সা'দ ইবনু মালিক (রা) যিনি সর্বপ্রথম আল্লাহর পথে দ্বীন ইসলামের তীর ছুঁড়েছেন। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন যিনি বিশের অধিক লোকের একটি দলের সঙ্গে তায়েফ থেকে হেটে এসেছেন। তিনি তার ফযীলাত ও বর্ণনা করলেন।

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, আন-নুফাইলী (র) এ হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহর কসম! এটি আমার নিকট মধুর চেয়েও মিষ্টি অর্থাৎ এর সানাদ। আবু 'আলী বলেন, আমি আবু দাউদকে বলতে শুনেছি, আমি আহমাদ (র)-কে বলতে শুনেছি, কুফাবাসীর হাদীসে নূর নেই। আমি বাসরাহ্বাসীর অনুরূপ দেখিনি, তারা হাদীসটি শু'বাহ (র) হতে শিখেছেন।^{৫১১৩}

সহীহ।

৫১১৪ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، - يَغْنِي ابْنُ عَمْرٍو - حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بَغْيٍ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ " .

صحیح

৫১১৪। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজ মনিব গোত্রের অনুমতি ব্যতীত অন্য কোন গোত্রে পালিয়ে যায় তার উপর আল্লাহ, ফিরিশতাকুল ও সকল মানুষের পক্ষ হতে লা'নাত। ক্বিয়ামাতের দিন তার কোন ফরয ও নফল অথবা তাওবাহ ও ফিদইয়া গ্রহণযোগ্য হবে না।^{৫১১২}

সহীহ।

৫১১৫ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدُّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، - وَنَحْنُ بَبْرُوتَ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ أَدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ الْمَتَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " .

صحيح

৫১১৫। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি তার পিতার বংশপরিচয় বাদ দিয়ে অন্য বংশের হওয়ার দাবি করে অথবা নিজের প্রকৃত অভিভাবক পরিবারকে বাদ দিয়ে অন্যের পরিচয়ে নিজেকে পরিচিত করে, তার উপর আল্লাহর পক্ষ হতে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত অবিরাম অভিশাপ বর্ষিত হতে থাকবে।^{৫১১৩}

সহীহ।

১২১ - باب في التَّفَاخُرِ بِالْأَخْسَابِ

অনুচ্ছেদ-১২১ : বংশের গৌরব

৫১১৬ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعَاوِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، - وَهَذَا حَدِيثُهُ - عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عِبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخَرَهَا بِالْأَبَاءِ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ أَتَمَّ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ كَيْدَعَنْ رِجَالٍ فَخَرَهُمْ بِأَقْوَامٍ إِنَّمَا هُمْ فَحَمٌ مِنْ فَحَمٍ جَهَنَّمَ أَوْ لَيْكُونَنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجِعْلَانِ الَّتِي تَذْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّشْنَ " .

حسن

৫১১৬। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মহান আল্লাহ তোমাদের জাহিলী যুগের মিথ্যা অহংকার ও পূর্বপুরুষদেরকে নিয়ে গর্ব করার প্রথাকে বিলুপ্ত করেছেন। মু'মিন হলো আল্লাহভীরু আর পাপী হলো দুর্ভাগা। তোমরা সকলে আদম সন্তান আর আদম (আ) মাটির তৈরী। লোকদের উচিত বিশেষ গোত্রের ভুক্ত হওয়াকে কেন্দ্র করে অহংকার না করা। এখন তো তারা জাহান্নামের কয়লায় পরিণত হয়েছে। অন্যথায় তোমরা মহান আল্লাহর নিকট ময়লার সেই কীটের চেয়েও জঘন্য গণ্য হবে যে তার নাক দিয়ে ময়লা ঠেলে নিয়ে যায়।^{৫১১৪}

হাসান।

^{৫১১২} মুসলিম, আহমাদ।

^{৫১১৩} আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

^{৫১১৪} তিরমিযী, আহমাদ।

১২২ - باب في العَصِيَّة

অনুচ্ছেদ-১২২ : দলখীতি বা পক্ষপাতিত্ব

৫১১৭ - حَدَّثَنَا الثَّقَلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ فَهُوَ كَالْبَعِيرِ الَّذِي رُدِّيَ فَهُوَ يَنْزِعُ بِذَنبِهِ .

صحيح موقوفا مرفوعا

৫১১৭। ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস’উদ (রা) বলেন, যে ব্যক্তি তার কওমের লোকদেরকে অন্যায়ভাবে সাহায্য করে, সে ঐ উটের মত, যেটিকে গর্তে পড়ার পর তার লেজ ধরে টানা হচ্ছে।^{৫১১৫}

সহীহ মাওকুফ ও মারফুভাবে।

৫১১৮ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ اتَّهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

صحيح

৫১১৮। ‘আবদুর রহমান ইবনু ‘আবদুল্লাহ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নাবী ﷺ-এর নিকট গেলাম, তখন তিনি একটি চামড়ার তাঁবুতে ছিলেন... অতঃপর বাকী অংশ উপরের হাদীসের অনুরূপ।^{৫১১৬}

সহীহ।

৫১১৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الدَّمَشَقِيُّ، حَدَّثَنَا الْفَرَيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ بَشْرِ الدَّمَشَقِيُّ، عَنْ بِنْتِ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا، يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْعَصِيَّةُ قَالَ " أَنْ تُعِينَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلْمِ " .

ضعيف، غايه المرام (৩০০) //

৫১১৯। ওয়াসিলাহ ইবনুল আক্বকা’ (রা)-র কন্যা সূত্রে বর্ণিত। তিনি তার পিতাকে বলতে শুনেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আসাবিয়াত (পক্ষপাতিত্ব) কি? তিনি বললেন : তুমি তোমার কওমকে অত্যাচার করার জন্য সহযোগিতা করলে।^{৫১১৭}

দুর্বল : গায়াতুল মারাম হা/৩০৫।

৫১২০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يُحَدِّثُ عَنْ سُرَّاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ الْمَذَلِجِيِّ، قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " خَيْرُكُمْ الْمُدَافِعُ عَنْ عَشِيرَتِهِ مَا لَمْ يَأْتُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ ضَعِيفٌ .

ضعيف، المشكاة (৪৯০৬)

^{৫১১৫} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

^{৫১১৬} এর পূর্বেরটি দেখুন।

^{৫১১৭} ইবনু মাজাহ, আহমাদ, বুখারীর আদাবুল মুফরাদ। সানাদে সালামাহ বিন বিশর রয়েছে। হাফিয বলেন : মাক্বুল। একই অবস্থা তার মেয়ে ওয়ায়িলাহ।

৫১২০। সুরাঐহ ইবনু মালিক ইবনু জু'শাম আল-মুদলিজী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেয়ার সময় বলেন : যে ব্যক্তি পাপাচারে লিপ্ত না হয়ে তার গোত্রের উপর নির্যাতন হওয়া প্রতিরোধ করে সে-ই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, আইয়ুব ইবনু সুয়াইদ দুর্বল বর্ণনাকারী।^{৫১১৮}

দুর্বল : মিশকাত হা/৪৯০৬।

৫১২১ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَكِّيِّ، - يَغْنِي ابْنَ أَبِي لَيْبَةَ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصِيَّةٍ " .
ضعيف ، المشكاة (٤٩٠٧) ، غايۃ المرام (٣٠٤)

৫১২১। জুবাইর ইবনু মুত্ব'ইম (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আসাবিয়াতের দিকে ডাকে বা গোত্রের দোহাই দিয়ে আহ্বান করে লোকদেরকে সমবেত করে সে আমার দলভুক্ত নয়। আর ঐ ব্যক্তিও আমাদের দলভুক্ত নয় যে আসাবিয়াতের ভিত্তিতে যুদ্ধ করে এবং সেও নয় যে আসাবিয়াতের উপর মারা যায়।^{৫১১৯}

দুর্বল : মিশকাত হা/৪৯০৭, গয়াতুল মারাম হা/৩০৪।

৫১২২ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مَخْرَاقٍ، عَنْ أَبِي كِنَانَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " ابْنُ أَخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ " .

صحیح

৫১২২। আবু মুসা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : গোত্রের ভাগনে তাদের অন্তর্ভুক্ত।^{৫১২০}

সহীহ।

৫১২৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَقَبَةَ، عَنْ أَبِي عَقَبَةَ، - وَكَانَ مَوْلَى مِنْ أَهْلِ فَارِسَ - قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَدًا فَضَرَبْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقُلْتُ خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الْعَلَامُ الْفَارِسِيُّ فَأُلْتَفْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " فَهَلَا قُلْتُ خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الْعَلَامُ الْأَنْصَارِيُّ " .

ضعيف

৫১২৩। আবু উক্বাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি ছিলেন পারস্যবাসীর আযাদকৃত গোলাম। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে উহদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। এক মুশরিক ব্যক্তির উপর আঘাত

^{৫১১৮} সানাদে আইয়ুব বিন সুওয়াইদ দুর্বল।

^{৫১১৯} ইবনু 'আদীর কামিল। এর সানাদ মুনকাতি। 'আবদুল্লাহ বিন আবু সালামাহ ও জুবাইর ইবনু মুত্ব'ইম এর মাঝে বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে।

^{৫১২০} আহমাদ, তিরমিযী।

হেমে আমি বললাম, আমার কাছ থেকে এটা নাও। আমি পারস্যদেশীয় যুবক। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন : তুমি কেন একথা বললে না যে, আমার পক্ষ হতে এটা গ্রহণ করো, আমি আনসারী যুবক।^{৫১২১}

দুর্বল।

১২৩ - باب إِيخَارِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِمَحَبَّتِهِ إِيَّاهُ

অনুচ্ছেদ-১২৩ : কেউ কারোর ভাল কিছু দেখে তাকে ভালোবাসলে

৫১২৪ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ نُزْرِ، قَالَ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ عُثَيْدٍ، عَنِ الْمِقْلَمِ بْنِ مَعْدِيكَرِبٍ، - وَقَدْ كَانَ أَذْرَكُهُ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخَيِّرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ " .

صحیح

৫১২৪। আল-মিক্কাদাম ইবনু মা'দীকারিব (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাইকে ভালোবাসে, তার উচিত তাকে তাঁর ভালোবাসা সম্পর্কে অবহিত করা।^{৫১২২}

সহীহ।।

৫১২৫ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا، كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لِأَحِبُّ هَذَا . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ " أَغْلَمْتَهُ " . قَالَ لَا قَالَ " أَغْلَمْتَهُ " . قَالَ فَلَحِقَهُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ فِي اللَّهِ . فَقَالَ أَحْبَبْتُكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ .

حسن

৫১২৫। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। এক লোক নাবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিল। এ সময় অন্য এক ব্যক্তি সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি অবশ্যই এ ব্যক্তিকে ভালোবাসি। নাবী ﷺ তাকে বললেন : তুমি কি তাকে তোমার ভালোবাসার কথা জানিয়েছ? সে বললো, না। তিনি ﷺ বললেন : তুমি তাকে জানিয়ে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং সে ঐ ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত করে বললো, আমি আপনাকে আল্লাহর জন্যে ভালোবাসি। সে বললো, যাঁর উদ্দেশ্যে আপনি আমাকে ভালোবাসেন তিনিও আপনাকে ভালোবাসুন।^{৫১২৩}

হাসান।

৫১২৬ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ كَعَمَلِهِمْ . قَالَ " أَنْتَ يَا أَبَا ذَرٍّ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ " . قَالَ فَإِنِّي أَحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ . قَالَ " فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ " . قَالَ فَأَعَادَهَا أَبُو ذَرٍّ فَأَعَادَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

صحیح

^{৫১২১} ইবনু মাজাহ, আহমাদ। সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক একজন মুদাল্লিস এবং তিনি এটি আন আন শব্দে বর্ণনা করেছেন।

^{৫১২২} তিরমিযী, বুখারীর আদাবুল মুফরাদ।

^{৫১২৩} আহমাদ।

৫১২৬। আবু য়ার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি যদি কোন সম্প্রদায়কে ভালোবাসে কিন্তু তারা যে ধরনের আমল করে সে অনুরূপ আমল করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আবু য়ার! তুমি যাদেরকে ভালোবাসো তাদের দলভুক্ত হবে। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। তিনি ﷺ বললেন : তুমি যাদেরকে ভালোবাসো তাদের সাথে হবে। বর্ণনাকারী বলেন, আবু য়ার (রা) একই কথার পুনরাবৃত্তি করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও একই উত্তর দেন। ৫১২৪

সহীহ।

৫১২৭ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَحُوا بِشَيْءٍ لَمْ أَرَهُمْ فَرَحُوا بِشَيْءٍ أَشَدَّ مِنْهُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُحِبُّ الرَّجُلَ عَلَى الْعَمَلِ مِنَ الْخَيْرِ يَعْمَلُ بِهِ وَلَا يَعْمَلُ بِمِثْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ " .
صحيح

৫১২৭। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর সাহাবীদেরকে একটি ব্যাপারে এতোটা আনন্দিত দেখতে পেলাম যে, অন্য কোন ব্যাপারেই এরূপ আনন্দিত হতে দেখিনি। তা হলো, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে তার সৎকাজের জন্য ভালবাসে, কিন্তু সে তার মতো সৎকাজ করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : প্রত্যেক ব্যক্তিই যাকে ভালবাসে সে তার সাথে হবে। ৫১২৫

সহীহ।

১২৫ - باب في المشورة

অনুচ্ছেদ-১২৪ : পরামর্শ করা

৫১২৮ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ " .
صحيح

৫১২৮। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পরামর্শদাতা একজন আমানতদার। ৫১২৬

সহীহ।

১২৬ - باب في الدال على الخير

অনুচ্ছেদ-১২৫ : কল্যাণের দিকে পথ দেখানো

৫১২৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَبْذِعُ بِي فَاحْمِلْنِي . قَالَ " لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكَ عَلَيْهِ "

৫১২৪ আহমাদ, দারিমী, বুখারীর আদাবুল মুফরাদ।

৫১২৫ বুখারী, মুসলিম।

৫১২৬ তিরমিযী, ইবনু মাজাহ।

وَلَكِنْ أَنْتَ فُلَانًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَحْمِلَكَ " . فَأَتَاهُ فَحَمَلَهُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ " .

صحیح

৫১২৯। আবু মাস'উদ আল-আনসারী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কোন বাহন নেই। তাই আমার জন্য একটি বাহনের ব্যবস্থা করে দিন। তিনি বললেন : আমার নিকট তোমাকে বাহন হিসেবে দেয়ার মতো কোন ব্যবস্থা নেই। তবে তুমি অমুকের নিকট যাও, সে হয়তো তোমার সাওয়ারীর ব্যবস্থা করতে পারবে। অতএব সে তার নিকট গেলে লোকটি তার বাহনের ব্যবস্থা করে দিলো। ঐ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ ব্যাপারে জানালে তিনি বললেন : যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজের পথ দেখায়, সে উক্ত কাজ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ সওয়াব পায়।^{৫১২৭}

সহীহ।

১২৬ - باب في الهوى

অনুচ্ছেদ-১২৬ : অসৎ বাসনা

৫১৩০ - حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ شَرِيحٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " حُبُّ الشَّيْءِ يُغْنِي وَيُصِمُّ " .
ضعيف ، الضعيفة (١٨٦٨)

৫১৩০। আবু দারদা (রা) হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন : কোন বস্তুর প্রতি তোমার ভালোবাসা তোমাকে অন্ধ ও বধির করে দিতে পারে।^{৫১২৮}

দূর্বল : যঈফাহ হা/১৮৬৮।

১২৭ - باب في الشفاعة

অনুচ্ছেদ-১২৭ : সুপারিশ করা

৫১৩১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اشفَعُوا إِلَيَّ لَتُؤْخَرُوا وَلَيَقْضِيَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ " .
صحیح

৫১৩১। আবু মূসা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার নিকট সুপারিশ করো, তাহলে তোমার সাওয়াব লাভ করতে পারবে। আর নাবীর সিদ্ধান্ত তাই হয় যা আল্লাহর ইচ্ছা করেন।^{৫১২৯}

সহীহ।

^{৫১২৭} মুসলিম, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

^{৫১২৮} আহমাদ। সানাদে আবু বকর ইবনু আবু মারইয়াম দূর্বল।

^{৫১২৯} বুখারী, মুসলিম।

৫১৩২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنْبِهٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، اشْفَعُوا تَوْجَرُوا فَإِنِّي لَأُرِيدُ الْأَمْرَ فَأَوْحِرُهُ كَيْمَا تَشْفَعُوا تَتَوَجَرُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "اشْفَعُوا تَوْجَرُوا" .

صحيح

৫১৩২। মু'আবিয়াহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তোমরা সুপারিশ করো, তাহলে সওয়াব লাভ করতে পারবে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : “তোমরা সুপারিশ করো, সাওয়াব পাবে।” কারণ আমি (মু'আবিয়াহ) কোন সিদ্ধান্ত নিতে ইচ্ছাকৃতভাবেই বিলম্ব করি যাতে তোমরা সুপারিশ করে সওয়াব লাভ করতে পারো। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা সুপারিশ করে সওয়াব অর্জন করো।^{৫১৩০}

সহীহ।

৫১৩৩ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .
لم أجده في الصحيح ولا في الضعيف

৫১৩৩। আবু মূসা (রা) হতে নাবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।^{৫১৩১}

আমি এটি সহু এবং যঈফে পাইনি।

১২৮ - باب في الرجل ينفذ بنفسه في الكتاب

অনুচ্ছেদ-১২৮ : চিঠিপত্রে প্রথমে নিজের নাম লেখা সম্পর্কে

৫১৩৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، - قَالَ أَحْمَدُ قَالَ مَرَّةً يَغْنِي هُشَيْمًا - عَنْ بَعْضِ وَلَدِ الْعَلَاءِ أَنَّ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ كَانَ عَامِلَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الْبَحْرَيْنِ فَكَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَيْهِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ .
ضعيف الإسناد

৫১৩৪। আল-'আলা (রা)-এর কোন সন্তান সূত্রে বর্ণিত। আল-'আলা (রা) বাহরাইনে নাবী ﷺ কর্তৃক নিযুক্ত গভর্ণর ছিলেন। তিনি যখন নাবী ﷺ-এর নিকট চিঠিপত্র লিখতেন তখন তাতে প্রথমে নিজের নাম লিখতেন।^{৫১৩২}

সানাদ দুর্বল।

৫১৩৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ ابْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْعَلَاءِ، - يَغْنِي ابْنَ الْحَضْرَمِيِّ - أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَبَدَأَ بِاسْمِهِ .
ضعيف

৫১৩৫। আল-'আলা ইবনুল হাদরামী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ-এর নিকট চিঠি লিখেছিলেন এবং তাতে প্রথমে নিজের নাম লিখেছিলেন।^{৫১৩৩}

দুর্বল।

^{৫১৩০} নাসায়ী।

^{৫১৩১} এটি গত হয়েছে হা/৫১৩২।

^{৫১৩২} আহমাদ। সানাদে 'আলা এর কতিপয় সন্তান মাজহুল।

^{৫১৩৩} সানাদে ইবনুল 'আলা এর অবস্থা অজ্ঞাত।

১২৭ - باب كَيْفَ يُكْتُبُ إِلَى الذَّمِّيِّ

অনুচ্ছেদ-১২৯ : যিম্মীর নিকট পত্র লিখার নিয়ম

৫১৩৬ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى هِرَقْلَ " مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ أَتَى الْهُدَى " . قَالَ ابْنُ يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا سَفْيَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقْلَ فَأَجْلَسَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ دَعَا بِكُتَّابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأِذَا فِيهِ " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ أَتَى الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ " .
(حديث أبي سفيان) صحيح

৫১৩৬। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ রোম সম্রাট হিরাকালের নিকটে চিঠি লিখেছিলেন : "আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ মুহাম্মাদ ﷺ-এর পক্ষ হতে রোমের সম্রাট হিরাকালের নিকট। যে ব্যক্তি হেদায়াতের অনুসারী তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। ইবনু ইয়াহুয়াহ (র) ইবনু 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন, আবু সুফিয়ান (রা) তাকে এ ব্যাপারে জানিয়ে দিয়ে বলেন, আমরা হিরাকালের দরবারে উপস্থিত হলে তিনি আমাদেরকে তার সামনে বসালেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চিঠি নিয়ে ডাকলেন। তাতে লেখা রয়েছে : বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম; আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর পক্ষ হতে মহান রোম সম্রাট হিরাকাল-এর প্রতি। যিনি হেদায়াতের অনুসারী তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক; অতঃপর।" ৫১৩৮

আবু সুফিয়ানের হাদীস সহীহ।

১৩০ - باب فِي بَرِّ الْوَالِدَيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৩০ : পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তোষবহার করা

৫১৩৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَحِدَّهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ " .
صحيح

৫১৩৭। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন সন্তান তার পিতার হক আদায় করতে সক্ষম নয়, তবে ক্রীতদাস পিতাকে ক্রয় করে আযাদ করে দিলে (সামান্য হক আদায় হয়)। ৫১৩৯

সহীহ।

৫১৩৮ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي خَالِي الْخَارِثُ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ وَكُنْتُ أُحِبُّهَا وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَقَالَ لِي طَلِّقْهَا فَأَبَيْتُ فَأَتَى عُمَرَ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " طَلِّقْهَا " .
صحيح

৫১৩৮ বুখারী, আহমাদ।

৫১৩৯ মুসলিম, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ।

৫১৩৮। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার এক স্ত্রী ছিল এবং তাকে আমি ভালোবাসতাম। কিন্তু আমার পিতা ('উমার) তাকে অপছন্দ করতেন। তিনি আমাকে তাকে তালাক দিতে আদেশ করলে আমি তাতে অসম্মতি জানালাম। 'উমার (রা) নাবী ﷺ-এর নিকট এসে এ ব্যাপারে তাঁকে জানালেন। নাবী ﷺ বললেন : তাকে তালাক দাও।^{৫১৩৬}

সহীহ।

৫১৩৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَيْرُ قَالَ " أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَلَا اقْرَبَ " . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا يَسْأَلُ رَجُلٌ مَوْلَاهُ مِنْ فَضْلٍ هُوَ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِلَّا دُعِيَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَضْلُهُ الَّذِي مَنَعَهُ شَحَاعًا أَفْرَعٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْأَفْرَعُ الَّذِي ذَهَبَ شَعْرُ رَأْسِهِ مِنَ السُّمِّ .

حسن صحيح

৫১৩৯। বাহয ইবনু হাকীম (রা) হতে তার পিতা এবং তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার মা, অতঃপর তোমার বাবা, এরপর পর্যাক্রমে আত্মীয়তার নৈকট্য অনুসারে হবে। তিনি ﷺ আরো বলেন : কোন গোলাম তার মালিকের নিকট তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে চাইলে এবং সে দিতে অস্বীকৃতি জানালে কিয়ামাতের দিন ঐ অতিরিক্ত সম্পদ তার জন্য একটি মাথায় টাক পড়া বিষধর সাপে রূপান্তরিত করা হবে।^{৫১৩৭}

হাসান সহীহ।

৫১৪০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُرَّةٍ، حَدَّثَنَا كُتَيْبُ بْنُ مَنَفْعَةَ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ أَمَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَيْرُ قَالَ " أُمُّكَ وَأَبَاكَ وَأَخْتُكَ وَأَخَاكَ وَمَوْلَاكَ الَّذِي يَلِي ذَاكَ حَقٌّ وَاجِبٌ وَرَحِمٌ مَوْصُولَةٌ " .

ضعيف، الإرواء (٨٣٧)

৫১৪০। কুলাইব ইবনু মান্ফা'আহ (র) তার দাদা হতে বর্ণনা করেন য, নাবী ﷺ-এর নিকট গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কার সঙ্গে অধিক উত্তম ব্যবহার করবো। তিনি বললেন : তোমার মা, বোন, ভাই এবং তোমার মুক্তদাস, যা তোমার আবশ্যকীয় কর্তব্য এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক যা বজায় রাখতে হয়।^{৫১৩৮}

দূর্বল : ইরওয়া হা/৮৩৭।

৫১৪১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ زِيَادٍ، وَقَالَ، أَخْبَرَنَا ح، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنْ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ " . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ " يَلْعَنُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَلْعَنُ أَبَاهُ وَيَلْعَنُ أُمَّهُ فَيَلْعَنُ أُمَّهُ " .

صحيح

৫১৩৬ তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৫১৩৭ তিরমিযী।

৫১৩৮ বুখারীর আদাবুল মুফরাদ।

৫১৪১। ‘আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে মারাত্মক গুনাহ হলো, কোন ব্যক্তির তার পিতা-মাতাকে অভিসম্পাত করা। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষ কিভাবে স্বীয় পিতা-মাতাকে অভিসম্পাত করতে পারে? তিনি বললেন : এই ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির পিতাকে অভিশাপ দেয়, প্রতিউত্তরে সেও তার পিতাকে অভিশাপ দেয়। আবার এই ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির মাকে অভিশাপ দেয়, প্রতিউত্তরে সেও তার মাকে অভিশাপ দেয়।^{৫১৩৯}

সহীহ।

৫১৪২। আবু উসাইদ মালিক ইবনু রবী‘আহ আস-সাদী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় বনী সালিমার এক লোক তাঁর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও কি তাদের প্রতি হক রয়েছে যা আমি পালন করবো? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তাদের জন্য দু‘আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের গুণাদা পূরণ করা, তাদের উভয়ের মাধ্যমে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে তা রক্ষা করা এবং তাদের বন্ধুদের সম্মান করা।^{৫১৪০}

ثَوَصَّلُ إِلَّا بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقَهُمَا " .
ضعيف، المشكاة (٤٩٣٦)

দূর্বল : মিশকাত হা/৪৯৩৬।

৫১৪৩। আবু উসাইদ মালিক ইবনু রবী‘আহ আস-সাদী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সর্বাধিক পুণ্যের কাজ হলো, কোন ব্যক্তির তার পিতার ইন্তিকালের পর (অবর্তমানে) তার বন্ধুদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করা।^{৫১৪১}

صحيح

সহীহ।

৫১৪৪। আবু উসাইদ মালিক ইবনু রবী‘আহ আস-সাদী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সর্বাধিক পুণ্যের কাজ হলো, কোন ব্যক্তির তার পিতার ইন্তিকালের পর (অবর্তমানে) তার বন্ধুদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করা।^{৫১৪২}

ثَوَصَّلُ إِلَّا بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقَهُمَا " .

^{৫১৩৯} বুখারী, মুসলিম।

^{৫১৪০} ইবনু মাজাহ, আহমাদ, ইবনু হিব্বান। সানাদের ‘আলী ইবনু ‘উবাইন সম্পর্কে হাফিয় বলেন : মাকবুল। ইমাম যাহাবী বলেন : তাকে চেনা যায়নি।

^{৫১৪১} মুসলিম, তিরমিযী।

الْحَزُورِ - إِذْ أَقْبَلَتْ امْرَأَةً حَتَّى دَنَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ فَحَلَسَتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ مَنْ هِيَ فَقَالُوا هَذِهِ أُمُّهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ .

ضعيف الإسناد

৫১৪৪। আবুত তুফাইল (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে আল-জি'ইরানানা নামক স্থানে গোশত বণ্টন করতে দেখেছি। আবুত তুফাইল (রা) বলেন, তখন আমি যুবক ছিলাম এবং উটের হাড় বহন করছিলাম। এ সময় এক মহিলা আসলেন। তিনি নাবী ﷺ-এর কাছে এলে তিনি ﷺ শীঘ্র চাদর বিছিয়ে দিলেন। তিনি তার উপর বসলেন। আমি বললাম, ইনি কে? সাহাবীগণ বললেন, ইনি হলেন তাঁর দুধমাতা।^{৫১৪২}

সানাদ দুর্বল।

৫১৪৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ السَّائِبِ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ جَالِسًا يَوْمًا فَأَقْبَلَ أَبُوهُ مِنَ الرِّضَاعَةِ فَوَضَعَ لَهُ بَعْضَ ثَوْبِهِ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَتْ أُمُّهُ فَوَضَعَ لَهَا شِقَ ثَوْبِهِ مِنْ جَانِبِهِ الْآخِرِ فَحَلَسَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ أَخُوهُ مِنَ الرِّضَاعَةِ فَقَامَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ .

ضعيف الإسناد

৫১৪৫। 'উমার ইবনুস সাযিব (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি জানতে পেরেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বসা ছিলেন। এমন সময় তাঁর দুধপিতা এলে তিনি তার জন্য তাঁর কাপড়ের একাংশ বিছিয়ে দিলেন এবং তিনি তার উপর বসলেন। এরপর তাঁর দুধমাতা আসলে তিনি তার জন্যও অন্য পাশে তাঁর টুকরো কাপড় বিছিয়ে দিলেন এবং তাতে তিনি বসলেন। তারপর আসলেন তাঁর দুধভাই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য উঠে দাঁড়ান এবং তাকে তাঁর সামনে বসান।^{৫১৪৩}

সানাদ দুর্বল।

১৩১ - باب في فضل من عال يتامى

অনুচ্ছেদ-১৩১ : ইয়াতীমদের প্রতিপালনের ফাযীলাত

৫১৪৬ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، وَأَبُو بَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ - الْمَعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ ابْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ كَانَتْ لَهُ أُتْنَى فَلَمْ يَدْفَعْهَا وَلَمْ يُهْنِهَا وَلَمْ يُؤْزِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا - قَالَ يَغْنِي الذُّكُورَ - أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ " . وَلَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ يَغْنِي الذُّكُورَ .

ضعيف ، المشكاة (৪৭৭)

৫১৪৬। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তির ঘরে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে যদি তাকে জীবন্ত কবর না দেয় এবং তাকে অবজ্ঞা না করে এবং তার

^{৫১৪২} হাকিম। সানাদের জা'ফার ইবনু ইয়াহইয়া সম্পর্কে ইবনুল মাদীনী বলেন : মাজহুল। ইমাম যাহাবী বলেন : তার চাচা

'উমারাহ বিন সাওবান শিখিল (লাইয়িন)। হাকিম আত-তাক্বীরি গ্রন্থে বলেন : 'উমারাহ মাসতুর।

^{৫১৪৩} সানাদে বর্ণনাকারী 'উমার ইবনু সাযিব এবং নাবী (সাঃ)-এর মাঝে বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে।

পুত্র সন্তানকে তার উপর প্রাধান্য না দেয় তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। বর্ণনাকারী 'উসমান 'পুত্র সন্তান' কথাটি উল্লেখ করেননি।^{৫১৪৪}

দুর্বল : মিশকাত হা/৪৯৭৯।

৫১৪৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِحٍ - عَنْ سَعِيدِ الْأَعْمَشِيِّ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُكَيْمٍ الزُّهْرِيُّ - عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَأَدَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ " .

ضعيف

৫১৪৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তানকে লালন-পালন করলো, তাদেরকে আদব শিক্ষা দিলো, বিয়ে দিলো এবং তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করলো, তার জন্য জান্নাত রয়েছে।^{৫১৪৫}

দুর্বল।

৫১৪৮ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَاهُ قَالَ " ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ بَنَاتٍ أَوْ أُخْتَانِ " .

ضعيف

৫১৪৮। সুহাইল (র) সূত্রে এই সানাদে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণিত। তিনি ﷺ বলেন, 'তিনটি বোন অথবা তিনটি কন্যা অথবা দু'টি কন্যা অথবা দু'টি বোন' হলেও।^{৫১৪৬}

দুর্বল।

৫১৪৯ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا الثَّعَالِيُّ بْنُ قَهْمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي شَدَّادُ أَبُو عَمَّارٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدْنَيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . وَأَوَّمَا يَزِيدُ بِالْوُسْطَى وَالسَّبَابَةِ " امْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَتَصِبٍ وَجَمَالٍ حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتَّى بَاتُوا أَوْ مَاتُوا " .

ضعيف ، الضعيفة (١١٢٢)

৫১৪৯। 'আওফ ইবনু মালিক আল-আশজাজি (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন আমি এবং কালো গালবিশিষ্ট মহিলা এভাবে থাকবো। বর্ণনাকারী ইয়াযীদ মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে দেখান। অর্থাৎ যে বংশীয়া, সুন্দরী বিধবা মহিলা তার ইয়াতীম বাচ্চাদের স্বাবলম্বী করার জন্য মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত নিজেকে (পুনর্বিবাহ থেকে) বিরত রেখেছে।^{৫১৪৭}

দুর্বল : যঈফাহ হা/১১২২।

^{৫১৪৪} আহমাদ। সানাদে ইবনু জুবাইর রয়েছে। হাফিয় বলেন : মাসতুর, তার নাম জানা যায়নি।

^{৫১৪৫} তিরমিযী, আহমাদ। সানাদের আইয়ুব ইবনু বাশীর সম্পর্কে হাফিয় বলেন : মাজহুল।

^{৫১৪৬} এর পূর্বেরটি দেখুন।

^{৫১৪৭} আহমাদ, বুখারীর আদাবুল মুফরাদ। সানাদের নাহ্‌হাস সম্পর্কে হাফিয় বলেন : দুর্বল।

১৩২ - باب في من ضمَّ يتيماً

অনুচ্ছেদ-১৩২ : ইয়াতীমের লালন-পালনকারীর মর্যাদা

০১০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ - قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَهْلِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْحَنَّةِ". وَقَرَنَ بَيْنَ أَصْبَغِيهِ الْوَسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ.

صحیح

৫১৫০। সাহল (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : আমি ও ইয়াতীমদের প্রতিপালনকারী জান্নাতে এভাবে থাকবো। এ বলে তিনি তাঁর মধ্যমা ও তর্জনী (আঙ্গুল) একত্র করলেন।^{৫১৪৮}

সহীহ।

১৩৩ - باب في حقِّ الجوارِ

অনুচ্ছেদ-১৩৩ : প্রতিবেশীর হক

০১০১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى قُلْتُ لِيُورَثَهُ".

صحیح

৫১৫১। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জিব্রীল (আ) আমাকে নিয়মিত প্রতিবেশী সম্পর্কে উপদেশ দিতে থাকলেন। এমনকি আমি ভাবলাম, অচিরেই তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানাবেন।^{৫১৪৯}

সহীহ।

০১০২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بَشِيرِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ ذَبَحَ شَاةً فَقَالَ أَهْدَيْتُمْ لِجَارِي الْيَهُودِيَّ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ".

صحیح

৫১৫২। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি একটি বকরী যাবাহ করলেন। তিনি বললেন, তোমরা কি আমার প্রতিবেশী ইয়াহুদীকে উপঢৌকন দিয়েছ? কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : জিব্রীল (আ) অবিরত আমাকে প্রতিবেশীর হক সম্বন্ধে গুরুত্ব দিচ্ছিলেন। এমনকি আমার ধারণা হলো, তিনি হয়তো প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন।^{৫১৫০}

সহীহ।

৫১৪৮ বুখারী, তিরমিযী।

৫১৪৯ বুখারী, মুসলিম।

৫১৫০ তিরমিযী, আহমাদ।

৫১৫৩ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو ثَوْبَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حِثَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَشْكُو جَارَهُ فَقَالَ " اذْهَبْ فَاصْبِرْ " . فَاتَاهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَالَ " اذْهَبْ فَاطْرَحْ مَتَاعَكَ فِي الطَّرِيقِ " . فَطَرَحَ مَتَاعَهُ فِي الطَّرِيقِ فَحَمَلَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ فَيُخْبِرُهُمْ خَبْرَهُ فَحَمَلَ النَّاسُ يَلْعَنُونَهُ فَقَالَ اللَّهُ بِهِ وَفَعَلَ وَفَعَلَ فَجَاءَ إِلَيْهِ جَارُهُ فَقَالَ لَهُ ارْجِعْ لَا تَرَى مِنِّي شَيْئًا تُكَرِّهُهُ .

حسن صحيح

৫১৫৩। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর নিকট এসে তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে তিনি বললেন : যাও ধৈর্য ধরো। অতঃপর সে দুই বা তিনবার এভাবে এসে অভিযোগ করলে তিনি বললেন : তুমি গিয়ে তোমার জিনিসপত্র রাস্তায় ফেলে রাখো। অতঃপর সে তার জিনিসপত্র রাস্তায় ফেলে রাখলে লোকেরা তাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতে লাগলো এবং সে তাদেরকে তার প্রতিবেশীর খবর জানাতে থাকলো। লোকেরা তাকে অভিশাপ দিতে লাগলো, আল্লাহ তোমার প্রতি এরূপ এরূপ করুন। তার প্রতিবেশী তার নিকট এসে তাকে বললো, তুমি ফিরে যাও। ভবিষ্যতে তুমি আমার পক্ষ হতে এরূপ কিছু পুনরাবৃত্তি দেখবে না।^{৫১৫১}

হাসান সহীহ।

৫১৫৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْفَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ - وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ " .

صحيح

৫১৫৪। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে তার উচিত তার মেহমানের সম্মান করা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে তার উচিত প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়া। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে, নতুবা চুপ থাকে।^{৫১৫২}

সহীহ।

৫১৫৫ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهَدٍ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عُبَيْدٍ، حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْحَوَنِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَتَيْنِ بَايَهُمَا أَبَدًا قَالَ " بَادَاهُمَا بَابًا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ شُعْبَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ طَلْحَةُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ .

صحيح

^{৫১৫১} বুখারীর আদাবুল মুফরাদ।

^{৫১৫২} বুখারী, মুসলিম।

৫১৫৫। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার দুই প্রতিবেশী পরিবার আছে। তাদের মধ্যে কোন পরিবারকে আমি আগে (হাদিয়া) পাঠাবো? তিনি (রা) বললেন : তাদের মধ্যে যে তোমার দরজার অতি নিকটে।^{৫১৫৩}

সহীহ।

১৩৪ - باب في حق المملوك

অনুচ্ছেদ-১৩৪ : দাস-দাসীর হক

৫১৫৬ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أُمِّ مُوسَى، عَنْ عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ كَانَ آخِرُ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ " الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " .
صحیح

৫১৫৬। 'আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেষ উপদেশ ছিল : সলাত, সলাত এবং দাস-দাসীদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করো।^{৫১৫৪}

সহীহ।

৫১৫৭ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ غَلِيظٌ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهُ قَالَ فَقَالَ الْقَوْمُ يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ كُنْتُ أَخَذْتُ الَّذِي عَلَى غُلَامِكَ فَجَعَلْتُهُ مَعَ هَذَا فَكَانَتْ حَلَةً وَكَسَوْتَ غُلَامَكَ ثَوْبًا غَيْرَهُ . قَالَ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ إِنِّي كُنْتُ سَأَيْتُ رَجُلًا وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعَحْمِيَّةٌ فَعَمَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فَشَكَانِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ أَمَرُؤُ فَبِكَ جَاهِلِيَّةٌ " . قَالَ " إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ فَضَلَّكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَمَنْ لَمْ يَلَا مَنَظْمَكُمْ فَيُفَعِّرْهُ وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ " .
صحیح

৫১৫৭। আল-মা'রুর ইবনু সুয়াইদ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আর-রাবায়াহ নামক স্থানে আবু যার (রা)-কে দেখতে পেলাম। তখন তিনি একটি চাদর পরিহিত ছিলেন এবং তার দাসও অনুরূপ চাদর পরিহিত ছিল। আল-মা'রুর (র) বলেন, লোকেরা বললো, হে আবু যার! আপনি যদি আপনার দাস যে কাপড় পরেছে তা নিয়ে নিতেন তাহলে আপনার জোড়া পুরা হতো আর আপনার দাসকে অন্য পোশাক পরাতেন তাহলে ভালো হতো। বর্ণনাকারী বলেন, আবু যার (রা) বললেন, আমি এক লোককে, (যার মা অনারব ছিল) গালি দিয়েছিলাম এবং মন্দ ব্যবহার করেছিলাম। এতে সে আমার বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি বললেন : হে আবু যার! তুমি এমন ব্যক্তি যে, তোমার মধ্যে জাহিলিয়াত রয়েছে। তিনি আরো বললেন : এরা তোমাদের ভাই; আল্লাহ তাদের উপর তোমাদেরকে মর্যাদা দিয়েছেন। এদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল না লাগে তাকে বিক্রি করে দাও। তোমরা আল্লাহর সৃষ্টিকে শাস্তি দিও না।^{৫১৫৫}

সহীহ।

৫১৫৩ বুখারী, আহমাদ।

৫১৫৪ ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৫১৫৫ বুখারী, মুসলিম।

৫১৫৮ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ فَإِذَا عَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهُ فَقُلْنَا يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ أَخَذْتَ بُرْدَ غُلَامِكَ إِلَى بُرْدِكَ فَكَأَتْ حُلَّةٌ وَكَسَوْتَهُ ثَوْبًا غَيْرَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِيخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَكْسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يَكْلِفْهُ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ ثُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ نَحْوَهُ .

صحیح

৫১৫৮। আল-মা'রুর ইবনু সুয়াইদ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা আল-রাবায়াহ নামক স্থানে আবু যার (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করি। এ সময় তিনি ও তার দাস একই ধরনের চাদর পরিহিত ছিলেন। আমরা বললাম, আপনি যদি আপনার দাসের চাদরটি নিয়ে নিতেন তাহলে আপনার জোড়া পুরা হতো, আর তাকে অন্য কোন পোশাক পরাতেন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : তোমাদের ভাইয়েরা, আল্লাহ এদেরকে তোমাদের অধীন করেছেন। সুতরাং যার অধীনে তার ভাই রয়েছে তার উচিত সে নিজে যা খায় তাকেও তাই খেতে দেয়া, নিজে যা পরিধান করে তাকেও তা-ই পরতে দেয়া এবং তার অসাধ্য কোন কাজ তার উপর না চাপানো। আর যদি এমন কোন কষ্টসাধ্য কাজের ভার তাকে দেয়া হয় তাহলে সে যেন তাকে সাহায্য করে।^{৫১৫৬}

সহীহ।

৫১৫৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا " اَعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ " . قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى مَرَّتَيْنِ " لِلَّهِ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ " . فَاتَّقَفْتُ فَإِذَا هُوَ النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ خَرُّ لَوْجِهِ إِلَهُ . قَالَ " أَمَا إِنَّكَ لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلْفَعْتُكَ النَّارُ أَوْ " لَمَسَّتْكَ النَّارُ " .

صحیح

৫১৫৯। আবু মাস'উদ আল-আনসারী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আমার এক ক্রীতদাসকে প্রহার করছিলাম। এ সময় আমার পিছন হতে একটি শব্দ শুনতে পেলাম, হে আবু মাস'উদ! জেনে রাখো, আল্লাহ তোমার উপর এর চেয়ে বেশী ক্ষমতাবান যতটুকু তুমি তার উপর ক্ষমতাবান। আমি পিছন হতে তার এরূপ ডাক দু'বার শুনতে পেলাম। আমি পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখি, নাবী ﷺ। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য স্বাধীন (আমি তাকে মুক্ত করে দিলাম)। তিনি ﷺ বললেন : তুমি যদি তাকে মুক্ত করে না দিতে তাহলে জাহান্নামের আগুন তোমাকে গ্রাস করতো।^{৫১৫৭}

সহীহ।

৫১৬০ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ نَحْوَهُ قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي أَسْوَدَ بِالسَّوْطِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الْعَتَقِ .

صحیح

^{৫১৫৬} এর পূর্বেরটি দেখুন।

^{৫১৫৭} মুসলিম, তিরমিযী।

৫১৬০। আল-আ'মাশ (র) সূত্রে এ সানাদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার এক গোলামকে চাবুক দিয়ে প্রহার করেছিলাম। এতে 'দাসত্বমুক্ত' করার কথা উল্লেখ নেই।^{৫১৫৮}

সহীহ।

৫১৬১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّاظِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَوْرِقٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ لَأَمَكُمْ مِنْ مَمْلُوكِكُمْ فَأَطِعُوهُ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَكْسُوهُ مِمَّا تَكْتَسُونَ وَمَنْ لَمْ يَلَأِنِكُمْ مِنْهُمْ فَبِعِوْهِ وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ " .

صحيح

৫১৬১। আবু যার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের দাস-দাসীর মধ্যে যারা তোমাদের খুশি করে তাদেরকে তোমরা যা খাও তা-ই খেতে দাও এবং তোমরা যা পরিধান করো তা-ই পরতে দাও। আর যেসব দাস তোমাদের খুশি করে না তাদেরকে বিক্রি করো। তোমরা আল্লাহর সৃষ্টিজীবকে শাস্তি দিও না।^{৫১৫৯}

সহীহ।

৫১৬২ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زُفَرٍ، عَنْ بَعْضِ بَنِي رَافِعٍ بْنِ مَكِيثٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ، وَكَانَ، مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْيَةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " حَسَنَ الْمَلَكََةِ نَمَاءٌ وَسُوءُ الْخَلْقِ شُؤْمٌ " .

ضعيف، الضعيفة (٧٩٦)

৫১৬২। রাফি' ইবনু মাকীস (র) সূত্রে বর্ণিত, তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধিতে নাবী ﷺ-এর সঙ্গে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। নাবী ﷺ বলেছেন : (দাস-দাসী বা চাকর-চাকরানীর সাথে) উত্তম ব্যবহার প্রাচুর্য বয়ে আসে এবং মন্দ আচরণ দুর্ভাগ্য টেনে আনে।^{৫১৬০}

দুর্বল : যঈফাহ হা/৭৯৬।

৫১৬৩ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَنِّفِ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ زُفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ، عَنْ عَمِّهِ الْحَارِثِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ، وَكَانَ، رَافِعٌ مِنْ جُهَيْنَةَ فَذْ شَهِدَ الْحُدَيْيَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " حَسَنَ الْمَلَكََةِ نَمَاءٌ وَسُوءُ الْخَلْقِ شُؤْمٌ " .

ضعيف

৫১৬৩। আল-হারিস ইবনু রাফি' ইবনু মাকীস (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাফি' (রা) ছিলেন জুহাইনাহ গোত্রভুক্ত, তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ সঙ্গে হুদায়বিয়াতে উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : উত্তম ব্যবহার সৌভাগ্য বয়ে আনে, আর মন্দ ব্যবহার দুর্ভাগ্য বয়ে আনে।^{৫১৬১}

দুর্বল।

৫১৫৮ এর পূর্বেরটি দেখুন।

৫১৫৯ আহমাদ, বায়হাকী।

৫১৬০ আহমাদ। সানাদে কতিপয় বনী রাফে' রয়েছে। যাদের নাম উল্লেখ হয়নি।

৫১৬১ এর পূর্বেরটি দেখুন। এর দুটি দোষ রয়েছে : এক. সানাদের 'উসমান বিন যুফার জাহালাত'। দুই. সানাদ মুযতারিব।

৫১৬৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ، - وَهَذَا حَدِيثُ الْهَمْدَانِيِّ وَهُوَ أَثَمٌ - قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِيءُ الْغَوْلَانِيُّ عَنِ الْبَّاسِ بْنِ جُلَيْدٍ الْحَخَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمْ نَعْفُو عَنِ الْخَادِمِ فَصَمْتُ ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ فَصَمْتُ فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّلَاثَةِ قَالَ "اعْفُوا عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً".

صحیح

৫১৬৪। আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কাজের লোককে প্রতিদিন কতোবার মাফ করবো? তিনি চুপ থাকলেন। লোকটি আবার একই প্রশ্ন করলে এবারও তিনি চুপ থাকলেন। তৃতীয় বার প্রশ্ন করলে তিনি বললেন : প্রতিদিন সত্তর বার। ৫১৬২

সহীহ।

৫১৬৫ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا ح، وَحَدَّثَنَا مُؤَمِّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا فَضِيلٌ، - يَعْنِي ابْنَ غَزْوَانَ - عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ، نَبِيُّ التَّوْبَةِ ﷺ قَالَ "مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ جُلِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَدًّا". قَالَ مُؤَمِّلٌ حَدَّثَنَا عِيسَى عَنِ الْفَضِيلِ يَعْنِي ابْنَ غَزْوَانَ.

صحیح

৫১৬৫। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ভাণ্ডারের নাবী আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার নির্দোষ গোলামের উপর মিথ্যা অপবাদ দিবে, কিয়ামাতের দিন তাকে বেহায়াত করা হবে। ৫১৬৩

সহীহ।

৫১৬৬ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ عِيَّاضٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ كُنَّا نَزُولًا فِي دَارِ سُؤَيْدِ بْنِ مَقْرَنٍ وَفِينَا شَيْخٌ فِيهِ حَذَّةٌ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ فَلَطَمَ وَجْهَهَا فَمَا رَأَيْتُ سُؤَيْدًا أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ قَالَ عَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّا حُرٌّ وَجْهَهَا لَقَدْ رَأَيْتُنَا سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ وَلَدِ مَقْرَنٍ وَمَا لَنَا إِلَّا خَادِمٌ فَلَطَمَ أَصْغَرُنَا وَجْهَهَا فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِعَقْبِهَا.

صحیح

৫১৬৬। হিলাল ইবনু ইয়াসায় (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সুয়াইদ ইবনু মুক্কাররিন (রা)-এর বাড়িতে থাকতাম। আমাদের সঙ্গে একজন কড়া মেজাজী বৃদ্ধ ছিলেন এবং তার সঙ্গে একটি দাসী ছিল। তিনি তার চেহারা চর মারলেন। এ কারণে সুয়াইদ (রা) এতোটা উত্তেজিত হয়েছিলেন যে, আমরা তাকে এমন উত্তেজিত হতে আর দেখিনি। তিনি বলেন, একে আযাদ করা ব্যতীত তোমার জন্য অন্য কোন পথ নেই। তুমি দেখছো যে, আমাদেরকে মুক্কাররিনের সাতটি সন্তান। আমাদের মাত্র একজন খাদেম ছিল। আমাদের কনিষ্ঠজন তার মুখে চর মেরেছিল বিধায় নাবী ﷺ আমাদেরকে তাকে আযাদ করার নির্দেশ দিলেন। ৫১৬৪

সহীহ।

৫১৬২ তিরমিযী।

৫১৬৩ বুখারী, মুসলিম।

৫১৬৪ মুসলিম, আহমাদ।

৫১৬৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كَهَيْلٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سُؤَيْدٍ بْنُ مِقْرَنٍ، قَالَ لَطَمْتُ مَوْلَى لَنَا فَدَعَاهُ أَبِي وَدَعَانِي فَقَالَ اقْصَصْ مِنْهُ فَإِنَّا مَعْشَرَ بَنِي مِقْرَنٍ كُنَّا سَبْعَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا خَادِمٌ . فَلَطَمَهَا رَجُلٌ مِنَّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اَعْتِقُوهَا " . قَالُوا إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ غَيْرَهَا . قَالَ " فَلَتَّخِذْهُمْ حَتَّى يَسْتَعْتُوا فَإِذَا اسْتَعْتَوْا فَلْيَعْتِقُوها " .

صحیح

৫১৬৭। মু'আবিয়াহ ইবনু সুয়াইদ ইবনু মুক্কাররিন (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমাদের এক দাসকে চর মারলাম। আমার পিতা তাকে ও আমাকে ডেকে বললেন, তুমি তার থেকে প্রতিশোধ নাও। আমরা নাবী ﷺ-এর যুগে মুক্কাররিন গোত্রের সাত ভাই ছিলাম। আমাদের মাত্র একটি খাদেম ছিল। আমাদের মধ্যকার একজন তাকে চর মারলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : একে মুক্ত করে দাও। তারা বললো, এছাড়া আমাদের কোন খাদেম নেই। তিনি বললেন : এরা স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত সে তাদের সেবা করবে। তারা স্বাবলম্বী হলে তাকে যেন মুক্ত করে দেয়া হয়।^{৫১৬৭}

সহীহ।

৫১৬৮ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، ذَكَرَ أَنَّ عَنْ زَادَانَ، قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أُعْطِيَ مَمْلُوكًا لَهُ فَأَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا فَقَالَ مَا لِي فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَسُوِي هَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتَقَ " .

صحیح

৫১৬৮। যাজান (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ইবনু 'উমারের (রা) নিকট গেলাম। তিনি তার দাসকে মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর তিনি মাটি হতে এক টুকরা কাঠ বা অন্য কিছু উঠিয়ে বললেন, একে মুক্ত করায় আমার এর সমানও নেকি নেই। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি তার ক্রীতদাসকে চড় মারবে বা মারধর করবে, এর কাফফারাহ হলো তাকে মুক্ত করে দেয়া।^{৫১৬৮}

সহীহ।

১৩৫ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَمْلُوكِ إِذَا نَصَحَ

অনুচ্ছেদ-১৩৫ : কর্তব্যপরায়াণ দাস সম্পর্কে

৫১৬৯ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْتَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ " .

صحیح

৫১৬৭ মুসলিম, আহমাদ।

৫১৬৮ মুসলিম, আহমাদ।

৫১৬৯। আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে দাস যথাযথভাবে তার মালিকের প্রতি কর্তব্য আদায় করে এবং সুন্দরভাবে আল্লাহর 'ইবাদতও করে সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে।^{৫১৬৭}

সহীহ।

১৩৬ - باب فِيمَنْ خِيبَ مَمْلُوكًا عَلَى مَوْلَاهُ

অনুচ্ছেদ-১৩৬ : যে কোন ক্রীতদাসকে তার মনিবের বিরুদ্ধে উত্থান দেয়

৫১৭০ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ خِيبَ زَوْجَةً أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا " .

صحیح

৫১৭০। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি অন্যের ক্রীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অথবা ক্রীতদাসকে তার মনিবের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।^{৫১৬৮}

সহীহ।

১৩৭ - باب فِي الْإِسْتِزْدَانِ

অনুচ্ছেদ-১৩৭ : অনুমতি চাওয়া সম্পর্কে

৫১৭১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا، أَطْلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ أَوْ مِشْقَصٍ - قَالَ - فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَخْتَلُهُ لِيَطْعَنَهُ .

صحیح

৫১৭১। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর এক হুজরাতে উঁকি মারলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এক বা একাধিক তীর-ফলক নিয়ে তার দিকে দাঁড়ালেন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকটির চোখ ফুঁড়ে দেয়ার জন্য যেভাবে তাকে খুঁজছিলেন সে দৃশ্য এখানো যেন আমার চোখের সামনে ভাসছে।^{৫১৬৯}

সহীহ।

৫১৭২ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ أَطْلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بَغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَّأُوا عَيْنَهُ فَقَدْ هَدَرَتْ عَيْنُهُ " .

صحیح

^{৫১৬৭} বুখারী, মুসলিম।

^{৫১৬৮} এটি গত হয়েছে হা/২১৭৫।

^{৫১৬৯} বুখারী, মুসলিম।

৫১৭২। আবু হুরাইরাহ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : কোন ব্যক্তি যদি কোন গোত্রের ঘরে তাদের অনুমতি ছাড়া উঁকি মারে এবং তারা তার চোখ ফুঁড়ে দেয় তাহলে এর কোন ক্ষতিপূরণ নেই।^{৫১৭০}

সহীহ।

৫১৭৩ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَدَّنُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، - يَغْنِي ابْنُ بِلَالٍ - عَنْ كَثِيرٍ، عَنْ وَلِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " إِذَا دَخَلَ الْبَصْرُ فَلَا إِذْنَ " .
ضعيف : الضعيفة (٢٥٨٦)

৫১৭৩। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : চোখ প্রবেশ করলে এরপর অনুমতি নেয়ার দরকার থাকলো কই।^{৫১৭১}

দূর্বল : যঈকাহ হা/২৫৮৬।

৫১৭৪ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ هُزَيْلٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ - قَالَ عُثْمَانُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ - فَوَقَفَ عَلَى بَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَأْذِنُ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ - قَالَ عُثْمَانُ مُسْتَقْبِلَ الْبَابِ - فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ " هَكَذَا عَنْكَ أَوْ هَكَذَا فَإِنَّمَا الْإِسْتِذَانُ مِنَ النَّظَرِ " .
صحیح

৫১৭৪। হুযাইল (র) সূত্রে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি অর্থাৎ সা'দ (রা) এসে নাবী ﷺ-এর ঘরের দরজা বরাবর মুখ করে দাঁড়িয়ে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। নাবী ﷺ তাঁকে বললেন : দরজার ডান অথবা বাম দিকে সরে দাঁড়াও। কেননা চোখের দৃষ্টির কারণেই অনুমতি নেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।^{৫১৭২}

সহীহ।

৫১৭৫ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعْدٍ، نَحْوَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
لم أجده في الصحيح ولا في الضعيف

৫১৭৫। সা'দ (রা) হতে নাবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।^{৫১৭৩}

আমি এটি সহীহ এবং যঈফে পাইনি।

৫১৭০ মুসলিম, আহমাদ।

৫১৭১ আহমাদ, বায়হাকী।

৫১৭২ বায়হাকী।

৫১৭৩ এর পূর্বেরটি দেখুন।

১৩৮ - باب كيف الاستئذان

অনুচ্ছেদ-৩৮ : অনুমতি চাওয়ার নিয়ম

৫১৭৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَشَارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ عَمْرُو بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، أَخْبَرَهُ عَنْ كَلْدَةَ بْنِ حَنْبَلٍ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ، بَعَثَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِلَيْنٍ وَجِدَانَةٍ وَضَفَائِسَ - وَالنَّبِيُّ ﷺ بِأَعْلَى مَكَّةَ - فَدَخَلْتُ وَلَمْ أَسْلَمْ فَقَالَ " ارْجِعْ فَقُلِ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ " . وَذَاكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ . قَالَ عَمْرُو وَأَخْبَرَنِي ابْنُ صَفْوَانَ بِهَذَا أَجْمَعَ عَنْ كَلْدَةَ بْنِ حَنْبَلٍ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ أُمَيَّةُ بْنُ صَفْوَانَ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُهُ مِنْ كَلْدَةَ بْنِ حَنْبَلٍ وَقَالَ يَحْيَى أَيْضًا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ كَلْدَةَ بْنَ الْحَنْبَلِ أَخْبَرَهُ .

صحیح

৫১৭৬। কালানাহ ইবনু হাযাল (র) সূত্রে বর্ণিত। একদা সাফওয়ান ইবনু উমাইয়্যাহ (রা) তাকে কিছু দুধ, একটি হরিণ ছানা ও কিছু শসাসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রেরণ করলেন। তখন নাবী ﷺ মক্কার উঁচু স্থানে অবস্থান করছিলেন। আমি সালাম না দিয়েই তাঁর নিকট প্রবেশ করলে তিনি বললেন : তুমি ফিরে যাও এবং আসসালামু ‘আলাইকুম বলো। ঘটনাটি ঘটেছিল সাফওয়ান ইবনু উমাইয়্যাহ (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পর।^{৫১৭৮}

সহীহ।

৫১৭৭ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَبِيعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلٌ، مِنْ بَنِي غَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتٍ فَقَالَ أَلَيْحَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعِخَادِمِهِ " اخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِمَهُ الْإِسْتِذَانُ فَقُلْ لَهُ قُلِ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ أَدْخُلْ " . فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ أَدْخُلْ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلَ .

صحیح

৫১৭৭। যিব্ব (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী ‘আমিরের এক লোক আমাকে বলেন, তিনি নাবী ﷺ-এর এক ঘরে অবস্থানকালে তাঁর নিকট প্রবেশের জন্য অনুমতি চেয়ে বললেন, আমি কি আসবো? নাবী ﷺ তাঁর খাদেমকে বললেন, তুমি বের হয়ে তার নিকট গিয়ে তাকে অনুমতি নেয়ার নিয়ম শিখিয়ে দাও। তুমি তাকে বলো, আসসালামু ‘আলাইকুম, আমি কি ভেতরে আসতে পারি? লোকটি একথা শুনে বললো, আসসালামু ‘আলাইকুম, আমি কি ভেতরে আসতে পারি? নাবী ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন এবং সে ভেতরে প্রবেশ করলো।^{৫১৭৯}

সহীহ।

^{৫১৭৮} বুখারীর আদাবুল মুকরাদ, তিরমিযী, আহমাদ।

^{৫১৭৯} আহমাদ, বায়হাকী।

৫১৭৮ - حَدَّثَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ، عَنْ مَنصُورٍ، عَنْ رَبِيعٍ بْنِ حِرَاشٍ، قَالَ حَدَّثْتُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرٍ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْتَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ رَبِيعٍ وَلَمْ يَقُلْ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ .

لم أجده في الصحيح ولا في الضعيف

৫১৭৮। রিবঈ ইবনু হিরাশ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, বনী 'আমিরের এক লোক নাবী ﷺ-এর নিকট প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলো.... অতঃপর পূর্বের হাদীসের অনুরূপ। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, এভাবেই মুসাদ্দাদ আবু আওয়ানা হতে মানসূর (র) সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে 'আমির গোত্রের এক ব্যক্তির সূত্রে'- কথাটি নেই।^{৫১৭৬}

আমি এটি সহীহ এবং যঈফে পাইনি।

৫১৭৯ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنصُورٍ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْتَاهُ . قَالَ فَسَمِعْتُهُ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلْ

لم أجده في الصحيح ولا في الضعيف

৫১৭৯। বনী 'আমিরের এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত। সে নাবী ﷺ-এর নিকট অনুমতি চাইলো... অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁর কাছ থেকে শুনে বললাম, 'আসসালামু আলাইকুম, আসতে পারি কি?'^{৫১৭৭}

আমি এটি সহীহ এবং যঈফে পাইনি।

১৩৭ - باب كَمْ مَرَّةٍ يُسَلِّمُ الرَّجُلُ فِي الْإِسْتِئْذَانِ

অনুমতি নিতে কতবার সালাম দিবে?

৫১৮০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدَةَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُصَيْنَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ أَبُو مُوسَى فَرَعَا فَقُلْنَا لَهُ مَا أَفْرَعَكَ قَالَ أَمَرَنِي عُمَرُ أَنْ آتِيَهُ فَأَتَيْتُهُ فَاسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنِي قُلْتُ قَدْ جِئْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا اسْتَأْذَنْ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ " . قَالَ لَقَاتِنِي عَلَى هَذَا بِإِسْنِهِ قَالَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ . قَالَ فَهَامَ أَبُو سَعِيدٍ مَعَهُ فَشَهِدَ لَهُ .

صحيح

৫১৮০। আবু সায়িদ আল-খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনসারগণের এক সমাবেশে বসে ছিলাম। এ সময় আবু মুসা (রা) ভীত অবস্থায় উপস্থিত হলেন। আমরা তাকে বললাম, আপনার ভীত হওয়ার কারণ কি? তিনি বললেন, 'উমার (রা) আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি তার নিকট

৫১৭৬ এর পূর্বের হাদীস দেখুন।

৫১৭৭ এর পূর্বেরটি দেখুন।

এসে তিনবার অনুমতি চেয়েও অনুমতি না পেয়ে ফিরে গেলাম। তিনি ('উমার) আমাকে প্রশ্ন করলেন, (ভেতরে প্রবেশ করতে) তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছে? আমি বললাম, আমি এসে তিনবার অনুমতি চেয়েছি কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। নাবী ﷺ বলেছেন : যদি কেউ তিনবার অনুমতি চেয়েও অনুমতি না পায় তবে সে ফিরে যাবে। 'উমার (রা) বললেন, তোমাকে অবশ্যই আমাকে এর সাক্ষী পেশ করতে হবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আবু সাঈদ (রা) বললেন, আপনার সঙ্গে সাক্ষী দেয়ার জন্য দলের সর্বকনিষ্ঠ লোকটিই উঠবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আবু সাঈদ (রা) তার সঙ্গে গিয়ে তার পক্ষে সাক্ষী দিলেন।^{৫১৭৮}

সহীহ।

৫১৮১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّهُ أَتَى عُمَرَ فَاسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا فَقَالَ يَسْتَأْذِنُ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ يَسْتَأْذِنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ فَلَمْ يُؤْذَنَ لَهُ فَرَجَعَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ عُمَرُ مَا رَدَّكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَسْتَأْذِنُ أَحَدَكُمْ ثَلَاثًا فَإِنْ أذِنَ لَهُ وَإِلَّا فَلْيَرْجِعْ " . قَالَ اثْنَيْنِ بَيِّنَةً عَلَى هَذَا . فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ هَذَا أَبِي فَقَالَ أَبِي يَا عُمَرُ لَا تَكُنْ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَ عُمَرُ لَا أَكُونُ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

حسن الإسناد

৫১৮১। আবু মূসা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি 'উমার (রা)-এর নিকট এসে তিনবার এভাবে অনুমতি চাইলেন : আবু মূসা অনুমতি চাচ্ছে; আল-আশ'আরী অনুমতি চাচ্ছে এবং আবদুল্লাহ ইবনু ক্বাইস অনুমতি চাচ্ছে। কিন্তু তিনি তাকে অনুমতি না দেয়ার আবু মূসা (রা) ফিরে যেতে লাগলেন। 'উমার (রা) তাকে ডেকে এনে প্রশ্ন করলেন, কিসে আপনাকে ফেরত যেতে বাধ্য করলো? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ অনুমতি চাইবে তিনবার। যদি তাকে অনুমতি দেয়া হয় তো ভালো, অন্যথায় ফিরে যাবে। 'উমার (রা) বললেন, এর স্বপক্ষে আমাকে প্রমাণ দিন। অতএব তিনি গিয়ে সাক্ষী নিয়ে এসে বললেন, এই উবাই। উবাই (রা) বললেন, হে 'উমার! রাসূলুল্লাহর ﷺ সাহাবীগণকে শাস্তিদাতা হবেন না। 'উমার (রা) বললেন, আমি কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণকে শাস্তি দিবো না।^{৫১৭৯}

সানাদ হাসান।

৫১৮২ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى، اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ . قَالَ فِيهِ فَاظْلِقْ بِأَبِي سَعِيدٍ فَشَهِدَ لَهُ فَقَالَ أَخَفِي عَلَى هَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَلْهَانِي السُّفْقُ بِالْأَسْوَابِ وَلَكِنْ سَلِّمْ مَا شِئْتَ وَلَا تَسْتَأْذِنُ .

صحيح، دون قوله : " ولكن سلم ما "

৫১৮২। 'উবাইদ ইবনু উমাইর (র) সূত্রে বর্ণিত। আবু মূসা (রা) 'উমার (রা)-এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলেন... অতঃপর উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ কিসসা। তবে বর্ণনাকারী আরো বলেন : তিনি

^{৫১৭৮} বুখারী, মুসলিম।

^{৫১৭৯} মুসলিম, আহমাদ।

আবু সাঈদ (রা)-কে নিয়ে এলেন এবং তিনি তার পক্ষে সাক্ষী দিলেন। 'উমার (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত এ হাদীস আমার অজানা রয়ে গেলো! বাজারের বেচাকেনাই আমাকে এ ব্যাপারে অনবহিত রেখেছে। এখন আপনার ইচ্ছেমত আমাকে সালাম দিন এবং অনুমতির দরকার নেই।^{৫১৮০}

সহীহ। তবে এ কথাটি বাদে : “এখন আপনি যেভাবে চান আমাকে।”

৫১৮৩ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي مُوسَى إِنِّي لَمْ أَتِهْمَكَ وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَدِيدٌ.

صحيح الإسناد

৫১৮৩। আবু বুরদাহ (র) হতে তার পিতার সূত্রে অনুরূপ ঘটনা বর্ণিত। বর্ণনাকারী বলেন, 'উমার (রা) আবু মুসা (রা)-কে বললেন, নিশ্চয়ই আমি আপনাকে অপবাদ দিচ্ছি না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে হাদীস বর্ণনা করার বিষয়টি খুবই গুরুতর।^{৫১৮১}

সানাদ সহীহ।

৫১৮৪ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ غَيْرٍ، وَاحِدٍ، مِنْ عُلَمَائِهِمْ فِي هَذَا فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي مُوسَى أَمَا إِنِّي لَمْ أَتِهْمَكَ وَلَكِنَّ خَشْيَتُ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

صحيح الإسناد

৫১৮৪। রাবী 'আহ ইবনু আবু আবদুর রহমান (র) এবং তাদের একাধিক 'আলিমের সূত্রে এ ঘটনাটি বর্ণিত। 'উমার (রা) আবু মুসা (রা)-কে বলেন, জেনে রাখুন! আমি আপনাকে অপবাদ দিচ্ছি না। কিন্তু আমি ভয় করছি যে, মানুষ হয়তো দায়িত্বহীনভাবে রাসূলুল্লাহর ﷺ হাদীস বর্ণনা করবে।^{৫১৮২}

সানাদ সহীহ।

৫১৮৫ - حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَبُو مَرْوَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، - الْمُعْتَى - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، يَقُولُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَّارَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ زَارَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَنَزِلِنَا فَقَالَ " السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ " . فَرَدَّ سَعْدٌ رَدًّا خَفِيًّا . قَالَ قَيْسٌ فَقُلْتُ أَلَا تَأْذَنَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَ ذَرَهُ يُكْثِرْ عَلَيْنَا مِنَ السَّلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ " . فَرَدَّ سَعْدٌ رَدًّا خَفِيًّا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ " . ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاتَّبَعَهُ سَعْدٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ تَسْلِيمَكَ وَأَرُدُّ عَلَيْكَ رَدًّا خَفِيًّا لِتُكْثِرَ عَلَيْنَا مِنَ السَّلَامِ . قَالَ فَانْصَرَفَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهُ سَعْدٌ بِغَسَلٍ فَأَغْتَسَلَ ثُمَّ تَأَوَّلَهُ مِلْحَفَةً مَصْبُوعَةً بِرَغْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ فَاشْتَمَلَ بِهَا ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ " اللَّهُمَّ

৫১৮০ বুখারী, মুসলিম।

৫১৮১ এর পূর্বেরটি দেখুন।

৫১৮২ এর পূর্বেরটি দেখুন।

اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ عَلَى آلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ " . قَالَ ثُمَّ أَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمَّا أَرَادَ الْإِنْصِرَافَ قَرَّبَ لَهُ سَعْدٌ حِمَارًا قَدْ وَطَأَ عَلَيْهِ بِقَطِيفَةٍ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدُ يَا قَيْسُ اصْحَبْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . قَالَ قَيْسٌ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " ارْكَبْ " . فَأَبَيْتُ ثُمَّ قَالَ " إِمَّا أَنْ تُرَكِّبَ وَإِمَّا أَنْ تُنْصَرِفَ " . قَالَ فَأَنْصَرَفْتُ . قَالَ هِشَامُ أَبُو مَرْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدِ بْنِ زُرَّارَةَ . قَالَ أَبُو ذَاوُدَ رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَابْنُ سَمَاعَةَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرَا قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ .

ضعيف الإسناد

৫১৮৫। ক্বাইস ইবনু সা'দ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আমাদের বাড়িতে আসলেন। তিনি বললেন, আসসালামু 'আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহ। বর্ণনাকারী বলেন, সা'দ (রা) আস্তে সালামের উত্তর দিলেন। ক্বাইস (রা) বলেন, আমি বললাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রবেশের অনুমতি দিবেন না? তিনি বললেন, থামো, তাঁকে বেশী বেশী আমাদেরকে সালাম দিতে দাও। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আসসালামু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। সা'দ (রা) এবারও আস্তে সালামের জবাব দিলেন। পুনরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আসসালামু 'আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহ বললেন। অতঃপর তিনি ফিরে যেতে থাকলেন। সা'দ (রা) তাঁর পিছনে পিছনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে বললে, হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয়ই আমি আপনার সালাম শুনতে পাচ্ছিলাম এবং চুপে চুপে আপনার সালামের জবাব দিচ্ছিলাম, যাতে আপনি বেশী বেশী আমাদেরকে সালাম দেন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সঙ্গে ফিরে আসলেন এবং সা'দ (রা) তাঁর গোসলের জন্য পানি এনে দিতে নির্দেশ দিলেন, অতঃপর তিনি গোসল করলেন। এরপর তাঁকে জাফরান বা ওয়ার্স দ্বারা রঞ্জিত একটি চাদর দিলেন। তিনি তা পরিধান করলেন। অতঃপর দু'হাত তুলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আল্লাহ! তুমি সা'দ ইবনু 'উবাদাহর পরিবার-পরিজনের উপর শান্তি ও রহমাত বর্ষণ করো। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খাবার দেয়া হলো। তিনি ﷺ যখন রওয়ানা করার জন্য প্রস্তুত হলেন, তখন সা'দ (রা) পিঠে মখমলের চাদর বা গদি বিছানো একটি সুসজ্জিত গাধা এনে তাঁর নিকটবর্তী করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাতে আরোহণ করলেন। সা'দ (রা) বললেন, হে ক্বাইস! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে যাও। ক্বাইস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে যাও। ক্বাইস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : আরোহণ করো। কিন্তু আমি সম্মত হলাম না। অতঃপর তিনি ﷺ বললেন : আরোহণ করো, নতুবা ফিরে যাও। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ফিরে এলাম। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, 'উমার ইবনু 'আবদুল ওয়াহিদ ও ইবনু সাম'আহ (রা) আল-আওয়াদির (র) হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন এবং তারা উভয়ে ক্বাইস ইবনু সা'দ (রা)-এর উল্লেখ করেননি।^{৫১৮৬}

সানাদ দুর্বল।

^{৫১৮৬} আহমাদ। সানাদের মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুর রহমান হাদীসটি ক্বাইস হতে শুনেছেন। সুতরাং এটি মুনকাতি। হাফিয বলেন : সঠিক কথা হলো উভয়ের মাঝে আরেকজন ব্যক্তি রয়েছে।

৫১৮৬ - حَدَّثَنَا مُؤَمِّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، - فِي آخَرِينَ - قَالُوا حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تَلَقَّاءِ وَجْهِهِ وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ وَيَقُولُ "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ" . وَذَلِكَ أَنَّ الدُّورَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا يَوْمُنْدُ سَتُورٌ .

صحیح

৫১৮৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু বুসর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন কওমের দরবারে এলে সরাসরি দরজায় মুখ করে দাঁড়াতেন না, বরং দরজার ডান অথবা বাম পাশে সরে দাঁড়িয়ে বলতেন : "আসসালামু 'আলাইকুম, আসসালামু 'আলাইকুম'। কারণ, সে যুগে দরজায় পর্দা টানানো থাকতো না। ৫১৮৮

সহীহ।

১৪০ - باب الرُّجُلِ يَسْتَأْذِنُ بِالذَّقِّ

অনুচ্ছেদ-১৪০ : কেউ প্রবেশের অনুমতি পাওয়ার জন্য দরজা খটখট করলে

৫১৮৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي دَيْنٍ أَبِيهِ فَذَقَّتْ الْبَابَ فَقَالَ "مَنْ هَذَا" . قُلْتُ أَنَا . قَالَ "أَنَا أَنَا" . كَأَنَّهُ كَرِهَهُ .

صحیح

৫১৮৭। জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদা তিনি তার পিতার রেখে যাওয়া ঋণ সম্পর্কে আলোচনার জন্য নাবী ﷺ-এর নিকট যান। আমি (জাবির) দরজা খটখট করলে তিনি বললেন : কে? আমি বললাম, আমি। তিনি বললেন : আমি! আমি! মনে হলো, তিনি এরূপ বলা অপছন্দ করেছেন। ৫১৮৮

সহীহ।

৫১৮৮ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي وَبٍّ، - يَعْنِي الْمَقَابِرِيَّ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ، قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى دَخَلْتُ حَائِطًا فَقَالَ لِي "أَمْسِكِ الْبَابَ" . فَضْرَبَ الْبَابَ فَقُلْتُ "مَنْ هَذَا" . وَسَاقَ الْحَدِيثَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ فِيهِ فَذَقَ الْبَابَ .

حسن الإسناد

৫১৮৮। নাবী ইবনু 'আবদুল হারিস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ সঙ্গে বের হয়ে এক বাগানে প্রবেশ করলাম। তিনি আমাকে বললেন : দরজা বন্ধ করে রাখো। পরে দরজায় আঘাত করা হলে আমি বললাম, কে? অতঃপর বাকি অংশ আবু মুসা (রা) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। ইমাম আবু

দাউদ (রহঃ) বলেন, অর্থাৎ আবু মূসা আল-আশ'আরীর (রা) হাদীস। তাতে রয়েছে : সে দরজা খটখট করলো।^{৫১৮৬}

সান্নাফ বান্নাফ।

১৪১ - باب في الرجل يدعى أَيْكُونُ ذَلِكَ إِذْنُهُ

অনুচ্ছেদ-১৪১ : কাউকে আহ্বান করা কি তার জন্য অনুমতি ধর্তব্য?

৫১৮৭ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَبِيبٍ، وَهَيْثَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "رَسُولُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُهُ".

صحیح

৫১৮৯। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তিকে ডেকে আনার জন্য কোন লোক পাঠালে তা তার অনুমতি হিসেবে ধর্তব্য।^{৫১৮৭}

সহীহ।

৫১৯০ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ". قَالَ أَبُو عَلِيٍّ اللَّوْثِيُّ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ قَتَادَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي رَافِعٍ شَيْئًا.

صحیح

৫১৯০। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি পানাহারের জন্য আমন্ত্রিত হয় এবং সে আমন্ত্রণকারীর প্রতিনিধির সঙ্গে আসে, তবে তার জন্য এটাই অনুমতি।^{৫১৮৮}

সহীহ।

১৪২ - باب الاستئذان في العورات الثلاث

অনুচ্ছেদ-১৪২ : তিন সময়ে প্রবেশানুমতি প্রার্থনা

৫১৯১ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، قَالَ حَدَّثَنَا ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، وَابْنُ عَبْدِ - وَهَذَا حَدِيثُهُ - قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُثَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدٍ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا أَكْثَرُ النَّاسِ آيَةُ الْإِذْنِ وَإِنِّي لِأَمْرُ حَارِيتِي هَذِهِ تَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِأَمْرِ بِهِ.

صحیح الإسناد موقوف

৫১৮৬ নাসায়ী সুনানুল কুবরা, আহমাদ।

৫১৮৭ বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, ইবনু হিব্বান, বায়হাকী।

৫১৮৮ বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, আহমাদ।

৫১৯১। ‘উবাইদুল্লাহ ইবনু আবু ইয়াযীদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি ইবনু ‘আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, অধিকাংশ লোকই অনুমতি গ্রহণ সম্পর্কিত আয়াতের উপর আমল করে না। আল্লাহ আমার এই দাসীকে আমার নিকট আসতে অনুমতি নেয়ার আদেশ দিয়েছি। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, ‘আত্মা ইবনু ‘আব্বাস (রা) সূত্রে এমনটিই বর্ণনা করেছেন, তিনি অনুমতি নেয়ার আদেশ দিতেন।’

সানাদ সহীহ মাজহূফ।

৫১৯২ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرَمَةَ، أَنَّ نَفَرًا، مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالُوا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ كَيْفَ تَرَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي أُمِرْنَا فِيهَا بِمَا أُمِرْنَا وَلَا يَفْعَلُ بِهَا أَحَدٌ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهَا قُلْتُمْ } قَرَأَ الْقَعْنَبِيُّ إِلَى { عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ } قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ اللَّهَ حَلِيمٌ رَحِيمٌ بِالْمُؤْمِنِينَ يُحِبُّ السَّتْرَ وَكَانَ النَّاسُ لَيْسَ لِيُوتِيَهُمْ سِتْرٌ وَلَا حِجَالٌ فَرُبَّمَا دَخَلَ الْخَادِمُ أَوْ الْوَلَدُ أَوْ بَيْعَةُ الرَّجُلِ وَالرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ بِالِاسْتِذْنَانِ فِي تِلْكَ الْعَوْرَاتِ فَجَاءَهُمُ اللَّهُ بِالسَّتْرِ وَالْخَيْرِ فَلَمْ أَرِ أَحَدًا يَفْعَلُ بِذَلِكَ بَعْدَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ وَعَطَاءٍ يُفْسِدُ هَذَا .

حسن الإسناد موقوف

৫১৯২। ‘ইকরিমাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইরাকের অধিবাসী একদল লোক ইবনু ‘আব্বাস (রা) নিকট প্রশ্ন করলো, হে ইবনু ‘আব্বাস! এ আয়াত সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তাতে আমাদেরকে যা নির্দেশ দেয়ার দেয়া হয়েছে, কিন্তু কেউই সে মোতাবেক আমল করে না। মহাম আল্লাহ বলেন, “হে ঈমানদারগণ! তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়োপ্রাপ্ত হয়নি তারা যেন তোমাদের ঘরে প্রবেশ করতে তিন সময়ে অনুমতি নেয়, ফাজর সলাতের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলে রাখো এবং ‘ইশার সলাতের পর- এ তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। এ তিন সময় ছাড়া অন্য সময়ে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করলে তোমাদের জন্য এবং তাদের জন্য কোন দোষ নেই। তোমাদের একজনকে অপরজনের নিকট যাতায়াত করতে হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের নিকট তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। আল্লাহ মহাজ্জানী, প্রজ্ঞাময়। তোমাদের সন্তান-সন্তুতি বয়োপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন তোমাদের বয়োজ্যেষ্ঠাদের মতো অনুমতি গ্রহণ করে। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়” (সূরাহ নূর : ৫৮-৫৯)।

ইবনু ‘আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ মু’মিনদের প্রতি সহনশীল, পরম দয়ালু। তিনি গোপনীয়তা ভালোবাসেন। জোকজনের ঘরে কোনোরূপ পর্দার ব্যবস্থা ছিল না। ফলে কখনো ঘরে স্বামী-স্ত্রী অবস্থানকালে তার খাদেম বা বালক-বালিকারা ঢুকে পড়তো। এজন্যই আল্লাহ গোপনীয়তা অবলম্বনের এ সময়গুলোতে অনুমতি চাওয়ার নির্দেশ দেন। অতএব আল্লাহ তাদের জন্য গোপনীয়তা অবলম্বন ও

কল্যাণকর ব্যবস্থা দিয়েছেন। অথচ আমি কাউকে তদনুসারে আমল করতে দেখি না। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, 'উবাইদুল্লাহ ও 'আত্বা (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। এ হাদীসকে দুর্বল করে।^{৫১৯০}

সানাদ হাসান মাওকুফ।

১৪৩ - باب في إفشاء السلام

অনুচ্ছেদ-১৪৩ : সালামের প্রসার ঘটানো

৫১৯৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَفَلَا أَدْلُكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ" .

صحيح

৫১৯৩। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কসম সেই সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতোক্ষণ না মু'মিন হও। আর তোমরা মু'মিন হতে পারবে না, যতোক্ষণ না পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয় অবহিত করবো না, যা করলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে? তা হলে, তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটানো।^{৫১৯৩}

সহীহ।

৫১৯৪ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَىُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ "تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ" .

صحيح

৫১৯৪। আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রা) সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলো, ইসলামের কোন দিকটি উত্তম? তিনি বললেন : তোমার পরিচিত ও অপরিচিতজনকে তুমি খানা খাওয়াবে এবং সালাম দিবে।^{৫১৯৪}

সহীহ।

১৪৪ - باب كيف السلام

অনুচ্ছেদ-১৪৪ : সালাম বিনিময়ের পদ্ধতি

৫১৯৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ . فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "عَشْرٌ" . ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ

^{৫১৯০} বায়হাকী।

^{৫১৯১} মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ।

^{৫১৯২} বুখারী, মুসলিম।

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ . فَرَدَّ عَلَيْهِ فَحَلَسَ فَقَالَ " عَشْرُونَ " . ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ . فَرَدَّ عَلَيْهِ فَحَلَسَ فَقَالَ " ثَلَاثُونَ " .

صحیح

৫১৯৫। 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, আসসালামু 'আলাইকুম। তিনি তার জবাব দিলেন। লোকটি বসলো। নাবী ﷺ বললেন : দশ নেকি। এরপর আরেকজন এসে বললো, আসসালামু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। নাবী ﷺ অনুরূপ জবাব দিলেন। লোকটি বসলো। তিনি বললেন : বিশ নেকি! অতঃপর আরেকজন এসে বললো, আসসালামু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নাবী ﷺ তারও জবাব দিলেন। লোকটি বসলো। তিনি বললেন : ত্রিশ নেকি।^{৫১৯৩}

সহীহ।

৫১৯৬ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ أَطْنُ أَنِّي سَمِعْتُ نَافِعَ بْنَ يَزِيدَ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْحُومٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ زَادَ ثُمَّ أَتَى آخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ فَقَالَ " أَرْبَعُونَ " . قَالَ " مَكْذُوبٌ تَكُونُ الْفَضَائِلُ " .

ضعيف الإسناد

৫১৯৬। সাহল ইবনু মু'আয ইবনু আনাস (রা) হতে তার পিতার মাধ্যমে নাবী ﷺ-এর সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের সমর্থক হাদীস বর্ণনা করেন। এতে আরো রয়েছে : এরপর আরেকজন এসে বললো, আসসালামু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া মাগফিরাহু। তিনি ﷺ বললেন : চল্লিশ নেকি। নাবী ﷺ আরো বলেন : এভাবে নেকি বৃদ্ধি পেতে থাকে।^{৫১৯৪}

সানাদ দুর্বল।

১৪৫ - باب في فضل من بدأ بالسَّلَامِ

অনুচ্ছেদ-১৪৫ : যে প্রথমে সালাম দেয় তার ফাযীলাত

৫১৯৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ الدُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، وَهَبٍ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ الْحَمَصِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمُ بِالسَّلَامِ " .

صحیح

৫১৯৭। আবু উমামাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক উত্তম ঐ ব্যক্তি, যে আগে সালাম দেয়।^{৫১৯৫}

সহীহ।

^{৫১৯৩} তিরমিযী, দারিমী, আহমাদ।

^{৫১৯৪} হাফিয ইবনু হাজার 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে বলেন : 'এর সানাদ দুর্বল।' এর দোষ হচ্ছে সানাদের ইবনু আবু মারইয়াম। তিনি দুর্বল। তাছাড়া তিনি নাকি' হতে হাদীস শুনার বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

^{৫১৯৫} আহমাদ।

১৪৬ - باب مَنْ أَوْلَىٰ بِالسَّلَامِ

অনুচ্ছেদ-১৪৬ : কে প্রথমে সালাম দিবে?

৫২৭৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ " .

صحیح

৫১৯৮। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সালাম দিবে ছোট বড়কে, পথচারী বসা ব্যক্তিকে এবং কম সংখ্যক অধিক সংখ্যককে।^{৫১৯৮}

সহীহ।

৫২৭৯ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيِّ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا زَيْدٌ، أَنَّ ثَابِتًا، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يُسَلِّمُ الرَّكِيبُ عَلَى الْمَاشِي " . ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ

صحیح

৫১৯৯। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আরোহী ব্যক্তি সালাম দিবে পদব্রজে যাতায়াতকারীকে। অতঃপর বর্ণনাকারী পুরা হাদীস বর্ণনা করেন।^{৫১৯৯}

সহীহ।

১৪৭ - باب فِي الرَّجُلِ يَفَارِقُ الرَّجُلَ ثُمَّ يَلْقَاهُ أَيْسَلِّمُ عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ-১৪৭ : পরস্পর আলাদা হওয়ার পর আবার সাক্ষাত হলে তারা কি সালাম দিবে?

৫২০০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلَيْسَلِّمُ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلَيْسَلِّمُ عَلَيْهِ أَيْضًا . قَالَ مُعَاوِيَةُ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ بُخْتٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثَلُهُ سَوَاءٌ .

صحیح موقوفاً و مرفوعاً

৫২০০। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন তার ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাত করে, তখন সে যেন তাকে সালাম দেয়। অতঃপর দু'জনের মাঝে যদি গাছ, দেয়াল বা পাথর আড়াল হয়ে যায় এবং তারপর আবার সাক্ষাত হয়, তাহলেও যেন তাকে সালাম দেয়।^{৫২০০}

সহীহ মাওকুফ ও মারফুভাবে।

^{৫১৯৮} বুখারী, তিরমিযী, আহমাদ।

^{৫১৯৯} বুখারী, মুসলিম।

^{৫১৯৮} বুখারীর আদাবুল মুফরাদ।

৫২০১ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنَبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيْدِخُلْ عُمَرُ .

صحیح

৫২০১। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা 'উমার (রা) নাবী ﷺ-এর নিকট আসলেন। তিনি তখন তাঁর কাঠের মাচানে ছিলেন। 'উমার (রা) বললেন, আসসালামু 'আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালামু 'আলাইকুম, 'উমার কি প্রবেশ করবে? ^{৫১৯৯}

সহীহ।

১৪৮ - باب في السَّلامِ عَلَى الصَّبِيَّانِ

অনুচ্ছেদ-১৪৮ : শিশুদেরকে সালাম দেয়া

৫২০২ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ - عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ قَالَ أَنَسُ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى غُلَمَانٍ يَلْعَبُونَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ .

صحیح

৫২০২। সাবিত (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খেলাধুলারত একদল বালকের নিকট এসে তাদেরকে সালাম দিয়েছেন। ^{৫২০০}

সহীহ।

৫২০৩ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ قَالَ أَنَسُ أَتَيْتَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا غُلَامٌ فِي الْغُلَمَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَأَرْسَلَنِي بِرِسَالَةٍ وَقَعْدَ فِي ظِلِّ جِدَارٍ - أَوْ قَالَ إِلَى جِدَارٍ - حَتَّى رَجَعْتُ إِلَيْهِ .

صحیح

৫২০৩। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের শিশুদের নিকট এসে পৌছলেন। আমিও শিশু হিসেবে তাদের সঙ্গে ছিলাম। তিনি ﷺ আমাদেরকে সালাম দিলেন। এরপর তিনি আমার হাত ধরে আমাকে একটি চিঠি দিয়ে পাঠালেন। তিনি একটি দেয়ালের পাশে ছায়ায় বসে থাকলেন, যতোক্ষণ না আমি তাঁর নিকট ফিরে আসি। ^{৫২০১}

সহীহ।

^{৫১৯৯} বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, আহমাদ।

^{৫২০০} বুখারী, মুসলিম।

^{৫২০১} ইবনু মাজাহ, বুখারীর আদাবুল মুফরাদ।

১৪৭ - باب في السَّلامِ عَلَى النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৪৯ : মহিলাদেরকে সালাম দেয়া সম্পর্কে

৫২০৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، سَمِعَهُ مِنْ، شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ يَقُولُ أَخْبَرْتُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدٍ، مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا .

صحیح

৫২০৪। আসমা বিনতু ইয়াযীদ (রা) জানিয়েছেন, নাবী ﷺ আমাদের একদল মহিলার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমাদের সালাম দিয়েছেন।^{৫২০২}

সহীহ।

১৫০ - باب في السَّلامِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

অনুচ্ছেদ-১৫০ : মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিককে সালাম দেয়া সম্পর্কে

৫২০৫ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ خَرَجْتُ مَعَ أَبِي إِلَى الشَّامِ فَجَعَلُوا يَمْشُونَ بِصَوَامِعَ فِيهَا نَصَارَى فَيَسْلُمُونَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَبِي لَا تَبْدُؤُوهُمْ بِالسَّلامِ فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَا تَبْدُؤُوهُمْ بِالسَّلامِ وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيقِ الطَّرِيقِ " .

صحیح

৫২০৫। সুহাইল ইবনু আবু সালিহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সঙ্গে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। তারা গির্জাসমূহের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তাতে অবস্থানরত খৃস্টানদের সালাম দিলেন। আমার পিতা বললেন, তোমরা আগে তাদেরকে সালাম দিও না। আবু হুরাইরাহ (রা) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আগে তাদেরকে (আহলে কিতাবকে) সালাম দিবে না। রাস্তায় তাদের সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাত হলে তাদের রাস্তার সংকীর্ণ দিকে চলে যেতে বাধ্য করবে।^{৫২০৩}

সহীহ।

৫২০৬ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ فَإِنَّمَا يَقُولُ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ فِيهِ " وَعَلَيْكُمْ " .

صحیح

৫২০৬। আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়াহুদীদের কেউ তোমাদের সালাম দেয়ার সময় বলে যে, “আস্‌সামু ‘আলাইকুম” (অর্থ : তোমাদের

^{৫২০২} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ।

^{৫২০৩} মুসলিম, বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, আহমাদ।

মৃত্যু হোক)। জবাবে তোমরা বলবে : ওয়া ‘আলাইকুম (অর্থ : তোমাদের উপরও তাই)। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, ইমাম মালিক (র) ‘আবদুল্লাহ ইবনু দীনার সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান সাওরীও ‘আবদুল্লাহ ইবনু দীনার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি ﷺ বলেন : (জবাবে তোমরা বলবে :) ওয়া ‘আলাইকুম।^{৫২০৪}

সহীহ।

৫২০৭ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ، ﷺ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنْ أَهْلَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْنَا فَكَيْفَ نَرُدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ " قُولُوا وَعَلَيْكُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ عَائِشَةَ وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُهَنِيِّ وَأَبِي بَصْرَةَ يَعْنِي الْغِفَارِيَّ .
صحيح

৫২০৭। আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ-এর সাহাবীগণ নাবী ﷺ-কে বললেন, আহলে কিতাবরা আমাদেরকে সালাম দেয়। আমরা তার জবাব কিভাবে দিবো? তিনি বললেন : তোমরা বলবে, ওয়া ‘আলাইকুম।^{৫২০৫}

সহীহ।

১০১ - باب في السَّلامِ إِذَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ

অনুচ্ছেদ-১৫১ : মাজলিস হতে বিদায়ের সময় সালাম দেয়া

৫২০৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالَا حَدَّثَنَا بَشْرٌ، - يَعْنِيَانِ ابْنَ الْمُفَضَّلِ - عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ الْمُقْبَرِيِّ، - قَالَ مُسَدَّدٌ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبَرِيُّ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ فَلْيُسَلِّمْ الْأُولَى بِأَحَقِّ مِنَ الْآخِرَةِ " .
حسن صحيح

৫২০৮। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ মাজলিসে উপস্থিত হলে যেন সালাম দেয় এবং মাজলিস হতে বিদায়ের সময়ও যেন সালাম দেয়। প্রথম সালাম শেষ সালামের চেয়ে বেশি জরুরী নয়।^{৫২০৬}

হাসান সহীহ।

১০২ - باب كَرَاهِيَةِ أَنْ يَقُولَ عَلَيْكَ السَّلامُ

অনুচ্ছেদ-১৫২ : ‘আলাইকাস সালাম বলা অপছন্দনীয়

৫২০৯ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَبِي غِفَارٍ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي جُرَيْجٍ الْهُجَيْمِيِّ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ عَلَيْكَ السَّلامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " لَا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلامُ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلامَ نَحْيَةُ الْمَوْتَى " .
صحيح

৫২০৪ বুখারী, মুসলিম।

৫২০৫ মুসলিম, আহমাদ।

৫২০৬ বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, তিরমিযী, আহমাদ।

৫২০৯। আবু জুরায়্যি আল-হুজাইমী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললাম, ‘আলাইকাস সালামু ইয়া রাসূলুল্লাহ! রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ‘আলাইকাস সালাম বলো না। কারণ এটা হলো মূর্দার প্রতি সালাম।’^{৫২০৭}

সহীহ।

১০৩ - باب مَا جَاءَ فِي رَدِّ الْوَاحِدِ عَنِ الْجَمَاعَةِ

অনুচ্ছেদ-১৫৩ : দলের পক্ষ হতে একজনের সালামের উত্তম দান

৫২১০ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجُدِّيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْخُرَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَفَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ - قَالَ "يُجْزَى عَنِ الْجَمَاعَةِ، إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ، أَحَدُهُمْ وَيُجْزَى عَنِ الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ".

صحيح

৫২১০। ‘আলী ইবনু আবু তালিব (রা) সূত্রে বর্ণিত। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, হাসান ইবনু ‘আলী (রা) এটি মারফুভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি ﷺ বলেন : পথ অতিক্রমকালে দলের একজন যদি সালাম দেয়, তাহলে তা সকলের জন্য যথেষ্ট। এমনিভাবে উপবিষ্টদের একজন তার উত্তর দিলে তা সকলের জন্য যথেষ্ট।^{৫২০৮}

সহীহ।

১০৪ - باب فِي الْمُصَافَحَةِ

অনুচ্ছেদ-১৫৪ : মুসাফাহা সম্পর্কে

৫২১১ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بَلْعٍ، عَنْ زَيْدِ أَبِي الْحَكَمِ الْعَنَزِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا التَقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا وَحَمِدَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتَغْفَرَا غُفِرَ لَهُمَا " .

ضعيف، الضعيفة (٢٣٤٤)

৫২১১। আল-বারাআ ইবনু ‘আযিব (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুইজন মুসলিম পরস্পর মিলিত হয়ে মুসাফাহা করলে, আল্লাহর প্রশংসা করলে এবং ক্ষমা চাইলে আল্লাহ উভয়কে ক্ষমা করে দেন।^{৫২০৯}

দুর্বল : যঈফাহ হা/২৩৪৪।

৫২১২ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، وَابْنُ، ثُمَيْرٌ عَنِ الْأَخْلَعِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا " .

صحيح

^{৫২০৭} এটি গত হয়েছে হা/৪০৭৫।

^{৫২০৮} বায়হাক্বী।

^{৫২০৯} বায়হাক্বী। হাদীসের সানাৎ মুযতারিফ। সানাৎদের আবু বাল্জ হলো ইয়াহইয়া ইবনু আবু সুলাইম। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন : তার ব্যাপারে আপত্তি আছে। ইমাম আহমাদ বলেন : তিনি মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি ভুল করতেন।

৫২১২। আল-বারাআ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুইজন মুসলিম পরস্পর মিলিত হয়ে মুসাফাহা করলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই তাদের ক্ষমা করে দেয়া হয়।^{৫২১০}

সহীহ।

৫২১৩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ لَمَّا جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " قَدْ جَاءَكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُصَافَحَةِ " .
 صحيح، إلا أن قوله : " و هم أول " مدرج فيه من قول أنس

৫২১৩। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ইয়ামানবাসীরা এসে উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমাদের নিকট ইয়ামানবাসীরা এসেছে। আর এরাই সর্বপ্রথম মুসাফাহা করেছে।^{৫২১১}

সহীহ। কিন্তু তার বক্তব্য : “এরাই সর্বপ্রথম মুসাফাহা করেছে”- এ কথাটি মুদরাজ, যা আনাসের উক্তি।

১০০ - باب في المَعَانِقَةِ

অনুচ্ছেদ-১৫৫ : কোলাকুলি সম্পর্কে

৫২১৪ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ، - يَعْنِي خَالِدَ بْنَ ذَكْوَانَ - عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بُشَيْرٍ بْنِ كَعْبٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ عَتْرَةِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي ذَرٍّ حَيْثُ سِيرَ مِنَ الشَّامِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَ إِذَا أَخْبَرَكَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سِرًّا . قُلْتُ إِنَّهُ لَيْسَ بِسِرٍّ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَافِحُكُمْ إِذَا لَقِيتُمُوهُ قَالَ مَا لَقِيتُهُ قَطُّ إِلَّا صَافَحَنِي وَبَعَثَ إِلَيَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ أَكُنْ فِي أَهْلِي فَلَمَّا جِئْتُ أَخْبَرْتُ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ فَالْتَزَمَنِي فَكَانَتْ تِلْكَ أَجْوَدَ وَأَجْوَدَ .

ضعيف، المشكاة (٤٦٨٣)

৫২১৪। ‘আনাযাহ গোত্রের এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত। তিনি আবু যার (রা)-কে সিরিয়া ত্যাগের সময় বললেন, আমি আপনার নিকট রাসূলুল্লাহর ﷺ হাদীসসমূহের মধ্যকার একটি হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করতে আগ্রহী। আবু যার (রা) বললেন, তা গোপন কোন বিষয় না হলে আমি আপনাকে বলবো। আমি বললাম, না, তা কোন গোপন বিষয় নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আপনাদের দেখা হলে তিনি কি আপনাদের সঙ্গে মুসাফাহা করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ যখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আমার দেখা হতো তিনি আমার সঙ্গে মুসাফাহা করতেন। একদিন তিনি আমার নিকট লোক পাঠালেন। আমি তখন বাড়িতে ছিলাম না। আমি ফিরে এলে জানানো হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট লোক পাঠিয়েছিলেন। অতঃপর আমি তাঁর নিকট আসলাম। তখন তিনি গদির উপর ছিলেন। তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তা ছিল খুবই উত্তম ও মনোরম।^{৫২১২}

দুর্বল : যঈফাহ হা/৪৬৮৩।

^{৫২১০} তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

^{৫২১১} আহমাদ।

^{৫২১২} আহমাদ। সানাদে নাম উল্লেখহীন জনৈক ব্যক্তি রয়েছে। এছাড়া সানাদের আইয়ুব ইবনু বাশীর সম্পর্কে হাফিয বলেন : মাসতুর (লুণ্ড)।

১০৬ - باب مَا جَاءَ فِي الْقِيَامِ

অনুচ্ছেদ-১৫৬ : কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো

৫২১০ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ أَهْلَ، قُرَيْظَةَ لَمَّا نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ أُرْسِلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ أَقْمَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " قَوْمُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ " . أَوْ " إِلَى خَيْرِكُمْ " . فَجَاءَ حَتَّى قَعَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

صحیح

৫২১৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ (রা)-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বনু কুরাইযার লোকেরা আত্মসমর্পণ করলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নিকট লোক পাঠালেন। সা'দ (রা) একটি সাদা বর্ণের গাধায় চড়ে আসলে নাবী ﷺ বললেন : তোমরা তোমাদের নেতা বা তোমাদের মধ্যকার উত্তম ব্যক্তির আগমনে দাঁড়াও। অতঃপর সা'দ (রা) এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসলেন।^{৫২১০}

সহীহ।

৫২১৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَلَمَّا كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ لِلْأَنْصَارِ " قَوْمُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ " .

صحیح

৫২১৬। শু'বাহ (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তিনি (সা'দ) মাসজিদের নিকটে আসলেন তখন নাবী ﷺ আনসারদের বললেন : তোমরা তোমাদের নেতার আগমনে দাঁড়াও।^{৫২১০}

সহীহ।

৫২১৭ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْمُنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَتَتْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سَمَاءَ وَهْدِيًّا وَذَلًّا - وَقَالَ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا وَكَلَامًا وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَسَنُ السَّمْتَ وَالْهَدْيَ وَالذَّلَّ - بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فَاطِمَةَ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهَا كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ يَدَهَا وَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ يَدَهُ فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا .

صحیح

৫২১৭। উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে শারীরিক গঠন, চাল-চলন, চরিত্র, (বর্ণনাকারী হাসানের মতে) আলাপচারিতা ও কথাবার্তায় ফাতিমাহ (রা) চাইতে এতোখানি মিল আর কাউকে আমি দেখিনি। বর্ণনাকারী হাসান শারীরিক গঠন, চাল-চলন, চরিত্র বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেননি। ফাতিমাহ (রা) যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসতেন, তিনি উঠে তার

^{৫২১০} বুখারী, মুসলিম।

^{৫২১৪} বুখারী, মুসলিম।

দিকে এগিয়ে যেতেন, তার হাত ধরে চুমু খেতেন এবং তাঁর আসনে তাকে বসাতেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ফাতিমাহের নিকট যেতেন, তখন তিনিও তাঁর জন্য উঠে আসতেন, তাঁর হাতে ধরে তাতে চুমু খেতেন এবং তার আসনে তাঁকে বসাতেন। ৫২১৫

সহীহ।

১৫৭ - باب في قبلة الرجل ولده

অনুচ্ছেদ-১৫৭ : কোন লোকের নিজ সন্তানকে চুমু খাওয়া

৫২১৮ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْبَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، أَبْصَرَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُعْبَلُ حُسْبًا فَقَالَ إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَلَدِ مَا فَطَلْتُ هَذَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ" .

صحیح

৫২১৮। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-আকুরা ইবনু হাবিস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখলেন যে, তিনি হুসাইন (রা)-কে চুমু দিচ্ছেন। আকুরা বললেন, আমাদের দলটি সন্তান আছে, আমি তাদের একজনকেও চুমু দেইনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যে অনুগ্রহ করে না, তাকেও অনুগ্রহ করা হয় না। ৫২১৬

সহীহ।

৫২১৭ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ غُرُوقَةَ، عَنْ غُرُوقَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ ثُمَّ قَالَ تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ "أَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ عُذْرَكَ" . وَقَرَأَ عَلَيْهَا الْقُرْآنَ فَقَالَ أَبُو أَيُّ قَوْمِي فَقَبَّلِي رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَتْ أَحْمَدُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا كَمَا .

صحیح

৫২১৯। 'আয়িশাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাবী ﷺ বললেন : হে 'আয়িশাহ! সুসংবাদ গ্রহণ করো। আল্লাহ তোমার নির্দোষ হওয়া সম্পর্কে আঘাত অবতীর্ণ করেছেন। তিনি কুরআনের আয়াতটি তাকে পড়ে শুনালেন। তখন আমার পিতা-মাতা (আবু বাকর ও উম্মু রুমান) বললেন, ওঠো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথায় চুমু দাও। আমি বললাম, গুরুত্বপূর্ণ আদায় করছি আমি সম্মানিত মহান আল্লাহর; আপনাদের নয়। ৫২১৭

সহীহ।

৫২১৫ তিরমিযী, হাকিম।

৫২১৬ বুখারী, মুসলিম।

৫২১৭ বুখারী, মুসলিম।

১৫৮ - باب في قُبْلَةِ مَا بَيْنَ الْمُتَيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৫৮ : দুই চোখের মাঝখানে চুমু খাওয়া

৫২২০ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَجْلَحَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَلَقَّى جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَالتَزَمَهُ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ .
(ضعيف، المشكاة (٤٦٨٦)

৫২২০। আশ-শা'বী (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর দেখা হলো জা'ফার ইবনু আবু ত্বালিবের সঙ্গে। নাবী ﷺ তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তার দু'চোখের মাঝখানে চুমু দিলেন।^{৫২১৮}

দুর্বল: মিশকাত হা/৪৬৮৬।

১৫৯ - باب في قُبْلَةِ الْخَدِّ

অনুচ্ছেদ-১৫৯ : গালে চুমু দেয়া সম্পর্কে

৫২২১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْمُخَمَّرُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دَعْفَلٍ، قَالَ رَأَيْتُ أَبَا نَضْرَةَ قَبَّلَ خَدَّ الْحَصَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ .
صحيح الإسناد مقطوع

৫২২১। ইয়াস ইবনু দাগফাল (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু নাদরাহ (রা)-কে হাসান (রা)-এর গালে চুমু দিতে দেখেছি।^{৫২১৯}

সানাদ সহীহ মাক্কুতু'।

৫২২২ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَإِذَا عَائِشَةُ ابْنَتُهُ مُضْطَجِعَةٌ قَدْ أَصَابَتْهَا حُمَّى فَأَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهَا كَيْفَ أَنْتِ يَا بِنْتَهُ وَقَبَّلَ خَدَّهَا .

صحيح

৫২২২। আল-বারাআ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সর্বপ্রথম মাদীনাহুয় আগমনকারী আবু বাকর (রা)-এর সঙ্গে আসলাম। এ সময় তার কন্যা 'আয়িশাহ (রা)-কে বিছানায় শোয়া দেখলাম। তিনি জুরে আক্রান্ত হয়েছিলেন। আবু বাকর (রা) তাকে দেখতে এসে বললেন, হে প্রিয় কন্যা! তুমি কেমন আছো? এবং তিনি তার গালে চুমু দিলেন।^{৫২২০}

সহীহ।

৫২১৮ বায়হাকী। এর সানাদ মুরসাল।

৫২১৯ বায়হাকী।

৫২২০ বুখারী, বায়হাকী।

১৬০ - باب في قَبْلَةِ الْيَدِ

অনুচ্ছেদ-১৬০ : হাতে চুমু দেয়া সম্পর্কে

৫২২৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زَيْدٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو حَدَّثَهُ وَذَكَرَ، قِصَّةً قَالَ فَذَكَّرُونَا - يَعْنِي - مِنَ الشَّيْءِ فَقَبَّلْنَا يَدَهُ .

ضعيف

৫২২৩। আবদুর রহমান ইবনু আবু লাইলাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) তার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতঃপর পুরো ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, আমরা নাবী ﷺ-এর নিকটবর্তী হয়ে তাঁর হাতে চুমু দিলাম।^{৫২২৩}

দুর্বল।

১৬১ - باب في قَبْلَةِ الْجَسَدِ

অনুচ্ছেদ-১৬১ : শরীরে চুমু দেয়া সম্পর্কে

৫২২৪ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، - رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ - قَالَ يَتِمُّنَا هُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ وَكَانَ فِيهِ مَزَاحٌ بَيْنَنَا يَضْحَكُهُمْ فَطَعَنَهُ الشَّيْءُ ﷺ فِي خَاصِرَتِهِ بَعُودَ فَقَالَ أَصْبِرْنِي . فَقَالَ " أَصْطَبِرُ " . قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ قَمِيصًا وَلَيْسَ عَلَى قَمِيصٍ . فَرَفَعَ الشَّيْءُ ﷺ عَنْ قَمِيصِهِ فَاحْتَضَنَهُ وَجَعَلَ يُقِيلُ كَشْحَهُ قَالَ إِنَّمَا أَرَدْتُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ .

صحیح الإسناد

৫২২৪। উসাইদ ইবনু হুদাইর (রা) নামক এক আনসারী সূত্রে বর্ণিত। তিনি লোকদের সঙ্গে কর্তাবার্তা বলছিলেন এবং মাঝে মাঝে রসিকতা করে লোকদের হাসাচ্ছিলেন। তখন নাবী ﷺ একটি কাঠের টুকরা দিয়ে তার পেটে খোঁচা দিলেন। উসাইদ (রা) বললেন, আপনি আমাকে এর বদলা নিতে দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমার থেকে বদলা নাও। উসাইদ বললেন, আপনার গায়ে তো জামা আছে, অথচ আমার গায়ে জামা ছিল না। নাবী ﷺ তাঁর গায়ের জামা খুললেন। তখন উসাইদ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জড়িয়ে ধরে তাঁর এক পাশে চুমু দিতে লাগলেন, আর বললেন : আমার এটাই ইচ্ছা ছিল হে আল্লাহর রাসূল।^{৫২২৪}

সানাদ সহীহ।

১৬২ - باب قَبْلَةِ الرَّجُلِ

অনুচ্ছেদ-১৬২ : পায়ে চুমু দেয়া সম্পর্কে

৫২২৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعَتَقِ، حَدَّثَنِي أُمُّ أَبَانَ بِنْتُ الْوَزَارِعِ بْنِ زَارِعٍ، عَنْ حَدَّثَهَا، زَارِعٍ وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَتَقَبَّلَ يَدَ الشَّيْءِ ﷺ وَرَجُلَهُ -

حسن دون ذكر الرجلين.

^{৫২২৩} ইবনু মাজাহ। সানাদে ইয়াযীদ ইবনু আবু যিয়াদ দুর্বল।

^{৫২২২} বায়হাক্বী।

قَالَ - وَانْتَظِرَ الْمُنْدِرُ الْأَشْجُ حَتَّى أَتَى عَيْتَهُ فَلَبَسَ ثَوْبَيْهِ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ " إِنْ فِيكَ خَلْتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْجِلْمُ وَالْأَكَاةُ " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أُنْخَلَقُ بِهِمَا أَمْ اللَّهُ جَلَّنِي عَلَيْهِمَا قَالَ " بَلِ اللَّهُ جَلَّنَكَ عَلَيْهِمَا " . قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَلَّنِي عَلَى خَلْتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ .

صحیح

৫২২৫। উম্মু আবান বিনতু ওয়াযি' ইবনু যারি' (রা) হতে তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) আবদুল ক্বাইসের প্রতিনিধি দলের একজন ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা মাদীনাহুয় এসে আমাদের আরোহী হতে দ্রুত নেমে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে ও পায়ে চুমু দিলাম।

হাসান, তবে পায়ে চুমু খাওয়ার কথাটি বাদে।

অন্যদিকে আল-মুনযির আল-আশাজ্জ তার কাপড়ের বাড়িল হতে কাপড় বের করে তা পরা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, তারপর নাবী ﷺ-এর নিকট আসলেন। নাবী ﷺ তাকে বললেন : তোমার মধ্যে দু'টি উত্তম স্বভাব রয়েছে যা আল্লাহ পছন্দ করেন : ধৈর্য ও ধীর-স্থিরতা। তিনি বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমিই কি এ অজ্ঞান গড়ে উঠেছি, না আল্লাহ আমাকে এ দুটি অভ্যাসের উপর সৃষ্টি করেছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহই তোমাকে এ দুটি স্বভাবের উপর সৃষ্টি করেছেন। তখন তিনি বললেন, কৃতজ্ঞতা আদায় করছি সেই আল্লাহর যিনি আমাকে এমন দু'টি স্বভাবের উপর সৃষ্টি করেছেন, যাকে স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পছন্দ করেন। ৫২২৬

সহীহ।

১৬৩ - باب في الرجل يقول جَلَّنِي اللَّهُ فَذَاكَ

অনুচ্ছেদ-১৬৩ : কোন ব্যক্তির এরূপ বলা যে, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন

৫২২৬ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ حَمَّادٍ - يَعْنِيانِ ابْنِ أَبِي سَلِيمَانَ - عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " يَا أَبَا ذَرٍّ " . فَقُلْتُ كَيْفَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَا فَذَاؤُكَ .

حسن صحيح

৫২২৬। আবু যার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বললেন : হে আবু যার! আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি উপস্থিত, আমি আপনার জন্য উৎসর্গিত। ৫২২৮

হাসান সহীহ।

৫২২৬ বায়হাকী।

৫২২৮ বুখারী, মুসলিম।

১৬৪ - باب في الرجل يقول أُنعم الله بك عينا

অনুবাদ-১৬৪ : কোন ব্যক্তির এরূপ বলা যে, আল্লাহ তোমার চক্ষু শীতল করুন

৫২২৭ - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، قَالَ كُنَّا نَقُولُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أُنعمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا وَأُنعمَ صَبَاحًا فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ نُهِنَا عَنْ ذَلِكَ . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعْمَرٌ يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ أُنعمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ أُنعمَ اللَّهُ عَيْنَكَ .

ضعيف الإسناد

৫২২৭। ক্বাতাদাহ (র) বা অন্য কারো সূত্রে বর্ণিত। 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রা) বলেন, জাহিলী যুগে আমরা বলতাম, "আল্লাহ তোমাদের চক্ষু শীতল করুন অথবা প্রত্যুষে তুমি আনন্দিত হও। ইসলামের আবির্ভাবের পর আমাদের এসব বলতে বাধা করে দেয়া হয়। 'আবদুল্লাহ রাযীয়াহু (র) বলেন, মা'মর বলেন, আল্লাহ তোমার জন্য তোমার চক্ষু শীতল করুন, এরূপ বলা অপছন্দনীয়। তবে 'আল্লাহ তোমার চক্ষু শীতল করুন'- এরূপ বলা দোষনীয় নয়।^{৫২২৫}

সানাদ দুর্বল।

১৬৫ - باب في الرجل يقول للرجل حفظك الله

অনুবাদ-১৬৫ : একজন আনেকজনকে বললো, আল্লাহ তোমাকে হিফযাত করুন

৫২২৮ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ لَهُ فَعَطِشُوا فَأَنْطَلَقَ سَرْعَانَ النَّاسِ فَلَزِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَقَالَ "حَفِظَكَ اللَّهُ بِمَا حَفِظْتُ بِهِ نَبِيَّهُ" .

صحيح

৫২২৮। আবু ক্বাতাদাহ (রা) বর্ণনা করেন, নাবী ﷺ এক সফরে ছিলেন। পশ্চিমধ্যে লোকেরা পিপাসার্ত হওয়ায় দ্রুত অগ্রসর হয়। আমি ঐ রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গেই ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহ তোমাকে হিফযাত করুন; যেমন তুমি তাঁর নাবীকে হিফযাত করেছো (পাহারা দিয়ে)।^{৫২২৬}

সহীহ।

১৬৬ - باب في قيام الرجل للرجل

অনুবাদ-১৬৬ : কেউ কারো সম্মানার্থে দাঁড়ালে

৫২২৯ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ، قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ عَامِرٍ فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ وَجَلَسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِابْنِ عَامِرٍ اجْلِسْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَثَّلَ لَهُ الرُّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" .

صحيح

^{৫২২৫} ক্বাতাদাহ হাদীসটি 'ইমরান ইবনু হুসাইন হতে শুনেছেন। সুতরাং এটি মুনকাতি। আত-তাহযীব গ্রন্থে রয়েছে : তিনি আনাস বিন মালিক হাড়া কোন সাহাবী হতে হাদীস শুনেছেন।

^{৫২২৬} মুসলিম।

৫২২৯। আবু মিজলাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আবিয়াহ (রা) ইবনু যুবাইর ও ইবনু 'আমিরের নিকট আসলেন। ইবনু 'আমির দাঁড়িয়ে গেলেন, কিন্তু ইবনু যুবাইর বসে রইলেন। মু'আবিয়াহ (রা) ইবনু 'আমিরকে বললেন, বসো। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে লোক নিজের জন্য অন্য লোকের অপেক্ষা করাকে পছন্দ করে, সে যেন জাহান্নামে তার আসন নির্ধারণ করে নেয়।^{৫২২৭}

সহীহ।

৫২৩০ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَمِيرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي الْعَتَّسِ، عَنْ أَبِي الْعَدْنَسِ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَتَوَكِّفًا عَلَى عَصَا فَقَسَمْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ " لَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الْأَعَاجِمُ يُعْظَمُ بَعْضُهَا بَعْضًا " .

ضعيف

৫২৩০। আবু উমামাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ লাঠিতে ভর দিয়ে আমানতের নিকট আসলেন। আমরা তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়ালে তিনি বললেন : তোমরা দাঁড়াবে না, যেহেতু অন্যরা একে অপরকে সম্মান দেখানোর জন্য দাঁড়ায়।^{৫২২৮}

দুর্বল।

১৬৭ - باب في الرجل يقول فلان يقرئك السلام

আইয়েছ-১৬৭ : যে ব্যক্তি বলে, অমুক আপনাকে সালাম দিয়েছে

৫২৩১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ غَالِبٍ، قَالَ إِنَّا لَحُلُوسُ بِيَابِ الْحَسَنِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ بَخَنِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ فَأَقْرَنَهُ السَّلَامَ . قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلَامَ . فَقَالَ " عَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيكَ السَّلَامُ " .

حسن

৫২৩১। গালিব (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হাসান (রা)-এর বাড়ির দরজায় বসা ছিলাম। এ সময় এক লোক এসে বললো, আমার পিতা আমার দাদার সূত্রে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আমাকে আমার পিতা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পাঠালেন। তিনি বললেন, তাঁর নিকট গিয়ে তাঁকে সালাম জানাবে। তিনি বলেন, আমি তাঁর নিকট পৌঁছে বললাম, আমার পিতা আপনাকে সালাম দিয়েছেন। তিনি বললেন : 'আলাইকা ওয়া 'আলা আবীকাস্ সালাম (তোমার এবং তোমার পিতার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)।^{৫২২৯}

হাসান।

^{৫২২৭} তিরমিযী, আহমাদ।

^{৫২২৮} ইবনু মাজাহ, আহমাদ। সানাদে ইয়তিরাব হয়েছে। এছাড়া সানাদে আবু 'আদাকাস অজ্ঞাত (মাজহল)।

^{৫২২৯} আহমাদ, বায়হাকী, আবু নু'আইম 'হিলয়া'।

৫২৩২ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا " إِنَّ جِبْرِيلَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ " . فَقَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

صحيح

৫২৩২। আবু সালামাহ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আয়িশাহ (রা) তার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নাবী ﷺ তাকে বলেছেন : জিবরাঈল (আ) তোমাকে সালাম জানিয়েছেন। ‘আয়িশাহ (রা) বলেন : “ওয়া ‘আলাইহিস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ” (অর্থ : তার উপরও শান্তি ও আল্লাহর রহমাত বর্ষিত হোক!)। ৫২৩০

সহীহ।

১৬৮ - باب في الرجل يُنادي الرجل فيقول لبيك

অনুবাদ : ১৬৮ - কানো একের জবাবে ‘লাকাবিক’ বলা

৫২৩৩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفَهْرِيَّ، قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى فَسَرْنَا فِي يَوْمٍ قَانِظٍ شَدِيدِ الْحَرِّ فَتَرْنَا تَحْتَ ظِلِّ الشَّجَرَةِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ لَبَسْتُ لَأَمْتِي وَرَكِبْتُ فَرَسِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي فُسْطَاطِهِ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ قَدْ خَانَ الرَّوَاحُ فَقَالَ " أَجَلٌ " . ثُمَّ قَالَ " يَا بِلَالُ قُمْ " . فَارَ مِنْ تَحْتِ سَمَرَةٍ كَانَ ظِلُّهُ ظِلُّ طَائِرٍ فَقَالَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَأَنَا فِدَاؤُكَ . فَقَالَ " أَسْرِجْ لِي الْفَرَسَ " . فَأَخْرَجَ سَرَجًا دَفَنَاهُ مِنْ لَيْفٍ لَيْسَ فِيهِ أَشْرٌ وَلَا بَطَرٌ فَرَكِبَ وَرَكِبْنَا . وَسَاقَ الْحَدِيثَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفَهْرِيُّ لَيْسَ لَهُ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ وَهُوَ حَدِيثُ نَبِيلٍ جَاءَ بِهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ .

حسن

৫২৩৩। আবু হাম্মাম ‘আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াসার (র) সূত্রে বর্ণিত। আবু ‘আবদুর রহমান আল-ফিহরী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হুলাইনে উপস্থিত ছিলাম। আমরা প্রচণ্ড গরমের দিনে সফর করলাম। আমরা একটি গাছের ছায়ায় যাত্রাবিরতি করলাম। সূর্য ঢলে পড়লে আমি আমার সামরিক পোশাক পরিধান করে আমার ঘোড়ায় চড়লাম, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলাম। তিনি তখন তাঁর তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। আমি বললাম, আম্মুসালামু ‘আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহি ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। যাত্রার সময় হয়েছে। তিনি বললেন : ঠিক আছে। তারপর বললেন : হে বিলাল! উঠো। বিলাল (রা) একটি বাবলা গাছের নিচ হতে হস্তদস্ত হয়ে আসলেন। তার ছায়া পাখীর ছায়ার মত (ছোট) ছিল। বিলাল (রা) বললেন, আমি আপনার ডাকে সাড়া দিলাম, আমি উপস্থিত আছি, আমি

আপনার জন্য উৎসর্গীত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমার ঘোড়ায় গদি আঁটো। তিনি একটি গদি বের করলেন, যার উভয় পাশ খেজুর গাছের পাতা ভর্তি ছিল। তাতে আত্মগব্বের কিছুই ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাতে আরোহন করলেন এবং আমরাও সওয়ার হলাম। অতঃপর বর্ণনাকারী পুরো হাদীস বর্ণনা করেন।^{৫২৩১}

হাসান।

১৬৭ - باب في الرجل يقول للرجل أضحك الله سنك

অনুচ্ছেদ-১৬৯ : একে অপরকে বলা, আল্লাহ আপনাকে হাসিমুখে রাখুন

৫২৩২ - حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَرْكِيُّ، وَسمِعْتُهُ مِنْ أَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ، وَأَنَا لِحَدِيثٍ، عَيْسَى أَضْبَطُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ السَّرِيِّ، - يَعْنِي الْمُسْلِمِيَّ - حَدَّثَنَا ابْنُ كَثَّانَةَ بْنُ عَبَّاسٍ بْنِ مِرْدَاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ أَوْ عُمَرُ أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَكَ . وَسَأَلَ الْحَدِيثَ .
ضعيف، المشكاة (٢٦٠٣)

৫২৩৪। ইবনু কিনানাহ ইবনু আব্বাস ইবনু মিরদাস (র) হতে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসলেন। তখন আবু বাকর (রা) বা উমার (রা) তাঁকে বললেন, আল্লাহ আপনার মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখুন।^{৫২৩২}

দূর্বল : মিশকাত হা/২৬০৩।

১৭০ - باب ما جاء في البناء

অনুচ্ছেদ-১৭০ : বাড়ি-ঘর নির্মাণ প্রসঙ্গে

৫২৩৫ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَطِينُ حَائِطًا لِي أَنَا وَأُمِّي فَقَالَ " مَا هَذَا يَا عَبْدَ اللَّهِ " . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَيْءٌ أَصْلَحُهُ فَقَالَ " الْأَمْرُ أَسْرَعُ مِنْ ذَلِكَ " .

صحيح

৫২৩৫। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি ও আমার মা তখন আমার একটি দেয়াল মেরামত করছিলাম। তিনি বললেন : হে আবদুল্লাহ! কি হচ্ছে? আমি বললাম, মেরামত করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি দেখছি, নির্দেশ (কিয়ামাত বা মৃত্যু) এর চেয়েও দ্রুত ধাবমান।^{৫২৩৩}

সহীহ।

^{৫২৩১} আহমাদ, বাযযার, ত্বাবারানী।

^{৫২৩২} ইবনু মাজাহ, আহমাদ, বাযহাক্বী। সানাদে আবদুল্লাহ বিন কিননাহ রয়েছে। ইমাম বুখারী বলেন : আর হাদীস সহীহ নয়। আমি কাউকে তার দোষ-গুণ বর্ণনা করতে দেখিনি। হাফিয আত-তাকুরীও গ্রন্থে বলেন : তিনি মাজহুল (অজ্ঞাত)।

^{৫২৩৩} আত-তারগীব ওয়াত তারহীব।

৫২৩৬ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَنَّادٌ، - الْمَعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا قَالَ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَمَاجُ خُصًّا لَنَا وَهَى فَقَالَ " مَا هَذَا " . فَقُلْنَا خُصُّ لَنَا وَهَى فَنَحْنُ نُصَلِّحُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا أَرَى الْأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ " .

সহীহ

৫২৩৬। আল-আ'মশ (র) এ সানাদে উল্লেখিত হাদীস বর্ণনা করেন। তাতে রয়েছে: রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা তখন আমাদের জীর্ণশীর্ণ ঘরটি মেরামত করছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: এটা কি হচ্ছে? আমরা বললাম, আমাদের এ জীর্ণশীর্ণ কুঁড়ে ঘরটি মেরামত করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: আমি তো দেখছি এ জীর্ণ ঘরের চাইতেও নির্দেশ দ্রুত ধাবমান।^{৫২৩৮}

সহীহ।

৫২৩৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حَاطِبٍ الْقُرَشِيُّ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَسَدِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ فَرَأَى قُبَّةً مُشْرِفَةً فَقَالَ " مَا هَذِهِ " . قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ هَذِهِ لِفُلَانٍ - رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ - . قَالَ فَسَكَتَ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ حَتَّى إِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فِي النَّاسِ أَعْرَضَ عَنْهُ صَنَعَ ذَلِكَ مَرَارًا حَتَّى عَرَفَ الرَّجُلُ الْقَضَبَ فِيهِ وَالْإِعْرَاضَ عَنْهُ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُنْكَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . قَالُوا خَرَجَ فَرَأَى قُبَّتَكَ . قَالَ فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى قُبَّتِهِ فَهَدَمَهَا حَتَّى سَوَّاهَا بِالْأَرْضِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَرَهَا قَالَ " مَا فَعَلْتَ الْقُبَّةُ " . قَالُوا شَكَا إِلَيْنَا صَاحِبُهَا إِعْرَاضَكَ عَنْهُ فَأَخْبَرْتَاهُ فَهَدَمَهَا فَقَالَ " أَمَا إِنْ كُلَّ بِنَاءٍ وَبَالَ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَّا مَا لَا إِلَهَ إِلَّا مَا لَا " . يَعْني مَا لَا بُدَّ مِنْهُ .

সহীহ

৫২৩৭। আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একসা রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইরে বের হয়ে গম্বুজাকৃতির একটি উঁচু পাকা ঘর দেখতে পেয়ে বললেন: এটা কি? তাঁর সাহাবীগণ বললেন, এটা অমুক আনসারী ব্যক্তির। তিনি চুপ থাকলেন এবং বিষয়টি স্মরণে রাখলেন। পরে ঐ প্রাসাদের মালিক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে লোকদের মধ্যে তাঁকে সালাম দিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরূপ কয়েকবার হলো। ফলে লোকটি তার প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাগ হওয়া এবং তাঁর উপেক্ষা সম্পর্কে বুঝতে পারলো। এতে সে তার সাথীদের নিকট প্রকৃত ঘটনা জানতে চাইলো। সে বললো, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে এরূপ আচরণ তো আমি বুঝতে পারছি না! লোকেরা বললো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইরে বের হয়েছিলেন। তিনি তোমার গম্বুজ দেখতে পেয়েছেন। অতএব সে তার পাকা বাড়িতে ফিরে এসে তা ধ্বংস করে একেবারে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরেক দিন বের হলেন। তিনি ঐ প্রাসাদটি দেখতে না পেয়ে বললেন, প্রাসাদটির কি হলো? লোকেরা বললো, প্রাসাদের মালিক আমাদের নিকট তার প্রতি আপনার অসন্তুষ্টি ও উপেক্ষার বিষয়ে জামতে চাইলে আমরা

তাকে ঘটনা খুলে বলি, এতে সে তা বিশ্বস্ত করে দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : বস্ত্রত প্রত্যেক উচ্চ পাকা বাড়ি তার মালিকের জন্য দূর্ভাগ্যের কারণ হবে। তবে যেটি একান্ত জরুরী সেটি ছাড়া।^{৫২৩৫}

সহীহ : সহীহাহ হা/২৮৩০।

১৭১ - باب في اتخاذ العرف

অনুচ্ছেদ-১৭১ : উপর তলায় কক্ষ নির্মাণ সম্পর্কে

৫২৩৮ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ الرَّوَاسِيُّ، حَدَّثَنَا عَيْسَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ دُكَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُرَزِيِّ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلْتُهُ الطَّعَامَ فَقَالَ " يَا عُمَرُ اذْهَبْ فَأَعْطِهِمْ " . فَأَرْتَقَى بِنَا إِلَى عِلْيَةٍ فَأَخَذَ الْمِفْتَاحَ مِنْ حُجْرَتِهِ فَفَتَحَ .

صحیح الإسناد

৫২৩৮। দুকাইন ইবনু সাঈদ আল-মুযানী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী ﷺ-এর নিকট এসে খাবার চাইলাম। তিনি বললেন : হে 'উমার! যাও, এদেরকে দাও। অতএব তিনি আমাদেরকে নিয়ে উপর তলার একটি রুমে উঠলেন, অতঃপর তার রুম হতে চাবি নিয়ে তা খুললেন।^{৫২৩৬}

সানাদ সহীহ।

১৭২ - باب في قطع السدر

অনুচ্ছেদ-১৭২ : কুল গাছ কাটা সম্পর্কে

৫২৩৯ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْشٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ قَطَعَ سِدْرَةَ صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ " . سَأَلَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ هَذَا الْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ يَعْنِي مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً فِي فَلَاةٍ يَسْتَظِلُّ بِهَا ابْنُ السَّبِيلِ وَالْبَهَائِمُ عَبَثًا وَظُلْمًا بَغَيْرِ حَقٍّ يَكُونُ لَهُ فِيهَا صَوْبُ اللَّهِ رَأْسَهُ فِي النَّارِ .

صحیح

৫২৩৯। আবদুল্লাহ ইবনু হুবশী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কুল গাছ কাটবে, আল্লাহ তাকে মাথা উপড় করে জাহান্নামে ফেলবেন। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ)-কে এ হাদীসের তাৎপর্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এটি খুবই সংক্ষিপ্ত। অর্থাৎ খোলা ময়দানের কুল গাছ, যার ছায়ায় পথচারী ও চতুষ্পদ প্রাণী আশ্রয় নিয়ে থাকে তা কোন ব্যক্তি নিজ মালিকানাহীন, অপ্রয়োজনে ও অন্যায়ভাবে কেটে ফেললে আল্লাহ তাকে উপড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।^{৫২৩৭}

সহীহ।

৫২৩৫ আহমাদ।

৫২৩৬ আহমাদ, হমাইদী।

৫২৩৭ বায়হাক্বী, ভাবারান্সী।

৫২৪০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، وَسَلَمَةُ، - يَعْنِي ابْنَ شَيْبٍ - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ ثَقِيفٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .
 لم أجده في الصحيح ولا في الضعيف

৫২৪০। 'উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি হাদীসের সানাদ নাবী ﷺ পর্যন্ত উন্নীত করে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।^{৫২৩৮}

আমি এটি সহীহ এবং যঈফে পাইনি।

৫২৪১ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ سَأَلْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ عَنْ قَطْعِ السِّدْرِ، وَهُوَ مُسْتَنَدٌ إِلَى قَصْرِ عُرْوَةَ فَقَالَ أَتَرَى هَذِهِ الْأَبْوَابَ وَالْمَصَارِيحَ إِنَّمَا هِيَ مِنْ سِدْرِ عُرْوَةَ كَانَ عُرْوَةُ يَقْطَعُهُ مِنْ أَرْضِهِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ . زَادَ حُمَيْدٌ فَقَالَ هِيَ يَا عِرَاقِي جَنَّتِي بِيَدَعَةٍ قَالَ قُلْتُ إِنَّمَا الْبِدْعَةُ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ بِمَكَّةَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَطَعَ السِّدْرَ . ثُمَّ سَأَلَ مَعْنَاهُ .

ضعيف

৫২৪১। হাসসান ইবনু ইবরাহীম (র) বলেন, আমি 'উরওয়াহ (র)-এর পুত্র হিশাম (র)-কে কুল গাছ কাটা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। এ সময় তিনি 'উরওয়াহ (র)-এর দালানের সঙ্গে হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। তিনি বললেন, তুমি কি এসব দরজা ও পত্রপল্লব দেখতে পাচ্ছে? এসব দরজার চৌকাঠ 'উরওয়াহ (র)-এর কুল গাছ দ্বারা তৈরী। তিনি তার জমি থেকে তা কেটে এনেছিলেন। তিনি বলেছেন, তাতে কোন অসুবিধা নেই। হুমাঈদ (র)-এর বর্ণনায় রয়েছে : তিনি বলেন, হে ইরাকী! তুমি আমার নিকট একটি বিদ'আত নিয়ে এসেছো। সে বললো, আমি বললাম, বিদ'আত তো আপনাদের কাছ থেকেই। আমি মাঝাহুয় এ ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি, যে লোক কুল গাছ কাটে তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ লানত করেছেন। অতঃপর বর্ণনাকারী অনুরূপ অর্থের হাদীস বর্ণনা করেন।^{৫২৩৯}

দুর্বল।

১৭৩ - باب في إمالة الأذى عن الطريق

অনুচ্ছেদ-১৭৩ : রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো

৫২৪২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " فِي الْإِنْسَانِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ مَفْصِلًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ " . قَالُوا وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ " الثُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَذْفِيهَا وَالشَّيْءُ تُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُكَ " .

صحيح

৫২৪২। বুরাইদাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : মানুষের শরীরে তিনশো ষাটটি গ্রন্থি রয়েছে। তার প্রতিটি জোড়ার জন্য সদাকাহ করা উচিত। লোকজন বললো, কেউ কি এতো সদাকাহ করতে সক্ষম, হে আল্লাহর নবী! তিনি বললেন : তুমি মাসজিদের শ্বেশ্মা পুতে দিবে এবং রাস্তা হতে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলবে। তুমি যদি তাও না পারো তাহলে চাশ্তের সময় দুই রাক'আত সলাত আদায় করবে, এতেই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।^{৫২৪০}

সহীহ।

৫২৪৩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، عَنْ عَبْدِ بْنِ عَبَّادٍ، - وَهَذَا لَفْظُهُ وَهُوَ أَنَّهُ - عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سَلَامَةٍ مِنْ ابْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ تُسَلِّمُهُ عَلَى مَنْ لَقِيَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُهُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيُهُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتُهُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ وَبُضْعَتُهُ أَهْلَهُ صَدَقَةٌ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِي شَهْرَتُهُ وَتَكُونُ لَهُ صَدَقَةٌ قَالَ "أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ حَقِّهَا أَكَانَ يَأْتِمُ". قَالَ "وَيُخْرِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَانِ مِنَ الصُّحَى". قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ حَمَّادُ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ.

صحیح

৫২৪৩। আবু যার (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : প্রতিদিন সকালে আদম সন্তানের দেহের প্রতিটি জোড়ার জন্য সদাকাহ ধার্য হয়। তার সঙ্গে সাক্ষাতকারীকে তার সালাম দেয়া একটি সদাকাহ। সৎকাজের আদেশ করা একটি সদাকাহ এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করাও একটি সদাকাহ। রাস্তা হতে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা একটি সদাকাহ। নিজ স্ত্রীর সঙ্গে তার সহবাস করাও একটি সদাকাহ। সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সঙ্গে কামভাব উপভোগ করলে তাও কি তার জন্য সদাকাহ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তা অবৈধ পায়ে রাখা হলে কি সে গুনাহগার হতো না? তিনি আরো বললেন : দুপুরের সময় দুই রাক'আত সলাত আদায় করা এসবের জন্য যথেষ্ট। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, হাম্মাদ (র) 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ' কথাটুকু উল্লেখ করেননি।^{৫২৪১}

সহীহ।

৫২৪৪ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّبَلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، بِهَذَا الْحَدِيثِ وَذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي وَسْطِهِ.

لم أجده في الصحيح ولا في الضعيف

৫২৪৪। আবু যার (রা) সূত্রে এ সানাদে পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণিত। তাতে রয়েছে : নাবী ﷺ তাঁর কথাবার্তার মাঝখানে এসবের উল্লেখ করেছেন।^{৫২৪২}

আমি এটি সহীহ এবং যঈফে পাইনি।

৫২৪০ আহমাদ।

৫২৪১ এটি গত হয়েছে হা/১২৮৫।

৫২৪২ এটি গত হয়েছে হা/১২৮৬।

৫২৪০ - حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " نَزَعَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ غُصْنَ شَوْكٍ عَنِ الطَّرِيقِ إِنَّمَا كَانَ فِي شَجَرَةٍ فَقَطَعَهُ وَأَلْقَاهُ وَإِنَّمَا كَانَ مَوْضُوعًا فَأَمَاطَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ بِهَا فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ " .

حسن صحيح

৫২৪৫। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক ব্যক্তি কখনো কোন ভালো কাজ করেনি, শুধু একটি কাঁটায়ুক্ত ডাল রাস্তা হতে সরিয়েছিল। হয়তো ডালটি গাছেই ছিল, কেউ তা কেটে ফেলে রেখেছিল অথবা বাতাসেই পড়ে ছিল। সে তা সরিয়ে ফেলেছিল। আল্লাহ তার একাজ গ্রহণ করলেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন। ৫২৪০

হাসান সহীহ।

১৭৬ - باب في إطفاء النار بالنيل

অনুচ্ছেদ-১৭৪ : রাতে আগুন নিভিয়ে রাখা

৫২৪৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَتَبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، رِوَايَةً وَقَالَ مَرَّةً يَنْلُعُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ " لَا تَتْرَكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ " .

صحيح

৫২৪৬। সালিম (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : তোমরা ঘুমানোর সময় তোমাদের ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখবে না। ৫২৪৬

সহীহ।

৫২৪৭ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّمَارُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ، عَنْ سَمَاقٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَاءَتْ فَارَةٌ فَأَخَذَتْ تَحْرُ الْفَتِيلَةَ فَجَاءَتْ بِهَا فَأَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْخُمْرَةِ الَّتِي كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا فَأَخْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ الدَّرْهِمِ فَقَالَ " إِذَا نَمْتُمْ فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى هَذَا فَتَحْرِقُكُمْ " .

صحيح

৫২৪৭। ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি ইঁদুর এসে বাতির সলতে টেনে নিয়ে যেতে যেতে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে তাঁর মাদুরের উপর রাখলো, যার উপর তিনি বসা ছিলেন। এতে মাদুরের এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা পুড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যখন তোমরা ঘুমাবে তখন বাতি নিভিয়ে দিবে। কারণ শয়তান ইঁদুর ইত্যাদির অনুরূপ প্রাণীকে এরূপ কাজে প্ররোচিত করে এবং তোমাদেরকে পোড়ায়। ৫২৪৫

সহীহ।

৫২৪০ বুখারী, মুসলিম।

৫২৪৪ বুখারী, মুসলিম।

৫২৪৫ বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, ইবনু হিব্বান, হাকিম।

১৭০ - باب في قتل الحيات

অনুবাদের-১৭৫ : সাপ সরা সন্দর্ভ

৫২৪৮ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا سَأَلْتَاهُمْ مُنْذُ حَارَبْتَاهُمْ وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهُمْ خِيفَةً فَلَيْسَ مِنَّا " .

حسن صحيح

৫২৪৮। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যেদিন থেকে সাপের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ শুরু হয়েছে, সেদিন থেকে এগুলোর সঙ্গে আমরা শান্তিচুক্তি করিনি। অতএব যে ব্যক্তি ভয়ে সেগুলোকে (হত্যা না করে) ছেড়ে দিবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।^{৫২৪৬}

সহীহ।

৫২৪৯ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ يَزِيدٍ السُّكْرِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ شَرِيكَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهِنَّ فَمَنْ خَافَ نَارَهُنَّ فَلَيْسَ مِنِّي "

صحيح

৫২৪৯। ইবনু মাস'উদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা সাপ মারবে। যে ব্যক্তি তাদের প্রতিশোধের ভয় করবে সে আমার দলভুক্ত নয়।^{৫২৪৭}

সহীহ।

৫২৫০ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ فِيمَا أَرَى إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ تَرَكَ الْحَيَّاتِ مَخَافَةَ طَلِبِهِنَّ فَلَيْسَ مِنَّا مَا سَأَلْتَاهُمْ مُنْذُ حَارَبْتَاهُمْ " .

صحيح

৫২৫০। ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রতিশোধের ভয়ে সাপ (না মেরে) ছেড়ে দিবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। যখন হতে এগুলোর সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ শুরু হয়েছে তখন থেকে আমরা এগুলোকে নিরাপদে ছেড়ে দেইনি।^{৫২৪৮}

সহীহ।

৫২৪৬ আহমাদ, ইবনু হিব্বানের মাওয়ারিদ।

৫২৪৭ ডাবারানী।

৫২৪৮ আহমাদ।

৫২৫১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُوسَى الطَّبَّحَانِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ، عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَكْنِسَ زَمْزَمَ وَإِنْ فِيهَا مِنْ هَذِهِ الْجِنَانِ - يَعْنِي الْجِنَّاتِ الصَّغَارَ - فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَتْلِهِنَّ .

صحیح، إن كان ابن سابط سمع من العباس

৫২৫১। আল-আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিব (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন, আমরা যমযম কূপকে পরিষ্কার করতে চাই। কিন্তু তাতে জিন অর্থাৎ ছোট ছোট অনেক সাপ রয়েছে। নাবী ﷺ এগুলো মেরে ফেলার আদেশ দিলেন।^{৫২৪৯}

সহীহ, যদি ইবনু সাবিত হাদীসটি “আব্বাস হতে শুনে থাকেন।

৫২৫২ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَذَا الطُّفَيْتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْقِطَانِ الْحَبْلَ " . قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا فَأَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ .

صحیح

৫২৫২। সালিম (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা সাপ মেরে ফেলবে, বিশেষ করে ডোরাকাটা ও লেজকাটা সাপ। কেননা এ দু’টি সাপ দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে এবং গর্ভপাত ঘটায়। আবদুল্লাহ (রা) সাপ পেলেই মেরে ফেলতেন। আবু লুবাবাহ অথবা যায়িদ ইবনুল খাত্তাব (রা) একটি সাপের পিছু ধাওয়া করতে দেখে বললেন, ঘরে বসবাসকারী সাপ মারতে নিষেধ করা হয়েছে।^{৫২৫০}

সহীহ।

৫২৫৩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَا الطُّفَيْتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ .

صحیح

৫২৫৩। আবু লুবাবাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে বসবাসরত সাপ মারতে বারণ করেছেন, তবে ডোরাবিশিষ্ট এবং লেজকাটাগুলো নয়। কারণ এগুলো দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে এবং নারীদের গর্ভপাত ঘটায়।^{৫২৫১}

সহীহ।

৫২৫৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، وَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ - يَعْنِي بَعْدَ مَا حَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ - حَيَّةً فِي دَارِهِ فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ يَعْنِي إِلَى الْبَقِيعِ .

صحیح الإسناد

^{৫২৪৯} মিশকাত, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব।

^{৫২৫০} বুখারী, মুসলিম।

^{৫২৫১} বুখারী, মুসলিম।

৫২৫৪। নাবি' (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু লুবাযাহ (রা) ইবনু 'উমার (রা)-এর নিকট উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করার পর তিনি তার ঘরে একটি সাপ দেখতে পান। তার আদেশে ঘর হতে সাপটি বের করে বাকী'র দিকে তাড়িয়ে দেয়া হয়।^{৫২৫২}

সানাদ সহীহ।

৫২৫৫ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ، عَنْ نَافِعٍ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ نَافِعٌ ثُمَّ رَأَيْتُهَا بَعْدُ فِي بَيْتِهِ .

حسن الإسناد

৫২৫৫। নাবি' (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি এ হাদীস বর্ণনা করে বলেন, পরে আমি ঐ সাপটিকে আবার তার ঘরে দেখতে পেয়েছি।^{৫২৫৩}

সানাদ হাসান।

৫২৫৬ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ، انْطَلَقَ هُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ يَمُودَانَهُ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِينَا صَاحِبًا لَنَا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ فَأَقْبَلْنَا نَحْنُ فَحَلَسْنَا فِي الْمَسْجِدِ فَجَاءَ فَأَخْبَرَنَا أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ الْهُوََامَ مِنَ الْجِنِّ فَمَنْ رَأَى فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فَلْيُخْرِجْ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ عَادَ فَلْيَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ " .

ضعيف، الضعيفة (৩১৬৩)

৫২৫৬। মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ও তার এক সাথী অসুস্থ আবু সাঈদ (রা)-কে দেখতে যান। তিনি বলেন, আমরা তার নিকট হতে বেরিয়ে আসার পর আরেক সঙ্গীর সঙ্গে আমাদের দেখা হলো। তিনিও তাকে দেখতে এসেছেন। আমরা কিছুটা এগিয়ে গিয়ে মাসজিদে বসলাম। তিনি ফিরে এসে আমাদের জানানেন, তিনি আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কতক সাপ জিনদের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই কেউ তার ঘরে এগুলোর কোনোটিকে দেখতে পেলে সে যেন তিনবার একে সতর্ক করে। তারপরও ফিরে আসলে সে যেন একে মেরে ফেলে। কারণ তা শয়তান।^{৫২৫৪}

দুর্বল : যঈফাহ হা/৩১৬৩।

৫২৫৭ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ صَفِيٍّ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْلَى الْأَنْصَارِ عَنْ أَبِي السَّائِبِ، قَالَ أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ، عِنْدَهُ سَمِعْتُ نَحْتًا، سَرِيرَهُ تَحْرِيكَ شَيْءٍ فَتَطَرْتُ فَإِذَا حَيَّةٌ فَقُمْتُ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ مَا لَكَ فَقُلْتُ حَيَّةٌ هَا هُنَا . قَالَ فَتَرِيدُ مَاذَا قُلْتُ أَقْتُلُهَا . فَأَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي دَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ عَمٍّ لِي كَانَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ اسْتَأْذَنَ إِلَى أَهْلِهِ وَكَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِغُرْسٍ فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

৫২৫২ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব।

৫২৫৩ মুসলিম।

৫২৫৪ এর সানাদে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি রয়েছে।

وَأَمْرُهُ أَنْ يَذْهَبَ بِسِلَاحِهِ فَأَتَى دَارَهُ فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَائِمَةً عَلَى بَابِ الْبَيْتِ فَأَشَارَ إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَقَالَتْ لَا تَعْجَلْ حَتَّى تَنْظُرَ مَا أَخْرَجَنِي . فَدَخَلَ الْبَيْتَ فَإِذَا حَيَّةٌ مُنْكَرَةٌ قَطَعَتْهَا بِالرُّمْحِ ثُمَّ خَرَجَ بِهَا فِي الرُّمْحِ تَرْتَكِضُ قَالَ فَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا الرَّجُلُ أَوِ الْحَيَّةُ فَأَتَى قَوْمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرُدَّ صَاحِبَنَا . فَقَالَ " اسْتَغْفِرُوا لَصَاحِبِكُمْ " . ثُمَّ قَالَ " إِنْ نَفَرْنَا مِنَ الْحَيَّةِ أَسْلَمُوا بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ أَحَدًا مِنْهُمْ فَحَذِّرُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ إِنْ بَدَأَ لَكُمْ بَعْدَ أَنْ تَقْتُلُوهُ فَاقْتُلُوهُ بَعْدَ الثَّلَاثِ " .

حسن صحيح

৫২৫৭। আবুস সাযিব (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আবু সাঈদ আল-খুদরীর (রা) নিকট আসলাম। আমি তার নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় আমি তার খাটের নিচে নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। চেয়ে দেখি একটি সাপ। আমি উঠে দাঁড়ালাম। আবু সাঈদ (রা) বললেন, তোমার কি হলো? আমি বললাম, ওখানে সাপ। তিনি বললেন, তা তুমি কি করতে চাও? আমি বললাম, আমি এটিকে হত্যা করবো। তিনি তার ঘরের নিজ কক্ষ বরাবর অপর একটি কক্ষের দিকে ইশারা করে বললেন, আমার এক চাচাত ভাই এই কক্ষে বাস করতো। আহম্মদের যুদ্ধের দিন সে নাবী ﷺ-এর নিকট বাড়ি যাওয়ার অনুমতি চাইল, সে ছিল সদ্য বিবাহিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন এবং সঙ্গে তার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন। সে বাড়ি ফিরে এসে দেখলো, তার স্ত্রী ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে। সে বর্শা দ্বারা তার স্ত্রীকে ইশারা করলো আর স্ত্রী বললো, তুমি তাড়াহুড়া করো না, আগে দেখো কিসে আমাকে বের হতে বাধ্য করেছে। সে ঘরে প্রবেশ করে দেখলো এক বীভৎস সাপ। সে সেটিকে বর্শাবিন্ধ করলো। সাপটি তখনো তড়পাচ্ছিল। তিনি বললেন, আমাদের জানা নেই কার মৃত্যু আগে হয়েছে, লোকটির না সাপটির! তার গোত্রের লোকজন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করুন যাতে তিনি আমাদের সঙ্গীকে ফিরিয়ে দেন। তিনি বললেন : তোমরা তোমাদের সাথীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। তারপর বললেন : মাদীনাহর একদল জিন ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাদের কাউকে যদি তোমরা দেখতে পাও তাহলে তিনবার তাকে সতর্ক করবে। তারপরও যদি তোমাদের সামনে তা আত্মপ্রকাশ না করে তাহলে তোমরা তাকে মারতে চাইলে তিনবার বলার পর মারতে পারো।^{৫২৫৫}

হাসান সহীহ।

৫২৫৮ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ مُخْتَصَرًا قَالَ " فَلْيُؤْذَنُ ثَلَاثًا فَإِنْ بَدَأَ لَهُ بَعْدُ فَلْيَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ " .

حسن صحيح

৫২৫৮। ইবনু 'আজলান (র) হতে এ হাদীস সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। এতে রয়েছে : সে এটিকে তিনবার সতর্ক করবে। তারপরও যদি দেখতে পাও, তবে তাকে মারবে। কারণ তা একটি শয়তান।^{৫২৫৬}

হাসান সহীহ।

৫২৫৫ মুসলিম, তিরমিযী।

৫২৫৬ মুসলিম।

৫২৫৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَيْفِيٍّ، مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَأَتَمَّ مِنْهُ قَالَ " فَادَّبُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ بَدَأَ لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ " .

صحیح

৫২৫৯। হিশাম ইবনু যাহবার আযাদকৃত গোলাম আবুস সায়িব (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি আবু সাঈদ আল-খুদরীর (রা) নিকট গেলেন। অতঃপর অনুরূপ বরং এর চেয়ে পূর্ণাঙ্গ হাদীস বর্ণনা করেন। তাতে রয়েছে : তিনদিন পর্যন্ত একে সতর্ক করো। তারপরও যদি তোমরা দেখতে পাও, তাহলে সেটিকে হত্যা করো। কারণ সেটি হচ্ছে একটি শয়তান।^{৫২৫৭}

সহীহ।

৫২৬০ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ حَيَاتِ الْيَبُوتِ فَقَالَ " إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فِي مَسَاكِنِكُمْ فَقُولُوا أُنْشِدُكُمُ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُمُ نُوْحٌ أُنْشِدُكُمُ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُمُ سُلَيْمَانُ أَنْ لَا تُؤْذُونَا فَإِنْ عَذَنَ فَاقْتُلُوهُنَّ " .

ضعیف

৫২৬০। আবদুর রহমান ইবনু আবু লাইলাহ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ঘরে বসবাসকারী সাপ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন : তোমরা তোমাদের বসবাসের ঘরে এগুলোকে দেখতে পেলে বলবে : ‘আমি তোমাদেরকে সেই ওয়াদার কসম দিয়ে বলছি যা নূহ (আ) তোমাদের থেকে গ্রহণ করেছিলেন। অথবা আমি তোমাদেরকে সেই ওয়াদার কসম দিয়ে বলছি যা সুলায়মান (আ) তোমাদের কাছ থেকে নিয়েছিলেন যে, তোমরা আমাদের ক্ষতি করবে না’। এরপরও তারা ফিরে এলে তোমরা তাদের মেরে ফেলো।^{৫২৫৮}

দুর্বল।

৫২৬১ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ اقْتُلُوا الْحَيَّاتَ كُلَّهَا إِلَّا الْحَيَّاتَ الْأَبْيَضَ الَّذِي كَأَنَّهُ قَضِيبٌ فَضَّةٌ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ فَقَالَ لِي إِنْسَانُ الْحَيَّاتِ لَا يَنْعَرِجُ فِي مَشْيِهِ فَإِذَا كَانَ هَذَا صَحِيحًا كَأَنَّكَ لَعَلَّمْتَهُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

صحیح موقوف

৫২৬১। ইবনু মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমরা সব সাপকেই হত্যা করবে, কেবল সাদা জিন ব্যাভীত যা দেখতে রৌপ্য দণ্ডের মত। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, আমাকে এক ব্যক্তি বলেছেন, সাদা সাপ আঁকাবঁকা হয়ে চলাচল করে না। এটা যদি সঠিক হয়ে থাকে তবে আল্লাহর ইচ্ছায় তা এই সাপের একটি নিদর্শন।^{৫২৫৯}

সহীহ মাওকুফ।

৫২৫৭ এটি গত হয়েছে হা/৫২৫৭।

৫২৫৮ তিরমিযী, নাসায়ীর ‘আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন : এই হাদীসটি হাসান গরীব।

৫২৫৯ বাগাভী।

১৭৬ - باب في قتل الأوزاع

অনুচ্ছেদ-১৭৬ : টিকটিকি হত্যা করা সম্পর্কে

৫২৬২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَاءُ فَوْسِقًا .

সহীহ

৫২৬২। 'আমির ইবনু সা'দ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ গিরগিটি (টিকটিকি) মারার হুকুম করেছেন। তিনি তার নাম দিয়েছেন অনিষ্টকারী।^{৫২৬০}

সহীহ।

৫২৬৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبِرَّازُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ قَتَلَ وَرَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً أَدْنَى مِنَ الْأَوَّلِ وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً أَدْنَى مِنَ الثَّانِيَةِ " .

সহীহ

৫২৬৩। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতে একটি গিরগিটি (টিকটিকি) হত্যা করবে, তার জন্য একরূপ সওয়াব রয়েছে। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় আঘাতে এটি হত্যা করবে, তার জন্য একরূপ একরূপ সওয়াব রয়েছে, যা প্রথম আঘাতে মারার তুলনায় কম। আর যে ব্যক্তি তৃতীয় আঘাতে তা হত্যা করবে, তার জন্য একরূপ একরূপ সওয়াব রয়েছে, যা দ্বিতীয় আঘাতে হত্যার চেয়ে কম।^{৫২৬১}

সহীহ।

৫২৬৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبِرَّازُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا، عَنْ سُهَيْلٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي، أَوْ أُخْتِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً " .

সহীহ

৫২৬৪। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : প্রথম আঘাতে মারতে পারলে তার জন্য সত্তর নেকী রয়েছে।^{৫২৬২}

সহীহ।

৫২৬০ মুসলিম, আহমাদ।

৫২৬১ মুসলিম, তিরমিযী।

৫২৬২ মুসলিম।

১৭৭ - باب في قتل الذر

অনুচ্ছেদ-১৭৭ : পিপড়া মারা সম্পর্কে

৫২৬৫ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِحَازِرِهِ فَأَخْرَجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأَخْرَقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَهَلَا نَمْلَةٌ وَاحِدَةٌ " .

صحیح

৫২৬৫। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : কোন এক নাবী (আ) এক গাছের নিচে বসবাস করছিলেন। একটি পিপড়া তাঁকে কামড় দিলো। তিনি বিছানাপত্র সরানোর নির্দেশ দিলে তা তাঁর নিচে হতে সরানো হলো। তারপর তিনি আদেশ দিলে সব পিপড়া জ্বালিয়ে দেয়া হলো। আল্লাহ তাঁর নিকট ওয়াহী পাঠালেন : একটি মাত্র পিপড়া নয় কেন? ৫২৬৫

সহীহ।

৫২৬৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ " إِنْ نَمْلَةٌ قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأَخْرَقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكَتْ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ " .

صحیح

৫২৬৬। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একদা একটি পিপড়া এক নাবীকে কামড় দিলে তাঁর নির্দেশে সব পিপড়া জ্বালিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ ঐ নাবীর নিকট ওয়াহী পাঠালেন : তোমাকে একটি মাত্র পিপড়া কামড় দিয়েছে। অথচ তুমি তাসবীহ পাঠরত একটি উম্মাত ধ্বংস করে দিলে! ৫২৬৬

সহীহ।

৫২৬৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتَبَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدْهُدُ وَالصُّرْدُ .

صحیح

৫২৬৭। ইবনু 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ চার প্রকার প্রাণী হত্যা করতে বারণ করেছেন : পিপড়া, মধুমক্ষিকা, হুদহুদ পাখি এবং চড়ুই সদৃশ বাজ পাখি। ৫২৬৭

সহীহ।

৫২৬৫ বুখারী, আহমাদ।

৫২৬৬ বুখারী, মুসলিম।

৫২৬৭ ইবনু মাজাহ, আহমাদ।

৫২৬৮ - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ ابْنِ سَعْدٍ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ الْحَسَنُ بْنُ سَعْدٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَنْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمْرَةً مَعَهَا فَرْخَانٌ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتِ الْحُمْرَةُ فَجَعَلَتْ تُعَرِّشُ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ " مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بَوْلَدهَا رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا " . وَرَأَى قَرِيَةً تَمْلِي قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ " مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ " . قُلْنَا نَحْنُ . قَالَ " إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذَّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ " .

صحیح

৫২৬৮। 'আবদুর রহমান ইবনু 'আবদুল্লাহ (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সফরে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য চলে গেলেন। এদিকে আমরা একটি ছোটপাখি দেখতে পেলাম। তার সঙ্গে ছিল দু'টি বাচ্চা। আমরা বাচ্চা দু'টিকে ধরে ফেলি। মা পাখিটি এসে পাখা ঝাপটাতে লাগলো। নাবী ﷺ ফিরে এসে বললেন : কে এই পাখিটিকে তার বাচ্চা ধরে এনে ভীত সঙ্কস্ত করেছে? তোমরা এটির বাচ্চা একে ফিরিয়ে দাও। নাবী ﷺ আমাদের পুড়িয়ে মারা পিঁপড়ার একটি বাসস্থানও দেখতে পেলেন। তিনি বললেন : এগুলো কে পুড়িয়েছে? আমরা বললাম, আমরা। তিনি বললেন : আগুনের রব ছাড়া আগুন দিয়ে শাস্তি দেয়া কারো পক্ষে সমীচীন নয়। ৫২৬৬

সহীহ।

১৭৮ - باب في قتل الضفدع

অনুচ্ছেদ-১৭৮ : ব্যাঙ হত্যা করা

৫২৬৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذَثْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّ طَبِيئًا، سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَتَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا .

صحیح

৫২৬৯। 'আবদুর রহমান ইবনু 'উসমান (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ডাক্তার নাবী ﷺ-কে ঔষধ তৈরীতে ব্যাঙ ব্যবহার করা বিষয়ে প্রশ্ন করলো। নাবী ﷺ তাকে ব্যাঙ মারতে বারণ করেন। ৫২৬৭

সহীহ।

১৭৭ - باب في الخذف

অনুচ্ছেদ-১৭৭ : পাখির কুচি নিক্ষেপ করা

৫২৭০ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهَيْبَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَذْفِ قَالَ " إِنَّهُ لَا يَصِيدُ صَيْدًا وَلَا يَتَكَا عَدُوًّا وَإِنَّمَا يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ " .

صحیح

৫২৭০। 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পাথরকণা নিক্ষেপ করতে বারণ করেছেন। তিনি বলেছেন : এর দ্বারা শিকারও ধরা যায় না, শত্রুকেও আঘাত করা যায় না, বরং তা চোখ নষ্ট করে এবং দাঁত ভেঙ্গে ফেলে। ৫২৬৮

সহীহ।

১৮০ : بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخِتَانِ

অনুচ্ছেদ-১৮০ : খাতনা করা সম্পর্কে

৫২৭১ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشَقِيُّ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْأَشْجَعِيُّ، قَالََا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ، - قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْكُوفِيُّ - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةِ الْأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ امْرَأَةً، كَانَتْ تَخْتَنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ " لَا تُنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَخْطَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَيَّ الْبَعْلِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى عَنْ عُيَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمَعْنَاهُ وَإِسْنَادِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ وَقَدْ رَوَى مُرْسَلًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ مَجْهُولٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ .

صحيح

৫২৭১। উম্মু 'আত্টিয়াহ আল-আনসারী (রা) সূত্রে বর্ণিত। মাদীনাহুতে এক মহিলা খাতনা করতো। নাবী ﷺ তাকে বললেন : তুমি গভীর করে কাটবে না। কারণ তা মেয়েলোকের জন্য অধিকতর আরামদায়ক এবং স্বামীর জন্য অতি পছন্দনীয়। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'আমর (র) হতে 'আবদুল মালিক (র) সূত্রে একই অর্থে ও সানাদে এটি বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, হাদীসটির সানাদ দুর্বল। ৫২৬৯

সহীহ।

১৮১ - بَابُ فِي مَشَى النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الطَّرِيقِ

অনুচ্ছেদ-১৮১ : রাস্তায় পুরুষদের সাথে নারীদের যাতায়াত সম্পর্কে

৫২৭২ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو بْنِ حِمَاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلنِّسَاءِ " اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ " . فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تُلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنْ تَوَبَّهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوفِهَا بِهِ .

حسن

৫২৭২। হামাযাহ ইবনু আবু উসাইদ আল-আনসারী (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যখন তিনি মাসজিদ হতে বের হওয়ার সময় দেখেন, রাস্তায় পুরুষরা

৫২৬৮ বুখারী, মুসলিম।

৫২৬৯ বায়হাক্বী।

মহিলাদের সঙ্গে এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদের বললেন : তোমরা একটু অপেক্ষা করো। কারণ তোমাদের রাস্তার মাঝ দিয়ে চলাচলের পরিবর্তে পাশ দিয়ে চলাচল করা উচিত। সুতরাং মহিলারা দেয়ালের পাশ দিয়ে চলাচল করতো, এতে তাদের চাদর দেয়ালের সঙ্গে আটকে যেতো।^{৫২৭০}

হাসান।

৫২৭৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا أَبُو قَتَيْبَةَ، سَلَّمَ بْنُ قَتَيْبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ الْمُرْنِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَمْسِيَ - يَعْنِي الرَّجُلُ - بَيْنَ الْمَرَاتَيْنِ .
(موضوع، الضعيفة (٣٧٥)

৫২৭৩। ইবনু 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ পুরুষ লোককে দুই মহিলার মাঝখান দিয়ে চলাচল করতে বারণ করেছেন।^{৫২৭৩}

বানোয়াট : যঈফাহ হা/৩৭৫।

১৮২- باب في الرجل يسب الدهر

অনুচ্ছেদ-১৮২ : সময়কে গালি দেয়া সম্পর্কে

৫২৭৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، وَابْنُ السَّرْحِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤَذِّنِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الْأَمْرُ أَقْلَبُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارَ " .
قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عَنْ ابْنِ الْمُسَيْبِ مَكَانَ سَعِيدٍ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
صحیح

৫২৭৪। আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : মহামহিম আল্লাহ বলেন : আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়। সে যুগকে (সময়কে) গালি দেয়। অথচ যুগ আমারই নিয়ন্ত্রণে। আমিই রাত ও দিন পরিবর্তন করি।^{৫২৭২}

সহীহ।

আল-হাম্দুলিল্লাহ সুনান আবু দাউদ

৫ম খণ্ড সমাপ্ত

^{৫২৭০} বায়হাকী।

^{৫২৭১} হাকিম। ইমাম হাকিম বলেন : সানা দ সহীহ। কিন্তু ইমাম যাহাবী বলেন : সানাদের দাউদ বিন সালিহ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি মাওযু ও বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেন।

^{৫২৭২} বুখারী, মুসলিম।

Sunan Abu Dawud

(Part-5)

Tahqeeq

Allamah Nasiruddin Albani (r)

Rendered into Bangla by

Ahsanullah Bin Sanaullah

Published by : Md. Zillur Rahman Zilani